উৎকলখণ্ডম্ ।

বঙ্গানুবাদ-সমেতম্ ।

ভট্টপল্লীনিবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীযুক্ত-পঞ্চানন-তর্করত্নেন

সম্পাদিতম্ ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীট, 'বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো মেশিন' প্রেসে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১৩১২ সাল ।

মূল্য ২৲ দুই টাকা ।

উৎকলখণ্ডম্।

বঙ্গানুবাদ-সমেতম্।

ভট্টপল্লী-নিবাসি-

পণ্ডিতবর-শ্রীযুক্ত-পঞ্চানন-তর্করত্নেন

সম্পাদিতম্।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, 'বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মেসিন' প্রেসে

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভূমিকা।

——:•০:——

স্কন্দপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণেরই অন্তর্গত। স্কন্দপুরাণের ন্যায় বিস্তৃত পুরাণ আর নাই। সহজ উপায়ে জীবের উদ্ধারের পথ-নির্দ্দেশই স্কন্দপুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কাশীখণ্ড, উৎকলখণ্ড প্রভৃতি ছয়টী খণ্ড বা ভাগে স্কন্দপুরাণ বিভক্ত।

স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্ব-রচিত পুরুষোত্তম-তত্ত্বে "স্কন্দপুরাণম্" বলিয়া যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই উৎকলখণ্ডেরই অন্তর্গত; সেই বচনটী এই—

"ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রসন্নস্তে ভক্ত্যা নিষ্কামকর্ম্মভিঃ।
উৎসৃজ্য বিত্তকোটিস্তু যন্মমায়তনং কৃতম্।
ভঙ্গেঽপ্যেতস্য রাজেন্দ্র স্থানং ন ত্যজ্যতে ময়া॥"

উৎকলখণ্ড ২৯ শ অঃ ১১।১২

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি স্মৃতিসংগ্রহকার যে গ্রন্থের আদর করিয়া বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, যে গ্রন্থের পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য এবং শ্রীক্ষেত্র-তীর্থকার্য্য সম্পূর্ণ অবিদিত থাকে, সেই উৎকলখণ্ড এদেশে লুপ্তপ্রায়। শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের পর্ব্ব ও পূজাদি যে উৎকলখণ্ডের বিধি-অনুসারে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, যাহার সমগ্র অংশ শ্রীশ্রী৺পুরী-যাত্রীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিলে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দর্শনে ঐহিক পারত্রিক পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয়—সেই মহাগ্রন্থ এদেশে দুর্লভ। উৎকলখণ্ডেই কাক-চতুর্ভুজের বিবরণ, মার্কণ্ডেয়হ্রদের কথা, পুরী পরিমাণ ও সীমা নির্দ্দেশ, পুণ্ডরীক ও অম্বরীষের উপাখ্যান ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বৃত্তান্ত, ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীশ্রী৺ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য শ্রবণ, ইন্দ্রদ্যুম্নের উৎকল-যাত্রা, শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তমের অন্তর্দ্ধান, তৎশ্রবণে ইন্দ্রদ্যুম্নের পরিতাপ ও নারদের কৃত সান্ত্বনা, ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তমের পুনরাবির্ভাব বিষয়ে দৈববাণী, ইন্দ্রদ্যুম্নের নৃসিংহ মূর্ত্তি স্থাপন, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ, অক্ষয়বটে জগন্নাথ দেবের দারুমূর্ত্তিতে আবির্ভাব, ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শ্রীশ্রী৺জগন্নাথের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ—রথপ্রতিষ্ঠা, দারুমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা,—দারুময় শ্রীশ্রী৺জগন্নাথের নিকট ইন্দ্রদ্যুম্নের বরলাভ, স্নানযাত্রা-বিধি, পঞ্চতীর্থ-বিধি, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, দক্ষিণায়ন-কৃত্য, উত্তরায়ণ-কৃত্য, সংবৎসর ব্রত, দমনভঞ্জিকাদি যাত্রা এবং অন্যান্য বিবিধ উপদেশ, ইতিহাস ও উপাখ্যান আছে। উৎকলখণ্ড হিন্দুমাত্রেরই পাঠ্য। উৎকলখণ্ড পড়িলে শ্রীশ্রী৺পুরীধামে গিয়া কি করিতে হয়, কি করিতে না হয়, নিজেই বুঝিবেন, বুঝিয়া কার্য্য করিবেন; প্রতারকের কুহকে পড়িয়া অকারণ অর্থব্যয়ে কাতর হইতে হইবে না বা কর্ত্তব্য-ত্রুটি দোষী হইতে হইবে না।

এদেশে উৎকলখণ্ড দুর্লভ, হস্তলিখিত পুস্তক প্রায়ই অশুদ্ধ। বোম্বাই নগরীতে একখানি উৎকলখণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও অশুদ্ধ আছে; এবং ৬৭ অধ্যায় নাই। উৎকলখণ্ডের ন্যায় মহাগ্রন্থের এইরূপ অবস্থা কাহার মনে দুঃখ উৎপাদন না করে? যাহা হউক আমরা বহু যত্নে কয়েকখানি আদর্শ-পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে পাঠ-মিলন ও সংশোধন করিয়া মূল উৎকলখণ্ড সম্পাদন করিলাম। সর্ব্বসাধারণের সুখবোধার্থে শ্লোকের নিম্নে সরল অনুবাদ প্রদত্ত হইল। ভট্টপল্লী নিবাসী স্বর্গীয় স্মার্ত্তপ্রবর ৺রাজেন্দ্র [illegible]

মহাশয় এই কার্য্যে প্রথম উদ্যোগী। কিন্তু তাঁহার উদ্যোগ এতাবৎ সিদ্ধ হয় নাই। তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্তা উত্তরাধিকারিণী তদীয় ধর্ম্মশীলা পত্নীর সম্মতিক্রমে ২৫শ অধ্যায় পর্য্যন্ত তাঁহার অনুবাদ গৃহীত হইয়াছে। তবে অস্মৎসম্পাদিত বহুসম্মত মূলে ২৫শ অধ্যায় মধ্যেই চার পাঁচ শত শ্লোক অধিক থাকায় তাহার মাত্র নূতন অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে বাধ্য যে, ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের উদ্যোগের ফল প্রাপ্ত না হইলে, উৎকলখণ্ড-সম্পাদন প্রভৃতিতে আমাদিগকে অধিকতর অন্তরায় ভোগ করিতে হইত। ন্যায়-বাগীশ মহাশয় উৎকলখণ্ডের পরমভক্ত ছিলেন; তাঁহার জীবিতকালের মধ্যে উৎকলখণ্ড সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে তাঁহার অসীম আনন্দ-উল্লাসে সকলেই আনন্দিত হইতেন। আজ তিনি স্বর্গে পরমানন্দ ভোগ করুন।

উৎকলখণ্ডের সম্পাদনে আমার প্রধান সহকারী ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বিদ্যার্ণব এবং সহকারী ২৪ পরগণা দত্তীরহাট নলকোঁড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ। এই উৎকলখণ্ডের প্রধান অনুবাদক স্বর্গীয় ৺রামেন্দ্র ন্যায়বাগীশ এবং শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বিদ্যা-র্ণব। এক্ষণে শ্রীশ্রী৺পুরীযাত্রিগণ এই গ্রন্থের সহায়তায় কিঞ্চিৎ উপকার প্রাপ্ত হইলে উদ্দেশ্য সফল হয়। ইতি

সম্পাদক

শ্রীপঞ্চানন-তর্করত্ন।

ভট্টপল্লী।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়। জৈমিনীর নিকট মুনিগণের পুরুষোত্তমক্ষেত্র-বিষয়ক প্রশ্ন	১
২য় অঃ। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সমাগত পিপাসার্ত্ত বায়সের দেহান্তে বিষ্ণুরূপ প্রাপ্তি	
৩য় অঃ। পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ মার্কণ্ডেয়-খাতোৎপত্তি-বিবরণ	৯
৪র্থ অঃ। পুরুষোত্তমক্ষেত্রের পরিমাণাদি নির্দ্দেশ এবং এবং পুণ্ডরীক ও অম্বরীষের উপাখ্যান	১৩
৫ম অঃ। পুণ্ডরীক ও অম্বরীষের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার সাক্ষাৎকার লাভ	২১
৬ষ্ঠ অঃ। উৎকল-দেশের প্রশংসা	২৭
৭ম অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান	২৯
৮ম অঃ। বিশ্বাবসু নামক শবর ও ইন্দ্রদ্যুম্ন-পুরোহিত বিদ্যাপতির বৃত্তান্ত	৩৬
৯ম অঃ। বিদ্যাপতির নিকট ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরুষোত্তমক্ষেত্র বিষয়ক প্রশ্ন	৪২
১০ম অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্ন-সমীপে বিদ্যাপতির পুরুষোত্তমক্ষেত্র-বিবরণ কথন এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের নারদ-মুখে ভগবদ্ভক্তি শ্রবণ	৪৮
১১শ অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নের উৎকল যাত্রা	৫৮
১২শ অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নের একাম্রকাননে গমন	৬১
১৩শ অঃ। কপোতেশ্বর শিবের উপাখ্যান	৭১
১৪শ অঃ। বিদ্যাপতি-মুখে ভগবানের অন্তর্দ্ধান-বার্ত্তা শ্রবণে ইন্দ্রদ্যুম্নের শোক ও নারদ কর্ত্তৃক সান্ত্বন।	৮২
১৫শ অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ভগবানের পুনরাবির্ভাব-সূচক আকাশবাণী শ্রবণ	৮৬
১৬শ অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নরসিংহ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা	৯১
১৭শ অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নের সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান ও স্বপ্নে ভগবদ্দর্শন লাভ	৯৬
১৮শ অঃ। অক্ষয়বটোৎপত্তি বিবরণ ও ইন্দ্রদ্যুম্নের জগন্নাথমূর্ত্তি নির্ম্মাণোদ্যোগ	১০৫
১৯শ অঃ। জগন্নাথ দেবের দারুময় মূর্ত্তিতে আবির্ভাব	১০৮
২০শ অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরোৎপত্তি-বিবরণ	১১৩
২১শ অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক জগন্নাথদেবের প্রাসাদ নির্ম্মাণ	১১৯
২২শ অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্নের নারদসহ ব্রহ্মলোকে গমন	১২৪
২৩শ অঃ। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের নীলমণিময় মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান ও দারুরূপে পুনরাবির্ভাবের হেতু কথন	১২৮
২৪শ অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব	১৩৪
২৫শ অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ভগবানের রথত্রয়-প্রতিষ্ঠাবিধি কথন	১৩৮
২৬শ অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ভগবানের প্রতিষ্ঠার আয়োজন	১৪৪
২৭শ অঃ। ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা	১৪৮
২৮শ অঃ। ভগবানের নৃসিংহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ	১৫৭
২৯শ অঃ। দারুময় ভগবানের নিকট ইন্দ্রদ্যুম্নের বরলাভ ও জ্যৈষ্ঠস্নানাদি বিবিধ যাত্রার ফল শ্রবণ	১৬১
৩০শ অঃ। জৈমিনি কর্ত্তৃক পঞ্চতীর্থ-বিধি কীর্ত্তন	১৬৬

বিষয়	পৃষ্ঠা

৩১শ অঃ। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-বিধি কথন ... ১৭৯
৩২শ অঃ। জ্যেষ্ঠপঞ্চকাদি বিবিধ ব্রত-বিধি কথন ... ১৮৬
৩৩শ অঃ। রথযাত্রা-মহোৎসব-বিধি কথন ... ১৯২
৩৪শ অঃ। রথযাত্রা-মহোৎসবের প্রশংসা ... ২০১
৩৫শ অঃ। ভগবানের রথরক্ষা-বিধি ... ২০৫
৩৬শ অঃ। ভগবানের শয়নোৎসব-বিধি ... ২০৭
৩৭শ অঃ। দক্ষিণায়নসংক্রান্তি কৃত্য ... ২১২
৩৮শ অঃ। ভগবানের প্রসাদ ও নির্ম্মাল্যাদি-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ... ২১৭
৩৯শ অঃ। ভগবানের পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসব-বিধি কথন ... ২২৮
৪০শ অঃ। ভগবানের প্রাবরণোৎসব-বিধি কথন ... ২৩৫
৪১শ অঃ। উত্তরায়নোৎসব-বিধি কীর্ত্তন ... ২৩৯
৪২শ অঃ। দোলোৎসব-বিধি কথন ... ২৪৪
৪৩শ অঃ। সংবৎসরব্রত-বিধি কথন ... ২৪৭
৪৪শ অঃ। দমনভঞ্জিকাদি বিবিধ যাত্রা-বিধি কীর্ত্তন ... ২৫০
৪৫শ অঃ। ভগবানের বিবিধ মূর্ত্তি উপাসনার ফল কীর্ত্তন ও নৃসিংহদেবের সেবার্থ ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্বেতরাজকে আদেশ ... ২৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা

৪৬শ অঃ। জৈমিনি কর্ত্তৃক পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপত্ব কথন ... ২৫৯
৪৭শ অঃ। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির আত্মজ্ঞান লাভাদি কথন ... ২৬৩
৪৮শ অঃ। কদাচার-সম্পন্ন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়ের উপাখ্যান ... ২৬৫
৪৯শ অঃ। পূর্ব্বপরিত্যক্ত পত্নীর সহিত বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের পুনঃ সম্মিলন ... ২৬৮
৫০শ অঃ। প্রভু জগন্নাথ সমীপে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব-জ্ঞানলাভ ... ২৭২
৫১শ অঃ। পুরুষোত্তমস্থ সাগরস্নানাদির ফল কীর্ত্তন ... ২৭৭
৫২শ অঃ। পাষণ্ডকুলজাত জনৈক বিষ্ণুভক্তের উপাখ্যান ... ২৮০
৫৩শ অঃ। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রাদ্ধের অবশ্যকর্ত্তব্যতা ... ২৮৫
৫৪শ অঃ। অর্দ্ধোদয়-যোগ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ... ২৮৮
৫৫শ অঃ। পুরুষোত্তমক্ষেত্রের দশাবতারক্ষেত্র নাম হওয়ার কারণ বর্ণন ... ২৯৩
৫৬শ অঃ। পুরুষোত্তম-প্রীত্যর্থ ব্রতবিশেষ-বিধি কীর্ত্তন ... ২৯৫
৫৭শ অঃ। পুরুষোত্তম প্রীত্যর্থ ব্রতবিশেষের প্রতিষ্ঠা-বিধি কথন ... ২৯৮
অতিরিক্ত অঃ। পুরাণ-শ্রবণ-বিধি ও তৎ-ফল কীর্ত্তন ... ৩০১

সূচীপত্র সমাপ্ত।

উৎকলখণ্ডম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

মুনয় উচুঃ ।

ভগবন্ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বতীর্থমহত্ত্ববিৎ ।
কথিতং যত্ত্বয়া পূর্ব্বং প্রস্তুতে তীর্থকীর্ত্তনে ॥ ১
পুরুষোত্তমাখ্যং সুমহৎ ক্ষেত্রং পরমপাবনম্ ।
যত্রাস্তে দারবতনুঃ শ্রীশো মানুষলীলয়া ॥ ২
দর্শনান্মুক্তিদঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ ।
তন্নো বিস্তরতো ব্রূহি তৎ ক্ষেত্রং কেন নির্ম্মিতং
জ্যোতিঃপ্রকাশো ভগবান্ সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ ।
কথং দারুময়স্তস্মিন্নাস্তে পরমপুরুষঃ ॥ ৪
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ পরং কৌতূহলং হি নঃ ।
যতস্ত্বং বদতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বলোকগুরো মুনে ॥ ৫

জৈমিনিরুবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে রহস্যং পরমং হি তৎ ।
অবৈষ্ণবানাং শ্রবণে ভক্তিস্তত্র ন জায়তে ॥ ৬

নারায়ণ, নর, নরোত্তম এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া পরে জয় উচ্চারণ করিবে ।

একদা মুনিগণ মহর্ষি জৈমিনিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি সকল শাস্ত্রজ্ঞ ও সমুদয় তীর্থের মাহাত্ম্য অবগত। ইতিপূর্ব্বে তীর্থ-কথন প্রস্তাবে পরম পবিত্রতাজনক পুরুষোত্তমনামক সুমহৎ ক্ষেত্রটীর উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ক্ষেত্রে শ্রীপতি নারায়ণ মানবলীলা সাধনোদ্দেশে দারুময় কলেবর পরিগ্রহণপূর্ব্বক বিরাজমান আছেন। ১।২

যিনি দর্শন মাত্রেই সাক্ষাৎ মুক্তি ও সকল তীর্থের ফলপ্রদান করেন, সেই ক্ষেত্রটি কোন্ ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে সবিস্তর বর্ণন করুন্ । ৩।

সেই সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ পরমপুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়াও কি নিমিত্ত দারুময়রূপে সেই ক্ষেত্রে স্থিতি করিতেছেন, আপনার নিকট তৎশ্রবণে আমাদিগের কৌতূহল হইতেছে, যেহেতুক আপনি পরমবাগ্মী ও সর্ব্বলোকের গুরু । ৪ । ৫

মহর্ষি জৈমিনি মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মুনিগণ! সেই পরমমহত্ত ক্ষেত্রের বিবরণ পুরাকালে কার্ত্তিকের মহাদেবের মুখপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়া মন্দরপর্ব্বতে সিদ্ধগণ ও দেবগণের সভাতে বর্ণন

যস্য সংকীর্ত্তনাদেব সকলং লীয়তে তমঃ।
স্কন্দেন কথিতং পূর্ব্বং শ্রুত্বা শম্ভোর্মুখাম্বুজাৎ ॥৭
সমক্ষং সিদ্ধদেবৌঘ-সঙ্ঘানাং মন্দরোদরে।
অহমপ্যাগমং তত্র দেবদেবং সমর্চ্চিতুম্।
যথাশ্রুতং কথয়তো দেবানাং পুরতো ময়া ॥৮
যদ্যপ্যেষ জগন্নাথঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বভাবনঃ।
সন্তি ক্ষেত্রাণি চান্যানি সর্ব্বপাপহরাণি বৈ ॥ ৯
এতৎ ক্ষেত্রং বরকান্ত বপুর্ভূতং মহাত্মনঃ।
স্বয়ং বপুষ্মাংস্তত্রাস্তে স্বনাম্না খ্যাপিতং হি তৎ ॥
তত্র যে স্থাতুমিচ্ছন্তি তে সর্ব্বেঽপি হতাংহসঃ।
কিং পুনস্তত্র তিষ্ঠন্তো যে পশ্যন্তি গদাধরম্ ॥ ১১
অহো তৎ পরমং ক্ষেত্রং বিস্তৃতং দশযোজনৈঃ
তীর্থরাজস্য সলিলাদুত্থিতং বালুকাচিতম্ ॥ ১২
নীলাচলেন মহতা মধ্যস্থেন বিরাজিতম্।
একস্তনমিব পৃথ্ব্যাঃ সুদূরাৎ পরিভাবিতম্ ॥ ১৩
বরাহরূপিণা পূর্ব্বং সমুদ্ধৃত্য বসুন্ধরাম্।
সর্ব্বতঃ সুষমাং কৃত্বা পর্ব্বতৈঃ সুস্থিরীকৃতাম্ ॥ ১৪
সৃষ্ট্বা চরাচরং সর্ব্বং তীর্থানি স বিদাংবরঃ।
ক্ষেত্রাণি চ যথাস্থানং সন্নিবেশ্য যথা পুরা।
ততো বিচিন্তয়ামাস সৃষ্টিভারনিপীড়িতঃ ॥ ১৫
পুনরেতাং ক্রিয়াং গুর্ব্বীং ন লভেয়ং কথন্বিতি।
তাপত্রয়াভিভূতা হি মুচ্যন্তে জন্তবঃ কথম্ ॥ ১৬
এবং চিন্তয়মানস্য মতিরাসীৎ প্রজাপতেঃ।
মুক্ত্যেককারণং বিষ্ণুং স্তোষ্যেঽহং পরমেশ্বরম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নমস্তে জগদাধার শঙ্খচক্রগদাধর।
যন্নাভিপঙ্কজাদেব জাতোঽহং বিশ্বসৃষ্টিকৃৎ ॥ ১৮
পরমাত্মস্বরূপস্তে ত্বং বেৎসি বৈ জগন্ময়।

করিয়াছিলেন। আমি তখন সেই দেবদেব মহাদেবের পূজনার্থে তথায় গমন করিয়া কার্ত্তিকেয়-মুখ-বিনির্গত তৎসমুদয় যে প্রকার শুনিয়াছিলাম, তাহা অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা বিষ্ণুপরায়ণ নহে, ইহা শুনিয়া তাহাদিগের মনে ভক্তি সঞ্চয় হয় না। কিন্তু তাহার বিবরণ কীর্ত্তনমাত্রেই সমুদয় তমোগুণ লয় প্রাপ্ত হয় ৬—৮

যদিও এই জগন্নাথ সর্ব্বব্যাপী সকলের কারণ এবং বহুলপাপনাশক এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রও আছে, তথাপি এই ক্ষেত্রটি সেই মহাত্মা ভগবানের বপুঃস্বরূপ হওয়াতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছে। ঐ মহাত্মা স্বয়ং বিগ্রহধারী হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন এবং সেই ক্ষেত্রটি স্বনামে বিখ্যাত করিয়াছেন। সেই স্থানে যে ব্যক্তিরা অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় ও যে ব্যক্তিরা বাস করিয়া গদাধরের সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্য বর্ণনাতীত। ৯—১১

সেই পরম রমণীয় আশ্চর্য্য ক্ষেত্রটি দশ যোজন বিস্তৃত ও তীর্থরাজ সমুদ্রের সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া বালুকারাশিতে বেষ্টিত। উহার মধ্যস্থল বৃহৎ নীলপর্ব্বত দ্বারা পরিশোভিত আছে। অতিদূর হইতে ইহা পৃথিবীর একটি স্তন-স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হয়। পুরাকালে বরাহবিগ্রহধারী নারায়ণ প্রলয়জলে নিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে, ব্রহ্মা তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিশোভিত ও পর্ব্বতবেষ্টিত করিয়া সুন্দররূপ সুস্থিরা করিয়াছিলেন।১২।১৪।

তিনি চরাচর সৃষ্টিপূর্ব্বক তীর্থ ও ক্ষেত্র সকল যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া সৃষ্টিভারে আপনাকে নিপীড়িত বোধে চিন্তা করিলেন যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে আর আমার এই গুরুতর কার্য্যভার বহন করিতে না হয় এবং আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপে তাপিত জীবেরাই বা কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিবে। ১৫। ১৬

এই প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে প্রজাবৎসল প্রজাপতির মনে উদয় হইল যে, মুক্তির একমাত্র কারণ পরাৎপর পরমেশ্বর বিষ্ণুকেই স্তব করি। ১৭

এই মনে করিয়া ব্রহ্মা স্তব করিলেন, হে শঙ্খ চক্র গদা-ধারিন্! আপনি জগতের আধার আমি এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও স্বয়ং আপনার নাভিপদ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। আমি আপনাকে নমস্কার করি। জগদাত্মন্

ধন্মায়য়া জগৎ সর্ব্বং নির্ম্মিতং মহদাদিকম্ ॥ ১৯
যন্নিশ্বাসসমুদ্ভূতং শব্দব্রহ্ম ত্রিধাভবৎ।
উপজীব্যং তদেবাহমস্রাক্ষং ভুবনানি বৈ ॥ ২০
ত্বত্তো নান্যৎ স্থূলসূক্ষ্মদীর্ঘহ্রস্বাদি কিঞ্চন।
বিকারভেদৈর্ভগবন্ ত্বমেবেদং চরাচরম্ ॥ ২১
কটকাদি যথা স্বর্ণং গুণত্রয়বিভাগশঃ।
স্রষ্টা সৃজ্যং ত্বমেবাত্র পোষ্টা পোষ্যং জগৎপ্রভো
আধারো ধ্রিয়মাণঞ্চ ধর্ত্তা ত্বং পরমেশ্বর।
ত্বৎপ্রেরিতমতিঃ সর্ব্বশ্চরতে চ শুভাশুভম্ ॥ ২৩
ততঃ প্রাপ্নোতি সদৃশীং ত্বয়ৈব বিহিতাং গতিম্।
জগতোঽস্য গতির্ভর্ত্তা সাক্ষী ত্বং পরমেশ্বর ॥ ২৪
চরাচরগুরো সর্ব্ব বীজভূত কৃপাময়।
প্রসীদাদ্য জগন্নাথ নিত্যং ত্বচ্চরণস্য মে ॥ ২৫

আপনার পরমাত্মস্বরূপ আপনিই জানেন। আপনারি মায়াতে এই নিখিল মহদাদি জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮। ১৯

হে ভগবন্! আপনার নিশ্বাসবায়ু হইতে সমুত্থিত শব্দরূপ ব্রহ্ম (ও তৎসৎ) এইরূপে ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে। আমি তাহাই আশ্রয় করিয়া এই সকল ভুবন সৃজন করিয়াছি। তোমা হইতে স্থূল বা সূক্ষ্ম, দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব কিছুই পৃথক্ নয়। ২০। ২১

যেমন সুবর্ণ বিকারপ্রাপ্ত হইলে বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার জন্মে, সেইরূপ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় বিভাগে অবস্থান্তর ভেদে আপনি এই সমুদায় চরাচরস্বরূপ হইয়াছেন। ২২

হে জগৎপ্রভো! তুমিই সৃজনকর্ত্তা, তুমিই আবার সৃষ্ট বস্তু হও, তুমি পালনকর্ত্তা এবং তুমিই আবার পালনীয় হও। তুমিই আধার, তুমিই আধেয় এবং তুমিই ধারণকর্ত্তা। ২৩

সকল জীবেরাই তোমাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ও বিহিত-কর্ম্মফলানুরূপ অবস্থা লাভ করে।

হে পরমেশ্বর! তুমিই জগতের গতি, তুমিই ভরণকর্ত্তা এবং তুমিই ইহার সাক্ষী। হে কৃপাময়! তুমি এই চরাচর জগতের গুরু ও সকল জীবেরই বীজস্বরূপ। হে জগন্নাথ! আমি নিয়ত তোমার শরণাগত, অদ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৪। ২৫

জৈমিনিরুবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্ত ব্রহ্মণা গরুড়ধ্বজঃ।
নীলজীমূতসঙ্কাশঃ শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিতঃ ॥ ২৬
পতগেন্দ্রসমারূঢ়ঃ স্ফুরদ্বদনপঙ্কজঃ।
আবিরাসীদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিবক্ষুঃ স্ফুরিতাধরঃ ॥ ২৭

শ্রীভগবানুবাচ।

যদর্থং মাং স্তুষে ব্রহ্মন্ ন শক্যঃ প্রতিভাতি সঃ।
অনাদ্যবিদ্যা সুদৃঢ়া দুশ্ছেদ্যা কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
প্রভবন্ত্যাং কথং তস্যাং হীয়েতে মৃতিজন্মনী ॥ ২৮
তথাপি চেদত্রকৃতেঽধ্যবসায়স্তবানঘ।
ক্রমেণ যেন হি ভবেৎ তত্তে বক্ষ্যামি কারণম্ ॥
অহং ত্বং ত্বমহং ব্রহ্ম মন্ময়ঞ্চাখিলং জগৎ।
রুচিস্তে যত্র মে তত্র নান্যথেতি বিচারয় ॥ ৩০
সাগরস্যোত্তরে তীরে মহানদ্যাস্তু দক্ষিণে।
স প্রদেশঃ পৃথিব্যাং হি সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ ॥ ৩১

মহর্ষি জৈমিনি কহিলেন, হে মুনিগণ! সেই নীল-জলধর-সদৃশ শঙ্খ-চক্রাদিচিহ্নিত দীপ্তিবিশিষ্ট মুখ-পঙ্কজ গরুড়ারোহী গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বিষ্ণু এবম্প্রকারে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্তূয়মান্ হইয়া তাঁহাকে কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে বিস্ফুরিতাধর হইয়া আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি যে নিমিত্ত আমাকে স্তব করিতেছ, তাহা আমার শক্তির অধীন নহে; যেহেতু স্বভাবসিদ্ধা অনাদি সুকঠিনা মায়া কর্ম্মরূপ বন্ধন দ্বারা দুশ্ছেদ্যা হইয়াছেন, অতএব সেই মায়ার প্রভাব থাকিতে কি প্রকারে মৃত্যু ও জন্ম পরিত্যাজ্য হইবে। হে অনঘ! তথাপি তোমার যদি এইরূপ নিতান্ত অধ্যবসায় জন্মিয়া থাকে! তবে যে নিয়মে মৃত্যু ও জন্ম না হয়, তাহার কারণ তোমাকে বলিতেছি। এই অখিল জগৎ মৎস্বরূপ, আমিও যে তুমিও সেই, যাহাতে তোমার রুচি, তাহাতে আমার রুচি হইবে, অন্যথা বিবেচনা করিও না। ২৬—৩০

সমুদ্রের উত্তর তীরে মহানদী নদীর দক্ষিণ

তত্র যে মনুজা ব্রহ্মন্ নিবসন্তি সুবুদ্ধয়ঃ।
জন্মান্তরকৃতানাঞ্চ পুণ্যানাং ফলভাগিনঃ ॥ ৩২
নাল্পপুণ্যাঃ প্রজায়ন্তে নাভক্তা ময়ি পদ্মজ।
একাম্রকাননাদ্‌যাবৎ দক্ষিণোদধিতীরভূঃ ॥ ৩৩
পদাৎ পদাৎ শ্রেষ্ঠতমঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সিন্ধুতীরে তু যো ব্রহ্মন্ রাজতে নীলপর্ব্বতঃ ॥৩৪
পৃথিব্যাং গোপিতং স্থানং তব চাপি সুদুর্লভম্।
সুরাসুরাণাং দুর্জ্ঞেয়ং মায়য়াচ্ছাদিতং মম ॥ ৩৫
সর্ব্বসঙ্গপরিত্যক্তস্তত্র তিষ্ঠামি দেহভৃৎ।
সুরাসুরাবতিক্রম্য বর্ত্তেঽহং পুরুষোত্তমে ॥ ৩৬
সৃষ্ট্যাদৈরনাক্রান্তং ক্ষেত্রং মে পুরুষোত্তমম্।
যথা মে পশ্যসি ব্রহ্মন্ রূপং চক্রাদিচিহ্নিতম্ ॥৩৭
ঈদৃশং তত্র গত্বৈব দ্রক্ষ্যসে মাং পিতামহ।
নীলাদ্রেরন্তরভুবি কল্পন্যগ্রোধমূলতঃ ॥ ৩৮
বায়ব্যাং দিশি যৎ কুণ্ডং রৌহিণং নাম বিশ্রুতম্
তত্তীরে নিবসন্তং মাং পশ্যন্তশ্চর্ম্মচক্ষুষা ॥ ৩৯
তদম্ভসা ক্ষীণপাপা মম সাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ।
তত্র ব্রজ মহাভাগ দৃষ্ট্বা মাং ধ্যায়তস্তব ॥ ৪০
প্রকাশং যাস্যতে তস্য ক্ষেত্রস্য মহিমা পরঃ।
আশ্চর্য্যভূতঃ পরমস্তবাপি চ ভবিষ্যতি ॥ ৪১
শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণগোপিতং
যন্মায়য়া তন্ন হি কস্য গোচরম্।
প্রসাদতো মে স্তবতস্তবাধুনা
প্রকাশমায়াস্যতি সর্ব্বগোচরঃ ॥ ৪২
ব্রতেষু তীর্থেষু চ যজ্ঞদানয়োঃ
পুণ্যং যদুক্তং বিমলাত্মনাং হি বঃ।
অহর্নিবাসাল্লভতে তু সর্ব্বং
নিমেষবাসাৎ খলু চাশ্বমেধিকম্ ॥ ৪৩

প্রদেশটি পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থের ফল প্রদান করেন। ৩১

হে ব্রহ্মন্! সেই স্থানে যে মনুষ্যেরা বসতি করিতেছেন, তাহারাই সুবুদ্ধি এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফলভাগী হইয়াছেন। ৩২

যাহাদিগের অল্প পুণ্য এবং আমাতে ভক্তি নাই, তাহারা সে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না।

একাম্রকানন ভুবনেশ্বর হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমি পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদবিক্ষেপের স্থান উত্তরোত্তর অপেক্ষাকৃত পবিত্র বলিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

হে ব্রহ্মন্! সিন্ধুতীরে যে স্থানে নীলপর্ব্বত বিরাজিত আছে, পৃথিবীর মধ্যে সেই স্থানটি গোপনীয় এবং তোমারও অতি দুর্লভ। তাহা দেবতা ও অসুরগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয় এবং মদীয় মায়াতে আবৃত আছে। আমি সকল সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহধারণ করিয়া দেবগণ ও অসুরগণের সংসর্গ পরিহার করিয়া সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই নিত্য অবস্থিতি করি। ৩৩—৩৬

এই ক্ষেত্রটি সৃষ্টি ও প্রলয়ের আক্রমণ হইতে বহির্ভূত। হে পিতামহ! এই স্থলে চক্রাদিচিহ্নিত আমার যে রূপ দর্শন করিতেছ, সেই ক্ষেত্রে গমন করিলে আমাকে তদ্রূপ দর্শন করিবে। নীলপর্ব্বতের মধ্যস্থলে অক্ষয় বটের মূল হইতে বায়ুকোণে যে রৌহিণ নামক বিখ্যাত কুণ্ড আছে, তাহার তীরে আমাকে চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে করিতে জীবেরা সেই কুণ্ডের জলে পবিত্র ও নিষ্পাপ হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করে। হে মহাভাগ ব্রহ্মন্! তুমি সেই ক্ষেত্রে গমন কর। তথায় আমাকে দর্শনানন্তর ধ্যান করিতে করিতে ক্ষেত্রের পরম মহিমা স্পষ্টরূপে অবগত হইবে। তোমারও নিকট সেই মহিমা পরমাশ্চর্য্য বোধ হইবে। সেই স্থান শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণে আমারই মায়াদ্বারা গোপিত হইয়া সকলের অগোচর রহিয়াছে। এইক্ষণে তোমার এই স্তব দ্বারা আমি প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব সেই ক্ষেত্রটি সকল ব্যক্তির গোচর হইয়া প্রকাশ পাইবে। ৩৭—৪২

নির্ম্মলস্বভাব ব্যক্তিদিগের ব্রত, তীর্থ, যজ্ঞ ও দানে যে সকল ফল উক্ত আছে, সেই ক্ষেত্রে এক দিবা রাত্রি মাত্র বাস করিলেই সেই সমুদায় ফল লাভ হয়। নিমেষমাত্র বাস করিলেও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়।

ইত্যাদিশ্য বিধিং বিপ্রাস্তদাসৌ পুরুষোত্তমঃ।
পশ্যতস্তস্য তত্রৈব প্রভুরন্তরধীয়ত ॥ ৪৪
ইতি উৎকলখণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

ততো ব্রহ্মাগমৎ তূর্ণং যত্রাস্তে ভগবান্ স্বয়ম্।
স্তবান্তেঽসৌ যথাদৃষ্টস্তথাদ্রাক্ষীৎ প্রভুং তদা ॥ ১
প্রত্যভিজ্ঞানসংহৃষ্টস্তং দৃষ্ট্বা পরমেশ্বরম্।
অত্যদ্ভুতজ্ঞাননির্ধির্বভূবাসৌ দ্বিজোত্তমাঃ॥ ২
যাবৎ স্তোতুং সমারেভে হর্ষসংফুল্ললোচনঃ।
উদন্যার্ত্ত * সমায়াতঃ কুতশ্চিদ্বায়সোত্তমঃ ॥ ৩
কারণোদক-†-সম্পূর্ণে তস্মিন্ কুণ্ডে নিমজ্জ্য তম্
বিলোক্য মাধবং নীলরত্নকান্তং কৃপানিধিম্ ॥ ৪
কাকদেহং সমুৎসৃজ্য লুণ্ঠ্যমানং মুহুঃ ক্ষিতৌ।
শঙ্খচক্রগদাপাণিস্তস্য পার্শ্বে ব্যবস্থিতঃ॥ ৫
তিরশ্চস্তাং গতিং দৃষ্ট্বা যোগীন্দ্রাণাং সুদুর্লভাম্।
মেনেঽসৌ মুনয়ঃ সৃষ্টিঃ ক্রমাৎ ক্ষীণা ভবিষ্যতি
মানুষ্যাধিকৃতৌ মুক্তৌ বেদান্তে সংশয়ো ভবেৎ।
ন কিঞ্চিদ্দুর্লভং হ্যত্র বিষ্ণুভক্তস্য বিদ্যতে॥ ৭
প্রত্যক্ষোঽভূদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পুরাণপুরুষোদিতে॥ ৮
সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম নরঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তস্য সন্দর্শনে বিপ্রা মুক্তিঃ কিং খলু দুর্লভা॥ ৯
মনসা ধ্যায়য়ন্ বিষ্ণুং ত্যজন্ প্রাণান্ বিমুচ্যতে।
সাক্ষাৎকৃতৌ ভগবতঃ কিং চিত্রং মুক্তিমেতি যৎ
পুরুষোত্তমসংজ্ঞস্য ক্ষেত্রস্য মহিমাদ্ভুতঃ।
যত্র কাকোঽপি তং বিষ্ণুং সাক্ষাৎপশ্যতি ভো দ্বিজাঃ

হে বিপ্রগণ! সেই সময়ে প্রভু পুরুষোত্তম ব্রহ্মাকে এইরূপ আদেশপূর্ব্বক তদীয় দর্শন-পথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ৪৩। ৪৪

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

অনন্তর মহর্ষি জৈমিনি কহিলেন, তাহার পর ভগবান্ স্বয়ং যে স্থানে গিয়া বাস করিলেন। সেই স্থানে গমনানন্তর ব্রহ্মা পূর্ব্বে স্তব করিবার সময় প্রভুকে যে প্রকার দেখিয়াছিলেন; সেখানেও তাঁহাকে সেই প্রকার দর্শন করিলেন। হে মুনিগণ। ব্রহ্মা সেই পরমেশ্বরকে তথা সন্দর্শনে প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারা হর্ষিতচিত্ত হইয়া অদ্ভুত জ্ঞান লাভ করিলেন। ১। ২

যৎকালে তিনি প্রভুর রূপ-দর্শনলাভে হর্ষবিকশিত-লোচনে স্তব করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন স্থান হইতে উত্তম একটি কাক পিপাসার্ত্ত হইয়া উপস্থিত হইল। ৩

সেই কাক সেই কারণবারি পরিপূর্ণ রৌহিণ কুণ্ডে নিমজ্জন এবং সেই নীলরত্নচ্ছবি কৃপা-নিধি ভগবান্‌কে বিলোকনপূর্ব্বক স্বীয় কাকদেহ পুনঃপুনঃ মৃত্তিকাতে লুণ্ঠন করত তৎপরিত্যাগ করিয়া শঙ্খ-চক্র-গদাপাণিবিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক প্রভুর পার্শ্বদেশে অবস্থিত হইল। ৪। ৫

হে মুনিগণ! ব্রহ্মা যোগীন্দ্রদিগের দুর্লভ ঐ পক্ষীর ঈদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন, এই সৃষ্টি এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রক্ষীণ হইবে। মনুষ্যদিগের মুক্তিবিষয়ে বেদান্তেও সংশয় আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিষ্ণুভক্ত-দিগের কিছুই দুর্লভ বোধ হয় না। ৬। ৭

হে দ্বিজগণ! ইতিপূর্ব্বে পুরাণপুরুষ ভগবান্ যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মার প্রত্যক্ষগোচর হইল। ৮

যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে সমুদায় পাপ নষ্ট হয় তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে মোক্ষ-ফল কখন কি দুর্লভ হইতে পারে?। ৯

যে বিষ্ণুকে মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলে জীব মুক্ত হয়, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে যে মুক্তি লাভ হইবে, ইহা কখন আশ্চর্য্য নহে। হে দ্বিজগণ! পুরুষোত্তম-নামধেয় ক্ষেত্রের মহিমা অতীব অদ্ভুত, যে হেতু কাকপক্ষীও সেখানে বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারে। ১০। ১১

---

* তাম্বদেব। † কারুণ্যোদক-।

অহো সুদুর্লভং ক্ষেত্রমজ্ঞানানাং বিমোচকম্ ।
কি পুনঃ সততং শান্তি-বৈরাগ্য-জ্ঞানসংযুজাম্ ।
ঋষয় উচুঃ ।
লীলাখ্যং মাধবং দৃষ্ট্বা কিঞ্চকার পিতামহঃ ।
তদ্দর্শনক্ষণান্নষ্ট-দেহবন্ধঞ্চ বায়সম্ ॥ ১৩
জৈমিনিরুবাচ ।
অত্যদ্ভুতং দ্বয়ং দৃষ্ট্বা যাবদ্ধ্যায়তি মাধবম্ ।
তাবৎ পিতৃপতিঃ স্বাধি-কারভ্রংশসমাকুলঃ ॥ ১৪
দীনাননো বিশ্বসন্ বৈ তত্র যাতস্ত্বরান্বিতঃ ।
নীলাদ্রৌ মাধবং দৃষ্ট্বা সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ ॥১৫
তুষ্টাব স জগন্নাথং স্বাধিকারদৃঢ়স্থিতৌ ॥ ১৬
যম উবাচ
নমস্তে দেবদেবেশ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণ।
ত্বয়ি প্রোতমিদং সর্ব্বং সূত্রে মণিগণা যথা ॥ ১৭
ত্বয়া ধৃতং ত্বয়া সৃষ্টং ত্বয়া চাপ্যায়িতং জগৎ ।

এই ক্ষেত্রটি পরমদুর্লভ; যে হেতু ইহা অজ্ঞান জীবদিগকেও মুক্তি প্রদান করে। যাহারা নিরন্তর শান্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞানযুক্ত, তাহাদের মুক্তিতে আর কি সংশয় আছে? ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নীলমাধবকে এবং তদ্দর্শনক্ষণেই দেহবন্ধনমুক্ত সেই কাক পক্ষীকে দেখিয়া পিতামহ কি করিলেন ? ।১২।১৩

জৈমিনি বলিলেন, ব্রহ্মা অদ্ভুত ঘটনাদ্বয় দর্শন করিয়া যে কালে মাধবকে ধ্যান করিতেছিলেন, সেই সময়ে দণ্ডধর স্বীয় অধিকার-ধ্বংসের সংশয়ে ব্যাকুল ও ম্লান হইয়া দ্রুত নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সত্বর সেই স্থানে সমাগত হইলেন। অনন্তর নীল-পর্ব্বতে মাধবকে দর্শন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া স্বকীয় অধিকারের দৃঢ়রূপে স্থিতির নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন। যম কহিলেন, হে দেবদেবের ঈশ্বর! আপনি সৃষ্টিস্থিতি ও সংহারের কারণ। মণিসকল যেমন সূত্রেতে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ এই সমুদায় জগৎ আপনাতেই সংলগ্ন আছে। ১৪—১৭

তুমি এই জগৎকে ধারণ ও সৃজন এবং

চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপেণ নিত্যং ভাসয়সেঽখিলম্ ॥ ১৮
বিশ্বেশ্বরং জগদ্‌যোনিং বিশ্বাবাসং জগদ্‌গুরুম্ ।
বিশ্বসাক্ষিণমাদ্যন্তবর্জ্জিতং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১৯
নমঃ পরমকারুণ্য-জলসম্ভৃতসিন্ধবে ।
পরাপরপরাতীত-বিভবে বিশ্বসম্ভবে ॥ ২০
ভবসন্তাপনীহারভানবে দীনবন্ধবে ।
স্বমায়ারচিতাশেষ-বিশেষগুণরজ্জবে ॥ ২১
নমঃ কমলকিঞ্জল্ক-পীত-নির্ম্মলবাসসে ।
মহাহব-রিপুস্কন্ধ-ঘৃষ্টচক্রায় চক্রিণে ॥ ২২
দংষ্ট্রোদ্ধৃত-ক্ষিতিভৃতে ত্রয়ীমূর্ত্তিমতে নমঃ ।
নমো যজ্ঞবরাহায় চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিচক্ষুষে ॥ ২৩
নৃসিংহায় মহাদংষ্ট্রমূর্ত্তিদ্রাবিতশত্রবে ।
যদপাঙ্গবিলাসৈক-সৃষ্টি-স্থিত্যুপসংহৃতে ॥ ২৪

আপ্যায়ন করিতেছ। হে প্রভো! তুমি চন্দ্র-সূর্য্যাদিরূপে অখিল জগৎ প্রদীপ্ত করিতেছ। ১৮

তুমি বিশ্বের ঈশ্বর ও বিশ্বযোনি; তুমি বিশ্বের আবাস ও জগতের গুরু; তুমি বিশ্বের সাক্ষী ও উৎপত্তিবিনাশ-বর্জ্জিত; আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি পরমকরুণার সাগর; তুমিই পর, তুমিই অপর এবং পরাতীত, বিভু এবং বিশ্বের সম্ভব। ১৯।২০।

তুমি এই ভবসন্তাপরূপ নীহারনাশে সূর্য্য-স্বরূপ; তুমি দীনজনের বন্ধু, তুমিই নিজমায়া-রচিত অশেষ বিশেষগুণরূপ রজ্জুস্বরূপ হইয়াছ। ২১

যিনি কমলের কেশর সদৃশ পীতবর্ণ নির্ম্মলবস্ত্র পরিধান করেন, যিনি চক্রধারী এবং যাঁহার ঐ চক্রদ্বারা মহাযুদ্ধে শত্রুগণের স্কন্ধদেশ ছিন্ন হয়, যিনি দংষ্ট্রাদ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া পালন করেন, যিনি ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়রূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, যিনি যজ্ঞবরাহরূপধারী এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি যাঁহার চক্ষুঃস্বরূপ, আমি সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। ২২।২৩

যিনি নৃসিংহ অবতার, যাঁহার ভীষণ দংষ্ট্রা দ্বারা শত্রুগণ বিদ্রাবিত হয়, যাঁহার কটাক্ষ-

উচ্চাবচাত্মকো হ্যেষ ভবঃ সম্ভবতে মুহুঃ।
তমমুং নীলমেঘাভং নীলাশ্মমণিবিগ্রহম্॥ ২৫
নীলাচলগুহাবাসং প্রণমামি কৃপানিধিম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারিণং শুভকারিণম্।
প্রণতাশেষপাপৌঘ-দারিণং মুরবৈরিণম্॥ ২৬
নমস্তে কমলাপাঙ্গ-নিত্যসংস্কারিচক্ষুষে॥ ২৭
শ্রীবৎসকৌস্তুভোদ্ভাসি মনোজ্ঞস্ফুটবক্ষসে
যৎপাদপঙ্কজদ্বন্দ্ব-সংশ্রয়ৈশ্বর্য্যভাগিনী॥ ২৮
শ্রীঃ সর্ব্বসংশ্রিতানেকপৃথগৈশ্বর্য্যদায়িনী।
যা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিস্তে সিসৃক্ষয়া॥ ২৯
নির্ব্বিকারং পরং ব্রহ্ম বিকারমসৃজচ্চ সা।
জগল্লক্ষণসম্পূর্ণাং লক্ষিতাং শুভলক্ষণৈঃ॥ ৩০
লক্ষ্মীশোরসি নিত্যস্থাং লক্ষ্মীং তাং প্রণমাম্যহম্

জৈমিনিরুবাচ।

তদৈবং ধর্ম্মরাজেন শ্রীকান্তঃ পরিতোষিতঃ।
পার্শ্বস্থাং বল্লকীহস্তাং নেত্রান্তেনাদিশৎ শ্রিয়ম্॥
তেন সম্ভাবিতা লক্ষ্মীর্ভবদুঃখবিনাশিনী।
শুভায় সর্ব্বলোকানাং যমং প্রোবাচ লীলয়া॥ ৩৩

লক্ষ্মীরুবাচ।

যদর্থমাবাং স্তৌষি ত্বং ক্ষেত্রেঽস্মিন্ দুর্লভং হিতৎ
অত্যাজ্যমাবয়োরেতৎ ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্॥৩৪
কল্পাবসানে ক্ষেত্রং বৈ ন ত্যজাবঃ কদাচন।
কল্পাবসানেঽপ্যাবাং দ্বৌ ধীয়েতে পরমেষ্ঠিনা॥
ব্রহ্মাদিকপ্রভূণাং হি স্বামিত্বং নেহ বিদ্যতে।
নেহ ধর্ম্মপরীপাকাঃ প্রভবন্তি কদাচন॥ ৩৬
অত্র প্রবিশতাং নৃণাং তিরশ্চামপি দুষ্কৃতম্।
দহ্যতে জ্বলিতাগ্নৌ হি তুলরাশির্যথা ভৃশম্॥ ৩৭
যে বদ্ধাঃ পাপপুণ্যাভ্যাং নিগড়াভ্যামহর্নিশম্।
তেষাং সংযমিতা ত্বং হি যমঃ পূর্ব্বং বিনির্ম্মিতঃ
অত্র সাক্ষাদ্বপুষ্মন্তং নীলেন্দ্রমণিমঞ্জুলম্।
দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং মুচ্যতে কর্ম্মবন্ধনাৎ॥ ৩৯

পাতে সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয় হয় ও বিবিধাত্মক ভব-সংসার পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়, সেই নীলমেঘ-সন্নিভ নীলকান্তমণিময় নীলাচলের গুহা-বাসী কৃপানিধি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শুভকারী প্রণতজনের অশেষ-পাপব্যূহবিনাশকারী ভগবান্ মুরবৈরিকে প্রণাম করি। কমলার অপাঙ্গ সংসর্গে যাঁহার নয়ন নিয়ত শোভিত।

যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নিত, কৌস্তুভ-মণি প্রদীপ্ত, যাঁহার পাদপদ্মদ্বয় আশ্রয় করিয়া লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া আশ্রিত ব্যক্তি সকলকে পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্যদান করিতে পারেন।

যাঁহার সৃষ্টিকরণে প্রবৃত্তি হইলে পরা (প্রকৃতি) পর (পুরুষ) ভিন্না প্রতীয়মান হয়েন, সেই প্রকৃতি নির্ব্বিকার ব্রহ্মের বিকার সম্পাদন করেন এবং জগতের লক্ষণেতে সম্পূর্ণ ও শুভ লক্ষণ দ্বারা লক্ষিতা এবং নারায়ণের বক্ষঃস্থলে সতত অধিষ্ঠায়িনী সেই লক্ষ্মীকে আমি প্রণাম করি। জৈমিনি কহিলেন, তৎকালে শ্রীপতি, ধর্ম্মরাজ পিতৃপতির স্তবে পরিতোষিত হইয়া বীণাহস্তা পার্শ্বস্থিতা লক্ষ্মীকে কটাক্ষ-নিক্ষেপে ভঙ্গীক্রমে ইঙ্গিত করিলে ভবদুঃখ-বিনাশিনী লক্ষ্মী তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সকল লোকের মঙ্গল নিমিত্ত অবলীলাক্রমে যম-রাজকে কহিতে লাগিলেন, তুমি যে অভিপ্রায়ে আমাদিগকে স্তব করিতেছ, এইক্ষেত্রে সেটি দুর্লভ; যে হেতু এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রটি আমাদিগের অত্যাজ্য। ২৪—৩৪

যখন কল্পাবসান হইবে, তখনও ইহা পরি-ত্যাগ করিব না। কল্পাবসান হইলে ব্রহ্মা আমাদিগের দুই জনকে স্থাপনা করিবেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি প্রভুদিগেরও এস্থানে স্বামিত্ব নাই এবং শুভাশুভ কর্ম্মের ফল নিষ্পত্তি এক্ষেত্রে কদাচ প্রভাবশালী হয় না। ৩৫। ৩৬।

এ স্থানে যে সকল পাপিষ্ঠ মনুষ্য ও পক্ষী প্রবেশ করে, তাহাদিগের দুষ্কৃতি অগ্নিতে তুল-রাশির ন্যায় নিঃশেষে দগ্ধ হয়। ৩৭

যে সকল জীবেরা পাপপুণ্যরূপ শৃঙ্খলে দিবারাত্রি আবদ্ধ আছে, তাহাদিগের দমনকর্ত্তা-রূপে তুমি নির্ম্মিত হইয়াছ। ৩৮

অত্রস্থলে নীলকান্তমণির ন্যায় মনোজ্ঞ সাক্ষাৎ শরীরধারী নারায়ণকে দৃষ্টি করিলে লোক কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ৩৯

অতোঽন্যত্র কর্ম্মভূমৌ তু প্রভুস্ত্বং যম সঞ্চর।
বৈক্লব্যং ক্ষেত্ররাজেঽস্মিন্ মাগাস্ত্বং কর্ম্মসংযমে
তথাপি ভগবানেষ বিধাতা প্রপিতামহঃ।
তির্য্যঞ্চং বিষ্ণুসারূপ্যং প্রাপ্তং পশ্যতি কৌতুকাৎ
এবং কর্ম্মপরীপাকং সর্ব্বেষাং বেত্তি কো যম।
জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং স্তৌতি দেবং গদাধরম্
তদ্বশং গতমুচিতা নেহ তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ।
বৈবস্বত বসন্ত্যত্র জীবন্মুক্তা মুমুক্ষবঃ ॥ ৪৩
তয়া সম্বোধিতস্ত্বেবং বিষ্ণুনা শ্রীস্বরূপিণা।
ত্যক্তোঽহঙ্কারলজ্জাভ্যাং বিনীতঃ প্রাব্রবীদ্‌যমঃ ॥

যম উবাচ।

মাতস্ত্বয়া যদাজ্ঞপ্তং পুরা নৈতন্ময়া শ্রুতম্।
অজ্ঞানোপহতো বেদ্মি রহস্যং কথমুত্তমম্ ॥ ৪৫
যস্য স্বরূপং বেদাশ্চ ন চ বেত্তি পিতামহঃ।

হে যম! অতএব অন্য কর্ম্মভূমিতে তুমি প্রভু হইয়া সঞ্চরণ কর। এই প্রধানক্ষেত্রে কর্ম্মফলের নিয়ম লঙ্ঘনহেতু তুমি ক্ষোভ করিও না। ৪০

যে হেতু তোমার প্রপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুসারূপ্য প্রাপ্ত পক্ষীকে কৌতূহলে দর্শন করিতেছেন ॥ ৪১

হে যম! সকলের এই কর্ম্মফল কেহ জানে না, ক্ষেত্রের মহিমা জ্ঞাত হইয়া গদাধরকে স্তব করে। ৪২

যে সকল জীবেরা এই ক্ষেত্রে বাস করিতেছে, তাহারা তোমার বশতাপন্ন হইবে না। হে সূর্য্যসূনো! এস্থানে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা জীবন্মুক্ত হইয়া বাস করেন। ৪৩

বিষ্ণুর প্রতিনিধিস্বরূপ লক্ষ্মীকর্ত্তৃক যম এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া অহঙ্কার ও লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন। ৪৪

হে মাতঃ! তুমি যে আজ্ঞা করিলে তাহা পূর্ব্বে আমি শ্রবণ করি নাই। আমি অজ্ঞানী হইয়া এই উত্তম রহস্যবিষয় কি প্রকারে জ্ঞাত হইব? ৪৫

যাঁহার স্বরূপ বেদসকল ও পিতামহ

মাহাত্ম্যং কথং তস্য বেদ্ম্যহঙ্কারমোহিতঃ ॥ ৪৬
যদাদিষ্টং সুরেশানি ক্ষেত্রমেতদ্বিমুক্তিদম্।
সান্নিধ্যাদ্দেবদেবস্য ঈশ্বরেচ্ছা নিরঙ্কুশা ॥ ৪৭
অন্যত্র বন্ধদো বিষ্ণুরত্র মোক্ষং দদাতি যৎ ॥ ৪৮
মমাপি নিরয়ানাঞ্চ স্রষ্টাসৌ ত্রিদিবস্য চ।
মৃতানামত্র মুক্তিশ্চেত্তন্মাবদ সুবিস্তরম্ ॥ ৪৯
ক্ষেত্রসংস্থা প্রমাণঞ্চ ক্ষেত্রস্থিতিফলং হি তৎ।
তীর্থানি কানি সন্ত্যত্র কিমন্যদ্বা রহস্যকম্ ॥ ৫০
কিমধিষ্ঠাতৃ বা ক্ষেত্রং তৎ সর্ব্বং কথয়স্ব মে।
সীমানং সংপরিত্যজ্য নির্ভয়ঃ সঞ্চরে যথা ॥ ৫১

ইতি উৎকলখণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অবগত নহেন, আমি অহঙ্কারে মোহিত হইয়া তাঁহার মহিমা কি প্রকারে জানিব? ৪৬

হে লক্ষ্মি! বিশ্বেশ্বরি! দেবি! তুমি আদেশ করিলে যে, এই ক্ষেত্র ভগবানের সন্নিধি হেতুক মুক্তি দান করেন, তাহাতে সংশয় কি? ঈশ্বরের ইচ্ছা অনিবার্য্য। ৪৭

বিষ্ণু অন্যস্থানে বন্ধনদাতা কেবল এই ক্ষেত্রে মুক্তিদান করেন। ৪৮

এই বিষ্ণু আমায় এবং স্বর্গনরক সৃজন করিয়াছেন। অতএব এ স্থলে মৃতমাত্রেরই যদি মুক্তিলাভ হয়, তবে এই ক্ষেত্রের স্থিতি কত কাল হইবে এবং এ ক্ষেত্রে বাস করিলে ফল কি? এখানে কত তীর্থ আছে এবং এত ভিন্ন আর গোপনীয় কি আছে? ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতাই বা কে? এতৎ সমুদায় আমাকে সবিস্তর বর্ণন করুন, তাহা হইলে ইহার অনিবার্য্য সীমা পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে গমন করি। ৪৯—৫১

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরুবাচ।

সাধু তে বুদ্ধিরুৎপন্না বিষ্ণোঃ সন্নিধিমাশ্রিতা॥ ১
অদ্ভুতং কথয়াম্যেতৎ ক্ষেত্রস্য রবিনন্দন।
যথাহং ভগবদ্বক্ষঃস্থলস্থা দদৃশে পুরা॥ ২
চরাচরে জগত্যস্মিন্ প্রলীনে প্রলয়ে যম।
এতৎ ক্ষেত্রমহঞ্চৈব দ্বে এবোপস্থিতে তদা॥ ৩
স তদা সপ্তকল্পায়ুর্মৃকণ্ডোরাত্মজো মুনিঃ।
প্রনষ্টে স্থাবরচরে নিমগ্নঃ প্রলয়ার্ণবে॥ ৪
নাবস্থানমবাপ্যৈব শর্ম্ম লেভে ন কুত্রচিৎ।
জলার্ণবে ভ্রমমাণঃ প্রলয়ে স ইতস্ততঃ॥ ৫
পুরুষোত্তমসাদৃশ্যে ক্ষেত্রে স বটমৈক্ষত।
উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য মূলঞ্চ ন্যগ্রোধস্য সমীপতঃ॥ ৬
শুশ্রাব বালবচনং মার্কণ্ডেয় মমান্তিকম্।
প্রবিশ্য দুঃখমতুলং জহীহি খলু মা শুচঃ॥ ৭
তচ্ছ্রুত্বা চিত্রবচনমপ্রতর্ক্যং তদা মুনিঃ।
বিস্ময়ং পরমং লেভে স্বদুঃখং নাপ্যচিন্তয়ৎ॥ ৮
বারিভিঃ শীর্য্যতে নৈতৎ দহ্যতে কালবহ্নিনা।
সম্বর্ত্তকাদিভির্নৈতৎ শোষ্যতে ন বিচাল্যতে॥ ৯
একার্ণবে মহাঘোরে নৌরিব ক্ষেত্রমীক্ষ্যতে।
যত্রায়ং যূপসদৃশো ন্যগ্রোধস্তিষ্ঠতে মহান্॥ ১০
অবিরুদ্ধং ক্ষেত্রমিদং ন্যগ্রোধ ঈশিতুস্তনুঃ।
মহাপ্রলয়বাতেন শাখা নাস্য হি কম্পতে॥ ১১
তস্যাধস্তাৎ স হি মুনিঃ স্থিত্বা চৈতদচিন্তয়ৎ।
একার্ণবেঽস্মিন্ প্রলয়ে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে॥ ১২
ভূপ্রদেশঃ স্থিরতরঃ কথমেষ বিভাব্যতে।
অত্রায়ং শাখিপ্রবরঃ কোমলঃ পরিদৃশ্যতে॥ ১৩
মার্কণ্ডেয়াগচ্ছ মুহুরিতি সপ্রশ্রয়ং বচঃ।
কুতো নিরাশ্রয়মিদং চিন্তয়ন্নিতি সংপ্লবন্॥ ১৪
শঙ্খচক্রগদাপাণিং নারায়ণমলোকয়ৎ।
তদঙ্কপদ্মাসনাং মাঞ্চ বৈবস্বতৈক্ষত॥ ১৫

লক্ষ্মী কহিলেন, হে রবিনন্দন! বিষ্ণু-সন্নিধানে তোমার এই যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা প্রশংসনীয়। আমি পূর্ব্বে ভগবানের বক্ষঃস্থলে থাকিয়া যে রূপ দর্শন করিয়াছিলাম, ক্ষেত্রের সেই আশ্চর্য্য বিষয় বিবরণ করিতেছি। ১—২

এই চরাচর জগৎ প্রলয়কালে লীন হইলে এই ক্ষেত্র এবং আমি, এই দুই মাত্র উপস্থিত ছিল। সেই সময়ে সপ্তকল্প পর্য্যন্ত জীবী মার্কণ্ডেয় মুনি চরাচর বিলীন হইলেও প্রলয় সমুদ্রে মগ্ন হইয়া অবস্থানাভাবে কোথাও মঙ্গল লাভ করিতে পারেন নাই। অনন্তর সেই প্রলয়-জলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পুরুষোত্তমসদৃশ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে একটি বটবৃক্ষ দেখিলেন। সেই বৃক্ষের মূল উদ্দেশ করিয়া ডুবিতে ডুবিতে বৃক্ষ-সমীপে একটি বালকের বচন শ্রবণ করিলেন, যথা;—হে মার্কণ্ডেয়! আমার নিকট আগমন করিয়া আত্যন্তিক দুঃখ দূর কর, শোক করিও না। ৩—৭

মার্কণ্ডেয় মুনি তৎকালে সেই আশ্চর্য্য বচন স্পষ্টরূপে শ্রবণ করিয়া স্বীয় দুঃখ চিন্তা না করিয়া পরম বিস্ময় লাভ করিলেন। ৮

এই ক্ষেত্র বারিতে শীর্ণ, কি কালরূপ অগ্নিতে দগ্ধ, কি সম্বর্ত্তকাদি কর্ত্তৃক শুষ্ক বা বিচলিত হয় না। মহাঘোর একার্ণবে নৌকার ন্যায় এই ক্ষেত্রটি দৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রের মধ্যে যূপকাষ্ঠসদৃশ এই মহৎ বটবৃক্ষটি অবস্থিত আছে। এই ক্ষেত্রটি উত্তম, বটবৃক্ষটি ভগবানের শরীর। মহাপ্রলয়-বায়ুতে ইহার শাখাটিও কম্পিত হয় না। ৯—১১

মুনিবর সেই বৃক্ষের নিম্নে থাকিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই একার্ণব-প্রলয়ে স্থাবর জঙ্গম সকলেই নষ্ট হইল, তবে এই ভূপ্রদেশ কিরূপে স্থিরতর রহিল ও ইহাতে এই বৃক্ষটি কোমল ভাবে দৃষ্টি হইতেছে।১২।১৩

'হে মার্কণ্ডেয়! আগমন কর,' এই আশ্রয়-রহিত সপ্রশ্রয় বাক্য বারম্বার কোথা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, ইহা চিন্তা করিতে করিতে গমনকালে, হে সূর্য্য-সূনো! শঙ্খচক্রগদাপাণি নারায়ণকে এবং তাঁহার ক্রোড়রূপ পদ্মাসনে স্থিতা আমাকেও দর্শন করিয়াছিলেন। ১৪,১৫

বিবশো জলবাতাভ্যাং তদা সুস্থো ব্যবস্থিতঃ।
হৃষ্টান্তরাত্মা স মুনিরারাৎ সাষ্টাঙ্গমানতঃ
প্রসাদনায় দেবস্য স্তোত্রমেতদুদাহরৎ॥ ১৬
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ত্বৎপাদপদ্মানুসরানুষঙ্গং
রুদ্রেন্দ্রপদ্মাসনসম্পদাঢ্যম্।
ত্বদ্ভক্তিহীনং পরিতঃ প্রতপ্তং
দীনঃ পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে মাম্॥ ১৭
ব্রহ্মাদিভির্যৎ পরিচর্য্যমাণং
পদাম্বুজদ্বন্দ্বমচিন্ত্যশক্তি।
শ্বঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিনিদানতত্ত্বং
দীনং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে মাম্॥ ১৮
যদঙ্গভূতং জগদণ্ডমেত-
দনেককোটিপ্রগুণং বিভাতি।
লীলাবিলাস-স্থিতিসৃষ্টিলীনং
তস্মাৎ সুদীনং পরিরক্ষ বিষ্ণো॥ ১৯

একং সুবর্ণং কটকাদিভেদৈ-
র্নানা যথা বা নভসোদিতোঽর্কঃ।
আধার-বৈষম্যজলেষু তাদৃগ্-
বিভাব্যসে নির্গুণ এক এব॥ ২০
অশেষ সম্পূর্ণ রুচিপ্রহীণো-
পাদাঙ্গসঙ্কল্পবিবর্জ্জিতোঽপি।
দীনানুকম্পানুগুণং বিভর্ষি
যুগে যুগে দেহমপারশক্তে॥ ২১
ত্বৎপাদপদ্মং জগদীশ পূর্ব্ব-
মসেব্যতানাত্মধিয়া ময়া যৎ।
তৎকর্ম্মণা দারুণপাকভাজং
দীনং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে মাম্॥ ২২
অশেষলোকস্থিতি-সৃষ্টি-লীন-
বিলাসি যত্তে ত্রিগুণং বিভাতি।
বপুর্মহাত্মন্মহদাদিহেতু-
র্হেতোর্নমস্তে প্রকৃতেঃ পরস্য॥ ২৩
সর্ব্বত্র সত্তা বৃহদপ্রমেয়ং
প্রবর্দ্ধমানং ত্বয়ি বৃংহিতঞ্চ।

জলবায়ুবেগে বিবশাঙ্গ হইয়াও তৎকালে তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া ভগবানের সমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও তাঁহার প্রসন্নতার নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন॥ ১৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিষ্ণো! আজ আমি আপনার পাদপদ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র ও চন্দ্রের ন্যায় অসীম সম্পদের অধিকারী হইয়াছি। পরন্তু এতদিন আমি আপনার ভজনা না করিয়া বিবিধপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। হে দয়া-সাগর। এ সময় আমাকে রক্ষা করুন। আপনার পাদপদ্মের মহিমা অপার, মুক্তি লাভের একমাত্র নিদান, ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই কারণে পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। হে কৃপানিধে! আমি ভজনপূজনহীন অধম, আমাকে দয়া করিয়া রক্ষা করুন। যাঁহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড তদপেক্ষা অনেক কোটিগুণ বিস্তৃত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে, এই সংসার-লীলার সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁহা হইতে হইতেছে, হে দেব! আপনি সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু; দয়া করিয়া এই অধমকে পরিত্রাণ করুন। ১৭—১৯

একমাত্র সুবর্ণ যেমন বলয় হার প্রভৃতি রূপভেদে বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়, একমাত্র দিবাকর যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানাবিধরূপে প্রতীয়মান হন, তদ্রূপ আপনি নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মরূপী হইয়াও বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছেন। হে অপার শক্তিশালিন্! আপনার কোন প্রকার বাসনা বা সঙ্কল্প না থাকিলেও দীনানুকম্পা-নিমিত্ত প্রতিযুগে দেহ ধারণ করিতেছেন। হে জগদীশ! না হয় আমি পূর্ব্বে আত্মজ্ঞানে আপনার পাদপদ্ম সেবা করি নাই; সেই কারণেই আমার এই দারুণ দুর্ব্বিপাক উপস্থিত। হে কৃপানিধে! দয়া করিয়া অধমকে পরিত্রাণ করুন। ২০—২১

হে মহাত্মন্! আপনার ত্রিগুণময় শরীর নিখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী, মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের হেতু, আপনি প্রকৃতি হইতে অতীত সর্ব্বকারণ পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার। ২৩

তদ্‌ব্রহ্মরূপং পরিণামহেতুং
স্বাধ্যাত্মবিশ্বাত্মকমাশ্রয়ামি ॥ ২৪
একার্ণবে মহাঘোরে নাবস্থাতুং প্রদেশভূঃ।
অস্তি লক্ষ্মীপতে মেঘবারিবাতপ্রকম্পনাৎ ॥ ২৫
ত্রাহি বিষ্ণো জগন্নাথ মগ্নং সংসারসাগরে।
মামুদ্ধরাস্মাদ্‌গোবিন্দ কৃপাপাঙ্গবিলোকনাৎ ॥ ২৬
শ্রীরুবাচ।
স্তবন্তমেবং ব্রহ্মর্ষিং সাক্ষান্নারায়ণো বিভুঃ।
বিলোক্যানুগ্রহদৃশা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২৭
শ্রীভগবানুবাচ।
মার্কণ্ডেয় স্তুতোঽহং মে মামজ্ঞায় দ্বিজোত্তম।
দুশ্চরং যত্তপস্তপ্তং দীর্ঘায়ুস্তেন কেবলম্ ॥ ২৮
শয়ানং পত্রপুটকে পশ্য কল্পবটে স্থিতম্।
কালস্বরূপং সর্বেষাং কালাত্মানং মহামুনে ॥ ২৯
এতস্য বিবৃতং বক্ত্রং তত্রাবস্থাতুমর্হসি ॥ ৩০
এবমুক্তো ভগবতা স মুনির্বিস্মিতাননঃ ॥ ৩১
আরুহ্য দদৃশে বাল-রূপং তস্যাবিশন্মুখে।
প্রবিষ্টঃ কণ্ঠমার্গেণ মহায়ামং মহোদরম্ ॥ ৩২
তত্রাসৌ দদৃশে বিপ্রো ভুবনানি চতুর্দশ।
ব্রহ্মাদিদিক্‌পালসুরান্ সিদ্ধগন্ধর্বরাক্ষসান্ ॥ ৩৩
ঋষীন্ দিব্যঋষীংশ্চৈব ভূতলং সাগরান্বিতম্।
নানা তীর্থৈর্নদীভিশ্চ পর্বতৈঃ কাননৈস্তথা ॥ ৩৪
লক্ষিতং পত্তনপুর-গ্রামকর্বটকৈর্যুতম্।
পাতালানি তথা সপ্ত নাগকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৫
মহার্ঘপুরসৌধৈশ্চ সুধালেপৈঃ সমুজ্জ্বলৈঃ।
অনর্ঘমণিভির্নাগৈঃ সেবিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩৬
জগতাং ধারিণং শেষং সহস্রফণমণ্ডিতম্।
ব্যাকর্তারমশেষাণাং শাস্ত্রাণাং শিষ্যমধ্যগম্ ॥ ৩৭
ব্রহ্মাণ্ডোদরগং বস্তু যৎ কিঞ্চিৎ পরমেষ্ঠিনা।
সৃষ্টং সর্বং দদর্শাসৌ তৎকুক্ষৌ স মহামুনিঃ ॥
নাপশ্যদন্তং তৎকুক্ষৌ ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ ॥ ৩৯
ততো বিনিষ্ক্রম্য পুনর্দদৃশে চময়া সহ।

আপনাতে যে সর্ব্বব্যাপী অনন্ত অপ্রমেয় বর্দ্ধমান ব্রহ্মরূপ বিদ্যমান; জগৎ-প্রপঞ্চের হেতুভূত বিশ্বরূপী আপনার সেই অধ্যাত্মরূপের আশ্রয় করিতেছি। হে লক্ষ্মীপতে! আমি বাত্যা বৃষ্টির দ্বারা নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি, এই ভীষণ একার্ণবে বিন্দুমাত্রও থাকিবার স্থান পাইতেছি না; হে বিষ্ণো! জগন্নাথ! আমি সংসারসাগরে মগ্ন, আমাকে রক্ষা করুন,—হে গোবিন্দ! কৃপাপাঙ্গদৃষ্টি দ্বারা আমাকে এই সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করুন। ২৪—২৬

শ্রী কহিলেন,—ব্রহ্মর্ষি মার্কণ্ডেয়ের স্তব-শ্রবণে সাক্ষাৎ নারায়ণ বিভু করুণাকটাক্ষপাত দ্বারা তাঁহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, হে মার্কণ্ডেয়! তুমি চিনিতে না পারিয়া পূর্ব্বে আমার যে দুষ্কর স্তব করিয়া অতি দুঃখিত হইয়াছিলে, তাহাতেই দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছ। এই কল্পবটের উর্দ্ধদেশে পত্রপুটকে সকলের কালাত্মা বালকসদৃশ যিনি শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহাকে দর্শন কর। ইঁহার যে বিস্তৃত বদন, তাহাতে তুমি অবস্থান করিতে পারিবে। ২৭—৩০

মার্কণ্ডেয় ভগবানের এই বাক্য শ্রবণে বিস্মিতবদন হইয়া বৃক্ষে আরোহণানন্তর সেই বালকের রূপ দর্শনপূর্ব্বক তাহার মুখে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কণ্ঠমার্গদ্বারা তাঁহার বিস্তৃত মহোদরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে চতুর্দ্দশ ভুবন ও ব্রহ্মাদি দিক্‌পাল ও দেবগন্ধর্ব্ব-রাক্ষসগণ, ঋষি এবং দেবর্ষিগণ, সসাগরা পৃথ্বী, নানাতীর্থ, নদী, পর্ব্বত, কানন, ইত্যাদিতে লক্ষিত এবং নগর, পুর, গ্রাম, কর্ব্বট, অর্থাৎ দ্বিশত গ্রাম, তন্মধ্যে মনোহর স্থানসকল এবং সপ্ত-পাতাল, সহস্র নাগকন্যা, সুধালেপ, দ্বারা দীপ্তিবিশিষ্ট মহামূল্য পুরস্থিত সৌধ অর্থাৎ রাজসদন ও মস্তকে বহুমূল্যমণিবিশিষ্ট নাগগণ কর্তৃক সেবিত জগদ্ধারী সহস্র ফণাতে ভূষিত পরম অদ্ভুত অনন্তদেব, শিষ্যগণমধ্যে অশেষ শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে সকল বস্তু ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায় সেই বালকের কুক্ষিমধ্যে দর্শন করিয়াছিলেন। ৩১—৩৮।

মুনি তাঁহার কুক্ষিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াও অন্তদর্শন করিতে পারেন নাই। ৩৯

পূর্ব্বমালক্ষিতং যদ্ যদাস্থিতং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪০
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নঃ প্রণিপত্যেদমুক্তবান্।
ভগবন্ দেবদেবেশ কিমদ্ভুতমিদং প্রভো ॥ ৪১
মহাপ্রলয়সংরোধে সৃষ্টিরত্র বিভাব্যতে।
ত্বন্মায়া দুরবচ্ছেদ্যা কথং বিজ্ঞায়তে ময়া ॥ ৪২
শ্রীভগবানুবাচ।
মুনে ক্ষেত্রমিদং চিত্রং শাশ্বতং মে বিভাবয়।
ন সৃষ্টিপ্রলয়াবত্র বিদ্যেতে ন চ সংস্থিতিঃ ॥ ৪৩
সদৈকরূপং পুরুষোত্তমাখ্যং
মুক্তিপ্রদং মামিহ সংপ্রবুধ্য।
অত্র প্রবিষ্টো ন পুনঃ প্রয়াতি
গর্ভস্থিতিং সান্দ্রসুখস্বরূপঃ ॥ ৪৪
ইত্যাজ্ঞপ্তো ভগবতা মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
অত্র বাসং করিষ্যামি ত্যক্তাতীর্থপরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৫
উবাচ স্থিতধীর্বিষ্ণুং ভক্তিশ্রদ্ধামুদান্বিতঃ।
অনুগৃহীষ ভগবন্ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
যথা স্থিতো মৃত্যুবশং ন ব্রজে পুরুষোত্তমে ॥ ৪৬
শ্রীভগবানুবাচ।
অত্র স্থিতিস্তু বিপ্রর্ষে ক্ষেত্রে মোক্ষপ্রসাধকে।
করিষ্যামি ন সন্দেহো যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৪৭
লয়াবসানে তীর্থং তে রচয়িষ্যামি শাশ্বতম্।
যত্তীরে তপ আস্থায় মদ্দ্বিতীয়তনুং শিবম্।
আরাধ্য মদনুক্রোশান্মৃত্যুং জেষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥
শ্রীরুবাচ।
এবং পুরা দত্তবরো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
ন্যগ্রোধপবনাশায়াং খাতং চক্রে স বৈ হরেঃ ॥৪৯
পাবনং গর্ত্তমাস্থায় পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্।
মহতা তপসা বিপ্রো জিতবান্ মৃত্যুমঞ্জসা ॥ ৫০
মুনেস্তস্যৈব নাম্নায়ং প্রখ্যাতো গর্ত্ত উত্তমঃ।
অত্র স্নাত্বা শিবং দৃষ্ট্বা বাজিমেধফলং লভেৎ ॥৫১
শ্রীরুবাচ।
পঞ্চক্রোশমিদং ক্ষেত্রং সমুদ্রান্তব্যবস্থিতম্।

তদনন্তর কুক্ষি হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার আমার সহিত পুরুষোত্তমকে পূর্ব্বের ন্যায় দর্শন করিলেন। ৪০

মুনি বিস্ময়বিকসিত নয়নে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, হে দেব-দেবেশ! ইহা কি আশ্চর্য্য, মহাপ্রলয়কালে এই সৃষ্টি আপনার কুক্ষি দেশেই অবস্থিতি হয়, অতএব তোমার মায়া দুশ্ছেদ্যা; আমি কি প্রকারে তাহা জ্ঞাত হইব। ৪১।৪২

ভগবান্ কহিলেন, হে মুনে! আমার এই আশ্চর্য্য ক্ষেত্র নিত্য, ইহা ভাবনা কর। ইহাতে সৃষ্টি, প্রলয় ও সংস্থিতি নাই। ৪৩

নিরন্তর একরূপী পুরুষোত্তম নামক আমাকে মুক্তিদাতা বোধ করিয়া যে ব্যক্তি এখানে প্রবিষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি সান্দ্রসুখস্বরূপ হইয়া পুনরায় গর্ভস্থিতি প্রাপ্ত হয় না। ৪৪

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভগবানের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া 'এই ক্ষেত্রেই বাস করিব, অন্যতীর্থে যাইব না' এই বুদ্ধি স্থির করিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধাতে হর্ষিত হইয়া এই কথা, বিষ্ণুকে কহিয়াছিলেন;—হে ভগবন্! আমাকে এই অনুগ্রহ করুন, যাহাতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিয়া মৃত্যুর বশতাপন্ন না হই। ৪৫।৪৬

ভগবান্ কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত এই মুক্তিসাধক ক্ষেত্রে আমি স্থিতি করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাপ্রলয়াবসানে তোমার নিমিত্ত একটি নিত্যতীর্থ রচনা করিব; তাহার তীরে তপস্যা করিয়া আমার দ্বিতীয়তনু যে শিব, তাঁহাকে আরাধনা করিলে আমার অনুগ্রহে নিশ্চয়ই মৃত্যুকে জয় করিবে। ৪৭।৪৮

লক্ষ্মী পুনরায় কহিলেন, এই প্রকার পূর্ব্বকালে মার্কণ্ডেয় মুনি বরপ্রাপ্ত হইয়া বট-বৃক্ষের বায়ুকোণে হরির খাত প্রস্তুত করিয়া, সেই গর্ত্তকে আশ্রয়পূর্ব্বক মহাদেবের পূজনানন্তর মহৎ তপস্যাদ্বারা শীঘ্রই মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। ৪৯।৫০

সেই গর্ত্তটি মার্কণ্ডেয় খাত বলিয়া খ্যাত আছে। তাহাতে স্নানানন্তর শিবকে দৃষ্টি করিয়া লোক অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ করে। ৫১

শ্রী কহিলেন,—এই সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্র

ত্রিক্রোশং তীর্থরাজস্য তটভূমৌ সুনির্ম্মলম্ ॥ ৫২
সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্ব্বত-শোভিতম্।
যোঽসৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণাত্মকঃ ॥
সংযম্য বিষয়গ্রামং সমুদ্রতটমাস্থিতঃ।
উপাসিতুং জগন্নাথং চতুঃষষ্টিতমঃ প্রভুঃ॥ ৫৪
যমেশ্বর ইতি খ্যাতো যমসংযমনাশনঃ।
যং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা তু কোটিলিঙ্গফলং লভেৎ ॥৫৫
ইতি উৎকলখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরুবাচ।

পঞ্চক্রোশমিদং ক্ষেত্রং সমুদ্রান্তব্যবস্থিতম্।
ত্রিক্রোশং তীর্থরাজস্য তটভূমৌ সুনির্ম্মলম্।
সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্ব্বতশোভিতম্ ॥ ১
যোঽসৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণং প্রভুম্
সংযম্য বিষয়গ্রামং সমুদ্রতটমাশ্রিতঃ ॥২
উপাসিতুং জগন্নাথং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং সম্যক্ যমঃ প্রাপূজয়চ্ছিবম্।
যমেশ্বর ইতি খ্যাতো যমসংযমনাশনঃ ॥ ৩
যং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা তু কোটিলিঙ্গফলং লভেৎ ॥৪*
সীমা প্রতিচী ক্ষেত্রস্য শঙ্খাকারস্য মূর্দ্ধনি।
শঙ্খাগ্রে নীলকণ্ঠঃ স্যাদেতৎক্রোশঃ সুদুর্লভঃ॥ ৫
পরমং পাবনং ক্ষেত্রং সাক্ষান্নারায়ণস্য বৈ।
শঙ্খস্যোদরভাগস্তু সমুদ্রোদকসংপ্লুতঃ॥ ৬
যৎসম্পর্কাৎ সমুদ্রোঽত্র তীর্থরাজত্বমাগতঃ॥ ৭
যথায়ং ভগবান্ মুক্তিপ্রদো দৃষ্টিপথং গতঃ।
(সুদুর্লভং যন্ত্রিতয়মেকৈকং মুক্তিসাধনম্।)
যথেদং মরণাৎ ক্ষেত্রং সিন্ধুস্নানাদ্বিমুক্তিদম্ ॥ ৮

তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,—ইহার বিস্তার পঞ্চ ক্রোশ, এই পঞ্চক্রোশের মধ্যে সমুদ্র তটবর্ত্তী দুই ক্রোশ অতি পবিত্র; উহা সুবর্ণ বালুকা-সমাকীর্ণ এবং নীলাচলদ্বারা শোভিত। ঐ যে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপী দেব বিশ্বেশ্বর,—যম-ভীতি নিবারক বলিয়া যিনি যমেশ্বর বলিয়া খ্যাত, ঐ চতুঃষষ্টিতম প্রভু বিষয়বাসনা সংযত করিয়া জগন্নাথের উপাসনা করিবার নিমিত্ত সমুদ্রতটে অবস্থিতি করিতেছেন, উঁহার দর্শনে এবং পূজনে কোটিশিবলিঙ্গ পূজা ফল লাভ হয়। ৫২—৫৫।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

লক্ষ্মী কহিলেন, এই ক্ষেত্রের পরিমাণ পঞ্চক্রোশ, এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত অবস্থিত। তাহার মধ্যে তীর্থরাজ সমুদ্রের তটভূমিতে সুবর্ণবালুকাতে আবৃত এবং নীলপর্ব্বতে শোভিত, তিন ক্রোশপরিমিত স্থান অত্যন্ত নির্ম্মল। ১

তথায় বিশ্বেশ্বর দেব ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাতা জগন্নাথ সাক্ষান্নারায়ণকে উপাসনা করিবার নিমিত্ত সমুদ্রতট আশ্রয় করিয়া আছেন। যম সেই বচন শ্রবণ করিয়া শিবকে সম্যক্ প্রকারে পূজা করিলেন। যমের সংযম নষ্ট করেন বলিয়া সেই শিবের নাম যমেশ্বর; তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিলে কোটিলিঙ্গপূজনের ফললাভ হয়। ২—৪

ক্ষেত্রের আকার শঙ্খের ন্যায়, তাহার মস্তকে পশ্চিম সীমা। ঐ শঙ্খাকার ক্ষেত্রের অগ্রে নীলকণ্ঠ নামে শিব অবস্থিত আছেন, এই ক্রোশমাত্র ক্ষেত্র অতি সুদুর্লভ। ৫

সাক্ষান্নারায়ণের এই ক্ষেত্রটি পরম পবিত্র, ঐ শঙ্খের উদর ভাগটী সমুদ্রের জলে নিমগ্ন। ৬

উহার সংসর্গে এই স্থানে সমুদ্র সকল তীর্থের প্রাধান্য-লাভ করিয়াছেন। ৭

যেমন এই ভগবান্ দর্শনপথগত হইলে মুক্তি প্রদান করেন, তদ্রূপ এইক্ষেত্রে মরণ ও সিন্ধুতে স্নানেও মোক্ষদান করেন, অতএব ভগবানের দর্শন, ক্ষেত্রে মরণ ও সিন্ধুতে স্নান, এই তিনটি প্রত্যেকে মুক্তির সাধন ও অতি দুর্লভ। ৮

---

* প্রথমে চত্বারঃ শ্লোকাঃ মুম্বয়ীমুদ্রিত-পুস্তকে ন দৃশ্যন্তে।

চিচ্ছেদ ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বং রুদ্রঃ ক্রোধাত্তু পঞ্চমম্।
তচ্ছিরো দুস্ত্যজং গৃহ্নন্ ব্রহ্মাণ্ডং পরিবভ্রমে ॥ ৯
অত্রাগতো যদা ব্রহ্মকপালং পরিমুক্তবান্।
কপালমোচনো ভূত্বা দ্বিতীয়াবর্ত্তসংস্থিতঃ ॥ ১০
কপালমোচনং শঙ্খেং প্রণমেৎ পূজয়েচ্চ যঃ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং কঞ্চুকং বিজহাত্যসৌ ॥ ১১
তস্য দক্ষিণপার্শ্বে তু মরণং ভবমোচনম্ ॥ ১২
তৃতীয়াবর্ত্তসীমায়াং শক্তিং মে বিমলাহ্বয়াম্।
জানীহি ধর্ম্মরাজ ত্বং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাম্ ॥১৩
য ইমাং পূজয়েদ্ভক্ত্যা প্রণমেৎ কীর্ত্তয়েত বা।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি মুক্তিঞ্চান্তে চ বিন্দতি ॥
নিভিদেশে স্থিতং হ্যেতৎ ত্রয়ং কুণ্ডং বটো বিভুঃ
কপালমোচনাদ্যাবদর্দ্ধাশনী প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১৫
মধ্যং শঙ্খস্য জানীয়াৎ সুগুপ্তং চক্রপাণিনা।
অর্দ্ধমশ্নাতি সলিলং মহাপ্রলয়ববর্দ্ধিতম্ ॥ ১৬
সৃষ্ট্যাদৌ ধর্ম্মরাজেয়ং শক্তির্মেহর্দ্ধাশনী স্মৃতা।
তাং দৃষ্ট্বা প্রণমেদ্যস্তু ভোগান্ সোহশ্নাতি শাশ্বতান্
সিন্ধুরাজস্য সলিলাদ্ যাবন্মূলং বটস্য বৈ।
কীটপক্ষিমনুষ্যাণাং মরণান্মুক্তিদো মতঃ ॥ ১৮
অন্তর্বেদী ত্বিয়ং পুণ্যা বাঞ্ছতে ত্রিদশৈরপি।
অত্র স্থিতা হি পশ্যন্তি সর্ব্বং শঙ্খচক্রাব্জধারিণঃ ॥১৯
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি গগনে চ ত্রিপিষ্টপে।
সার্দ্ধত্রিকোটিসংখ্যানি স্বর্গমোক্ষপ্রদানি বৈ ॥ ২০
তেষাময়ং তীর্থরাজঃ কীর্ত্তিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বেষাং মুক্তিক্ষেত্রাণামিদং সাযুজ্যদং মতম্ ॥২১
অত্র স্থিতা ন শোচন্তি জরাজন্মমৃতিষ্বপি ॥ ২২
কুণ্ডং হ্যেতদ্রৌহিণাখ্যং কারণাখ্যজলেন বৈ।
সম্পূর্ণং তিষ্ঠতে নিত্যং স্পর্শনাদ্বন্ধমুক্তিদম্ ॥২৩
অত্র প্রতিষ্ঠিতং বারি প্রলয়ে যৎ প্রবর্দ্ধতে।
অত্রৈব লীয়তে পশ্চাৎ তস্মাদ্রৌহিণসংজ্ঞিতম্ ॥

ইতিপূর্ব্বে মহাদেব ক্রোধান্বিত হইয়া ব্রহ্মার পঞ্চমমুখচ্ছেদন করিয়া অত্যাজ্য সেই মস্তক গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করত এখানে আগমন করিয়া শঙ্খাকার ক্ষেত্রের দ্বিতীয়-আবর্ত্ত বেষ্টন স্থানে সেই কপাল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে সেই ব্রহ্মকপাল কপাল-মোচন নামে শিব হইয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই কপালমোচন শিবকে দর্শন, পূজন ও প্রণাম করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপের কঞ্চুক পরিত্যক্ত হয়। ঐ কপালমোচনের দক্ষিণপার্শ্বে মরণে আর জন্ম হয় না। * হে ধর্ম্মরাজ! তাঁহার তৃতীয়াবর্ত্ত-সীমায় আমার বিমলা নামে যে শক্তি আছেন, তিনিও মুক্তি-ফল প্রদান করেন। ৯—১৩

যিনি ইহাকে ভক্তিভাবে পূজা ও প্রণাম এবং কীর্ত্তন করেন, তিনি সকল অভিলষিত লাভ করিয়া অন্তে মুক্তি লাভ করেন। ১৪

শঙ্খের নাভিদেশে তিনটি কুণ্ড এবং অক্ষয়বট ও ভগবান্ অবস্থিত আছেন। কপাল-মোচন হইতে শঙ্খের ভাগ পর্য্যন্ত ঐ ভাগে অর্দ্ধাশনী শক্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন

হে ধর্ম্মরাজ! মহাপ্রলয়ে বর্দ্ধিত জলের অর্দ্ধেক সৃষ্টির আদিতে অশন করেন বলিয়া অর্দ্ধাশনী নামে শক্তিটি খ্যাতা হইয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিলে শাশ্বত ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৫—১৭

সিন্ধুরাজের জল হইতে অক্ষয়বটের মূল-পর্য্যন্ত স্থানে কীট, পক্ষী ও মনুষ্যদিগকে, মরণে ভগবান্ মুক্তিদান করেন, ভগবানের অন্তর্বেদীটি পুণ্যজনক বলিয়া তাঁহাকে দেবতারাও বাঞ্ছা করেন। এ স্থানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলকেই ভগবান্‌রূপে দর্শন করেন। ১৮। ১৯

পৃথিবী, গগন ও স্বর্গেও মোক্ষদায়ক যে সার্দ্ধ স্বর্গ ও ত্রিকোটিসংখ্যক তীর্থ আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে এই পরুষোত্তম ক্ষেত্রটি সাযুজ্যরূপ মুক্তি দান করেন। ২০।২১

এখানে স্থিত ব্যক্তিরা জরা, জন্ম ও মরণ-জন্য শোক প্রাপ্ত হয় না। ২২

এই যে রৌহিণ নামে কুণ্ড কারণ-জলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ আছেন, ইনি স্পর্শন দ্বারা মুক্তি দান করেন। এই কুণ্ডস্থিতজল প্রলয়-কালে বর্দ্ধিত হইয়া পশ্চাৎ এই স্থানেই লীন

---

* ইদানীং জামা নামে খ্যাত।

তস্মাত্তেনাত্র চিন্তাস্তু স্বাধিকারবিপর্য্যয়ে।
মোক্ষাধিকারিণামত্র নেশ্বরস্ত্বং পরেতরাট্ ॥ ২৫
ধর্ম্মরাজং সমাদৃশ্য লক্ষ্মীরেবং পুরঃ স্থিতম্।
ব্রহ্মাণমাহ জগতামম্বা সপ্রশ্রয়ং গিরা ॥ ২৬
পিতামহ জগন্নাথ বিদিতং সর্ব্বমেব তে।
মোক্ষদং সর্ব্বজন্তূনামেতৎ ক্ষেত্রং সমাদিশ ॥২৭
কামাখ্যাং ক্ষেত্রপালঞ্চ বিমলাঞ্চান্তরাস্থিতাম্।
সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপোঽসৌ নৃসিংহো দক্ষিণে বিভোঃ
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষো বিদার্য্যায়ং প্রভোজ্জ্বলঃ।
দর্শনাদস্য নশ্যন্তি পাতকানি ন সংশয়ঃ ॥ ২৯
ভুক্তের্মুক্তেশ্চ যোগ্যঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
অস্যাগ্রে সংত্যজন্ প্রাণান্ ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম কোটিকোটিগুণং ভবেৎ
ছায়ৈষা কল্পবৃক্ষস্য নৃসিংহার্কেণ ভাসিতা।
ছায়া হিনস্ত্যবিদ্যাং যা জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো মৃতে
বেদান্তেষু প্রসিদ্ধৈস্তৈর্বিজ্ঞানৈঃ শ্রবণাদিভিঃ।
মূঢ়ানাং দুর্লভৈর্বিপ্রা বিনাপ্যত্র বিমোচনম্ ॥ ৩৩
অবিমুক্তে মুমূর্ষোস্তু কর্ণমূলে মহেশ্বরঃ।
দিশতি ব্রহ্মসংজ্ঞানং বোধোপায়ং কৃপানিধিঃ ॥৩৪
তেন বুদ্ধ্যা সমভ্যস্য ক্রমান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
উপদেষ্টুর্মহিম্না হি তস্য জ্ঞানং ন হীয়তে ॥ ৩৫
অত্র ত্যজন্তি যে প্রাণাংস্তেষাং তৎক্ষণ এব হি।
স্বরূপা জায়তে মুক্তিঃ সংশয়ো মাস্তু তে যম ॥৩৬
গতাগতপ্রসক্তানাং কর্ম্মিণাং মূঢ়চেতসাম্।
বৈবস্বত কদাচিন্নো বিশ্বাসো হ্যত্র বিদ্যতে ॥ ৩৭
উৎসৃজ্য বারি গাঙ্গেয়ং স্বাদু শীতং সুনির্ম্মলম্।
পিপাসুঃ পল্বলং যাতি তদ্বত্তে মূঢ়চেতসঃ ॥ ৩৮
ভ্রমন্তি তীর্থান্যন্যানি ত্যক্ত্বৈতৎ ক্ষেত্রমুত্তমম্।

হয়, তাহাতেই ইহার নাম রৌহিণ তীর্থ হয়। ২৩।২৪

অতএব হে যম! স্বাধিকার বিপর্য্যয় হইবে মনে করিয়া তুমি চিন্তা করিও না, এই স্থানে কেবল মোক্ষাধিকারীদিগেরই তুমি ঈশ্বর হইবে না। ২৫

জগন্মাতা লক্ষ্মী, সম্মুখস্থিত ধর্ম্মরাজ যমকে এইরূপ আদেশ করিয়া প্রণয়-বাক্যে ব্রহ্মাকে কহিলেন যে, হে জগন্নাথ পিতামহ! তুমি সকলই জান, এই ক্ষেত্র সকল জন্তুকে মুক্তি দান করেন। এইটি যমকে আদেশ করুন। ২৬।২৭

কামাখ্যা ও ক্ষেত্রপাল শিব ইহাঁদের মধ্যস্থিত বিমলা, ভগবানের দক্ষিণস্থিত সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ নৃসিংহ, যিনি হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রভার দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছেন, এই সকল দর্শন করিলে নিঃসংশয় সকল পাপ ক্ষয় হয়। আর ভুক্তি ও মুক্তি লাভের যোগ্য হইবে, তত্র সংশয় নাই। এই নৃসিংহের অগ্রে প্রাণত্যাগ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তি হয় ও যে, যেকিছু কর্ম্ম করে, তৎকোটি কোটিগুণ ফল লাভ করে। ২৮—৩১

এই কল্পবটবৃক্ষের ছায়া নৃসিংহরূপ সূর্য্য-দ্বারা মহাদীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ছায়া অত্র জ্ঞান বা অজ্ঞান বশতঃ মরিলেও তাহার মায়াকে নষ্ট করে, সুতরাং মুক্তিলাভে কোন সন্দেহ নাই। ৩২

হে মুনিগণ! মূঢ়ব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্লভ যে বেদান্তপ্রসিদ্ধ শ্রবণাদি বিজ্ঞান, তদ্ব্যতিরেকেও এ স্থলে মুক্তিলাভ হইবে। ৩৩

বারাণসীক্ষেত্রে কৃপানিধি মহেশ্বর মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণমূলে জ্ঞানের উপায়স্বরূপ ব্রহ্মনাম উপদেশ করেন, তদ্দ্বারা বোধ জন্মিলে অভ্যাস দ্বারা ক্রমে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। উপদেষ্টার মাহাত্ম্যে তাঁহার জ্ঞানের অন্যথাভাব কদাচ হয় না। ৩৪।৩৫

এই ক্ষেত্রে যাহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগের তৎক্ষণেই সাক্ষাৎ স্বরূপা মুক্তি জন্মে। হে যম! ইহাতে সংশয় করিও না। ৩৬

কর্ম্মফলভোগী কর্ম্মী, জন্ম ও মরণে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিরা কদাচ এই ক্ষেত্রে বিশ্বাস করে না। ৩৭

যে পিপাসু ব্যক্তি স্বাদু শীতল ও নির্ম্মল গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়াও ক্ষুদ্র সরোবরে গমন করে, তদ্রূপ সকল মূঢ় লোকেরা এই উত্তম ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য তীর্থে

ফলাশামোদকৈস্তৃপ্তা লভন্তে শ্রমজং ফলম্ ॥৩৯
স্নানাদর্দ্ধিদৃশা দেবচ্ছায়য়া কল্পপাদপঃ।
যত্র তত্রাপি তৎ ক্ষেত্রং মরণান্মুক্তিদং নৃণাম্ ॥৪০
যো যত্র কুরুতে ভক্ত্যা বিশ্বাসং বিষয়ে নরঃ।
স তু তেনৈব মুচ্যেত নেদৃশং তীর্থমস্তি বৈ ॥ ৪১
এতত্ত্যক্ত্বান্তুতীর্থেষু বিদধাতি রুচিন্তু যঃ।
নূনং স্বমায়য়া বিষ্ণোর্বঞ্চিতো লোভলালসঃ ॥ ৪২
উপদেশেন বহুনা ন প্রয়োজনমস্তি তে।
প্রত্যক্ষো হ্যমুভূতোঽয়ং করটো বিষ্ণুরূপধৃক্ ॥৪৩
অন্তর্বেদ্যা রক্ষণার্থং শক্তয়োঽষ্টৌ প্রকল্পিতাঃ।
উগ্রেণ তপসা পূর্ব্বমহং রুদ্রেণ ভাবিতা ॥ ৪৪
পত্ন্যর্থং সা ময়া সৃষ্টা গৌরী তস্যাস্তি ভাবিনী।
সর্ব্বসৌন্দর্য্যবসতির্বপুষো মে বিনির্গতা ॥ ৪৫
তদাদিষ্টা ময়া ভদ্রে বচনং মে প্রিয়ং কুরু।
অন্তর্বেদীং রক্ষ মম পরিতস্ত্বং স্বমূর্ত্তিভিঃ ॥ ৪৬
সাত্র তিষ্ঠতি মৎপ্রীত্যৈ অষ্টধা দিক্ষু সংস্থিতা ॥
মঙ্গলাবটমূলে তু পশ্চিমে বিমলা তথা।
শঙ্খস্য পূর্ব্বভাগে তু সংস্থিতা সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৪৮
অর্দ্ধাশনী তথা লম্বা কুবের দিশি সংস্থিতা।
কালরাত্রির্দক্ষিণস্যাং পূর্ব্বস্যাস্তু মরীচিকা ॥ ৪৯
কালরাত্র্যাস্তথা পশ্চাৎ চণ্ডরূপা ব্যবস্থিতা।
এতাভিরুগ্ররূপাভিঃ শক্তিভিঃ পরিরক্ষিতম্ ॥ ৫০
অল্পপুণ্যস্য পুংসো হি স্থানমেতৎ সুদুর্ল্লভম্ ॥৫১
এতাসামষ্টমূর্ত্তীনাং দর্শনাৎ কীর্ত্তনাত্তথা।
নশ্যন্তি সর্ব্বপাপানি হয়মেধফলং লভেৎ ॥ ৫২
রুদ্রাণ্যাশ্চাষ্টধা ভেদং দৃষ্ট্বা রুদ্রোঽপি শঙ্করঃ।
আত্মানমষ্টধা কৃত্বা উপাস্তে পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৩
আরাধ্য তপসা বিষ্ণুং প্রার্থয়েদ্বরমুত্তমম্।
যত্র ত্বং তত্র দেবাহং বসে যদি যথাসুখম্ ॥ ৫৪

ভ্রমণ করে ; তাহারা ফলের আশারূপ মোদক দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া শ্রমজন্য ফললাভে আসক্ত হয়। ৩৮। ৩৯

সমুদ্র-স্নানে, ভগবান্ বিষ্ণুর দর্শনে, কল্পবৃক্ষচ্ছায়াতে এবং এই ক্ষেত্র-স্বাধিকৃত যে কোন স্থানে মরণে মুক্তিলাভ হয়। ৪০

ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি যে বিষয়ে ভক্তির সহিত বিশ্বাস করে, তাহার তাহাতেই মুক্তি লাভ হয় ; অতএব এপ্রকার তীর্থ আর কুত্রাপি নাই। যে ব্যক্তি এই তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া লোভলালসায় তীর্থান্তরের অভিলাষ করে, সে নিশ্চয়ই বিষ্ণুর নিজ মায়ার দ্বারা মুক্তি লাভে বঞ্চিত হয়। তোমার প্রতি আর অধিক উপদেশের প্রয়োজন নাই, যেহেতু তোমার প্রত্যক্ষই তো দৃষ্ট হইতেছে যে, কাকপক্ষী বিষ্ণুস্বরূপতা ধারণ করিয়াছে। ৪১—৪৩

অন্তর্ব্বেদী রক্ষার নিমিত্ত আমি আটটি শক্তি কল্পনা করিয়াছিলাম, পরে পত্নীর নিমিত্ত উগ্র তপস্যা দ্বারা মহাদেব কর্ত্তৃক উপাসিতা হইয়া আমি নিজ শরীর হইতে সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যশালিনী গৌরীকে তাঁহার পত্নীরূপে সৃজন করিয়াছি। ৪৪। ৪৫

তৎকালে তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলাম, —ভদ্রে! আমার বাক্যটি অনুমোদনপূর্ব্বক তোমার মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা এই অন্তর্ব্বেদীর চতুর্দিক্ রক্ষা কর। ৪৭

সেই গৌরী আমার প্রীতির নিমিত্ত অষ্টপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অষ্টদিকে সংস্থিতা হইয়াছেন। বটমূলে অগ্নিকোণে মঙ্গলা, পশ্চিমে বিমলা, শঙ্খের পূর্ব্বভাগে বায়ুকোণে সর্ব্বমঙ্গলা, উত্তর দিকে অর্দ্ধাশনী, ঈশানকোণে লম্বা, দক্ষিণে কালরাত্রি, পূর্ব্বদিকে মরীচিকা, নৈঋতে চণ্ডরূপা নামে শক্তি আছেন। এই ভীষণরূপা অষ্টশক্তির দ্বারা অন্তর্ব্বেদী সর্ব্বতোভাবে রক্ষিতা হইয়াছে। ৪৭—৫০

অল্পপুণ্যদিগের এই স্থানটি অতি দুর্লভ। অষ্ট মূর্ত্তির দর্শন ও কীর্ত্তন করিলে সকল পাপক্ষয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। ৫১ ৫২

রুদ্র তথায় রুদ্রাণীর অষ্টপ্রকার ভেদ দর্শন করিয়া আপনি রুদ্ররূপে আত্মাকে অষ্টধা ভেদ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুকে তপস্যাদ্বারা আরাধনা করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, হে দেব! তুমি যে স্থানে সুখেতে বাস করিবে, আমিও সেই স্থানে বাস করিব। ৫৩। ৫৪

ত্বামৃতে কমলাকান্ত নান্যন্নির্বৃত্তিকারণম্।
অন্তর্যামী প্রভো মে ত্বং ত্বাং বিনা বিগ্রহঃ কুতঃ॥
মূঢ়াস্তু তাং ন জানন্তি হৃষ্যন্তি বিষয়ে শুচৌ।
নির্ম্মলাম্বরসঙ্কাশং ত্বামহং শরণং গতঃ॥ ৫৬
ভগবানপি তং রুদ্রং ক্ষত্রস্বামিতয়া বিভুঃ।
স্থাপয়ামাস পরিতঃ স্বয়ং মধ্যে ব্যবস্থিতঃ॥ ৫৭
কপালমোচনং কামং ক্ষেত্রপালং যমেশ্বরম্।
মার্কণ্ডেয়ং তথেশানং বিল্বেশং নীলকণ্ঠকম্॥ ৫৮
বটমূলে বটেশঞ্চ লিঙ্গান্যষ্টৌ মহেশিতুঃ
তানি দৃষ্ট্বা তথা স্পৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা বিমুচ্যতে॥ ৫৯
অত্র ক্ষেত্রে মৃতা যে চ ন তেষাং ত্বং প্রভুর্যম।
যদর্থমাগতস্তৎ হি তদন্যত্র প্রসাধয়॥ ৬০
উপদিশ্য যমায়েত্থং শ্রীরুবাচ পিতামহম্।
ভগবন্ ভগবন্নাভি-পদ্মযোনেঽবধারয়॥ ৬১

তথাপ্যসৌ জগন্নাথো ভক্তায়াত্মসমর্পকঃ।
যয়েন তোষিতো ভক্ত্যা প্রপন্নার্ত্তিহরঃ প্রভুঃ॥৬২
সুদর্শনেন শেষেণ ময়া চ তেঽবধাস্যতি।
অত্যাজ্যেঽস্মিন্ ক্ষেত্রবরে স্বর্ণবালুকয়াবৃতঃ॥ ৬৩
তদ্‌যমং কথয়িত্বৈবং প্রস্থাপয় স্বমালয়ম্॥ ৬৪
ইন্দ্রদ্যুম্নো নাম রাজা যুগে সত্যে ভবিষ্যতি।
বৈষ্ণবঃ সর্ব্বযজ্ঞানামাহর্ত্তা শাস্ত্রকোবিদঃ॥ ৬৫
অত্রাগত্য মহাভক্তিং করিষ্যতি নৃপোত্তমঃ॥ ৬৬
ভগবৎপ্রীতয়ে যো বৈ বাজিমেধসহস্রকম্।
করষ্যতি প্রজানাথস্তদনুগ্রহকারণাৎ॥ ৬৭
একদারু-সমুৎপন্নশ্চতুর্দ্ধা সম্ভবিষ্যতি॥ ৬৮
দারবপ্রতিমা নানা বিশ্বকর্ম্মা ঘটিষ্যতি।
প্রতিষ্ঠাপয়িতা ত্বং হি ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রসাদিতঃ॥ ৬৯
অস্মাকং সদৃশীনাঞ্চ প্রতিমানাং পিতামহ।
ত্বদাজ্ঞাতঃ প্রতিষ্ঠাহি ঘটনা চ ভবিষ্যতি॥ ৭০

হে কমলাকান্ত! তোমা ব্যতিরেকে আর কেহ মুক্তির কারণ নহে, হে প্রভো! তুমি আমার অন্তর্যামী। তোমা বিনা শরীরই সম্ভবে না॥ ৫৫

তোমাকে জানিতে না পারিয়া বিষয়রূপ অগ্নিতে মূঢ়েরা হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। হে নির্ম্মল মেঘসন্নিভ দেব! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। ৫৬

• ক্ষেত্রস্বামী ভগবান্ সেই অষ্ট প্রকার বিভক্ত রুদ্রকে সকল দিকে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং মধ্যে অবস্থিত হইলেন। কপাল-মোচন (১) কাম (২) ক্ষেত্রপাল (৩) যমেশ্বর (৪) মার্কণ্ডেয়েশ্বর (৫) বিশ্বেশ্বর (৬) নীল-কণ্ঠ (৭) বটমূলে বটেশ্বর (৮) মহাদেবের এই অষ্টলিঙ্গ দর্শন স্পর্শন ও পূজা করিয়া সকলে মুক্তিলাভ করে। ৫৭—৫৯

অতএব হে যমরাজ! কেবল এই ক্ষেত্রে মৃতদিগের তুমি প্রভু নহ, নচেৎ যে নিমিত্ত আগমন করিয়াছ, তাহা অন্যত্র সিদ্ধ করিতে পারিবা। ৬০

লক্ষ্মীদেবী যমকে এই প্রকার উপদেশ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিলেন। হে ব্রহ্মন্! অবধারণ করুন, আপনি ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তথাপি এই জগন্নাথ ভক্তব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ করেন এবং শরণাগত ব্যক্তির ক্লেশ দূর করেন। এই হেতুক প্রভু যম কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক তোষিত হইয়া আপনাকে এই কথা কহিতে উদ্যত আছেন। সুদর্শন, অনন্তদেব ও আমি (লক্ষ্মী) আমাদিগের সহিত এই অত্যাজ্য ক্ষেত্রে সুবর্ণ-বালুকায় আবৃত হইয়া অবস্থান করিবেন। এই কথা আপনি যমকে বলিয়া তাহাকে স্বীয়ালয়ে প্রেরণ করুন্। ৬১—৬৪

সত্যযুগে বিষ্ণুপরায়ণ ও সকল যজ্ঞের আহর্ত্তা এবং শাস্ত্রে পণ্ডিত ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা জন্মগ্রহণ করিলেন; তিনি তৎকালে এই স্থানে আগমন করিয়া এই ক্ষেত্রে মহাভক্তি প্রকাশ করিবেন। ৬৫—৬৬

সেই প্রজানাথ ভগবানের উৎপন্ন প্রীতির নিমিত্ত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন। ভগবান্ তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া একটি দারুতে উৎপন্ন হইবেন। বিশ্বকর্ম্মা ঐ দারু প্রতিমার ঘটনা করিবেন, তুমি ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই প্রতিমা সকল প্রতিষ্ঠিত করিবা। ৬৭—৬৯

হে পিতামহ! আমাদিগের সদৃশ প্রতিমা

জৈমিনিরুবাচ।
ইতি শ্রুত্বা শ্রিয়ো বাক্যং চতুর্ব্বক্ত্রো যমশ্চ সঃ।
স্বং স্বং পুরং জগ্মতুস্তৌ মুদা পরময়া যুতৌ॥ ৭১
ক্ষেত্রস্য মহিমানন্তং সংস্মৃত্য চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
বিস্ময়েন চ হর্ষেণ রোমাঞ্চাঞ্চিতবিগ্রহৌ॥ ৭২
সাম্প্রতং মুনয়স্তস্মিন্নিন্দ্রদ্যুম্নপ্রসাদিতঃ।
শঙ্খচক্রধরঃ শ্রীমান্ নীলজীমূতসন্নিভঃ॥ ৭৩
নীলাচলগুহান্তস্থো বিভ্রদ্দারুময়ং বপুঃ।
আস্তে লোকোপকারায় বলেন চ সুভদ্রয়া॥ ৭৪
সুদর্শনেন চক্রেণ দারুণা নির্ম্মিতেন চ।
সহিতঃ প্রণতার্ত্তানাং নাশনঃ করুণার্ণবঃ॥ ৭৫
যং দৃষ্ট্বা পাপবন্ধেন সুদৃঢ়েন বিমুচ্যতে।
সুকর্ম্মৌঘপরীপাকো যুগপৎ সমুপস্থিতঃ॥ ৭৬
পশ্যতাং ভো মুনিশ্রেষ্ঠাস্তাপত্রয় সুধানিধিম্।
বহবো হ্যবতারা হি বিষ্ণোর্দিব্যাশ্চ মানুষাঃ॥ ৭৭
অত্যদ্ভুতানি কর্ম্মাণি মাহাত্ম্যং চাপি বর্ণিতম্।
পারিচিত্যাম্মনুষ্যাস্তু ন মন্যন্তে সুরা অপি॥ ৭৮
দেবাসুরমনুষ্যাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
তিরশ্চামপি ভো বিপ্রাস্তস্মিন্ দারুময়ে হরৌ
সর্ব্বাত্মভূতে বসতি চিত্তং সর্ব্বসুখাবহে॥ ৭৯
উপজীব্য তমেবাংশং যস্যানন্দস্বরূপিণঃ।
ব্রহ্মণঃ শ্রুতিবাগাহেত্যেতৎ তত্রানুভূয়তে॥ ৮০
যেতি সংসারদুঃখানি দদাতি সুখমব্যয়ম্।
তস্মাদ্দারুময়ং ব্রহ্ম বেদান্তেষূপগীয়তে॥ ৮১
ন হি কাষ্ঠময়ী মোক্ষং দদাতি প্রতিমা ক্বচিৎ।
আকৃতের্হ্যপবর্গস্তু কৃতাত্মা দারুণঃ কথম্॥ ৮২
অধিষ্ঠানং বিনা ব্রহ্ম সুখৈর্যন্নোপলভ্যতে।
রহস্যমেতৎ পরমং বিষ্ণোঃ স্থানমনুত্তমম্॥ ৮৩
অলৌকিকী সা প্রতিমা লৌকিকীতি প্রকাশিতা
কুত্র শ্রুতা বা দৃষ্টা বা প্রতিব্যবহরেদিতি॥ ৮৪

তোমার আজ্ঞাদ্বারা প্রতিষ্ঠা ও ঘটনা হইবে। ৭০

মহর্ষি জৈমিনি কহিলেন ;—লক্ষ্মীদেবীর এই বাক্য ব্রহ্মা ও যমরাজ শ্রবণপূর্ব্বক পরম-প্রীতি লাভ করিয়া ক্ষেত্রের অনন্ত মহিমা পুনঃপুনঃ স্মরণপূর্ব্বক বিস্ময় ও আনন্দে রোমাঞ্চিত শরীরে স্বীয় স্বীয় পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। হে মুনিগণ! ইদানীং সেই ক্ষেত্রে নীলমেঘসদৃশ শঙ্খচক্রধারী ভগবান্ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নীলাচলের গুহামধ্যে বলরাম সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্রের সহিত দারুময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া লোকদিগের উপকারের নিমত্ত অবস্থিত হইয়াছেন। তিনি দয়াসাগর এবং প্রণত ব্যক্তিদিগের বিপদ-নিবারক। ৭১—৭৫

যাঁহাকে দর্শন করিলে সুদৃঢ় পাপবন্ধন ছিন্ন হয়, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ত্রিতাপহরণ বিষয়ে সুধাকর স্বরূপ সেই ভগবানকে দর্শন করিলে যুগপৎ সৎকর্ম্মের ফলসমূহ উপস্থিত হয়। ভগবান্ বিষ্ণুর এইরূপ দিব্য ও মানুষ বহুবিধ অবতার, অত্যদ্ভুত কর্ম্মসমূহ এবং অতুল মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। মনুষ্যগণ,—এমন কি দেবগণও তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারেন না। হে বিপ্রগণ! দেব, দৈত্য, মানব, গন্ধর্ব্ব, উরুগ, রাক্ষস ও তির্য্যক্ জাতি, সকলেরই চিত্ত সকলের আত্মভূত সর্ব্বসুখাবহ সেই দারুময় হরিতে অনুরক্ত ও একান্ত তৎপর। ৭৬—৭৯

আনন্দস্বরূপ সেই ব্রহ্মের জীবরূপ অংশে জীবের জন্ম হয়, সেই জীবেরাই ব্রহ্মকে এই দারুময় বিগ্রহে অনুভব করেন, ইহা শ্রুতিবাক্যে প্রকাশিত আছে। ৮০

এই বিগ্রহ সংসারের দুঃখসকল বিনাশ ও অব্যয় সুখপ্রদান করেন, এই নিমিত্ত বেদান্তে দারুময় ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেবল কাষ্ঠময়ী প্রতিমা কখন মুক্তি দিতে পারেন না। যে মোক্ষ স্বভাবসিদ্ধ অকৃত্রিম হইতে লব্ধ হয়, তাহা কৃত্রিম প্রতিমা হইতে কি প্রকারে সম্ভবে? ৮১। ৮২

অতএব আশ্রয় বিনা ব্রহ্মকে সুখে লাভ করা যায় না, এই কারণেই বিষ্ণুর এই পরম গোপনীয় স্থান। ৮৩

সেই অলৌকিকী প্রতিমা লৌকিকী বলিয়া প্রকাশিতা আছেন; কোন স্থানে শ্রুতা, কোথাও

ইন্দ্রদ্যুম্নায় স বরং তদা দারুবপুর্দদৌ ॥ ৮৫
দীননাথৈকশরণং তরণং ভববারিধেঃ।
চরাচরসদাবন্দ্য-চরণং তং পরায়ণম্ ॥ ৮৬
নারায়ণং জগদ্যোনিং সৃষ্টি-সংহৃতিকারণম্।
মোক্ষণং সর্ব্বপাপানাং দারণং সকলাপদাম্ ॥৮৭
বিভূতীনাং বিসরণং বরণং সর্ব্বভোগিনাম্।
ভরণং সর্ব্বজন্তূনাং ধরণং জগতামপি ॥ ৮৮
ভাষণং সর্ব্বভাষাণাং দূষণং সর্ব্বদুষ্কৃতাম্।
শোষণং সর্ব্বপঙ্কানাং নীলাদ্রিশরণং হরিম্ ॥ ৮৯
শরণং প্রযাত মুনয়ো হ্যনন্যশরণং বিভুম্।
নিশ্চেষ্টো দারুবর্ম্মাপি দিব্যলীলাবিলাসকৃৎ ॥ ৯০
ক্ষমতে স্বল্পভক্ত্যাপি সোঽপরাধশতং নৃণাম্।
অত্র বঃ কথয়িষ্যামি চরিতং পাপনাশনম্ ॥ ৯১
লীলয়া দারুদেহস্য মুনয়ঃ পরমাত্মনঃ।
কুরুক্ষেত্রসমুদ্ভূতৌ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াবুভৌ ॥ ৯২
সখায়ৌ জন্মতঃ প্রীত্যা একাহারবিহারিণৌ।
বৃত্তচ্যুতৌ নিষিদ্ধানামাহর্ত্তারৌ বিমোহিতৌ ॥৯৩
অস্বাধ্যায়বষট্কারৌ স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতৌ।
অপাত্রভূতৌ ধর্ম্মস্য মহাপাতকদূষিতৌ ॥ ৯৪
মধুক্ষীবৌ পণ্যযোষিৎ-সহবাসৌ মুদান্বিতৌ।
পারলৌকিকচিন্তা তু তয়োঃ স্বপ্নেঽপি নাগতা ॥
এবং বিবর্ত্তমানৌ তাবায়ুষোঽর্দ্ধং বিনিন্যতুঃ।
একদা ভ্রমমাণৌ তৌ যজ্ঞবাটমগচ্ছতাম্ ॥ ৯৬
শৃণ্বন্তৌ দূরতঃ স্তোত্রং শস্তশব্দং মনোহরম্।
দৃষ্ট্বা তাস্তাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ শ্রুতিসঞ্চোদিতা দ্বিজা
তৌ তদা চক্রতুঃ শ্রদ্ধাং ধর্ম্মে যত্ন্বধার্ম্মিকৌ।
সংস্মরন্তৌ স্বজাতিং তৌ পুণ্ডরীকাম্বরীষকৌ ॥
নিন্দন্তৌ দুশ্চরিত্রং স্বং পরস্পরমভাষতাম্।
কথমাবাং তরিষ্যাবো দুষ্কৃতার্ণবমুল্বণম্ ॥ ৯৯
ইহৈব জন্মন্যাবাভ্যাং বুদ্ধিপূর্ব্বমুপার্জ্জিতম্।

বা দৃষ্টা হইয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনি মুনিদিগকে বলিয়াছিলেন; সেই দারুময় শরীর ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে বর দিয়াছিলেন। ৮৪

যিনি দীন অনাথ ব্যক্তিদিগের এক মাত্র রক্ষক, সংসার-সাগর হইতে উত্তরণের একমাত্র উপায় এবং সকলেরই একমাত্র অবলম্বন, নিখিল চরাচর সর্ব্বদা যাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া থাকে, যিনি সৃষ্টি ও সংহারের কারণ, নিখিল পাপমোচনের উপায়, নিখিল আপদের নিবারক, বিভূতিবর্দ্ধক, বিষয়ভোগীদিগের অভীষ্টপূরক, নিখিল জন্তু প্রতিপালনকর্ত্তা এবং জগতের ধাতা, যিনি নিখিল ভাষায় অভিজ্ঞ, নিখিল পাপ-নিবারণে সক্ষম, সর্ব্ববিধ পঙ্কের শোষক,—হে মুনিগণ! তোমরা সেই জগদ্যোনি প্রভু নীলাচলস্থিত নারায়ণের শরণাপন্ন হও। তিনি চেষ্টাবিহীন কাষ্ঠময়বপু হইয়াও বিবিধ দিব্য লীলা করিয়া থাকেন। স্বল্পমাত্র ভক্তি করিলেই তিনি মনুষ্যদিগের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। ৮৬—৯০

হে মুনিগণ! এই স্থলে তোমাদিগের নিকট পাপনাশক দারুদেহের একটি চরিত্র বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। কুরুক্ষেত্রে জাত একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ক্ষত্রিয় জন্মাবধি পরস্পর মিত্র, প্রণয়ে একত্র আহার বিহার করেন। তাঁহারা শৌচাচারবিচ্যুত এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী, মোহযুক্ত, বেদাধ্যয়ন ও দেবকার্য্য-পিতৃকার্য্য-বিবর্জ্জিত, ধর্ম্মের অনধিকারী মহাপাতকদূষিত ও মদোন্মত্ত, বেশ্যাসহবাসে সর্ব্বদা হর্ষান্বিত, স্বপ্নেতেও পারলৌকিক চিন্তা করিতেন না। ৯১—৯৫

এই প্রকার বিপথগামী সেই দুই জনের আয়ুর অর্দ্ধেক কাল ক্ষয় হইলে একদা ভ্রমণ করিতে করিতে যজ্ঞস্থানে গমন করিয়া দূর হইতে মনোহর প্রশস্ত শব্দযুক্ত স্তব শ্রবণে এবং শ্রুত্যুক্ত সকল ক্রিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সেই অধার্ম্মিক দুই জনের ধর্ম্মকার্য্যে শ্রদ্ধা জন্মিল। ৯৬ ৯৭

সেই পুণ্ডরীক ও অম্বরীষ নামে দুই জন স্ব স্ব জাতি স্মরণ ও আপন আপন দুশ্চরিত্র নিন্দা করিতে করিতে পরস্পর কহিতে লাগিল,—আমরা দুই জন দুষ্কৃতিরূপ সমুদ্র হইতে কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইব? ৯৮।৯৯

আমরা উভয়েই ইহজন্মে জ্ঞানপূর্ব্বক

ন তচ্ছাস্ত্রং হি জানাতি যদাবাভ্যাঞ্চ দুষ্কৃতম্।
সঞ্চিতং তস্য ঘোরস্য প্রায়শ্চিত্তং সুদুর্ল্লভম্॥
তথাপি ব্রাহ্মণানেতান্ ব্রহ্মিষ্ঠান্ বৈ সদোগতান্
প্রণিপাতপ্রসন্নান্ বৈ পৃচ্ছাবো২ত্র চ দুষ্কৃতিম্॥
ইতি নিশ্চিত্য তৌ বিপ্রানভিবাদ্যাভ্যপৃচ্ছতাম্।
যথাবৎ কলুষং স্বং স্বং বিখ্যাপ্য চ মুহুর্মুহুঃ॥ ১০২
তে তয়োর্বচনং শ্রুত্বা মীলিতাক্ষা দ্বিজোত্তমাঃ।
নাব্রুবন্ কিঞ্চিদন্যোন্যং বীক্ষন্তো বিস্মিতাননাঃ॥
অহো সুঘোরকর্ম্মাণি সঞ্চিতানি দুরাত্মনোঃ।
যেষু শাস্ত্রং পদং দাতুং প্রায়শ্চিত্তায় নত্বলম্।
ন শক্যো বক্তুং তস্মাদনয়োর্নিষ্কৃতাদপি॥ ১০৪
তেষাং মধ্যে সদোমুখ্যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবপুঙ্গবঃ।
ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য-ক্ষয়িতাশেষকল্মষঃ।
তাবুবাচ বিহস্যেদং বাক্যং বাক্যবিদাম্বরঃ॥১০৫

বৈষ্ণব উবাচ।

ভো দ্বিজক্ষত্রদায়াদৌ পাপরাশেঃ সুদারুণাৎ।
মুক্তিঞ্চেদ্বাঞ্ছতস্তূর্ণং গচ্ছতং পুরুষোত্তমম্॥ ১০৬
ক্ষেত্রোত্তমং দারুময়ো যত্রাস্তে পুরুষোত্তমঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য রাজর্ষের্ভক্ত্যানুগ্রহকৃদ্বিভুঃ॥ ১০৭
তমারাধ্য জগন্নাথং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
পাপক্ষয়ং বা মুক্তিং বা স্বেচ্ছয়া প্রাপস্যথো ধ্রুবম্
ঘোরদুষ্কৃততূলৌঘ-দাবাগ্নিসদৃশস্য সঃ।
তপসৈতৎ ক্ষয়ং নেতুং নশক্যং জন্মকোটিভিঃ।
যুগপৎ সংক্ষয়ং যাতি যং দৃষ্ট্বা সর্ব্বকল্মষম্।
তস্মা বিলম্বং কুরুতং তত্র শীঘ্রং প্রয়াত বৈ॥১০০
সুপুণ্যে চোৎকলে দেশে দক্ষিণার্ণবতোরণে।
নীলাদ্রিশিখরাবাসং ব্রজেথাঃ শরণং বিভুম্॥ ১১১
স হি বামিষ্টসংসিদ্ধিং প্রদাস্যতি কৃপানিধিঃ।

যেরূপ দুষ্কৃতি উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে নাই। চিরসঞ্চিত সেই ঘোরতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত দুর্লভ। ১০০

তথাপি এই সকল সভাগত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে প্রণিপাত দ্বারা প্রসন্ন করিয়া পাপের নিষ্কৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব। ১০১

ইহা নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা দুইজনে বিপ্রগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় পাপ বারম্বার যথাযথ বর্ণন করিয়া নিষ্কৃতির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১০২

ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের দুই জনের বচন শ্রবণানন্তর নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক বিস্মিত-বদনে পরস্পর অবলোকন করিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন। ১০৩

কি আশ্চর্য্য! এই দুরাত্মদ্বয়ের অতি ঘোরতর পাপ কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়াছে, যে পাপরাশিতে শাস্ত্রও প্রায়শ্চিত্ত উপদেশের নিমিত্ত সমর্থ হন না; অতএব ইহাদিগের দুই জনকে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দিতে আমরা সমর্থ নহি। ১০৪

যাঁহার ভগবদ্ভক্তির মহাত্ম্যে সমুদয় পাপ ক্ষয়িত হইয়াছে, সেই সভাস্থিত ব্রাহ্মণগণ-মধ্যে বক্তাদিগের শ্রেষ্ঠ কোন প্রধান বৈষ্ণব-চূড়ামণি, সহাস্য বদনে ঐ দুই জনকে এইরূপ বাক্য কহিলেন। ১০৫

হে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সন্তান! তোমরা যেরূপ দারুণ পাপ করিয়াছ, সেই বিষম পাপ-রাশি হইতে যদি মুক্তি বাসনা কর, তবে শীঘ্রই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন কর। ১০৬

যে স্থানে দারুময় পুরুষোত্তম আছেন, সেই ক্ষেত্রটি উত্তম। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের ভক্তিদ্বারা প্রীত হইয়া বিভু অনুগ্রহ করিয়া সেই স্থানে আছেন। সেই শঙ্খচক্রগদা-ধারী জগন্নাথকে আরাধনা করিলে পাপক্ষয় অথবা মুক্তিলাভ হয়। এই দুয়ের মধ্যে যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহা নিশ্চয় প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ১০৭—১০৮

সেই জগন্নাথ ঘোর দুষ্কৃতরূপ তুলারাশিতে দাবাগ্নিসদৃশ হইয়াছেন। এই দুরপনেয় পাপ, তপস্যাদ্বারা কোটি জন্মেও ক্ষয় করিতে তোমরা সমর্থ হইবে না। ১০৯

যাঁহার দর্শনে এককালে সকল পাপ ক্ষয় হয়, তাঁহার সমীপে যাইতে বিলম্ব করিও না। পুণ্যভূমি উৎকলদেশে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে নীলগিরি-শিখরবাসী বিভুর শরণাগত হও, সেই কৃপাসাগর তোমাদিগের ইষ্টসিদ্ধি

ইত্যাদিষ্টৌ তু তৌ বিপ্র ক্ষত্রিয়ৌ হর্ষসংপ্লুতৌ
তেনৈব বর্ত্মনা বিপ্রা প্রয়াতৌ পুরুষোত্তমম্ ॥১১২

ইতি উৎকলখণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

নির্ব্বিন্নচেতসৌ তৌ তু ত্যক্ত্বা বেশ্যাদিসঙ্গতিম্
ধ্যায়ন্তৌ মনসা বিষ্ণুং শুদ্ধাহারব্রতাবুভৌ।
কালেন কিয়তা প্রাপ্তৌ নীলাদ্রিং নিলয়ং হরেঃ॥
তীর্থরাজজলে স্নাত্বা যথাবদ্বিধিচোদিতম্।
প্রাসাদদ্বারি তিষ্ঠন্তৌ সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ।
ভগবন্তং নিরীক্ষন্তৌ নাপশ্যেতাং তদা দ্বিজাঃ ॥২
বিষন্নমনসৌ দেবমদৃষ্ট্বা চিন্তয়াকুলৌ।
আরেভতে হ্যনশনং ভগবদ্দর্শনাবধি ॥ ৩

কীর্ত্তয়ন্তৌ ভগবতো নাম কল্মষনাশনম্।
তৃতীয়স্যাং ত্রিযামায়াং জ্যোতিরেকমপশ্যতাম্।
ত্রীণ্যহানি পুনস্তৌ চ তথোপবাসতাং স্থিরৌ ॥৪
মধ্যে সপ্তমরাত্রেস্তু ভগবন্তমপশ্যতাম্।
ত্রিদশানাং স্তবৈঃ শ্রুত্বা দিব্যজ্ঞানৌ বভূবতুঃ ॥৫
অপাস্তপাপনির্ম্মোকৌ সাক্ষাদ্দেবমপশ্যতাম্।
শঙ্খচক্রগদাপাণিং দিব্যালঙ্কারভূষিতম্ ॥ ৬
রত্নপাদুকয়োঃ পৃষ্ঠে বিন্যস্তচরণাম্বুজম্।
ব্যাকোষপুণ্ডরীকাক্ষং প্রসন্নবদনং বিভুম্ ॥ ৭
বামপার্শ্বগতাং লক্ষ্মীং বামেনালিঙ্গ্য বাহুনা।
নাগবল্লীদলং বদ্ধমাদদানং প্রিয়াহৃতম্ ॥ ৮
রত্নবেত্রকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ চামরপাণয়ঃ।
গন্ধতৈলপ্রদীপাংস্তু রত্নক্লৃপ্তপ্রদীপিকাঃ ॥ ৯
কাশ্চিদ্দধানাঃ স্বকরৈর্যৌবনাঢ্যাঃ সুভূষিতাঃ।
পশ্চাদ্রত্নময়ং ছত্রং বিভ্রতী কাচিদুজ্জ্বলা ॥ ১০
ধূপপাত্রং মুখাভ্যাসে কৃষ্ণাগুরু-সুধূপিতম্।

করিবেন। হে মুনিগণ! সেই বৈষ্ণব কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া অত্যন্ত হর্ষপূর্ব্বক সেই পথে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। ১১০—১১২

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

জৈমিনি কহিলেন সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বেশ্যাসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুতাপবিশিষ্ট হইয়া নিয়ত হবিষ্যাশন পূর্ব্বক মনে মনে বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে কিছুকাল পরেই হরির নীলপর্ব্বতরূপ আলয়ে উপস্থিত হইলেন। ১

তীর্থরাজ সমুদ্রের জলে বৈধস্নান করিয়া ভগবানের প্রাসাদের দ্বারদেশে অবস্থানপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভগবানের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়াও দর্শন করিতে পারিলেন না। ২

তাঁহারা দেবকে দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণ-চিত্তে চিন্তাকুল হইয়া যাবৎ ভগবদ্দর্শন না হইয়াছিল, তাবৎ অনশন ব্রত পালন করিয়া-ছিলেন। ৩

তাঁহারা ভগবানের পাপনাশক নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তৃতীয় রাত্রিতে একটী জ্যোতী-রূপ দেখিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার তাঁহারা আরও তিন দিন স্থিরভাবে উপবাস করিলেন। সপ্তম রাত্রির মধ্যে ভগবান্‌কে দর্শন এবং দেবতাদিগের স্তব শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের দিব্যজ্ঞান জন্মিল। ৪। ৫

তাঁহারা পাপনির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত হইয়া সাক্ষা-দ্দেবকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন যে, শঙ্খচক্রগদাপাণি দিব্যালঙ্কারে ভূষিত, রত্ন-পাদুকাদ্বয়ের পৃষ্ঠে বিন্যস্তচরণ, বিকসিত শ্বেত-পদ্মের ন্যায় চক্ষুঃ ও প্রসন্নবদন, বামপার্শ্বে বাম-বাহু দ্বারা আলিঙ্গিতা লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মীদত্ত-তাম্বুল-বীটিকা গ্রহণ করিতেছেন। ৬—৮

কতকগুলি সুশোভিতা যুবতী দাসী হস্তে রত্নবেত্র, কতকগুলি চামর, কতকগুলি গন্ধতৈল প্রদীপ এবং কতকগুলি উজ্জ্বল রত্ন-প্রদীপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অপর আর একটী দীপ্তিবিশিষ্টা উত্তমা দাসী পশ্চাৎভাগে রত্নময় ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ৯। ১০

কোন রমণী স্বীয় শরীর সৌন্দর্য্যে প্রয়োচা

কাচিদ্দধানা প্রস্নোচাৎ হসন্তী * বিগ্রহশ্রিয়া ॥১১
লীলাপকদৃশা দেবাননুগৃহ্ণন্তমগ্রতঃ
বদ্ধাঞ্জলিপুটান্নম্রকন্ধরান্ স্তুবতঃ পৃথক্ ॥ ১২
সিদ্ধান্ মুনিগণান্ দিব্যান্ সনকাদীন্ স্মিতেন চ
নারদাদীংশ্চ গন্ধর্ব্বান্ দিব্যগানমনোহরান্ ॥ ১৩
দত্তাবধানং শ্রবণে লীলয়ৈবানুকম্পিনম্।
প্রহ্লাদাদীন্ বৈষ্ণবাগ্র্যান্ স্বরূপং ধ্যায়তোঽগ্রতঃ
চিত্তাকর্ষণসংলীনান্ বিদধানং স্ববিগ্রহে।
বক্ষঃস্থলপ্রতিফলৎকৌস্তুভপ্রতিবিম্বিতৈঃ ॥ ১৫
দেবাদিভির্বিশ্বরূপমূর্ত্তেঃ স্বস্যাঃ প্রকাশকম্।
উপর্য্যুপরি দিব্যায়াঃ পুষ্পবৃষ্টেরধঃস্থিতম্ ॥ ১৬
শ্রীসন্নিধানবিগত-শ্রিয়মপ্সরসাং গণম্।
পশ্যন্তং বিবিধং নৃত্যমঙ্গহারমনোহরম্ ॥ ১৭
দিব্যলীলাবিলাসন্তং দৃষ্ট্বা তৌ দ্বিজবাহজৌ
বভূবতুঃ ক্ষণাৎ সর্ব্ব-বিদ্যানাং পারগৌ দ্বিজাঃ ॥
ত্রিঃ পরিক্রম্য দেবেশং কৃতাঞ্জলিপুটাবুভৌ।
সাষ্টাঙ্গপাতপ্রণতৌ তুষ্টুবাতে মুদান্বিতৌ ॥ ১৯

পুণ্ডরীক উবাচ।

নমস্তে জগদাধার স্বর্গস্থিত্যন্তকারণ।
নারায়ণ নমস্তেঽস্তু পরমাত্মন্ পরায়ণ ॥ ২০
পরমার্থস্ত্বমেবৈকো ভবাপ্যয়বিবর্জ্জিত।
নিত্যানন্দস্বরূপং ত্বাং বিন্দন্তি ধ্যানচক্ষুষঃ ॥ ২১
চিন্মাত্রং জগতামীশমধিষ্ঠানং পরাৎপরম্।
কথং নু মূঢ়হৃদয়াস্ত্বাং জানন্তি সুনির্ম্মলম্ ॥ ২২
কামার্থলিপ্সা সম্প্রাপ্তচেতসোঽত্যন্তদুঃখিনঃ।
গতাগতপথে শ্রান্তাঃ সুখভাজঃ কদাচন ॥ ২৩
অনুকম্পয় মাং নাথ সুদীনং শরণাগতম্।

অপ্সরাকে উপহাস করতঃ তাঁহার মুখের নিকটে কৃষ্ণাগুরুধূপযুক্ত ধূপ-পাত্র ধারণ করিয়া আছে। সম্মুখে দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং সনকাদি দিব্য মুনিগণ নতগ্রীব হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতেছেন। তিনি সস্মিতবদনে কটাক্ষ-পাতে তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিতেছেন। নারদাদি মুনি ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সম্মুখে বসিয়া মনোহর সঙ্গীত করিতেছেন। ভগবান্ সঙ্গীত শ্রবণে অবধান দিয়া তাঁহাদিগের উপরে অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি বৈষ্ণবচূড়ামণিগণ তাঁহার সম্মুখভাগে অবস্থান করিয়া তাঁহার স্বরূপ ধ্যান করত একাগ্রভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। ভগবান্ তাঁহাদিগকে নিজ বিগ্রহে লীন করিয়া লইতে-ছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থিত কৌস্তুভ-মণিতে সম্মুখস্থ দেব-গন্ধর্ব্বাদির প্রতিবিম্বপাত হওয়াতে সাক্ষাৎ বিশ্বরূপমূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার মস্তকোপরি স্বর্গ হইতে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। অপ্সরোগণ লক্ষ্মীদেবীর সন্নিধানে হতশ্রী, তথাপি তাহারা ভগবানের মনস্তুষ্টির জন্য বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতেছে। ভগবান্ তাহাদের সেই মনোহর নৃত্য দর্শন করিতেছেন। ১১—১৭।

এইরূপ নানা প্রকার দিব্যলীলাবিলাসী ভগবান্‌কে দুই জনে দর্শন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই সর্ব্ব বিদ্যায় পারগ হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে ভগবান্‌কে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া সহর্ষে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তব করিয়া-ছিলেন। ১৮—১৯

পুণ্ডরীক কহিলেন, হে নারায়ণ! আপনি জগতের আধার এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কারণ; আপনিই পরমাত্মা, এবং সকলের একমাত্র আশ্রয়, আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! আপনিই অজ অবিনশ্বর একমাত্র পরমবস্তু। যোগিগণ ধ্যান দ্বারা আপনাকে নিত্যানন্দরূপে লাভ করিয়া থাকেন। আপনিই পরাৎপর চিন্ময় জগদীশ্বর ও জগতের আধার-স্বরূপ। মূঢ়বুদ্ধি মানবগণ কিরূপে আপনার সুনির্ম্মলস্বরূপ অবগত হইবে। যাহারা কাম ও অর্থলিপ্সায় ব্যাকুল, তাহারা সংসারে কেবল গতায়াত করিয়া শ্রান্ত হইয়া অসীম দুঃখ পায়; আপনার সাক্ষাৎকার-সুখলাভ তাহাদের ভাগ্যে দৈবাৎ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। হে নাথ! আমিও একজন কামার্থ-

* হসন্তীম্, আদর্শপাঠঃ।

মূঢ়ং দুষ্কৃতকর্ম্মাণং পতিতং ভবসাগরে ॥ ২৪
কোঽন্যস্ত্বৎসদৃশো বন্ধুর্ব্রহ্মাণ্ডে নাথ বর্ত্ততে।
স্বকর্ত্তব্যানপেক্ষা যো দীননাথ-দয়ালুকঃ ॥ ২৫
উচ্চাবচভ্রমা দুঃখং জলযন্ত্রঘটীমিব।
অজস্রমধিকর্ত্তারং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে ॥ ২৬
যোগক্ষেমাভিসন্ধানা যে মূঢ়াস্ত্বামুপাসতে।
জীবাবিমুক্তিদং তে বৈ ত্বন্মায়াপরিমোহিতাঃ ॥২৭
নারায়ণেতি ত্বন্নাম কীর্ত্তিতন্তু যদৃচ্ছয়া।
ত্বত্তোঽধিকং জগন্নাথ চতুর্বর্গৈকসাধনম্ ॥ ২৮
ত্বন্তু তৈস্তৈঃ পৃথগ্‌যজ্ঞৈস্তাস্তাঃ সিদ্ধীঃ প্রযচ্ছসি
ত্বমেকঃ শরণং নাথ পতিতানাং ভবার্ণবে ॥ ২৯

লোভী দুষ্কর্ম্মা, সেই কারণে সংসারসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি; আমি অতিদীন, আমার আর কেহ নাই, তাই আপনার শরণাপন্ন; দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২০—২৪

হে নাথ! নিজকার্য্যে অবহেলা করিয়া দীন অনাথ ব্যক্তিদিগের উপর দয়া করে আপনি ভিন্ন এইরূপ দীনবন্ধু এই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে আর কে আছে? । ২৫

হে কৃপাসাগর! আমি জল-যন্ত্র ঘটের ন্যায় উর্দ্ধ-অধঃ ভ্রমণজনিত দুঃখ নিরন্তর প্রাপ্ত হইতেছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন। ২৬ *

অবলীলাক্রমে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সক্ষম আপনার নিকট হইতে সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের উপায় সংগ্রহ করিবার জন্য যে মূঢ়গণ আপনার উপাসনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনার মায়া-মোহিত ভ্রান্ত জীব হে জগন্নাথ! আপনার "নারায়ণ"—এই নাম-কীর্ত্তন আপনা অপেক্ষা সমধিক পরিমাণে চতুর্বর্গ সাধনে সক্ষম। হে নাথ! আপনি পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞের পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। আপনিই,—সংসার সাগরে পতিত ব্যক্তিদিগের একমাত্র আশ্রয়। ২৭—২৯

* বাঁশের অগ্রভাগে রজ্জু এবং পশ্চাতে ভারবস্তু থাকে, সেই রজ্জুতে কলস বাঁধিয়া কূপ হইতে জল তোলা হয়, সেই কলসকে জলযন্ত্র ঘট বলে।

জ্ঞাননৌকাসমারূঢ়ঃ করুণাক্ষেপণীকরঃ।
পরং পারং প্রভো নেতুং সংসারাব্ধের্বিচেতনম্ ॥
ত্বমেক ঈশিষে ভক্ত্যানন্যয়া পরিচিন্তিনঃ।
যেঽন্যে মুক্তিপ্রদা দেবাঃ শাস্ত্রেষু পরিনিষ্ঠিতাঃ।
দুঃখাব্ধিকুম্ভযোনিং তে ত্বদ্ভক্তিং জনয়ন্তি বৈ ॥৩১
তন্মে প্রসীদ ভগবন্ পদপঙ্কজে তে
ভক্তিং দৃঢ়াং বিতর নাথ ভবাব্ধিমুচ্চৈঃ।
ঘোরং সুদুস্তরমমুং হি যয়া তরেয়-
মষ্টাঙ্গযোগজনিত শ্রমবর্জ্জিতোঽপি ॥ ৩২
ধর্ম্মার্থকামনিচয়ৈঃ কুমতিপ্রগৃহ্যৈঃ
ক্ষুদ্রৈরমীভিরহিতাল্পসুখৈর্ন কার্য্যম্।
আজ্ঞাপয়াঙ্ঘ্রিনলিনদ্বয়-চিন্তনাদ্য-
সান্দ্রানুবর্দ্ধিত-সুখার্ণবমজ্জনং মে ॥ ৩৩

হে প্রভো! আপনি সংসার-সাগরে পতিত মুগ্ধ ব্যক্তিকে জ্ঞানরূপ নৌকায় আরোহণ করাইয়া করুণারূপ ক্ষেপণী-দণ্ডের সাহায্যে পর পারে লইয়া যাইতে প্রস্তুত; একাগ্র ভক্তি সহকারে যে আপনার ধ্যান করে, আপনি তাহাকে সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন। শাস্ত্রে অন্যান্য যে সকল দেবগণ মুক্তিপ্রদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ মুক্তি প্রদান করিতে পারেন না, দুঃখসাগরে অগস্ত্যরূপিণী ভগবদ্ভক্তি জন্মাইয়া দিয়া থাকেন; (আপনাকে ভক্তি করিতে শিখিলেই জীব সহজেই মুক্তি লাভ করিতে পারে।) হে ভগবন্! আমার উপরে প্রসন্ন হউন, হে নাথ! আমাকে আপনার পাদপদ্মে সুদৃঢ় ভক্তি বিতরণ করুন। আমি অষ্টাঙ্গ যোগ জানি না, যাহাতে অতি দুস্তর ভীষণ সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হই, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা করুন। ৩০—৩২

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম,—কুবুদ্ধিদিগের আদরণীয়; আমি ঐ অহিতকর ক্ষুদ্র সামান্য সুখের প্রার্থী নহি। হে নাথ! আমাকে আজ্ঞা করুন,—যেন আমি আপনার পাদপদ্মচিন্তনরূপ সান্দ্র-সুখসাগরে ডুবিয়া থাকিতে পারি। ৩৩

স্তুত্বৈবং জগদীশস্য পাদপদ্মান্তিকে দ্বিজঃ।
পপাত ত্রাহি কৃষ্ণেতি বদন্ বাষ্পার্দ্রয়া গিরা।
উত্থৌ স পুনরুত্থায় কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্তবন্ ॥ ৩৪

অম্বরীষ উবাচ।

প্রসীদ দেব সর্ব্বাত্মন্নসংখ্যেয়-শিরোভুজ।
অসংখ্যঘ্রাণনয়ন-পাণিপাদ নমোঽস্তু তে ॥ ৩৫
ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাতীতোঽসি নিষ্প্রপঞ্চপ্রপঞ্চকঃ।
চতুর্ব্বিধ জগদ্ধাম বিশ্বমূর্ত্তে নমোঽস্তু তে ॥ ৩৬
একপাদস্ত্রিপাদশ্চ তীর্থপাদোঽন্তরিক্ষপাৎ।
যস্য পাদোদ্ভবা গঙ্গা পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩৭
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং শোধনং যস্য নাম বৈ।
কীর্ত্তিতং সর্ব্বশুভদং নমস্তস্মৈ শুভাত্মনে ॥ ৩৮
দেব ত্বন্নামকীর্ত্ত্যাপি জায়ন্তে সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ।
কৌতুকাত্ত্বাং হি মৃগ্যন্তি বিদ্বাংসো বুদ্ধিশালিনঃ ॥
নাথ ত্বৎপাদসলিলং সংশ্রয়াত্তাপহারকম্।
তাপত্রয়াভিভূতস্য ভক্তিং মেঽত্র দৃঢ়াং কুরু ॥ ৪০
অনন্যস্বামিনো মেঽদ্য নান্যৎ প্রার্থনীয়কম্।
প্রণিপত্য জগন্নাথ ত্বাং প্রযাচে সহস্রধা ॥ ৪১
সমস্তপুরুষার্থস্য বীজং ত্বৎপাদপঙ্কজে।
যাবৎ প্রাণান্ ধারয়ামি তাবদ্ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে ॥ ৪২
সৃষ্টিং বিনির্ম্মমে যেমাং যয়া ভক্ত্যা পিতামহঃ।
সংহরত্যখিলং রুদ্রো লক্ষ্মীশ্চৈশ্বর্য্যদায়িনী ॥ ৪৩
দীনানুকম্পিংস্তাং ভক্তিং প্রার্থয়ে নান্যমানসঃ।
অনাদ্যবিদ্যাপঙ্কেঽস্মিন্ সুদৃঢ়ে দুস্তরে ভৃশম্ ॥ ৪৪
নিমগ্নস্য জগন্নাথ নিরালম্বং প্রপশ্যতঃ।
মহামহিমন্ত্বদ্ভক্তের্নান্যদস্তি পরায়ণম্ ॥ ৪৫
শ্রুতিস্মৃত্যাদিসম্ভিন্ন-মার্গাঃ সম্মোহহেতবঃ।

ব্রাহ্মণ এইরূপে জগদীশ্বরের স্তব করিয়া "হে কৃষ্ণ! মাম্ ত্রাহি' অশ্রুপ্লুতবদনে এই বলিতে বলিতে ভগবানের পাদপদ্মপ্রান্তে পতিত হইলেন। অনন্তর পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। অম্বরীষ কহিলেন,—হে সর্ব্বাত্মরূপী দেব! আপনার অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য বাহু, আমার উপরে আপনি প্রসন্ন হউন। আপনার অসংখ্য নাসিকা, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য হস্ত, অসংখ্য চরণ, আপনাকে নমস্কার করি। হে বিশ্বমূর্ত্তে! আপনি ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের অতীত, আপনি প্রপঞ্চ সম্পর্কশূন্য হইলেও জগৎপ্রপঞ্চকারী আপনি চতুর্ব্বিধ জগতের আধার, আপনাকে নমস্কার। ৩৪—৩৬

আপনি একপদ, আপিনি ত্রিপদ, আপনি তীর্থপদ, অন্তরীক্ষ আপনার পদ। আপনার পাদপদ্ম-সম্ভূতা গঙ্গাদেবী ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছেন, যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিদূরিত হয়,—সকল প্রকার শুভ লাভ করা যায়, আপনি সেই শুভময় জগদীশ্বর, আপনাকে নমস্কার। দেব! আপনার নাম কীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয় বলিয়া বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ আপনার অন্বেষণ করিয়া থাকেন। নাথ! আপনার পাদোদক ত্রিতাপনাশক, প্রভো! আমি সেই ত্রিতাপক্লিষ্ট—অধম, আপনার পাদপদ্মে আমাকে সুদৃঢ় ভক্তি প্রদান করুন। হে জগন্নাথ! আপনিই আমার একমাত্র স্বামী, আমি আপনার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বারম্বার প্রার্থনা করিতেছি,—যে আপনার উপরে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্য প্রার্থনা আমার নাই। ৩৭—৪১

আপনার পাদপদ্মে সমস্ত পুরুষার্থের বীজ বিদ্যমান; অতএব যতদিন আমি জীবিত থাকিব ততদিন আপনার ঐ পাদপদ্মে আমার যেন সুদৃঢ়া ভক্তি থাকে। যে ভক্তিবলে পিতামহ জগৎ-সৃজন, রুদ্রদেব নিখিললোকসংহার এবং লক্ষ্মীদেবী ঐশ্বর্য্যদানে সমর্থ হইয়াছেন, হে দীনদয়ালো! আমি আপনার নিকটে সেই ভক্তি প্রার্থনা করিতেছি। হে জগন্নাথ! আমি এই অতি দুস্তর সুদৃঢ় অনাদি অবিদ্যা-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া আশ্রয় বিনা মারা যাইতে বসিয়াছি; মহামাহাত্ম্যময়ী আপনার উপরে ভক্তিই এক্ষণে আমার নিস্তারের উপায়, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না। শ্রুতি, স্মৃতি, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপায় সকল আপনার

ত্বদ্ভক্তিমপহায়ৈতে ন প্রবর্ত্তিতুমীশ্বরাঃ ॥ ৪৬
অনন্যশরণং স্বামিন্নমুকম্পস্ব মাং বিভো ।
ইতি স্তুবন্ জগন্নাথ-পাদপদ্মান্তিকে মুদা ॥ ৪৭
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রসীদেতি বদন্ মুহুঃ ।
ততস্তে দেবতাঃ সর্ব্বে স্তুত্বা সম্পূজ্য কেশবম্ ॥৪৮
তল্লীলাপাঙ্গসন্তুষ্টাঃ প্রযাতাস্ত্রিদিবং পুনঃ ।
তত উন্মীলিতদৃশৌ পুণ্ডরীকাম্বরীষকৌ ॥ ৪৯
মায়য়া মোহিতৌ বিষ্ণোঃ স্বপ্নদৃষ্টমবুধ্যতাম্ ।
যং দৃষ্ট্বা দিব্যলীলাং হি সাক্ষাৎ পললচক্ষুষা ॥
পুনর্মানুষভাবৌ তৌ দিব্যসিংহাসনস্থিতম্ ।
নীলজীমূতসঙ্কাশং ফুল্লপদ্মায়তেক্ষণম্ ॥ ৫১
শোণাধরং চারুনাসং দিব্যকুণ্ডলভূষিতম্

পাদপদ্মে ভক্তি লাভ করিতে না পারিলে কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না, প্রত্যুত মোহে মুগ্ধ করিয়া থাকে । ৪২—৪৬

হে বিভো ! হে স্বামিন্ ! আমার আর কেহই রক্ষক নাই, আপনিই আমার একমাত্র রক্ষক, আমার উপরে দয়া করুন । এই বলিয়া স্তব করিতে করিতে অম্বরীষ জগন্নাথের পাদ-পদ্মের নিকট পরমানন্দে দণ্ডবৎ হইয়া পতিত হইলেন এবং বারম্বার "প্রসীদ, প্রসীদ" এইরূপ বলিতে লাগিলেন । তৎপরে অন্যান্য দেবগণ, সকলেই জগন্নাথকে স্তব ও পূজা করিয়া তাঁহার করুণাকটাক্ষ লাভে পরিতুষ্ট হইয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন । অনন্তর পুণ্ডরীক ও অম্বরীষ নয়ন উন্মীলন করিয়া বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা স্বপ্নদৃষ্টির মত বিষ্ণুর দিব্যলীলা-সকল দেখিতে পাইলেন । তৎকালে তাঁহারা কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত দিব্য-ভাবাপন্ন হইলেন । পরে পুনরায় মানুষ-ভাবাপন্ন হইয়া চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিলেন,— ভগবান্ দিব্য সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন, তাঁহার শরীরকান্তি নীলমেঘের ন্যায়, নয়ন-যুগল প্রফুল্লকমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে । অধর রক্তবর্ণ, মনোহর নাসিকা ; কর্ণে দিব্যকুণ্ডল শোভা পাইতেছে । কণ্ঠে বনমালা,

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারিণং বনমালিনম্ ॥ ৫২
পীনোরস্কং চারুহারমনর্ঘ্যমুকুটোজ্জ্বলম্ ।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভোরস্কং দিব্যাঙ্গদবিভূষিতম্ ॥ ৫৩
প্রলম্ববাহুং দীনার্ত্ত-পরিত্রাণসমুদ্যতম্ ।
সুবর্ণসূত্রসন্নদ্ধ-মধ্যগ্রন্থিমণীযুতম্ ॥ ৫৪
দিব্যপীতাম্বরধরং দিব্যস্রগ্গন্ধভূষিতম্ ।
স্বর্ণপদ্মাসনাসীনং সর্ব্বাঙ্গালিঙ্গিতশ্রিয়ম্ ॥ ৫৫
প্রপন্নসন্তাপহরং সুধাসাগরমুল্বণম্ ।
অশেষবাঞ্ছাফলদং কল্পবৃক্ষং সুপুষ্পিতম্ ॥ ৫৬
দক্ষপার্শ্বস্থিতং তস্য দদৃশাতে হলায়ুধম্ ।
বিভর্ত্তি যেন ব্রহ্মাণ্ডং বলেন মহতা বিভুঃ ॥ ৫৭
তং বলং নাগরাজানাং ফণাসপ্তকমণ্ডিতম্ ।
কৈলাসশিখরোত্তুঙ্গং ধবলং কুণ্ডলোজ্জ্বলম্ ॥ ৫৮
বিচিত্রবনমালাঢ্যং দিব্যনীলনিচোলিনম্ ।

হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন । বক্ষঃস্থল পীন, গলে মনোহর হার, মস্তকে অমূল্য মণিমুকুট শোভা পাইতেছে । বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ও কৌস্তুভমণি এবং হস্তে দিব্য অঙ্গদ ধারণ করিতেছেন । আজানু-লম্বিত বাহু, তিনি দীন আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন । মধ্যে সুবর্ণসূত্র-গ্রন্থিময় মণিযুক্ত দিব্য পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দিব্যমাল্য ও দিব্যগন্ধে ভূষিত হইয়া সুবর্ণ-পদ্মাসনে সমাসীন রহিয়াছেন । লক্ষ্মীদেবী তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন । তিনি বিপন্নদিগের সন্তাপহর অতিগভীর সুধাসাগররূপে এবং অশেষ বাঞ্ছা-ফলপ্রদ সুপুষ্পিত কল্পতরুরূপে শোভা পাইতেছেন । ৪৭—৫৬

তাঁহারা আরও দেখিলেন, ভগবান্ যাঁহার সাহায্যে ত্রিভুবন পালন করিতেছেন, সেই হলায়ুধধারী বলরাম তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন । ফণাসপ্তক শোভিত নাগরাজ বাসুকির অবতার সেই বলরাম কৈলাস শিখরের ন্যায় তুঙ্গ, উজ্জ্বল-মণি কুণ্ডলধারী এবং ধবলমূর্ত্তি । তাঁহার পরিধেয় দিব্য নীল বসন, গলে বিচিত্র বনমালা,

সততং বারুণীক্ষীব-ঘূর্ণন্নয়নপঙ্কজম্ ॥ ৫৯
নিম্নপৃষ্ঠোন্নতোরস্কং কুণ্ডলীকৃতবিগ্রহম্।
কৃত্বসৌ (?) নন্দচন্দ্রাভ্র-সমুজ্জ্বল-চতুর্ভুজম্ ॥ ৬০
নানালঙ্কাররুচিরং নত-কল্মষ-নাশনম্।
তয়োর্মধ্যে স্থিতাং ভদ্রাং সুভদ্রাং কুঙ্কুমারুণাম্ ॥
সর্ব্বলাবণ্যবসতিং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্।
লক্ষ্মীং লক্ষ্মীশহৃদয়-পঙ্কজস্থাং পৃথক্স্থিতাম্ ॥ ৬২
বরাব্জধারিণীং দেবীং দিব্যনেপথ্যভূষণাম্।
প্রপন্ন কল্পলতিকাং সর্ব্বকল্মষনাশিনীম্ ॥ ৬৩
সংসারার্ণবমগ্নানাং তারিণীং দেবতারিণীম্।
বামপার্শ্বস্থিতং বিষ্ণোরভ্রাষ্টাং চক্রমুত্তমম্।
দার্ব্বপ্রনির্ম্মিতং বিপ্রাঃ স্বর্ণভক্তিসমুজ্জ্বলম্ ॥ ৬৪
চতুর্দ্ধাবস্থিতং বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা তৌ দ্বিজবল্লভৌ।
অরুণোদয়বেলায়াং শ্রমং স্বার্থমমন্যতাম্ ॥ ৬৫

সংস্মৃত্য তাং স্বপ্নলীলাং নিশ্চয়ং জগ্মতুস্তদা
ন দারুপ্রতিমা চেয়ং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম প্রকাশতে ॥ ৬৬
সদোগতানাং বিপ্রাণাং বাক্যং শ্রদ্দধতুশ্চ তৌ।
ক্বাবাং মহাপাতকিনৌ যাতনাক্লেশভাগিনৌ ॥ ৬৭
ক্বেদং পুরসমাক্রান্তস্থিতং বিষ্ণোঃ প্রদর্শনম্।
মূর্খয়োরাবয়োরষ্টাদশবিদ্যাপ্রবীণতা ॥ ৬৮
যস্মাত্তস্মান্ন বাং ভ্রান্তিজ্ঞানং তৎ সত্যবাদিনঃ।
যদূচুর্দারবং ব্রহ্ম তীর্থরাজতটে স্থিতম্ ॥ ৬৯
বটমূলে প্রকাশন্তং দৃষ্ট্বা জন্তুর্বিমুচ্যতে।
তদেবায়ং জগন্নাথশ্চতুর্দ্ধা সংব্যবস্থিতম্ ॥ ৭০
ক্ষিতৌ যদাবতরতি চতুরূপঃ প্রকাশতে ॥ ৭১
তদস্য সন্নিধাবাবাং স্থাস্যাবঃ প্রাণধারিণৌ।
যাবান্নান্যত্র গচ্ছাবঃ ক্ষুদ্রকামপরাঙ্মুখৌ ॥ ৭২

নয়নকমল সতত বারুণীমদে আঘূর্ণিত ও আরক্ত-পৃষ্ঠদেশ নিম্ন এবং বক্ষঃস্থল উন্নত। তিনি কুণ্ডলীকৃত শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার, তিনি প্রণত ব্যক্তিবর্গের পাপ দূর করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্য-ভাগে মঙ্গলময়ী সুভদ্রা কুঙ্কুম রাগে রঞ্জিত-মূর্ত্তি হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ৫৭—৬১

সেই সুভদ্রা দেবী সকল প্রকার লাবণ্যের আধার। নিখিল-দেবগণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। তিনি লক্ষ্মীশ্বরের হৃৎপঙ্কজ বাসিনী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। দেবী সুভদ্রা দিব্য বেশ-ভূষা পরিধান করিয়া হস্তে মনোহর পদ্মধারণপূর্ব্বক অবস্থান অবস্থান করিতেছেন। তিনি বিপন্নদিগের নিখিলকলুষনাশিনী কল্পলতিকাস্বরূপা। তিনি সংসারসাগরে মগ্ন ব্যক্তিদিগের নিস্তারকারিণী; এমন কি দেবগণেরও উদ্ধারকারিণী। পুণ্ডরীক ও অম্বরীষ বিষ্ণুর বাম পার্শ্বে মনোহর চক্র (সুদর্শন) দর্শন করিলেন। হে বিপ্রগণ! সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্বর্ণ রেখা-বিভূষিত কাষ্ঠময় বিষ্ণুকে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্ররূপে দর্শন করিয়া অরুণোদয় সময়ে শ্রমের সফলতা জ্ঞান করিলেন। ৬২—৬৫

সেই স্বপ্নলীলা স্মরণ করিয়া পরে নিশ্চয় জানিলেন, এ দারুপ্রতিমা নয়, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম প্রকাশ পাইয়াছেন। ৬৬

তাঁহারা সভাস্থিত ব্রহ্মণদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা করিলেন এবং আপনাদিগকে মহাপাতকী ও যাতনা ক্লেশভাগী বিবেচনা করিলেন। ৬৭

এই পুরবাসীরা যেরূপ বিষ্ণুর দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমাদিগের কোথায়? আমরা মূর্খ হইলেও এক্ষণে আমাদিগের অষ্টাদশ বিদ্যাতে অধিকার হইয়াছে। ৬৮

অতএব আমাদিগের ভ্রান্তি জ্ঞান নহে, সেই সত্যবাদী ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলিয়াছেন যে, দারুময় ব্রহ্ম তীর্থরাজ-সমুদ্রের তটে বটমূলে প্রকাশিত আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া জন্তুরা মুক্তিলাভ করেন, সেই জগন্নাথ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিটি রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ৬৯। ৭০

অতএব আমরা যাবৎকাল জীবিত থাকিব, তাবৎকাল অন্য সামান্য কামনা পরিত্যাগ করিয়া এই বিষ্ণুর নিকটে বাস করিব। অন্যত্র আর গমন করিব না। ৭১। ৭২

ইতি নিশ্চিত্য মুনয়ো বিষ্ণৌ ভক্তিপরায়ণৌ।
নারায়ণাখ্যং সততং জপন্তৌ মুক্তিমাগতৌ ॥৭৩

জৈমিনিরুবাচ।

প্রসঙ্গাৎ কথিতং হেতদ্রহস্যং পাপনাশনম্।
শৃণ্বন্তি যে তু চরিতং পুণ্ডরীকাম্বরীষয়োঃ ॥ ৭৪
সততং কীর্ত্তয়ন্তশ্চ মুদা পরময়া যুতাঃ।
ব্রজন্তি বিষ্ণুনিলয়ং তেঽপি নির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ৭৫

ইতি উৎকলখণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

কস্মিন্ দেশে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তৎ ক্ষেত্রং পুরুষোত্তমম্
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাদ্দারুরূপী প্রকাশতে ॥ ১

জৈমিনিরুবাচ।

উৎকলো নাম দেশোঽস্তি খ্যাতঃ পরমপাবনঃ।
যত্র তীর্থান্যনেকানি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥ ২
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে স তু দেশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
যত্র স্থিতা বৈ পুরুষাঃ সদাচারনিদর্শনাঃ ॥ ৩
বৃত্তাধ্যয়নসম্পন্না যজ্বানো যত্র ভূসুরাঃ।
সৃষ্ট্যাদৌ ক্রতবো বেদা বেদশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ৪
অষ্টাদশানাং বিদ্যানাং বিধানং সম্প্রকীর্ত্তিতম্।
গৃহে গৃহে নিবসতি লক্ষ্মীর্নারায়ণাজ্ঞয়া ॥ ৫
লজ্জাশীলা বিনীতাশ্চ আধিব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ।
পিতৃমাতৃরতাঃ সত্যবাদিনো বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ৬
ন চাত্র বৈষ্ণবঃ কশ্চিন্নাস্তিকো বাপি বর্ত্ততে।
সর্ব্বে পরহিতাস্তত্র ন লুব্ধা ন শঠাঃ খলাঃ ॥ ৭
দীর্ঘায়ুষস্তত্র জনাঃ স্ত্রিয়শ্চ পতি-দেবতাঃ।
সুশীলা ধর্ম্মশীলাশ্চ ত্রপাচারিত্রভূষিতাঃ ॥ ৮
রূপযৌবনগর্ব্বাঢ্যাঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ।
কুলশীলবয়োবৃত্তানুরূপাচারচঞ্চবঃ ॥ ৯
স্বকর্ম্মনিরতাস্তত্র প্রজারক্ষণদীক্ষিতাঃ।

হে মুনিগণ! তাঁহারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া 'নারায়ণ' এই নাম সতত জপ করিতে করিতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭৩

জৈমিনি কহিলেন,—প্রসঙ্গক্রমে এই পাপনাশক গোপনীয় আখ্যান কথিত হইল। যাহারা পুণ্ডরীক ও অম্বরীষের এই উপাখ্যান শ্রবণ বা পরমানন্দসহকারে সতত কীর্ত্তন করিবে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। ৭৪—৭৫।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

মুনিগণ কহিছেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কোন্ দেশে সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রটি আছে, যাহাতে নারায়ণ সাক্ষাৎ দারুরূপী হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। ১

জৈমিনি কহিলেন, উৎকল নামে একটি পরম পবিত্র বিখ্যাত দেশ আছে, তাহাতে অনেক তীর্থ, ও পুণ্যস্থান বর্ত্তমান। ২

সেই দেশটি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে প্রতিষ্ঠিত; তথাকার লোক সকল সদাচারে বিখ্যাত; ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন-তৎপর ও যথা-বিধানে যাগকর্ত্তা। সৃষ্টিকাল হইতেই তথায় বেদবিহিত যাগ যজ্ঞাদি সম-ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঐ দেশ অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যার খনি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের আজ্ঞানুসারে তথাকার গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন। তত্রত্য জনগণ সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মপরায়ণ, সত্য-বাদী, মাতাপিতৃভক্ত, লজ্জাশীল ও বিনয়ী; আধি বা ব্যাধি-ক্লেশ কাহারই নাই। তথাকার বৈষ্ণবগণমধ্যে কপটধর্ম্মী বা নাস্তিক কেহই নাই। সকলেই পরহিতৈষী; লোভী, শঠ বা খল প্রকৃতি লোক তথায় একেবারে নাই। তথাকার, জনগণ সকলেই দীর্ঘজীবী, রমণীগণ পতিপরায়ণা, সুশীলা, ধর্ম্ম-চারিণী এবং লজ্জা ও সচ্চরিত্রগুণভূষিতা। ৩—৮

সেই দেশের সকল রমণীই, রূপযৌবন-গর্ব্বিতা, বিবিধ ভূষণভূষিতা এবং কুল, শীল ও বয়সের অনুরূপ সদাচারসম্পন্না। তথাকার ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্মনিরত, প্রজাপালন-তৎপর,

ক্ষত্রিয়া দানশৌণ্ডাশ্চ শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ১০
যজন্তে ক্রতুভিঃ সর্ব্বে সততং ভূরিদক্ষিণৈঃ।
দীপ্যন্তে চিত্তয়ো যেষাং যূপাঃ কাঞ্চনভূষিতাঃ ॥১১
যেষাং গৃহেম্বতিথয়ঃ কামনাধিকপূজিতাঃ।
বৈশ্যাশ্চ কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাবৃত্তিসংস্থিতাঃ ॥১২
দেবান্ গুরূন্ দ্বিজান্ ভক্ত্যা প্রীণয়ন্তি ধনৈরপি।
একস্য দ্বারি যাতোঽর্থী ন গচ্ছেদন্যবেশ্মনি ॥ ১৩
গীত-কাব্য-কলা-শিল্প-কুশলাঃ প্রিয়বাদিনঃ।
শূদ্রাশ্চ ধার্ম্মিকাস্তত্র স্নান-দান-ক্রিয়ারতাঃ ॥ ১৪
কর্ম্মণা মনসা বাচা ধনৈশ্চ দ্বিজসেবকাঃ।
যেঽন্যে সঙ্করজাতাস্তে স্বে স্বে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
ন বিপর্য্যন্তি ঋতবো নাকালে বর্ষতে ঘনঃ।
ন শস্যহানির্ন মরুৎ ক্ষুন্ন পীড়য়তি প্রজাঃ ॥১৬

দাতা এবং অস্ত্রবিদ্যা ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ। সকলেই প্রচুর দক্ষিণা দিয়া সর্ব্বদা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তাহাদের গৃহে গৃহে কাঞ্চন-ভূষিত যজ্ঞের যূপকাষ্ঠ সকল শোভা পাইয়া থাকে। অতিথিগণ তাহাদের বাড়ীতে গমন করিয়া ইচ্ছাধিক সৎকার লাভ করিয়া থাকে। তথাকার বৈশ্যগণ, কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে; এবং ভক্তি ও অর্থ দিয়া দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণের প্রীতি উৎপাদন করে। যাচক একজনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া এরূপ অর্থ প্রাপ্ত হয় যে, তাহাকে আর অন্য বাড়ীতে যাইতে হয় না। তথাকার সকলেই প্রায় কাব্য সঙ্গীতাদি বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যায় সুনিপুণ এবং প্রিয়বাদী। শূদ্রগণ ধর্ম্মপরায়ণ, সকলেই স্নান দানাদি সৎকর্ম্মে নিরত। কায়-মনোবাক্যে এবং অর্থ দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তথায় যে সকল সঙ্কর-জাতি আছে, তাহারাও সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত। ৯। ১০

তথায় যথাকালে ঋতুর কার্য্য হইয়া থাকে, কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না, মেঘ অকালে বর্ষণ করে না, শস্যহানি কখনই হয় না, বাত্যা বা অতিবৃষ্টিও কখনই হয় না, প্রজাগণ কখনই ক্ষুধায় কাতর থাকে না। দুর্ভিক্ষ, মরক ও

দুর্ভিক্ষমরকে নাত্র রাষ্ট্রভঙ্গঃ প্রজায়তে।
নালভ্যং তত্র বস্তুস্তি যৎকিঞ্চিৎ পৃথিবীগতম্ ॥১৭
এবং সর্ব্বগুণৈর্যুক্তো নানাক্রমলতাকুলঃ।
অর্জ্জুনাশোক-পুন্নাগ-তাল-হিন্তাল-শালকৈঃ ॥১৮
প্রাচীনামলকৈর্লোধ্রৈর্বকুলৈর্নাগকেশরৈঃ।
নারিকেলৈঃ প্রিয়ালৈশ্চ সরলৈর্দেবদারুভিঃ ॥ ১
ধবৈশ্চ খদিরৈর্বিল্বৈঃ পনসৈশ্চ কপিত্থকৈঃ।
চম্পকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ কোবিদারৈঃ সপাটলৈঃ ॥২
কদম্ব-নিম্ব-নিচুল রসালামলকৈস্তথা।
নাগরঙ্গৈশ্চ জম্বীরৈর্নীপকৈর্মাতুলুঙ্গকৈঃ ॥ ২১
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ ন্যগ্রোধাগুরুচন্দনৈঃ ॥
খর্জ্জুরাম্রাতকৈঃ সিদ্ধৈর্মুচুকুন্দৈঃ সকিংশুকৈঃ ॥২
তিন্দুকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ অশ্বত্থৈশ্চ বিভীতকৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ প্রকীর্ণঃ সুমনোহরৈঃ ॥২
মালতীকুন্দবাণৈশ্চ করবীরৈঃ সিতেতরৈঃ।
কেতকীবনষণ্ডৈশ্চ অতিমুক্তৈঃ সকুব্জকৈঃ ॥ ২৪
এলা-লবঙ্গ-কক্কোল-দাড়িমৈর্বীজপূরকৈঃ।
শ্রেণীকৃতৈঃ পূগবনৈরুদ্যানৈঃ শতশো বৃতঃ ॥ ২৫
নানাক্রমলতাকীর্ণঃ পর্ব্বতৈঃ সিন্ধুভির্বৃতঃ।
স এষ দেশপ্রবর উৎকলাখ্যো দ্বিজোত্তমাঃ ॥২৬

রাষ্ট্রবিপর্য্যয় কখনই হয় না; পৃথিবীর কোন বস্তুই তথায় দুর্লভ নহে। সেই দেশ নিখিল-গুণসম্পন্ন, নানাবিধ বৃক্ষলতায় সুশোভিত। অর্জ্জুন, অশোক, পুন্নাগ, তাল, হিন্তাল, শাল, প্রাচীনামলক, লোধ্র, বকুল, নাগকেশর, নারিকেল, পিয়াল, পনস, কপিত্থ, চম্পক, কর্ণিকার, কোবিদার, পাটল, কদম্ব, নিম্ব, নিচুল, আম্র, আমলক, নাগরঙ্গ, জম্বীর, নীপ, মাতুলুঙ্গ, মন্দার, পারিজাত, বট, অগুরু, চন্দন, খর্জ্জুর, আম্রাতক (আমড়া), সিদ্ধ, মুচুকুন্দ, কিংশুক, তিন্দুক, সপ্তপর্ণ, বিভীতক, ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষরাজি দ্বারা ঐ দেশ অতি মনোহর; মালতী, কুন্দ, বাণ, করবীর, কেতকী, অতিমুক্ত, কুব্জ, এলা, লবঙ্গ, কক্কোল, দাড়িম, বীজপূরক, প্রভৃতি নানা কুসুমবৃক্ষ ঐ দেশে প্রচুর বিদ্যমান, উদ্যানের চারিধারে সারি সারি পূগবৃক্ষে বেষ্টিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! নানা

ষিকুল্যাং সমাসাদ্য দক্ষিণোদধিগামিনীম্।
[র্ণ]রেখামহানদ্যোর্মধ্যে দেশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ২৭
স্ত্যত্র পুণ্যায়তনে ক্ষেত্রাণি সুবহূন্যপি।
র্বং বস্তীর্থযাত্রায়াং বর্ণিতানি ময়া দ্বিজাঃ।
স্বর্গঃ সাম্প্রতং হ্যেষ কথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ২৮

ইতি উৎকলখণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

[ক]স্মিন্ যুগে স তু মুনে ইন্দ্রদ্যুম্নোঽভবন্নৃপঃ।
কস্মিন্ দেশেঽস্য নগরং কথং বা পুরুষোত্তমম্॥ ১
[গ]ত্বা চ বিষ্ণোঃ প্রতিমাং কারয়ামাস বা কথম্।
এতৎ সর্ব্বং বিস্তরতঃ কথয়স্ব মহামুনে॥ ২
যাথাতথ্যেন সর্ব্বজ্ঞ পরং কৌতূহলং হি নঃ॥ ৩

[বৃ]ক্ষলতা ও বিবিধ পর্ব্বত ও নদী দ্বারা পরি-বেষ্টিত এই উৎকল দেশ নিখিল দেশের মধ্যে [অ]তি উত্তম। ১১—২৬

এই দক্ষিণসমুদ্রগামিনী ঋষিকুল্যানদী অবধি করিয়া উত্তরবর্ত্তিনী স্বর্ণরেখা ও মহা-[ন]দীর মধ্যে যাবৎ প্রদেশ আছে, তৎসমুদায় দেশ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। হে দ্বিজগণ! এই পবিত্র দেশে বহুতর ক্ষেত্র আছে; ইহা আমি তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে তোমাদের নিকটে পূর্ব্বে বলিয়াছি। এইক্ষণ ইহা পৃথিবীতে ভূস্বর্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২৭। ২৮

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

হে মহর্ষে! কোন্ যুগে সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হইয়াছিলেন? কোন্ দেশে ইহাঁর নগর? এবং তিনি কি প্রকারে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গমন করেন ও কি নিমিত্ত বিষ্ণুর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? এই সকল যথার্থরূপে বিস্তার করিয়া বর্ণন করুন, আমা-দের তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। ১—৩

জৈমিনিরুবাচ।

সাধু সাধু দ্বিজশ্রেষ্ঠা যৎপৃচ্ছধ্বং পুরাতনম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্॥ ৪
চরিতং তস্য বক্ষ্যামি তথা বৃত্তং কৃতে যুগে।
শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে সাবধানা জিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ৫
আসীৎ কৃতযুগে বিপ্রা ইন্দ্রদ্যুম্নো মহানৃপঃ।
সূর্য্যবংশে স ধর্ম্মাত্মা স্রষ্টুঃ পঞ্চমপুরুষঃ॥ ৬
সত্যবাদী সদাচারোঽবদাতঃ সাত্ত্বিকাগ্রণীঃ।
ন্যায়াৎ সদা পালয়তি প্রজাঃ স্বা ইব স প্রজাঃ॥৭
অধ্যাত্মবিজ্ জ্ঞানশৌণ্ডঃ শূরঃ সংগ্রামবর্দ্ধনঃ।
সদোদ্যতঃ সদা বিপ্রপূজকঃ পিতৃভক্তিমান্॥ ৮
অষ্টাদশসু বিদ্যাসু বৃহস্পতিরিবাপরঃ।
ঐশ্বর্য্যেণ সুরাধীশঃ কুবেরঃ কোষসঞ্চয়ে॥ ৯ *
রূপবান্ সুভগঃ শীলো দাতা ভোক্তা প্রিয়ংবদঃ।
যষ্টা সমস্তযজ্ঞানাং ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ॥ ১০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সাধু সাধু, আপনারা আমার নিকটে যে সর্ব্বপাপহর পবিত্র ভোগ-মোক্ষপ্রদ শুভ পুরাতন কাহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই কাহিনী, সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার চরিত্র—সত্যযুগের সেই অদ্ভুত উপাখ্যান আপনাদের নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি;—হে জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ! আপনারা সকলে একাগ্র-চিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। ৪। ৫

জৈমিনি কহিলেন, হে মুনিগণ! সত্য-যুগে সূর্য্যবংশে জাত ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মার পঞ্চম পুরুষ। ৬

তিনি সত্যবাদী, সদাচারী, নিষ্পাপ ও সাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠ, তিনি প্রজাদিগকে ন্যায়পরতা সহকারে সন্তানের ন্যায় পালন করিতেন॥ ৭

সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতি আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-চর্চ্চানিরত, সংগ্রামে বিজয়ী বিখ্যাত বীর, সর্ব্বদা উদ্যোগী, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণপূজক এবং পিতৃভক্ত। তিনি অষ্টাদশ বিদ্যায় দ্বিতীয় বৃহস্পতি, ঐশ্বর্য্যে অমরেন্দ্র, এবং ধনসঞ্চয়ে কুবের। তিনি রূপবান্, সুভগ, সুশীল, দাতা,

---

* কোপসঞ্চয়ে ইতি আদর্শপাঠঃ।

বল্লভো নরনারীণাং পৌর্ণমাস্যাং যথা শশী।
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ শত্রুক্ষয়ক্ষমঙ্করঃ ॥ ১১
বৈষ্ণবঃ সত্যসম্পন্নো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রাজসূয়ং ক্রতুবরং বাজিমেধসহস্রকম্ ॥ ১২
ইয়াজ পরমঃ শ্রীমান্ মুমুক্ষুর্ধর্ম্মতৎপরঃ।
এবং সর্ব্বগুণোপেতঃ পৃথিবীং পালয়ন্নৃপঃ ॥ ১৩
অবন্তীং নাম নগরীং মানবে ভুবি বিশ্রুতাম্।
উবাস সর্ব্বরত্নাঢ্যাং দ্বিতীয়ামমরাবতীম্ ॥ ১৪
অত্র স্থিতো নরপতির্বিষ্ণৌ ভক্তিমনুত্তমাম্।
চকার মনসা বাচা কর্ম্মণা পরমাদ্ভুতাম্ ॥ ১৫
এবং প্রবর্ত্তমানোঽসৌ কদাচিৎ শ্রীপতের্বিভোঃ
পূজা।ময়মাসাদ্য দেবার্চ্চনগৃহান্তরে ॥ ১৬
বিদ্বদ্ভিঃ কবিভিশ্চৈব তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গিভিঃ।
দৈবজ্ঞৈঃ শ্রোত্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং পুরোহিতমুপস্থিতম্ ॥
আদৃতো ব্যাজহারেদং জ্ঞায়তাং ক্ষেত্রমুত্তমম্।
যত্র সাক্ষাৎ জগন্নাথং পশ্যাম্যেতেন চক্ষুষা ॥ ১৮

এবমুক্তো নৃপাগ্র্যেণ বৈষ্ণবেন পুরোহিতঃ।
তীর্থযাত্রিব্রজং পশ্যন্নুবাচ প্রশ্রয়ং বচঃ ॥ ১৯
ভো ভোস্তীর্থাটনব্যগ্রা ধার্ম্মিকা দেশকোবিদাঃ।
যদাদিশতি দেবোঽয়ং যুষ্মাভিস্তৎ শ্রুতং কিল ॥
বিজ্ঞায় তদভিপ্রায়ং কশ্চিৎ সুবহুতীর্থগঃ।
উবাচ বাগ্মী রাজানং বদ্ধাঞ্জলিপুটো মুদা ॥ ২১
রাজন্ননেকতীর্থানি ব্যাচারিষমহং প্রভো।
আ শৈশবাৎ ক্ষিতিতলে শ্রুতান্যন্যৈশ্চ তীর্থগৈঃ ॥
ওড্রদেশ ইতি খ্যাতে বর্ষে ভারতসংজ্ঞকে।
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ২৩
তত্র নীলগিরির্নাম সমন্তাৎ কাননাবৃতঃ।
তস্যোৎসঙ্গে কল্পবৃক্ষঃ সমন্তাৎ ক্রোশসম্মিতঃ ॥২৪
যস্য চ্ছায়াং সমাক্রম্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।
তস্য পশ্চাদ্দিশি খ্যাতং কুণ্ডং রৌহিণসংজ্ঞকম্ ॥

ভোক্তা, প্রিয়ভাষী, নিখিল যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, ব্রহ্মণ্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নরনারীর প্রিয়পাত্র, সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, শত্রুপক্ষের ক্ষতিকর, বৈষ্ণব, সত্যপরায়ণ, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয়। পরমধার্ম্মিক শ্রীমান্ ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ মুক্তিকামনায় রাজসূয় মহাযজ্ঞ এবং শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইরূপ সকল-গুণবিশিষ্ট পৃথিবীপালক সেই রাজা দ্বিতীয়া অমরাবতীর ন্যায় সর্ব্বরত্নযুক্তা সুবিখ্যাতা অবন্তী নগরীতে বাস করিতেন। ৮।১৪

তিনি সেই নগরে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে বিষ্ণুর প্রতি অচলা ও পরম অদ্ভুত ভক্তি প্রকাশ করিতেন। এই প্রকারে বর্ত্তমান সেই নরপতি একদা দেবার্চ্চনগৃহে শ্রীপতি বিষ্ণুর পূজা সময়ে, বিদ্বদ্বৃন্দ, কবিগণ ও তীর্থযাত্রা-প্রস্তাবকারী দৈবজ্ঞ ও শ্রোত্রিয় প্রভৃতির সহিত উপস্থিত পুরোহিতকে সমাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, জানেন্ উত্তম ক্ষেত্রধাম কোথায়? যেখানে সাক্ষাৎ জগন্নাথদেবকে এই চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দর্শন করা যায়। ১৫—১৮

পুরোহিত সেই বিষ্ণুভক্ত নৃপশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া তীর্থযাত্রিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সপ্রশ্রয় প্রশ্ন করিলেন। ১৯

হে তীর্থযাত্রিগণ! আপনারা সর্ব্বদা তীর্থ পর্য্যটনে ব্যগ্র ও ধার্ম্মিক এবং বহুদেশদর্শী, এই নরদেব যাহা আদেশ করিলেন, তাহা কি আপনারা শুনিয়াছেন? ২০

কোন বহুতীর্থগামী বক্তা এক ব্যক্তি সেই পুরোহিতের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া হর্ষপূর্ব্বক রাজাকে বলিলেন, হে রাজন্! আমি শিশুকাল হইতে এই ভূমণ্ডলে অনেক তীর্থ বিচরণ করিয়াছি এবং অন্যান্য তীর্থগামী ব্যক্তির নিকটেও শুনিয়াছি যে, এই ভারতবর্ষে বিখ্যাত ওড্রদেশে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে শ্রীপুরুষোত্তম নামে উত্তম ক্ষেত্র আছে। ২১—২৩

তাহাতে নীলগিরি নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার চতুর্দ্দিক্ নানা বনে আবৃত; তাহার অঙ্কভাগে চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ পরিমাণ এক কল্পবৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষের ছায়াস্পর্শে ব্রহ্মহত্যার পাপ নষ্ট হয়। তৎপশ্চিমে রৌহিণ নামে বিখ্যাত এক কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ড

তৎ পূর্ণং কারণাম্ভোভিঃ স্পর্শনাদেবমুক্তিদম্।
তস্য প্রাকৃতটমাস্থায় নীলেন্দ্রমণিনির্ম্মিতা॥ ২৬
তনুঃ শ্রীবাসুদেবস্য সাক্ষান্মুক্তিপ্রদায়িনী।
তত্র কুণ্ডে তু যঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তু পুরুষোত্তমম্॥ ২৭
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্য বিমুচ্যতে।
তত্রান্তে আশ্রমশ্রেষ্ঠঃ খ্যাতঃ শবরদীপকঃ॥ ২৮
পশ্চিমায়াং দিশি বিভোর্বেষ্টিতঃ শবরালয়ৈঃ।
যস্মাদেকপদীমার্গো যেন বিষ্ণ্বালয়ং ব্রজেৎ॥ ২৯
যত্র সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ।
জন্তূনাং দর্শনান্মুক্তিং যো দদাতি কৃপানিধিঃ॥ ৩০
তত্রোষিতং ময়া রাজন্ বর্ষং শ্রীপুরুষোত্তমে।
তুষ্ট্যর্থং দেবদেবস্য ব্রতিনা বনবাসিনা॥ ৩১
প্রতিরাত্রং ভগবতো দর্শনায় দিবৌকসাম্।
আগতানাং মহারাজ দিব্যগন্ধো হ্যমানুষঃ॥ ৩২
নানাস্তুতিবচঃ কল্প-পুষ্পবৃষ্টিশ্চ লভ্যতে।
মহিমৈষ ন কুত্রাপি বিষ্ণোঃ স্থানে প্রকাশতে॥৩৩
পৌরাণিকী প্রবৃত্তিশ্চ শ্রুতা তত্র মহীপতে।
বায়সো মাধবং দৃষ্ট্বা তীর্য্যগ্দেহোঽপ্যমুচ্যত॥ ৩৪
নাধিকারী পুণ্যকুণ্ডে জ্ঞানহীনোঽপি পার্থিব।
তৃষ্ণার্ত্তো রৌহিণে কুণ্ডে জলং পাতুং সমাগতঃ॥
ত্যক্ত্বা কালবশাৎ প্রাণান্ বিষ্ণুসারূপ্যমাপ্তবান্।
অহমাসন্ পুরা মূর্খস্তৎপ্রসাদাত্তু সাম্প্রতম্॥ ৩৬
অষ্টাদশসু বিদ্যাসু শেষো ন স্যান্মমাপরঃ।
মতিশ্চ নির্ম্মলা জাতা বিষ্ণুং পশ্যামি নাপরম্॥৩৭
ত্বং যস্মাদ্বিষ্ণুভক্তোঽসি সততঞ্চ দৃঢ়ব্রতঃ।
অতস্তবোপদেশার্থমাগতোঽহং তবান্তিকে॥ ৩৮
নো ধনং ন চ ভূমিঞ্চ ত্বত্তঃ সম্প্রার্থয়েঽধুনা।
ব্যলীকমেতন্মা বুধ্য তত্রস্থং শ্রীধরং ভজ॥ ৩৯
এবমুক্ত্বা তু জটিলঃ সর্ব্বেষাং পশ্যতাং তদা।

কারণসলিলে পূর্ণ এবং দর্শনমাত্রেই মুক্তিপ্রদ; ঐ কুণ্ডের পূর্ব্বতটে নীলকান্তমণিনির্ম্মিত ভগবান্ বাসুদেবের মূর্ত্তি আছে, উহা সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ। যে ব্যক্তি সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, সে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে। তাহার পশ্চিম দিকে শবরদীপক নামে বিখ্যাত একটি শ্রেষ্ঠ আশ্রম আছে, উহা শবরজাতির গৃহসমূহে বেষ্টিত। সেই স্থান হইতে বিষ্ণুর আলয়ে গমন করা যায়, এরূপ একটী একপদী পথ আছে, যেখানে সাক্ষাৎ জগন্নাথ শঙ্খচক্র-গদা ধারণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন, সেই কৃপানিধি দর্শনমাত্রে জীবগণকে মুক্তি বিতরণ করিয়া থাকেন। ২৪—৩০

হে রাজন্! আমি এক বৎসর দেবদেবের তুষ্টির নিমিত্ত বনবাসী তপস্বী হইয়া সেই পুরুষোত্তমে বাস করিয়াছিলাম, তথায় ভগবানের দর্শন নিমিত্ত প্রতিরাত্রিতেই আগত দেবতা সকলের একটি অমানুষ গন্ধ প্রাপ্ত হইতাম। ৩১।৩২

তথায় অনবরত বিবিধ প্রকার স্তুতিবাক্য উদ্‌ঘোষিত ও কল্পবৃক্ষের পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। এইরূপ বিষ্ণুর মহিমা আর কোনও স্থানে দেখা যায় না। ৩৩

হে মহীপতে! সেই স্থানে একটি প্রাচীন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, একটি কাকপক্ষী তির্য্যক্‌জাতি হইয়াও মাধবকে দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ৩৪

হে পার্থিব! জ্ঞানহীন পক্ষী পুণ্যকুণ্ডে অধিকারী নহে, তথাপি তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া রৌহিণ কুণ্ডে জলপান করিবার আশায় আসিয়া কালবশে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমিও পূর্ব্বকালে মূর্খ ছিলাম, ইদানীং তাঁহার প্রসাদাৎ অষ্টাদশ বিদ্যায় আমার আর শেষ নাই। আমার বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়াছে, আমি সকলেতেই বিষ্ণুরূপ দর্শন করি, অন্যরূপ দেখি না। আপনি বিষ্ণুভক্ত এবং সতত দৃঢ়ব্রত, এইজন্য আপনাকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আপনার নিকট ধন ও ভূমি প্রার্থনা করিতে আসি নাই, আমার এই কথা অলীক বিবেচনা না করিয়া পুরুষোত্তমস্থ পুরুষোত্তমকে ভজনা কর। ৩৫—৩৯

সেই জটিল তপস্বী এই উপদেশ দিয়া

অন্তর্দ্ধানং জগমাশু রাজ্ঞা পরমবিস্ময়ম্ ॥ ৪০
অবাপ্য ব্যাকুলমতিঃ কথং মে নির্ব্বহেদিতি।
পুরোহিতমুবাচেদং তস্যৈবার্থস্য সাধনে ॥ ৪১
ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।
মম ধর্ম্মার্থকামা হি ত্বদায়ত্তা দ্বিজোত্তম।
অবিরুদ্ধস্তৎপ্রসাদাৎ ত্রিবর্গঃ সাধিতো ময়া ॥ ৪২
অমানুষমিদং বৃত্তং শ্রুত্বেদানীমমানুষাৎ।
বুদ্ধিস্ত্বরয়তে অত্র যত্রাস্তেঽসৌ গদাধরঃ ॥ ৪৩
ইদানীঞ্চেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বমত্রার্থে যতিষ্যসি। *
চতুর্ব্বর্গস্য সম্পূর্ণঃ প্রাপ্তঃ স্যাৎ সাম্প্রতং ময়া ॥ ৪৪
পুরোহিত উবাচ।
বাঢ়মেতৎ করিষ্যামি যথা দ্রক্ষ্যসি কেশবম্।
চর্ম্মাচ্ছাদিতচক্ষুর্ভ্যাং সাক্ষান্মুক্তিপ্রদং বিভুম্ ॥ ৪৫
এবমত্র যতিষ্যামি তত্র সর্ব্বে যথা বয়ম্।
বৎস্যাবঃ সুমহাপুণ্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৪৬
সাফল্যং কিমতো রাজন্ জন্মিনো জন্মনো ভবেৎ
পুরুষং তমসঃ পারং সাক্ষাদ্‌দ্রক্ষ্যতি মানবঃ ॥ *
ভ্রাতা বিদ্যাপতির্নাম কনীয়ান্মে ব্রজিষ্যতি।
দেশভ্রমণশীলৈশ্চ চারৈঃ সহ তবাধুনা ॥ ৪৮
তত্র গত্বা জগন্নাথং দৃষ্ট্বা স চ গিরৌ যথা।
কটকাবাসসংস্থানং ‡ ভূপ্রদেশং প্রমায় চ ॥ ৪৯
তূর্ণং প্রবৃত্তিমানেতা শ্রেয়োঽস্মাকং ভবিষ্যতি।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা পুনরুবাচ হ ॥ ৫০
ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।
সাধু ব্রহ্মন্ সমাধায় ব্যবসায়ো বিচারিতঃ।
অহং প্রথমতোঽপ্যেতং শ্রুত্বৈব কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৫১
তত্র ক্ষেত্রে ভগবতঃ সন্নিধৌ নিবসাম্যহম্।
তদ্‌গচ্ছতু ভবদ্‌ভ্রাতা যথেষ্টং সাধয়িষ্যতি ॥ ৫২
ইত্যুক্ত্বান্তঃপুরে রাজা প্রবিবেশ মুদান্বিতঃ।
পুরোহিতোঽপি তান্ সর্ব্বান্ যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৫৩

সকল দর্শকদিগের নিকট হইতে সত্বর অন্তর্দ্ধান হইলেন। রাজা নিতান্ত বিস্ময়ে ব্যাকুলচিত্ত হইলেন যে, আমি ইহা কিরূপে নির্ব্বাহ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহা সাধনের জন্য পুরোহিতকে বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ তোমার অধীন। তোমার প্রসাদাৎ অবিরোধে আমি ঐ ত্রিবর্গ সাধন করিয়াছি। ইদানীং অমানুষ হইতে অমানুষিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, যে স্থলে সেই গদাধর আছেন, তথায় আমার বুদ্ধি সত্বরগামিনী হইয়াছে। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইক্ষণে আপনি যদি এই নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইতে পারিব। ৪০—৪৪

পুরোহিত কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহাতে সেই সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা কেশবকে চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিতে পাও, তাহা আমি অবশ্য করিব। ৪৫

সেই মহাপুণ্য পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আমরা সকলে গমন করিয়া তাহাতে বাস করিতে পারি, সেইরূপ যত্ন করিব। হে রাজন্! যাহারা এক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের জন্মের ইহা অপেক্ষা আর কি ফললাভ হইবে? সেই তমোগুণাতীত পুরুষকে মনুষ্য হইয়া সাক্ষাৎ দর্শন করিবে। ৪৬ ৪৭

ইদানীং তোমার দেশভ্রমণশীল চরগণের সহিত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাপতি গমন করিবেন। ৪৮

সে স্থানে গমন করিয়া সেই নীলগিরিতে জগন্নাথকে দর্শন করিয়া কটক দেশে বাসোপযোগী স্থান নির্ণয়পূর্ব্বক শীঘ্রই সংবাদ আসিলে আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধি হইবেক। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা পুনর্ব্বার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি উত্তম নিশ্চয় করিয়াছেন, আমি শ্রবণ মাত্রেই সেই ক্ষেত্রে ভগবানের নিকট বাস করিব নিশ্চয় করিয়াছি, অতএব তোমার ভ্রাতা তত্র গমন করিয়া ইষ্ট সাধন করুন্। ৪৯—৫২

রাজা ইহা বলিয়া অন্তঃপুরে হর্ষান্বিতচিত্তে গমন করিলেন। পুরোহিতও সেই সকল

* পাঠান্তরং—গমিষ্যসি।

* পাঠান্তরং—দ্রক্ষ্যসি মাধবম্।

‡ পাঠান্তরং—কণ্টকাবাসসংস্থানং।

রাজাজ্ঞয়া পূজয়িত্বা প্রাহিণোৎ স্বং স্বমাশ্রমম্ ॥
ভ্রাতরং সুমুহূর্ত্তে চ দৈবজ্ঞবিধিনিশ্চয়ে ॥ ৫৪
প্রস্থাপয়ামাস তদা কৃতস্বস্ত্যয়নং দ্বিজৈঃ।
অথ সর্ব্বৈঃ প্রাত্যহিকৈঃ পুষ্পস্যন্দনমাস্থিতম্ ॥৫৫
ততঃ সংপ্রস্থিতো বিপ্রাঃ স তু বিদ্যাপতির্দ্বিজঃ।
মনসা চিন্তয়ন্ দেবং মার্গে স্যন্দনমাস্থিতঃ ॥ ৫৬
অহো মে সফলং জন্ম সুকল্যা শর্ব্বরী চ মে।
দ্রক্ষ্যামি যদ্ভগবতো মুখপদ্মমঘাপহম্ ॥ ৫৭
শ্রবণাদ্যৈরুপায়ৈর্যং যতমানা অহর্নিশম্।
পশ্যন্তি যতয়স্তত্র পুণ্ডরীকে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৫৮
তমদ্য নীলশিখরিশৃঙ্গস্থং বিভ্রতং বপুঃ।
বপুঃসম্বন্ধহরণং সাক্ষাদ্দ্রক্ষ্যামি চক্রিণম্ ॥ ৫৯

শ্রুতিস্মৃতীহাসপুরাণবাক্যৈ-
র্যদ্রূপমাস্থাপয়িতুং ন শক্যম্।
তং শ্রীনিধে রূপমদৃষ্টপূর্ব্বং
দৃষ্ট্বা তরিষ্যামি ভবাম্বুরাশিম্ ॥ ৬০

যন্নামসঙ্কীর্ত্তনতস্ত্রিধাংহঃ-
সজ্বঃ প্রণাশং স্মরতাং প্রয়াতি।
তমদ্য বিশ্বেশ্বরমপ্রমেয়ং
সাক্ষাৎ করিষ্যামি গিরৌ বসন্তম্ ॥ ৬১
যৎপাদপদ্মানুসংহিতস্য
পদে পদে দুঃখমুপার্জ্জিতস্য।
তমঃপ্রকাণ্ডপ্রভবং কদাচিৎ
নাস্যাশ্রিতং কর্ম্মভিরেতি নাশম্ ॥ ৬২
আরাধ্য সুক্ষ্মং স্বগুহানিবাসং
যং পঞ্চকোষাবৃতমাত্মসংস্থম্।
বেদান্তগীরাহ ন চাপি বেদং
বন্দে স্ববিদ্যৈকনিবেদ্যমাদ্যম্ ॥ ৬৩
ব্রহ্মাণ্ডমালাকলিতানুলোমং
সহস্রমূর্দ্ধাঙ্ঘ্রিদৃশং পুরাণম্।
নিঃশ্বাসবাতোত্থিত-বেদরাশিং
সর্ব্বপ্রপঞ্চেশমহং প্রপদ্যে ॥ ৬৪
যন্মায়য়া নির্ম্মিতকূটমেতৎ
সৃষ্টিক্ষয়স্থানবিলাসি রূপম্।

ব্যক্তিকে রাজজ্যেষ্ঠক্রমে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া স্বীয় স্বীয় আশ্রম হইতে যাত্রা করাইলেন এবং ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে স্বস্ত্যয়নপূর্ব্বক শুভক্ষণে প্রেরণ করিলেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর বিশ্বস্ত লোক কর্ত্তৃক পথে আনীত পুষ্পক-রথে আরোহণ করিয়া বিদ্যাপতি মনে মনে জগন্নাথ দেবকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৫৩—৫৬

আহো! আমার জন্ম সফল হইল; আজ আমার রজনী সুপ্রভাতা হইয়াছে, যেহেতু ভগবানের পাপনাশক মুখপদ্ম দেখিতে পাইব। যাঁহাকে শ্রবণাদি উপায় দ্বারা যতিগণ যত্নবান্ হইয়া দিবারাত্রি দর্শন করিতেছেন, অদ্য আমি সেই নীলগিরির শৃঙ্গেতে শ্বেতপদ্মস্থিত মুক্তিদাতা চক্রধারী পুরুষকে সাক্ষাৎ দর্শন করিব। ৫৭—৫৯

শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণবাক্যে যাঁহার রূপ নিরূপণ করা যায় না, সেই শ্রীনিধির অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়া সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব। ৬০

যাঁহার নাম কীর্ত্তন ও স্মরণে ত্রিবিধ পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, নীলাচলে অবস্থিত সেই অপ্রমেয় বিশ্বেশ্বরকে সাক্ষাৎ করিব। ৬১

যাঁহার পদপদ্মের স্মরণ ব্যতীত কোন কর্ম্মেই সুখ নাই, পরন্তু পদে পদে দুঃখ; অসৎ কর্ম্মজনিত পাপ যাঁহার পাদ-পদ্ম সন্ধানরহিত (যাগযজ্ঞাদি) কর্ম্ম দ্বারা কখনই বিনষ্ট হয় না। বেদান্তবাদী অনেক আরাধনা করিয়া যাঁহাকে অন্নময়াদি পঞ্চকোষ দ্বারা আবৃত আত্মগুহা-নিবাসী অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, পরন্তু স্বরূপ অবগত হইতে পারেন না, আমি সেই একমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যা-জ্ঞেয় সর্ব্বাদিদেব জগন্নাথকে বন্দনা করি। ৬২।৬৩

যাঁহার লোমে লোমে ব্রহ্মাণ্ডমালা, যাঁহার নিশ্বাসবায়ু দ্বারা বেদরাশি উত্থিত হইয়াছে, যিনি সহস্রমস্তক সহস্রপদ এবং সহস্রচক্ষু, সেই সর্ব্বপ্রপঞ্চের অধীশ্বর দেব জগন্নাথকে আশ্রয় করি। ৬৪

এই জগৎপ্রপঞ্চ যাঁহার মায়ায় সৃষ্ট হইয়া সৃষ্টবস্তু এবং স্থিতি-বিনাশশীল হইয়াছে

নিরূপিতারোপিতহেয়রূপ-
স্বরূপহীনং প্রণবস্বরূপম্॥ ৬৫
তির্য্যক্তৃষাশান্তিনিমিত্ততোঽপি
যদৃচ্ছয়া যৎ সবিধং প্রয়াতঃ।
দেহেন তেনৈব স্বরূপমুক্তি-
মবাপ তং দৃষ্ট্যতিথিং করিষ্যে॥ ৬৬
অহো অহো মে খলু ভাগ্যশংসী
যৎকোটিজন্মার্জ্জিতপুণ্য একঃ।
সমুত্থিতো মে খলু চর্ম্মদৃগ্‌ভ্যাং
বিলোকয়িষ্যে জগদাদিকন্দম্॥ ৬৭
ইত্থং সঞ্চিন্তয়ন্ বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
অতীতং বহুমধ্বানং নাবুধ্যদ্রথবেগতঃ॥ ৬৮
দিনমধ্যে ব্যতিক্রান্তে লম্বিতে বহুবাসরে।
বর্ত্মন্যদৃশ্যতাগ্রে তু দেশো ভুবনমঙ্গলঃ।
ওড্রসংজ্ঞস্ত ভো বিপ্রাঃ ক্ষিতিমণ্ডলপাবনঃ॥ ৬৯
ইত্থং পশ্যন্ বনান্তানি গিরিদুর্গাংশ্চ মার্গকান্।
সূর্য্যাস্তময়বেলায়াং মহানদ্যাস্তটেঽভবৎ॥ ৭০
অবরুহ্য রথাদ্বিপ্রাঃ কৃত্বা চাহ্নিকমাগতঃ।
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং দধ্যৌ স মধুসূদনম্॥ ৭১
রথপৃষ্ঠে স্থিতো রাত্রিং গময়িত্বা ত্বরান্বিতঃ।
মহানদীং সমুত্তীর্য্য প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্য সঃ
চিন্তয়ন্নেব গোবিন্দং প্রতস্থে রথমাস্থিতঃ॥ ৭২
পশ্যন্নুভয়তো মার্গং শ্রোত্রিয়াণাং হি যজ্বনাম্।
ব্রহ্মবর্চস্বিনাং বিপ্রা গ্রামান্ যূপৈরলঙ্কৃতান্॥ ৭৩
বিলঙ্ঘ্যৈকাম্রকবনং যাবদায়াতি স দ্বিজঃ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণো দদৃশে নরান্॥ ৭৪
জন্মান্তরমিতমাত্মানং বুবুধে দিব্যরূপিণম্।
অবরুহ্য রথাত্তূর্ণং সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ॥ ৭৫
হর্ষাশ্রুপ্লুতনয়নো নান্যৎ কিঞ্চিদপশ্যত।
কেবলং মনসা বিষ্ণুং পশ্যন্ বাহ্যে চ ভো দ্বিজাঃ
এবং ব্রহ্মন্ যদা বিপ্রো ধ্যায়ন্ পশ্যন্ স্তুবন্ হরিম্

আরোপ দ্বারা অজ্ঞ লোকে যাঁহাকে নশ্বর দারুময়-রূপ বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকে; সেই রূপবিহীন প্রণবরূপী জগদীশ্বরকে প্রণাম করি। ৬৫

যাঁহার সন্নিধানে কাকপক্ষী তৃষ্ণাশান্তির নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিয়া সেই দেহ হইতে স্বরূপা মুক্তি পাইয়াছে, আমি তাঁহাকে দর্শন-পথের অতিথি করিব। ৬৬

আহা! আজি আমার কি সৌভাগ্য! না জানি পূর্ব্ব জন্মে কত পুণ্য করিয়াছিলাম; কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্যরাশি আজি অপ্রকাশিত হইয়াছে, যেহেতু, জগতের আদি কারণ জগদীশ্বরকে অদ্য চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইব। ৬৭

বিদ্যাপতি হৃষ্টান্তঃকরণে ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে রথবেগে বহু পথ যে অতীত হইয়াছে, ইহা অনুভব করিতে পারিলেন না। হে বিপ্রগণ! বহু দিন গত হইলে অপরাহ্নে পথিমধ্যে ভূমণ্ডলের পবিত্রতাজনক ও ভুবনের মঙ্গলকারক ওড্রনামক দেশ সম্মুখে দৃষ্টি করিলেন, এই প্রকারে বন, গিরি, দুর্গ ও পথ সকল দর্শন করিতে করিতে সূর্য্যাস্ত সময়ে মহানদীর তটে উপস্থিত হইলেন। ৬৮—৭০

হে বিপ্রগণ! বিদ্যাপতি রথ হইতে ভূমিতে অবরোহণ করিয়া আহ্নিক ক্রিয়া সমাপনানন্তর সায়ংসন্ধ্যা-উপাসনা সম্পন্ন করিয়া মধুসূদনকে চিন্তা করিলেন এবং রথপৃষ্ঠে স্থিতিপূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিয়া শীঘ্র মহানদী পার হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর গোবিন্দকে চিন্তা করিতে করিতে রথে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তৎপরে উভয়দিকে পথ দর্শন করিতে করিতে একাম্রবনলঙ্ঘন করিয়া শ্রোত্রিয়, যাজ্ঞিক ও ব্রহ্মতেজস্বীদিগের যূপকাষ্ঠ দ্বারা শোভিত গ্রামে আগমন করিলেন, তখন তত্রস্থ নর সকলকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীরূপে দেখিতে লাগিলেন। ৭১—৭৪

তিনি নিজ দেহটীরও দিব্যরূপ দর্শনে যেন 'জন্মান্তর হইল' ইহা বিবেচনা করিলেন। বিদ্যাপতি রথ হইতে শীঘ্র আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ৭৫

হর্ষাশ্রুতিপ্লুত-নয়ন হওয়াতে তিনি আর কিছুই দর্শন করিতে পারিলেন না। হে দ্বিজগণ! তখন তিনি কেবল হৃদয়ে বাহিরে

অপশ্যৎ কাননাকীর্ণং কল্পন্যগ্রোধভূষিতম্।
নীলাচলং শিখস্তং খং পশ্যতাং পাপনাশনম্ ॥৭৮
অত্যদ্ভুতং নিবসতিং সাক্ষাত্তনুভৃতো হরেঃ।
উপত্যকায়ামারূঢ়ঃ সমন্তান্মার্গয়ন্ দ্বিজাঃ ॥ ৭৯
মার্গং নলেভেবিপ্রোসৌ মুকুন্দালোকনোৎসুকঃ
অসুপ্যত ততো ভূমৌ কুশানাস্তীর্য্য বাগ্‌যতঃ ॥৮০
দর্শনে তস্য দেবস্য তমেব শরণং যযৌ ॥
ততঃ শুশ্রাব বচনং গিরেঃ পশ্চাদমানুষম্ ॥ ৮১
ভগবদ্ভক্তিবিষয়ং সংলাপং কুর্ব্বতাং মিথঃ।
ততো বিদ্যাপতির্হৃষ্টোঽনুসরংস্তজ্জগাম হ ॥৮২ *
দদর্শ শবরাগারৈর্বেষ্টিতং পরিতো দ্বিজাঃ।
ক্ষেত্রস্য দীপসংস্থানং খ্যাতং শবরদীপকম্ ॥ ৮৩

বিষ্ণুকে দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন ;—ব্রাহ্মণ এইরূপে বিষ্ণুর ধ্যান, কখন সাক্ষাৎ দর্শন, কখন স্তব করিতে করিতে কিয়দ্দুর গিয়া নীলাচল পর্ব্বত দেখিলেন ;—ঐ পর্ব্বত দর্শকদিগের পাপনাশী, উচ্চতায় অভ্রভেদী —মধ্যে কল্পবট শোভিত, চতুঃপার্শ্বে কাননশ্রেণী বেষ্টিত। ঐ পর্ব্বত অতি অদ্ভুত ; সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুর বাসস্থান। ক্রমে তিনি পর্ব্বতের সন্নিকষ্ট ভূমিতে আরোহণ করিলেন, কিন্তু সেই মুকুন্দদেবদর্শনোৎসুক বিপ্র চারিদিক্ অনুসন্ধান করিয়াও পথ প্রাপ্ত হইলেন না। তদনন্তর তিনি বাক্য-সংযমপূর্ব্বক ভূমিতে কুশপত্র বিস্তার করিলেন এবং তদুপরি শয়ন করিয়া সেই মুকুন্দ-দেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার শরণাগত হইলেন। তৎপরে পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে যাঁহারা পরস্পর ভগবদ্ভক্তিবিষয়ের আলাপ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সেই অলৌকিক বাক্য শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বিদ্যাপতি হৃষ্ট হইয়া সেই বাক্য অনুসরণ করিয়া গমন করিলেন। সে স্থানে শবরজাতির বাসগৃহসমূহে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত, এবং শবরদিগক নামে বিখ্যাত ক্ষেত্রের দীপ সংস্থানটী দর্শন করিলেন। ৭৬—৮৩।

তত্র গত্বা শনৈর্বিপ্রঃ প্রবিশ্য বিনয়ান্বিতঃ।
দদর্শ বিষ্ণুভক্তাংস্তান্ শঙ্খচক্রগদাধরান্ ॥ ৮৪
প্রণম্য শিরসা বিপ্রস্তস্থৌ বদ্ধাঞ্জলিস্ততঃ।
ততো বিশ্বাবসুর্নাম শবরঃ পলিতাঙ্গকঃ ॥ ৮৫
অবসায় হরেঃ পূজাং পূজাশেষোপশোভিতঃ।
সংপ্রাপ্তো গিরিমধ্যাত্তু তস্মিন্নেব ক্ষণে দ্বিজাঃ ॥৮৬
আলোক্য তং দ্বিজো হর্ষমুপযাতো ব্যচিন্তয়ৎ।
এষ প্রাপ্তো হরেঃ স্থানাৎ শ্রান্তো নির্ম্মাল্যভূষিতঃ
বৈষ্ণবাগ্র্য ইতো বার্ত্তাংবিষ্ণোঃ প্রাপ্স্যামি দুর্ল্লভাম্
চিন্তয়ন্নিতি বিপ্রোঽসৌ শবরেণাভ্যবাদয়ৎ *॥৮৮

শবর উবাচ

কুতঃ সমাগতো বিপ্র কাননান্তঃ সুদুস্তরম্।
ক্ষুত্তৃট্‌পরীতঃ শ্রান্তশ্চ সুখমত্রাস্যতাং চিরম্ ॥৮৯
পাদ্যমাসনমর্ঘ্যঞ্চ দত্বা বিশ্বাবসুর্দ্বিজম্।
উবাচ প্রশ্রয়গিরা প্রাস্তত্যং প্রতিপাদয়ন্ ॥ ৯০

তিনি ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে বিনীতভাবে প্রবেশ করিয়া সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বৈষ্ণবদিগকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন। পরে বিশ্বাবসু নামে এক জন বৃদ্ধ শবর হরিপূজা সমাপন করিয়া পূজাবশিষ্ট চন্দনাদি দ্বারা শোভিত হইয়া গিরিমধ্য হইতে বিদ্যাপতির নয়নগোচর হইলেন। বিদ্যাপতি তাঁহাকে দেখিয়া সহর্ষচিত্তে চিন্তা করিলেন, হরির স্থান হইতে শ্রান্ত ও নির্ম্মাল্যভূষিত এই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠকে প্রাপ্ত হইলাম, ইঁহার নিকট দুর্ল্লভ বিষ্ণুর বার্ত্তা প্রাপ্ত হইব। এইরূপ চিন্তাকরণসময়ে শবর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮৪—৮৮।

হে বিপ্র! তুমি কোথা হইতে এই দুর্গম কাননে আগত হইয়াছ? তুমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণাতে কাতর ও শ্রান্ত, অতএব কিঞ্চিৎকাল এই স্থানে সুখে অবস্থান কর। ৮৯

বিশ্বাবসু, পাদ্য, আসন ও অর্ঘ্য দ্বিজকে অর্পণ করিয়া প্রাস্তত্য দ্রব্যের উল্লেখ করিয়া বিনয়বাক্যে নিবেদন করিলেন। ৯০

* অনুসরংস্তং জগাম বৈ।

* ভ্যভাষত

ফলৈঃ পাকেন বা বিপ্র প্রাণযাত্রা ভবেত্তব ।
যত্তভ্যং রোচতে বিপ্র ময়া তদ্বৈ প্রদীয়তে ॥ ১১
ভাগ্যং মমাদ্য ভগবন্ জীবিতং সফলঞ্চ মে ।
প্রাপ্তোঽসি যদ্‌গৃহং বিপ্র সাক্ষাদ্বিষ্ণুরিবাপরঃ ॥
ইতি ব্রুবাণং শবরং প্রোবাচ দ্বিজপুঙ্গবঃ ।
ন মে ফলৈর্বা পাকেন কার্য্যং বৈষ্ণবপুঙ্গবঃ ॥ ১৩
যদর্থমাগতো দূরাৎ সাধো তৎ সফলং কুরু ।
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য নৃপতেরবন্তীপুরবাসিনঃ ॥ ১৪ ॥
পুরোহিতোঽহং সংপ্রাপ্তো বিষ্ণোর্দর্শনলালসঃ ।
রাজাগ্রে তৈর্থিকানাং হি সমাজেঽবসরে শ্রুতম্
তীর্থক্ষেত্রপ্রসঙ্গেন কেনচিৎ প্রস্তুতং ময়া । *
যথা নিবেদিতং ক্ষেত্রং রাজাগ্রে জটিলেন বৈ ॥১৬
আনুপূর্ব্ব্যা চ তৎসর্ব্বং কথয়ামাস স দ্বিজঃ ।
এতদর্থং ততঃ সাধো রাজ্ঞা চোৎকণ্ঠিতেন বৈ ।
প্রেষিতোঽহং হরিং দ্রষ্টুং অত্রস্থং নীলমাধবম্ ।
দৃষ্ট্বা যাবন্নরপতের্বার্ত্তাং নেষ্যামি সোঽপ্যহম্ ।
নিরাহারো ধ্রুবং সাধো তস্মাৎ বিষ্ণুং প্রদর্শয় ॥১৮
ইতি উৎকলখণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

হে বিপ্র! আপনি ফলদ্বারা না পাক করিয়া আহার নির্ব্বাহ করিবেন? আপনার যাহা অভিরুচি বলুন, আমি তাহাই প্রস্তুত করিয়া দিব। ১১

হে ভগবন্! অদ্য আমার পরম ভাগ্য ও জীবন সফল হইল, যেহেতু সাক্ষাৎ অপর বিষ্ণু স্বরূপ আপনাকে গৃহে প্রাপ্ত হইইলাম। ১২

শবর এই কথা বলিলে বিদ্যাপতি কহিলেন, আমার ফলে ও পাকে কোন প্রয়োজন নাই। হে সাধো! যে নিমিত্ত দূর হইতে আসিয়াছি, তাহা সফল করুন। আমি অবন্তীপুরবাসী ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার পুরোহিত, বিষ্ণুর দর্শন মানসে আসিয়াছি। রাজসন্নিধানে তীর্থপর্য্যটকদিগের সমাজে কোন তীর্থক্ষেত্রপ্রসঙ্গে এই তীর্থের একটী প্রস্তাব শ্রবণ করিয়াছি, রাজসন্নিধানে জটিল যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ১৩—১৬

তিনি আনুপূর্ব্বিক সেই সকল কথা কহিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই হে সাধো! রাজা উৎকণ্ঠিত হইয়া আমাকে অত্রস্থিত নীলমাধব হরিকে দর্শন করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া নরপতির নিকট সংবাদ লইয়া যাবৎ না যাইব, তাবৎকাল নিশ্চয় অনাহারে থাকিব, হে সাধো! এই হেতুক আমাকে সেই বিষ্ণুর দর্শন করাও। ১৭। ১৮।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ শবরশ্চিন্তয়াকুলঃ।
অস্মাকমুপজীব্যোঽসৌ রহস্যস্থো জনার্দ্দনঃ ॥ ১
উপস্থিতং নো দুর্দ্দৈবং যেন স্যাৎ সার্ব্বলৌকিকঃ
ন দর্শয়ামি চেদ্বিপ্রং শাপং মেঽসৌ প্রদাস্যতি ॥২
সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো মান্যো বিশেষাদতিথিস্ত্বয়ম্।
অস্মিন্ বিফলকামে তু দ্বৌ লোকৌ বিফলৌ মম
এবং বিচারয়ন্ বিশ্বাবসুঃ শবরপুঙ্গবঃ।
জনপ্রবাদং সস্মার পুরাণং শবরালয়ে ॥ ৪

জৈমিনি কহিলেন, বিদ্যাপতি এই কথা কহিলে শবর চিন্তাকুলিত হইলেন যে, অহো! আমাদিগের দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল, যেহেতুক অস্মদীয় উপজীব্য ও উভয়লোকে সাধন এই নির্জ্জনস্থ জনার্দ্দন, ব্রাহ্মণকে দর্শন করাইলে সকলেই জানিতে পারিবেক। যদি দেখিতে না দিই, তবে ব্রাহ্মণ আমাকে শাপ দিয়া গমন করিবেন। সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ মান্য, বিশেষতঃ ইনি অতিথি, ইঁহার অভিলাষ পূর্ণ না হইলে আমার উভয় লোকই বিফল হইবেক। ১—৩

শবরশ্রেষ্ঠ বিশ্বাবসু এই বিবেচনা করিতে করিতে তথাকার প্রাচীন জনপ্রবাদ স্মরণ করিলেন যে, এই স্থানে নীলমাধব ভূমিতলে

* তদা।

...স্মিন্নন্তর্হিতে দেবে ভূম্যন্তর্নীলমাধমে।
...দ্যুম্নো নরপতিঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৫
...নুষ্যবপুষা যোঽসৌ ব্রহ্মলোকং ব্রজেদপি।
...াঽস্মিন্ প্রজাভিরাগত্য বাজিমেধশতেন চ ॥
...ষ্ট্বা দারুময়ং বিষ্ণুং চতুর্দ্ধা স্থাপয়িষ্যতি।
...স্য চেদ্ভাগ্যমুৎপন্নং ব্রাহ্মণস্যাতিথের্ভৃশম্ ॥ ৭
...ন্তর্দ্ধানং ভগবতঃ সন্নিধানমথো ভবেৎ।
...নং দর্শয়িষ্যামি নীলেন্দ্রমণিমচ্যুতম্ ॥ ৮
...পৌরুষেয়ং কস্যাপি কর্ত্তব্যং দেবনির্ম্মিতে
...বং বিচার্য্য মনসা শবরশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৯
...বাচ বিপ্রং পুরতো ধ্যায়ন্তং বিষ্ণুমব্যয়ম্। ১০

শবর উবাচ।

...স্মাভিঃ পূর্ব্বতো হ্যেষ উদন্তঃ শ্রুতঃ এব হি।
ইন্দ্রদ্যুম্নো নরপতিরত্র বাসং করিষ্যতি॥ ১১
ততোঽপি ভাগ্যবাংস্ত্বং হি যদগ্রে নীলমাধবম্।
...ক্ষুষা পশ্যসি ব্রহ্মন্ এহি যামো হ্যধিত্যকাম্ ১২

ইত্যুক্ত্বা তং করে ধৃত্বা বর্ত্মনা গহনং যযৌ।
উপর্য্যুপর্য্যপারুহ্য শিলাবিষমবর্ত্মনি ॥ ১৩
একৈকনরগম্যে চ শিলাকণ্টকদুর্গমে।
তমঃপ্রায়ে পথি গতং বোধয়ন্ বচসা দ্বিজম্ ॥ ১৪
মুহূর্ত্তাভ্যাং রৌহিণস্য কুণ্ডস্যাবিশতাং তটে।
তদ্দৃষ্ট্বা সোঽব্রবীদ্বিপ্রং কুণ্ডমেতদ্দ্বিজোত্তম ॥ ১৫
রৌহিণাখ্যং মহাতীর্থং কারণং সর্ব্বপাথসাম্।
অত্র স্নাত্বা নরো যাতি বৈকুণ্ঠভবনং দ্বিজ ॥ ১৬
এতস্য পূর্ব্বভাগেঽসৌ কল্পস্থায়িবটো মহান্।
ছায়াং যস্য সমাক্রম্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥ ১৭
এতয়োরন্তরে ব্রহ্মন্ নিকুঞ্জাভ্যন্তরস্থিতম্।
পশ্য সাক্ষাজ্জগন্নাথং বেদান্তপ্রতিপাদিতম্ ॥ ১৮
দৃষ্ট্বা জহীহি সকলং বিবিধং পাপসঞ্চয়ম্।
ইত ঊর্দ্ধং ন শোচস্ব পতিতো ভবসাগরে ॥ ১৯

জৈমিনিরুবাচ।

স তু কুণ্ডে দ্বিজঃ স্নাত্বা সম্প্রহৃষ্টমনাঃ সুধীঃ।
দূরাৎ প্রণম্য শিরসা বচসা মনসা হরিম্।

অন্তর্হিত হইলে শক্রতুল্য পরাক্রমশালী ইন্দ্র-...্যুম্ন নামে কোন নৃপতি (যিনি মনুষ্য শরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন), প্রজাবর্গের সহিত এখানে আগমন করিয়া ...ত অশ্বমেধ-যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুকে দারুময়-রূপে প্রকারচতুষ্টয়ে স্থাপন করিবেন। এই অতিথি ব্রাহ্মণের যদি অত্যন্ত ভাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে অন্তর্দ্ধানপর ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হইবেন। অতএব ইহাঁকে এই নীলেন্দ্রমণিময় ভগবানের দর্শন করাইব, যে হেতু ঈশ্বর যাহা করিবেন, তাহাতে লোকের চেষ্টায় কিছুই হইতে পারে না। শবর পুনঃ পুনঃ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া সেই অব্যয়-বিষ্ণুচিন্তাপরায়ণ পুরোবর্ত্তী ব্রাহ্মণকে কহিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে নরপতি এই ক্ষেত্রে বাস করিবেন, এ বৃত্তান্ত আমরা পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি যখন তাঁহার অগ্রেই নীলমাধবকে স্বচক্ষে দর্শন করিতে চলিলে, তখন তুমি তাঁহা হইতে অধিকতর ভাগ্যবান্, অতএব হে ব্রহ্মন্! আইস আমরা পর্ব্বতের উপরিভাগে গমন করি। ৪—১২

এই কথা বলিয়া শবরপতি বিদ্যাপতির হস্ত ধারণপূর্ব্বক অতি সঙ্কীর্ণ, কেবল একজন মাত্র মনুষ্যের গমনযোগ্য, প্রস্তর এবং কণ্টকে আবৃত, দুর্গম্য ও প্রায় অন্ধকারময় পথে চলিলেন। এই পথে যাইতে যাইতে শবর কথায় কথায় তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে বুঝাইতে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে কুণ্ডের তটে উপস্থিত হইলেন ও কুণ্ড দৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন যে, হে দ্বিজোত্তম! এই মহাতীর্থের নাম রৌহিণ, ইহাতে স্নান করিলে মানবগণ বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। ১৩—১৬

ইহার পূর্ব্বভাগে কল্পপর্য্যন্তস্থায়ী এক মহৎ অক্ষয় বটবৃক্ষ আছে। তাহার ছায়া প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মহত্যার পাপ ক্ষয় হয়। ১৭

এই দুয়ের মধ্যে নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে বেদ-প্রসিদ্ধ, ঐ দেখ, সাক্ষাৎ জগন্নাথ আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিবিধ সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হও। অদ্যাবধি সংসারসাগরে পতিত হইয়া আর শোক করিও না। জৈমিনি কহিলেন, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ বিদ্যাপতি সন্তো-

তুষ্টাব চৈকাগ্রমনা হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা॥ ২০
বিদ্যাপতিরুবাচ ।
প্রধানপুরুষাতীত সর্ব্বব্যাপিন্ পরাৎপর ।
চরাচরপরীণাম পরমার্থ নমোঽস্তু তে ॥ ২১
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাস-সম্প্রাতিপাদিতৈঃ ।
কর্ম্মভিস্ত্বং সমারাধ্য এক এব জগৎপতে ॥ ২২
ত্বত্ত এতজ্জগৎ সর্ব্বং সৃষ্টৌ সম্পদ্যতে বিভো ।
ত্বদাধারমিদং দেব ত্বয়ৈব পরিপাদ্যতে ॥ ২৩
কল্পান্তে সংহৃতং সর্ব্বং তৎকুক্ষৌ সাবকাশকম্ ।
সুখং বসতি সর্ব্বাত্মন্নন্তর্যামিন্নমোঽস্তু তে ॥ ২৪
নমস্তে দেবদেবায় ত্রয়ীরূপায় তে নমঃ ।
চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপেণ জগদ্‌ভাসয়তে সদা ॥ ২৫
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা যস্য পাদাব্জসঙ্গমাৎ ।
পুনাতি সকলাল্লোঁকাংস্তস্মৈ পাবয়তে নমঃ ॥২৬
হবীংষি মন্ত্রপূতানি সম্যগ্‌দত্তানি বহ্নিষু ।
পরিণামকৃতে তুভ্যং জগজ্জীবয়তে নমঃ ॥ ২৭
নির্ম্মলায় স্বরূপায় শুভরূপায় মায়িনে ।
সর্ব্বসঙ্গবিহীনায় নমস্তে বিশ্বসাক্ষিণে ॥ ২৮
বহুপাদাক্ষশীর্ষাস্যবাহবে সর্ব্বজিষ্ণবে ।
সর্ব্বজীবস্বরূপায় নমস্তে সর্ব্বরূপিণে ॥ ২৯
নমস্তে কমলাকান্ত নমস্তে কমলাসন ।
নমঃ কমলপত্রাক্ষ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম ॥ ৩০
অসারসংসারপরিভ্রমেণ
নিপীড্যমানং খলু রোগশোকৈঃ ।
মামুদ্ধরাস্মাদ্ ভবদুঃখজাতাৎ
পাদাব্জয়োস্তে শরণং প্রপন্নম্ ॥ ৩১
জৈমিনিরুবাচ ।
ইতি স্তুত্বা সুরেশানং দেবং প্রণবরূপিণম্ ।

ষিত হইয়া বিনতমস্তকে প্রণাম করিয়া একাগ্রমনা ও অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া বাক্য ও মনের দ্বারা হরিকে স্তব করিয়াছিলেন। ১৮—২০

বিদ্যাপতি কহিলেন,—হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে পরাৎপর! আপনি প্রকৃতি-পুরুষের অতীত, চরাচর জগতের পরিণাম পরম বস্তু, আপনাকে নমস্কার। হে জগৎপতে! একমাত্র আপনিই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস প্রতিপাদিত কর্ম্মসমূহ দ্বারা আরাধ্য বস্তু। হে বিভো! সৃষ্টিকালে এই নিখিল-জগৎ আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, আপনিই এই জগতের আধার। হে দেব! আপনিই ইহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে সর্ব্বাত্মন্! প্রলয়কালে নিখিল-জগৎ সংহারপ্রাপ্ত হইয়া আপনার উদরমধ্যে অসঙ্কীর্ণভাবে সুখে অবস্থান করে। হে অন্তর্যামিন্! আপনাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! বেদত্রয় আপনার রূপ, আপনি দেবতাদিগেরও দেবতা, আপনি চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্করূপে সর্ব্বদা জগৎ আলোকিত করিতেছেন। আপনাকে নমস্কার করি। ২১—২৫

গঙ্গাদেবী যাঁহার পাদপদ্মসম্পর্কে নিখিলতীর্থরূপিণী হইয়া নিখিললোক পবিত্র করিতেছেন, আপনি সে গঙ্গাদেবীরও পবিত্রতাকারী নারায়ণ, আপনাকে নমস্কার করি। যথাবিধানে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হুতাশনে নিক্ষিপ্ত হবিঃ যিনি গ্রহণ করেন, আপনি সেই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর নারায়ণ, আপনি এই জগৎ-পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছেন, জগদ্বাসীকে জীবিত রাখিতেছেন, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি মায়াবী হইয়া শুভরূপী, আপনি সকলপ্রকার-সঙ্গশূন্য হইয়া বিশ্বের সাক্ষী, আপনি নির্ম্মল-স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি বহুপাদ, বহুনেত্র, বহুমস্তক, বহুমুখ, বহুবাহু, আপনি সর্ব্ববিজয়ী, আপনি সকলের জীবন-স্বরূপ, অধিক কি আপনি সর্ব্বরূপী, আপনাকে নমস্কার করি। হে কমলাকান্ত! আপনাকে নমস্কার; হে কমলাসন! আপনাকে প্রণাম; হে পদ্মপলাশলোচন! হে পুরুষোত্তম! আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ২৬—৩০

দেব! আমি অসারসংসারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রোগে শোকে সাতিশয় পীড়িত হইতেছি, সম্প্রতি আমি আপনার পাদপদ্মে শরণাপন্ন, কৃপা করিয়া আমাকে সংসার-ক্লেশসমূহ হইতে উদ্ধার করুন। ৩১

জৈমিনি কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণ এইরূপে

প্রণতঃ প্রণবং মন্ত্রং জজাপ পুরতো হরেঃ॥ ৩২
জপান্তে শান্তমনসং কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্।
মন্যমানং কৃতার্থং স্বং প্রোবাচ শবরো দ্বিজম্॥৩২

বিশ্বাবসুরুবাচ।

কৃতার্থস্ত্বং প্রভুং দৃষ্ট্বা সাম্প্রতং দ্বিজপুঙ্গব।
দিনান্তোঽভূদ্‌গৃহং যামঃ ক্ষুধিতোঽসি শ্রমান্বিতঃ
বাসোঽপ্যরণ্যে হিংস্রানাং নাস্মাকমুচিতা স্থিতিঃ
যাবদ্‌ভানোর্ভান্তি ভাসস্তাবদ্‌যামো নিজালয়ম্॥
ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণং পাণৌ গৃহীত্বা শবরঃ পুনঃ।
অজগাম দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স্বাশ্রমং ত্বরয়ান্বিতঃ॥ ৩৬
ব্রাহ্মণোঽপি জগন্নাথং ধ্যায়ন্ নন্দসাগরম্।
ক্ষুত্তৃষ্ণাশ্রমজাতানি দুঃখানি বুবুধে ন হি॥ ৩৭
শিলাবিষমমার্গেঽপি কণ্টকোৎকরদুর্গমে।
ব্রজন্ দুঃখং লেভেঽসৌ শরীরানাস্থয়া মুদা॥ ৩৮

সুরেশ্বর প্রণবরূপী দেব জগন্নাথকে স্তব করিয়া তাঁহার পুরোভাগে প্রণতভাবে উপবেশন করিয়া প্রণব মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। জপাবসানে যখন প্রশান্তচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিলেন এবং মনে মনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন, তখন সেই শবর বিশ্বাবসু ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রভুকে দর্শন করিয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ; এক্ষণে দিবাবসান, ক্ষুধিত ও শ্রমান্বিত হইয়াছ, চল আমরা গৃহে গমন করি। ৩২—৩৪।

অরণ্যমধ্যে হিংস্রজন্তুর বাস, সুতরাং আমাদিগের আর এখানে থাকা উচিত হয় না; চল, সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইতে না যাইতেই গৃহে গমন করি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই ব্যাধ বিশ্বাবসু এই বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক ত্বরা সহকারে নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। বিদ্যাপতি জগন্নাথকে ধ্যান করিতে করিতে আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শ্রমজনিতদুঃখ সকল জানিতে পারেন নাই। প্রস্তর ও কণ্টকে দুর্গম্য পথে গমন করিয়াও ঐ বিপ্র শরীরকে অস্থায়ী বিবেচনায় কিছুমাত্র খ বোধ করেন নাই। ৩৫—৩৮

এবং ব্রজন্তৌ তৌ বিপ্রশবরৌ শবরালয়ম্।
সায়াহ্নে সমনুপ্রাপ্তৌ বৈষ্ণবাগ্রৌ তু ভো দ্বিজাঃ॥
তত্রাতিথিমনু প্রাপ্তং ব্রাহ্মণং শবরোত্তমঃ।
ভোজ্যাভোজ্যবিধানৈশ্চ বিবিধৈঃ সমপূজয়ৎ॥৪০
ততোঽতিতৃপ্তস্তদ্দত্তৈরুপচারৈর্নৃপোচিতৈঃ।
বিস্ময়ং পরমং লেভে শবরস্য সুদুর্লভৈঃ॥ ৪১
শবরোঽয়ং নিবসতি বিষমে কাননান্তরে।
আরণ্যকৈর্বর্ত্তমানঃ কথমস্য গৃহান্তরে॥ ৪২
রাজার্হভক্ষ্যাভোজ্যানি সুলভান্যদ্ভুতম্ মহৎ। *
ইতি বিস্ময়মাপন্নং ব্রাহ্মণং শবরস্তদা।
প্রোবাচ স্নিগ্ধবচসা বিনয়াবনতো ভৃশম্॥ ৪৩

শবর উবাচ।

ভো বিপ্র শ্রমহীনোঽসি কচ্চিৎ ক্ষুত্তৃড্‌বিবর্জ্জিতঃ
আরণ্যকানাং ভবনে নাগরাণাং সুখং কুতঃ॥৪৪
অজ্ঞাতা নাগরী বৃত্তিঃ শবরৈস্তু বিশেষতঃ।
রাজোপজীবিনাং শ্রেষ্ঠৌ রাজামাত্যপুরোহিতৌ

হে মুনিগণ! বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বিপ্র ও শবর উভয়ে এই প্রকার গমন করিয়া সায়াহ্নে শবরের গৃহ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ অতিথিকে প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ অন্নাদি ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা সেই কালে তাঁহাকে সুন্দররূপে পূজা করিলেন। ৩৯। ৪০

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ শবরের নিকটে—যাহা শবরের বাড়ীতে অসম্ভব, এরূপ রাজযোগ্য উপচার প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন,—কি আশ্চর্য্য এই শবর দুর্গম অরণ্যমধ্যে বাস করে; ইহার প্রতিবেশীরাও অরণ্যবাসী, ইহার বাড়ীতে রাজভোজ্য খাদ্য দ্রব্যসকল কোথা হইতে আসিল! ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে শবর সাতিশয় বিনীত ভাবে মধুর বচনে তাঁহাকে কহিলেন, হে বিপ্র! আপনার শ্রম দূর হইয়াছে? ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কিছু লাঘব হইয়াছে কি? বনবাসীদিগের গৃহে নাগরিক লোকের সুখ কোথায়? বিশেষতঃ শবরদিগের, নগরবাসীর আচার ব্যবহার

---

* রাজার্হভক্ষ্য ... [illegible]

তয়ো রাজসমঃ পূজ্যঃ পুরোধাঃ শাস্ত্রসম্মতঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নো নরপতিঃ সার্ব্বভৌমঃ প্রতাপবান্ ॥৪৬
ত্বয়ি তুষ্টে স সন্তুষ্টো ধ্রুবং বিপ্র ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্তবত্যরণ্যস্থে স তু প্রীততরো দ্বিজঃ।
উবাচ শবরং স্মিত্বা বিনয়াদ্ভুতবাদিনম্ ॥ ৪৭

বিদ্যাপতিরুবাচ।

সাধো মদুপচারায় কৃতান্যেতানি যানি তে।
বস্তূন্যমানুষাণীহ যান্যদৃষ্টানি রাজভিঃ ॥ ৪৮
চিত্রমেতদ্দিব্যবস্তুসঞ্চয়ঃ শবরালয়ে।
এতজ্জ্ঞাতুং কৌতূহলং মম সাধো তদন্ধতে মহৎ

শবর উবাচ।

এতৎ প্রকাশনে বিপ্র মতির্নোৎসহতে মম।
তথাপি তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তিথিভক্ত্যা বদাম্যহম্ ॥ ৫০
শক্রাদয়ো দেবগণাঃ সমায়ান্ত্যন্বহং দ্বিজ।
দিব্যোপচারানাদায় পূজনায় জগৎপতেঃ ॥ ৫১

পূজয়িত্বা জগন্নাথং স্তুত্বা নত্বা চ ভক্তিতঃ।
গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ সন্তোষ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫২
পুনঃ প্রয়ান্তি সততং ত্রিদিবং সুরসত্তমাঃ।
দিব্যান্যেতানি বস্তুনি নির্ম্মাল্যানি জগৎপতে।
দত্তানি তুভ্যং বিদুষে কথং বিস্ময়সে ভবান্ ॥৫৩
বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যভোগেন ক্ষীণরোগজ্বরা বয়ম্।
সপুত্রবান্ধবাঃ সর্ব্বে নিবসামোঽযুতায়ুষঃ ॥ ৫৪
বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যভোগেন ক্ষীয়তে পাপসংহতিঃ।
ন [illegible] চিত্রং দ্বিজশ্রেষ্ঠ যেন স্যান্মুক্তিভাজনম্ ॥ ৫৫
শ্রুত্বে[illegible]দুর্ল্লভং কর্ম্ম ব্রাহ্মণো লোমহর্ষণঃ।
আনন্দাশ্রুবিপ্লুতাক্ষঃ স্বং কৃতার্থমমন্যত ॥ ৫৬
অহো শবরজন্মাসৌ পশ্যত্যন্বহমীশ্বরম্।
তদুচ্ছিষ্টং দিব্যভোগমুপভুঙ্ক্তে দিবানিশম্ ॥৫৭
নান্যোঽস্য সদৃশো লোকে পৃথিব্যাং সচরাচরে।
যাদৃশো বিষ্ণুভক্তোঽয়ং শবরো নীলপর্ব্বতে ॥৫৮

জানা কোনক্রমেই সম্ভবে না। রাজাশ্রিত ব্যক্তির মধ্যে পুরোহিত ও মন্ত্রী এই দুইটী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তন্মধ্যে পুরোহিতকেও রাজার ন্যায় পূজা করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রে আছে। আপনি পরিতুষ্ট হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত প্রতাপশালী সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতিও সন্তুষ্ট হইবেন। অরণ্যবাসী শবর এই কথা বলিলে বিদ্যাপতি প্রীত হইয়া বিস্মিতমুখে বিনয়ান্বিত অদ্ভুতবাদী শবরকে কহিলেন, হে সাধো! তুমি ভোজনের যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছ, তাহা মনুষ্যকৃত বলিয়া বোধ হয় না; রাজারাও ইহা দেখিতে পান না। হে মিত্র! শবরালয়ে এই দিব্য বস্তু কি প্রকারে সঞ্চয় করা হইয়াছে, ইহা জানিতে আমার অত্যন্ত কৌতুক বৃদ্ধি হইতেছে। শবর কহিলেন, হে বিপ্র! এইটী প্রকাশ করিতে যদিও আমার বুদ্ধি উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেছে না, তথাপি আপনি ব্রাহ্মণ ও অতিথি, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রযুক্ত আমি আপনাকে বলিতেছি। এই জগৎপতির পূজার নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ দিব্য বস্তু সকল গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিদিন এখানে আগমন করিয়া থাকেন। ৪৭—৫১ .

এই জগন্নাথদেবকে ভক্তিক্রমে পূজা, স্তব, প্রণাম ও নৃত্য, গীত, বাদ্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার স্বর্গে প্রত্যাগমন করেন। সেই জগৎপতির এই সকল দিব্য নির্ম্মাল্য বস্তু আপনাকে প্রদান করিয়াছি, আপনি কি হেতু বিস্ময়প্রাপ্ত হইতেছেন? ৫২। ৫৩

আমি এই বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য ভক্ষণে রোগ ও বৃদ্ধাবস্থা দূরীকরণপূর্ব্বক পুত্র ও বান্ধবের সহিত অযুতবর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করিতেছি। ৫৪

হে দ্বিজবর! যে প্রসাদ ভক্ষণে মুক্তিলাভ হয়, তাহাতে যে সামান্য পাপরাশি বিনষ্ট হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ৫৫

বিদ্যাপতি এই দুর্ল্লভ কর্ম্ম শ্রবণে রোমাঞ্চিত ও আনন্দজনিত অশ্রুজলে চক্ষুঃপ্লাবিত করত আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মানিলেন। ৫৬

কি আশ্চর্য্য! এই ব্যক্তি শবরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রত্যহ ভগবান্‌কে দর্শন ও তদীয় দিব্য নির্ম্মাল্য সকল দিবারাত্র ভোগ করিতেছে। এই নীলপর্ব্বতবাসী শবর যেরূপ বিষ্ণুভক্ত, ইহার তুল্য বিষ্ণুভক্ত এই চরাচর জগতে আর নাই। আমার আর নিজগৃহ-

কিং গত্বা স্বগৃহে মেঽদ্য কুটম্বেনাসুখাত্মনা।
অনেন সখ্যং নিষ্পাদ্য স্থাস্যাম্যত্র বনান্তরে॥ ৫৯
চিন্তয়িত্বা চিরং বিপ্রঃ শ্রীকৃষ্ণাসক্তমানসঃ।
পুনঃ প্রোবাচ শবরং ময়ি তে চেদনুগ্রহঃ॥ ৬০
সাধো সখ্যং ত্বয়া কার্য্যমিতি মে নিশ্চয়ো মহান্।
কিং গত্বা সেবয়া রাজ্ঞঃ পরত্রাসুখহেতুনা॥ ৬১
অত্র স্থিত্বা ত্বয়া সার্দ্ধমুপাস্যে মধুসূদনম্।
যথা পুনর্দেহবন্ধো যতিষ্যে ন ভবেন্মম॥ ৬২
সাধু মিত্র ত্বয়া সার্দ্ধং ভাগ্যান্মে সঙ্গমোঽভবৎ।
দুস্তারং ভবসংসারং তরিষ্যে ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ৬৩
সারমেতৎ প্রশংসন্তি সংসারে ভবসাগরে।
যদ্বৈষ্ণবেন মিত্রত্বং দুঃখসংসারপারদম্॥ ৬৪
মিত্রস্য সহবাসেন পুনঃ প্রত্যক্ষমেষ্যতি।
ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ ৬৫

গমনে ও অসুখের আস্পদ কুটুম্ববর্গে কি প্রয়োজন? এই শবরের সহিত মিত্রতা বিধানপূর্ব্বক এই অরণ্যের মধ্যেই বাস করিব। ৫৭—৫৯।

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎকাল চিন্তাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত আসক্ত করিয়া পুনর্ব্বার শবরকে কহিলেন, হে সাধো! যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ হয়, তবে আপনার সহিত মিত্রতা করিব, ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়াছি; গৃহে যাইয়া পরকালের অসুখের কারণ রাজসেবায় কি প্রয়োজন? এখানে থাকিয়া তোমারই সহিত মধুসূদনকে উপাসনা, এবং যাহাতে পুনরায় আর দেহরূপ বন্ধনপ্রাপ্তি না হয়, তাহার যত্ন করিব। সাধু মিত্র সাধু! সৌভাগ্যক্রমে আজি তোমার সহিত সম্মিলন হইল; তোমার প্রসাদে আমি দুস্তর সংসার-সাগর পার হইতে সক্ষম হইব। বিষ্ণুভক্তের সহিত মিত্রতায় সংসার-দুঃখের অবসান হয়। সাধুগণ সংসার-সাগরে বিষ্ণুভক্তের সহিত মিত্রতা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কারণ, তাদৃশ বিষ্ণুভক্ত বন্ধুর সহবাসে শঙ্খ চক্র-গদাধারী ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। ৬০—৬৫।

ইন্দ্রদ্যুম্নো নরপতির্ম্ময়ি প্রত্যাগতে সখে।
ভগবন্তং সমারাদ্ধুমিহৈব স নিবৎস্যতি॥ ৬৬
প্রাসাদং বিপুলঞ্চাত্র চিকীর্ষুর্ভগবৎপ্রিয়ম্।
সহস্রমুপচারাণাং পূজনায় জগৎপতেঃ।
রচয়িষ্যামীতি মহৎ প্রতিজ্ঞাসীন্নৃপোত্তমঃ॥ ৬৭
এতাবদ্ব্যবসায়স্য পর্য্যাপ্তং স্থানমত্র হি।
ময়া প্রদেশং নির্ণীয় তস্য বিজ্ঞাপয়িষ্যতে।
প্রতিশ্রুতং তৎপুরতঃ প্রাতস্তন্মেঽনুমন্যতাম্॥ ৬৮

শবর উবাচ।

সখে পুরাতনী বার্ত্তা প্রসিদ্ধাত্রৈব তাদৃশী।
ত্বয়া যথৈব কথিত ইন্দ্রদ্যুম্নসমাগমঃ॥ ৬৯
কেবলং মাধবং তত্র ন দ্রক্ষ্যতি মহীপতিঃ।
অচিরাদেব ভগবান্ স্বর্ণবালুকয়াবৃতঃ॥ ৭০
প্রতিজ্ঞাতস্তু যমায়ৈতদন্তর্দ্ধানং গমিষ্যতি।
মহাভাগ্যপরীপাকাৎ প্রত্যক্ষোঽয়ং ত্বয়া কৃতঃ॥ ৭১

হে সখে! আমি প্রত্যাগমন করিলে ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতি ভগবানের আরাধনার নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়া বাস করিবেন এবং সেই নৃপোত্তম ভগবানের প্রীতিজনক একটী বৃহৎ প্রাসাদ ও জগৎপতির পূজার নিমিত্ত বহুতর উপচার চিকীর্ষায় তাহা সম্পাদন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। ৬৬। ৬৭।

এইরূপ চেষ্টাযুক্ত সেই রাজার এখানেই উপযুক্ত স্থান; আমি দেশনির্ণয়পূর্ব্বক তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিব, তাঁহার সম্মুখে প্রাতঃকালে এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছি, অতএব আমাকে অনুমতি করুন। ৬৮।

শবর কহিলেন, হে সখে! আপনি ইন্দ্রদ্যুম্ন-সমাগম-বিষয় যে প্রকারে বলিলেন, তাহা এই ক্ষেত্রেও পূর্ব্বকাল হইতে সেইরূপে জনশ্রুতিপ্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কেবল মাধবকে সেই মহীপতি দর্শন করিতে পারিবেন না; যেহেতু অল্পকাল মধ্যেই ভগবান্ স্বর্ণবালুকা দ্বারা আবৃত হইবেন। ভগবান্ অন্তর্হিত হইবেন বলিয়া যমের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু তুমি মহাভাগ্য প্রযুক্ত ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়াছ। ৬৯—৭১।

ইন্দ্রদ্যুম্নাগমাভ্যাসে ধ্রুবং স ব্যবধাস্যতি।
এষোঽর্থস্ত্বয়া মিত্র ন বক্তব্যো নৃপাগ্রতঃ॥ ৭২
আগত্য সোঽত্র নৃপতিরদৃষ্ট্বা পরমেশ্বরম্।
প্রায়োপবেশব্রতবান্ স্বপ্নে দৃষ্ট্বা গদাধরম্॥ ৭৩
তদাদেশাদ্দারুময়ং প্রভোর্লিঙ্গচতুষ্টয়ম্।
পূজয়িষ্যতি ভক্ত্যা চ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বয়ম্ভুবা॥ ৭৪
স্থিতিরত্র হরের্যাবদাবয়োশর্বংসংস্থিতিঃ।
অনুগ্রহাদ্ভগবতো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৭৫
তদত্রার্থে সখে খেদং মা ব্রজ ক্ষিপ্রমেব হি।
নিবৎস্যতেঽচিরাদেব মিত্রেন্দ্রনাং সুখং স্বপ॥৭৬
প্রভিদৃষ্ট্বা পুনর্দ্দেবং নীলেন্দ্রাশ্মময়ং বিভুম্।
সিন্ধৌ স্নাত্বা তস্য তটে নিবাসায় মহীপতেঃ॥
দ্রক্ষ্যামঃ সাধুসংস্থানং যথাভিলষিতং সখে॥ ৭৭

ইত্যন্যাশ্চ কথাঃ পুণ্যাঃ কৃত্বা তৌ চ পরস্পরম্।

হে মিত্র! ইন্দ্রদ্যুম্নের আগমনের পূর্ব্বে ভগবান্ যে নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হইবেন, রাজার নিকটে এ বিষয় কখনই ব্যক্ত করিও না। ৭২

সেই নৃপতি এখানে আগমনপূর্ব্বক পরমেশ্বরের দর্শন না পাইয়া প্রায়োপবেশন-ব্রতে ব্রতী হইয়া গদাধরকে স্বপ্নে দর্শন করিবেন। ৭৩

তিনি তাঁহার আদেশক্রমে ব্রহ্মার দ্বারা প্রভুর রূপচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত করাইয়া ভক্তি-সহকারে পূজা করিবেন। এই ক্ষেত্রে শ্রীহরি যে কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবেন, তদবধিই তাঁহার অনুগ্রহে আমাদের উভয়ের বংশ থাকিবেক, তাহাতে কোন সংশয় করিও না। ৭৪। ৭৫

হে সখে! তন্নিমিত্ত এখন খেদ পরিত্যাগ কর; অচিরাৎই ইন্দ্রদ্যুম্ন এখানে বসতি করিবেন; তুমি এখন সুখে শয়ান হও। ৭৬

প্রাতঃকালে নীলকান্তমণিময় প্রভুকে পুনরায় দর্শনানন্তর মহাসমুদ্রে স্নান করিয়া তাহার তটে নৃপতির বাসোপযোগী সাধুলোকের বাসস্থান সকল যথাভিলষিত দর্শন করিব। বিদ্যাপতি ও বিশ্বাবসু উভয়ে এই প্রকার ও অন্যান্য বহুবিধ পুণ্যজনক কথাবার্ত্তা কহিয়া

শুভস্থানে চাস্বপতাং শয়নে পল্লবাস্তৃতে॥ ৭৮
প্রভাতায়াস্তু শর্ব্বর্য্যাং তীর্থরাজোদকেন বৈ।
স্নানং নির্ব্বৃত্য বিধিবৎ মাধবং প্রণিপত্য চ।
রাজার্হস্থানং নির্ণীয় নিজালয়গতৌ পুনঃ॥ ৭৯
তত্র মিত্রেণ সংমন্ত্র্য রাজ্ঞো নির্দ্দেশকারণাৎ।
রথমারুহ্য বিপ্রশ্চাবন্তীপুরমাযযৌ॥ ৮০

ইতি উৎকল-খণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

নবমোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

প্রত্যাগতে ততো বিপ্রে সায়াহ্নে সুরসঙ্কুলে।
মাধবার্চ্চনবেলায়াং বাতশ্চণ্ডগতির্ববৌ॥ ১
সমুদ্র-*বালুকাশ্চাসৌ বিচকার চ সর্ব্বশঃ।
তেনাকুলদৃশো দেবা ন শেকুরবলোকনে।
শ্রীকান্তস্য তদা বিপ্রা দধ্যুস্তে পুরুষোত্তমম্॥

উত্তমস্থলে পল্লবাস্তৃত শয্যায় শয়ন করিলেন। ৭৭। ৭৮

রাত্রি প্রভাত হইলে তীর্থরাজ সমুদ্রের জলে বিধিপূর্ব্বক স্নানানন্তর মাধবকে প্রণাম করিয়া রাজার বাস-যোগ্যস্থান নির্ণয় করত নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং সেখানে মিত্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া নৃপতিকে সংবাদ দেওয়ার জন্য রথারূঢ় হইয়া অবন্তীনগরে প্রস্থান করিলেন। ৭৯। ৮০

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮।

জৈমিনি কহিলেন, হে বিপ্রগণ! বিদ্যাপতি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে সায়ংকালীয়-পূজার্থ দেবগণ সমাগত হইয়াছেন, এমন সময়ে বায়ু অতিশয় বেগবান্ হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রের বালুকারাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিল, তাহাতে দৃষ্টিরোধ হওয়ায় দেবগণ ভগবান্ পুরুষোত্তমকে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১। ২।

---

* সুবর্ণ

যাবৎ ধ্যানস্থিরদৃশো মুহূর্ত্তং তে দিবৌকসঃ।
ধ্যানান্তে বালুকারাশিং দদৃশুর্ন চ মাধবম্।
রোহিণঞ্চ তীর্থ্যং * কুণ্ডং বভুবুর্ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ॥৩
চিন্তামবাপুর্ম্মহতীং হাহেতি রুরুদুর্ভৃশম্ ॥ ৪
কিমেতন্নো হি দুর্দৈবমেকদা সমুপস্থিতম্।
দৃশাং † সেচনকঃ শ্রীশঃ ক্ষণাদ্‌যন্নোপলভ্যতে ॥৫
অপরাধঃ কিমস্মাকং লক্ষিতঃ পুরুষোত্তম।
যুগপৎ সেবকান্ শ্রীমন্ † পহায় ন দৃশ্যসে ॥ ৬
যেষামর্থে জগন্নাথঃ স্বীচকার কলেবরম্।
তাননাথান্ পরিত্যজ্য কাননে কিমুপেক্ষ্যসে ॥ ৭
স্বশরীরবিভূতান্নো বিহায় কমলেক্ষণ।
কিমকাণ্ডং রচয়সি কথাশেষান্দিবৌকসঃ ॥ ৮

দেবগণ মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত ধ্যানেতে নিমীলিতচক্ষু হইয়া তৎপরে ধ্যানাবসানে বালুকারাশি দর্শন করিলেন, মাধবকে ও রৌহিণকুণ্ডকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিবেন কি? তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকল বিকল হইয়া পড়িল। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইয়া হাহাকাররবে অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। ৩। ৪।

হায়! আমাদের সকলেরই দুর্দ্দৈব কি এককালে উপস্থিত হইল? যেহেতু নয়নের তৃপ্তিজনক শ্রীমাধব ক্ষণকালের মধ্যেই আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইলেন। ৫

হে পুরুষোত্তম! আমাদিগের কি অপরাধ দেখিয়াছেন? সেবক-সকলকে কি এককালে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমান্ অদৃশ্য হইলেন? ৬

যাহাদের নিমিত্ত জগন্নাথ কলেবর স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদিগকে কি তিনি অনাথ করিয়া কাননে পরিত্যাগপূর্ব্বক উপেক্ষা করিলেন?। ৭

হে কমলেক্ষণ! আমরা তোমার শরীর হইতে উৎপন্ন, আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কি অকার্য্যের সৃষ্টি করিলেন? এই ক্ষণে স্বর্গবাসী আমাদিগকে এই প্রকার কথাশেষমাত্রই করিয়া রাখিলেন। ৮

ত্বদাংশভূতান্নঃ সর্ব্বান্ যজ্ঞানঃ প্রযজন্তি বৈ।
ত্বৎপ্রীত্যৈ যজ্ঞপুরুষ ত্বদাদিষ্টফলপ্রদান্ ॥ ৯
ত্বদহঙ্কারবর্ম্মাণস্তদনুগ্রহজীবনাঃ।
কান্দিশীকাঃ কুত্র যামঃ সাম্প্রতং ত্বদুপেক্ষিতাঃ ১০
দিবিস্থলেষ্চ* কিং কার্য্যং ত্বামনালোক্য মাধব ১১
অকৃতার্থস্ত্বয়া হীনা ভবিষ্যামো বনেচরাঃ।
নিষ্কলঙ্কসুধাভানুং সুষমা পরিভাবুকম্ ॥ ১২
ত্বদাস্যঞ্চেন্ন পশ্যামো ন যাস্যামঃ সুরালয়ম্।
তপ আস্থায় পরমমত্রৈব সংশিতব্রতাঃ ॥ ১৩
বর্ত্তামহে বন্যবৃত্ত্যা জটাবল্কলধারিণঃ।
যাবত্ত্বাং পুণ্ডরীকাক্ষ বিলোকিষ্যামহেবয়ম্ ॥১৪
নিসর্গকরুণাম্ভোধে দীনান্নস্ত্রাতুমর্হতি।
অনাথান্ দীনহৃদয়ান্ ত্বমেব শরণং গতান্ ॥ ১৫

হে যজ্ঞপুরুষ! যাজ্ঞিক লোকেরা তোমার প্রীতির নিমিত্তই তোমার অংশ হইতে উৎপন্ন আমাদিগের যাগ করিয়া থাকেন, এবং আমরাও তোমার আদেশক্রমে ফল প্রদান করি। ৯।

আমাদের শরীর তোমার অংশভূত বলিয়া সেই অহঙ্কাররূপ চর্ম্ম দ্বারা আবৃত এবং তোমার অনুগ্রহেই জীবন ধারণ করিতেছি। আমরা এইক্ষণে তোমাকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া ভয়দ্রুত ব্যক্তির ন্যায় কোথায় গমন করিব? হে মাধব! যদি তোমাকেই আর না দেখিতে পাইলাম, তবে আমাদের স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে কোন প্রয়োজন নাই। ১০—১১।

দেব! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের সমস্তই বৃথা, আমরা বনবাসী হইব। নিষ্কলঙ্ক শশধর-স্বরূপ অতি শোভা সম্পন্ন ভবদীয় মুখ যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আর সুরলোকে গমন করিব না, এই স্থানেই কঠোর পরিশ্রমে ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিব। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! যদি আপনাকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমরা জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক বনবাসী হইয়া থাকিব। হে স্বভাব-

* তথা। † দৃশা। ‡ সর্ব্বান্।

* স্থানেষ্চ

ত্বদনালোকশোকৈকপারাবারে নিমজ্জতঃ।
শুভদৃষ্টিতরণ্যা নঃ সমুদ্ধর জগৎপতে॥ ১৬
এবং প্রলপতাং তত্র সর্ব্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্।
অশরীরা তদা বাণী পুনঃ প্রাদুর্বভূব হ॥ ১৭
অত্রার্থে ভোঃ সুরা যত্নং কর্ত্তুমর্হত মা বৃথা।
অদ্য প্রভৃতি দেবস্য দর্শনং দুর্লভং ভুবি॥ ১৮
অত্র স্থানেঽপি তং নত্বা তদ্দর্শনফলং লভেৎ।
স্বয়ম্ভুবোঽন্তিকং গত্বা হেতুং জ্ঞাস্যথ নিশ্চিতম্॥ ১৯
তচ্ছ্রুত্বা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণোঽন্তিকমাগতাঃ॥২০
যমানুগ্রহবৃত্তান্তমবতারঞ্চ দারুণম্।
শ্রুত্বা সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বে তে ত্রিদিবং গতাঃ॥ ২১
স তু বিদ্যাপতির্বিপ্রো রথারূঢ়ো ব্যচিন্তয়ৎ।

দয়া সাগর! আমরা অনাথ, অতি দীন, আপনার শরণাপন্ন, দয়া করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। হে জগৎপতে! আমরা আপনার অদর্শনে একান্ত শোক-সাগরে মগ্ন হইতেছি, আপনি সাক্ষাৎকার-প্রদানরূপ নৌকা দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করুন। ১২—১৬।

সেই স্থানে সকল দেবগণ এই প্রকার বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা আকাশবাণী হইল যে, ভগবান্ পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইবেন। ১৭

হে সুরগণ! এজন্য আর বৃথা যত্ন করিও না, অদ্যাবধি পৃথিবীতে ভগবদ্দর্শন দুর্লভ হইল। ১৮

এই ক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিলে তাঁহার দর্শনের-ফল প্রাপ্ত হইবে। এই ঘটনার কারণ ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত হও। ১৯

দেবগণ এই বাণী শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। ২০

তাহারা তাঁহার নিকটে যমের প্রতি অনুগ্রহ-বৃত্তান্ত ও ভগবানের দারুময়রূপে অবতার শ্রবণানন্তর সন্তুষ্টচিত্তে স্বর্গে গমন করিলেন। ২১

এদিকে সেই বিদ্যাপতি বিপ্রও রথারূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমার কার্য্য

মম কার্য্যন্তু নিষ্পন্নং যদ্দৃষ্টো নীলমাধবঃ॥ ২২
আসমন্তাৎ ক্ষেত্রমিদং পরিভ্রাম্যাবলোকয়ে॥ ২৩
অদৃষ্টপূর্ব্বং পরমং সুপুণ্যং
সঙ্কীর্ত্তনং যস্য মলাপহারি।
ক্ষেত্রোত্তমং শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যং
প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রজামি তূর্ণম্॥ ২৪
পৃথ্বীপ্রদক্ষিণফলং শতধা ভজন্তে
পর্য্যন্তি যে সকলকল্মষদার্য্যরণ্যম্।
নীলাদ্রিমণ্ডিতমিদং পুরুষোত্তমাখ্যং।
মিত্রং মমোপদিশতি স্ম সমুদ্রতীরে॥ ২৫
বিচিন্ত্যেত্থং দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ পরিবভ্রাম বৈ তদা।
ক্ষেত্রং পশ্যন্ বনৈশ্চ নানাদ্রুমগণান্বিতম্॥ ২৬
নানাপক্ষিগণাঘুষ্টং কূজদ্‌ভ্রমরগুঞ্জিতম্।
অপ্রবিষ্টার্ককিরণং ছায়াতরুগণাবৃতম্॥ ২৭
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতং লতাগুল্মোপশোভিতম্।
নানাজলাশয়াধারকূজৎসারসসঙ্কুলম্॥ ২৮

নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে হেতু নীলমাধবকে দর্শন করিয়াছি। এই ক্ষেত্রধামও চতুর্দ্দিক ভ্রমণপূর্ব্বক অবলোকন করিয়াছি। ২২—২৩।

যাঁহার নাম কীর্ত্তনে নিখিল মল ক্ষালন হয়, সেই অতিপবিত্র অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীপুরুষোত্তম নামক মহাক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিয়া অবিলম্বে গমন করিব। যাহারা নিখিল পাপবিনাশক নীলাচলশোভিত সমুদ্রতীরস্থিত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করে, তাহারা শতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফললাভ করে, ইহা আমি মিত্র-মুখে শুনিয়াছি। দ্বিজবর এইরূপ চিন্তা করিয়া নানাতরু বিশোভিত কানন ও পুরুষো-ত্তম ক্ষেত্র অবলোকন করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ২৪—২৬।

সেই মনোহর কাননে নানাবিধ পক্ষী বাস করে; কুসুমোদ্যানে সর্ব্বদা ভ্রমরঝঙ্কার শ্রুত হইয়া থাকে। তথায় ছায়া-বহুল বৃক্ষের এতই বাহুল্য যে, সূর্য্যকিরণ তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। সকল ঋতুর পুষ্প তথায় এককালে বিকসিত, স্থানে স্থানে বিবিধ লতা ও গুল্মে পরিশোভিত। তথাকার সরোবরসকল পদ্ম,

পদ্মকহ্লারকুমুদবিকচোৎপলরাজিতম্।
ন জলং তত্র কুসুম-পরিহীনং লতাদিকম্॥ ২৯
পরীত্য বেগাত্তৎ ক্ষেত্রং জগন্নাথ দ্বিজোত্তমঃ।
ধ্যায়ন্নিরশনন্দেব * প্রাপাবন্তীং দিনাত্যয়ে॥ ৩০
দূতৈরাবেদিতং পূর্ব্বং দূরস্থস্যাগতং দ্বিজাঃ।
শ্রুত্বেন্দ্রদ্যুম্ননৃপতিঃ প্রহর্ষং পরমং যযৌ॥ ৩১
তদাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ পূজয়িত্বা জনার্দ্দনম্।
বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং তস্থৌ সংহৃষ্টমানসঃ॥ ৩২
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রঃ স তু বিদ্যাপতি দ্বিজাঃ।
প্রবেশিকৈর্বেত্রহস্তৈর্দ্দৌবারিকপুরঃসরৈঃ॥ ৩৩
নির্দ্দিষ্টমার্গঃ পৌরৈশ্চানুগতঃ কৌতুকান্বিতৈঃ।
নির্ম্মাল্যমালাং নীলাখ্যমাধবস্য সুশোভনাম্॥
নিধায় পাণৌ রাজাগ্রে প্রবিবেশ ত্বরান্বিতঃ॥ ৩৪
তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ সোঽপি † সমুত্থায় বরাসনাৎ॥

কহ্লার, কুমুদ ও বিকসিত উৎপলে সুশোভিত; তথায় এমন সরোবর বা এমন লতাদি নাই, যাহাতে পুষ্প পাওয়া যায় না। ২৭—২৯

অনন্তর তিনি সেই ক্ষেত্রধামকে রথবেগে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরশনে থাকিয়া জগন্নাথের ধ্যান করিতে করিতে সায়ংসময়ে অবন্তীনগরে উপস্থিত হইলেন। ৩০

হে দ্বিজগণ! দূতগণ দূর হইতে বিদ্যাপতির এই আগমন-সংবাদ পূর্ব্বেই রাজসমীপে আবেদন করিল। ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রবণমাত্র পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং জনার্দ্দনের পূজা করিয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩২

ইত্যবকাশে সেই বিদ্যাপতিও নীলমাধবের পরম রমণীয় নির্ম্মাল্য-মালা হস্তে ধারণপূর্ব্বক দ্বারপাল পুরঃসর বেত্রধারী প্রাবেশিক পুরুষগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথে কৌতুকান্বিত পৌরজনগণের অনুগামী হইয়া সত্বর রাজাগ্রে উপস্থিত হইলেন। ৩৩। ৩৪।

নরপতিও তাঁহাকে দর্শনমাত্র সিংহাসন

প্রসীদ জগদীশেতি বদন্নন্তিকমভ্যগাৎ॥ ৩৫
অদ্য মে জীবিতং জাতং সফলং জন্ম কর্ম্ম চ॥
নির্ম্মাল্যমালাবশগং* যং পশ্যামীহ মাধবম্॥৩৬
মালাং মুকুন্দশিরসোঽনুপমপ্রমোদ-
লোভাধরীকৃতসুরদ্রুমকান্তগন্ধাম্।
অন্ধীকৃতানিলচয়াং পবন-প্রসারি-
গন্ধপ্রণাশিতজগৎকলুষাং নমামি॥ ৩৭
যৎপাদপঙ্কজগলদ্রজসোঽনুষঙ্গ-
ব্রহ্মাদয়ঃ পরমসম্পদমাপুরস্য।
বিষ্ণোঃ কলেবরসমুজ্জ্বলিতাঙ্গরাগ-
সংসক্তপুষ্পনিলয়াং প্রণতোঽস্মি মালাম্॥ ৩৮
পদ্মাং হৃৎপদ্মবসতিং সপত্নীং মা হসত্যসৌ।
বিকস্বরৈঃ সুকুসুমৈর্বিষ্ণ্বঙ্কস্থিতিগর্ব্বিতান্॥ ৩৮

হইতে সমুত্থিত হইয়া "জগদীশ প্রসন্ন হও" ইহা বলিতে বলিতে বিদ্যাপতির নিকটে আগমন করিলেন। ৩৫

অদ্য আমার জীবন, জন্ম ও কর্ম্ম সকলই সফল হইল, যেহেতু আজ এই নির্ম্মাল্য-মাল্য দর্শনেই স্বগৃহে বসিয়া মাধবকে অবলোকন করিলাম। ৩৬

আমি মুকুন্দদেবের মস্তক হইতে গৃহীত এই মালাকে প্রণাম করি, ইহার এই অনির্ব্বচনীয় অনুপম সৌরভের নিকটে কল্পপাদপের কুসুমসৌরভ অতি হেয়; বায়ুচালিত এই মাল্য-গন্ধে জগতের পাপরাশি নষ্ট হয়; এই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মধুকরনিকর ইহার সন্নিকর্ষ ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ৩৭

ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার পাদপদ্ম-রজোলাভে মহতী সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বিষ্ণুর কলেবরস্পর্শে পবিত্র এবং তদীয় অঙ্গরাগে রঞ্জিত এই মনোহর মালাকে আমি প্রণাম করি। ৩৮

লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণুর হৃদয়পদ্মে বাস করেন,—বিষ্ণুর উৎসঙ্গে থাকিয়াই তিনি কালযাপন করেন বলিয়া তাঁহার যে গর্ব্ব, তাহা এই মালা দূর করিয়াছে, কারণ এই মালাও বিষ্ণুর হৃদয়ে

* নিরশনঃ ভ্রাপ্রঃ † সোঽথ।

* বপুষং।

কুত্রস্থিতেয়মাহার্ষীৎ মহিমানং প্রগুজ্জ্বলা।
যা শ্রীনিধেঃ শরীরেঽভূৎ সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী চিরম্।
জয় নীলাদ্রিশিখরভূষণাঘপ্রদূষণ *।
প্রণতার্ত্তিহর শ্রীমংস্ত্রাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৪১
ইতি ব্রুবাণঃ ক্ষিতিপো বাষ্পগদ্‌গদয়া গিরা।
জগাম শিরসা ভূমিং স্ফুরদ্রোমাঞ্চকঞ্চুকঃ ॥ ৪২
সোঽপি বিদ্যাপতির্বিপ্রঃ ক্ষপিতাশেষকল্মষঃ।
দিব্যদেহো নৃপস্যাগ্রে ধ্যায়ন্ মাধবমাস্থিতঃ ॥ ৪৩
তেজসা সর্ব্বলোকানাং পাপানি ক্ষালয়ন্ সুধীঃ।
অনুগৃহ্লাতু দেবস্ত্বাং নীলাদ্রিশিখরালয়ঃ ॥ ৪৪
শ্রীপতেরিয়মাজ্ঞা তে ময়া রূপা প্রকাশিতা।
দ্রষ্টুং ক্ষেত্রোত্তমগতং স্বং সাক্ষান্মুক্তিদায়কম্ ॥৪৫
ইত্যুচ্চরন্নরপতেরামুমোচ গলে স্রজম্।
সোঽপ্যুত্থায় ক্ষিতিপতির্মালাং হৃদয়লম্বিনীম্ ॥
দৃষ্ট্বা মেনে শ্রিয়ঃ কান্তং সাক্ষাদ্ধৃদয়গামিনম্।
নিধায় পাণী শিরসি দরমীলিতলোচনঃ ॥ ৪৭
আনন্দাশ্রুজলক্লিন্নবদনস্তুষ্টুবে হরিম্ ॥ ৪৮

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ

জয়াখিলজগৎসৃষ্টিস্থিতিসংহারশিল্পকৃৎ।
লীলাবিশ্বস্বপুর্লোমসখা ব্রহ্মাণ্ডভারভৃৎ ॥ ৪৯
অন্তর্যামিন্নশেষাণাং প্রণতার্ত্তিহর প্রভো।
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমুকুট-কোটীরিতপদাম্বুজ ॥ ৫০
দীননাথ বিপন্নৈকসন্ততত্রাণতৎপর।
নির্ব্ব্যাজকরুণা-বারিপারাবারপরাৎপর ॥ ৫১
তদেকশরণং দীনমনাদিভ্রমনির্ভরম্।

অবস্থিতি লাভ করিয়াছিল, কুসুমসৌন্দর্য্য লক্ষ্মী হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে; আমি বোধ করি, এই মালা সপত্নীবোধে লক্ষ্মীকে উপহাস করিতে সমর্থ। এই মনোহর মালা কোথায় থাকিয়া এরূপ মহিমা লাভ করিল যে, লক্ষ্মীকান্তের শরীরে অবস্থিতিলাভ করিল; আমার বোধহইতেছে, এই মালা বহুকাল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গব্যাপিনী হইয়াছিল, নতুবা ইহার এত সৌন্দর্য্য,—এত সৌরভ, কোথা হইতে হইবে। হে নীলাচলশিরোভূষণ! হে প্রণতদুঃখ-হারিন্! লক্ষ্মীকান্ত! আমি আপনার শরণাপন্ন, আমাকে পরিত্রাণ করুন। ৩৯—৪১

এই বলিয়া বাষ্প-গদ্‌গদ-বচনে বহুবিধ বাক্যে মালাকে স্তব করিতে করিতে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া ভূমি-পতিতমস্তকে প্রণাম করিলেন। ৪২

সেই ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিও জগন্নাথ দেবের সাক্ষাৎকার লাভে নিখিল পাপ ক্ষয় করিয়াছিলেন, এমন কি দিব্যদহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি হৃদয়ে মাধবকে ধ্যান করিতে করিতে রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন; ঐ মালা রাজার নিকটে প্রদান করিয়া বলিলেন, যিনি তেজোবলে নিখিল লোকের পাপ ক্ষয় করিয়া থাকেন, সেই নীলাচল-বাসী দেব জগন্নাথ আপনার উপরে অনুগ্রহ করুন। তিনি এই মাল্যদানচ্ছলে আপনাকে সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা মহাক্ষেত্র পুরুষোত্তমে অবস্থিতি নিজস্বরূপ দেখিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিয়াছেন,—"এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ভূপতির গলদেশে সেই মালা পরাইয়া দিলেন। রাজাও ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত হৃদয়-বিলম্বিত সেই মালা-দর্শনে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-কান্তকে হৃদয়গত মনে করিলেন এবং মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুধারা আপ্লুত-বদন এবং ঈষৎ নিমীলিত-চক্ষু হইয়া জগন্নাথকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৩—৪৮।

ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—হে প্রভো! জগন্নাথ! আপনার জয় হউক, আপনি নিখিল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা, আপনার লোমকূপে লীলার নিমিত্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, এবং আপনি সেই ভার আপনাতে ধারণ করিতেছেন। আপনি নিখিল লোকের অন্তর্যামী, আপনি প্রণতগণের আর্ত্তি হরণ করিয়া থাকেন। আপনার পাদপদ্ম ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ও রুদ্রদেবের মুকুটপ্রভায় বিচিত্র শোভা ধারণ করে। হে পরাৎপর! আমি জানি, আপনি অকপট দয়ার সাগর, আপনি দীন, অনাথ বিপন্ন ব্যক্তিদিগের রক্ষণে সর্ব্বদা ব্যস্ত। হে

* ভূষণাদ্যপ্রদূষণ, ইত্যাদর্শপাঠঃ।

পরিত্রাহি জগন্নাথ ভক্তাবিরতবৎসল ॥ ৫২
ইতি স্তুবন্নরপতিঃ স্বাসনে সমুপাবিশৎ।
গৃহমেধিব্রহ্মচারিযতি-বৈখানসৈর্বৃতঃ ॥ ৫৩
অষ্টাদশসু বিদ্যাসু কুশলৈর্যজ্ঞভিৰ্দ্বিজৈঃ।
মৌনৈঃ স্থবিরভৃত্যৈশ্চ সার্দ্ধং মন্ত্রিপুরঃসরৈঃ ॥৫৪
বিদ্যাপতিং পূজয়িত্বা বহুমানপুরঃসরম্।
উপবেশ্যাগ্রতঃ পীঠে পৃষ্ট্বা কুশলমাদিতঃ ॥ ৫৫
পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্য বিষ্ণোর্নীলাশ্মবর্ষণঃ।
মহিমানং স্বরূপঞ্চ পপ্রচ্ছাবহিতো মুদা ॥ ৫৬
ব্রাহ্মণঃ ক্ষিতিপেনাসৌ পৃষ্টোঽনুভবমাত্মনঃ।
ভিন্নদ্বীপপ্রবেশাদি মজ্জনান্তং সরিৎপতেঃ।
ক্ষেত্রোত্তমস্য বৃত্তান্তং কথয়ামাস বিস্তরাৎ ॥ ৫৭
নীলাদ্রিরোহণং নীলমাধবস্য চ দর্শনম্।
স্নানঞ্চ রৌহিণে কুণ্ডে মহিমানং বটস্য চ ॥ ৫৮
নৃসিংহাদ্যষ্টশম্ভূনাং শক্তীনামষ্টসংস্থিতিম্।

জগন্নাথ! আমিও একজন দীন, এবং চিরদিন মোহে আচ্ছন্ন; আপনি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। হে ভক্তবৎসল! দয়া করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। ৪৯—৫২। নরপতি এইরূপে স্তব করত গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, যতি ও বৈখানসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন ৫৩

মহারাজের সমীপে অষ্টাদশবিধ বিদ্যায় পারদর্শী যাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণ, মুনিগণ, মন্ত্রী, বৃদ্ধ ভৃত্য প্রভৃতি পরিজন সকল উপস্থিত ছিল, তাহারাও মহারাজকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। মহারাজ বিদ্যাপতিকে বহুসম্মানপূর্ব্বক পূজা করিয়া সম্মুখবর্ত্তী পীঠে উপবেশন করাইলেন এবং কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরমানন্দে একান্তচিত্তে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের ও বিষ্ণুর মণিময় নীল মূর্ত্তির মহিমা ও স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ৫৪—৫৬

মহারাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রাহ্মণ, যেরূপ দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বলিলেন, নীলপর্ব্বতে আরোহণ, নীলমাধবের দর্শনব্যাপার, রৌহিণ-কুণ্ডে স্নান, অক্ষয়বটের মহিমা, নৃসিংহাদি অষ্ট শম্ভু

রথেণাক্রমণাদ্দৃষ্টৌ ক্ষেত্রস্যায়ামবিস্তরৌ ॥ ৫৯
তচ্ছ্রুত্বা চিত্রমতুলং তৈর্থিকাবেদিতং পুরা।
সম্প্রতীতো হৃষ্টমনা পুনস্তং ক্ষিতিপোঽব্রবীৎ

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।

শ্রুতপূর্ব্বং তু ভগবংস্ত্বত্তোঽশ্রৌষং সুদুর্লভম্।
ক্ষেত্রোত্তমং দ্বিজশ্রেষ্ঠ সাম্প্রতং বর্ণয়স্ব মে।
নীলেন্দ্রমণিমূর্ত্তেস্তু বিষ্ণোরূপং যথাতথম্ ॥ ৬১

বিদ্যাপতিরুবাচ।

হন্ত তে বর্ণয়িষ্যামি দিব্যাং মূর্ত্তিং জগৎপতেঃ।
যাং চর্ম্মচক্ষুষা দৃষ্ট্বা জায়তে মুক্তিভাজনং ॥ ৬২
নীলেন্দ্রমণিপাষাণময়ী মূর্ত্তিঃ পুরাতনী।
যাঽহং ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্র-পুরোগৈরর্চ্চিতা সুরৈঃ ॥ ৬৩
আরোপিতেয়ং দিব্যা স্রক্ পূজায়াং হি সুপর্ব্বভিঃ
সেয়ং ন ম্লায়তি নৃপ ন চ গন্ধেন রিচ্যতে ॥ ৬৪

ও অষ্টশক্তির কথা এবং রথে আরোহণ করিয়া সেই মহাক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার যাহা দেখিয়াছিলেন, প্রবেশ হইতে সমুদ্রে মজ্জন পর্য্যন্ত তৎসমস্তই রাজার নিকটে বর্ণন করিলেন। রাজা তীর্থযাত্রীর নিকটে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণের মুখে বিচিত্রব্যাপার শ্রবণ করিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। তিনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার মুখে এই যে অতি দুর্লভ পবিত্র ক্ষেত্রের কথা শ্রবণ করিলাম, পূর্ব্বেও ইহা আমি শুনিয়াছিলাম। হে দ্বিজবর! শুনিয়া এখনও আমার আশা মিটে নাই; আপনি পুনর্ব্বার বর্ণন করুন। বিষ্ণুর ইন্দ্রনীল-মণিময়-মূর্ত্তির কথা পুনরপি যথাযথভাবে কীর্ত্তন করুন। ৫৭—৬১।

(বিদ্যাপতি কহিলেন) হে রাজন্! আমি সেই জগৎপতির অত্যাশ্চর্য্য দিব্য মূর্ত্তি বর্ণন করিতেছি, চর্ম্মচক্ষু দ্বারা ঐ মূর্ত্তি দর্শনে মুক্তিভাজন হওয়া যায়। উহা নীলেন্দ্রমণি দ্বারা নির্ম্মিত ও অতি পুরাতনী এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অহরহঃ অর্চ্চিতা হইতেছেন। ৬২।৬৩

এই যে স্বর্গীয়মালা দেখিতেছ, ইহা দেবগণ কর্ত্তৃক নীলমাধবের পূজায় প্রদত্ত হইয়াছিল। এই নিমিত্তই ইহা ম্লান বা গন্ধবিহীন হয়

দিনে বহুবিধে যাতে যদৃশী প্রশ্নরোত্তথা।
দিব্যোপহারনির্ম্মাল্য-ভক্ষণাৎ ক্ষীণকল্মষম্।
মাং ন পশ্যসি কিং রাজন্নতিমানুষবর্চ্চসম্॥ ৬৫
সকৃদপ্যশনাদস্য ক্ষুৎপিপাসা বলক্ষয়াঃ।
ন বাধন্তে নৃপশ্রেষ্ঠ দৃষ্টেনাদৃষ্টকল্পনম্॥ ৬৬
ভুক্তির্মুক্তিশ্চ যে তত্র রাজেন্দ্র যুগপৎ স্থিতে।
ন জরারোগশোকাদিদুঃখং ন চ হি বিদ্যতে॥৬৭
যত্র সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ প্রসন্নবদনো বিভুঃ।
ফুল্লেন্দীবরপত্রাক্ষঃ প্রসন্নোঽমৃতমুক্তিদঃ॥ ৬৮
ইতি উৎকলখণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।

জন্ম প্রভৃতি তত্র ত্বং ন প্রয়াতৌ দ্বিজোত্তম।
কথং বিদ্যাদ্ভবান্ দিব্যবৃত্তান্তং পুরুষোত্তমে॥১

বিদ্যাপতি রুবাচ।

অত্র স্থিতোঽহং সায়াহ্নে ভগবন্তমুপাগমম্।
তস্মিন্ কালে দিব্যগন্ধো ববৌ চ শিশিরোমরুৎ॥
উদ্যতঃ সঙ্কুলঃ শব্দঃ শ্রূয়তে স্ম বিয়ৎপথে।
ক্রমাদ্যাহি প্রযাহীতি স তু বর্ণময়ঃ স্বনঃ॥ ৩
দিবিষ্ঠানাং পতৎপুষ্প-বৃষ্ট্যাচ্ছাদিতপর্ব্বতঃ।
সমাগতোঽভূৎ সান্নিধ্যে বৈকুণ্ঠস্য মহীপতে॥ ৪
বীণাবেণুমৃদঙ্গানাং চর্চ্চরীণাঞ্চ নিস্বনঃ।
অভূতপূর্ব্বস্তত্রাসীদ্দিব্যগানবিমিশ্রতঃ॥ ৫
সহস্রমুপচারাণাং প্রীতয়ে পরমেশিতুঃ।
দেবৈঃ সমর্পিতং তত্র মনুষ্যাদৃষ্টপূর্ব্বকম্॥ ৬
সম্পূজ্য বিধিবদ্দেবং করমাত্রোপলক্ষিতাঃ।
জয়পূর্ব্বৈশ্চ তং স্তোত্রৈঃ সন্তোষ্য মধুসূদনম্॥৭
যথাগতং তে ত্রিদশাঃ প্রযযুস্ত্রিদশালয়ম্।
তেষু যাতেষু শবরঃ সখা বিশ্বাবসুর্মম॥ ৮

নাই। অনেক দিন হইয়াছে, তথাচ সৌরভ বা সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ৬৪

হে রাজন্! আমাকে দেখিতেছেন না যে, দিব্য নির্ম্মাল্য-ভক্ষণে নিষ্পাপ হইয়া মানবাতিরিক্ত তেজোলাভ করিয়াছি। হে নৃপবর! জীবেরা এই নির্ম্মাল্য একবার ভক্ষণ করিলে বলক্ষয়, ক্ষুধা ও পিপাসা প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয় না। ইহাকে দর্শন করিলে অদৃষ্ট জন্মে। হে রাজেন্দ্র! এই নির্ম্মাল্য ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই এককালে প্রদান করিতেছেন। বস্তুতঃ জরা রোগ শোক প্রভৃতি দুঃখ-পরম্পরা উহাদ্বারা বিনিষ্ট হইয়া যায়। অধিক কি বলিব, প্রফুল্ল ইন্দীবরপত্রাশতুল্য নেত্রশালী শরণাগত ব্যক্তিদিগের মুক্তিদাতা সাক্ষাৎ জগন্নাথ উহাতে প্রসন্নবদনে প্রভুত্ব করিতেছেন। ৬৫—৬৮।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন—দ্বিজবর! আপনি ত জন্মাবধি আর কখন সেখানে যান নাই; ঐ একবার গিয়াই অল্পদিনের মধ্যে পুরুষোত্তমের দিব্য অদ্ভুত বৃত্তান্ত সকল যে রূপে জানিলেন, তাহা আমরা নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। বিদ্যাপতি কহিলেন,—মহারাজ! আমি একবার গিয়াই তথাকার ঘটনা সমস্ত জানিয়াছি, তথায় উপস্থিত হইয়া আমি সন্ধ্যাকালে ভগবানের নিকটে গমন করিলাম, তখন তথায় স্বর্গীয় গন্ধশালী সুশীতল বায়ু বহিতেছিল। আকাশপথে "যাও, যাও" এই প্রকার ধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছিল। হে মহীপতে! দেখিলাম,—তখন দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সেই নীলাচলকে ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং ক্রমে তাঁহারা বৈকুণ্ঠনাথের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্বর্গীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল; সেই অপূর্ব্ব গীতবাদ্য আমারণ জন্মে কখনও দেখি নাই। দেবগণ পরমেশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত সহস্র উপচার প্রদান করিলেন; আমার বোধ হয়, সেরূপ উপচার মনুষ্যের কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ১—৬।

তাহার পরে দেবগণ সেই মধুসূদন জগন্নাথের যথাবিধি পূজা, জয়ধ্বনি ও স্তব পাঠ দ্বারা সন্তোষ সাধন করিয়া স্বর্গধামে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে

দিব্যোপহারভোজ্যানি মাল্যঞ্চৈতৎ দদৌ মম।
অনর্ঘ্যমেতদম্লানং শ্রীরামসুখদায়কম্ ॥ ৯
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং যোগ্যং তেনাশ্রুতং ময়া।
শৃণুষ্ব তস্য সংস্থানং বিষ্ণোর্ম্মৎ ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ১০
অপূর্ব্বশিল্পনৈপুণ্যং রূপকান্ত মনোহরম্।
ন ভূমিজন্মনা পুংসা শক্যতে গদিতুং হি তৎ ॥ ১১
ত্বদ্ভাগ্যপৌরুষাভ্যাং তল্লক্ষিতং কথয়ামি তে।
সমন্তাদ্গহনাকীর্ণং ক্ষেত্রং নীলাদ্রিনাভিকম্ ॥ ১২
আয়ামবিস্তৃতিভ্যাঞ্চ বিখ্যাতং ক্রোশপঞ্চকম্।
তীর্থরাজস্য বেলায়াং স্বর্ণবালুকয়াবৃতম্ ॥ ১৩
অদ্রেঃ শৃঙ্গে মহানুচ্চৈঃ কল্পস্থায়ী বটো মহান্।
ক্রোশায়তপুষ্পফলবর্জ্জিতঃ পল্লবোজ্জ্বলঃ ॥ ১৪
সূর্য্যাপক্রমণে তস্য ছায়া নাপক্রমত্ত বৈ।
তস্য পশ্চাৎপ্রদেশে হি কুণ্ডং রোহিণসংজ্ঞকম্ ॥ ১৫
জলোদ্গমান্নীলদৃষদারোহণবিভূষিতম্।
বহিঃস্ফটিকবেদীভিশ্চতুর্দিক্ষু পরাবৃতম্ ॥ ১৬
অঘসঙ্ঘাপহারদ্ভিরাভিঃ পূর্ণং মনোহরম্।
তৎপূর্ব্ববেদিকামধ্যে ন্যগ্রোধচ্ছায়শীতলে ॥ ১৭
ইন্দ্রনীলময়ো দেব আস্তে চক্রগদাধরঃ।
একাশীত্যঙ্গুলমিতঃ স্বর্ণপদ্মোপরিস্থিতঃ ॥ ১৮
অষ্টমীচন্দ্রশকলশোভাবিজয়িভালভূঃ।
স্মেরেন্দীবরযুগ্মশ্রীধিক্কারোদ্যতলোচনঃ ॥ ১৯
অনেনামৃতভানূদ্যৎসন্তাপত্রয়মোচনঃ।
নাসাপুটদ্বয়োদ্ভাসিতিলপুষ্পপ্রশোভনঃ ॥ ২০
বপুষোঽশ্মময়ত্বেঽপি সুস্মিতস্নপিতাধরঃ।
হাসসংফুল্লগণ্ডাভ্যাং রুচিরং চিবুকং হনুঃ ॥ ২১
অনন্যপূর্ব্বঘটিতং সৃক্কিণীযুগমঞ্জসা।
হাসনিম্নাধরৌ গণ্ডৌ চিবুকং সৃক্কিণী শুভে ॥ ২২

আমার সখা সেই বিশ্বাবসু শবর স্বর্গীয় খাদ্যসামগ্রী এবং এই মালা, আমাকে উপহার দিলেন। এই মালা কখন ম্লান হয় না ইহার মূল্য নিরূপণ করিতে পারা যায় না। ইহাতে শ্রী ও রাজ্যসুখলাভ হইয়া থাকে এই মালা অলক্ষ্মীপাপরাক্ষস নিপাত করিতে সমর্থ। এক্ষণে বিষ্ণু যে মনোহর ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন, তাহার পরিচয় শুনুন,—সেই পুরুষোত্তমের ক্ষেত্রের শিল্পচাতুরী অতি অপূর্ব্ব, সেই শ্রীক্ষেত্রের অবয়ব অতি মনোহর, মর্ত্ত্যবাসী মানব তাহা বর্ণন করিতে, এমন কি ভাল করিয়া দেখিতেও অসমর্থক; আমি আপনার ভাগ্য এবং পুরুষকারবলে তাহা দেখিতে সমর্থ হইয়াছি, এক্ষণে আপনার নিকটে তাহার পরিচয় দিতেছি; সেই ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে গহনকানন, মধ্যে সেই নীলগিরি সেই ক্ষেত্রের নাভির মত শোভা পাইতেছে। ৭—১২।

ঐ ক্ষেত্র দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে পাঁচ ক্রোশ, উহা পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রতীর স্বর্ণবালুকায় পূর্ণ। আর ঐ নীলগিরির শৃঙ্গে বৃহৎ এক আকল্পস্থায়ী বটবৃক্ষ; ঐ বৃক্ষের পরিমাণ একক্রোশ; উহাতে ফল পুষ্প কিছুই নাই, কেবল বহুতর পল্লবে পরিপূর্ণ এবং সেই কারণে দেখিতে মনোহর। সূর্য্যদেবের গতিবিধি অনুসারে উহার ভাল ছায়ার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। ঐ বৃক্ষের পশ্চাৎ দিকে রৌহিণ নামক এক কুণ্ড। ঐ কুণ্ডে নামিবার সোপান নীলকান্তমণি নির্ম্মিত; ঐ সোপান কুণ্ডের তলদেশ পর্য্যন্ত বিদ্যমান। ঐ কুণ্ডের উপরে চারিদিকে স্ফটিকমণিময় বেদী, ঐ কুণ্ড পাপহারী সলিলে পূর্ণ; ঐ কুণ্ডের বটচ্ছায়া সুশীতল পূর্ব্ব বেদিকার মধ্যভাগে দেব চক্র-গদাধর বিরাজিত আছেন, তাঁহার মূর্ত্তি ইন্দ্র-নীলমণিময়, তাহার পরিমাণ একাশীতি অঙ্গুলি, স্বর্ণপদ্মের উপরে তিনি অবস্থান করিতেছেন। ১৩—১৮।

তাঁহার ললাটশোভার নিকট অষ্টমী চন্দ্রখণ্ড পরাজিত; তাঁহার নয়নযুগল বিকসিত একজোড়া ইন্দীবরকে ধিক্কার দিতে উদ্যত; তাঁহার মুখসুধাকরদর্শনে ত্রিপাপের শান্তি হয়, সেই ভগবানের নাসিকাদ্বয় তিলফুলের ন্যায় সুশোভন। তাঁহার শরীর পাষাণময় হইলেও অধর হাস্যমাখা, গণ্ডযুগল হর্ষোৎফুল্ল, চিবুক ও হনু অতি মনোহর; ওষ্ঠের দুই প্রান্তভাগের অপূর্ব্ব সুগঠন· গণ্ডদ্বয়ের নিম্নভাগ হাস্যকারণ

বহুন্নিদর্শনং দেবো বিশ্বকর্ম্মাদিশিল্পিনাম্।
মকরাস্যকর্ণভূষা-শোভিশ্রুতিযুগেন সঃ ॥ ২৩
গুরুভার্গবয়োর্মধ্যে পূর্ণচন্দ্রোপহাসকঃ।
গ্রৈবেয়শোভাজনক-কণ্ঠদেশেন পশ্যতাম্ ॥ ২৪
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খস্য মুক্তাজন্মাভিশঙ্ককৃৎ।
পীনায়তস্কন্ধযুগজানুদীর্ঘচতুর্ভুজঃ ॥ ২৫
স্বচ্ছনির্ম্মলহারোপশোভকোরঃস্থলো বিভুঃ।
ধত্তে চতুর্দ্দশজগদ্দিব্যকৌস্তুভবিম্বিতম্ ॥ ২৬
নিম্ননাভিহ্রদাবিষ্ট-তনুরোমালিমঞ্জুলঃ।
হারং ত্রিবলিমধ্যেন স্থাণুত্বপরিণামকঃ ॥ ২৭
সুরত্নমেখলাদাম্না কিঙ্কিণীমৌক্তিকস্রজা।
জগল্লাবণ্যপুটকে স্থিতৌ দেবস্য শোভতঃ ॥ ২৮
জঘনালম্বিমুক্তাস্রক্ পীতচেলোপশোভিতঃ
জঙ্ঘাস্তম্ভযুগং মোক্ষমাঙ্গলতোরণাশ্রয়ম্ ॥ ২৯

বৃত্তানুপূর্ব্বজানুভ্যাং মালয়াপ্রপদীনয়া।
রত্নাঢ্যবলয়াভ্যাং চ শোভেতে চরণৌ বিভোঃ ॥
হারকঙ্কণকেয়ূরমুকুটাদ্যৈরলঙ্কৃতম্।
জ্ঞানাহঙ্কারকৈশ্বর্য্য-শব্দব্রহ্মাসি কেশবঃ ॥ ৩১
চক্রপদ্মগদাশঙ্খ-পরিণামানি ধারয়ন্।
সর্ব্বাশাদ্যোতকো দেবো নীলাদ্রেরুপরিস্থিতঃ ॥৩২
ভক্ত্যা প্রণম্য দৃষ্ট্বা যং দেহবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।
বামপার্শ্বগতা লক্ষ্মীরাশ্লিষ্টা পদ্মপাণিনা ॥ ৩৩
বল্লকীবাদনপরা ভগবন্মুখলোচনা।
সর্ব্বলাবণ্যবসতিঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা ॥ ৩৪
তাবপশ্যং হি জগতঃ পিতরাবচলস্থিতৌ।
তূষ্ণীম্ভূতৌ স্মেরদৃশানুগৃহ্নন্তৌ চ পশ্যতঃ ॥
সজীবৌ তাবববুধং (?) ভো দীনানুগ্রহকারণাৎ।
ছত্রীভূতফণাবৃন্দঃ শেষঃ পশ্চাদবস্থিতঃ ॥ ৩৬
অগ্রে ব্যবস্থিতং দৃষ্টং বপুর্বিভ্রৎ সুদর্শনম্।

ন্যুব্জভাব ধারণ করিয়াছে। দেব জগন্নাথ বিশ্বকর্ম্মাদি শিল্পিবর্গের সুশিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন· তাঁহার কর্ণযুগল মকরমুখ কর্ণভূষণে শোভিত। ১৯—২৩।

বৃহস্পতি এবং শুক্রের মধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের শোভা তাঁহার নিকট পরাজিত। তাঁহার কণ্ঠদেশে মনোহর গ্রীবাভূষণ, এক হস্তে তিনি মুক্তাভ্রমকারী মনোহর দক্ষিনাবর্ত্তশঙ্খ ধারণ করিতেছেন। তাঁহার চারি বাহু অজানু-লম্বিত, স্কন্ধযুগল অতি পীন ও আয়ত। প্রভুর বক্ষঃস্থলে মনোহর সুনির্ম্মল হার শোভা পাইতেছে। প্রভুর গলে দিব্য কৌস্তুভমণি, তাহাতে চতুর্দ্দশজগতের মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত। তাঁহার গভীর নাভি-হ্রদে সূক্ষ্ম রোমাবলী সুশোভমান। তাঁহার কণ্ঠস্থিত হার ত্রিবলির মধ্যভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। প্রভু জগন্নাথ দেব স্থাণুর মত অচলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রভুর স্ফিক্‌দ্বয়, ত্রিজগতের লাবণ্যের খনি এবং উত্তমরত্নময় কাঞ্চীদাম ও মুক্তা নির্ম্মিত কিঙ্কণী মালায় সুশোভিত। ২৪—২৮

পরিধানে পীতবসন, মুক্তামালা জঘন পর্য্যন্ত বিলম্বিত। তাঁহার মনোহর জানুযুগল স্তম্ভযুগলের ন্যায় সুশোভন, মোক্ষদ্বারের মঙ্গলতোরণবৎ প্রতীয়মান। প্রভুর চরণদ্বয় আনুপূর্ব্বিক গোলাকার জানুযুগলে পদপর্য্যন্ত-লম্বী মাল্যে এবং রত্নবলয়ে অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রভুর শরীরে হার, কঙ্কণ, কেয়ূর ও মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কারে সুশোভিত। হস্তচতুষ্টয়ে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-রূপ পরিণত জ্ঞান, অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্য এবং বেদ-রাশি ধারণ করিতেছেন। দেব জগন্নাথ এই-রূপে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া নীলাচলের উপরিভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলে জীব দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। প্রভুর বাম-পার্শ্বে লক্ষ্মী দেবী পদ্মহস্তে তাঁহাকে আলি-ঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। ২৯—৩৩।

সর্ব্বপ্রকার লাবণ্যের আধার দেবী ক্ষীরোদ নন্দিনী সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ভগ-বানের মুখে নয়ন নিক্ষেপপূর্ব্বক বীণাবাদন করিতেছেন। দেখিলাম, জগতের মাতা-পিতা সেই নীলাচলে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করত স্মেরনয়নে দর্শকবৃন্দকে অনুগৃহীত করিতেছেন তাহার পশ্চাদ্ভাগে অনন্ত নাগ ফণাসমূহ ছত্রাকার করিয়া রহিয়াছেন। ভগবানের

কৃতাঞ্জলিপুটং তস্য পশ্চাদ্‌গরুড়মাস্থিতঃ॥ ৩৭
এবমদ্ভুতরূপং তং দৃষ্ট্বা সাক্ষাৎ শ্রিয়ঃপতিম্।
চেতোরজ্জুভিরাকৃষ্টমিব তত্রৈব ধাবতি॥ ৩৮
অনেকজন্মসাহস্রৈঃ স্বকর্ম্মাণ্যর্জিতানি চেৎ।
যুগপৎ পরিপক্কানি যস্যাসৌ তং হি পশ্যতি॥ ৩৯
তীর্থস্নানতপোহোমবেদদানব্রতৈরপি।
নালমালোকিতুং মর্ত্ত্যাস্তাদৃশং পুরুষোত্তমম্॥ ৪০
যে নীলমূর্ত্তিং বিমলাম্বরাভং
ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষোত্তমস্থম্।
তে ক্ষীণবন্ধাঃ প্রবিশন্তি বিষ্ণোঃ
পুরং হি যৎপ্রাপ্য ন শোচতীহ॥ ৪১
বিদ্যাভিরষ্টাদশভিঃ প্রণীতং
নানাবিধং কর্ম্মফলং নৃণাং যৎ।
একত্র তৎসর্ব্বমমুষ্য বিষ্ণোঃ
সন্দর্শনস্যেতি শতাংশমানম্॥ ৪২
কিমত্র বাচ্যং ত্বধিকং ক্ষিতীন্দ্র
পুংসো মতির্যাবদুপৈতি কামান্।
লভেত নীলাদ্রিপতিং প্রণম্য
ততোঽধিকং ক্ষেত্রভুবো মহিম্না॥ ৪৩
স এব দাতা ক্রতুভিঃ স যষ্টা
সত্যপ্রবক্তা স তু ধর্ম্মশীলঃ।
সর্ব্বৈর্গুণৈঃ সর্ব্বভবৈর্ব্বরিষ্ঠো
নীলাদ্রিনাথঃ খলু যেন দৃষ্টঃ॥ ৪৪॥
তত্র যে সেবকাঃ সন্তি মাধবস্য জগৎপতেঃ।
তেভ্যঃ সকাশান্মাহাত্ম্যমিদং জ্ঞাতং ময়া নৃপ॥
তস্মিন্ পরম্পরায়াতমাদিসৃষ্টেঃ পুরাতনম্।
প্রসিদ্ধমিদমাখ্যানং শ্রোতা তত্র গতো হ্যহম্॥৪৬
ত্বদাজ্ঞয়া তত্রগত্বা দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
নিবেদিতং তে রাজেন্দ্র যথেচ্ছসি তথা কুরু॥৪৭
ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।
আপ্তবাক্যাদ্ভগবতঃ শ্রুত্বা রূপমঘাপহম্।

পশ্চাদ্‌ভাগে গরুড় কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতেছে। এইরূপ অদ্ভুত রূপসম্পন্ন সাক্ষাৎ শ্রীপতিকে দর্শন করিলে দর্শকের চিত্ত যেন রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই দিকেই ধাবিত হয়। ৩৪—৩৮।

বিদ্যাপতি কহিলেন, যে ব্যক্তি বহুসহস্র জন্মাবধি স্বীয় সৎকর্ম্মজন্য পুণ্যসঞ্চয়পূর্ব্বক তাহার পরিণামফল এককালে লাভ করিয়াছেন, তিনিই সেই নীলমাধবকে দর্শন করিতে পারেন। ৩৯

নতুবা তীর্থস্নান, তপস্যা, হোম, বেদ, দান, ব্রত প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়াও মর্ত্ত্যবাসিলোকেরা তাদৃশ পুরুষোত্তমকে অবলোকন করিতে সমর্থ হন না। ৪০

যাহারা সেই পুরুষোত্তমে অবস্থিত নির্ম্মল-গগনের ন্যায় নীলমূর্ত্তি বিষ্ণুকে ধ্যান করে, তাহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-পুরে গমন করত শোকশূন্য হইয়া অবস্থান করে। অষ্টাদশবিধ শাস্ত্রে মনুষ্যদিগের কর্ম্মফল যাহা উক্ত হইয়াছে; সেই সমগ্র কর্ম্মফল,—একত্র তুলনা করিলে বিষ্ণুসন্দর্শনজনিত ফলের শতাংশের একাংশের সমান হয়, কিনা। সন্দেহ)। মহারাজ! অধিক আর কি বলিব, শ্রীক্ষেত্রের মহিমা বড়ই অদ্ভুত; মানবগণ তথায় গিয়া সেই নীলাচলের অধিদেব জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া ইচ্ছার অধিক সম্পদ্ লাভ করে। ৪১—৪৩।

যিনি সেই ভগবান্ নীলাচলনাথকে দেখিতে পাইয়াছেন, তিনিই দাতা; বিবিধ যজ্ঞকর্ত্তা, সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। এমন কি সর্ব্বগুণে গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হন। রাজন্! তথায় জগৎ-পতি মাধবের যে সকল সেবক আছেন, তাঁহা-দের নিকট তাঁহার এই মহিমা, আমি অবগত হইয়াছি, তথাকার লোকপরম্পরাগত আদি হইতেও পুরাতন এই প্রসিদ্ধ উপাখ্যান শুনি-বার নিমিত্ত আমি তথায় গিয়াছিলাম। হে রাজেন্দ্র! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে তথায় গিয়া শ্রীপুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া আসিয়া নিবেদন করিলাম; এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন। ৪৪—৪৭

ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, হে ভগবান্! আমি আপ্তমুখে ভগবানের—পাপনাশক রূপ শ্রবণ

কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবন্ দিব্যনির্ম্মাল্যসঙ্গমাৎ ॥
বহুজন্মস্বর্জ্জিতানি ক্ষীণানি দুরিতানি মে।
অধিকারী ত্বহং জাতো দর্শনে শ্রীপতেরিহ ॥ ৪৯
সর্ব্বাত্মনাহং যাস্যামি রাজ্যেন সুসমৃদ্ধিনা।
তত্র বাসং করিষ্যামি পুরদুর্গাণি চৈব হি ॥ ৫০
ক্রতুনা হয়যজ্ঞেন যজ্ঞো প্রীত্যৈ মুরদ্বিষঃ।
শতোপচারৈঃ শ্রীনাথং পূজয়িষ্যে দিনে দিনে ॥
ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ প্রীণয়িষ্যে জগদ্গুরুম্।
বাক্যামৃতেন সন্তপ্তং যথা মামভিষেক্ষ্যতি।
দীনানুকম্পী ভগবান্ সাক্ষান্নারায়ণো বিভুঃ ৫২
এবং স শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা সংস্তুতে যাবদীশ্বরম্।
নারদস্তত্র সংপ্রাপ্তো ভুবনালোককৌতুকী ॥
তমায়ান্তং ঋষিং দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবাগ্র্যং বিধেঃ সুতম্।
আশশংস স্বকার্য্যস্য সিদ্ধিং নরপতিস্তদা ॥ ৫৪

এবং এই দিব্য নির্ম্মাল্য ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম, আমার বহুজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনিষ্ট হইল, আমি এখন সেই শ্রীপতিকে দর্শন করিবার অধিকারী হইলাম ।৪৮।৪৯

অতএব আমি সম্পূর্ণ যত্নসহকারে রাজোচিতসমৃদ্ধিসহায় দ্বারা সেই স্থানে যাইয়া দুর্গ ও পুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিশ্চয়ই বাস করিব। সেই মুরারির প্রীতির নিমিত্ত অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক প্রতিদিন শত শত উপচার দ্বারা পূজা করিব। ৫০।৫১

দীনদয়াবান্ প্রভু ভগবান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ যাহাতে আমাকে বাক্যামৃতে পরিতৃপ্ত করেন,—আমি অসীম সংসারতাপে দগ্ধ—যাহাতে আমাকে বচনসুধা-সেচনে শীতল করেন, তাহার নিমিত্ত আমি ব্রত-উপবাসাদি কঠিন নিয়মে সেই জগদ্গুরুকে সন্তুষ্ট করিব। ৫২

ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের স্তব করিতেছেন, এমন সময়ে ভুবনদর্শনে কৌতুকাক্রান্ত নারদ ঋষি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ৫৩

নরপতি তদানীং সেই বৈষ্ণবপ্রধান ব্রহ্মতনয় ঋষিকে সমাগত দেখিয়া স্বকীয় কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনায় আশ্বাসিত হইলেন ॥ ৫৪

উত্থায় সহসা বিপ্রঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কৈঃ।
বরাসনস্থং প্রণতঃ প্রোবাচেদং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৫৫

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।

অদ্য মে সফলা যজ্ঞা দানমধ্যয়নং তপঃ।
যন্মে গৃহং সমাগচ্ছদ্ দ্বিতীয়া ব্রহ্মণস্তনুঃ ॥ ৫৬
কৃতার্থো যদ্যপি মুনে আগতানুগ্রহাত্তব।
তথাপি ত্বৎপ্রসাদায় কিমাজ্ঞাং করবাণি তে ॥ ৫৭
কিং প্রয়োজনমুদ্দিশ্য ভবনং মে পবিত্রিতম্ ॥ ৫৮

জৈমিনিরুবাচ।

শ্রুত্বা নৃপতের্বাক্যং ভক্তিপ্রশ্রয়কোমলম্।
উবাচ ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ স্মিতপূর্ব্বং মহীপতিম্ ॥ ৫৯

নারদ উবাচ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপশ্রেষ্ঠ বিমলৈস্ত্বদ্গুণোৎকরৈঃ।
প্রীণিতা দেবতা সিদ্ধা মুনয়ো ব্রহ্মণা সহ ॥ ৬০
স্বপ্রতিষ্ঠা পৃথগ্‌যোগ্যা গুণা একৈকশস্তব।
ব্রহ্মণঃ সদনে স্থিত্যৈ পর্য্যাপ্তাস্ত সমাহিতাঃ ॥ ৬১

হে দ্বিজগণ। রাজা সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নারদ মুনিকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা পূজা করিলেন, মহর্ষি বরাসনে সমাসীন হইলে রাজা প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—আজি আমার যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা, সমস্তই সফল হইল;—যেহেতু দ্বিতীয় ব্রহ্মমূর্ত্তি—আজ আমার গৃহে উপস্থিত। ৫৫।৫৬

হে মুনে! যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক আগমন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন, তবে আপনার প্রসন্নতার নিমিত্ত কি আজ্ঞা সম্পন্ন করিব, তাহা বলুন। আপনি কি প্রয়োজন বশতঃ আমার এই ভবন পবিত্র করিলেন? ৫৭ ৫৮

জৈমিনি বলিলেন,—ব্রহ্মপুত্র নারদ নৃপতির সেই বিনয়-ভক্তি-কোমল বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন! আপনার বিমল গুণসমূহের কথা জানিতে পারিয়া সিদ্ধ, মুনি ও দেবগণ, এমন কি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। আপনার গুণসমূহের—প্রত্যেকটীই স্বয়ং প্রতিষ্ঠা লাভের উপযুক্ত সমুদয়ের ত কথাই নাই,

অবতীর্ণো নরং দ্রষ্টুং তিষ্ঠন্তং বদরাশ্রমে।
তদ্ধ্যানাবসরে জ্ঞাতো ব্যবসায়স্তবেদৃশঃ॥ ৬২
সাধু ব্যবসিতং রাজন্ যতেহভূদ্বুদ্ধিরীদৃশী।
সহস্রজন্মস্বভ্যাসাদ্ভক্তির্ভবতি ভূপতে।
নীলাচলগুহাবাসে মাধবে জগতাং ধরে (ব)॥ ৬৩
পিতামহো মহাভাগো যমারাধ্য জগৎপতি।
নির্ম্মমে স সৃষ্টিমিমাং লেভে পৈতামহং পদম্ ৬৪
তদ্বংশপ্রসূতোঽসি যুক্তা তে মতিরীদৃশী।
চতুর্ব্বর্গফলা ভক্তির্বিষ্ণৌ নাল্পতপঃফলম্॥ ৬৫
অনাদ্যবিদ্যা সুদৃঢ়পঞ্চক্লেশবিবর্দ্ধিনী।
একৈবেয়ং বিষ্ণুভক্তিস্তদুচ্ছেদায় জায়তে॥ ৬৬
ভবারণ্যে প্রতিপদং দুঃখসঙ্কটসঙ্কুলে।
নরাণাং ভ্রমতাং বিষ্ণুভক্তিরেকা সুখপ্রদা॥ ৬৭

সমস্ত মনোরথই পূর্ণ হয়। তাহাতে লোকে ব্রহ্মার সদনে বাস করিতে সমর্থ হয় ৫৯—৬১

আমি বদরিকাশ্রমে অবস্থিত নররূপী নারায়ণকে দর্শনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। এবং তাঁহার ধ্যানান্তর তোমার ঈদৃশ ব্যবসায় অবগত হইলাম। হে রাজন্! তোমার চেষ্টা অতি উত্তম, যেহেতু তোমার ঈদৃশী বুদ্ধি জন্মিয়াছে। হে ভূপ! সহস্র জন্মের অভ্যাস দ্বারা নীলাচল-গুহাবাসী বিশ্বম্ভর মাধবের প্রতি ভক্তি জন্মে। ৬২। ৬৩।

মহাভাগ পিতামহ, যাঁহাকে আরাধনা করিয়া জগতের প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন এবং এই সৃষ্টি নির্ম্মাণপূর্ব্বক পৈতামহ—অর্থাৎ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি সেই বংশ হইতে উৎপন্ন, অতএব তোমার এই প্রকার বুদ্ধি উপযুক্তই হইয়াছে। ভগবদ্বিষ্ণু-প্রতি ভক্তি জন্মিলে চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। সুতরাং ইহা অল্পতপস্যার ফল নহে। ৬৪।৬৫

অনাদি অবিদ্যা বড়ই সুদৃঢ়, ইহা কেবল পঞ্চক্লেশর বর্দ্ধন করিতেছে। একমাত্র বিষ্ণুভক্তিই এই অবিদ্যার উচ্ছেদে সমর্থ। মনুষ্যগণ দুঃখ-সঙ্কটসঙ্কুল সংসারকাননে অনবরত ভ্রমণ করিত কষ্ট পাইতেছে, একমাত্র বিষ্ণুভক্তিই তাহাদের সুখজনক। ৬৬। ৬৭

নিমগ্নানাং ভবাম্ভোধৌ বিষ্ণুভক্তিস্তরী স্মৃতা॥৬৮
আশ্রিত্যৈকাং ভগবতীং বিষ্ণুভক্তিং তু মাতরম্।
সন্তঃ সন্তুষ্টমনসো ন তু শোচন্তি জাতুচিৎ॥৬৯
বিষ্ণুভক্তিসুধাপান-সংহৃষ্টানাং মহাত্মনাম্।
ব্রাহ্ম্যং পদং স্বল্পলাভো ভাজনানাং বিমুক্তয়ে॥৭০
ত্রিবিধোঽপ্যংহসাংরাশিঃ সুমহান্ জন্মিনাং নৃপ
বিষ্ণুভক্তির্মহাদেববহ্নৌ স শলভায়তে॥ ৭১
প্রয়াগগঙ্গাপ্রমুখ-তীর্থানি চ তপাংসি চ।
অশ্বমেধঃ ক্রতুবরো দানানি সুমহান্তি চ॥ ৭২
ব্রতোপবাসনিয়মাঃ সহস্রাণ্যর্জ্জিতা অপি।
সমূহ এষামেকত্র গুণিতং কোটিকোটিভিঃ॥ ৭৩
বিষ্ণুভক্তেঃ সহস্রাংশ-সমোঽসৌ ন হি কীর্ত্তিতঃ

জৈমিনিরুবাচ।

বিষ্ণুভক্তেস্তু মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ব্রহ্মর্ষিণোদিতম্।
বিষ্ণুভক্তেঃ স্বরূপং হি জ্ঞাতুকামঃ ক্ষিতীশ্বরঃ।

অবলম্বনশূন্য ও শীতোষ্ণাদিরূপ দ্বন্দ্ব-বায়ু-সমুত্থিত উর্ম্মী দ্বারা দুস্তর ভবসাগরে নিমগ্ন-ব্যক্তিগণের বিষ্ণুভক্তিরূপিণী একমাত্র তরণী রহিয়াছে। ৬৮

সাধুগণ একমাত্র ভগবতী বিষ্ণুভক্তিকেই মাতৃরূপে আশ্রয় করিলে সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান করেন, কখনই শোক প্রাপ্ত হন না। যে সকল মহাত্মা বিষ্ণুভক্তিরূপ সুধাপান করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছেন, তাঁহারা মুক্তিপথে অগ্রসর, ব্রাহ্ম্যপদ তাঁহাদের নিকট অতিতুচ্ছ। ৬৯।৭০

বিষ্ণুভক্তিরূপ প্রদীপ্ত দাবানলে জীবদিগের কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ পাপরাশিরূপ শলভ সকল দগ্ধ হইয়া যায়। ৭১

প্রয়াগ, গঙ্গা প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ, তপস্যা, অশ্বমেধ যজ্ঞ, সৎপাত্রে প্রচুর দান, এবং সহস্র সহস্র সঞ্চিত ব্রতোপবাসাদি সৎকর্ম্ম, এই সকল কোটি কোটিগুণ করিয়া একত্র করিলে বিষ্ণুভক্তির সহস্রভাগের এক ভাগেরও তুল্য হয় না; বিষ্ণুভক্তির মহিমা অনির্ব্বনীয় অতুলনীয়। জৈমিনি কহিলেন, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মর্ষির মুখে বিষ্ণুভক্তির এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া

নারদং পুনরাহেদং বাক্যং সৎকারযুক্তিমান্ ॥৭৪
ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।
মহিমা বিষ্ণুভক্তেস্তু সাধুপ্রোক্তা মুনে মম।
তস্যাঃ স্বরূপজিজ্ঞাসা চিরান্মে হৃদি বর্ত্ততে ॥৭৫
লক্ষণং বর্ণয়েদানীং ভক্তের্বৈষ্ণবপুঙ্গব।
ত্বদন্যো ন হি বক্তাস্যাদ্বিজ্ঞাতো মে মহীতলে॥৭৬
নারদ উবাচ।
সাধু রাজংস্ত্বয়া পৃষ্টং ভক্তিলক্ষণমুত্তমম্।
কথয়িষ্যে যথার্থং ত্বাং ভক্তিভাজনমুত্তমম্॥ ৭৭
অপাত্রে নহি বাচ্যোঽয়ং নরেঽংহোমলিনান্তরে।
শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ প্রোচ্যমানং ময়ানঘ ॥৭৮
সামান্যতো বিশেষাচ্চ বিষ্ণোর্ভক্তিং সনাতনীম্।
অত্যন্তদুঃখসম্প্রাপ্তৌ বিচ্ছেদে দুঃখসন্ততেঃ ॥৭৯
হেতুরেকোঽয়মেবেতি সংশ্রয়ো ভক্তিরুচ্যতে ॥
ত্রিধা সা গুণভেদেন তুরীয়া নির্গুণা মতা ॥ ৮০

বিষ্ণুভক্তির স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক পুনরায় নারদকে কহিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, হে মুনে! তুমি যে অত্যুত্তম বিষ্ণুভক্তি বর্ণন করিলে, তাহার স্বরূপ-জিজ্ঞাসা আমার হৃদয়ে চিরকাল বিদ্যমান আছে। হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! এইক্ষণে তাহার লক্ষণ কিপ্রকার বর্ণনা করুন। আপনার তুল্য সদ্বক্তা ভূতলে আর কোথায় দেখি নাই। ৭২—৭৬

নারদ কহিলেন,—রাজন্! তুমি যথার্থই ভক্ত, তুমি উত্তমভক্তিলক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছ; তোমার নিকটে ভক্তিলক্ষণ যথার্থ-রূপে কীর্ত্তন করিতেছি। তুমি সৎপাত্র বলিয়া তোমাকে বলিতেছি, অপাত্রে—পাপে আচ্ছন্ন দূষিতাশয় মনুষ্যকে ইহা বলিতে নাই। হে নিষ্পাপ নরপতে! আমি তোমার নিকটে সনাতনী বিষ্ণুভক্তি, সামান্য ও বিশেষরূপে বলিতেছি, একান্তচিত্তে শ্রবণ কর। অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইলে তাহার বিনাশ নিমিত্ত একমাত্র বিষ্ণুভক্তিই সংশ্রয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই ভক্তি গুণভেদে তিনপ্রকার। অপরা যে চতুর্থ প্রকার ভক্তি, তাহাকে নির্গুণ বলা যায়। ৭৭।৮০

কামক্রোধাভিভূতানাং দৃষ্টাদষ্টপ্ন পশ্যতাম্।
লব্ধয়ে চাভিচারায় ভক্তিঃ স্যাম্ৎস তামসী ॥ ৮১
যশসে চাতিরিক্তায় পরস্য শ্রদ্ধয়াপি বা।
প্রসঙ্গাৎ পরলোকায় ভক্তিঃ সা রাজসী স্মৃতা ॥৮২
আমুষ্মিকং স্থিরতরং দৃষ্টভাবান্ বিনশ্বরান্।
পশ্যতাশ্রমবর্ণোক্তান্ ধর্ম্মান্নৈব জিহাসতা।
আত্মজ্ঞানায় যা ভক্তিঃ ক্রিয়তে সা তু সাত্ত্বিকী।
জগচ্চেদং জগন্নাথো নান্যচ্চাপি চ কারণম্।
অহং ন চ ততো ভিন্নো মত্তোঽহসৌ ন পৃথক্স্থিতো
জ্ঞানং বহিরুপাধীনাং প্রেমোৎকর্ষায় ভাজনম্।
দুর্লভা ভক্তিরেষা হি মুক্তয়েঽদ্বৈতসংজ্ঞিতা ॥৮৫
সাত্ত্বিক্যা ব্রহ্মণঃ স্থানং রাজস্যা শক্রলোকতাম্।
প্রয়ান্তি ভুক্ত্বা ভোগান্ হি তামস্যা পিতৃলোকতাম্

প্রথমতঃ যাহারা কাম ও ক্রোধাভিভূত, সুতরাং দৃষ্ট পদার্থ মাত্র স্বীকার করে, তাহাদিগের লাভ ও অভিচারের নিমিত্ত ভক্তিকে তামসী কহে। দ্বিতীয়তঃ সমধিক যশোলাভ হইবে বলিয়া, অথবা অপরের শ্রদ্ধাক্রমে প্রসঙ্গতঃ পরলোকের নিমিত্ত যে ভক্তি করে, তাহাকে রাজসী ভক্তি কহে। ৮১।৮২

তৃতীয়ঃ "ইহার এইটী স্থিরতর, আর সমুদয় দৃষ্ট পদার্থাদি বিনাশশীল" যে ব্যক্তি এইরূপ স্থির করত স্ব স্ব আশ্রম ও বর্ণোক্তধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া কেবল আত্মজ্ঞান জন্য ভক্তি করে, তাহার ভক্তিকে সাত্ত্বিকী বলা যায়। চতুর্থতঃ এই জগৎই জগন্নাথ। ইহার অন্য কোন কারণ নাই, আমি তাঁহা হইতে ভিন্ন নহি, তিনিও আমা হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত নহেন। ৮৩।৮৪

অতএব বহিরুপাধি অর্থাৎ এই স্থূল—শরীরাদি ও সুখসেব্য গন্ধমাল্যাদি কেবল প্রীতি বর্দ্ধন করে, উহার দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; এই প্রকার জ্ঞানে মোক্ষ নিমিত্ত যে ভক্তি প্রকাশিত হয়, তাহাকে অদ্বৈত নামে অতি দুর্লভা ভক্তি কহা যায়। সাত্ত্বিকী ভক্তিতে ব্রহ্মলোক, রাজসী ভক্তিতে শক্রলোক ও তামসী ভক্তি দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৮৫।৮৬

পুনরাগত্য ভূর্লোকং ভক্তিং তাং বৈপরীত্যতঃ।
তামসো রাজসীং কুর্য্যাৎ রাজসঃ সাত্ত্বিকীং তথা
সাত্ত্বিকো মুক্তিমাপ্নোতি কৃত্বা চাদ্বৈতভাবনাম্
একামপি সমাশ্রিত্য ক্রমান্মুক্তিপথং ব্রজেৎ ॥ ৮৮
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্য শ্রৌতস্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রায়শ্চিত্তাদিকং তীর্থযাত্রাকৃচ্ছ্রাদিকং তপঃ ॥ ৮৯
কুলে প্রসূতিঃ শিল্পানি সর্ব্বং লৌকিকভূষণম্
কায়ক্লেশফলং তেষাং স্বৈরিণীব্যভিচারবৎ ॥ ৯০
কুলাচারবিহীনোঽপি দৃঢ়ভক্তির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রশস্তঃ সর্ব্বলোকানাং ন ত্বষ্টাদশবিদ্যকঃ ॥
ভক্তিহীনো নৃপশ্রেষ্ঠ সজ্জাতির্ধার্ম্মিকস্তথা ॥ ৯১
নাল্পভাগ্যস্য পুংসো হি বিষ্ণৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে
যাস্তু সম্পাদ্য যত্নেন কৃতকৃত্যো ন সীদতি ॥ ৯২
যয়া বেত্তি জগন্নাথং সা বিদ্যা পরিকীর্ত্তিতা।
বিষ্ণুভক্তশ্চ সম্প্রোক্তস্তাভ্যাং যুক্তো দৃঢ়ব্রতঃ ॥৯৩
সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশানাং স্বেচ্ছয়া প্রভবত্যসৌ।
কিং পুনঃ ক্ষুদ্রকামানাং ভূমিস্বর্গাদিসম্পদাম্ ॥৯৪
বাসুদেবস্য ভক্তস্য ন ভেদো বিদ্যতেঽনয়োঃ।
বাসুদেবস্য যে ভক্তাস্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥
প্রশান্তচিত্তাঃ সর্ব্বেষাং সৌম্যাঃ কামজিতেন্দ্রিয়াঃ
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরদ্রোহমনিচ্ছবঃ।
দয়ার্দ্রমনসো নিত্যং স্তেয়হিংসাপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৯৬
গুণেষু পরকীয়েষু পক্ষপাতসমন্বিতাঃ।
সদাচারাবদাতাশ্চ পরোৎসবনিজোৎসবাঃ ॥ ৯৭
পশ্যন্তঃ সর্ব্বভূতস্থং বাসুদেবমমৎসরাঃ।
দীনানুকম্পিনো নিত্যং ভৃশং পরহিতৈষিণঃ ॥৯৮

তিনি পুনর্ব্বার ভূলোকে আগমন করত পূর্ব্বজন্মীয় ভক্তির বৈপরীত্য—অর্থাৎ তামসী ভক্তিক ব্যক্তি রাজসী, রাজসভক্তিক ব্যক্তি সাত্ত্বিকী ও সাত্ত্বিক ব্যক্তি অদ্বৈত ভাবনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন। অতএব যে কোন একটী ভক্তি আশ্রয় করিলে ক্রমে মুক্তিপথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৮৭।৮৮

বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তির বেদ ও স্মৃত্যুক্ত ক্রিয়াকলাপ, প্রায়শ্চিত্তাদি, তীর্থযাত্রা, কৃচ্ছ্রব্রতাদি, তপস্যা, সৎকুলে জন্ম ও সমুদয় শিল্পকর্ম্মাদি কেবল লৌকিকভূষণ মাত্র, এবং অসতী স্ত্রীর ব্যভিচারের ন্যায়। উক্ত সমুদয় বিষয়ই সেইরূপে কেবল তাহার শারীরিক ক্লেশদায়ক মাত্র। ৮৯।৯০

যদি কুলাচারবিহীন ব্যক্তি ভগবানের প্রতি দৃঢ়ভক্তি ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তবে সে সকল লোকের মধ্যেই প্রশস্ত; কিন্তু হে রাজন্! ভক্তিহীন ব্যক্তি অষ্টাদশবিদ্যা-বিশারদ সজ্জাতি ও ধার্ম্মিক হইলেও প্রশংসনীয় হয় না। ৯১

পুরুষের বিষ্ণুভক্তিলাভ সামান্য অল্পভাগ্যে ঘটে না। বহুচেষ্টায় বিষ্ণুভক্তি লাভ করিতে পারিলে মানব চরিতার্থ হয়—কখন অবসন্ন হয় না। যে বিদ্যাবলে জগন্নাথকে জানিতে পারা যায়, তাহাই বিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। ভক্তি ও সেই বিদ্যাযুক্ত দৃঢ়ব্রত মনুষ্যই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাদৃশ বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি অধিক কি স্বেচ্ছাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ করিতেও সমর্থ, তাহার নিকটে পৃথিবীর আধিপত্য বা স্বর্গাদি কামনা অতি তুচ্ছ। ৯২—৯৪

রাজন্! তোমার নিকটে আর অধিক কি বলিব, বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণু একই কথা, তাঁহাদের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। বিষ্ণুভক্তের সেবা করিলেই বিষ্ণুর সেবা করা হয়। যে সকল লোকেরা বাসুদেবভক্ত, তাঁহাদের লক্ষণ বলিতেছি;—সকলের মধ্যে তাঁহাদের চিত্ত প্রশান্ত এবং স্বয়ং মনোহর ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে পরানিষ্টে অনভিলাষী এবং তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই করুণারসে আর্দ্র হইয়া আছে, অপহরণ বা হিংসাকার্য্যে প্রবৃত্তি নাই ও পরকীয় গুণসমূহের পক্ষপাতিতা নাই এবং সদা সদাচার দ্বারা নির্ম্মল, তাঁহারা পরকীয় উৎসবকার্য্য নিজের উৎসব বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া ভূতপদার্থমাত্রেই বাসুদেবস্বরূপ দর্শন করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা দীনজনের প্রতি সদয় ও অত্যন্ত পরহিতৈষী। ৯৫—৯৮

রাজোপচারঃ পূজায়াং লালনাং সুকুমারবৎ । *
কৃষ্ণসর্পাদিরভয়ং বাহ্যে পরিচরন্তি যে ॥ ৯৯
বিষয়েম্ববিরিক্তানাং যা প্রীতিরুপজায়তে ।
বিতম্বতে হি তাং প্রীতিং শতকোটিগুণাং হরৌ
নিত্যকর্ত্তব্যতাবুদ্ধ্যা যজন্তঃ শঙ্করাদিকান্ ।
বিষ্ণুস্বরূপান্ ধ্যায়ন্তি ভক্তাঃ পিতৃগণেষপি ॥১০১
বিষ্ণোরন্যন্ন পশ্যন্তি বিষ্ণুং নান্যং পৃথক্ কৃতম্ ।
পার্থক্যং ন চ পার্থক্যং সমষ্টিব্যষ্টিরূপিণঃ ॥ ১০২
জগন্নাথ তবাস্মীতি দাসত্বং নাস্তি ন পৃথক্ ।

তাঁহারা দেবপূজায় উত্তম উত্তম উপচার দান এবং দেবগণের সুপুত্রবৎ লালন পালন করেন এবং তাঁহারা বাহ্যবিষয়ে অর্থাৎ পুত্র-দারাদিতে কালসর্পের ন্যায় ভয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৯৯

সেই সকল বিষয়বিরক্ত—অর্থাৎ পুত্র-কলত্রাদিতে অনাসক্ত সাধু ব্যক্তিদের ঈশ্বরা-রাধনা দ্বারা যাদৃশী প্রীতি জন্মে, বৈষ্ণবেরাও সেই প্রীতিকে ভগবদ্বিষ্ণু-বিষয়ে শত-কোটি গুণে বিস্তার করেন। ১০০

বিষ্ণুভক্তেরা নিত্যকর্ত্তব্যতা জ্ঞানে শঙ্করাদি দেবগণের অর্চ্চনা ও পিতৃগণের তর্পণাদি সমাধা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদিগকেও বিষ্ণু স্বরূপে চিন্তা করেন। এবং তাঁহারা এই সমুদয় জগৎকে বিষ্ণুরূপে দর্শন করেন, কিন্তু বিষ্ণুরূপ সমবায়িকারণ হইতে পৃথক্কৃত ঘটপটাদি কার্য্যরূপজগৎ বিষ্ণুরূপে দর্শন করেন না। এইরূপে যাহারা অসম্ভব পৃথক্ বিধান দেখায়, সে পৃথক্ই হয় না; যে হেতু এ প্রকার প্রভেদ স্থলেও জগৎকর্ত্তা বিষ্ণু সমস্তাসমস্ত রূপের ন্যায়—অর্থাৎ "রাজার পুরুষ ও রাজ-পুরুষ" এই রূপদ্বয়বিশিষ্ট এক প্রকার পদার্থের ন্যায় কার্য্য ও কারণস্বরূপ রূপদ্বয়ে পরিদৃষ্ট হইতে পারেন। ১০১। ১০২

হে জগন্নাথ! তুমি আমার কারণ, আমি

* পাঠান্তরং—রাজোপচারপূজায়াং লালনাঃ সুকুমারবৎ।

সেব্যসেবকভাবো হি ভেদো নাথ প্রবর্ত্ততে ॥১০৩
অন্তর্যামিন্ যদা দেব সর্ব্বেষাং ত্বং হৃদি স্থিতঃ।
সেব্যো বা সেবকো বাপি ত্বত্তো নান্যোঽস্তি কশ্চনঃ ॥ ১০৪

ইতিভাবনয়া কৃতাবধানাঃ
প্রণমন্তঃ সততঞ্চ কীর্ত্তয়ন্তঃ।
হরিমব্জভবন্দ্যপাদপদ্মং
প্রভজন্তস্তৃণবজ্জগজ্জনেষু ॥ ১০৫
উপকৃতিকুশলা জগৎস্বজস্রং
পরকুশলানি নিজানি মন্যমানাঃ।
অপ পরপরিভাবনকে দায়ার্দ্রাঃ
শিতমনসঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১০৬
দৃষদি পরধনে চ লোষ্টখণ্ডে
পরবনিতাসু চ কূটশাল্মলীষু।
সখি-রিপু-সহজেষু বন্ধুবর্গে
সমমতয়ঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১০৭

কার্য্য; এজন্য যে আমি তোমার দাস নহি, এমত নহে, যে হেতুক আমি কার্য্য হইয়াছি বলিয়া তোমা হইতে ভিন্ন। হে জগন্নাথ! আমি সেবক, তুমি সেব্য; এই ভেদ বিদ্যমান আছে। হে অন্তর্যামিন্! হে দেব! তুমি যখন অন্তরে অবস্থান কর, তখন সেব্যই হউক, আর সেবকই হউক, তোমা ভিন্ন অন্য কেহ নাই। এইরূপ ভাবনা করিয়া একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মা যাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করেন, সেই হরিকে প্রণাম ও তদ্গত-চিত্তে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের নিকট জগদ্বাসী নিখিল লোক তৃণবৎ তুচ্ছ। যাঁহারা জগতে সর্ব্বদা পরের উপকার করেন, পরের কুশলে আপনার কুশল মনে করেন, পরদুঃখে কাতর হইয়া কেবল পরের ভাবনাই ভাবেন, তাদৃশ দয়াবান্ সদাশয় ব্যক্তিগণই বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত। যাঁহারা পরের সম্পদ্কে পাষাণ বা লোষ্টখণ্ড জ্ঞান করেন, পরস্ত্রী ও কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলীতে সমদর্শী, আপনার আত্মীয়বর্গ, সুহৃদ্বর্গ ও শত্রুবর্গকে আত্মজ্ঞান করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১০৩—১০৭।

গুণগণসুমুখাঃ পরস্য মর্ম্ম-
চ্ছেদনপরাঃ পরিণামসৌখ্যদা হি।
ভগবতি সততং প্রদত্তচিত্তাঃ
প্রিয়বচসঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥ ১০৮
স্ফুটমধুরপদং হি কংসহন্তুঃ
কলুষমুষং শুভনাম চামনন্তঃ।
জয় জয় পরিঘোষণাং রটন্তঃ
কিমু বিভবাঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥ ১০৯
হরিচরণসরোজযুগ্মচিত্তা
জড়িমধিয়ঃ সুখদুঃখসাম্যরূপাঃ।
অপচিতিচতুরা হরৌ নিজাত্ম-
নতবচসঃ খলু বৈষ্ণবাঃ প্রসিদ্ধঃ॥ ১১০
রথচরণগদাব্জশঙ্খমুদ্রা-
কৃতিতিলকাঙ্কিতবাহুমূলমধ্যাঃ।
মুররিপুচরণপ্রণামধূলী
ধৃতকবচাঃ খলু বৈষ্ণবা জয়ন্তি॥ ১১১
মুরজিদঙ্গঘনাপকৃষ্টগন্ধো-
ত্তমতুলসীদলমাল্যচন্দনৈর্যে।
বরয়িতুমিব মুক্তিমাপ্তভূষা
কৃতিরুচিরাঃ খলু বৈষ্ণবা জয়ন্তি॥ ১১২
বিগলিতমদপানশুদ্ধচেতা
প্রসভবিনষ্টদহঙ্কৃতিপ্রশান্তা।
নরহরিমমরাপ্তবন্ধুমিষ্ট্বা
ক্ষয়িতশুচঃ খলু বৈষ্ণবা জয়ন্তি॥ ১১৩
ভগবতি সততং প্রভক্তিভাজাং
শুভচরিতং তব লক্ষণোঽভ্যধায়ি।
শ্রুতিপথমবতীর্ণমাশু পুংসাং
হরতি মলং চিরসঞ্চিতং যদেতৎ॥ ১১৪
ন হি ধনমপি মৃগ্যতে কদাচিৎ
ন খলু শরীরজখেদসম্প্রয়োগঃ।
মৃদুলঘুবচসাভিধানকীর্ত্তিং
ভজনমহং তব দাস এব চিন্ত্য॥ ১১৫

যাঁহারা একাগ্রভাবে সতত ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, গুণবান্ ব্যক্তির সমাদর করেন, পরের মর্ম্মকথা গোপনে রাখেন, সর্ব্বদাই সকলের প্রিয়কথা বলেন, তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা ভক্তিভাবে কংসহন্তা কৃষ্ণের মধুর পাপনাশী শুভ নাম কীর্ত্তন এবং উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদা তাঁহার জয় ঘোষণা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে হরিতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া একাগ্রচিত্তে হরির পাদপদ্ম-যুগল চিন্তা করেন, এবং সেই চিন্তাতেই বিভোর হইয়া সুখ দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, বিনম্রবচনে হরির স্তব এবং হরির পূজাতেই সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকেন; তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১০৮—১১০।

রথচক্র, গদা-পদ্ম, শঙ্খমুদ্রা ইত্যাদির আকৃতিতে বাহুর মূল ও মধ্যে তিলকধারণ ও মধুরিপুচরণে প্রণাম দ্বারা ধূলীকৃত অঙ্গাবরণ-ধারী বৈষ্ণব-নিচয় জয়যুক্ত হইয়া থাকেন।১১১

যাঁহারা মুক্তিকামনায় মুরারির অঙ্গ সম্পর্কে সুগন্ধি তুলসী পত্র, মাল্য ও চন্দনে আপনার অঙ্গভূষা সম্পাদন করেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব-তাঁহারাই সর্ব্বত্র জয়লাভ করেন। যাঁহাদের দর্প, অভিমান, অহঙ্কার সমস্ত বিগলিত হইয়াছে, দেবগণের আত্মীয় বন্ধু নরহরিকে অর্চ্চনা করিয়া যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, হরিচরণ সেবা করিয়া যাঁহারা বীতশোক হইয়াছেন, তাঁহারই বৈষ্ণব; সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদেরই জয়। রাজন্! তোমার নিকটে ভগবানের শুভচরিতমহিমা ভক্তি লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম, যাঁহারা সর্ব্বদা ভগবানের উপরে ভক্তিমান্, যাঁহারা ভগবানের শুভ চরিত কর্ণগোচর করিয়াছেন, তাঁহাদের চির-সঞ্চিত পাপতাপ ঝটিতি দূরীভূত হইয়া থাকে। ১১২—১১৪।

ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে নারদের চিত্ত ভগবৎপ্রেমে আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাজন্! তাঁহাকে কখনই ধনপ্রার্থী হইতে হয় না, শরীর ক্লেশও তাঁহার হয় না, সর্ব্বদা মৃদু বচনে শান্তভাবে আপনার নাম

শুভচরিতমপি দ্বিষন্তি পুংসাং
স্বয়মিহ দুশ্চরিতানুবন্ধচিত্তাঃ।
মহদকুশলমবাপ্য সুস্থা
ভগবদনুস্মরসিকা অবৈষ্ণবাস্তে ॥ ১১৬
পরমসুখপ্রদং হৃদম্বুজস্থং
ক্ষণমপি নানুসরজ্জন্তি মত্তচিত্তাঃ।
বিতথভবনজালকৈরজস্রং
নিরুধন্তি নাম হরেরবৈষ্ণবাস্তে ॥ ১১৭
পরযুবতিধনেষু নিত্যলুব্ধাঃ
কৃপণধিয়ো নিজকুক্ষিপূরণোৎসুকাঃ।
নিয়তিপরভয় দিমন্যমানা
নরপশবঃ খলু বিষ্ণুভক্তিহীনাঃ ॥ ১১৮
অনবরতমনার্য্যসঙ্গসক্তাঃ
পরপরিভাবকহিংসকাতিরৌদ্রাঃ।
নরহরিচরণস্মৃতৌ বিরক্তা
নরমলিনাঃ খলু দূরতো হি বর্জ্যাঃ ॥ ১১৯
ইতি উৎকলখণ্ডে দশমোঽধ্যায়ঃ।

কীর্ত্তন, আপনার ভজনোৎসব এবং আপনার দাস বা দাস্যবিষয় চিন্তা তাঁহার সর্ব্বদা হইয়া থাকে। ১১৫

আর অবৈষ্ণব লোকেরা পরের উত্তম চরিত্রে দোষ দেয়; কিন্তু স্বয়ং দুশ্চরিত্রতা বিষয়ে চিত্ত আসক্ত করে ও মহান্ অমঙ্গল ঘটনা হইলেও সুস্থচিত্তে ভগবানের চিন্তাদি না করিয়া বিষয়ান্তরে আমোদ প্রকাশ করে, এবং যাহারা সেই পরম সুখের আস্পদ জগন্নাথ-পদ ক্ষণমাত্রও হৃদয়ে চিন্তা করে না; প্রত্যুত মত্তচিত্ত হইয়া সেই হরিনামকে নিরন্তর মিথ্যা-সমূহ-রূপ-জাল দ্বারা আচ্ছাদিত করে, তাহারাও বৈষ্ণব নহে। ১১৬—১১৭

বিষ্ণুভক্তিহীন লোকেরা পরদার পরধন প্রভৃতিতে নিয়ত লোভ প্রকাশ করে, এবং তাহাদের বুদ্ধি অতি কদর্য্য, সর্ব্বদা আত্মোদর পূরণেই উৎসুক, কেবল নিয়তি ও পরভয় প্রভৃতি মানিয়া কালক্ষেপ করে, ঈদৃশ লোক সকলকে নরপশু বই আর কি বলা যাইতে পারে? ১১৮

যাহারা সেই নরহরির চরণস্মরণে বিরক্ত হয়, অনবরত কুলোক-নিকরের সংসর্গে আসক্ত, পর-পরিভবে তৎপর ও হিংসাশীল, সুতরাং অতি ভয়ানক, ঈদৃশ নরাধম লোক সকলের সংস্রব অতি দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে।১১৯

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ

জৈমিনিরুবাচ।

নারদাদ্ব্রহ্মণঃ পুত্রাদ্ভগবদ্ভক্তিমুত্তমাম্।
শ্রুত্বেত্থং পরমপ্রীত ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপ্যুবাচ তম্ ॥ ১
ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।
সাধুসঙ্গস্তু বিদ্বদ্ভির্ভবব্যাধিবিনাশনঃ।
মমোপদিষ্টো ভগবন্ সোঽভূৎ সাম্প্রতমেব মে ॥
যেন সাক্ষাৎকৃতো বিষ্ণুঃ পরমাত্মা পরাৎপরঃ।
স ত্বং মন্দিরায়াতস্ত্বদন্যঃ সাধুরত্র কঃ ॥ ৩
ত্বৎসন্নিধানাদ্ভগবন্ তমো মে নাশমভ্যগাৎ।
যস্মে ত্বরয়তে চিত্তং অর্চ্চিতুং নীলমাধবম্ ॥ ৪

জৈমিনি কহিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি, এই রূপে ব্রহ্মপুত্র নারদসমীপে অত্যুত্তম বিষ্ণুভক্তি শ্রবণান্তর পরমপ্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। ১

ভগবন্! বিদ্বদ্গণ আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, সাধুসঙ্গও সংসারপীড়াবিনাশক, সৌভাগ্যক্রমে আজি আমি সেই সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছি। যিনি পরাৎপর পরমাত্মা বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন, সেই আপনি যখন আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন আমার সাধুসঙ্গের বাকী কি? আপনা অপেক্ষা সাধু আর কে আছে? ২৩

হে ভগবন্! আপনার সন্নিধিলাভে আমার আন্তরিক অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে; যে হেতু সেই নীলমাধবকে অর্চ্চনা করিতে আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইতেছে। ৪

বেৎসি ব্রহ্মাণ্ডবৃত্তান্তং পর্য্যটন্ সার্ব্বলৌকিকঃ।
তদাবাং রথমাস্থায় যাস্যাবো নীলপর্ব্বতম্ ॥ ৫
পুরুষোত্তমসংজ্ঞস্য ক্ষেত্রস্যালঙ্কৃতং শুভম্।
তত্র তীর্থানি সন্তীতি বহুভিঃ কথিতানি মে ॥
ত্বদ্বাক্যাদ্যদি জানামি ভবেয়ুঃ সফলানি মে ॥ ৬

নারদ উবাচ।

হন্ত তে দর্শয়িষ্যামি ক্ষেত্রং ক্ষেত্রস্থিতানি চ।
তীর্থানি শক্তীঃ শম্ভূংশ্চ ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমেব চ ॥ ৭
সাক্ষাদ্দ্রক্ষ্যসি দেবেশং ভক্তেষাত্মসমর্পকম্ ॥
তথানুগ্রহতঃ শ্রীশং চতুর্দ্ধা সংব্যবস্থিতম্।
যস্য সন্দর্শনান্মর্ত্ত্যো জায়তে মুক্তিভাজনম্ ॥ ৮
এবং কথান্তে তৌ প্রীতাবহঃকৃত্যং সমাপ্য চ।
যাত্রানুকূলং বিজ্ঞায় পঞ্চম্যাং ভৃগুবাসরে ॥ ৯
জ্যৈষ্ঠে কৃষ্ণেতরে পক্ষে পুষ্যর্ক্ষে লগ্ন উত্তমে
একত্র শয়িতৌ রাত্রিং নিন্যতুর্নৃপনারদৌ ॥ ১০
ততঃ প্রভাতে বিমলে ইন্দ্রদ্যুম্নো নৃপোত্তমঃ।
ঘোষণাং কারয়ামাস রাষ্ট্রস্য সহ বন্ধুভিঃ ॥ ১১
যথাবিভবতঃ সৈন্যৈর্নীলাদ্রের্গমনং প্রতি।
যাবজ্জীবং তত্র বাসং করিষ্যামো বিনিশ্চিতম্ ॥ ১২
যা বৃত্তিঃ কল্পিতা যস্য স তয়া তত্র জীবতু ॥
রাজানঃ সাবরোধাশ্চ সামাত্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ ১৩
রথৈর্গজৈস্তুরঙ্গৈশ্চ কোষৈঃ সহ পদাতিভিঃ।
ব্রজন্তু সজ্জিতাস্তত্র ব্রাহ্মণাঃ সাগ্নিহোত্রিণঃ ॥ ১৪
বণিজঃ সহ ভাণ্ডৈশ্চ সপণ্যা পণ্যজীবিনঃ।
রাষ্ট্রকর্ম্মাণি নিষ্ণাতঃ কুশলা রাজবর্ত্মসু ॥ ১৫
জ্যোতির্ব্বিদো নৃত্যবিদো দণ্ডনীতৌ প্রবীণকাঃ।
নৃত্যগায়নবাদিত্র-চতুর্ব্বিধসুবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৬
গজবাজিনরাণাঞ্চ ভৈষজ্যে শাস্ত্র উত্তমে।

তুমি সর্ব্বলোক-বিদিত এবং ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছ, অতএব আমরা দুইজনে রথে উঠিয়া নীল-পর্ব্বতে গমন করিব। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মহিমা এবং তথায় বহুতর তীর্থ আছে, ইহা আমি বহুলোকের মুখে শুনিয়াছি। এক্ষণে আপনার কথায় যদি প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার সমস্তই সফল হয়। ৫।৬

নারদ কহিলেন, হে নৃপ! হাঁ, আমি তোমাকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্থিত তীর্থ, শম্ভু ও অষ্টশক্তি এবং ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সকলই দেখাইব, তুমি সেই ভক্তাধীন দেবদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন পাইবা। তোমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই শ্রীপতি রূপ-চতুষ্টয়ে অবস্থিত হইবেন। তাহা দেখিলে মানবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ৭।৮

নারদ ও নৃপ এইরূপ কথাবসানে প্রীত হইয়া দিবস-কৃত্য সম্পন্ন করিয়া যাত্রার অনুকূল সমুদয় জানিয়া জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শুক্রবারে পুষ্যানক্ষত্রে শুভলগ্নে উভয়ে একত্র শয়নপূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিলেন।

অতঃপর প্রভাতকালে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই ঘোষণা করিলেন যে, আমি বিভবানুসারে রাজ্যবাসিবন্ধুগণের সহিত সৈন্য সামন্ত লইয়া নীলপর্ব্বতে গমন করিয়া যাবজ্জীবন সেখানেই বসতি করিব, ইহা নিশ্চয় করিয়াছি; অতএব যাহার যেরূপ বৃত্তি—অর্থাৎ ব্যবসায় কল্পিত রহিয়াছে, তিনি তদ্দ্বারাই সেখানে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। আমার অধিকারস্থ রাজপুরুষগণ অন্তঃপুরপরিবারের সহিত অমাত্য, পদাতিক, রথ, গজ, অশ্ব ও ধনকোষ এবং বেশভূষাদি সমুদায় দ্বারা সজ্জিত হইয়া সেই স্থানে গমন করুন। অগ্নিহোত্রী এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সকলেও তথায় যাইয়া বাস করিতে থাকুন। ৯—১৪

পণ্যজীবি-বণিক্‌গণ পণ্যদ্রব্যের ভাণ্ড লইয়া সেই শ্রীক্ষেত্রে গমন করুক। রাজনীতি-বিষয়ে বিশারদ রাজকার্য্যকুশল ব্যক্তিগণ, জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ, নৃত্যজ্ঞ নটগণ, দণ্ডনীতিতে প্রবীণ কর্ম্মচারিগণ, নৃত্যগীতবাদ্যে অভিজ্ঞজনগণ এবং অশ্ব-হস্তী ও মনুষ্যদিগের চিকিৎসাকার্য্যে পারদর্শী উত্তম আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যগণ ও অষ্টাদশ-বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ আমার আদেশ অনুসারে তথায় গমন করুন। সাহসী চোর, পশ্যতোহর (স্বর্ণকার) বিচিত্র বাক্যবাদী

৫

কুশলা দৃষ্টকর্ম্মাণো বিদ্যাস্বষ্টাদশস্বপি॥ ১৭
উপাঙ্গবিদ্যাসু তথা কুহকাপি কুতূহলাঃ
বাটসাহসিকাশ্চোরাস্তথান্যে পশ্যতোহরাঃ॥ ১৮
বিচিত্রকথনাজীবাশ্চাটুকারাশ্চ মাগধাঃ।
শাস্ত্রোপজীবিনশ্চৈব তথান্যে শস্ত্রহারকাঃ॥ ১৯
দ্যূতকারাশ্চ পুংশ্চল্যো বেশ্যা বেশানুগা বিটাঃ।
কৃষীবলাশ্চ গোমেষচ্ছাগোষ্ট্রখররক্ষকাঃ॥ ২০
শকুন্তপালাশ্চ কপি-ব্যাঘ্রশার্দ্দূলরক্ষকাঃ।
আহিতুণ্ডিকগোরক্ষশবরা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥ ২১
অন্যে চ যে মালবদেশ জাতা
আজ্ঞাং মদীয়ামনুপালয়ন্তি।
তে যান্তি সর্ব্বে বসতৌ হি নীলা-
চলে যথাস্বং কৃতবাংস্তু ভাগাঃ॥ ২২
এবমাজ্ঞাপ্য নৃপতির্যাত্রায়াঞ্চ কৃতক্ষণঃ।
নারদেন সমাগত্য দৈবজ্ঞমিদমাহ সঃ॥ ২৩
সম্বৎসরমুহূর্ত্তং মে নির্ণীতং তে যথা পুরা।
তাবন্মাঙ্গলিকং বস্তুজাতং সম্যগুপানয়॥ ২৪
পুরোহিতমতেনাস্মিন্ ক্ষণে যাবদ্বিমৃশ্যতে।
তেনাদিষ্টঃ স গণকঃ পুরোহিতসহায়বান্।
আজহার সমস্তানি মাঙ্গল্যানি দ্বিজোত্তমাঃ॥২৫
অত্রাসনে স রাজর্ষি-র্দিব্যসিংহাসনে স্থিতঃ।
যত্রাভিষেকমাঙ্গল্যবিপ্রৈঃ প্রাগনুভাষিতঃ॥ ২৬
শ্রীসূক্তবহ্নিসূক্তাভ্যাং সূক্তেনাদ্বৈবতেন চ।
পাবমান্যাদিসূক্তেন পৃথঙ্মঙ্গলবর্দ্ধনৈঃ॥ ২৭
তীর্থাদ্ভিরোষধীভিশ্চ সর্ব্বগন্ধৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
অভিষিক্তস্ততো রাজা চীনাংশুকচ্ছতাম্ভসা।
ররাজ বপুষা দীপ্তো নির্ধূমঃ পাবকো যথা॥ ২৯
আযুক্তশুক্লবসনঃ স্বাচান্তঃ সপবিত্রকঃ।
নান্দীমুখান্ পিতৃগণান্ পূজয়িত্বা যথাবিধি॥ ৩০
জয়ী রাষ্ট্রভৃতো হুত্বা গণহোমাংশ্চ যত্নতঃ।
শঙ্খধ্বনিসুগন্ধাঢ্যং শ্বেতবর্ণং বিধূমকম্॥ ৩১
বহ্নিপ্রদক্ষিণং চক্রে দক্ষিণাবৃত্তিনার্চ্চিষা।
সাক্ষাৎকারেণ দদতং জয়ং রাজ্ঞে জয়ার্থিনে॥৩২

(ভাঁড়) চাটুকার (খোসামুদে) ও মগধদেশীয় স্তুতিপাঠকগণ সেই জগন্নাথ দেবকে দেখিয়া আপনাকে পবিত্র করুক। যাহারা শাস্ত্রচর্চ্চায় কালাতিপাত করে, অথবা যাহারা 'পরের শস্ত্র অপহরণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারাও পাপমুক্তির নিমিত্ত শ্রীক্ষেত্রে গমন করুক। ১৫—১৯

দ্যূতকর, পুংশ্চলী বেশ্যা, বেশ্যানুসারী বিট, কৃষক, গোমেষাদি পশু-পালকগণ, পক্ষিপালকগণ,—বানর-ব্যাঘ্রাদি-জন্তুবর্গের রক্ষকগণ, বিষবৈদ্যগণ, রাখালগণ, অশ্বচর ও ম্লেচ্ছজাতীয় লোকগণ এতদ্ভিন্ন মালবদেশবাসী,—যাহারা আমার আদেশ পালন করিয়া থাকে—অর্থাৎ প্রজা, তাহারা সকলে সেই নীলাচলে গিয়া বসতি করুক এবং স্ব স্ব জীবিকা পালন করিতে থাকুক। ২০—২২

নরপতি এইরূপ অনুমতি করিয়া যাত্রার কালনিশ্চয়পূর্ব্বক নারদসহকারে দৈবজ্ঞকে কহিলেন, হে দৈবজ্ঞ! তুমি পূর্ব্ব হইতে যেরূপ মুহূর্ত্ত নির্ণয় করিতে, এ সময়েও সেই প্রকার নির্ণয় করিয়া দাও এবং মাঙ্গল্য বস্তু সমুদয় পুরোহিতের মতানুসারে এখনই সম্যক্প্রকারে আয়োজন কর।

হে দ্বিজগণ। সেই গণক নরপতি কর্ত্তৃক এইরূপ অনুমতি পাইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যজাত আহরণ করিল। ২৩—২৫

সেই রাজর্ষি তখন দিব্য সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মঙ্গলবিধায়ক দ্বিজোত্তমগণের মুখনির্গত মাঙ্গল্যবাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া শুভবর্দ্ধন শ্রীসূক্ত, বহ্নিসূক্ত, অদ্বৈবত সূক্ত ও পাবমান্যাদি সূক্ত দ্বারা পৃথক্ পৃথক্রূপে তীর্থজল ওষধি, গন্ধোদক প্রভৃতিতে অভিষিক্ত হইলে চীন-বসনে গাত্র মার্জ্জন করিয়া নির্ধূম পাবকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ২৬—২৯

অনন্তর তিনি শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক যথাবিধি আচমন ও পবিত্রতা ধারণ করত যত্নের সহিত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও গণদেবতা প্রভৃতির হোম করিলেন; এবং শঙ্খধ্বনি করত সুগন্ধ শুভ্রবর্ণ ধূমশূন্য দক্ষিণাবর্ত্ত-বহ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত বহ্নি জয়ার্থী নৃপতিকে সাক্ষাৎ জয়দান করিয়া থাকেন। ৩০—৩২

নবগ্রহমখান্তে তু গ্রহকুম্ভেন সেচিতঃ।
গ্রহাণাং দৌঃস্থ্যনাশায় সৌস্থ্যস্যাপি বিবৃদ্ধয়ে॥৩৩
জ্যোতিঃশাস্ত্রোদিতৈর্মন্ত্রৈর্দৈবজ্ঞবিধিচোদিতৈঃ।
ততো মাঙ্গল্যনেপথ্যবিধানমুপচক্রমে॥ ৩৪
চীনাংশুকপ্রাবরণে পিধায় কবচং নিজম্।
শিরোবেষ্টনকং শুভ্রং সুরত্নমুকুটোজ্জ্বলম্॥ ৩৫
সাবতংসে শ্রুতযুগে রত্নকুণ্ডলভূষিতে।
গ্রৈবেয়কং মহার্ঘ্যং তু হারং তরলভূষিতম্॥ ৩৬
দধারাথ নৃপশ্রেষ্ঠঃ কেয়ূরাঙ্গদমুদ্রিকাঃ।
মধ্যেন ত্রিবলীসক্তং স্বর্ণসূত্রং ত্রিবৃদ্দধৌ॥ ৩৭
হিরণ্যকিঙ্কিণীযুক্তমুক্তাতোরণমালিকম্।
নানারত্নৈঃ সুঘটিতাং দধারাথ সুমেখলাম্॥ ৩৮
অনর্ঘ্যে পাদকটকে পাদয়োঃ সন্ন্যবেশয়ৎ।
সম্মুখাদর্শিতাদর্শে দদৃশে স্বং বিভূষিতম্॥ ৩৯
মঙ্গলারোপণার্থায় হৈমপীঠমুপাবিশৎ।
প্রাঙ্মুখঃ শ্রীধরং দেবং সংস্মরন্ মধুসূদনম্॥৪০
মঙ্গলায়তনং বিষ্ণুং সর্ব্বমঙ্গল্যকারণম্।

অতঃপর নৃপতি গ্রহ-বৈগুণ্য শান্তি ও সুগ্রহের অনুগ্রহের নিমিত্ত নবগ্রহ যাগানন্তর গ্রহকুম্ভের বারি দ্বারা অভিযুক্ত হইলেন। ৩৩

অনন্তর দৈবজ্ঞদ্বারা জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তবিধানে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যাত্রাকালীন মঙ্গলকৃত্য সমাধা করিলেন। চীনাংশুক আচ্ছাদনে নিজ কবচ আবৃত করিয়া মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ ও তদুপরি মনোহর রত্নময় মুকুট পরিধান করিলেন। কর্ণযুগলে রত্নকুণ্ডল ও অন্যান্য অলঙ্কার পরিধান করিলেন। কণ্ঠে মহামূল্য গ্রৈবেয় ও তরল হার ধারণ করিলেন। অনন্তর মহারাজ হস্তযুগলে কেয়ূর, অঙ্গদ ও অঙ্গুরীয়ক এবং মধ্যদেশে ত্রিবলীর উপরে ত্রিগুণ করিয়া স্বর্ণসূত্র ধারণ করিলেন। কটিতটে বিবিধ রত্নময় মনোহর কাঞ্চীদাম ধারণ করিলেন। পাদযুগলে মহামূল্য পাদকটক পরিধান করিলেন, এইরূপে অলঙ্কৃত হইয়া মহারাজ সম্মুখে দর্পণ রাখিয়া তাহাতে বিভূষিতশরীর সন্দর্শন করিলেন। যাত্রা শুভ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাস্য হইয়া সুবর্ণ-পীঠে উপবেশনপূর্ব্বক মধুদৈত্যবিনাশী দেব শ্রীধরকে

স্মরণাদস্য নশ্যন্তি পাতকানি বহূন্যপি॥ ৪১
সৌমনস্যামথোমালামর্ত্তবীং গন্ধসম্ভৃতাম্।
দধার প্রথমং রাজা মন্ত্রিতাং স্বপুরোধসা॥ ৪২
মৃদং দীপং ফলং দূর্ব্বাং দধি গোরোচনাং ততঃ।
মন্ত্রাভিমন্ত্রিতান্ সর্ব্বান্ সিদ্ধার্থৈরথ রক্ষিতঃ॥৪৩
আত্মানং দদৃশে রাজা সৌরভেয়হবিষ্যথ।
মুকুরে মন্ত্রিতে পশ্চাৎ স্বয়ং দৃষ্ট্বা নৃকেশরী॥৪৪
বহ্বৃচৈঃ শান্তিঘোষেণ সমুদীর্ণশুভায়তিঃ
যাজুষ্কৈঃ পথিসূক্তৈশ্চ ব্রজন্মার্গেঽভিরক্ষিতঃ॥৪৫
পৌরাণৈর্মঙ্গলৈর্বাক্যৈ কৃতবীর্য্যধৃতির্নৃপঃ।
মাগধৈঃ স্তুতিপাঠৈন প্রাদুর্ভূতপরাক্রমে॥ ৪৫
পারিজাতহরং সত্যা সংযুক্তং গরুড়ধ্বজম্।
ধ্যায়ন্ হৃৎপঙ্কজে রাজা দক্ষিণং পাদমুদ্দধৌ ৪৬
প্রদক্ষিণীকৃত্য মুনিং নারদং পুরতঃস্থিতম্।
মধ্যদ্বারমুপাগচ্ছদ্বেত্রপাণিভিরাবৃতঃ॥ ৪৭

স্মরণ করিলেন; কারণ বিষ্ণু মঙ্গলাধার, নিখিল মঙ্গলের এক মাত্র কারণ, তাঁহার স্মরণে বহুতর পাতক নষ্ট হয়। ৩৪—৪১

অগ্রে ঋতুসম্ভূত সুগন্ধি কুসুমমালা পুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপূত করিয়া ধারণ করিলেন। পরে মন্ত্রপূত মৃত্তিকা, দীপ, দূর্ব্বা ফল, দধি ও গোরোচনা প্রভৃতি ধারণ করিলেন ও মন্ত্রিত শ্বেত সর্ষপ দ্বারা স্বয়ং অভিরক্ষিত হইলেন। অতঃপর গব্য ঘৃতের মধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করত মন্ত্রিত মুকুরে পুনরায় মুখাদি সমুদয় দেখিলেন। ৪২—৪৪

মঙ্গলপাঠকগণ পুরাণোক্ত মঙ্গলজনক মন্ত্রসকল পাঠ করত মহারাজের বীর্য্য ও ধৈর্য্য বর্দ্ধন করিয়া দিলেন, স্তুতি পাঠকগণ স্তুতিপাঠ করিয়া তাঁহার পরাক্রমের উত্তেজনা করিয়া দিল। প্রকৃতিগণের অত্যুচ্চ শান্তিশব্দ দ্বারা অভিলষিত-বিষয়ে ভবিষ্যৎ মঙ্গল সম্ভাবনা করতঃ যাযুষ্কর মন্ত্র এবং পথিসূক্ত অর্থাৎ গমনীয় পথের বিঘ্ন-বিনাশক-মন্ত্র দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত মাধবকে হৃৎপঙ্কজে ধ্যান করিতে করিতে দক্ষিণ চরণ বিক্ষেপ করিলেন। ৪৫—৪৬

আদিষ্টপথমার্গোঽসাবাগ্নিহোত্রপুরঃসরঃ।
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ বিপ্রানাত্মনো দক্ষিণেন বৈ॥৪৮
মাঙ্গল্যসূক্তান্ পঠতঃ শুভ্রাভান্ পাণ্ডুরাংশুকান্॥
লাজাঃ সপুষ্পা রাজাগ্রে ক্ষিপতঃ শংসতঃ শুভম্॥
বামপার্শ্বস্থিতা বেশ্যাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ
শুভ্রালঙ্কারবসনাঃ স্মেরপদ্মাননাঃ শুভাঃ॥ ৫০
ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস ভক্তিনম্রো দ্বিজোত্তমাঃ।
বস্ত্রালঙ্কারমাল্যৈশ্চ সুগন্ধৈরনুলেপনৈঃ।
তোষয়ামাস তান্ বিপ্রান্ ভগবদ্বুদ্ধিভাবিতান্॥৫১
বেশ্যাভ্যো মাগধেভ্যশ্চ দীনানাথেভ্য এব চ
রাজানুমত্যা সচিবো যথার্হং প্রদদৌ ধনম্॥৫২
শ্বেতান্ পারাবতান্ হংসান্ শ্বেতাশ্বং শ্বেতকুঞ্জরম্
সচূতপল্লবং শ্বেতমালাফলবিভূষিতম্॥ ৫৩

কদলীকাণ্ডসম্বদ্ধতোরণাধঃস্থিতং নৃপঃ।
পূর্ণকুম্ভং স পশ্যন্ বৈ মঙ্গলানি বহূনি চ॥ ৫৪
সিতাতপত্রেণ শিরঃপ্রদেশে বারিতাতপঃ।
যুগপৎ পূর্য্যমাণৈস্তু কম্বুভিঃ শতসংখ্যকৈঃ॥ ৫৫
সম্মিশ্রিতানি সুশ্রাব বাদত্রাণি বহূনি সঃ।
তথা মঙ্গলগীতানি জয়শব্দাংশ্চ ভূপতিঃ॥ ৫৬
ততো বিবেশ প্রাসাদং নৃসিংহমবলোকিতুম্।
যং স্মৃত্বা জায়তে মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বকল্যাণভাজনম্॥
দৃষ্ট্বা স দূরান্ নৃহরিং দিব্যসিংহাসনস্থিতম্।
প্রণম্য সাষ্টাঙ্গবং সন্তুষ্যোপনিষদ্‌গিরা॥ ৫৮
দক্ষপার্শ্বস্থিতাং দুর্গাং সর্ব্বদুর্গতিমোচনীম্।
ববন্দে চরণাভ্যাসে পশ্যন্তীং কৃপয়া নৃপঃ॥ ৫৯
ততঃপুরোধা দেবাঙ্গাদবরোপ্য শুভাং স্রজম্।
আসঞ্জয়ামাস গলে সুগন্ধেনানুলেপয়ৎ॥ ৬০
নীরাজয়ামাস রাজ্ঞঃ শিরশ্চাবেষ্টয়ন্মুদা।

নারদমুনি অগ্রে অগ্রে চলিলেন, রাজা বেত্রহস্ত-পরিচারকগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া নারদমুনিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মধ্যদ্বারে যাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বভাগে অগ্নিহোত্র লইয়া পরিচারক দ্বারা প্রদর্শিতপথে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণদিকে শ্বেতবস্ত্র পরিধায়ী শ্বেতমূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণ মহারাজের অগ্রে অগ্রে পুষ্পরাজি বিকিরণ, মঙ্গল সূক্তপাঠ ও আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গমন করিতেছেন। বামপার্শ্বে বেশ্যাগণ শুভ্র বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক সহাস্যবদনে শশব্যস্ত চামর ব্যজন করিতে করিতে গমন করিতেছে। হে দ্বিজগণ! যাইতে যাইতে রাজা ব্রাহ্মণগণকে ভগবান্ জ্ঞানে ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে পূজা ও বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য দানে সন্তুষ্ট করিলেন। ৪৭—৫১।

মন্ত্রী—মহারাজের অনুমতি অনুসারে সেই বেশ্যাদিগকে, সেই স্তুতিপাঠকগণকে এবং দীন ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য ধন প্রদান করিলেন। ৫২

শ্বেতবর্ণ পারাবত, হংস ও চূতপল্লব শ্বেত-মালাফলাদি দ্বারা ভূষিত শ্বেতাশ্ব, শ্বেত কুঞ্জর এবং কদলীকাণ্ড ভূষিত তোরণ—অর্থাৎ বহির্দ্বারের অধোভাগে স্থাপিত পূর্ণকুম্ভ ও অন্যান্য বহুবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার মস্তকপ্রদেশে শ্বেতচ্ছত্র ধারণপূর্ব্বক আতপ নিবারণ করিতে লাগিল। এক কালে শত শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। রাজা বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া যুগপৎ বহু প্রকার বাদ্য, মঙ্গল গীত ও জয় শব্দ শ্রবণ করত অনন্তর যাঁহাকে স্মরণ করিলে মানব সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, সেই নৃসিংহ দেবকে দেখিবার নিমিত্ত মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, রাজা দূর হইতেই দিব্য সিংহাসনে সমাসীন নৃসিংহ দেবকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক বেদবাক্যে স্তব করিলেন। নৃসিংহদেবের দক্ষিণপার্শ্বে নিখিল দুর্গতিহারিণী ভগবতী দুর্গা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি, দয়া করিয়া দর্শকদিগকে উপরে অনুগ্রহদৃষ্টি অর্পণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজা তাঁহার চরণোপান্তে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। অনন্তর পুরোহিত মহাশয় ঠাকুরের অঙ্গ হইতে মনোহর মাল্য লইয়া মহারাজের গলে পরাইয়া ও অঙ্গে সুগন্ধ লেপন করিয়া

পুনঃপ্রদক্ষিণীকৃত্য তৌ দেবৌ নৃপসত্তমঃ ॥ ৬১
শিবিকায়াং সমারোপ্য প্রতস্থে চ পুরস্কৃতৌ।
প্রাদুর্ভূয় বহির্দ্বারে রথং দৃষ্ট্বা সুসজ্জিতম্ ॥ ৬২
তুরঙ্গমৈর্ব্বাতজবৈর্দ্দশভিঃ পরিযোজিতম্।
প্রদক্ষিণীকৃত্য নৃপো নারদেন সমাবিশৎ ৬৩
ঢক্কামৃদঙ্গনিক্কাণভেরীপণবগোমুখাঃ।
মধুরীচর্চ্চরীশঙ্খা অবাদ্যন্ত সহস্রশঃ ॥ ৬৪
স্যন্দনাঃ কোটিশস্তত্র নৃপাণামনুজীবিনাম্।
চকাশিরে শ্রেণীকৃতা ইন্দ্রদ্যুম্নরথাভিতঃ ॥ ৬৫
নানাপ্রহরণোপেতাঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতাঃ।
ধ্বজোচ্ছ্রিতাঃ স্বর্ণরৌপ্যৈঃ কিঙ্কিণীজালদর্পণৈঃ ॥
যন্ত্রৈর্নানাবিধৈর্যুক্তা গম্ভীরনিক্কনিঃস্বনাঃ।
পদাতীনাং কুঞ্জরাণাং হয়ানাং বাতরংহসাম্ ৬৭
পত্তিসংকোটনৈর্হস্তি-বৃংহিতৈর্হয়হেষিতৈঃ।
হহ্মলৈরথনির্ঘোষৈর্ম্মিশ্রিতা বাদ্যনিঃস্বনাঃ ॥
যুগান্তার্ণবনিঃস্বানতুল্যাঃ শুশ্রুবিরে জনৈঃ ॥ ৬৮

তস্মিন্ক্ষণে পৌরজনাঃ স্বং স্বং সংভারসজ্জিতাঃ
অশ্বৈকৈরাসভৈরুষ্ট্রৈর্বাহিকৈঃ প্রতিতস্থিরে ॥ ৬৯
আন্দোলিকাশ্চ পল্যঙ্কাঃ কোটিশশ্চ তুরঙ্গকাঃ।
শ্রেণীভূতাশ্চ দৃশ্যন্তে রাষ্ট্রপ্রস্থানসঙ্কুলে ॥ ৭০
রাজাবরোধাঃ শতশো বৃতা বর্ষবরৈস্ততঃ।
নানাযানসমারূঢ়াঃ পালিতাশ্চাধিকারিভিঃ ॥ ৭১
মহাসৈন্যৈশ্চ সংরুদ্ধা রাজাগারাদ্বিনির্যযুঃ।
যজ্বানশ্চাগ্নিহোত্রাণি শম্যারূঢ়ানি বৃন্দশঃ ॥ ৭২
শকটেষু সমারোপ্য সপত্নীকাঃ প্রতস্থিরে।
তথা পুস্তকভারাংশ্চ দেবতার্চ্চাকরণ্ডকাঃ ॥ ৭৩
ইধ্মা বর্হিঃকুশান্ পাত্রীঃ সংভারান্ হোমসম্ভৃতান্
সংবাহমাহুরন্যৈশ্চ শকটাবাহকদ্বিজৈঃ ॥ ৭৪
সামন্তামাত্যভৃত্যাশ্চ পুরোধা ঋত্বিজশ্চ যে।
রাজ্ঞঃপ্রকৃতদাসাশ্চ উপচারনিয়োগিনঃ ॥ ৭৫

দিলেন এবং পরমানন্দে মহারাজের শিরো-বেষ্টনপূর্ব্বক নীরাজন করিলেন। নৃপবর নৃসিংহদেব ও দুর্গাদেবীকে পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাদিগকে শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে করিয়া লইয়া চলিলেন। ক্রমে পুরের বহির্ভাগে উপনীত হইয়া সুসজ্জিত রথ দর্শন করিলেন। ৫৩—৬২

বায়ু সদৃশগতি দশটি তুরঙ্গম যোজিত রথ দর্শন করিয়া নৃপতি তাহা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নারদের সহিত আরোহণ করিলেন। ৬৩

ঢক্কা, মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব, গোমুখ, মধুরী, চর্চ্চরী, শঙ্খ প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদ্যুম্নরাজার রথের চারি-পার্শ্বে আশ্রিত রাজবর্গের সারি সারি রথশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল। সেই সকল রথ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুবর্ণ রৌপ্য কিঙ্কিণী দর্পণে পরিপূর্ণ ধ্বজপতাকায় সুশোভিত ছিল। বিবিধ প্রকার যন্ত্রযুক্ত সেই সকল রথের অতি গম্ভীর ঘর্ঘর-শব্দ, হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব, এবং বিবিধ বাদ্যের শব্দে সম্মিলিত হইয়া প্রলয়কালের একার্ণবের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। ৬৪—৬৮

তৎকালে পুরবাসিগণ নিজ নিজ সাজ সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া, কেহ অশ্বে, কেহ রাসভে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ অন্যবিধ আরোহণ-পূর্ব্বক যাইতে লাগিল। তখন সেই পথে—ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার সমগ্র রাষ্ট্রে সমাকীর্ণ হইল, অশ্ব, নরযান, খট্টা, পদাতি ও ভারবাহিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল।

রাজার শত শত পুরনারীরা নানা যানে আরোহণপূর্ব্বক নপুংসক পরিবারগণে পরি-বেষ্টিত ও রক্ষকগণে রক্ষিত হইয়া যাইতে লাগিলেন। যাজ্ঞিকগণ শকটোপরি অগ্নিহোত্র উপকরণ বহনপূর্ব্বক প্রধান প্রধান সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিলক্ষিত হইয়া রাজভবন হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক পত্নীসমভিব্যাহারে দলে দলে প্রস্থান করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উত্তম জাতীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহ পুস্তক, কেহ দেবতাপূজার উপকরণ পাত্র, কেহ হোমীয় কাষ্ঠ, কেহ হোমের ঘৃত ও কুশ, কেহ হোমের অন্যান্য দ্রব্য লইয়া সঙ্গে যাইতে লাগিল। সমস্ত রাজগণ, অমাত্য, ভৃত্যগণ, পুরোহিতগণ ঋত্বিকগণ, এবং রাজার অন্যান্য

সর্ব্বোপচারসম্ভারানাসন্তেঽগ্রে প্রযায়িনঃ।
কোষাগারনিযুক্তাশ্চ কোষজাতমশেষতঃ॥ ৭৬
সমাদায় যযুস্তূর্ণং রাজ্ঞোঽবসরসেবকাঃ।
মালাকারাদয়ঃ সর্ব্বে পণ্যাজীবাদয়স্তথা॥ ৭৭
স্বং স্বং পণ্যং সমাদায় যযূ রাজনিয়োগিনঃ।
শ্রেষ্ঠশ্রেণ্যাদয়ঃ সর্ব্বে পুরকর্ব্বটবাসিভিঃ॥ ৭৮
সমং বিনির্যযুঃ স্বস্বব্যবহারবিলাসকাঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য নৃপতের্যাত্রাসময়বাদিতান্॥ ৭৯
ভেরীমৃদঙ্গপটহান্ ব্যগুবানান্ দিগন্তরম্।
শ্রুত্বা জনপদাবাসিজনাঃ সর্ব্বে সসম্ভ্রমাঃ॥ ৮০
রাজাজ্ঞাং মূর্দ্ধ্নি সাম্রাস্য নির্গতা নীলপর্ব্বতম্।
যস্য যশ্চ ঋজুঃ পন্থা স চ তেনৈব জগ্মিবান্॥ ৮১
ন রাজমার্গং প্রজবাৎ ব্যমৃণ্যন্ত নৃপাজ্ঞয়া।
নীলাদ্রিপ্রাপ্তিমার্গেণ দুর্গমেণাপি তে যযুঃ॥ ৮২
ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি রাজেন্দ্র সমস্তপুরবাসিভিঃ।
চতুরঙ্গানীকিনীভিঃ সহর্ষাভিশ্চ বেষ্টিতঃ॥ ৮৩
শ্রেণীভূতক্ষিতিপতিস্যন্দনাবলিমধ্যগে
রথে ররাজ রাজর্ষিঃ শক্রতুল্যপরিচ্ছদঃ॥ ৮৪
পুরস্ত্রীমঙ্গলাচারগীতলাজপ্রসূনকৈঃ।
মঙ্গলাচারশোভাভিঃ প্রসন্নশুভচেতনঃ॥ ৮৫
বাতরংহহয়ৈর্যুক্তো রথেন প্রযযৌ মুদা।
অনুকূলানিলপ্রোদ্যদ্বনচ্ছায়সুশীতলে।
নীরজস্কে মহীপৃষ্ঠে সমীকৃতচতুষ্পথে॥ ৮৬
দেশাধ্বনীনৈঃ পুরুষৈঃ কাননান্তরবেদিভিঃ।
আদিষ্টবর্ত্মা নৃপতির্মার্গস্যোভয়পার্শ্ববান্॥ ৮৭
দেশানরণ্যানি মুহুঃ পশ্যন্নানন্দলোচনঃ॥
সীমামুৎকলদেশস্য বিভজন্তীং বনান্তরে।

সেবকগণ সর্ব্বপ্রকার উপচার সামগ্রী লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। কোষাধ্যক্ষগণ, কোষাগার সমভিব্যাহারে, রাজার অবসর-সেবকগণ সেবার দ্রব্যহস্তে, এবং মালাকার প্রভৃতি পণ্যজীবিগণ স্বস্ব পণ্য দ্রব্য লইয়া রাজসমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল। নগরবাসী উচ্চ শ্রেণীর লোক সকল গ্রাম ও খর্ব্বটবাসী সর্ব্বপ্রকার জাতীয় লোক সমভিব্যাহারে নিজ নিজ বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া সমকালে মহারাজের সহিত যাত্রা করিল। নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের যাত্রা কালে ভেরী পটহ প্রভৃতি বাদ্যসমূহ বাদিত হইল, তখন সেই বাদ্য শব্দে চতুর্দ্দিক্ পরিপূরিত হইল।

জনপদবাসী জনগণ সেই বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নীলপর্ব্বতে গমন করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইল। যে পথ যাহার পক্ষে সরল, সে সেই পথ দিয়া গমন করিতে লাগিল। গ্রাম ও জনপদবাসিগণ রাজার আদেশ অনুসারে জনসঙ্কুল রাজপথে গিয়া ভিড় করিল না। তাহারা নীলাচলে যাইবার নিমিত্ত দুর্গম পথেই ধাবিত হইল।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সমস্ত পুরবাসী এবং আনন্দোৎফুল্ল চতুরঙ্গ সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অবস্থিত অপরাপর রাজবর্গের রথশ্রেণী মধ্যবর্ত্তী মনোহর রাজ পথে শোভা পাইলেন; অত্যুত্তম পরিচ্ছদে তিনি ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৭৬—৮৪

ঐ সময়ে পুরস্ত্রীগণ মঙ্গলাচার জন্য গান করিতে করিতে লাজা ও পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, স্বয়ং রাজা এই সকল মঙ্গলাচার শোভায় প্রফুল্লচিত্ত হইয়া মনে মনে শুভ সংকল্পনা করিয়া সেই দ্রুতগতি ঘোটকযুক্ত রথারোহণে হর্ষসহকারে গমন করিলেন।

যাহারা সকল দেশের পথ জানে এবং কোথায় কানন আছে, কোনপথ দিয়া কোথায় যাইতে হয়, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ; এইরূপ লোক সকল মহারাজের পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল। মহারাজ ঘনচ্ছায় সুশীতল ধূলিশূন্য সমতল প্রশস্ত পথের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন; তাঁহার গমনসময়ে অনুকূল বায়ু বহিতে লাগিল।

তিনি পথি মধ্যে নানা দেশ ও বিবিধ অরণ্য দর্শন করিতে করিতে সমধিক আনন্দিত হইলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া বনমধ্যে দেখিলেন,

মার্গস্থাং চণ্ডিকাং প্রাপ চর্চ্চিতাং মুণ্ডমালয়া॥
অবতীর্য্য রথাদ্রাজা বিনতো নারদাজ্ঞয়া।
সাষ্টাঙ্গপাতং তাং নত্বা তুষ্টাবানন্যচেতসঃ॥ ৮৯

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ

নমস্তে ত্রিদশেশানি সর্ব্বাপদ্বিনিবারিণি।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যাভিঃ কল্পনাভিরুদীরিতে।
কারণং জগতামাদ্যে প্রসীদ পরমেশ্বরি॥ ৯০
ত্বয়া বিনা জগন্নৈতৎ ক্ষণমুৎসহতে শিবে।
সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বকার্য্যাণাং মঙ্গলানি চ শাশ্বতে।
ত্বৎপাদারাধনফলং মর্ত্ত্যলোকে হি নান্যথা॥ ৯১
চরাচরপতের্ব্বিষ্ণোঃ শক্তিস্ত্বং পরমেশ্বরি।
যয়া সৃজত্যবতি চ জগৎ সংহরতে বিভুঃ॥ ৯২
চরাচরগুরুং দেবং নীলাচলনিবাসিনম্।
অনুগৃহ্লীষ মাং দেবি যথা পশ্যে স্বচক্ষুষা॥ ৯৩

জৈমিনিরুবাচ।

নারদস্যোপদেশেন স্তুত্বা দেবীং নরাধিপঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং বিবস্বানুদয়ং যথা॥ ৯৪
ততঃ প্রতস্থে তরসা স রাজা শ্রান্তবাহনঃ।
চিত্রোপলামহানদ্যাস্তীরে বিমলকাননে॥ ৯৫
ধাতুকন্দরবিখ্যাতে ন্যবেশয়দনীকিনীম্।
অপরাহ্ন-ক্রিয়াং কর্ত্তুং যাবদাহ্নিকমাদৃতঃ।
জলাবতরণে নদ্যাং বিবেশ স্বপুরোধসা॥ ৯৬
পূর্ব্বং সংশোধিতে প্রাজ্ঞৈর্ব্বিষকণ্টকজন্তুকে।
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাংশ্চ পিতৄনথ বিশাংপতিঃ॥ ৯৭
সম্পূজ্য বিধিবদ্বিষ্ণুং নৃপতীন্ প্রকৃতীরথ।
সম্মানয়ামাস নৃপঃ সংনিবেশাসনাদিভিঃ॥ ৯৮
নারদেন সহ শ্রীমান্ প্রবিশ্যান্তঃপুরং ততঃ।

উৎকল-দেশের সীমাপ্রকাশিকা মুণ্ডমালা-ভূষিতা চণ্ডিকাদেবী পথে অবস্থিতা রহিয়াছেন। তথায় নারদের অনুমতিক্রমে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক দেবীকে বিনতভাবে সাষ্টাঙ্গ-পাতে প্রণিপাত করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ৮৫—৮৯

ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন,—হে ত্রিদশেশ্বরি! হে পরমেশ্বরি! বিঘ্নরাশিবিনাশিনি! তোমাকে আমি নমস্কার করি। তোমা কর্ত্তৃক কল্পিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ তোমারই স্তব করেন। তুমিই জগতের কারণ এবং আদ্যা শক্তি; অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে পরমেশানি! ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীমান্ বিষ্ণু যে শক্তি দ্বারা এই জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন, তুমিই তাঁহার সেই শক্তিরূপিণী।

হে শিবে! আপনি ব্যতীত এই জগৎ ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না; হে শাশ্বত-রূপিণি! মর্ত্ত্যলোকে নিখিলকার্য্যের সিদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল,—সমস্তই আপনার পাদ-পদ্মের আরাধনার ফল। আপনার পাদপদ্ম আরাধনা ব্যতীত কেহই সর্ব্বপ্রকার কার্য্যসিদ্ধি এবং মঙ্গললাভ করিতে সমর্থ হয় না।৯০—৯২

অতএব হে দেবি! আমি যাহাতে সেই নীলাচলনিবাসী চরাচর-গুরু দেবদেবকে স্বনয়নে সন্দর্শন করিতে পারি, তুমি আমাকে সেই অনুগ্রহ কর। জৈমিনি কহিলেন,—সেই নরাধিপ নারদের উপদেশক্রমে চণ্ডীদেবীকে এবম্প্রকারে স্তব করিয়া সূর্য্যদেব যে রূপ উদয়াচলে আরোহণ করেন, তদ্রূপে অবিলম্বে রথে আরোহণ করিলেন; রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া ধাতুকন্দর নামে বিখ্যাত কোন অরণ্যের মধ্যে চিত্রোপলা মহানদীর তীরদেশে বেগপরিশ্রান্ত বাহন ও সৈন্যসমূহকে অবস্থিত করিলেন। ৯৩—৯৫।

রাজা পুরোহিতের সহিত অপরাহ্নিক আহ্নিক-কৃত্য সমাপন করিয়া নিজেও পরম যত্নসহকারে নদীর ঘাটে অবতরণ করিলেন। পূর্ব্বে এই মহানদীর বিষকণ্টকাদি ও জলচর হিংস্রজন্তু প্রভৃতি কোন বিচক্ষণ লোক-দিগের দ্বারা দূরীকৃত করিয়া পরে তথায় অবরোহণ করিয়া মহারাজ স্নান, পিতৃতর্পণ, দেবপূজা ও যথাবিধি বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর সানুচর নৃপতিগণ ও সমুদয় প্রকৃতি-বর্গকে যথাযোগ্য আসনাদি দ্বারা সম্মানপূর্ব্বক উপবেশন করিতে বলিলেন। এই অবসরে নৃপতি নারদ সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ-

সুধারসানি ভোজ্যানি বুভুজে প্রীতমানসঃ ॥৯৯
পশ্চিমাদ্রিং ততো যাতে বিবস্বতি বিশাংপতিঃ
সায়ংবিধিং সমাপ্যাশু শীতভানৌ সমুদ্যতে ॥১০০
অনুজীবিভিরাশ্বাথঃ সভামধ্যে উপাবিশৎ।
তত্র তস্মিন্নরপতির্বভৌ সাম্রাজ্যলক্ষণঃ।
সম্পূর্ণমণ্ডলশ্চন্দ্রো জ্যোতিষামিব নারদঃ ॥ ১০১
কবয়ঃ কবয়াঞ্চক্রুঃ কীর্ত্তিতস্য সুধামলাম্‌ ॥
জগুর্গাথাং সুগ্রথিতাং গায়কঃ কলসুস্বরাঃ ॥১০২
রূপযৌবনলাবণ্য-গর্ব্বিতা গণিকাস্ততঃ।
লয়তালাঙ্গহারৈশ্চ সুধৈর্নন্নৃতুঃ পুরঃ ॥ ১০৩
মাগধাস্তষ্টুবুশ্চৈনং লোকোত্তরগুণাকৃতিম্‌।
গদ্যপদ্যপ্রবন্ধাদ্যৈশ্চিত্রৈঃ পদকদম্বকৈঃ ॥ ১০৪
ততঃ স রাজা প্রানর্চ্চ বৈষ্ণবাগ্র্যান্‌ সভাসদঃ।
সুসম্পন্নৈর্গন্ধমাল্য-তাম্বুলৈরতিশোভনৈঃ ॥ ১০৫
নৃপাংশ্চ শতশস্তত্র সুখাসীনান্নৃপাত্মজান্‌।
সম্ভাবয়ামাস যথাযোগ্যং নৃপতিভাজনৈঃ ॥ ১০৬
অথাপৃচ্ছন্মুনিবরং নারদং ভগবৎপ্রিয়ং।
সিংহাসনার্হে স্বামীনং বহুমানপুরঃসরম্‌।
ভগবচ্চরিতং শ্রোতুং সর্ব্বপাপাপনোদনম্‌ ॥১০৭

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।

ভগবন্‌ বেদবেদাঙ্গনিধান ভগবৎপ্রিয়।
ত্বমেব চরিতং বিষ্ণোর্জানাসি জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ১০৮
হরিচারিত্র্যসুধয়া দৃঢ়পঙ্কমলীমসম্‌।
ক্ষালয়ান্তর্মম মুনে যদ্যনুক্রোশকো ময়ি ॥ ১০৯
ইত্থমালাপসম্মিশ্রে মুনে রাজ্ঞঃ কথান্তরে।
প্রবিবেশ নৃপং দ্বাঃস্থঃ উৎকলেশঃ প্রবেশকঃ ॥
উবাচ দেব দ্বারান্তে তিষ্ঠত্যুৎকলভূমিপঃ।
সোপায়নো দেবপাদ-পদ্মং দ্রষ্টুং সমৌলিকঃ ॥
বিজ্ঞাপিতঃ স রাজর্ষির্দ্বাঃস্থেনৈবং সসম্ভ্রমঃ।
উবাচ তঞ্চ ভো বিপ্রাঃ শ্রুত্বা তদ্দেশমণ্ডলম্‌ ॥

পুরঃসর প্রীতমনে সুধারসদৃশ ভোজ্য দ্রব্য সকল আহার করিলেন। ৯৬—৯৯

তদনন্তর ভগবান্‌ দিনপতি পশ্চিম গিরিশিখরে আরোহণ করিলে নিশাপতি সমুদিত হইতেছেন দেখিয়া বৈশ্যপতি সায়ংকৃত্য সমাপন করিলেন, এবং প্রকৃতিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সভা মধ্যে উপবেশন করিলেন। ১০০

সাম্রাজ্য-লক্ষণান্বিত নরপতি আসনে উপবেশন করিয়া শরৎকালীন্‌ পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কবিগণ সুধার ন্যায় নির্ম্মল তদীয় কীর্ত্তি বর্ণন করিতে লাগিলেন। গায়কগণ কলস্বরে তদীয় কীর্ত্তিগাথা গান করিতে আরম্ভ করিল। রূপযৌবনমত্তা সুন্দরী গণিকাগণ মহারাজের সম্মুখে বিবিধ প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী করত তানলয়সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। স্তুতিপাঠকগণ গদ্যপদ্যময় মনোহর পদাবলী রচনাপূর্ব্বক তদ্দ্বারায় মহারাজের অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা সেই সভায় সমাসীন প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণকে মনোহরগন্ধ, মাল্য ও তাম্বুল প্রদানপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলেন এবং তাঁহার আদেশ-অনুসারে তথায় সমাসীন রাজবর্গকে যথাযোগ্য সমাদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। ১০১—১০৬

সর্ব্বপাপ-বিনাশক ভগবচ্চরিত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া সিংহাসন তুল্য আসনে আসীন মুনিবর নারদকে বহুসম্মানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। ১০৭

ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, হে ভগবন্‌! আপনি সমুদয় বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী ও ভগবৎপ্রিয়, অতএব আপনিই জ্ঞানময় চক্ষুদ্বারা বিষ্ণুচরিত অবগত আছেন, এইহেতু আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে সুধাময় হরিচরিত বর্ণনা দ্বারা মদীয় পাপপঙ্ককলুষিত অন্তঃকরণ নির্ম্মল করিয়া দিউন। নরপতি ও মুনিবরের এই প্রকার আলাপমিশ্র কথাবসান না হইতেই দৌবারিক আসিয়া রাজসমীপে সংবাদ দিল, হে দেব! প্রাচীন মন্ত্রিগণের সহিত উৎকলদেশাধিপতি, মহারাজের পাদপদ্মদর্শনার্থে উপহার লইয়া দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। ১০৮—১১১।

হে দ্বিজগণ! সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন, দ্বারপালমুখে ইহা অবগত হইয়া "উৎকল দেশ" এই শব্দটী শ্রবণে আরো সসম্ভ্রমে দ্বারপালকে কহিলেন,

ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষেশস্য তদ্বার্ত্তাবর্ণনোৎসুকঃ।
প্রবেশয়াবিলম্বং তং ধীমনোড্র মহীপতিম্ ॥ ১১৩
স হি নীলগিরৌ বিষ্ণুং সমারাধ্য সুনির্ম্মলঃ।
তস্য সংদর্শনাৎ সর্ব্বে ভবিষ্যামো হতাংহসঃ ॥
শ্রুত্বা-তদ্বচনং সদ্যো দ্বারপালো মহিপতীম্।
প্রবেশয়ামাস সভামিন্দ্রদ্যুম্নস্য ভূপতেঃ ॥ ১১৫
প্রবিশ্যোড্রপতিস্তূর্ণং সচিবৈর্বৈষ্ণবৈঃ সহ।
ননামাঙ্ঘ্রি যুগং সদ্য ইন্দ্রদ্যুম্নস্য সাদরম্ ॥ ১১৬
তমুত্থাপ্য স রাজেন্দ্রঃ পুরস্কৃত্য সবৈষ্ণবম্।
আসনান্তে নিবেশ্যাথ প্রোচে সপ্রশ্রয়ং বচঃ ॥ ১১৭
রাজন্ সর্ব্বত্র কুশলী ভবানোড্রপতে কিল।
অপি দেবো বিজয়তে নীলাদ্রিশিখরালয়ঃ ॥১১৮
কচ্চিত্তে নির্ম্মলা বুদ্ধির্ভগবৎপাদপদ্মযোঃ।
উপৈতি সমচিত্তস্য সর্ব্বভূতেষু তে হরৌ ॥ ১১৯

যে, এইত তবে শ্রীপুরুষোত্তমের ক্ষেত্র, আমি ইহার বার্ত্তা জানিতে অত্যন্ত উৎসুক আছি, অতএব হে ধীমন্! তুমি সেই ওড্রমহীপতিকে অবিলম্বে এস্থানে আনয়ন কর, তিনি নীলগিরিশিখরে বিষ্ণুর সমারাধনা করিয়া নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাঁহাকে সন্দর্শন করিলে আমরা সকলেই পাপশূন্য হইব। ১১২—১১৪।

দ্বারপাল এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মহীপতিকে সভামধ্যে সদ্য আনয়ন করিলেন। ওড্রাধিপতি তথায় প্রবেশ মাত্রেই সচিব বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রদ্যুম্নচরণে সাদরে সদ্য প্রণিপাত করিলেন। ১১৫। ১১৬

নরপতি চরণপ্রণত ওড্রপতিকে উত্থাপন করত সমাগত বৈষ্ণবগণের সহিত যথাযোগ্য পূজাপূর্ব্বক আসনৈকপার্শ্বে বসাইয়া সাদরে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! তোমার সর্ব্বত্র কুশল নিশ্চয়, নীলাচলশিখরবাসী জগন্নাথ ত জয়যুক্ত আছেন? ১১৭। ১১৮

আপনি নিখিল প্রাণীকে সমানে—এমন কি বিষ্ণুসমান জ্ঞান করেন। আপনার বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়া, ভগবানের পাদপদ্মে নিবিষ্ট হইয়াছে ত? ১১৯

ওড্রাধীশস্তদা তস্য বচঃ শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যং হর্ষবিস্ময়চঞ্চলঃ ॥ ১৩০
স্বামিন্ সর্ব্বত্র কুশলং তৎপাদানুগ্রহান্মম।
সূর্য্যে তপত্যন্ধকারঃ কথং বা প্রভবিষ্যতি ॥ ১২১
নিসর্গগুণসংসর্গ-বশীকৃতমহীভুজা।
ত্বয়া সনাথা পৃথিবী জিষ্ণুনেবামরাবতী ॥ ১২২
সদা ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদস্ত্বয়ি শাসতি মেদিনীম্।
নিষেধাচরণং রাজন্ কেবলং শ্রূয়তে শ্রুতৌ ॥১২৩
রাজানীতিষু যে রাজ্ঞাং গুণাঃ সমুদিতাস্ত্বয়ি।
তত্রৈকৈকং ক্ষিতিভূজাং গতা দার্ষ্টান্তিকং বিভো
এতাবদপি সাম্রাজ্যং দুর্লভং তে নৃপোত্তম।
অষ্টাদশদ্বীপবতী ক্ষিতিরেকগৃহোপমা ॥ ১২৫
যদি ত্বাং নাস্বজদ্ব্রহ্মা বৎসলং সর্ব্বজন্তুষু।

ওড্রাধীশ্বর, মহীপতির বাক্য শ্রবণে হর্ষ ও বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন। ১২০

হে স্বামিন্! আপনার পাদপদ্মের অনুগ্রহে আমার সর্ব্বত্র কুশল। সূর্য্যদেব কিরণ বিকীর্ণ করিলে অন্ধকার আর কোথায় প্রভাব পাইয়া থাকে ১২১

ইন্দ্রের সান্নিধ্যে অমরাবতীর ন্যায় আপনি থাকাতেই এই পৃথিবী নাথবতী হইয়াছেন। আপনি অলোকসামান্য নৈসর্গিক গুণরাশি দ্বারা নিখিল রাজবর্গকে বশীভূত করিয়াছেন।

আপনার এই মেদিনী-শাসন-কালে ধর্ম্ম চতুষ্পাদই রহিয়াছেন, এবং আপনার প্রতাপ-বলে নিষিদ্ধাচরণ সকল (চৌর্য্য প্রভৃতি) কেবল শ্রবণেই শ্রুত হয়। ১২২। ১২৩

প্রভো! রাজনীতিতে রাজাদিগের যে সকল গুণ থাকিবার কথা আছে, সেই সমুদয় গুণই আপনাতে অন্যান্য রাজাদিগের আদর্শরূপে অবস্থিতি করিতেছে। হে মহারাজ! এই সাম্রাজ্য ত অতি তুচ্ছ কথা, অষ্টাদশ দ্বীপসমেত সমস্ত পৃথিবী আপনার একটী গৃহের তুল্য;—অর্থাৎ আপনি যেরূপ গুণবান্ তাহাতে একপৃথিবী কি? শত শত পৃথিবীর রাজত্ব পাইতে পারেন। ব্রহ্মা যদি সর্ব্বপ্রাণিবৎসল

কথং শোকবিহীনাঃ স্যুর্মৃতেষাপ্তজবন্ধুষু ॥
সাধারণা নৃপতয়ো বিষ্ণোর্ব্বংশা ইতি শ্রুতিঃ।
ভবাংস্তু সাক্ষাদ্ভগবান্‌ কোঽন্যঃ ঈদৃগ্‌গুণাকরঃ ॥
দক্ষিণোদধিতীরেঽস্তি নীলাদ্রিঃ কাননাবৃতঃ।
ন তত্র লোকসঞ্চারঃ সদাস্তে নাপি দেবতাঃ ॥১২৮
বাত্যয়া বালুকাকীর্ণঃ সাম্প্রতং শ্রূয়তে তু সঃ।
তথাশাময় রাজ্যেঽপি দুর্ভিক্ষমরকার্দ্দনম্‌ ॥ ১২৯
ত্বয্যাগতে তু সর্ব্বস্মিন্‌ কুশলং নো ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্তবন্তং নৃপতিরুৎকলেশং দ্বিজোত্তমাঃ ॥
বিসর্জ্জয়ামাস তদা সন্নিবেশায় মানয়ন্‌ ॥ ১৩০
নারদং প্রেক্ষ্য নির্ব্বিণ্ণঃ কিমেতদিতি ভো মুনে।
যদর্থমগমস্তম্মে বিফলং তদ্বিতর্কয়ে ॥ ১৩১
ইত্যুক্তবন্তং তং প্রাহ নারদো বৈ ত্রিকালবিৎ।
ন কার্য্যো বিস্ময়স্তত্র ভাগ্যবান্‌ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥১৩২
ন বৈষ্ণবানাং বাঞ্ছা হি বিফলা জায়তে ক্বচিৎ।
অবশ্যং প্রেক্ষসে রাজন্‌ বিভ্রতং পার্থিবং বপুঃ।
কারণং জগতামাদিং নারায়ণমনাময়ম্‌।
তদনুগ্রহহেতোর্ব্বৈ স্থিতো বাবতরিষ্যতি ॥ ১৩৪
জগচ্চরাচরং সর্ব্বং বিষ্ণোর্ব্বশমুপাগতম্‌।
ন কস্যাপি বশে সোঽস্তি পরমাত্মা সনাতনঃ।
কেবলং ভক্তবশগো ভগবান্‌ ভক্তবৎসলঃ। ১৩৫
ব্রহ্মাদিকীটপর্য্যন্তং প্রসূতং যস্য মায়য়া।
স কথং পরতন্ত্রঃ স্যাদৃতে ভক্তজনান্‌ নৃপ ॥ ১৩৬
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মূলং ভক্তির্মুরদ্বিষঃ।
সৈব তদ্‌গ্রহণোপায়স্তাম্মতে নাস্তি কিঞ্চন ॥ ১৩৭

ভবাদৃশ ব্যক্তিকে সৃজন না করিতেন, তাহা হইলে জনগণ কখন নিজ বন্ধুবর্গের বিচ্ছেদেও বীতশোক হইতে পারিত না। ১২৪—১২৬

মহারাজ! এইরূপ প্রবাদ আছে যে, সাধারণ নৃপতি মাত্রেই বিষ্ণুর অংশ, অতএব আপনি যে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ ইহাতে সংশয় কি? আপনার সদৃশ সর্ব্বগুণাকর রাজা আর কে আছে? ১২৭

হে নৃপবর! সেই নীলপর্ব্বত দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভাগে অবস্থিত এবং বনে আবৃত, সেখানে লোকের আর গমনাগমন করিবার শক্তি নাই, এমন কি দেবতারাও সর্ব্বদা সে স্থলে যাতায়াত করিতে পারেন না। ১২৮

সম্প্রতি শুনিলাম যে, সেই পর্ব্বতকে প্রচণ্ড বায়ুসমূহ সমুত্থিত হইয়া বালুকারাশি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছে, তন্নিমিত্ত আমার এই রাজ্যেও দুর্ভিক্ষ ও মরকপীড়া উপস্থিত হইতেছে। এখন আপনি আগমন করিয়াছেন; আমাদের সর্ব্বত্র কুশল হইবেক। ১২৯

হে দ্বিজোত্তমগণ! উৎকলেশ্বর এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে নরপতি তাঁহাকে উপবেশন জন্য সম্মানপূর্ব্বক অবসর দিলেন। অনন্তর নারদের দিকে চাহিয়া অতি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, হে মুনে! একি ঘটনা হইল, হায়! আমার বোধ হইতেছে, যে নিমিত্ত এখানে আগমন করিলাম, তাহা বুঝি বিফল হইল! এইরূপ আশঙ্কচিত্ত রাজাকে ত্রিকালজ্ঞ নারদমুনি কহিলেন, হে রাজন্‌! ইহাতে বিস্মিত হইতেছেন কেন? তুমি ভাগ্যবান্‌ পুরুষ ও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, অতএব বৈষ্ণবদিগের বাঞ্ছা কদাপি বিফল হইবার নহে। যিনি পার্থিব শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, সেই জগতের আদিকারণ নিরাময় নারায়ণকে তুমি অবশ্যই দেখিতে পাইবে। তিনি তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া স্থিরতররূপে পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন। ১৩০—১৩৪

এই সমুদয় চরাচর জগৎ বিষ্ণুর বশতাপন্ন; কিন্তু সেই পরমাত্মা সনাতন, কাহারও বশ্য নহেন। ১৩৫

তবে ভগবান্‌ ভক্তবৎসল কেবল ভক্তদিগেরই বশীভূত হইয়া আছেন, হে নৃপ! যাঁহার মায়া দ্বারা ব্রহ্মা অবধি কীট পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরমপুরুষ ভক্তজন ব্যতিরেকে কি নিমিত্ত পরতন্ত্রতা স্বীকার করিবেন? ১৩৬

মুরহরির-প্রতি ভক্তিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মূল কারণ এবং সেই ভক্তিই তাঁহাকে বশীভূত করিবার একমাত্র উপায়, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। ১৩৭

এক এব যদা বিষ্ণুর্বহুধা স্বস্য মায়য়া।
তমৃতে পরমাত্মানং সুখহেতুর্ন বিদ্যতে ॥ ১৩৮
যেঽপ্যন্যে শিবসূর্য্যাদ্যাস্তৈস্তৈঃ কর্ম্মভিরাদৃতাঃ
যচ্ছন্তি পূজিতাঃ কামং তেঽপি বিষ্ণুপরায়ণাঃ ॥
অন্তর্য্যামী স ভগবান্ দেবানামপি হৃৎস্থিতঃ।
যাবৎ ফলং প্রেরয়তি তাবদেব দদত্যমী ॥ ১৪০
বৈষ্ণবস্ত্বন্তু রাজেন্দ্র পদ্মযোনেস্তু পঞ্চমঃ।
অষ্টাদশানাং বিদ্যানাং পারগো বৃত্তসংস্থিতঃ ১৪১
ন্যায়েন রক্ষিতা পৃথ্বী বিশেষাদ্‌ব্রাহ্মণার্চ্চকঃ।
অবশ্যং দ্রক্ষ্যসি ক্ষেত্রে বৈকুণ্ঠং চর্ম্মচক্ষুষা ॥১৪২
পিতামহোঽপ্যত্র কার্য্যে ভবতো মাং নিযুক্তবান্
সর্ব্বং তে কথয়িষ্যামি প্রাপ্তে ক্ষেত্রোত্তমে নৃপ ॥
সাম্প্রতং রাত্রিরেষা হি তৃতীয়ং যামমৃচ্ছতি।

সেই বিষ্ণুই স্বকীয় মায়া দ্বারা বহু প্রকার আকার ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং সেই পরমাত্মা ভিন্ন আর কোনই সুখের হেতু বিদ্যমান নাই। ১৩৮

তবে দেখিতেছ, যে সকল শিব, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ সেই সেই কর্ম্ম দ্বারা অতিশয় মাননীয় হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিলে অভিলষিত ফলদান করেন বটে; কিন্তু তাঁহারা সকলেই আবার বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ। সেই ভগবান্ অন্তর্য্যামী দেবগণেরও হৃৎপদ্মে অবস্থান করেন, তিনিই যে সকল ফল দান করিতে অনুমতি দেন, উক্ত সকল দেবতারা সেই সেই ফল দান করিয়া থাকেন। ১৩৯।১৪০

হে রাজেন্দ্র! তুমি বৈষ্ণবচূড়ামণি, বিশেষতঃ পদ্মযোনি ব্রহ্মার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং অষ্টাদশ বিদ্যায় সুপারগ ও সচ্চরিত্র। তুমি রাজনীত্যনুসারে পৃথিবী পালন করিতেছ ও ব্রাহ্মণগণের বিশেষ পূজা করিয়া থাক; তুমি অবশ্যই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্রধামে বৈকুণ্ঠনাথকে দেখিতে পাইবা। ১৪১।১৪২

হে নৃপ! পিতামহ ব্রহ্মাও তোমার এই কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন; অতএব সেই ক্ষেত্রমধ্যে গমন করিয়া তোমাকে সকল বিষয় সবিশেষ বলিব; সম্প্রতি রাত্রি

স্বান্ স্বান্ নিবেশান্ নির্গন্তুং রাজন্নাজ্ঞাপয়াধুনা।
ত্বমপ্যন্তর্গৃহং যাহি নিদ্রায়া বশমাগতঃ ॥ ১৪৪
ইতি উৎকলখণ্ডে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

উক্তে ব্রহ্মসুতেনেত্থমিন্দ্রদ্যুম্নো মহীপতিঃ।
মুনেস্তু বচনং শ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ১
বিচার্য্য পরয়া বুদ্ধ্যা শ্রমং মেনে ফলাবহম্।
অহো মে পরমং ভাগ্যং বহুজন্মান্তরার্জ্জিতম্ ॥২
ব্যবসায়ে মমোদ্যুক্তঃ সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
জীবন্মুক্তং স্বং তনুজং মৎসহায়মকারয়ৎ ॥ ৩
সহায়ো যাদৃশঃ পুংসাং ভবেৎ কার্য্যং হি তাদৃশম্
শ্রুতং সভাসু সর্ব্বাসু ইতি বৃদ্ধানুশাসনম্ ॥ ৪
স ইত্থং চিন্তয়ন্ রাজা বিসৃজ্য চ সভাসদঃ।
ততো মুনিং করে ধৃত্বা বিবেশান্তঃপুরে দ্বিজাঃ ॥৫

তৃতীয় প্রহর হইয়াছে; এইক্ষণে সকল ব্যক্তিকেই স্ব স্ব গৃহে গমনার্থ অনুমতি করুন। এবং তুমিও অন্তঃপুরে যাইয়া নিদ্রিত হও। ১৪৩—১৪৪

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

জৈমিনি কহিলেন,—ব্রহ্মনন্দন নারদ এই কথা বলিলে পর, মহীপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার বাক্যশ্রবণ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিসহকারে বিচার করিয়া পরিশ্রম সফল মনে করিলেন;—ভাবিলেন, আহা! আমার কি সৌভাগ্য! বহুজন্মে কতই না জানি পুণ্য করিয়াছি, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আজি আমার কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। তিনি জীবন্মুক্ত নিজ পুত্রকে আমার সহায় করিয়া দিয়াছেন। আমি অনেক সভায় বৃদ্ধ লোকের উপদেশ শুনিয়াছি যে, পুরুষের সহায় যেরূপ হইবে, কার্য্যও সেইরূপ হইবে। দ্বিজগণ! রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া সভাসদ্‌গণকে বিদায় দিয়া মুনিকে হস্তে ধারণপূর্ব্বক সঙ্গে

তমর্চ্চয়িত্বা বিধিবৎ পর্য্যঙ্কে সহ তেন বৈ।
নিশাবশেষং নৃপতির্নিনায় সংলপন্মিথঃ ॥ ৬
ততঃ প্রভাতে বিমলে নিত্যং কর্ম্ম সমাপ্য বৈ।
পূজয়িত্বা জগন্নাথং স ততার মহানদীম্।
ওড্রদেশাধিপেনাগ্রে গচ্ছতাদিষ্টপদ্ধতিঃ।
একাম্রকাননং ক্ষেত্রমভিযাতো বলান্বিতঃ ॥ ৮
স গত্বা কঞ্চিদধ্বানং প্রাপ্য গন্ধবহাভিধাম্।
নদীং বেগবতীং শীততোয়ামুৎক্রম্য বেগবান্ । ৯
পূর্ব্বাহ্নপূজাসময়ে কোটিলিঙ্গেশ্বরস্য বৈ।
চর্চ্চরী-শঙ্খকাহাল-মৃদঙ্গমুরজধ্বনিম্।
ব্যাপ্নুবানং মহারণ্যং দূরাৎ শুশ্রাব ভূপতিঃ ॥১০
মন্যমানং ভগবতো নিলাচলনিবাসিনঃ।
উবাচ নারদং প্রীতো ধ্বনিচ্ছন্দো মহামুনে ॥১১
নীলাদ্রিশিখরাবাসঃ প্রাপ্তঃ কিং পরমেশ্বরঃ।
যদর্চ্চাসময়ে হ্যেষ শ্রূয়তে সঙ্কুলধ্বনিঃ ॥ ১২

উতাহো অন্যদেবো বা বর্ত্ততে নিকটে মুনে।
ইতি পৃষ্টস্তদা রাজ্ঞা প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১৩
রাজন্ সুদুর্লভং ক্ষেত্রং গোপিতং বৈ মুরারিণা।
ন তত্রাস্তীতি ভগবান্ কৈরপি জ্ঞায়তে নৃভিঃ ॥
ত্বং হি ভাগ্যবতাং শ্রেষ্ঠস্তদ্ভাগ্যাত্তে পুরোধসা।
দৃষ্টঃ কথঞ্চিদ্ভগবান্ সংযতেন্দ্রিয়বৰ্ত্মনা ॥ ১৫
ত্বমেতাবদ্ভিরৈর্যুক্তঃ ষড়ঙ্গৈর্নৃপসত্তম।
সাহসেঽতি প্রবৃত্তোঽসি সংশয়ো মে মহীপতে॥১৪
স বর্ত্ততে নীলগিরির্যোজনেঽত্র তৃতীয়কে।
ইদন্ত্বেকাম্রকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতের্বিভুঃ।
নাতিদূরে মহীপাল ভীতস্য শরণার্থিনঃ ॥ ১৭

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।

কথং স ভীতো গিরিশঃ কং বা শরণমাগতঃ।
যদাহ ত্রিপুরং ঘোরং শরেণৈকেন যৎ পুরা ॥১৮

লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নৃপতি যথাবিধানে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সহিত এক পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া নানা কথায় রাত্রি যাপন করিলেন। ১—৬

অনন্তর পরদিন প্রভাতকালে নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক জগন্নাথের পূজা করিয়া মহানদী পার হইলেন। ৭

ওড্রদেশাধিপতি অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিলেন, ক্রমে ক্রমে একাম্রকানন নামক ক্ষেত্রে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন, তথা হইতে কিয়দ্দূর গমন করত শীততোয়া বেগবতী গন্ধবহানদী পার হইয়া অতি বেগে গমন করিতে লাগিলেন। ৮।৯

এমন সময়ে দূর হইতে শুনিতে পাইলেন, যে কোটি লিঙ্গেশ্বরের পূর্ব্বাহ্নপূজার সময়ের শঙ্খ, চর্চ্চরী, মৃদঙ্গ, মুরজ ও কাহাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে সেই মহারণ্য শব্দিত হইতেছে। ১০

তাহাতে প্রীত হইয়া নারদকে বলিলেন, হে মহামুনে! এই ধ্বনিটী অতিশয় সন্তোষ জন্মাইতেছে; অতএব কি সেই নীল-গিরি-শিখর-বাসী পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলাম? যে হেতু পূজাসময়োচিত এই সকল বাদ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে? ।১১।১২

অথবা কোন দেবতান্তর নিকটে বিদ্যমান থাকিবেন! রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া মুনিবর কহিলেন, হে রাজন্! সেই দুর্লভ ক্ষেত্রটী ভগবান্ গোপনভাবে রাখিয়াছেন, সেস্থলে মুরারি রহিয়াছেন, ইহা কেহই জানিতে পারে না। তুমি ভাগ্যধর-পুরুষগণের মধ্যে প্রধান, এই জন্য ত্বদীয় সৌভাগ্যক্রমেই সংযতেন্দ্রিয় যে ভবদীয় পুরোহিত, তৎকর্ত্তৃক কথঞ্চিৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন। ১৩—১৫

হে নৃপসত্তম! তুমি এই সকল ষড়ঙ্গ বল সমভিব্যাহারে (আড়ম্বরের সহিত) অসমসাহসীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। ইহাতে আমার সংশয় জন্মিতেছে। ১৬

হে মহীপাল! সেই নীলগিরি এখনও তিন যোজন দূরে রহিয়াছে, এই যে স্থানে বাদ্যোদ্যম শুনিতেছ, উহার অনতিদূরে ভীত ও শরণাকাঙ্ক্ষী ভবানীপতির একাম্রকানন নামক ক্ষেত্র। ১৭

ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, যিনি পুরাকালে একটী মাত্র শরদ্বারা দুর্দান্ত ত্রিপুরাসুরকে দাহ করিয়াছিলেন, তিনি কি নিমিত্ত ভীত ও কোন ব্যক্তির

অত্র মে বিস্ময়ো জাতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
রক্ষিতা ভবভীতানাং ভবঃ পরম পাবনঃ।
কিমর্থং ভবভীতোঽসৌ কঃ সমর্থোঽস্য বৈ জয়ে

নারদ উবাচ।

অত্র তে কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তং মহীপতে॥
উপযেমে পুরা গৌরীং তপসা বশমাগতঃ॥ ২৭
ব্রহ্মচারী হিমগিরৌ ভগবান্নীললোহিতঃ।
উৎসৃজ্য ব্রহ্মচর্য্যন্তু সোঽনঙ্গশরপীড়িতঃ॥ ২১
তয়া রেমে রুচিরয়া যৌবনোন্মত্তয়া নৃপ
তৎপিতুর্ব্বিষয়ে ভোগান্ বুভুজে দেবকাঙ্ক্ষিতান্
কদাচিদথ নির্যান্তী স্ববাসভবনাৎ সতী।
সামপূর্ব্বং কুলস্ত্রীভির্মাত্রোক্তা সস্মিতং বচঃ॥২৩
আর্য্যে মহত্তপস্তপ্তং বরার্থং গহনে বনে।
নির্দ্ধনো নিষ্কুলো বৃদ্ধো বরঃ প্রাপ্তো বরাননে॥

রাত্রিং ন ত্যজসি ত্বং হি সন্নিধিং তাদৃশস্য বৈ।
কো গুণঃ কথ্যতাং বৎসে কিংবা পত্যুঃ প্রসাদজম্
ভূষণাচ্ছাদনং প্রাপ্তং মৈযেব গৃহবাসিনঃ।
চিরং তিষ্ঠতি ভদ্রে ত্বং পিতৃভোগোপলালিতা॥
ত্রৈলোক্যে যা তু কন্যা বৈ পরিণীতা পিতুর্গৃহাৎ
প্রয়াত্যলঙ্কৃতা ভর্ত্রা পতিবেশ্মেতি শুশ্রুমঃ॥ ২৭
অহন্তু মানসী কন্যা পিতৃণাং পিতৃলোকতঃ।
আগতাত্র মহাভাগে পরিণীতা হিমাদ্রিণা॥ ২৮
ইত্থমুক্তা ময়া হাস্যান্নক্রোধান্ন চ লোভতঃ।
জামাতুরগ্রে নো বাচ্যং স হি বিষ্ণুসমো মতঃ২৯

নারদ উবাচ।

মাতুরিত্থং বচঃ শ্রুত্বা ভর্ত্তৃনিন্দাপ্রপীড়িতা।
কোপপ্রস্ফুরদোষ্ঠী সা বাচং নোচে মনাগপি॥

নিকটে শরণাগত হইলেন, ইহাতে আমার বিস্ময় জন্মিয়াছে, অতএব আমি তাহা যথার্থরূপে শুনিতে বাসনা করি। যে ভবনাথ ভবসংসারে ভীত ব্যক্তিদিগের রক্ষাকর্ত্তা, সেই পরমপবিত্র গিরিজাপতি এই ভবমধ্যে কি জন্য ভয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ইহাঁকে পরাজিত করিতে কোন্ ব্যক্তিই বা সমর্থ হইয়াছেন? ১৮।১৯

নারদ কহিলেন, হে মহীপতে! এ বিষয়ে আপনাকে একটী পুরাবৃত্ত বলিতেছি। পুরাকালে ভগবান্ নীলকণ্ঠ তপস্যা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী বেশে হিমগিরিশিখরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি কামবাণ-প্রপীড়িত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যৌবনমদমত্তা সুরুচিরা গিরিসুতা গৌরীকে বিবাহ করত তদীয় পিতৃবিষয়ে দেববাঞ্ছিত ভোগ সকল উপভোগপুরঃসর তাঁহার সহিত রমণ করিতেন। ২০—২২

একদা সতীদেবী স্বকীয় বাসভবন হইতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা কুলস্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে মমতাপূর্ব্বক সস্মিতবচনে কহিলেন, হে আর্য্যে! তুমি উত্তম পতি লাভ করিবে বলিয়া গহনকাননে প্রবেশপূর্ব্বক মহতী তপস্যা করিয়াছিলে, অয়ি বরাননে! তাহাতে কি এই ফললাভ হইল যে, ধনহীন কুলহীন একটী বৃদ্ধ বর প্রাপ্ত হইলে? তুমি আবার তাদৃশবরের সন্নিধি রাত্রিকালেও পরিত্যাগ কর না; অতএব হে বৎসে! তোমার সেই পতির কি গুণ আছে; এবং তুমি তাঁহার প্রসাদলব্ধ কি কি অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছ? তিনি ত দেখিতেছি আমার গৃহেই চিরকাল বাস করিলেন। ভদ্রে! তুমিও চিরদিন পিতৃবিষয়ে পালিত হইয়া রহিলে। ২৩—২৬

আমরা শুনিয়াছি যে, এই ত্রৈলোক্যমধ্যেই পরিণীতা কন্যারা পতিপ্রদত্ত অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিতা হইয়া পিতৃগৃহ হইতে ভর্তৃ-ভবনে নীত হইয়া থাকেন। ২৭

এই আমিও ত পিতৃগণের মানসী কন্যা, হিমালয় আমাকে বিবাহ করিয়া পিতৃলোক হইতে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছেন। ২৮

যাহা হউক, সতি! আমি এ সকল কথা পরিহাস ক্রমে বলিতেছি, কোন প্রকার লোভ বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া বলি নাই; অতএব আমার সেই বিষ্ণুসদৃশ জামাতার সমক্ষে এ কথার অনুষ্ঠান করিও না। ২৯

নারদ কহিলেন, গৌরী মাতার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করত ভর্তৃ-নিন্দায় অতিশয় দুঃখিত ও কোপকম্পিতোষ্ঠা হইয়া কিছুমাত্র না কহিয়া

প্রষষাবন্তিকে ভর্ত্তুর্নিক্রবাণাম্বিকা বচঃ।
জগাদ পরুষং বাক্যং স্নেহগর্ভমিতাক্ষরম্॥ ৩১

উমোবাচ।

স্বামিন্ন সাম্প্রতঞ্চৈতৎ ত্বদ্বাসঃ শ্বশুরালয়ে।
কোদীয়সামপি গুরো ত্রৈলোক্যস্য কথন্নু তে॥৩২
তদাবয়োর্নাত্র যোগ্যা বসতির্মে প্রিয়া বিভো।
ন সন্তি তব বাসায় যোগ্যা বৈ ভূময়ঃ প্রভো॥
ইত্যুক্তঃ শিবয়া সোঽথ ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
তয়াসার্দ্ধং বৃষারূঢ়ো মধ্যদেশং যযৌ ত্বরাম্॥ ৩৪
বিলঙ্ঘ্য সর্ব্বতীর্থং বৈ প্রয়াগং পাবনং মহৎ।
দক্ষিণোদধিগামিন্যা গঙ্গায়া উত্তরে তটে।
বারাণসীং নাম পুরীং গৌর্য্যাবাসায় নির্ম্মমে॥৩৫
পঞ্চক্রোশমিতাং রম্যাং বরপ্রাসাদশোভিতাম্।
অট্টালকশতৈর্যুক্তামসংখ্যোপবনৈর্বৃতাম্।
নানাতীর্থসমাযুক্তাং নানাজনসমাকুলাম্॥ ৩৬

আজ্ঞয়া ধূর্জটেঃ শুভ্রাং রচিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
পাবনৈঃ শীতলৈর্গাঙ্গসলিলৈঃ ক্ষালিতাংহসাম্॥৩৭
তত্র মধ্যে পুরে স্বর্ণ-প্রাকারাট্টালশোভিতে।
রত্নস্তম্ভৈঃ সুঘটিতৈঃ সর্ব্বাশাপরিপূরকে।
তয়া রেমে পশুপতিঃ শ্রিয়েব মধুসূদনঃ॥ ৩৮
সা পুরী বিশ্বনাথেন কদাচিন্ন বিমুচ্যতে।
অবিমুক্তেতি বিখ্যাতা নৃণাং মুক্তিপ্রদায়িনী।
পুরাসীন্মনুজাধীশ সেবিতা ভবভীরুভিঃ॥ ৩৯
তত্রোষিতা তদা গৌরী তেন ভর্ত্রা স্বলঙ্কৃতা।
মাতরং পিতরং বাপি ন সস্মার মহীপতে॥ ৪০
এবং বহুযুগেঽতীতে কৈলাসাদ্রিং স জগ্মিবান্।
আত্মনঃ কোটিলিঙ্গানি তত্র সংস্থাপ্য বৈ প্রভুঃ॥
রাজানঃ পালয়ামাসুস্তাং পুরীং বহুশো নৃপ।
তত্রাসীৎ কাশিরাজাখ্যঃ পুরা দ্বাপরকে যুগে ৪২

ভর্ত্তার নিকটে গমন করিলেন, এবং মাতা যে সকল নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, তাহা গোপনপূর্ব্বক স্নেহগর্ভ যৎকিঞ্চিৎ নিষ্ঠুরবাক্য কহিলেন। ৩০।৩১

হে স্বামিন্! এইক্ষণে আপনার এই শ্বশুরালয়ে বাস করা উপযুক্ত হইতেছে না, আপনি যখন ত্রৈলোক্যবাসী ক্ষুদ্রাশয়ব্যক্তিগণেরও গুরু তখন আপনাকে আর কি নিন্দা করিব? । ৩২

অতএব হে বিভো! আমাদের উভয়েরই এখানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে, হে প্রভো! তোমার বাসযোগ্য ভূমি কি ভূমণ্ডলে নাই?।৩৩

ভগবান্ বৃষভধ্বজ উমাদেবীর এই বাক্য শ্রবণ করত তাহার সহিত বৃষারূঢ় হইয়া সত্বরে মধ্যদেশে গমন করিলেন। ৩৪

তথায় পবিত্রতাজনক, সর্ব্বতীর্থময় অতিশ্রেষ্ঠ প্রয়াগতীর্থকে লঙ্ঘনপূর্ব্বক গৌরীর বাসনিমিত্ত দক্ষিণ সমুদ্রে গমনশীলা গঙ্গার উত্তরতটে বারাণসী নামে পুরী নির্ম্মাণ করিলেন।৩৫

ঐ পুরী পঞ্চক্রোশপরিমিত, রমণীয় এবং উত্তম উত্তম প্রাসাদ, শতশত অট্টালিকা ও অসখ্য উপবন, নানা প্রকার তীর্থ ও বহুবিধ মনুষ্যে পরিপূর্ণ হইয়া শোভিত হইল। ৩৬

বিশ্বকর্ম্মা মহাদেবের আজ্ঞানুসারে ঐ পুরীকে শুভ্রবর্ণ করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, এবং পবিত্র সুশীতল গঙ্গাজলে তাহাকে ধৌত করাইলেন। ৩৭

পশুপতি ভগবতীর সহিত, শ্রী ও শ্রীপতির ন্যায় সেই বারাণসীধামে স্বর্ণনির্ম্মিত প্রাচীর ও অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত এবং সুনির্ম্মিত রত্নস্তম্ভে চতুর্দ্দিক্পূর্ণ পুরীমধ্যে রমণ করিতে লাগিলেন। ৩৮

সেই বারাণসীকে মহাদেব কোন কালেই ত্যাগ করিবেন না। তাহা অত্যাজ্য ও মোক্ষদায়িনী বলিয়াও প্রসিদ্ধ আছে; হে রাজন্! পূর্ব্ব হইতেই ভবসংসারভীত ব্যক্তিরা তাঁহাকে সেবা করিয়া আসিতেছেন। ৩৯

তদানীং গৌরীদেবী পতি কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়া তাঁহার সহিত তথায় বাস করিতেন। হে নরপতে! মাতা ও পিতাকে আর স্মরণ করিতেন না। ৪০

এই প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে গৌরীপতি সেইস্থানে স্বকীয় কোটিলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে বহুবিধ নৃপতিগণ সেই পুরীকে পরিপালন করিতেন। ইতিপূর্ব্বে দ্বাপরযুগে কাশীরাজ

শম্ভুং সন্তোষয়ামাস তপসোগ্রেণ বৈ প্রভুম্।
জরাসন্ধপুরোগানাং রাজ্ঞাং জেতারমচ্যুতম্॥ ৪৩
সংগ্রামে প্রহরিষ্যামীত্যভিসংধায় পার্থিবঃ।
প্রাদাত্তস্মৈ বরং সোঽপি পিনাকী পরিতোষিতঃ
জেতাসি কংসহন্তারং সংগ্রামে ত্বমরিন্দম।
তবার্থে প্রমথৈঃ সার্দ্ধমহং যোৎস্যে বৃষস্থিতঃ॥৪৫
শম্ভোরিতি বরং লব্ধা প্রমত্তঃ স নরাধিপঃ।
শঙ্খচক্রধরং সংখ্যে হরিমাহ্বয়ত বীর্য্যবান্॥৪৬
অন্তর্য্যামী স ভগবান্ জ্ঞাত্বা বৃত্তান্তমীদৃশম্।
চক্রং প্রস্থাপয়ামাস কাশীরাজস্য সূদনে॥ ৪৭
তমুগ্রদর্শনং চক্রং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।
কাশীরাজশিরশ্ছিত্বা তদ্বলং তাং পুরীং ততঃ॥
দদাহ কুপিতং রাজন্ বিষ্ণোরাশয়বীর্য্যবৎ॥ ৪৮
তদ্দৃষ্ট্বা সুমহৎকর্ম্ম ক্রুদ্ধঃ পশুপতিস্তদা।
গণৈর্বৃতো বৃষারূঢ়ঃ পিনাকী তদুপাদ্রবৎ॥৪৯
ততঃ সুদর্শনং চক্রং দগ্ধাতু প্রমথং গণম্
শম্ভোঃ পাশুপতাস্ত্রং তচ্চকারাঙ্গারসন্নিভম্॥৫০
পুরা বিষ্ণোর্ব্বরঃ প্রাপ্তঃ শম্ভুনা ভক্তিতোষিতাৎ
বলেনাপ্যায়য়িষ্যামি তবাস্ত্রং সংস্মৃতস্ত্বয়া।
ময়ি চেৎ প্রতিকূলস্তদ্ ভবিষ্যতি চ নিষ্প্রভম্।
ঘোরে পাশুপতে তস্মিন্নস্ত্রে চ বিফলীকৃতে।
বারাণস্যাঞ্চ দগ্ধায়াং ভয়ত্রস্তো বৃষধ্বজঃ।
তুষ্টাব জগতামাদিমনাদিং পুরুষোত্তমম্॥ ৫২

মহাদেব উবাচ।

নারায়ণ পরং ধাম পরমাত্মন্ পরাৎপর।
সচ্চিদানন্দবিভব নিরঞ্জন নমোঽস্তু তে॥ ৫৩
জগৎকারণ সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মকৃদ্গুণভেদতঃ।
মায়য়া নিজয়া গুপ্ত স্বপ্রকাশ নমোঽস্তু তে॥৫৪

নামে এক নৃপতি তথায় বাস করিতেন, তিনি অত্যুগ্র তপস্যা দ্বারা মহাদেবের সন্তোষ জন্মাইয়া অভিসন্ধিক্রমে এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, "সংগ্রামে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণের হননকারী নারায়ণকে প্রহার করিতে পারি;" পিনাকীও তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে অরিন্দম! "তুমি রণভূমিতে সেই কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় করিতে পারিবা। আমিও তোমার সাহায্যার্থে বৃষারূঢ় হইয়া প্রমথগণের সহিত গমন করত যুদ্ধ করিব।" ৪১—৪৫।

সেই রাজা শম্ভুসমীপে এই প্রকার বরলাভে বীর্য্যশালী ও প্রমত্ত হইয়া যুদ্ধ ভূমিতে শঙ্খচক্রধারী হরিকে আহ্বান করিতে লাগল। ৪৬

অতঃপর অন্তর্যামী ভগবান্ ঈদৃশ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া কাশীরাজের বিনাশ-নিমিত্ত চক্রকে প্রেরণ করিলেন। ৪৭

হে রাজন্! সহস্র সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ উগ্রদর্শন সেই চক্র বিষ্ণুর অভিপ্রায়ে বীর্য্যও কুপিত হইয়া কাশীরাজের মস্তক ও তদীয় বল সেই পুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিল॥ ৪৮

তদানীং পশুপতি সেই গুরুতর ব্যাপার দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া প্রমথগণের সহিত বৃষারোহণপূর্ব্বক স্বীয় ধনুগ্রহণ করিয়া সত্বরই সেখানে গমন করিলেন। ৪৯

অনন্তর সুদর্শন চক্র তাঁহার প্রমথগণকে দগ্ধ ও পাশুপত অস্ত্রকেও দহন করিয়া অঙ্গারসদৃশ করিলেন। ৫০

পুরাকালে বিষ্ণু, মহাদেবের ভক্তি দ্বারা পরিতোষিত হইয়া বর দিয়াছিলেন যে, তোমাকর্ত্তৃক আমি স্মরণীয় হইলে তোমার অস্ত্রকে বলেতে পরিপূর্ণ করিব। কিন্তু তুমি যদি আমার প্রতিকূল আচরণ কর, তবে ঐ অস্ত্রের আর তেজ থাকিবেক না, ঐ ভয়ানক পাশুপত অস্ত্র নিষ্ফল ও বারাণসী দগ্ধ হইলে বৃষভধ্বজ মহাদেব ভয়ে ত্রস্ত হইয়া অনাদি ও জগতের আদি পুরুষোত্তমকে স্তব করিলেন। ৫১। ৫২।

হে নারায়ণ! তুমি পরম আশ্রয় ও পরমাত্মা ও পরাৎপর, তুমি নিত্য, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপ এবং নিরঞ্জন, তোমাকে নমস্কার করি। ৫৩

হে জগৎকারণ! তুমি গুণত্রয়ভেদে সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, তুমি নিজমায়ায় গুপ্ত ও স্বপ্রকাশিত, অতএব তোমাকে নমস্কার করি। ৫৪

নান্তর্ব্বহির্বহিশ্চান্তর্দ্দূরস্থো নিকটাশ্রয়।
গুরুর্লঘুঃ স্থিরোঽণীয়ান্ স্থবীয়াংশ্চ নমোঽস্তু তে
কোটিরশ্চতুরাস্যস্য পরার্দ্ধং মম চাতুলম্।
যদপাঙ্গবিলাসোত্থং তস্মৈ কলাত্মনে নমঃ॥ ৫৬
একৈকলোমাকলিত ব্রহ্মাণ্ডগণসংভৃতম্।
মানাতীতং বপুর্যস্য তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ॥ ৫৭
স্বকালপরিণামেন বেধসঃ প্রলয়োদ্ভবৌ।
মন্বন্তরাদিঘটনা কলনায় নমোঽস্তু তে॥ ৫৮
সৃষ্টোঽহং তপসা নাথ ত্বৎপ্রভাবানভিজ্ঞকঃ।
তৎ ক্ষমস্বাপরাধং মে ত্রাহি মাং শরণাগতম্॥
স্তুতিমিত্থং প্রকুর্ব্বাণে তস্মিংস্ত্রিপুরদাহিনি।
চক্ররূপং পরিত্যজ্য আবিরাসীদধোক্ষজঃ॥ ৬০
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
তার্ক্ষ্যপদ্মাসনগতো বনমালাবিভূষণঃ॥ ৬১
হারকুণ্ডলকেয়ূরমুকুটাদিভিরুজ্জ্বলঃ।
বামোৎসঙ্গগতাং লক্ষ্মীং সত্যাং দক্ষিণপার্শ্বগাম্॥
বিভ্রাণঃ কৃষ্ণজীমূতকান্তদেহঃ কৃপাম্বুধিঃ।
ক্রোধাবিষ্ট ইবোবাচ সভীতিং গিরিজাপতিম্॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কালেনৈতাবতা শম্ভো দুর্ব্বুদ্ধিঃ কথমাগতা।
হেতোর্নৃপতিকীটস্য ময়া যোদ্ধুমুপস্থিতঃ॥ ৬৪
কতি বা মৎপ্রভাবাস্তে নো জ্ঞাতা ধূর্জটে ত্বয়া।
সত্যং পাশুপতং তেঽস্ত্রং দুর্জয়ঞ্চ সুরাসুরৈঃ॥
মৎক্রোধরূপং তচ্চক্রমথাপি ক্ষমতে ন যৎ
মামবজ্ঞায় জগতি প্রাণিতি ত্বামৃতে হি কঃ॥৬৬
তপোভির্বহুভিঃ পূর্ব্বং মচ্ছরীরতয়ার্জ্জিতঃ।
সাম্প্রতং চেচ্চিরং রন্তুং গৌর্য্যা সার্দ্ধমিহেচ্ছসি॥
পুরীং বারাণসীঞ্চেমাং যদীচ্ছসি চিরস্থিরাম্।

হে দেব! তুমি অন্তঃ ও বহিঃ নহ, অথচ বহিঃ ও অন্তঃ এবং দূরস্থ ও নিকটস্থ; গুরু ও লঘু; তুমি অতিশয় সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত স্থূল হইয়াও স্থিত আছ, তোমাকে নমস্কার করি। ৫৫

যিনি কটাক্ষপাতে কোটি কোটি ব্রহ্মা ও অতুল পরার্দ্ধসংখ্য আমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন সেই কালস্বরূপকে নমস্কার। ৫৬

যাঁহার কলেবর একএকটী লোমসংখ্যায় ব্রহ্মাণ্ডসমুদয় ধারণ করিয়া পরিমাণ-রহিত হইয়াছে, সেই বিশ্বাত্মাকে নমস্কার করি। ৫৭

আপনি ব্রহ্মার স্বকীয় কাল পরিপাক দ্বারা প্রলয় ও উদ্ভব, এবং মন্বন্তর প্রভৃতি ঘটনা করিতেছেন, আপনাকে নমস্কার করি। ৫৮

হে নাথ! আমি সৃষ্ট হইয়া তপস্যা দ্বারা তোমার প্রভাব জানিতে পারি নাই; অতএব শরণাগত, আমার অপরাধ ক্ষমাপূর্ব্বক পরিত্রাণ করুন। ৫৯

মহাদেব এই প্রকার স্তব করিলে শ্রীমান্ শঙ্খ চক্রগদাধারী বিষ্ণু চক্ররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক আবির্ভূত হইলেন। ৬০

তাঁহার বদনমণ্ডল প্রসন্ন; গলে বনমালা, হার, কুণ্ডল, ও কেয়ূর মুকুটাদি উজ্জ্বল অলঙ্কারে যিনি সুসজ্জিত, তাঁহার বামপার্শ্বে ক্রোড়োপরি লক্ষ্মীদেবী এবং দক্ষিণপার্শ্বে সত্যভামা বিরাজমানা; তাঁহার শরীর নীল জলধরের ন্যায় মনোহর। কৃপাসাগর ভগবান্ অধোক্ষজ যেন ক্রোধান্বিত হইয়া ভয়াতুর মহাদেবকে বলিলেন, হে শম্ভো! এতকালের পর এখন তোমার কেন দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল? এই কীটস্বরূপ নৃপতির জন্য আমার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়াছ? ৬১—৬৪

হে ধূর্জ্জটে! আমার যে কত পরিমাণে প্রভাব আছে, তাহা কি তুমি জান না? সত্য বটে, তোমার পাশুপত অস্ত্র সুরাসুর সকলকেই পরাজয় করিতে পারে; কিন্তু আমার ক্রোধরূপ সেই চক্রকে অবগত হইয়াও তুমি কি ক্ষান্ত হইলে না? এই জগতের মধ্যে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া তোমা ব্যতিরেকে আর কে প্রাণ ধারণ করিতে পারে? যেহেতু তুমি পূর্ব্বে বহুতর তপস্যা করিয়া আমার শরীররূপে উৎপন্ন হইয়াছ।

অতএব সম্প্রতি যদি গৌরীর সহিত চিরকাল এখানে রমণ করিতে এবং বারাণসী পুরীকে স্থিরতর রাখিতে ইচ্ছা কর, তবে

মন্নাম্না ভুবি বিখ্যাতং ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে নীলাচলবিভূষিতম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণং যাবদ্বিরজমণ্ডলম্ ॥ ৬৯
ক্রমশঃ পাবনং ক্ষেত্রং যাবচ্চিত্রোৎপলা নদী।
ততঃপ্রভৃতি যো দেশো যাবৎ স্যাদ্দক্ষিণার্ণবঃ ॥৭০
পদাৎ পদাৎ শ্রেষ্ঠতমো নীলাদ্রিরপবর্গদঃ।
চতুর্দেহস্থিতোঽহং বৈ যত্র নীলমণীময়ঃ ॥ ৭১
তস্যোত্তরস্যাং বিততং বনমেকাম্রকাহ্বয়ম্।
পার্ব্বত্যা যত্র নিবসন্নির্ভয়স্ত্রিপুরান্তকঃ ॥ ৭২
সৃষ্টতা সর্ব্বলোকানাং মন্নিদেশাৎ স্বয়ম্ভুবা।
তত্রাপি কোটিলিঙ্গানাং রাজত্বমভিষেক্ষ্যসে ॥৭৩
সর্ব্বতীর্থময়ঞ্চেদং তীর্থং যন্মণিকর্ণিকম্।
ইহাহঙ্কারমুৎসৃজ্য ব্রজ ত্বং সপরিচ্ছদঃ ॥ ৭৪
নারদ উবাচ।
ত্যুক্তো বাসুদেবেন ত্র্যম্বকো নতকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রোবাচ মধুসূদনম্ ॥ ৭৫
শ্রীমহাদেব উবাচ।
দেব দেব জগন্নাথ প্রপন্নার্ত্তিহর প্রভো।
ত্বদাজ্ঞাপালনং শ্রেয়ঃ কারণং মে জগৎপ্রভো ॥
যত্তু মূঢ়তয়া দেব অবলেপঃ কৃতো ময়া।
তবৈবানুগ্রহস্তত্র প্রভো চাঞ্চল্যকারণম্ ॥ ৭৭
যদাদিশসি দেবেশ প্রয়াণং পুরুষোত্তমে।
তন্মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা যাস্যামি ক্ষেত্রং মুক্তিপ্রদং শিবম্ ॥
অভিসন্ধিং কুরুষ্বাদ্য মমানুগ্রহকারণম্।
পুরুষোত্তমোত্তরং ক্ষেত্রং ত্বমেব পরিপালয় ॥
যথা পুনর্নেদৃশং তদ্বিনাশমুপযাস্যতি ॥ ৭৯
নারদ উবাচ।
ইত্থমেতৎ পুরা ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্।
বলশ্রীসহিতং দেবমর্চ্চয়ন্ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৮০

আমার নামে বিখ্যাত যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র তাহাতে গমন কর। ৬৫—৬৮

উহা দক্ষিণসমুদ্রের তীর স্থলে নীল-পর্ব্বতে সুশোভিত ও বিরজমণ্ডল পর্য্যন্ত দশযোজন বিস্তীর্ণ এবং চিত্রোৎপলানদী পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পবিত্রতাজনক।

তাহার পর হইতে দক্ষিণসমুদ্র পর্য্যন্ত প্রদেশটীর একপাদ প্রক্ষেপের স্থান হইতে অপর পাদ প্রক্ষেপের স্থান পর পর শ্রেষ্ঠ ও নীলপর্ব্বত মুক্তিদায়ক।

সেই স্থানে আমি নীলকান্তমণিময় শরীরে দেহচতুষ্টয় ধারণ করিয়া আছি। তাহার উত্তরাংশে একাম্রনামে সুপ্রসিদ্ধ কানন বিস্তৃত আছে। হে ত্রিপুরান্তক! তুমি পার্ব্বতীর সহিত তথায় যাইয়া নির্ভয়ে বাস কর। ৬৯—৭২

সকল লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আমার অনুমতি ক্রমে তোমাকে কোটি-লিঙ্গের রাজত্ব পদে অভিষিক্ত করিবেন। ৭৩

এই কাশীতে সর্ব্বতীর্থময় মণিকর্ণিক তীর্থ আছেন বলিয়া যে অহঙ্কার তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদয় লইয়া তথায় গমন কর। ৭৪

নারদ কহিলেন, বাসুদেব এই কথা কহিলে মহাদেব স্কন্ধদেশ অবনতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন। ৭৫

হে দেব! হে জগন্নাথ! হে প্রভো! তুমি আশ্রিত ব্যক্তির ক্লেশ বিনষ্ট কর, হে জগৎ-প্রভো! তুমিই আমার মূলাধার; অতএব তোমার অনুমতি পালন করাই আমার পক্ষে মঙ্গল। হে দেব! আমি নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত যে অহঙ্কার করিয়াছি, তাহাতে আপনার পূর্ব্বকৃত অনুগ্রহই চাঞ্চল্য প্রকাশের কারণ;—হে ভগবন্! আপনি পুরুষোত্তমে গমন করিতে যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা আমি শিরো-ধার্য্য করিয়া সেই মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রে গমন করিব। ৭৬—৭৮

অদ্য আমাকে অনুগ্রহের নিমিত্ত সম্মতি প্রদান করুন ও পুরুষোত্তমের উত্তর বিরজা ক্ষেত্রটী আপনিই প্রতিপালন করুন। যাহাতে পুনরায় এইরূপ ভবদীয় চক্র দ্বারা তাহাকে বিনষ্ট করা না হয়, তাহা করুন। ৭৯

নারদ কহিলেন, পুরাকালে মহাদেব বলদেব, লক্ষ্মী ও পুরুষোত্তমের পূজা করিয়া সন্তোষোৎপাদনপূর্ব্বক এই ক্ষেত্রটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৮০

অত্র সাক্ষাদুমাকান্তঃ স্থাপিতঃ পরমেষ্ঠিনা।
বয়ং তত্র ব্রজিষ্যামো দ্রক্ষ্যামঃ পুরনাশনম্ ॥ ৮১
যদেতচ্ছ্রাস্তবং ক্ষেত্রং তমসো নাশনং পরম্।
রজঃপ্রক্ষালনং শ্রেয়ঃ খ্যাতং বিরজমণ্ডলম্ ॥ ৮২
সত্ত্বোদ্রিক্ততয়া খ্যাতং মুক্তিদং পুরুষোত্তমম্।
যাবন্ত্যন্যানি ক্ষেত্রাণি মুক্তিদানি শ্রুতানি তে।
তানি সর্ব্বাণি রাজেন্দ্র দদতে মুক্তিমত্র বৈ ॥ ৮৪
এতৎক্ষেত্রং মহারাজ দুষ্কৃতাবিলচেতসাং।
ন বিশ্বাসপথং যাতি রহস্যং চক্রপাণিনঃ ॥ ৮৫

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ

সাধু তে কথিতং ব্রহ্মন্ ক্ষেত্রং পরমপাবনম্।
যত্রোমাপতিরাস্তেঽসৌ পাবকঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
অবশ্যং তত্র গচ্ছামঃ পন্থা যদ্যপি বক্রভূঃ।
উদ্দিষ্টেষ্টপরিপ্রাপ্তৌ যদিদং কারণং মহৎ ॥ ৮৭

পিতামহ ব্রহ্মা সাক্ষাৎ উমাকান্তকে এই স্থানে স্থাপিত করেন। আমরা সেই স্থানে গমন করিয়া পুররিপু বিষ্ণুকে দর্শন করিব। ৮১

ঐ শেষ ক্ষেত্রটী তমঃ ও রজোগুণকে বিনাশ করিতে অতি উৎকৃষ্ট; তজ্জন্যই উহার নাম বিরজমণ্ডল। ৮২

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকে সত্ত্বগুণের উদ্রেক নিমিত্ত মুক্তিদায়ক বলা যায়। হে রাজেন্দ্র! অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্র মোক্ষদায়ক বলিয়া বিখ্যাত, সে সমুদয় ক্ষেত্রেও এই স্থানে মুক্তিদান করেন। হে মহারাজ! এই ক্ষেত্র পাপেতে আকুলিতচিত্ত ব্যক্তিগণের বিশ্বাসপথে উপস্থিত হয় না, সুতরাং চক্রপাণির এই গোপনীয় ক্ষেত্র বলিতে হইবে। ৮৩—৮৫

ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি অতি সাধু অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্র পরম পবিত্রতাজনক বটে, সেস্থানে পবিত্রতা-জনক পুরুষোত্তম ও উমাপতি অবস্থিতি করিতেছেন; অতএব যদি অতি কুটিল পথেও যাইতে হয়, তথাপি অবশ্যই আমরা সেস্থানে গমন করিব। আমাদের উদ্দিষ্ট মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই ক্ষেত্রই একমাত্র প্রধান ৮৬। ৮৭

জৈমিনিরুবাচ।

ততস্তৌ মুনিভূপালৌ মধ্যাহ্নসময়ে দ্বিজাঃ।
প্রাপতুঃ সবলৌ ক্ষেত্রমেকাম্রবনসংজ্ঞিতম্ ॥ ৮৮
বিন্দুতীর্থে নৃপঃ স্নাত্বা তীরস্থং পুরুষোত্তমম্।
সংপূজ্য বিধিবদ্ যাতঃ কোটীশ্বরমহালয়ম্ ॥ ৮৯
তদ্দ্বারিসম্যগাচান্তস্তৎপ্রীত্যৈ সুবহূনি সঃ।
গজাশ্বধনরত্নানি বস্ত্রালঙ্করণানি চ ॥ ৯০
দ্বিজেভ্যঃ প্রদদৌ রাজা সাত্ত্বিকং ধর্ম্মমাস্থিতঃ।
লিঙ্গং ত্রিভুবনেশং তং মহাস্নানেন পূজয়ন্ ॥ ৯১
অতুলাং প্রীতিমালেভে বিষ্ণোরদ্বৈতদর্শনঃ।
স্তুত্বা প্রণম্য ভক্ত্যাসৌ বীণয়া চোপগায্য চ ॥ ৯২
কৃতাঞ্জলিপুটো দেব প্রসাদনকৃতোদ্যমঃ।
অনন্যমনসা তস্থৌ চিন্তয়ন্ বৃষভধ্বজম্ ॥ ৯৩
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ ত্র্যম্বকঃ পরমেশ্বরঃ।
সাক্ষান্নৃপমুবাচেদং স্পষ্টাক্ষরপদং দ্বিজাঃ ॥ ৯৪

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর সেই মুনি ও ভূপাল সৈন্যগণসমভিব্যাহারে মধ্যাহ্নসময়ে একাম্রবন নামক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ৮৮

অনন্তর নরপতি বিন্দুতীর্থে স্নান করিয়া তীরস্থিত পুরুষোত্তমকে যথাবিধি পূজাপূর্ব্বক কোটীশ্বর শিবের প্রধান আলয়ে সমাগত হইলেন। ৮৯

তাঁহার গৃহদ্বারে সম্যক্ প্রকারে আচমন-পূর্ব্বক সাত্ত্বিকভাবে তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত বহুতর গজ, অশ্ব, ধন, রত্ন, ও বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিলেন।

এবং শিব ও বিষ্ণুকে অভেদদর্শনে সেই ত্রিভুবনেশ্বর লিঙ্গকে মহাস্নানাদিক্রমে পূজা করত অতুল প্রীতি লাভ করিলেন।

রাজা দেব নারায়ণকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব-পাঠ, প্রণাম ও বীণা বাদনপূর্ব্বক স্তুতি করিয়া বৃষভবাহনকে চিন্তা করত এক পার্শ্বে কৃতাঞ্জলি-পুটে অনন্যমনে অবস্থান করিলেন ৯০—৯৩

হে দ্বিজগণ! তৎপরে সেই ত্র্যম্বক ত্রিভু-বনদর্শী ভগবান্ পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ নরপতিকে সুস্পষ্টবাক্যে কহিলেন। ৯৪

মহাদেব উবাচ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ ত্বাদৃশো বৈষ্ণবো ভুবি।
দুর্লভঃ খলু তে বাঞ্ছা অচিরাৎ সম্ভবিষ্যতি॥ ৯৫
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে শম্ভুঃ পশ্যতস্ত মহীক্ষিতঃ
নারদং পুনরাহেদং যথাদিষ্টং স্বয়ম্ভুবা॥
ত্বং কল্পয় মহাভাগ বাজিমেধপুরঃসরম্। ৯৬
বিষ্ণোঃ কলেবরে তস্মিন্ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে
অন্তর্ব্বেদী মহাপুণ্যা বিষ্ণোর্হৃদয়সন্নিভা॥ ৯৭
তস্যাঃ সংরক্ষণায়াহং স্থাপিতো বিষ্ণুনাষ্টধা ৯৮
শঙ্খাকৃতেরগ্রভাগে নীলকণ্ঠোহমাস্থিতঃ।
দুর্গয়া সহ বিপ্রেন্দ্র তত্রেমং নৃপতিং নয়॥ ৯৯
অন্তর্হিতঃ খল্বিদানীং নীলরত্নতনুর্হরিঃ।
তত্র শ্রীনরসিংহস্য ক্ষেত্রং কুরু মমাজ্ঞয়া॥ ১০০
তত্র নঃ সন্নিধৌ বাজিমেধেন যজতাময়ম্।
সহস্রেণ নৃপশ্রেষ্ঠস্তদন্তে তরুমদ্ভুতম্॥ ১০১
দর্শয়ৈনং নৃপশ্রেষ্ঠং ব্রহ্মরূপমকল্মষম্॥
চতস্রঃ প্রতিমাস্তেন বিশ্বকর্ম্মা ঘটিষ্যতি। ১০২
তাসাম্প্রতিষ্ঠিতে ব্রহ্মা স্বয়মেবাগমিষ্যতি॥
যথায়ং ক্ষীণপাপঃ স্যাদ্বাজিমেধৈর্যজন্ হরিম্ ১০৩
তিষ্ঠন্নব্দসহস্রং বৈ তদন্তে লোকয়িষ্যতি।
সমস্তজগতাধারং সর্ব্বকল্মষনাশনম্॥ ১০৪
দারবীং তনুমাস্থায় দর্শনাদপবর্গদম্।
ন তস্য চরিতং বেত্তি ব্রহ্মাহং ত্বঞ্চ নারদ॥ ১০৫
আজ্ঞানুষ্ঠানতো ভক্ত্যা প্রসীদতি স কেবলম্।
নারদোঽপি মহাদেবং প্রণিপত্য জগদ্গুরুম্ ১০৬
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা যদাদিষ্টং ত্বয়া প্রভো।
পিতামহোঽপি মামিত্থং নির্দ্দিদেশাস্য কল্পনম্১০৭
পিতামহশ্চ ত্বং নাথ নো ভিন্নঃ পরমাত্মনঃ।
নৃপতেরস্য ভাগ্যর্দ্ধিরীদৃশী যৎকৃতে বিভো ১০৮

হে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ! তোমার ন্যায় বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি পৃথিবীতে দুর্লভ; অতএব নিশ্চয় তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেক। ৯৫

শম্ভু এই কথা বলিয়া রাজার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

পুনরায় নারদকেও বলিলেন যে, হে মহাভাগ! স্বয়ম্ভু যাহা আদেশ করিয়াছেন, আপনি তাহা অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক কল্পনা করুন্। ৯৬।

সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রটী বিষ্ণুর কলেবর-স্বরূপ, এবং তাহাতে যে অন্তর্ব্বেদী আছে, তাহা বিষ্ণুর হৃদয়স্বরূপ, আমি তথায় সেই অন্তর্ব্বেদী রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণু কর্ত্তৃক অষ্ট প্রকারে স্থাপিত হইয়াছি। ৯৭।৯৮

সেই বেদীটার আকৃতি শঙ্খের ন্যায়, আমি তাহার অগ্রভাগে দুর্গার সহিত নীলকণ্ঠ নামে অবস্থান করিতেছি। হে বিপেন্দ্র নারদ! আপনি এই নরপতিকে তথায় লইয়া যাউন। ৯৯

সেই নীলকান্তময় হরি নিশ্চয় ইদানীং অন্তর্হিত হইয়াছেন; অতএব আমার এই অনুমতি ক্রমে সেখানে নরসিংহ দেবের ক্ষেত্র নির্ম্মাণ কর। ১০০

এই নৃপবর তথায় আমাদের সন্নিধানে সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ সমাধা করুন। অনন্তর উঁহাকে নির্ম্মল ব্রহ্মরূপ অদ্ভুত বৃক্ষটী দর্শন করাও।

বিশ্বকর্ম্মা এই বৃক্ষদ্বারা চারিটী প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিবেন, এবং সেই প্রতিমা গুলির প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তথায় স্বয়ং ব্রহ্মা আগমন করিবেন।

এই নরপতি তথায় সহস্র বৎসর অবস্থিতি-পূর্ব্বক সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিলে নিষ্পাপ হইবেন। তদনন্তর নিখিল জগতের আশ্রয়, পাপরাশিবিনাশী, দর্শন দ্বারা অপবর্গদাতা বিষ্ণুকে দারুময়ীমূর্ত্তিতে অবলোকন করিতে পারিবেন।

সেই হরি-চরিত্র কি ব্রহ্মা, কি আমি, কি তুমি, কেহই অবগত নহে। কেবল ভক্তিযোগে আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেই তিনি প্রসন্ন হয়েন। নারদও জগদ্গুরু মহাদেবকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক প্রাঞ্জলি হইয়া কহিলেন যে, হে প্রভো! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, পিতামহও আমাকে এইপ্রকার ইহার কল্পনা করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে নাথ! আপনি বা পিতামহ সেই পরমাত্মা বিষ্ণু হইতে ভিন্ন

অগোচরোঽসৌ মনসস্ত্রয়াণামপ্যনুগ্রহঃ ।
যৎপ্রসঙ্গেন তরণং ভবাব্ধেরপি দুষ্কৃতাম্ ॥ ১০৯
অচিন্ত্যমহিমা হ্যেষ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
ন বুদ্ধিগোচরে ভক্তির্যাবত্যা প্রীয়তে হ্যসৌ ১১০
চিত্রমত্র তু তিষ্ঠন্তি দেবা নরবরাদিভিঃ ।
ক্ষুদ্রোঽপি লভতে মুক্তিমনায়াসেন কর্ম্মণা ১১১
গব্যোপজীবা গোপ্যস্তা বনচারিগৃহোষিতাঃ ।
অরণ্যজীবনাঃ প্রাপুর্মুক্তিং কামোপভোগতঃ১১২
দ্রুহন্নিরন্তরং প্রাপ শিশুপালঃ সভান্তরে ।
ব্যাধো হৃদয়মাবিধ্য গতিং প্রাপ সুদুর্ল্লভাম্ ১১৩
বস্ত্রাকর্ষং গৃহং নীত্বা কুব্জিনী বুভুজে পুরা ।
যং ধ্যানলয়মাপন্না লভন্তে স সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ১১৪

মহেন, তন্নিমিত্ত এই নৃপতিরও ভাগ্য সম্পত্তি ঈদৃশী হইয়া উঠিয়াছে। ১০১—১০৮

আপনাদের (ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব) দেবত্রয়ের যুগপৎ অনুগ্রহ মনের অগোচর বলিতে হইবে, যাঁহার প্রসঙ্গে দুষ্কৃতিশীল ব্যক্তিরা ভবসাগর-তরণে সমর্থ হইয়া থাকে। ১০৯

ভূতভাবন ভগবদ্বিষ্ণুর মহিমা অচিন্তনীয়। তিনি যে প্রকার ভক্তিতে প্রীতিলাভ করেন, তাহাও বুদ্ধির বিষয় হয় না। কি আশ্চর্য্য! দেখ, কত কত দেবগণ ও প্রধান প্রধান নরগণ এই ভুবনে অবস্থিতি করিলেও অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি অনায়াসে কর্ম্ম দ্বারা বিষ্ণুসন্তোষোৎপাদনপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১১০।১১১

সেই সকল গব্যোপজীব্য গোপিকাগণ পর্ণকুটীরাদিতে অবস্থানপূর্ব্বক অরণ্যে ফলমূল দ্বারা জীবন ধারণ করত একমাত্র কামোপভোগ দ্বারাই মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ১১২

দুর্দ্দান্ত শিশুপাল নিরন্তর দ্রোহ প্রকাশ করিয়াও তাঁহাকে সভা মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্যাধও হৃদয় বিদ্ধ করিয়াও অতি দুর্ল্লভগতি লাভ করিল। ১১৩

পূর্ব্বকালে কুব্জা বস্ত্রাকর্ষণপূর্ব্বক গৃহে লইয়া উপভোগ করিতে সমর্থ হইল, কিন্তু সুরস্ত্রীরা যাবজ্জীবন নিরন্তর ধ্যান করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হন নাই। ১১৪

চাণ্ডালায় দদৌ মুক্তিং দূরস্থায়াপি নো পুনঃ ।
আসন্নায়াতিভক্তায় শ্রোত্রিয়ায় পুরা বিভুঃ ১১৫
মায়াভির্বঞ্চয়েৎ ত্বাং হি পিতামহমপি প্রভুঃ ।
তিষ্ঠন্তি দুঃখবহুলাস্তপোভির্দেহবন্ধনাঃ ॥ ১১৬
গোতমাদ্যা ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠা কল্পান্তবাসিনঃ ।
ঈদৃক্তাদৃক্পরিচ্ছেদ-গোচরং নাস্য চেষ্টিতম্১১৭
ব্যাবসায়েন বহুনা কালেন মহতা তথা ।
নির্ণেতুং শক্যতে নাস্য চরিতং বা সুমেধসা ১১৮
উপায়া বহবঃ সন্তি যে শাস্ত্রপরিনিশ্চিতাঃ ।
বিদুষাং মোচনায়েহ বহুশস্তে যতন্তি বৈ ॥ ১১৯
সর্ব্বেষামুত্তমোপায়ো বসতিঃ পুরুষোত্তমে ।
অবশ্যং স্বামিসাযুজ্যং প্রাপয়েৎ স্বসখা যথা ॥১২০
তদেনং মায়িনং প্রাপ্তুমুপায়ো নান্তরায়কঃ ।
স্বয়ং বিধায় হরিণা ক্ষেত্রবাসঃ সুরক্ষিতঃ ॥ ১২১

পূর্ব্বকালে তিনি দূরস্থিত চাণ্ডালকেও মুক্তি দান করিলেন। কিন্তু আসন্ন ও অতি ভক্ত শ্রোত্রিয়কেও বঞ্চনা করিয়াছেন। ১১৫

সেই প্রভু মায়াদ্বারা আপনাকে ও পিতামহকে বঞ্চনা করেন, গোতমাদি ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার তপস্যা করেন, অথচ তদ্দ্বারা বহুদুঃখনিলয় দেহবন্ধনধারণে কল্পান্তবাসী হইয়া আছেন। অধিক কি বলিব, অতিশয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও প্রভুর চরিত্রনির্ণয়ে শক্ত হন না ১১৬—১১৮

যদিও জ্ঞানিগণের মুক্তির নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত যে বহুবিধ উপায় রহিয়াছে, তাহা দ্বারা মোক্ষের পথ অনুসরণ করা যায়, তথাচ সেই সমুদয় উপায় অপেক্ষা একমাত্র পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস করাই প্রধান উপায়; এই উপায়টী স্বকীয় সখার ন্যায় নিশ্চয়ই স্বামি-সাযুজ্য—অর্থাৎ (বিষ্ণু সাযুজ্য) লাভ করিয়া দেন, অতএব মায়াবী বিষ্ণুকে পাইবার নিমিত্ত এই এক বিঘ্নশূন্য উপায় রহিয়াছে। হরি, স্বয়ংই ক্ষেত্ররূপ বাসস্থান নির্ম্মাণপূর্ব্বক অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন, এইরূপে ইন্দ্রদ্যুম্ন

ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রসঙ্গেন জায়তে সার্ব্বলৌকিকঃ।
তদাজ্ঞাপয় দেবেশ গৃহীত্বৈনং বলান্বিতম্ ॥ ১২১
উপত্যকায়াং সংস্থাপ্য দীক্ষয়িত্বা মহাক্রতৌ।
আগমিষ্যামি পাদাব্জ-সমীপন্তে বৃষধ্বজ ॥ ১২৩

জৈমিনিরুবাচ।

অথেত্যুক্ত্বা মহাদেবঃ ক্ষণাদন্তর্দ্দধে মুনে।
সোঽপি রাজ্ঞো রথে তিষ্ঠন্ প্রযযৌ ক্ষেত্রমুত্তমম্
দ্বেতীয়েঽহ্নি কপোতেশ-স্থলীমাসেদিবান্ নৃপঃ।
দীর্ঘায়ামসমাযুক্তাং জলধারক্রমাকুলাং ॥ ১২৪
বিশ্বেশঃ পূর্ব্বসীমায়াং সমুদ্রতটমাস্থিতঃ।
সেনাবাসায় যোগ্যাং তাং মন্ত্রিণা সন্নিবেদিতাম্
যথাস্থানং যথাযোগ্যং স্থাপয়িত্বা নৃপোত্তমঃ।
বিশ্বেশ্বরং কপোতেশং নমস্কৃত্য প্রপূজ্য চ ॥১২৭
রথমাস্থায় মতিমান্ সহিতো ব্রহ্মসূনুনা।

নরপালের প্রসঙ্গে এই ক্ষেত্রটী সকল লোকেরই বিদিত হইতেছে।

অতএব হে দেবেশ্বর বৃষধ্বজ! আপনি অনুমতি করুন, আমি ইহাঁকে সসৈন্যে সেই নীল পর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে সংস্থাপনপূর্ব্বক মহাযজ্ঞে দীক্ষিত করিয়া পুনরায় শ্রীচরণ-সমীপে আগমন করি। ১১৯—১২৩

(জৈমিনি কহিতেছেন) সেই দেবদেব মহাদেব নারদকে অনুমতি প্রদান করিয়া তাঁহার সমীপে সহসা অন্তর্দ্ধান হইলেন। এবং সেই ঋষিও রাজরথে আরোহণপূর্ব্বক উত্তম ক্ষেত্রধামে প্রয়াণ করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে তাঁহারা কপোতেশ্বর শিবের ভবনে উপনীত হইলেন, এই স্থলটী দীর্ঘ ও প্রশস্ত এবং বিবিধ বৃক্ষশ্রেণী ও জলাশয়সমূহে অতি মনোরম। উহার পূর্ব্বসীমায় সমুদ্রতটে বিশ্বেশ্বর নামে এক শিব আছেন; হে দ্বিজগণ! রাজমন্ত্রী ঐ স্থানের সৈন্যনিবাসযোগ্যতা আবেদন করিলে নরবর যথাযোগ্যস্থানে সকলকে স্ব স্ব মর্য্যাদা-নুসারে সংস্থাপনপূর্ব্বক কপোতেশ নামে বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার ও সম্যক্ পূজা করিয়া ব্রহ্মপুত্র নারদের সহিত রথারোহণে মনো-বাক্যে সেই নীলাচলনিবাসী বিষ্ণুকে চিন্তন

মনসা বচসা বিষ্ণুং নীলাচলনিবাসিনম্।
চিন্তয়ন্ কীর্ত্তয়ন্ বিপ্রা জগাম সন্নিধিং হরেঃ ১২৮
ইতি উৎকলখণ্ডে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

কপোতেশস্থলী সা হি কথং খ্যাতা মহামুনে।
কো বা কপোতঃ কশ্চেশ এতন্নো বক্তুমর্হসি ॥ ১

জৈমিনিরুবাচ।

পুরা কুশস্থলী সা হি আসেব্যা সর্ব্বজন্তুভিঃ।
তীক্ষ্ণধারৈঃ কুশাগ্রৈশ্চ পরিতঃ কণ্টকৈশ্চিতা ॥২
নিস্তরুর্নির্জ্জলাধারা পিশাচবসতির্যথা ॥ ৩
যথাপূর্ব্বং ভগবতো নান্যো দেবো হি পূজ্যতে।
পূজ্যঃ স্যামহমপ্যেবং শ্রদ্ধাসীদ্ধূর্জটেস্তদা ॥ ৪

ও কীর্ত্তন করিতে করিতে হরিসন্নিধানে গমন করিলেন। ১২৪—১২৮

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে জৈমিনে! সেই কপোতেশস্থলী নামটী কিজন্য বিখ্যাত হইল এবং কপোত ও তাহার ঈশই বা কে? এ সকল বিষয় আপনি আমাদিগকে বলুন। ১

জৈমিনি বলিলেন, পূর্ব্বকালে একটী সুপ্রসিদ্ধ কুশস্থলী ছিল, উহাতে সকল জন্তুই বাস করিত, অতি তীক্ষ্ণধার কুশাগ্র এবং বহুতর কণ্টক দ্বারা ঐ স্থলীটীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত ছিল উহাতে বৃক্ষ ও জলাশয় ছিল না; পিশাচগণের বাসযোগ্য স্থান বলিয়া বিবেচনা হইত। ২। ৩

একদা দেবেশ্বর ধূর্জ্জটি মনে এই অভি-লাষ করিলেন যে, যেমন একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত পূর্ব্বে আর কোন দেবতাই পূজ্য ছিলেন না, আমিও এখন সেইরূপ পূজনীয় হইব। মহাদেব এই প্রকার চিন্তা করিয়া সেই বিষ্ণুর ভক্তিবিষয়ে এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক মনোনিবেশ করিলেন। ৪

চিন্তয়ন্নিতি তত্রৈব বিষ্ণোর্ভক্তো মনোদধৎ ॥ ৫
সর্ব্বনির্বিষয়ে দেশে স্থিতাহং নিষ্পরিগ্রহঃ।
সুমহত্তপ আস্থায় তোষয়িষ্যামি তং হরিম্।
কিংবা দেয়ং রমেশায় স্তুতিঃ কা শারদাপতেঃ।
সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডনাথস্য কিমন্যত্তুষ্টিকারণম্ ॥ ৬
তস্মিন্নাবাহ্যবস্তূনামুপযোগোঽস্তি তস্য বৈ।
অন্তর্যাগং সমাস্থায় নির্ব্ব্যলীকেন চেতসা।
ভক্তেভ্য আত্মপদদং চরাচরগুরুং হরিম্।
আরাধয়িষ্যে সর্ব্বেষাং পূজ্যঃ স্যাং তৎপ্রসাদিতঃ
তত ইত্যভিসন্ধায় যযৌ পুণ্যাং কুশস্থলীম্।
সমীপে নীলগোত্রস্য সর্ব্বদ্বন্দ্ববিবর্জিতাম্ ॥ ৮
তত্র তেপে তপস্তীব্রং বায়ুভক্ষ্যো মহেশ্বরঃ।
কপোত ইব সূক্ষ্মোঽভূদষ্টমূর্ত্তিরপি প্রভুঃ ॥ ৯
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ ঐশ্বর্য্যং প্রদদৌ তদা।
যেনাত্মতুল্যঃ সঞ্জাতঃ পূজাসম্মাননাদিষু ॥ ১০

তপঃপ্রভাবাত্তস্যাসীৎ স্থলী বৃন্দাবনোপমা।
সরস্তড়াগসরসীনদীভিঃ শোভিতান্তরা ॥ ১১
নানাক্রমৈর্লতাভিশ্চ সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পকৈঃ।
নানাপক্ষিগণাকীর্ণা সর্ব্বজন্তুসুখাবহা।
কপোতসদৃশো জাতো যতঃ স তপসা শিবঃ।
মুরারেরাজ্ঞয়া যত্র কপোতেশ্বরতাং গতঃ ॥ ১২
তদাজ্ঞয়াঽত্র বসতি মৃড়াণ্যা ত্র্যম্বকঃ সদা ॥ ১৩
যেঽর্চ্চয়ন্তি কপোতেশং স্তুবন্তি প্রণমন্তি চ।
বিধূতকল্মষাস্তে বৈ প্রয়ান্তি পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৪
অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি বিল্বেশমহিম দ্বিজাঃ ॥ ১৫
পাতালবাসিনঃ পূর্ব্বং দৈত্যা ভিত্ত্বা মহীতলম্।
উপদ্রবন্তি ভূর্লোকং ভক্ষয়ন্তি জনাংস্তথা ॥ ১৬
ভারাবতারণার্থায় দেবকীগর্ভসম্ভবঃ।
পালয়ামাস পৃথিবীং যদা স ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ১৭

আমি অপরাপর আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পুরঃসর বিষয়শূন্যদেশে অবস্থান করিয়া একমাত্র মহতী তপস্যা অনুষ্ঠান-দ্বারা সেই হরিকে সন্তুষ্ট করিব। তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপতি, অতএব তাঁহাকে দেয় বস্তুই বা কি? তিনি স্বয়ং বাক্‌পতি, তাঁহার স্তুতি করিবই বা কি? এবং তিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তাঁহার অন্যই বা কি আর তুষ্টির কারণ? অতএব ভগবানের সন্তোষের কারণ যে অন্তর্যাগ, তাহাই একচিত্তে আশ্রয় করিয়া ভক্তগণে আত্মসমর্পক সেই চরাচরগুরু হরির আরাধনা করিব, তাহাতেই আমি তাঁহার প্রসাদে সকলের পূজনীয় হইব।

অনন্তর এইরূপ স্থির করিয়া তিনি নীলপর্ব্বতসন্নিহিত বিরোধশূন্য পুণ্যভূমি কুশস্থলীতে উপনীত হইলেন। ৫—৮

মহেশ্বর তথায় বায়ুমাত্র ভোজনপূর্ব্বক তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই স্থূলদৃশ্য অষ্টমূর্ত্তি হইয়াও তদানীং তপস্যায় কপোতের ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়াছিলেন। তৎকালে তাহাতে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া শিবকে এমন ঐশ্বর্য্য দান করিলেন, যাহাতে পূজা ও সম্মানাদি সমুদায় তাঁহার সদৃশ লাভ করেন, মহাদেবের তপঃপ্রভাবেই কুশস্থলী বৃন্দাবনসদৃশ এবং সরোবর তড়াগ ও নদী দ্বারা সুশোভিত এবং নানাবিধ তরুলতা, সমস্ত ঋতুজাত ফল পুষ্প, মধুমত্ত ভ্রমরনিকরের ঝঙ্কার, ও বিবিধ বিহঙ্গমকুলে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর সুখজনক হয়েন।

শিব তপস্যা দ্বারা কপোতের ন্যায় সূক্ষ্মশরীরী হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত মুররিপুর আজ্ঞাক্রমে "কপোতেশ্বর" এই আখ্যা লাভ করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতিতে সর্ব্বদাই মৃড়ানী সমভিব্যাহারে মৃড় দেব এখানে অবস্থান করিতেছেন। যাহারা কপোতেশ্বর শিবকে অর্চ্চনা ও স্তুতি প্রণতি করেন, তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া পুরুষোত্তমগমনে সমর্থ হন। ৯—১৪

হে দ্বিজগণ! আরও বিল্বেশ্বর শিবের মহিমা বলিতেছি শ্রবণ কর, পুরাকালে যে সময়ে পাতালবাসী দৈত্যগণ মহীতল ভেদ করত দ্বার নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভূর্লোকে আসিয়া বিবিধ উপদ্রবসহকারে জনসমূহকে ভক্ষণ করিতে লাগিল, সেই সময়ে ভগবান্ ভূভার হরণ নিমিত্ত দৈবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। ১৫—১৭।

যাদবৈঃ পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং যদা তৎস্থলমাগতঃ।
তীর্থরাজস্য সলিলে স্নাত্বা তং নীলমাধবম্।
দূরাৎ প্রণম্য মনসা দৈত্যদ্বারমুপাগতঃ॥ ১৮॥
দৃষ্ট্বা তদ্বিবরং ঘোরমপ্রবেশ্যন্তু মানবৈঃ।
ভ্রান্ত্যা স মোহয়ন্ লোকান্ প্রথয়ন্ পূজ্যতাং শিবম্
বৈল্বং ফলং সমাদায় তত্রাবাহ্য ত্রিলোচনম্।
পূজয়িত্বা পুরারাতিং তুষ্টাবান্ধকনাশনম্॥ ২০॥
শ্রীভগবানুবাচ।
নমস্তে ত্রিগুণাতীত গুণত্রয়বিভাগকৃৎ।
ত্রয়ীময়ত্রয়াতীত ত্রিকালজ্ঞানিনে নমঃ॥ ২১॥
শশিসূর্য্যাগ্নিনেত্রায় ব্রহ্মণ্যায় বরাত্মনে
অষ্টৈশ্বর্য্যনিধানায় তুভ্যমষ্টাত্মনে নমঃ॥
যস্য রূপং তমঃ পারে তমোনাশনমব্যয়ং।
অজ্ঞানানাং তমশ্ছিন্নং তস্মৈ বিতমসে নমঃ॥২৩
এবং সমাত্মনাত্মানং স্তুত্বা স ভগবান্ প্রভুঃ।
তস্য প্রসাদাদ্বিবরং স্বপ্রবেশ্যমদৃশ্যত॥ ২৪
তেন মার্গেণ পাতালাং সসৈন্যোঽভ্যগমৎ প্রভুঃ
হত্বা তত্র বলোদগ্রান্ দৈত্যান্ ভারাবতারণঃ॥২৫
পুনরাগত্য তত্রৈব স্থিত্বা স বৃষভধ্বজম্।
সম্পূজ্য ভগবান দ্বার-রক্ষায়ৈ স্থাপয়ন্ শিবম্॥২৬
ইদমাহ মহাবুদ্ধির্ভক্তিবশ্যো গদাধরঃ।
ধূর্জ্জটে তিষ্ঠ প্রাসাদে রুন্ধানোঽসুরনির্গমম্॥ ২৭
ত্বদন্যঃ কঃ ক্ষমঃ শম্ভো কর্ব্বূরবলনাশনে।
স্থাপয়িত্বা মহাদেবং ততো দ্বারবতীং যযৌ॥ ২৮
ততঃ প্রভৃতি বিশ্বেশঃ পৃথিব্যাং খ্যাতিমাগতঃ।

একদা তিনি যাদব ও পাণ্ডবগণের সহিত সেই স্থলে (ক্ষেত্রে) উপস্থিত হইয়া তীর্থরাজ সমুদ্রের জলে স্নানানন্তর সেই নীলমাধবকে মনে মনে প্রণাম করত সেই দৈত্য দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দৈত্যদিগের দ্বারবিবরটী অতি ভয়ানক, উহাতে মানবগণের প্রবেশে সাধ্য নাই; সুতরাং তিনি লোকদিগকে ভ্রান্তি দ্বারা মোহিত করিয়া এইটীই প্রকাশ করিলেন যে, এইস্থানে দেবদেব শিবকে পূজা করিতে হয়। ১৮। ১৯

অনন্তর একটী বিল্বফল আনয়ন করত ত্রিপুর ও অন্ধক-দৈত্যনাশক ত্রিলোচনকে আবাহনপূর্ব্বক তাহার দ্বারা পূজা করিয়া স্তব আরম্ভ করিলেন যে, হে শিব! আপনি ত্রিগুণ-রহিত, অথচ গুণত্রয়কে বিভাগ করিয়াছেন। আপনি দেবত্রয়রূপী, অথচ বেদ বাহ্য; এবং আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের জ্ঞাতা, আপনাকে নমস্কার করি। ২০। ২১

হে শিব! চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি, ইঁহারা আপনার নেত্রত্রয়; আপনি ব্রহ্মণ্যস্বরূপ ও পরমাত্মা; আপনি অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যের ঈশ্বর, এবং আপনি এই পৃথিব্যাদি অষ্টমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করি। ২২

হে শিব! আপনার স্বরূপ অব্যয় ও তমোগুণের পারে অবস্থিত, অথচ তমোগুণ-নাশক, সুতরাং অজ্ঞানজনের তমশ্ছেদক, তমোবিরহিত আপনাকে নমস্কার করি। এই প্রকারে সেই প্রভু ভগবান্ আপনাকে আপনি স্তব করিয়া সেই শিবরূপী ব্রহ্মের অনুগ্রহে উল্লিখিত বিবরটী স্বকীয় প্রবেশযোগ্য হইয়াছে দেখিলেন। ২৩। ২৪

প্রভু সেই পথ দ্বারা সসৈন্য পাতালতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং তথায় বলদর্পিত দৈত্য-গণকে বিনাশ করত ভূভার লাঘব করিয়া পুনরায় সেইস্থানে আসিয়া অবস্থানপূর্ব্বক বৃষধ্বজকে পূজা করিলেন। ২৫। ২৬

এবং সেই দ্বার অবরোধের নিমিত্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভগবান্ মহাদেবকে তথায় স্থাপনা করিয়া ভক্তিবশ্য মহাবুদ্ধি গদাধর এই কথা বলিলেন যে, হে ধূর্জ্জটে! আপনি অসুরগণের এই নির্গমপথ অবরোধপূর্ব্বক এই প্রাসাদে অবস্থান করুন। ২৭

হে শম্ভো! কর্ব্বূরবলবিনাশে আপনি ব্যতিরেকে কে আর সমর্থ আছে? ভগবান্ হৃষীকেশ ভূতভাবন ভবানীপতিকে এই প্রকার স্থাপন করিয়া দ্বারবতী পুরীতে গমন করিলেন। ২৮

সেই অবধি পৃথিবীমধ্যে বিশ্বেশ্বর মহাদেব বিশ্বেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিলেন, দ্বিজগণ!

পূর্ব্বাবধি স বিজ্ঞেয়ঃ ক্ষেত্ররাজস্য ভো দ্বিজাঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা পাপহন্তারং মৃড়ানীপতিমব্যয়ম্ ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বিপত্তিং দুস্তরাং জয়েৎ
কপোতবিশ্বেশ্বরয়োর্মাহাত্ম্যং কথিতন্তু বঃ ।
অতঃ পরং ভো মুনয়ঃ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছথ ॥

ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

রথমারুহ্য তৌ যাতৌ যদা নারদপার্থিবৌ ।
ক্ব যাতৌ চক্রতুঃ কিংবা তন্নো বদ মহামুনে ॥ ১

জৈমিনিরুবাচ ।

সার্দ্ধঞ্চ বিদ্যাপতিনা পুরোহিতকনীয়সা ।
ক্ষেত্রান্তে নীলকণ্ঠস্য সমীপমুপজগ্মতুঃ ॥ ২
দুর্নিমিত্তমভূন্মার্গে ব্রজতোঽস্য মহীক্ষিতঃ।
বামাক্ষিভুজয়োঃ সার্দ্ধং স্ফুরণঞ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩
তদ্দৃষ্ট্বা নৃপশার্দ্দূলো বিষাদমুপসেদিবান্।
পপ্রচ্ছ কারণঞ্চাস্য সর্ব্বজ্ঞাননিধিং মুনিম্ ॥ ৪
অব্যাহতং মে সাম্রাজ্যং শান্তং ক্ষেত্রোত্তমন্ত্বিদম্
দর্শনার্থং মাধবস্য যাত্রেয়ং তু শুভাবহা ॥ ৫
অকার্য্যং মে ভবেদদ্য কিং মুনে যাহি তত্ত্বতঃ।
স্পন্দতে বামনেত্রং তু স্ফুরতে তু ভুজোঽসকৃৎ ॥
তচ্ছ্রুত্বা নারদঃ প্রাহ ভাবিকার্য্যঞ্চ সূচয়ন্ ।
শ্রাবয়ন্ কুশলং বাক্যং যদুক্তং পদ্মযোনিনা ॥৭

নারদ উবাচ ।

মাভূদ্বিষাদস্তে ভূপ সবিঘ্নং প্রায়শঃ শুভম্ ।
বিঘ্নান্তে চ শুভং পুংসাং পুনর্ভাগ্যবতাং নৃপ ॥৮
সত্যং ত্বং সার্ব্বভৌমোঽসি ক্ষেত্রংবিষ্ণোর্বপুস্ত্বিদং

এই বিশ্বেশ্বর শিব ক্ষেত্রধামের পূর্ব্বসীমা অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। ২৯

জনগণ সেই পাপহন্তা অব্যয় মৃড়ানীপতিকে দর্শন করিলে দুস্তর বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হইয়া সমুদয় অভিলষিত লাভ করেন।

এই আমি তোমাদিগের নিকট কপোত ও বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। হে মুনিগণ! অতঃপর তোমরা আর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ ? ৩০।৩১

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে জৈমিনে! যৎকালে সেই নরপতি ও নারদঋষি রথারোহণপূর্ব্বক প্রয়াণ করিলেন, তদানীং তাঁহারা কোথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কি কার্য্য সম্পাদন করিলেন, তাহা আমাদিগকে বলুন। ১

জৈমিনি কহিলেন, তাঁহারা সেই পুরোহিতানুজ বিদ্যাপতির সহিত ক্ষেত্রধামের সীমায় নীলকণ্ঠের নিকটবর্ত্তিস্থলে উপস্থিত হইলেন। ২

রাজার গমনসময়ে পথিমধ্যে কতকগুলি দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার তৎকালে বামচক্ষুঃ ও বামবাহু একদা স্পন্দিত হইতে লাগিল। নৃপবর তাহা দর্শন করিয়া বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং এই দুর্নিমিত্তের কারণ কি? ইহা সর্ব্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন মুনিবর নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩।৪

হে মুনে! আমার সম্রাজ্য অব্যাহত আছে এবং এই ক্ষেত্রোত্তম শান্তভাবে অবস্থিত দেখিতেছি, অপিচ মাধবদর্শনার্থ যে যাত্রা করা হইয়াছিল, তাহাও ত শুভশংসিনী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল বটে, তবে এখন ইহাতে কি জন্য কি অনিষ্ট না জানি ঘটিবেক, তাহা আপনি যথার্থরূপে বর্ণন করুন। ৫।৬

নারদ ইহা শ্রবণান্তে ভাবি কার্য্য সূচনা করত ব্রহ্মা যাহা কহিয়াছেন, সেই কুশলবাক্যের সহিত কহিতেছেন। হে ভূপ! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। শুভকার্য্য প্রায়ই বিঘ্নসঙ্কুল, অতএব ভাগ্যবান্ পুরুষদিগেরও অগ্রে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া পুনরায় শুভ জন্মিয়া থাকে। ৭।৮

সত্য বটে, আপনি সকল সাম্রাজ্য সুখে রাখিয়াছেন এবং এই ক্ষেত্রও বিষ্ণুশরীর

যাত্রা চ তে যদর্থেয়ং সোঽন্তর্দ্ধানমুপাগমৎ ॥ ৯
এষ বিদ্যাপতির্বিপ্রো দিনে যস্মিন্দদর্শ তম্।
সায়ংকালে ততোঽন্যেদ্যুঃ স্বর্ণবালুকয়াবৃতঃ।
যযৌ পাতালনিলয়ং মর্ত্ত্যলোকে সুদুর্লভঃ ॥ ১০

জৈমিনিরুবাচ

তচ্ছ্রুত্বা ঘোরবচনং বজ্রাঘাতসমং নৃপঃ।
পপাত ধরণীপৃষ্ঠে নিঃসংজ্ঞোঽসৌ দ্বিজোত্তমাঃ ১১
তং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা পুরোহিতপুরোগমাঃ।
স্নিগ্ধাঃ সখায়ঃ সর্ব্বে তে হাহাকারমুপাদ্রবন্ ॥ ১২
কর্পূরশীতলং বারি মুখে সিক্ত্বা পুনঃ পুনঃ।
চন্দনাগুরুকস্তূরীঃ সর্ব্বাঙ্গং লিলিপুশ্চ তে।
চামরৈস্তালবৃন্তৈশ্চ বীজয়ামাসুরাশু তম্ ॥ ১৩
নারদোঽপি সসম্ভ্রান্তো ধারয়ন্ যোগধারণাম্।
প্রাণান্ ররক্ষ নৃপতের্জ্জানন্ তস্য শুভায়তিম্ ॥ ১৪
সোঽপি রাজাচিরাৎ সংজ্ঞাং লেভে যত্নৈরনুত্তমৈঃ
উত্থায় পাদয়োর্বিপ্রা নারদস্যাপতৎ পুনঃ ॥ ১৫
কিমকর্ম্মং মুনে পাপং কস্মিন্ জন্মান্তরে বৃতম্।
যস্য পাকদশায়াং হি দুঃখমাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ১৬
কর্ম্মণা মনসা বাচা নো দ্বিজানাং গবামপি।
নাপরাধঃ কৃতঃ কশ্চিৎ স্বপ্নেঽপি মুনিপুঙ্গব ॥ ১৭
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কর্ম্ম যৎ পরিকীর্ত্তিতম্
রাজ্ঞস্তন্মুনিশার্দ্দূল ন ত্যক্তং বৈ ময় কৃচিৎ ॥ ১৮
দেবতাতিথিবৃদ্ধানাং পিতৃনাঞ্চ মহামুনে।
তথাশ্রিতানাং বন্ধূনাং নাপমানঃ কৃতো ময়া ॥ ১৯
পঞ্চাশদপরাধা যে বিষ্ণোর্ব্বৈ মুনিপুঙ্গব।
ত্যক্তা প্রযত্নাৎ তে সর্ব্বে ক্রুদ্ধাইব মহোরগাঃ ॥
কিং ভাগ্যং চরিতং তেন পুরোহিতকনীয়সা।

অবিকৃত আছে; কিন্তু যার নিমিত্ত আপনার এই যাত্রা করা হইয়াছে, তিনিই অন্তর্দ্ধান-প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৯

এই বিদ্যাপতি বিপ্র যে দিন তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন, তৎপরদিনে সায়ংকালে তিনি স্বর্ণবালুকাদ্বারা আবৃত হইয়া পাতালনিলয়ে গমন করিয়াছেন; সুতরাং এখন আর এই মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার দর্শন দুর্লভ। জৈমিনি কহিলেন, হে দ্বিজগণ! নরপতি সেই বজ্রাঘাত সদৃশ ঘোরতর বাক্য শ্রবণে চৈতন্যশূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। ১০। ১১

অনন্তর তাঁহাকে তদ্রূপভাবে অবস্থিত দেখিয়া পুরোহিত প্রভৃতি সকল আত্মীয় বন্ধুগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং কর্পূরসুবাসিতজল পুনঃপুনঃ মুখে সেচন করিয়া চন্দন অগুরু কস্তুরী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সকল সমুদয় অঙ্গে লেপন করিয়া দিলেন এবং অতি সত্বর-ভাবে চামর ও তালবৃন্ত দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। ১২। ১৩

নারদও অতি সসম্ভ্রমে যোগধারণপূর্ব্বক নৃপতির উত্তরকালের শুভ নিশ্চয় জানিয়া তাঁহার প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে নরপতি বহুবিধ যত্ন দ্বারা চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর তিনি গাত্রোত্থান করত সর্ব্বজ্ঞ নারদঋষির পদতলে পুনরায় পতিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে মুনে! আমি কোন্ জন্মান্তরে কি ঘোরতর পাপ করিয়াছিলাম? যাহার পরিপাকদশায় ঈদৃশ দারুণ মনস্তাপ পাইতে হইল? ১৪—১৬

হে মুনিবর! কি কায় দ্বারা, কি বাক্য দ্বারা, কি মনোদ্বারা কখনই গো, অথবা ব্রাহ্মণের নিকটে স্বপ্নেও কোন প্রকার অপরাধ করি নাই। ১৭

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কি নিত্য, কি নৈমিত্তিক, কি কাম্য ইত্যাদি যে সকল কর্ম্ম নরপতি-দিগের কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, আমি কখনই তাহার কিছু পরিত্যাগ করি নাই। ১৮

হে মহামুনে! দেবতা, অতিথি, বৃদ্ধ, পিতৃগণ, বন্ধুবর্গ ও আশ্রিত ব্যক্তি সকল ইহাঁদের কদাচ আমি অপমান করি নাই। ১৯

হে মুনিপুঙ্গব! বিষ্ণুবিষয়ক যে পঞ্চাশ-দপরাধ নির্দ্দিষ্ট আছে, আমি অতি যত্নের সহিত তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়াছি। ২০

অহো সেই পুরোহিতের কনিষ্ঠ বিদ্যা-

যচ্চর্ম্মচক্ষুষা দৃষ্টো ভগবান্ নীলমাধবঃ ॥ ২১
কিমর্থং রাজ্যবিভ্রংশো জানতৈব ত্বয়া কৃতঃ।
যাত্রাসময়এবৈতৎ কথং বা ন প্রকাশিতম্ ॥ ২২
কিমর্থং শ্রোত্রিয়াণাং বা স্থানভ্রংশো ময়া কৃতঃ
কথমেভিঃ পরিত্যক্তাশ্চিরাৎ সম্ভূতভূময়ঃ ॥২৩
আবংশভূতের্বৃত্তির্যা প্রজাভিঃ পরিপালিতা।
মদর্থন্বা পরিত্যক্তা জীবিষ্যন্তি কথন্নু তাঃ ॥ ২৪
প্রাণান্ন ধারয়িষ্যামি ন দ্রক্ষ্যামি যদা হরিম্।
এষ মে নিশ্চয়ো ব্রহ্মন্ ময়ি নষ্টে কুতঃ প্রজাঃ॥২৫
মুনে সদা সকরুণস্তং মাং শাস্মীঃ শুভাশুভম্।
সাম্প্রতং মৎসুতং নীত্বা মানবেশ্বভিষেচয়।
স পালয়তু স্থায়েন নাশোচন্ত ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৬

পতির কি ভাগ্য, যেহেতু তিনিই চর্ম্ম চক্ষুর্দ্বারা ভগবান্ নীলমাধবকে দর্শন করিয়াছেন। ২১

হে মুনিবর! আপনি জানিয়া শুনিয়াও কি নিমিত্ত আমাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলেন, এবং কি জন্যই বা আপনি যাত্রা-সময়ে এ সকল বিষয় প্রকাশ করিলেন না? ২২

হায়! আমি কি জন্যই বা ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয়গণের স্থানভ্রংশ করিলাম! আহা! কি নিমিত্ত বা ইঁহারা চির-সম্ভূত বাসভূমি পরিত্যাগ করিলেন? ২৩

অহো! প্রজাগণ, বংশের উৎপত্তি হইতে এ কাল পর্য্যন্ত যে সকল বৃত্তি ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, আমার নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগ করিয়া এখন তাঁহারা কিরূপে জীবনধারণ করিবেন? হে ব্রহ্মন্! আমি যদি হরি-সন্দর্শনেই বঞ্চিত হইলাম, তবে আর প্রাণধারণ করিব না, ইহা যখন নিশ্চয়ই করিয়াছি, তখন আমি নষ্ট হইলে প্রজাদিগের আর জীবনের সম্ভাবনা কি?। ২৪। ২৫

ভো মুনে! আপনি সর্ব্বদা আমাকে অনুগ্রহসহকারে শুভাশুভ উপদেশ দিয়া থাকেন, সম্প্রতি আমার এই পুত্রটীকে লইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করুন! এই সন্তানটি যথান্যায়ে রাজ্য প্রতিপালন করিলে আর প্রজারা শোকগ্রস্ত হইবেক না। ২৬

রাজানো যে সমায়াতাস্তে সর্ব্বে মন্নিদেশতঃ।
মৎসূনোর্মানবেশস্য প্রয়ান্তু বচনে স্থিতাঃ ॥ ২৭
প্রায়োপবেশবিধিনা চিন্তয়ন্ নীলমাধবম্।
আয়ুঃ শেষং করিষ্যামি স এবং ক্ষেত্রসংস্থিতঃ ॥২৮

জৈমিনিরুবাচ।

বিলপন্তমিন্দ্রদ্যুম্নং রাজানং ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
উত্থাপ্য প্রশ্রয়গিরা সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৯

নারদ উবাচ।

রাজন্ পণ্ডিতমূর্দ্ধন্যো বৈষ্ণবো ধৈর্য্যসাগরঃ।
শ্রেয়ঃ সবিঘ্নং সততং কথং বা নাবধারয়েঃ ॥ ৩০
ইদন্তু পরমং শ্রেয়ঃ পুংসাং জন্মশতার্জ্জিতম্।
শরীরধারিণং পশ্যেচ্চর্ম্মচক্ষুর্গদাধরম্ ॥ ৩১
নিরঙ্কুশা হরের্লীলা ন কেনাপ্যবধার্য্যতে।
জীবন্মুক্তোঽপ্যহং রাজংস্তল্লীলাং নাতিবর্ত্তয়ে ॥
কিম্বা বঞ্চিতো নাহং দৃঢ়ভক্তোঽস্তিকস্থিতঃ।

আর যে সকল রাজবর্গ সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার এই অনুমতিক্রমে আমার পুত্র মানবেশের অনুগত হইয়া গমন করুন। আমি এই ক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক প্রায়োপবেশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া নীলমাধবকে চিন্তা করিতে করিতে সফলরূপে আয়ুঃশেষ করিব। ২৭—২৮

জৈমিনি কহিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি নারদের পদতলে পতিত হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলে ব্রহ্মপুত্র নারদ তাঁহাকে উত্থাপন করত সপ্রশ্রয়বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, হে রাজন্! আপনি পণ্ডিতপ্রধান, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ও ধৈর্য্যগুণের সাগর; অতএব সামান্যতঃ সমুদয় শ্রেয়ো-বিষয়মাত্রই যে বিঘ্নসঙ্কুল হয়, ইহা কি জন্য আপনি অবধারণ করিতেছেন না?। ২৯—৩০।

বিশেষতঃ চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারা শরীরধারিগদাধরকে দর্শন করা পুরুষগণের শতজন্মার্জ্জিত শ্রেয়ঃ বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবেক। এই নিরঙ্কুশ হরির লীলা কেহই অবধারণ করিতে সমর্থ নহেন। হে রাজন্! আমি জীবন্মুক্ত হইয়াও সেই লীলা-অতিক্রমে সক্ষম নহি। দেখ,

দুরত্যয়া তস্য মায়া বহুজন্মশতৈরপি ॥ ৩৩
অনন্তা তস্য মায়েয়ং দুর্জ্জ্ঞেয়া পদ্মযোনিনা।
নাভিপদ্মস্থিতেনাপি নিত্যঞ্চ স্তুতিশালিনা ॥ ৩৪
স্বভাব এষ কথিতস্তস্য মায়াবিনো নৃপ।
বিশেষং কথয়ামীদং ত্বন্তু ভাগ্যবতাম্বরঃ ॥ ৩৫
চতস্রো * মূর্ত্তয়স্তস্য ত্বয্যনুগ্রহবুদ্ধয়ঃ।
চরাচরাণাং যঃ স্রষ্টা সাক্ষাৎ লোকপিতামহঃ ॥ ৩৬
মামুবাচ ব্রজাশু ত্বমিন্দ্রদ্যুম্নস্য চান্তিকম্।
নীলাচলং প্রয়াত্যেষ দিদৃক্ষুর্নীলমাধবম্ ॥ ৩৭
অন্তর্দ্ধানং গতো হ্যেষ যমেন প্রার্থিতো বিভুঃ।
ন তত্র শোকঃ কর্ত্তব্যঃ শক্যতে তত্র নঽন্যথা ॥৩৮

আমি ত কোন বিষয়েই বাঞ্ছিত নহি, তথাপি তাঁহার প্রতি দৃঢ় ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা সমীপে অবস্থান করি।

এমন কি! বহু শত জন্ম দ্বারাও তাঁহার মায়া অতিক্রম করা যায় না, যেহেতু তাঁহার এই মায়ার অন্ত নাই, এজন্য স্বয়ং পদ্মযোনিও তাঁহার নাভিপদ্মে নিত্য অবস্থানপূর্ব্বক বহুবিধ স্তব করিয়াও উহা জানিতে পারেন নাই। ৩১—৩৪

হে নৃপ! সেই মায়াবী মাধবের এই স্বাভাবিক ভাবই বর্ণিত হইল, অতএব আরও এই বিশেষরূপে তোমাকে কহিতেছি; যেহেতু তুমিই ভাগ্যধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে ইন্দ্রদ্যুম্ন! সেই হরিমূর্ত্তি চারি প্রকার, ঐ সকল মূর্ত্তিরই তোমার প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধি আছে।

সেই মূর্ত্তিচতুষ্টয়মধ্যে যিনি এই চরাচর সৃজন করেন, সেই সাক্ষাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমাকে এই কথা বলেন, "হে নারদ! তুমি শীঘ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নিকটে গমন কর"

তিনি নীলমাধবকে দর্শনাভিলাষী হইয়া নীলপর্ব্বতে গমন করিতে উদ্‌যোগী হইতেছেন, কিন্তু এই বিভু নীলমাধব, যমের প্রার্থনাক্রমে যে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি যেন শোক প্রকাশ করেন না; যেহেতু তাহা আর অন্যথা হইবার নহে। ৩৫—৩৮

* চিত্রোঽপি।

বাচ্যো মদ্বচনাদ্রাজা পঞ্চমী মম সন্ততিঃ।
তৎকৃতে পরমাত্মানং প্রসাদ্য পুরুষোত্তমম্।
শ্বেতদ্বীপানয়িষ্যামি সহস্রান্তে মহাক্রতোঃ ॥৩৯
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ স ইদানীং ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
অশ্বমেধসহস্রৈস্তু যজন্ বিষ্ণুং স তিষ্ঠতু ॥ ৪০
তদন্তে দারুবত্তনুং বিষ্ণুং দ্রক্ষ্যতি চক্ষুষা।
সোঽবতারো হরেঃ খ্যাতিং তস্য দ্বারা গমিষ্যতি
তদ্দারুতনবো বিষ্ণোঃ প্রতিষ্ঠাপ্যা ময়া ধ্রুবম্ ॥
পুরা স্মমণিমূর্ত্তিস্তু চতুর্দ্ধাবস্থিতো হরিঃ।
দৃষ্ট্বা পুরোধসা তস্য সাক্ষাদগ্রে নিবেদিতঃ ॥ ৪২
দিব্যদারুবপুর্ভূয়শ্চতুর্দ্ধাবতরিষ্যতি ॥ ৪৩
তস্মান্মা ব্যথ রাজেন্দ্র বাঞ্ছা তে সফলা ধ্রুবম্।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো নির্ব্যলীকো বসোৎসবৈঃ

অতএব আমার এই বচনক্রমে রাজাকে বলিব',—তিনি আমার অধস্তন পঞ্চম সন্ততি; এবং তাঁহার নিমিত্ত আমি সেই পরমাত্মা পুরুষোত্তমকে প্রসন্ন করিয়া ক্রতু-সহস্র সমাপনান্তে শ্বেতদ্বীপ হইতে আনয়ন করিব। সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন এখন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ক্রমশঃ অশ্বমেধ যজ্ঞ-সহস্র দ্বারা বিষ্ণুকে পূজা করত অবস্থান করুন। ৩৯।৪০

তদনন্তর সেই দারুময়মূর্ত্তি-বিষ্ণুকে ঐ চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারাই দেখিতে পাইবেন; এবং বিষ্ণুর সেই অবতার সেই ইন্দ্রদ্যুম্ন দ্বারাই সর্ব্বজন-বিদিত হইয়া উঠিবেক, এবং স্বয়ং আমিই সেই দারুমূর্ত্তিচতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা করিব।

পূর্ব্বকালে ভগবান্ মণিময়মূর্ত্তিধারী হরি, চারি মূর্ত্তিতে বিরাজিত ছিলেন, পুরোহিত বিদ্যাপতি তাহা দেখিয়া মহোদয়ের নিকটে নিবেদন করেন। ভবিষ্যতে ভগবান্ দিব্য দারুময় শরীরে চতুর্মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইবেন। ৪১—৪৩

অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি ব্যথিত হইবেন না। আপনার বাঞ্ছা নিশ্চয়ই সফল হইবেক, ইহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে উৎসবের সহিত বিশ্বস্তচিত্তে অবস্থান করুন। ৪৪

জৈমিনিরুবাচ।
সান্ত্বয়িত্বা গিরায়েখং রাজানং নারদস্তথা।
বিশ্বাসপদবীং বিপ্রাঃ পুনর্ব্বাক্যমুবাচ হ ॥ ৪৫
নারদ উবাচ।
শঙ্খাকৃতে ক্ষেত্রবরস্য চাগ্রে
যো নীলকণ্ঠঃ খলু দুর্গ আস্তে। *
যামো বয়ং তত্র হি বাজিমেধ-
ক্রতুপযোগ্যা সুষমাস্থলী যা ॥ ৪৬
তস্যাং বিনির্ম্মায় সহস্রবর্ষং
স্থিরাং সুশীলাং ‡ হয়মেধনায়।
নীলাদ্রিবাসস্য নৃপসিংহমূর্ত্তিং
দৃষ্ট্বাকৃতার্থং বিরচয্য জন্ম ॥ ৪৭
তস্যৈব মূর্ত্তিং প্রতিবাতনাস্তে
নিত্যার্চ্চনীয়াং ভজ পূজনীয়াম্।
প্রত্যক্ প্রতিষ্ঠায় সমস্তবিঘ্ন-
বিনাশহেতোঃ ফলবৃংহণায় ॥ ৪৮

জৈমিনি কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! নারদ ঋষি তদানীং এই প্রকারে রাজাকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার বিশ্বাস-উৎপাদনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন। ৪৫

নারদ কহিলেন,—রাজন্! সেই শঙ্খাকৃতি অত্যুত্তম ক্ষেত্রধামের দুর্গম অগ্রভাগে সেই দুষ্প্রাপ্য নীলকণ্ঠ শিব যেস্থানে অবস্থান করিতেছেন, আমরা অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযুক্ত সেই মনোহর সমতল স্থলীতে গমন করিব, এবং সেই স্থলে অশ্বমেধের জন্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত নীলাদ্রিনাথের স্থিরা ও সুশীলা নরসিংহমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদ্দর্শন করিয়া জন্মকে কৃতার্থ মানিব। ৪৬ ৪৭

ভগবান্ পুরুষোত্তমের মূর্ত্তি অদর্শন প্রযুক্ত তোমার যে যাতনা আছে, তাহা এই নিত্য বন্দনীয় ও পূজনীয় নরসিংহ মূর্ত্তিকে ভজনা করিয়া অপনোদন কর। অগ্রে ইহাঁরই প্রতিষ্ঠা করিলে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া ফলবৃদ্ধি হইতে পারিবেক। ৪৮

* দুর্গয়াস্তে। ‡ সুনীলাং।

আরপ্স্যামঃ ক্রতুবরং মুনিবর্য্যৈর্যথোদিতম্।
বিলম্বোঽত্র নহি শ্রেয়ানিতি পৈতামহং বচঃ ॥
ইতি উৎকলখণ্ডে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অতএব এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত নহে, ইহা পিতামহ বলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আইস, আমরা সেই ক্রতুপ্রধান অশ্বমেধ-যজ্ঞ যথা-শাস্ত্রমতে আরম্ভ করি। ৪৯
চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।
ততস্তে প্রস্থিতা বিপ্রা নীলকণ্ঠান্তিকং মদা
প্রপূজ্য তং মহাদেবং দুর্গাঞ্চ প্রণিপত্য চ ॥ ১
বিমুচ্য স্যন্দনবরং পাদচারাঃ সহানুগাঃ।
আরোঢ়ুং নীলভূমিধ্রং প্রয়াতাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ২
নানাদ্রুমলতাকীর্ণং নানাপক্ষিগণাবৃতম্।
শিলাবিষমসংরোধমভিতঃ পরিবেশকঃ ॥ ৩
ভ্রমদ্ভ্রমরসম্ভূত-ভ্রমক্ষুদ্রগণ্ডশৈলকম্।
দক্ষিণাম্ভোধিকল্লোল-জলাবৃতনিতম্বকম্ ॥ ৪

জৈমিনি কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! অনন্তর তাঁহারা সেই নীলকণ্ঠের সমীপে সহর্ষে গমন করিলেন, এবং সেই মহাদেব ও দুর্গাকে পূজা ও প্রণিপাত করিয়া রাজরথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সংযম করত অনুচরগণের সহিত নীলপর্ব্বতের উপরি অরোহণ করিবার নিমিত্ত পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন। ১।২

ঐ পর্ব্বত নানাপ্রকার লতা ও দ্রুম দ্বারা আকীর্ণ, বহুবিধ পক্ষিগণে পরিপূর্ণ, শিলা-রাশিতে উহার গমনপথ সংরুদ্ধ, এবং চতুর্দ্দিক্ পরিধিবিশিষ্ট। উহাতে ভ্রমরনিকর পরিভ্রমিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং দক্ষিণসাগরের তরঙ্গে উহার নিতম্বদেশ প্লাবিত। ৩।৪

অপ্রতর্ক্যং সদা মর্ত্ত্যৈর্দুষ্প্রবেশ্যং মহোরগৈঃ।
মত্তমাতঙ্গঘটনাবৃংহিতৈর্ভীষণান্তরম্ ॥ ৫
শ্বাপদৈশ্চিরসম্বাধৈঃ শস্ত্রাঘাতমবেদিভিঃ।
নির্ভয়ৈঃ পরিতঃ কীর্ণং মৃগযূথৈর্নেকশঃ ॥ ৬
প্রবেষ্টুকামা ন প্রাপুর্যদা তে মার্গমন্তরে।
তদা নারদসংসর্গাদ্দিব্যগত্যা গিরেঃ শিরঃ ॥ ৭
আনেতুর্যত্র বসতিঃ কৃষ্ণগুরুতরোরধঃ।
সর্ব্বাপত্তাপসংহর্ত্তা দিব্যসিংহতনুর্বিভুঃ ॥ ৮
যং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহত্যায়া লীয়ন্তে কোটয়ো নৃণাম্।
ব্যাত্তাস্যং ভীমদশনমাপিঙ্গলসটাকুলম্ ॥ ৯
উগ্রং ত্রিনেত্রং দৈত্যস্য স্বোর্ব্বোরুত্তানশায়িনঃ।

মনুষ্যেরা ঐ পর্ব্বতের বিষয় তর্কদ্বারা স্থির করিতে কদাচ সমর্থ হন না। ভয়ানক সর্প সকলের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ও মত্তমাতঙ্গগণের ঘোরতর বৃংহণে উহার অন্তরভাগ অতি দুর্গম ও ভয়ানক; সুতরাং শ্বাপদগণ সেই পর্ব্বতে চিরবাসনিবন্ধন ব্যাধগণ কর্তৃক শস্ত্রাঘাতের বেদনা কখনই অনুভব করে নাই। এজন্য তাহারা নির্ভয়ে নীলপর্ব্বতের চতুর্দ্দিক্ অকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে এবং অন্যান্য বহুবিধ মৃগযূথেরা উহাতে নির্ভয়ে বাস করিতেছে। ৫—৬।

মহারাজ অনুচরগণের সহিত প্রবেশার্থী হইয়া বিস্তর চেষ্টা করিয়াও যখন উহাতে পথ প্রাপ্ত হইলেন না, তখন নারদ ঋষি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দিব্যগতি দ্বারা সেই গিরির শিরোদেশে উত্তীর্ণ হইলেন। সেই স্থানে একটী কৃষ্ণাগুরু বৃক্ষের অধোভাগে ভগবান্ বিপদ্‌ভঞ্জন বিভু এক দিব্য নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করত অবস্থান করিতেছেন, যাঁহাকে দর্শন করিলে কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যা লয়প্রাপ্ত হয়।

সেই নরসিংহরূপী ভগবান্ ভয়ানক রূপে মুখব্যাদান করিয়া আছেন; দন্তগুলি অতি ভীষণাকৃতি—সটাসমূহ সম্যক্ পিঙ্গল বর্ণ—নেত্রত্রয় উগ্রভাবাপন্ন, স্বীয় উরুদ্বয়ের উপরি উত্তানভাবে শয়িত হিরণ্যকশিপু দৈত্যের

বক্ষঃস্থলং দারয়ন্তং নখরৈর্ব্বজ্রদারুণৈঃ ॥ ১০
অরুণাভললজ্জিহ্বং সাট্টহাসমুখং বিভুম্।
শঙ্খচক্রেচলদ্বাহুং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ১১
বক্ত্রোজ্জ্বলদ্বহ্নিশিখা-সন্তাপিতদিগন্তরম্।
প্রচণ্ডাঘাতভূম্যন্তঃপ্রবিষ্টপদপঙ্কজম্ ॥ ১২
তমাদিমূর্ত্তিং তে দৃষ্ট্বা নারদাগ্রে সদা হরিম্।
নির্ভয়া দদৃশুর্দূরাৎ প্রণেমুর্ব্বিগতজ্বরাঃ ॥ ১৩
ইন্দ্রদ্যুম্নেঽপি তং দৃষ্ট্বা নারদোক্তৌ বিশশ্বসে।
ভাবিকার্য্যে প্রত্যয়বানিদমাহ মহামুনিম্ ॥ ১৪

রাজোবাচ।

মহর্ষে কৃতকৃত্যোঽস্মি ত্বং বিজ্ঞাননিধিঃপরম্।
দুরারাধ্যোনৃসিংহোঽয়ং দর্শনেঽপি ভয়াবহঃ ॥১৫
ভবাদৃশৈঃ সুসেব্যোঽয়ং মাদৃশৈর্দূরতোঽপি সন্
দর্শনাৎ কৃতকৃত্যোঽস্মি সংলীনাশেষপাতকঃ ১৬

বক্ষঃস্থল বজ্রসদৃশ দারুণ নখরদ্বারা বিদারণ করিতেছেন; তাঁহার শরীরের আভা রক্তবর্ণ, জিহ্বা লুলিত, মুখে অট্ট অট্টহাস্য, বাহুদ্বয়ে চঞ্চল চক্র ও শঙ্খ, শিরঃস্থিত উজ্জ্বল কিরীট ও মুকুটে তাঁহাকে ঘোর উজ্জ্বল করিতেছে, বক্ত্র হইতে উদ্গত বহ্নিশিখায় দিক্ সকল সন্তাপিত হইতেছে। প্রচণ্ড আঘাত হেতুক পাদপঙ্কজ ভূমিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ৭—১২

তাঁহারা সকলেই নারদের অগ্রভাগে সেই আদিমূর্ত্তি সনাতন বিষ্ণুকে দূর হইতে নির্ভয়ে দর্শন ও প্রণাম করত মনঃকষ্ট দূর করিলেন। ১৩

এবং ইন্দ্রদ্যুম্নও ঐরূপ দর্শনে নারদের পূর্ব্বোক্ত বাক্যে বিশ্বাসপূর্ব্বক ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রত্যয় করত মুনিবরকে বলিলেন। ১৪

হে মহর্ষে! আপনার অনুগ্রহে আমি কৃতার্থ হইলাম। আপনি অদ্বিতীয় জ্ঞানসাগর এই দুরারাধ্য নরসিংহ দেবের ভয়ানক দর্শন ও সন্নিহিত ভবাদৃশ ব্যক্তিদিগেরই সুখসেব্য এমত নহে, দূর হইতে মাদৃশ জনের পক্ষেও তথাবিধ হইয়াছে। আমি ইহাঁর দর্শনেই অশেষ পাতকরাশি দূর করিয়া কৃতকৃত্য,

ত্বৎসন্নিধানাদেবাত্র তিষ্ঠামো নির্ভয়া মুনে।
অত্যুগ্রমূর্ত্তির্ভগবান্ স্বল্পবীর্য্যৈর্নৃভিঃ কথম্ ॥ ১৭
আরাধ্যতে দৈত্যরাজং ত্রৈলোক্যেশং বিদারয়ন্
যা চ নীলময়ী মূর্ত্তিঃ কৃপাসিন্ধুঃ স্থিতোঽত্র বৈ॥
কস্মিন্ স্থানে মুনিশ্রেষ্ঠ দর্শনাৎ সা বিমুক্তিদা
তন্মে দর্শয় বিপ্রেন্দ্র যন্মে মুক্তিপ্রদং মতম্ ॥১৯
জৈমিনিরুবাচ।
ইত্যুক্তো নারদস্তস্মৈ দর্শয়ামাস পাবনং।
স্থানং যত্র স্থিতো দেবঃ স্বর্ণবালুকয়াবৃতঃ ॥ ২০
পশ্যেতং যোজনায়ামং যোজনদ্বয়মুচ্ছ্রিতম্।
কল্পান্তস্থায়িনং ভূপ ন্যগ্রোধং মুক্তিদং মতম্ ॥২১
ছায়ায়াঃ ক্রমণাদ্‌যস্য মুচ্যতে পাপকঞ্চুকাৎ।
অস্য মূলে ত্যজন্ প্রাণান্ নরো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ।

ন্যগ্রোধরূপং দৃষ্ট্বাপি নারায়ণমকল্মষং।
নিষ্পাপো জায়তে মর্ত্ত্যঃ কিমু তং পূজয়ন্ স্তুবন্
অস্য মূলাৎ প্রতীচ্যাং হি নৃসিংহস্যোত্তরে নৃপ।
অতিষ্ঠন্মাধবো হ্যত্র চতুর্মূর্ত্তিধরো বিভুঃ॥
অনুগ্রহীতুং ত্বামেব পুনরত্র ভবিষ্যতি। *
শ্বেতদ্বীপে যথা বিষ্ণোর্ভোগভূমৌ নিজালয়ঃ ॥২৫
জম্বূদ্বীপে কর্ম্মভূমৌ নিজস্থানমিদং স্মৃতম্।
অস্যৈবাতিরহস্যত্বান্ন প্রকাশোঽস্য সম্মতঃ।
মোক্ষাধিকারী জানাতি স্থানমেতন্মহামতে।
অবিশ্বাসপদং নৃণাং দুষ্কৃতাং হি বিশেষতঃ ॥১৭
অত্র যান্যা প্রতিকৃতিঃ ক্ষেত্রে † বিষ্ণোঃ প্রতিষ্ঠিতঃ

হইয়াছি। হে মুনে! তোমার সন্নিধান হেতুক আজ আমরা এখানে নির্ভয়ে অবস্থিতি করিব।

ত্রিলোকাধিকারী দৈত্যরাজকে বিদারণকারী অত্যুগ্রমূর্ত্তি এই ভগবান্‌কে ক্ষীণবীর্য্য মনুষ্যেরা কি প্রকারে আরাধনা করিতে সমর্থ হয়।

অতএব হে মুনিবর! এই স্থানে কোথায় সেই যে নীলকান্তমণিনির্ম্মিতা কৃপাময়ী ভগবন্মূর্ত্তি আছেন, যাঁহার দর্শনমাত্রেই মুক্তি হয়, তাহা আমাদিগকে দর্শন করাও। ১৫—১৯

জৈমিনি কহিতেছেন, নারদ ঋষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক এই প্রকারে অভিহিত হইয়া তাঁহাকে স্বর্ণবালুকাবৃত জগন্নাথ দেব যে স্থানে আছেন, সেই পরম পবিত্র স্থান দেখাইলেন। ২০

এবং বলিলেন, হে ভূপ! ঐ যে একযোজন বিস্তৃত ও দুইযোজন উন্নত বটবৃক্ষটী দেখিতেছেন, উনি মুক্তিদায়ক ও কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী। ২১

উহার ছায়া মাত্র স্পর্শ করিয়া নরগণ পাপরূপ কঞ্চুক হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হন। ইহার মূলদেশে প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তি লাভ হয়। ২২

এই নির্ম্মল ন্যগ্রোধরূপী নারায়ণকে দর্শন করিলেই মর্ত্ত্যগণ নিষ্পাপী হয়েন, আরোও তাঁহাকে পূজা বা স্তব করিলে সে কতদূর ফললাভ হয়, তাহা বলা যায় না ॥ ২৩

রাজন্! এই তরুবরের মূলপ্রদেশ হইতে পশ্চিম দিকে, নৃসিংহ দেবের উত্তরাংশে সেই প্রভু মাধব মূর্ত্তিচতুষ্টয়ধারী হইয়া অবস্থান করিতেন; এইক্ষণে তোমাকেই অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত পুনরায় এস্থানে আবির্ভূত হইবেন।

সেই বিষ্ণুর ভোগভূমি শ্বেতদ্বীপে যেমন মধ্যে এই স্থানও তদনুরূপ তাঁহার অপর একটী নিজালয়। তাঁহার এই স্থানটী অতি গোপনীয় বলিয়া ইহার প্রচার হওয়া সম্মত নহে। ২৪-

হে মহামতে! যাঁহারা মোক্ষে অধিকারী, তাঁহারাই এই স্থান জানিতে পারেন; পাপিষ্ঠ মানবদিগের এই স্থানের প্রতি কোনমতেই বিশ্বাস জন্মে না। ২৭

হে নৃপ! এইক্ষেত্রে অপরাপর যে সকল বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহারা যখন মুক্তি প্রদান করেন, তখন আর সাক্ষাৎ

* উদ্‌ভবিষ্যতি ইতি বা পাঠঃ।
† পৌরৈঃ ইতি বা পাঠঃ

সাপি মুক্তিপ্রদা ভূপ কিং পুনঃ সা স্বয়ম্ভুবা ॥২৮
অন্তর্দ্ধানতিরোধানে সনিমিত্তে জগৎপ্রভোঃ।
অনুগ্রহার্থং সাধূনাং জায়তে চ যুগে যুগে ॥২৯
নানাবতারৈর্ভগবান্ মৎস্যকূর্ম্মাদিকৈর্নৃপ।
নিমিত্তনাশে চ তিরো-দধাতি পরমেশ্বরঃ ॥ ৩০
নির্নিমিত্তং স্থিতো নিত্যমিহ কারুণ্যসাগরঃ।
শ্বেতদ্বীপাদ্যথা বিষ্ণুঃস্থানান্তরেঽবতরেৎ প্রভুঃ ॥ ৩১
অত্র স্থিতে হি মন্দারকাঞ্চীপুষ্করকাদিষু। *
প্রকাশং যাতি কৃপয়া তরুমূলপ্ররোহবৎ ॥ ৩২
নানাতীর্থেষু দেশেষু ক্ষেত্রেষ্বায়তনেষু চ।
অংশাবতারস্তস্যৈব মাভূৎ তে সংশয়োঽন্যথা ॥৩
ক্ষণং ন ত্যজতীশানঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রমিব স্বকম্।

স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক সংস্থাপিত, সেই মূর্ত্তির বিষয় কি বলিব? ২৮

সেই জগৎপ্রভুর আবির্ভাব ও তিরোভাব কোন বিশেষ কারণেই হইয়া থাকে। হে নৃপ! তিনি সাধুদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই যুগে যুগে মৎস্য-কূর্ম্মাদি নানা অবতারে জন্মগ্রহণ করেন; আবার যখন সেই সকল কারণের লোপ হয় (অর্থাৎ দুর্দ্দান্ত অসুরাদির বিনাশাদি হইয়া যায়) তখনই তিনি অন্তর্দ্ধান করেন, কিন্তু সেই করুণা-সাগর পরমেশ্বর নিষ্প্রয়োজনে আবার নিজেই এই ক্ষেত্রধামে অবস্থান করেন। তিনি শ্বেত-দ্বীপে থাকিয়া যে প্রকারে স্থানান্তরে অবতরণ করেন, এইস্থানে থাকিয়াও আবার সেইরূপে, (বৃক্ষমূল-বিলম্বিত প্ররোহের ন্যায়) মন্দার, পুষ্কর ও কাঞ্চী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে করুণার সহিত প্রকাশ পাইতেছেন। ২৯—৩২

হে ভূপ! ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ, দেশ, ক্ষেত্র ও আয়তন তাঁহার অংশমাত্রের অবতার মাত্র। ইহাতে অন্য প্রকার সংশয় করিও না। ৩৩

সেই ঈশানদেব ক্ষণকালের নিমিত্তও স্বীয় কলেবরস্বরূপ এই ক্ষেত্রধামকে পরিত্যাগ

* স মারকাকাঞ্চীপুষ্করাদিষু ইতি বা পাঠঃ।

ত্বদুপজ্ঞস্তু ভূপাল প্রকাশোঽন্যো ভবিষ্যতি ॥৩৪
ইতি সন্দর্শিতং স্থানং নারদেন মহাত্মনা।
সাষ্টাঙ্গপাতং-ভূমৌ তদিন্দ্রদ্যুম্নো ননাম হ।
মত্বানন্তং স্থিতং দেবং প্রকাশমিব তুষ্টুবে ॥ ৩৫

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।

দেব দেব জগন্নাথ প্রপন্নার্ত্তিবিনাশন।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ পতিতং ভবসাগরে ॥ ৩৬
ত্বমেক এব দুঃখৌঘ-ধ্বংসকঃ পরমেশ্বরঃ।
ক্ষুদ্রা- ক্ষুদ্রান্ হি সেবন্তে সুখলেশপরীপ্সয়া ॥৩৭
অনাদি ত্রিবিধাজস্য রাশেরন্যমহাংহসঃ।
দুরুচ্ছেদ্যস্য সততং পূর্য্যমাণস্য জন্মিনঃ ॥ ৩৮
অনায়াসেন ত্বন্নাম-কীর্ত্তনং তস্য নাশনম্।
কিং পুনর্ভক্তিভাবেন সাক্ষান্মুক্তিপ্রদং নৃণাম্ ৩৯

করেন না। হে ভূপাল! (কেবল যে আমিই তোমাকে বলিতেছি, এমত নহে;) তোমার সম্বন্ধীয় এই বিষয়ের উপক্রম প্রকারান্তরেও প্রকাশিত হইবেক। ৩৪

মহাত্মা নারদ এই বলিয়া তাঁহাকে সেই ক্ষেত্রস্থান দেখাইলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন (ভূমীতে) অষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই স্থানে প্রণাম কারলেন; এবং দেব জগন্নাথই এই স্থানে আছেন মনে করিয়া নৃপ স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৫

হে দেবদেব জগন্নাথ! হে বিপন্নজনের বিপন্নাশক! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি এই ভবসাগরে নিমগ্ন হইতেছি, আমাকে রক্ষা কর। তুমিই একমাত্র দুঃখরাশি বিনাশ করিয়া থাক, এবং তুমিই পরম ঈশ্বর। ক্ষুদ্রব্যক্তিরা সামান্য সুখলেশ-বাসনায় ক্ষুদ্রের উপাসনা করে; কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে আপনার নামমাত্র কীর্ত্তন করিলেই জন্মভাগীদিগের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই নিত্য দুরপনেয় অনাদি তাপত্রয় এবং অন্যান্য সম্পূর্ণ মহাপাপ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। আরও ভক্তিভাবে আপনার নামোচ্চারণে যে নরগণ সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ করেন, ইহাতে সংশয় কি? ৩৬—৩৯

কর্ম্মাধীনং হি যে মূঢ়া বদন্তি ত্বাং কৃপানিধিম্।
তে ন জানন্তি ভগবন্ কর্ম্মৈব প্রেরিতং ত্বয়া ॥৪০॥
অজামিলেন বিপ্রেণ ত্যক্ত' বর্ণাশ্রমোদিতম্।
কিং ন পাপং কৃতং স্বামিন্ সোঽপি
ত্বন্নামকীর্ত্তনাৎ॥ ৪১
মুক্তোঽভূৎ স্মরণাদেব পাশহস্তাৎ বিমোহিতঃ।
সর্ব্বেঽভ্যু'পায়' দেবেশ কীর্ত্তিতাস্তব দর্শনে ॥ ৪২
ত্বয়ি দৃষ্টে হি ভিদ্যন্তে সংশয়া হৃদি সংস্থিতাঃ।
নিঃসংশয়ো ভবেৎ সদ্যঃ পাপপুণ্যক্ষয়ো ধ্রুবম্॥৪৩
ত্বমেব শরণং দীনমনুগৃহ্লীষ্ব মাং প্রভো।
নিশ্চিতানি ত্বয়া দেব গর্ভস্থস্য চ জানি মে।
তৈরেব মে জনির্ধাতু যাচে ত্বাং কেবলং ত্বিদম্
তিরোশ্চা মুক্তিদা মূর্ত্তিঃ স্থিতা তে পাত্রতাং পুনঃ
অনেন চক্ষুষা পশ্যামিশ ত্বাস্তৎ প্রয়োজনম্ ॥৪৫
কৃতাঞ্জলিপুটো রাজা স্তুত্বৈবং মধুসূদনম্।
পুনর্নাম ধরণীপৃষ্ঠে সাশ্রুবিলোচনঃ ॥৪৬
ততোঽন্তরীক্ষগা বাণী সামসুস্বরভাষণী।
উচ্চচার নভোমধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নস্য শৃণ্বতঃ ॥ ৪৭
মা চিন্তাং ব্রজ ভূপাল ব্রজিষ্যে ত্বদ্দৃশোঃ পথম্।
পৈতামহং বচঃ প্রাহ নারদো যৎ কুরুষ্ব তৎ॥৪৮
তচ্ছ্রুত্বা দিব্য বচনং নারদস্য চ ভাষিতম্।
শ্রদ্দধে বাজিমেধায় ভগবৎ প্রীতিকারকঃ ॥৪৯
নারদঞ্চ পুনঃ প্রাহ হর্ষগদ্গদয়া গিরা।
মুনে ত্বয়া যদাদিষ্টং চতুর্মুখনিদেশতঃ।
অশরীরা ত্বিয়ং বাণী অনুজজ্ঞে তদেব হি ॥৫০
পিতামহো জগন্নাথো ভেদো বৈ নানয়োঃ কচিৎ

হে ভগবন্! যে সকল মূঢ় লোকেরা কৃপাময় আপনাকে কর্ম্মাধীন বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারা ইহা অবগত নহে যে, কর্ম্মই আপনা কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। ৪০

হে স্বামিন্! সেই যে অজামিল বিপ্র, বর্ণাশ্রমাদি বিহিত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কি পাপই না করিয়াছে! কিন্তু সে ব্যক্তিও আপনার স্মরণ ও নামকীর্ত্তন করিয়া পাশহস্তের হস্তে বিমোহিত হইয়া মুক্তিলাভ করিল।

হে দেবেশ্বর! তোমার দর্শনেই জীবদিগের সকল উপায় জন্মে। ৪১।৪২

তোমাকে দর্শন করিলে হৃদয়স্থ সংশয় নিশ্চয় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। দর্শন দ্বারা পাপ ও পুণ্য উভয়ের ক্ষয় হইয়া তৎক্ষণেই জীবগণ নিশ্চয় সংশয়—শূন্য হয়। হে প্রভো! তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা; অতএব এই দীনকে অনুগ্রহ কর।

দেব! আপনি আমার গর্ভবাস-অবস্থায় আমার অদৃষ্টে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই আমি যাবজ্জীন ভোগ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু কেবল এই প্রার্থনা করি—যে, তির্যগ্জাতিরও মুক্তিপ্রদ আপনার এই মনোহর প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি—এই চর্ম্মচক্ষুতে যেন দেখিতে পাই, ইহা ব্যতিত আমার আর কোন প্রয়োজন নাই। ৪৩—৪৫

রাজা মধুসূদনকে কৃতাঞ্জলি পুটে এই প্রকার বহুবিধ স্তব করিয়া পুনর্ব্বার সাশ্রুনয়নে ধরণীপৃষ্ঠে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৪৬

এই সময়ে নভমণ্ডলমধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রবণযোগ্য একটী সুমধুর আকাশবাণী এই রূপে উচ্চারিত হইতে লাগিল। ৪৭

হে ভূপাল! তুমি চিন্তা করিও না, আমি তোমার নয়ন-পথে গমন করিব, নারদ আমার নিকটে—যে, ব্রহ্মবাক্য বলিয়াছেন, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। ৪৮

রাজা পূর্ব্বে নারদ যাহা বলিয়াছেন, এখনও এই দিব্য বাক্যে তাহাই শ্রবণ করিয়া ভগবানের প্রীতিকারক বাজিমেধ যজ্ঞে শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। ৪৯

তিনি পুনরায় নারদকে হর্ষগদ্গদ বাক্যে বলিলেন যে, হে মুনে! তুমি সেই চতুর্ম্মুখের নিদেশক্রমে যাহা আদেশ করিয়াছিলে, এই অশরীরা বাণীও আমাকে তাহাই পশ্চাৎ অবগত করিলেন। ৫০

পিতামহ ও জগন্নাথ ইহাদিগের উভয়ের কোন প্রভেদ নাই, তুমি সেই পদ্মযোনির

পদ্মযোনেঃ সুতস্ত্বং হি বচস্তে ভগবদ্বচঃ।
তৎকর্ত্তব্যং প্রযত্নেন যৎশ্রেয় উপপাদকম্ ॥ ৫১
ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ

নৃপং সুমনসং দৃষ্ট্বা শ্রদ্দধানং মহাক্রতৌ।
উবাচ পরমপ্রীত্যা নারদো লোকহর্ষদঃ ॥ ১

নারদ উবাচ।

ব্যবসায়েষু কৃতিনাং দেবা যান্তি সহায়তাম্।
অত্রোদাহরণং ত্বং হি ত্বৎসহায়শ্চতুর্মুখঃ ॥ ২
তদেহি যামস্তত্রৈব নীলকণ্ঠস্য সন্নিধৌ
সর্ব্বরাক্ষসসংহারং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্ ॥ ৩
স্থাপয়াম্যগ্রতো রাজন্ নৃসিংহং বারুণীমুখম্।
অন্তর্হিতো হি ভগবান্ প্রত্যক্ষোঽসৌ নৃকেশরী
সন্নিধানস্য যাগস্তে ফলাতিশয়বান্ ভবেৎ।
ত্বমগ্রতো গচ্ছ শীঘ্রং প্রাসাদং তত্র কারয় ॥৫
স্মরণাম্মম চায়াতঃ সুতো বৈ বিশ্বকর্ম্মণঃ।
প্রত্যঙ্মুখন্তু প্রাসাদং স তূর্ণং ঘটয়িষ্যতি ॥৬
দক্ষিণে নীলকণ্ঠস্য যো মহাংশ্চন্দনদ্রুমঃ।
ধনুঃশতান্তরে রাজন্ চিররূঢ়স্ত তিষ্ঠতি ॥ ৭
তস্য পশ্চিমদেশেঽস্য ক্ষেত্রং রাজন্ ভবিষ্যতি।
বাজিমেধসহস্রেণ তস্যাগ্রে যজতাং ভবান্ ॥ ৮
গচ্ছ ত্বমহমত্রৈব স্থাস্যামি দিনপঞ্চকম্।
আরাধ্যৈনং দিব্যসিংহং জ্যোতীরূপমনন্তকম্ ॥৯
প্রত্যর্চ্চায়াং প্রতিষ্ঠাপ্য প্রাণেন্দ্রিয়মনোযুতম্।
দীপাদ্দীপং যথা রাজন্ নয়িষ্যে শোভনাকৃতিম্ ॥
নারদেস্ততি বচনং প্রতিশ্রুত্য নৃপোত্তমঃ।
জগাম তত্র বেগেন চন্দনদ্রুমসন্নিধিম্ ॥ ১১
তত্রাপশ্যৎ সুঘটকং শিল্পিশাস্ত্রবিশারদম্।

সন্তান; সুতরাং তোমার যে বাক্য, তাহাই ভগবানের বাক্য; অতএব শ্রেয়ঃসম্পাদক যে উপদেশ দিয়াছেন, আমি সম্যগ্ যত্নের সহিত তাহাই করিব। ৫১

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

জৈমিনি কহিতেছেন, লোকহর্ষদ নারদ ঋষি নরপতিকে মহাযজ্ঞে শ্রদ্ধালু ও আসক্তমনা দেখিয়া পরমপ্রীতিসহকারে বলিলেন যে, হে নরপাল! কার্য্যকুশল ব্যক্তিদিগের কার্য্যে দেবগণ সাহায্য প্রদান করেন, এ বিষয়ের তুমিই প্রমাণ, যে হেতু স্বয়ং চতুর্ম্মুখ তোমার সহায় হইয়াছেন। ১।২

অতএব আইস, আমরা সেই নীলকণ্ঠের সন্নিধানে গমন করি; হে রাজন্! সেই সর্ব্ব-রাক্ষস-নাশক, সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশী নরসিংহদেবকে ঐ মহাদেবের অগ্রভাগে পশ্চিমাস্য করিয়া স্থাপন কর। ভগবান্ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই নরকেশরী প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। ৩।৪

ইহার সন্নিধানে ভবদীয় যাগানুষ্ঠান অতিশয় ফলবান্ হইবেক। অতএব তুমি অগ্রে তথায় গমন কর এবং সেই স্থানে একটী দেবগৃহ প্রস্তুত করাও; আমার স্মরণেতে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র আগমন করিয়া শীঘ্রই পশ্চিমদ্বারী এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। ৫।৬

হে রাজন্! নীলকণ্ঠের দক্ষিণে চারিশত হস্তের মধ্যে—যে মহান্ চন্দনদ্রুম চিরপ্ররূঢ় হইয়া আছেন, তাহার পশ্চিম দেশে এই দেবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবেক। তুমি নরসিংহদেবের সন্নিধানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ কর। আমি এই স্থানেই পাঁচদিন থাকিব।

তুমি গমন কর, এই অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় নরসিংহদেবকে অরাধনাপূর্ব্বক প্রতিমাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া এক দীপ হইতে অপর দীপ দীপিত করিয়া লইলে যাদৃশ শোভা হয়, তদ্রূপ শোভাবিশিষ্ট আনয়ন করিব। ৭—১০

নরপতি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বরগমনে সেই স্থানের চন্দনদ্রুমসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ১১

তিনি তথায় দেখিতে পাইলেন যে, শিল্পি-

নারদস্যাজ্ঞয়া প্রাপ্তং পুত্রং বৈ দেবশিল্পিনঃ॥ ১২
মনুষ্যরূপমাস্থায় শস্ত্রসূত্রধরং স্থিতম্।
রাজানং স তু দৃষ্ট্বা বৈ চিকীর্ষন্তং সুরালয়ম্॥১৩
কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রোচে দেবাহং শিল্পশাস্ত্রবিৎ।
নরসিংহালয়ং তাবদ্ঘটয়িষ্যামি শোভনম্॥১৪
রাজাপি তমুবাচেদং প্রহসন্ ভো দ্বিজোত্তমাঃ।
নো শিল্পী ত্বং হি সামান্যঃ শিল্পশাস্ত্রপ্রণেতৃকঃ১৫
কথিতো নারদেনৈব ত্বষ্টুঃ পুত্রো মহাযশাঃ॥
নির্জ্জনেঽস্মিন্ মহারণ্যে নেতঃপূর্ব্বং জনাশ্রয়ঃ১৬
বয়মভ্যাগতাঃ শিল্পিন্ সম্বন্ধঃ কিন্নিমিত্তকঃ॥
দেবশিল্পী ভবানেব* বিষ্ণোরমিততেজসঃ॥ ১৭
সদানুধ্যায়িনা তস্য নিদেশবশবর্ত্তিনা।
যেন স্মৃতস্ত্বং মুনিনা স এবাত্রাগমিষ্যতি॥ ১৮
প্রত্যর্চ্চাং নরসিংহস্য গৃহীত্বা তু দিনান্তরে।

তদাশু ঘটয়েঃ সাধু সপ্রাকারং সতোরণম্॥ ১৯
প্রাসাদং নরসিংহস্য প্রতিচীবদনং শুভম্।
তং পূজয়িত্বা বিধিবৎ নিযোজ্য ঘটনে নৃপঃ॥২০
শিলাসঞ্চারকান্ ভৃত্যান্ বহুবিত্তৈরযোজয়ৎ॥
চতুর্থদিবসে বিপ্রাঃ প্রাসাদোঽভূদনুত্তমঃ॥ ২১
বহুকালপ্রসাধ্যোঽপি মহিম্না দিব্যশিল্পিনঃ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে নিত্যকর্ম্মাবসানতঃ॥ ২২
প্রতিষ্ঠাবিধিসম্ভারং গৃহীত্বা সপরিচ্ছদঃ।
নারদাগমনং প্রেক্ষ্য যাবত্তিষ্ঠতি ভূপতিঃ॥ ২৩
তাবৎ শুশ্রুবিরে শঙ্খা মৃদঙ্গা মুরজাস্তথা।
গীতমঙ্গলবাদ্যানি ঘনানি করিণাং স্বনাঃ॥ ২৪
তথা জয়জয়েত্যুচ্চৈঃ শব্দা আকাশমণ্ডলে।
তান্ শ্রুত্বা বিস্ময়াপন্না ইন্দ্রদ্যুম্নপুরোগমাঃ॥ ২৫
রাজানঃ শ্রোত্রিয়া বিপ্রা বৈষ্ণবাশ্চ সহস্রশঃ।

শাস্ত্র-বিশারদ নির্ম্মাণপটু বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নারদের আজ্ঞাক্রমে মনুষ্যরূপে শস্ত্র ও সূত্র ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন।

তিনি রাজাকে দেবপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেব! আমি শিল্পশাস্ত্রবেত্তা। আমিই আপনার এই নরসিংহালয় সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করিয়া দিব।

ভো দ্বিজোত্তমগণ! নরপতিও তাঁহাকে হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন; আপনি ত সামান্য শিল্পব্যবসায়ী নহেন, আপনি শিল্পশাস্ত্রের প্রণেতা, এ বিষয় নারদই আমাকে বলিয়াছেন যে, আপনি ত্বষ্টৃদেবের মহাযশস্বী পুত্র। নচেৎ এই নির্জ্জন মহারণ্যে ইতিপূর্ব্বে জনাশ্রয় ছিল না, আমরা সম্প্রতি অভ্যাগত, আপনার সহিত কি নিমিত্ত এ সম্বন্ধ ঘটিবেক সুতরাং আপনিই দেবশিল্পী। অপরিমিত তেজস্বী বিষ্ণুদেবের নিত্য উপাসক ও নিদেশবশবর্ত্তী যে মুনিবর কর্ত্তৃক আপনি স্মরণীয় হইয়াছেন, তিনিও নরসিংহদেবের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া দিনান্তরে এখানে আগমন করিবেন।

অতএব আপনি সত্বরে প্রাকার ও তোরণবিশিষ্ট নরসিংহদেবের একটী প্রাসাদ পশ্চিমদ্বারী করিয়া উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করুন।

নরপতি তাঁহাকে বিধিমত পূজা করত প্রাসাদনির্ম্মাণে নিয়োগ করিয়া বহুবিত্তব্যয়ে শিলাসংগ্রহকারী ভৃত্যসকলকে নিযুক্ত করিয়াদিলেন।

হে বিপ্রগণ! সেই দিব্য শিল্পীর মহিমায় বহুকালসাধ্য হইয়াও প্রাসাদটী চতুর্থদিবসেই সুন্দররূপে প্রস্তুত হইল। অনন্তর পঞ্চমদিবসের প্রাতঃকালে নরপাল নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনানন্তর সপরিচ্ছদে প্রতিষ্ঠাদ্রব্যজাত আয়োজনপূর্ব্বক নারদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ১২—২৩

এমন সময়ে আকাশমণ্ডলে শঙ্খ, মৃদঙ্গ, মুরজ প্রভৃতির ঘন বাদ্য ও মাঙ্গল্য গীতধ্বনি এবং হস্তীর বৃংহিত ও পুনঃপুনঃ জয় জয় ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

এই প্রকার শ্রবণ করাতে ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রমুখ সহস্র সহস্র রাজগণ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবসমূহ বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

অনন্তর 'এই আশ্রয়শূন্য শব্দ সকল নিঃসংশয়ে অদ্ভুত' এই বলিয়া তর্ক করিতে

*ভবানৃদেব ইতি পাঠান্তরম্।

নিরাধারাস্তিমে শঙ্কা অদ্ভুতানি ন সংশয়ঃ ॥ ২৬
বিচারয়ন্তস্তে যাবৎ তাবদ্দক্ষিণমারুতাঃ।
গন্ধ স্থিতা দ্বিরেফৌঘ-শব্দিতাঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ॥ ২৭
আবির্ভূতাঃ ত্রিপথগাবারিণাদ্রীকৃতা দ্বিজাঃ।
তদনন্তরমেবাসৌ নারদো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ২৮
তপঃপ্রভাবনির্ব্যূঢ়-বিমানবরগামিনীম্।
রত্নচামরহস্তাভির্দিব্যস্ত্রীভিঃ সুশোভিতম্ ॥ ২৯
অলঙ্কৃতাং বহুবিধৈর্মণিরত্নপ্রসাধনৈঃ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্ ॥ ৩০
রম্যাং প্রতিষ্ঠিতপ্রাণাং ঘটিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
তেজোমণ্ডলসম্বীতাং পরিতো হর্ষদামপি।
আদায় নরসিংহস্য প্রত্যর্চ্চাং সমুপস্থিতঃ ॥ ৩১
তাং দৃষ্ট্বা হর্ষিতাঃ সর্ব্বে রাজা রাজানুবর্ত্তিনঃ।
অন্তর্দ্ধানগতো দেবো নারদেনাহৃতঃ * কিমু।
মেনিরে ভূষিতাত্মানঃ প্রশশংসুশ্চ তং মুনিম্।

লাগিলেন। এমন সময়ে দক্ষিণ দিক্ হইতে গন্ধবহ প্রবাহিত হইল। ভ্রমরনিকরের গুঞ্জিত ধ্বনিসহযোগে আকাশমণ্ডল হইতে ভাগীরথীর জলে সুশীতল পুষ্পবৃষ্টি আবির্ভূত হইল।

তদনন্তর ব্রহ্মপুত্র নারদ নরসিংহদেবের রমণীয় প্রতিমা তপঃপ্রভাবোৎপন্ন মনোরম রথে আরোহণ করাইলেন। ঐ প্রতিমার দুই পার্শ্বে দিব্যরমণীগণ রত্ন-চামর-হস্তে শোভা পাইতেছিলেন। ২৪—২৯

ঐ নরসিংহমূর্ত্তি বিবিধ মণিময় রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিত। গলে দিব্য মালা, কটিতটে দিব্য বসন, সর্ব্বাঙ্গ দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত। তেজঃপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত মূর্ত্তিটী দূর হইতে দেখিলেই অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হয়; নারদ ঐ বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত ঐ প্রতিমা লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত করিলেন। ৩০।৩১

তদ্দর্শনে রাজা ও রাজানুগত জনগণ আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে সেই অন্তর্হিত দেবকে কি নারদ আনয়ন করিলেন? এই বলিয়া সকলেই আত্মাকে

* নোদ্ধৃতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

নিরূপ্য সন্নিধিস্থাস্ত নরসিংহাকৃতিং দ্বিজাঃ।
আদ্যমূর্ত্তের্নৃসিংহস্য প্রতিমামথ মেনিরে ॥ ৩৪
প্রত্যুত্থায় ততো রাজা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
প্রদক্ষিণীকৃত্য হরিং জগাম শিরসা মহীম্ ॥ ৩৫
শ্রদ্ধাসম্পত্তিযোগ্যেন সম্ভারেণ নৃপাজ্ঞয়া।
প্রস্থাপয়ামাস মুনিং প্রাসাদে শুভলক্ষণাম্ ॥ ৩৬
প্রতিমাং দেবদেবস্য সুমুহূর্ত্তে দ্বিজোত্তমাঃ।
ধরামরাভ্যাং সহিতাং রত্নবেদ্যাং প্রতিষ্ঠিতাম্ ॥
যোগরূঢ়তনুং রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নোঽথ তুষ্টুবে।
বৈষ্ণবৈর্ব্রাহ্মণৈর্ভূপৈর্নারদেন চ ধীমতা।
গুহ্যোপনিষদৈঃ স্মার্ত্তৈঃ স্তোত্রৈঃ শাস্ত্রৈর্মুদান্বিতৈঃ
একানেকস্থূলসূক্ষ্মাণুমূর্ত্তে
ব্যোমাতীত ব্যোমরূপৈকরূপ।

কৃতার্থ জ্ঞান ও মুনিকে বহুতর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৩২।৩৩

হে দ্বিজগণ! অনন্তর সেই প্রতীমা সমীপে স্থাপিত হইলে, সকলে নরসিংহরে অকৃতি নিরূপণ করিয়া সেই আদ্য মূর্ত্তি নৃসিংহদেবের প্রতিমা বলিয়াই নিশ্চয় করিলেন। ৩৪

অতঃপর ইন্দ্রদ্যুম্ন সহর্ষচিত্তে প্রত্যুত্থান করত ঐ নরসিংহরূপী হরিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ভূমিপতিত মস্তকে প্রণাম করিলেন। ৩৫

হে বিপ্রোত্তমগণ! অনন্তর নারদঋষি নরপতির অনুমতিক্রমে শ্রদ্ধাতিশয়সহযোগে দেবসেবোপযোগী বহুবিধ উপকরণের সহিত সেই শুভলক্ষণা দেবদেবের প্রতিমূর্ত্তি সুমুহূর্ত্তে প্রাসাদমধ্যবর্ত্তী রত্নবেদীর উপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিচর্য্যার্থ ব্রাহ্মণদ্বয়ের সহিত স্থাপন করিলেন। ৩৬।৩৭

অনন্তর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণগণ, ও ধীমান্ নারদের সহিত গুহ্য উপনিষদ্ ও স্মৃত্যুক্ত স্তোত্রে পরমাদরে সেই যোগস্থিত মূর্ত্তির স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৮

হে দেব! আপনি এক হইয়াও অনেকরূপী, স্থূলরূপী হইয়াও অণু[illegible] আপনি আকাশ হইতেও অ[illegible]মাত্র

ব্যোমাকারব্যাপিন্ ব্যোমসংস্থ
ব্যোমারূঢ় ব্যোমকেশাজযোনে॥ ৩৯
দুঃখাম্ভোধেস্ত্রাহি মাং দিব্যসিংহ
প্রাদুর্ভূতানেককোট্যর্কধামন্।
নিত্যাসন্নো দূরসংস্থো ন দূরো
নাসন্নো বা বোধবোধাত্মভাব॥ ৪০
জ্ঞেয়জ্ঞেয়ো জ্ঞানগম্যোঽপ্যগম্যো
মায়াতীতো মানমেয়োঽনুমানাৎ।
কৃৎস্নস্রষ্টাদিঃ কৃৎস্নকর্ত্তানুমন্তা
পাতা হর্ত্তা বিশ্বসাক্ষিন্নমস্তে॥ ৪১
দুঃখধ্বংসস্যৈকহেতুং ন হেতুং
ভেত্তুং ছেত্তুং সংশয়ানগ্রজাতম্।
জ্যোতীরূপ জ্ঞানরূপ প্রকাশ
স্তোমব্রহ্মাকারনির্ম্মাণহেতো॥ ৪২
ত্বৎপাদাব্জে ভক্তিমগ্র্যাং সদা মে
দেহি স্বামিন্ মূলভূতাং চতুর্ণাম্।
শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈর্নিত্যমুক্তা যয়াস্তে
দীনাস্তিষ্ঠন্ত্যত্র বদ্ধা ভবাব্ধৌ॥ ৪৩
অনন্তপাদং বহুহস্তনেত্র-
মনন্তকর্ণং ককুভোঽম্বরস্রম্।
দিবানিশানাথসুকুণ্ডলাঢ্যং
নক্ষত্রমালাকৃতচারুহারম্॥ ৪৪
ত্বামদ্ভুতং দিব্যনৃসিংহমূর্ত্তিং
ভক্তেষ্টপূর্ত্তিং শরণং প্রপদ্যে।
যৎপাদপদ্মং হি পিতামহস্য
কিরীটরত্নৈর্বিকচত্বমেতি॥ ৪৫
যদীয়পাদাব্জযুগান্তভূমৌ
লুঠচ্ছিরো যস্য হি পাঞ্চভৌতম্।
তদ্দিব্যপাদং শিরসা বহন্তি
সুরেন্দ্রনার্য্যঃ খলু তং নমামি॥ ৪৬
তদ্দিব্যসিংহং হতপাপসত্ত্বং
পাদাশ্রিতানাং করুণাব্ধিসিংহম্।

আকাশরূপী; আপনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, আকাশ আপনার অপর—আকাশই আপনা হইতে উৎপন্ন। হে দিব্যসিংহরূপিন্। আপনি বহু কোটি সূর্য্যতেজঃপুঞ্জস্বরূপ, আপনি সর্ব্বদা সন্নিহিত হইলেও (অপুণ্যবান্ অভক্তদিগের পক্ষে দূরস্থিত); ফলতঃ আপনি (সাধনার) দূরবর্ত্তীও নহেন এবং অল্প আয়াসে সন্নিহিতও নহেন। আপনি জ্ঞেয় জ্ঞানস্বরূপ, দয়া করিয়া আমাকে দুঃখসাগর হইতে পরিত্রাণ করুন। আপনি জ্ঞেয়বস্তু দ্বারা জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্য হইলেও অগম্য, আপনি মায়ার অতীত হইলেও মায়ামোহিতদিগের অনুমানে অনুমেয়। আপনি সকলের আদি, সর্ব্বস্রষ্টা, সকলের অনুমোদনকর্ত্তা, রক্ষিতা ও সংহর্ত্তা; হে বিশ্বসাক্ষিন্। আপনাকে নমস্কার করি। আপনি দুঃখধ্বংসের একমাত্র হেতু, অথচ আপনার কোন হেতু নাই। আপনি সংসারবন্ধন ও সংশয়সমূহের ছেদক, আপনি সকলের অগ্রজাত, আপনি জ্যোতীরূপ, জ্ঞানরূপ ও প্রকাশস্বরূপ, আপনি ব্রহ্মাকার নির্ম্মাণের হেতু, আপনাকে নমস্কার। ৩৯—৪২

আপনার পাদপদ্মে ভক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূলীভূত, হে স্বামিন্! আমাকে সেই পরমা ভক্তি প্রদান করুন। যাহারা আপনার প্রতি ভক্তিশূন্য হইয়া শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম করে, তাহাদের সে কর্ম্ম যন্ত্রণাস্বরূপ, তাহাতে তাহারা সংসারসাগরে বদ্ধ হইয়া দীনভাবে অবস্থান করে। হে দেব! আপনার অনন্তপদ, অনন্ত হস্ত, অনন্ত নেত্র, অনন্ত কর্ণ, দিক্‌সমূহ আপনার বস্ত্রস্বরূপ; চন্দ্রসূর্য্য আপনার দুই কর্ণের কুণ্ডল, নক্ষত্রমালা আপনার মনোহর কণ্ঠহার; আপনার এই অদ্ভুত দিব্য নৃসিংহমূর্ত্তি ভক্তগণের বাঞ্ছাপূরক, আমি আপনার ঐ মূর্ত্তির শরণাপন্ন। আপনার যে পাদপদ্ম ব্রহ্মার কিরীটরত্নে সুশোভিত হয়, এবং যে পাদপদ্মের প্রান্তে নিখিল পাঞ্চভৌতিক জীবের মস্তক বিলুণ্ঠিত, সুরকামিনীগণ যাহা মস্তকে বহন করেন, আমি আপনার সেই পাদপদ্মে প্রণাম করি; আপনার এই দিব্য নৃসিংহমূর্ত্তি পাপীদিগের পক্ষে প্রচণ্ড এবং পাপসমূহ নিয়ামক, পদাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে দয়াসাগর। আপনার এই

পাদাব্জসংঘট্টবিঘট্টমান-
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং প্রণমামি চণ্ডম্ ॥ ৪৭
জটাচ্ছটাকম্পনদীর্য্যমাণ-
ঘনৌঘবিদ্রাবিতপাপসঙ্ঘম্।
চণ্ডাট্টহাসান্তরিতাব্দশব্দং।
ত্রিলোকগর্ভং নৃহরিং নমামি ॥ ৪৮
নমস্তে নমস্তে নমস্তেঽস্তু বিষ্ণো
পরিত্রাহি দীনানুকম্পিন্ননাথম্।
ভবন্তং সমাসাদ্য মে দেহবন্ধো
মুরারে ন সংসারকারাগৃহেঽস্তু ॥ ৪৯
হয়মেধ সহস্রান্তে যথা ত্বাং চর্ম্মচক্ষুষা।
দিব্যরূপং প্রপশ্যামি তথানুক্রোশয় প্রভো ॥ ৫০
কোটয়ঃ পাপরাশীনাং ক্ষয়ং যান্তি যথা প্রভো।
ধর্ম্মার্থকামা হস্তস্থা নৈষাং চিত্রং স্তুবন্তি যে ॥৫১
মোক্ষস্থ ভাজনং বিষ্ণো তে নরা যে তবাশ্রয়াঃ৫২
স্তুত্বেত্থং দিব্যসিংহং তং ভূপতিহৃষ্টমানসঃ।
দণ্ডপাতপ্রণামেন জগাম ধরণীং মুহুঃ ॥ ৫৩
জৈমিনিরুবাচ।
ক্ষেত্রং তন্নরসিংহস্থ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
ইন্দ্রদ্যুম্নানুগ্রহায় সর্ব্বলোকহিতায় চ ৫৪
পশ্যন্তি যে নৃসিংহত্বং শম্ভুনা সহ সংস্থিতম্।
ন দেহবন্ধনং তে বিপ্রাঃ প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥৫৫
মনসা বাঞ্ছিতং যদ্‌যৎ প্রাপ্নুবন্তি ততোঽধিকম্।
স্তোত্রেণানেন যে দিব্যসিংহরূপং স্তুবন্তি বৈ ॥৫৬
সর্ব্বকামপ্রদো দেবস্তস্য মুক্তিং প্রযচ্ছতি।
জ্যৈষ্ঠশুক্লদ্বাদশী যা বায়ুনক্ষত্রসংযুতা ॥ ৫৭
তস্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ ক্ষেত্রে দিব্যসিংহো মহর্ষিণা
সুতেন ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ তস্য পশ্যন্তি তত্র যে ॥৫৮
বাজিমেধসহস্রস্য ফলং সাঙ্গং লভন্তি তে।
পঞ্চামৃতৈর্ব্বা ক্ষীরেণ নারিকেলরসেন বা ॥ ৬৯

মূর্ত্তির পাদপদ্মের সংঘটনে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড ভগ্ন হয়, আপনার এই মূর্ত্তিকে আমি প্রণাম করি। ৪৩—৪৭

জটাসমূহের কম্পন দ্বারা মেঘসমূহের অপসারণচ্ছলে যিনি পাপসমূহ তাড়াইয়া থাকেন, যাঁহার প্রচণ্ড অট্টহাস্তনিনাদের নিকট মেঘধ্বনি পরাভূত, সমস্ত ত্রৈলোক্য যাঁহার উদরমধ্যে অবস্থিত করিতেছে, সেই নরহরিকে আমি প্রণাম করি। বিষ্ণো! আপনাকে আমি বার বার প্রণাম করি। হে দীনদয়ালো! আমি অনাথ, আমাকে রক্ষা করুন। হে মুরারে! আমি যেন আপনার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া সংসার-কারাগারে আর আবদ্ধ না হই। হে প্রভো! সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের পরে আপনাকে আমি চক্ষুদ্বারা যাহাতে দেখিতে পাই, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা করুন। হে প্রভো! কোটি কোটি পাপরাশি যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা করুন। হে বিষ্ণো! যাহারা আপনার আশ্রিত এবং আপনার এই অদ্ভুত মূর্ত্তির স্তব করে, তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম তুচ্ছজ্ঞান করিয়া মুক্তির পাত্র হয়। নরপতি এইরূপে হৃষ্টচিত্তে সেই দিব্যনৃসিংহ মূর্ত্তির স্তব করিয়া ভূতলে বারংবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৪৮—৫৩

জৈমিনি বলিতেছেন যে, ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি অনুগ্রহ ও সমুদয় লোকের হিতের নিমিত্ত এই নরসিংহের ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করেন। ৫৪

হে বিপ্রগণ! শম্ভুর সহিত অবস্থিত সেই নরসিংহকে যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহারা আর যে দেহরূপ বন্ধন প্রাপ্ত হন না, ইহাতে সংশয় নাই। ৫৫

তাঁহারা মনোদ্বারা যে যে বাঞ্ছা করেন, ততোধিক ফল প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা এই স্তব দ্বারা দিব্য নৃসিংহরূপের স্তব করেন, সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক নৃসিংহ দেব তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করেন।

মহর্ষি নারদ জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লাদ্বাদশীতে স্বাতি নক্ষত্রে ক্ষেত্রধামে এই দিব্য সিংহকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

যাঁহারা সেই স্থানে যাইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহারা সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফলভোগী হন। যাঁহারা পঞ্চামৃত বা দুগ্ধ অথবা নারিকেলোদক কিংবা গন্ধবারি

স্নাপয়ন্তি নরা যে বৈ অথবা গন্ধবারিণা।
পূজয়িত্বা মহাসিংহমুপচারৈঃ সপায়সৈঃ॥ ৬০
ধূপৈর্দীপৈঃ সকর্পূরৈস্তাম্বুলৈরতিশোভনৈঃ॥৬১
সুগীতিস্তুতিপাঠৈশ্চ জয়শব্দৈস্তথোচ্চকৈঃ।
প্রদক্ষিণপ্রণামৈশ্চ দানৈর্ব্রাহ্মণতর্পণৈঃ॥ ৬২
জবাকুসুমমাল্যৈশ্চ গন্ধমাল্যৈঃ সুশোভনৈঃ।
সন্তোষ্য নরসিংহন্তু ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ।
বৈশাখস্য চতুর্দ্দশ্যাং সৌরিবারেঽনিলর্ক্ষকে।
আদ্যাবতারাঃ সিংহস্য প্রদোষসময়ে দ্বিজাঃ॥৬৩
তস্মাৎ সম্পূজ্য বিধিবৎ নরসিংহং সমাহিতঃ।
জন্মকোটিসহস্রৈস্তু পাপরাশিঃ সুসঞ্চিতঃ॥ ৬৪
দহ্যতে তৎক্ষণাদেব তুলরাশিরিবাগ্নিনা।
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ॥৬৫
স্তুত্বা বিমুচ্যতে পাপৈর্নির্ম্মোকেণ ভুজঙ্গবৎ।
ন তস্যব্যাধয়ঃ সন্তি ন শোকা নাধয়স্তথা॥ ৬৬
সর্ব্বান্ কামনবাপ্নোতি হয়মেধফলং তথা।

দ্বারা মহাসিংহরূপী সেই দেব-দেবকে স্নাপন এবং পায়সাদি উপচার দ্বারা পূজন আর জবাপুষ্পমাল্য, সুশোভন গন্ধমাল্য, ধূপ, দীপ, কর্পূর, তাম্বুল, সুন্দর স্তুতিপাঠ, অত্যুচ্চ জয় শব্দ, প্রদক্ষিণ প্রণাম, দান ও ব্রাহ্মণগণের সন্তোষোৎপাদন দ্বারা তাঁহার সন্তোষোৎপাদন করেন, তাঁহারা সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মলোক লাভ করিতে সমর্থ হন। ৫৬—৬২

এই নরসিংহদেবের আদ্যাবতার বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শনিবারে স্বাতি নক্ষত্রে প্রদোষসময়ে হইয়াছিল। সেই দিবসে সমাহিত হইয়া যথা বিধানে নরসিংহকে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ সহস্রকোটি-জন্মার্জ্জিত সুসঞ্চিত পাপরাশি অনলে তুলারাশির ন্যায় ভস্ম হইয়া যায়।

নরসিংহকে দর্শন বা স্পর্শন, নমস্কার, প্রণিপাত ও স্তোত্র ভক্তিসহকারে কৃত হইলে ভুজঙ্গ-নির্ম্মোকের ন্যায় পাপাবরণ মুক্ত হইয়া যায়।

তাহার কোন প্রকার পীড়া, শোক, বা মনঃক্লেশ হয় না, নিখিল অভীষ্টসাধন এমন

সমীপে তস্য ভো বিপ্রা যজনং দানমেব চ॥ ৬৭
অন্যানি পুণ্যকর্ম্মাণি কৃতানি চ সকৃন্নরৈঃ।
কোটিকোটিগুণানি স্যুর্নরসিংহপ্রসাদতঃ॥ ৬৮
ইতি উৎকলখণ্ডে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় ঊচুঃ।
প্রতিষ্ঠিতে নারসিংহে ক্ষেত্রে তস্মিন্নরাধিপঃ।
কিঞ্চকার মুনে ব্রূহি পরং কৌতূহলং হি নঃ॥ ১
জৈমিনিরুবাচ।
ইন্দ্রাদীংস্ত্রিদশান্ বিপ্রা-* মামন্ত্রয়ত পূর্ব্বতঃ।
ততঃ সমন্ত্রয়ামাস ঋষীন্ বিপ্রান্ সহস্রশঃ॥ ২
অধ্যেতৃংশ্চতুরো বেদান্ সষড়ঙ্গপদক্রমৈঃ।
যজ্ঞবিদ্যাসু কুশলান্ মীমাংসাপরিনিষ্ঠিতান্॥ ৩
সভাষ্যকল্পসূত্রৈস্তু পরিনিষ্ঠিতকর্ম্মণঃ।
অষ্টাদশসু বিদ্যাসু কুশলান্ ধর্ম্মকোবিদান্॥ ৪

কি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিতে পারে। হে বিপ্রগণ! নরসিংহের প্রাসাদে তৎকৃত যাগ, যজ্ঞ, দান ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম্ম সকল কোটি কোটি গুণ ফল প্রদান করিয়া থাকে। ৬৩—৬৮

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

মুনিগণ প্রশ্ন করিতেছেন যে, হে মুনে! সেই ক্ষেত্রধামে নরসিংহ প্রতিষ্ঠিত হইলে নররাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কি করিয়াছিলেন? ইহা শ্রবণার্থ আমাদের অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব বর্ণনা করুন। ১

জৈমিনি কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! সেই নৃপবর প্রথমতঃ ইন্দ্রাদি দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন, অনন্তর সহস্র সহস্র বিপ্র এবং ষড়ঙ্গ-পাদকক্রম-সহকৃত-চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী, যজ্ঞবিদ্যা-পারদর্শী, মীমাংসা-শাস্ত্র-নিপুণ, সভাষ্যকল্প-কুশল, পরিনিষ্ঠিতকর্ম্মা ঋষিগণ ও অষ্টাদশ-বিদ্যাবিশারদ-ধর্ম্ম-কোবিদ সদাচারপরায়ণ

---

* সর্ব্বান্।

সদাচাররতাংশ্চৈব কুলীনান্ সত্যবাদিনঃ
বৈষ্ণবাংশ্চ বিশেষেণ মন্ত্রয়ামাস সাদরম্ ॥ ৫
ত্রৈলোক্যে যে চ রাজানঃ সিদ্ধাশ্চ ঋষয়ো দ্বিজাঃ
সচ্ছূদ্রা বণিজো দ্বীপ-পতয়শ্চ নিমন্ত্রিতাঃ ॥ ৬
ক্রোশদ্বয়মিতা বিপ্রাঃ সভাসীত্তস্য ভূপতেঃ।
পাষাণঘটিতা সোচ্চা সুধয়া সাধুলেপিতা ॥ ৭
ক্বচিদ্রত্নময়ী ভূমী কচিৎকাঞ্চননির্ম্মিতা।
স্ফাটিকী রাজতী চৈব যথাযোগ্যং কৃতা স্থলী ॥ ৮
স্তম্ভৈ রত্নময়ৈঃ প্রোচ্চৈর্দুকূলপরিবেষ্টিতৈঃ।
চারুচন্দ্রাতপাঢ্যা সা গন্ধমাল্যৈঃ সচামরৈঃ *। ৯

সত্যবাদী সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণও বিশেষরূপে বৈষ্ণবগণকে সমাদরসহকারে নিমন্ত্রণ করিলেন। হে দ্বিজগণ! অধিক কি বলিব? এই ত্রৈলোক্যমধ্যে যে সকল রাজা ও সিদ্ধ ঋষি এবং সৎশূদ্র, বণিক্ ও দ্বীপাধিপ ছিলেন, তাঁহারাও নিমন্ত্রিত হইলেন। ২—৬

হে বিপ্রগণ! সেই ভূপতির সভাস্থল দ্বিক্রোশ পরিমাণে প্রশস্ত হইয়াছিল। ঐ সভা পাষাণনির্ম্মিতা উচ্ছ্রায়বিশিষ্টা এবং সম্যক্ সুধালেপদ্বারা অতিসুদৃশ্য হইয়াছিল। উহার কোন কোন স্থলের ভূমি রত্নময়ী, কোন স্থলে বা কাঞ্চননির্ম্মিতা, কথাও বা স্ফটিক ও রজতে শোভিতা হওয়ায় স্থানটী যথাযোগ্য হইয়াছিল। ৭।৮

উহার স্তম্ভ রত্নময়, উচ্চ এবং বস্ত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত, উপরিভাগে মনোরম চন্দ্রাতপ এবং উহাতে চামর বীজন ও গন্ধমাল্য বিতরণ

* মুক্তাদামান্তরৈশ্চৈশ্চ চারুবাতায়না তথা।
কৃষ্ণাগুরুস্নেহসিক্তা শ্রীখণ্ডসলিলোক্ষিতা ॥
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণা প্রান্তোপবনসংবৃতা।
বাপ্যঃ স্ফটিকসোপানাঃ পদ্মকহ্লারমণ্ডিতাঃ
চক্রবাকৈঃ প্লবৈর্হংসৈঃ সারসৈর্মধুরস্বরৈঃ।
ব্যাপ্তান্তরাঃ স্বচ্ছশীত-সুগন্ধমধুরাম্ভসঃ ॥
পরিতঃ শতশস্তাভাঃ সুখাবতরণা দ্বিজাঃ।
উপচ্ছায়া স্থিরচন্দ্রাঃ শোভমানা সমন্ততঃ ॥
ইত্যধিকঃ কুত্রচিৎ পাঠঃ।

যজ্ঞশালা মরুত্তস্য যথাসীত্তো দ্বিজোত্তমাঃ।
তথেন্দ্রদ্যুম্নভূপস্য রচিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১০
শুভেঽহ্নি শুভনক্ষত্রে বাসয়িত্বা সভাসদঃ।
রাজ্ঞঃ সিংহাসনাসীনান্ বৃষ্যাসীনান্ ঋষীনথ ॥ * ১১
সিদ্ধান্ ব্রহ্মঋষিগণান্ বহুমূল্যকুশস্থিতান্।
দেবান্ কাঞ্চনপীঠস্থান্ যথাযোগ্যমথ দ্বিজান্ ॥ ১২
বরাসনস্থানন্যাংশ্চ যথাদেশং সুখস্থিতান্।
মধ্যে নৃপাণাং দেবানামৃষীণাঞ্চ শচীপতিম্ ॥ ১৩
সাম্রাজ্যলক্ষণে স্বস্য রত্নসিংহাসনে স্থিতম্।
দিব্যৈর্মাল্যৈস্তথা গন্ধৈর্বাসোভির্বিষ্টরাদিভিঃ ॥ ১৪
পুরোধসা সমং পূর্ব্বমর্চ্চয়ামাস ঋদ্ধিমৎ।
বিনীতো দীনবত্তস্য চক্রে পূজাস্তথা নৃপঃ † ॥ ১৫
ততঃ সিদ্ধান্ দিব্যমুনীনর্চ্চয়ন্নিন্দ্রবত্তদা।
বিস্ময়ং জনয়ামাস কুবেরস্যাপ্যধিশ্রিয়ঃ ॥ ১৬

হইয়াছিল, হে দ্বিজোত্তমেরা! যেরূপ মরুত্ত রাজার যজ্ঞশালা ছিল, এই ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতির যজ্ঞস্থলীও বিশ্বকর্ম্মা তাদৃক্‌প্রকারে রচনা করিয়াছিলেন। ৯—১০

নরপতি শুভদিনে শুভনক্ষত্রে সভাসদ্‌দিগকে স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইলেন, রাজগণকে সিংহাসন, ঋষিদিগের বৃষ্যাসন, সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণকে বহুমূল্য কুশাসন, দেবগণকে কাঞ্চন পীঠ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্তদিগকে বরাসনে সংস্থাপনপূর্ব্বক দেবগণ, ঋষিগণ ও ভূপালগণের মধ্যে শচীপতিকে বিষ্টরাদি প্রদানপূর্ব্বক দিব্যমাল্য ও গন্ধ বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা পুরোধার সহিত অগ্রেই সমৃদ্ধিসহকারে অর্চ্চনা করিলেন। তিনি দীনাভাবাপন্ন-ব্যক্তিদিগকে অতি বিনীত-ভাবে ধনদানপূর্ব্বক পূজা করিলেন। ১১—১৫

অনন্তর সিদ্ধ ও দিব্যর্ষিগণকে ইন্দ্রবৎ সমৃদ্ধির সহিত পূজা করিয়া ধনাধিপ কুবেরেরও বিস্ময়োৎপাদন করিলেন। ১৬

* দৃষ্ট্বাসীনান্ ঋষীনপি।
† আশ্চর্য্যং মন্যতেঽস্যাসৌ ত্রৈলোক্যেশো হপি তদ্‌যথা। ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

ততো দেবান্‌ সমানর্চ্চ প্রকৃতার্থস্ব সম্পদৈঃ *
ততো বিপ্রান্‌ বাহুজকান্‌ বৈশ্যামুনিপুরঃসরান্‌।
স সম্যক্‌ পূজয়ামাস সন্তোদ্রিক্তো মহীপতিঃ †১৮
অন্যাংশ্চ সচিবদ্বারা পূজয়িত্বা সসম্ভ্রমঃ।
হৃষ্টঃ সবিনয়ান্নম্রঃ কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা ॥ ১৯
মহেন্দ্রমুচ্চৈরাহেদং নারদেন পুরোধসা।
তব প্রসাদাদ্দেবেশ ইচ্ছামীদং প্রসীদ মে ॥ ২০
ক্রতুনা হয়মেধেন সংযক্ষ্যে যজ্ঞপুরুষম্‌ ॥ ২১
অনুজানীহি মাং দেব ক্রতুনামীশ্বরো ভবান্‌।
তদাজ্ঞাপালকাঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যে নিবসন্তি যে ॥

অতঃপর অন্যান্য দেবগণকে যথাবিধানে স্বকীয় সম্পদনুসারে অর্চ্চনা করিয়া মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে যথাযোগ্য পূজাদি করিলেন। ১৭। ১৮

তিনি অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে সসম্ভ্রমে সচিব দ্বারা পূজা করণানন্তর হৃষ্টান্তঃকরণে বিনীত ও নম্রভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে নারদ সমভিব্যাহারে মহেন্দ্রসমীপে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই প্রকার নিবেদন করিতে লাগিলেন যে, হে দেবেশ্বর! আমি আপনকার প্রসাদাৎ এই সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ইচ্ছা করিতেছি, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৯। ২০

আমি হয়মেধ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞপুরুষের পূজা করিব। হে দেব! আপনি ক্রতুময়ের ঈশ্বর, অতএব আমাকে অনুমতি করুন। ২১

হে দেব! এই ত্রৈলোক্যমধ্যে যাঁহারা বাস করিতেছেন, সকলই আপনকার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে প্রভো! যাবৎ

যাবৎ ক্রতুসহস্রস্য সংস্থা ভবতি মে প্রভো।
তাবৎ ত্বং ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং সদোমধ্যগতো বস॥২৩
যষ্টুমিচ্ছামি দেবশং নাহং ত্বৎপদলিপ্সয়া।
সর্ব্বেষাং বেৎসি দেবেন্দ্র মনোবৃত্তিং সদা প্রভো
যুষ্মাকং পূর্ব্বদৃষ্টোঽত্র বপুষ্মান্মাধবঃ প্রভুঃ।
উপাসনায়াং সোঽয়ং যো বালুকাভিস্তিরোদধে ॥
তস্য ভূয়ঃ প্রকাশার্থং বাজিমেধসহস্রকম্‌।
করিষ্যে বচনাদিন্দ্র চতুরাস্যস্য শাসনাৎ ॥ ২৬
পুনঃ প্রকাশিতে তস্মিন্‌ শ্রেয়োবোঽপি ভবিষ্যতি
ইতি বিজ্ঞাপিতা রাজ্ঞা মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ সুরাঃ॥
অন্তর্দ্ধানান্তরং জাতু শ্রুতপূর্ব্বাং সরস্বতীম্‌ *।
অশরীরাং স্মরন্তস্তাং ভূপং প্রোচুঃ প্রহর্ষিতাঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাত্মাসি সত্যং সত্যব্রতো ভুবি।
ত্বচ্চেষ্টিতং পুরাস্মাভিরস্বভাবি ভবিষ্যকম্‌ ॥ ২৮
সহায়াস্তে ভবিষ্যামঃ কার্য্যে ত্রৈলোক্যপাবনে।

পর্য্যন্ত আমার এই ক্রতুসহস্র সম্পূর্ণ না হইবে, তাবৎকাল আপনি ত্রিদশগণের সহিত এই সভামধ্যে অবস্থান করুন। ২২ ২৩

আমি আপনার পদ-বাসনায় দেবেশ্বরের যাগ ইচ্ছা করিতেছি না। হে প্রভো! হে দেবেন্দ্র! আপনি ত সর্ব্বদাই সকলের মনোবৃত্তি জানিতেছেন। ২৪

এই স্থানে যে আপনার প্রভু মাধবকে বপুষ্মান্‌ দেখিয়াছিলেন, তিনি এখন উপাসনা দ্বারা বালুকারাশিতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। ২৫

হে ইন্দ্র! আমি তাঁহারই পুনঃপ্রকাশের জন্য চতুরাননের অনুমতিক্রমে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব। ২৬

নরবর এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিলে মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মাধবের অন্তর্দ্ধানোত্তর সেই শ্রুতপূর্ব্ব অশরীরা বাণী স্মরণপূর্ব্বক সহর্ষে ভূপতিকে কহিলেন যে, হে ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি মহাত্মা এবং তুমিই পৃথিবীতে যথার্থ সত্যব্রতাবলম্বী, তোমার এই ভবিষ্যৎ চেষ্টিত বিষয় পূর্ব্বেই আমরা অনুভব করিয়াছি।

অতএব তোমার এই ত্রৈলোক্যপাবন-

* প্রভূতস্বস্বসম্পদঃ।
† উপচারৈর্ম্মহীনাথঃ সম্যগব্যগ্রমানসঃ
রাজ্ঞঃ সম্পূজয়ামাস রাজযোগৈঃ পরিচ্ছদৈঃ ॥
যথা তে মেনিরে ভূপাঃ ৎবামঃ সাম্প্রতং বয়ং।
সত্যং রাজ্যং ক্রমাৎ প্রাপ্তং নেদৃশশ্চ পরিচ্ছদঃ
আনর্চ্চ বৈষ্ণবান্‌ ভূয় উপচারৈঃ সমানয়ন্‌।
শাস্তা অপি যথা চিত্রং মেনিরে বিষয়াগমম্‌ ॥
ক্বচিদিত্যধিকঃ পাঠঃ।

* যা চ শ্রুতা পূর্ব্বং সরস্বতী।

স্রষ্টা স জগতাং যত্র উদ্যুক্তঃ স্বয়মেব হি ॥ ২৯
অত্রৈবোবাচ ভগবানস্মাকমপি ভূতলে।
প্রবেশং ত্বদনুক্রোশবশাদ্ভূয়ঃ প্রকাশনম্।
করিষ্যে দারবং দেহমিত্যেতৎ পরিনিশ্চিতম্ ॥৩০
নাত্রাস্মাকং ব্যলীকত্ত নেন্দ্রস্য চ মহীপতে।
অস্মদিষ্টে সদুদ্যোগস্তব ন প্রীতিকারকঃ ॥
সুখং যজস্ব রাজেন্দ্র বৈকুণ্ঠং ভক্তবৎসলম্ ॥ ৩১
ক্রতুনা হয়মেধেন সহস্রপরিবর্ত্তিনা।
দুরারাধ্যো হি ভগবানস্মাকং ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩২
বয়মপ্যত্র দেবত্বং ত্যক্ত্বা ভক্তিপরায়ণাঃ।
আরাধয়ামঃ ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বিনীতা নররূপিণঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে কর্ম্ম সিধ্যতি বৈকৃতম্

জৈমিনিরুবাচ।

ইত্যুক্তে ত্রিদশৈঃ সেন্দ্রৈঃ পরিতুষ্টান্তরাত্মনা।

কার্য্যে আমরা সহায় হইব। সেই জগৎ-স্রষ্টা জগদীশ্বর স্বয়ংই ইহাতে উদ্যুক্ত আছেন। ২৭—২৯

ভগবান্ এ স্থানেই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, পাতালে প্রবেশান্তর ইন্দ্রদ্যুম্নকে দয়া করিবার জন্য পুনরায় ভূতলে দারুময় দেহে প্রকাশিত হইব, ইহা আমার নিশ্চয়ই

সুতরাং হে মহীপতে! এ বিষয়ে আমাদের বা দেবেন্দ্রের কোন অসন্তোষ নাই। আমাদের উদ্দেশ্যে যাগানুষ্ঠান তোমার কোন উপকারক হইতেছে না, অতএব সেই পরম ভক্তবৎসল বৈকুণ্ঠনাথকে নির্ব্বিঘ্নে যাগযজ্ঞাদি দ্বারা পরিতুষ্ট কর। ৩১

ভগবান্ দুরারাধ্য হইলেও আমরা বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিব। ৩২

আমরাও এই ক্ষেত্রে দেববিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নররূপী হইয়া বিনয়-ভক্তিসহকারে ভগবান্‌কে আরাধনা করিব। যে হেতু এই লোকে যথাবিধানে কৃতকর্ম্ম হইলে সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৩৩

জৈমিনি কহিলেন, ইন্দ্রাদি ত্রিদশগণ

আরম্ভার্থং ক্রতোরাজা ভগবন্তমপূজয়ৎ।
উপচারসহস্রৈস্তু যথাবং প্রতিপাদিতৈঃ।
ততঃ পিতৃগণান্ রাজা নিরূপ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥ ৩৪
সদোগৃহগতান্ বিপ্রান্ যাজ্ঞিকান্ সমলঙ্কৃতান্
কৃত্বেষ্টদেবং পুরতো বৈকুণ্ঠং সাগ্নিহোত্রকম্।
আকাঙ্ক্ষন্ কল্পিতং লগ্নং সংবৃত্তে স্বস্তিবাচনে ॥
উপস্থিতঃ সপত্নীকঃ শুদ্ধমাঙ্গল্যবেশধৃক্।
স্বস্তিবাচ্য দ্বিজান্ শুদ্ধান্ পুণ্যাহমৃদ্ধিকর্ম্ম চ।
ততঃ সম্ভৃতসম্ভারো বরয়ামাস ঋত্বিজঃ ॥ ৩৬
বৃতাস্তে তু সপত্নীকং দীক্ষয়ন্তো নৃপোত্তমম্।
বিকৃত্য দীক্ষণীয়েষ্ট্যা অযজন্ * সভাচোদিতাঃ ॥
প্রণীয় তং প্রজ্বলন্তং বেদ্যামাহবনীয়কম্।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলকরং কিং সাক্ষাৎ বৈষ্ণবং মহঃ।
সুপ্রোক্ষিতঞ্চানুমন্ত্র্যানুজ্ঞাপ্য দিগধীশ্বরান্ ॥ ৩৭

আন্তরিক যত্নের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিলে নরপতি যজ্ঞ আরম্ভার্থ যথাবিধি সহস্র সহস্র উপচার দ্বারা ভগবানের পূজা ও পিতৃগণের নান্দীশ্রাদ্ধ শ্রদ্ধাসহকারে সম্পাদন করিলেন। ৩৪

অনন্তর সভাগৃহ-সমাগত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে সম্যক্ অলঙ্কৃত করিয়া অগ্নিহোত্রের সহিত অভীষ্টদেব বৈকুণ্ঠনাথকে পুরোভাগে রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট শুভ লগ্নের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩৫

স্বস্তিবাচনের যোগ্যকাল উপস্থিত হইলে তিনি সস্ত্রীক হইয়া বিশুদ্ধ মাঙ্গল্য বেশ ধারণপূর্ব্বক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পুণ্যাহ, ঋদ্ধি ও স্বস্তিবাচন করিয়া রাজযোগ্য উপকরণ প্রদানসহকারে ঋত্বিক্‌দিগকে বরণ করিলেন।

অতঃপর সেই সত্যব্রত-বৃত ঋত্বিক্‌গণ সপত্নীক নৃপোত্তমকে যজ্ঞে দীক্ষিত করত বেদীর উপরিভাগে ত্রৈলোক্য-মঙ্গলকর সাক্ষাৎ বৈষ্ণবতেজঃপুঞ্জাধিক জ্বলন্ত আহবনীয় বহ্নির প্রণয়ণ, প্রোক্ষণ, অনুমন্ত্রণ ও দিক্‌পতিগণকে অনুজ্ঞাপনপূর্ব্বক দীক্ষণীয় অশ্বমেধ যজ্ঞে অভীষ্টদেবকে বিশেষ করিয়া যাগ করিলেন। ৩৬।৩৭

* দক্ষিণায়েষ্টান্ নিযজন্।

মুমুচুস্তে হয়ং মুখ্যমঙ্গেষু শুভলক্ষণম্ ॥ ৩৮
ততঃ স বীক্ষিতো রাজা বাগ্‌যতো রৌরবীং ত্বচং
অধিষ্ঠায় সদোমধ্যে মৃত্যুঞ্জয় ইব স্থিতঃ ॥ ৩৯
নিমন্ত্রিতানাং ভুক্ত্যর্থং চক্ষুষা সন্দিদেশ বৈ ॥৪০
সুরাণাং রত্নপাত্রাণি মহার্ঘাণি নৃপাজ্ঞয়া।
সচিবঃ কারয়ামাস ভোজনায় সমৃদ্ধিমৎ।
শুদ্ধসৌবর্ণপাত্রাণি মুনীনাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
দ্বিজানাং ভোজনার্থায় নবানি প্রত্যহং দ্বিজাঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং বিপ্রা রাজতানি শুভানি চ।
কাংশ্যনির্ম্মলপাত্রাণি শূদ্রাণাং ভোজনায় বৈ ॥৪১
অহন্যহনি পাত্রাণি ভোজনান্তে দ্বিজোত্তমাঃ
আকরেষু প্রপদ্যন্তে * প্রোচ্ছিষ্টদলবর্জ্জনৈঃ ॥৪২
তত্র যজ্ঞোৎসবে যে বৈ ভোজনায় নিমন্ত্রিতাঃ।

তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ প্রপৌত্রাশ্চৈব সন্ততিঃ
নিত্যং পঞ্চশতাব্দানি * বহুমানপুরঃসরম্।
অদৃতা ভোজিতা রাজ্ঞ ইন্দ্রদ্যুম্নস্য শাসনাৎ।
কুটুম্ববৎ স্থিতাস্তত্র সংস্থা যাবন্মাহাক্রতোঃ ॥ ৪৩
যদ্দেশীয়া জনাস্তেষামধিষ্ঠাতা চ তান্ নৃপঃ।
নৃপাণামনুসন্ধাতা ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রযাচিতঃ।
নারদঃ সমদর্শী তু পরোপকৃতিলোলুপঃ ॥ ৪৪
ইন্দ্রাদীনাং সুরেন্দ্রাণাং দিব্যর্ষীণাং নৃপোত্তমঃ।
স্বয়ন্তু নৃপতিশ্চর্য্যাং চকার ক্রতুপূর্ত্তয়ে ‡ ॥ ৪৫
নরাণাং দুর্লভং মর্ত্ত্যে ইন্দ্রদ্যুম্নগৃহেঽশনম্।

পরে শুভলক্ষণাঙ্গ একটী প্রধান অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। ৩৮

এদিকে নরপতি দীক্ষিত হইয়া বাগ্‌যমনপূর্ব্বক সভামধ্যে রৌরব-চর্ম্মাসনে অবস্থান করত সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৯

তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজনার্থ তত্ত্বাবধারকদিগকে নয়নেঙ্গিত দ্বারা আদেশ করিলেন। ৪০

রাজ-সচিব নৃপের অনুমতি পাইয়া ভোজনের নিমিত্ত সুরগণের জন্য মহার্ঘ রত্নপাত্র সকল, মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও রাজবর্গের জন্য বিশুদ্ধ সৌবর্ণ পাত্রনিচয়; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসমূহের নিমিত্ত নির্ম্মল রৌপ্যাধারনিকর, শূদ্র সকলের নিমিত্ত কাংশ্যনির্ম্মিত পরিষ্কৃত পাত্ররাশি, প্রতিদিন সমৃদ্ধিসহকারে নূতন নূতন আহরণ করিতে লাগিলেন। ৪১

হে দ্বিজোত্তমগণ! প্রত্যহ ভোজনাবসানে তাহারা এই সকল বহুমূল্য পাত্র উচ্ছিষ্ট কদল্যাদিপত্রের ন্যায় রাশিরূপে পরিত্যাগ করেন। ৪২

সেই যজ্ঞোৎসবে ভোজনের নিমিত্ত যাঁহারা যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সন্তানগণ পঞ্চশত বর্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ বহুসম্মানসহকারে সমাদৃত হইয়া ভোজন করিতেন; অধিক কি, ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতির শাসন-বলে তাঁহারা সেই মহাযজ্ঞ-সমাপন-কাল পর্য্যন্ত কুটুম্ববর্গের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ৪৩

বহুদেশীয় নিমন্ত্রিত বহুতর ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে বলিয়া এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছিল যে, যাঁহারা যে দেশীয় ব্যক্তি তাঁহাদের তত্ত্বাবধায়ক সেই দেশীয় নরপতি, সেই সমুদয় নরপালগণের তত্ত্বাবধানের ভার, ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনা-ক্রমে পরোপকারলোলুপ, সর্ব্ব-সমানদর্শী, নারদ ঋষিই লইয়াছিলেন। ৪৪

যজ্ঞ-সিদ্ধি হেতু ইন্দ্রাদি সুরেন্দ্রগণ ও দিব্যর্ষিদিগের পরিচর্য্যা নৃপতি স্বয়ং করিয়াছিলেন। ৪৫

মর্ত্ত্য-লোকে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বাড়ীতে

* প্রপাত্যন্তে।

* রসান্নানি।

‡ ষড়্‌বিধান্নপানানি সংস্কৃতানি দ্বিধা নরৈঃ
দেবানাং ভোজনে তত্র মন্ত্রতন্ত্রবিশারদৈঃ।
মর্ত্ত্যানাং নয়বিদ্যায়াং কুশলৈঃ সংস্কৃতানি বৈ ॥
ক্ষুৎপিপাসানভিজ্ঞা হি সুধাহারা দিবৌকসঃ।
তেষামপি অপূর্ব্বত্বাদাশ্চর্য্যং তদ্ধি ভোজনম্ ॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ।

ইন্দ্রদ্যুম্নস্য চেন্দ্রস্য বিশেষো মর্ত্ত্যবাসিতা ॥ ৪৬
অত্যদ্ভুতকরো হ্যেতৎ প্রত্যহঞ্চ নবং নবং।
সম্মাননাদরৌ ঋদ্ধির্ভোজ্যস্য দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪৭
অন্যোন্যস্পর্দ্ধয়ৈবাত্র প্রবর্দ্ধন্তে পরস্পরম্‌।
সুগন্ধসুমনোমাল্যকস্তূর্য্যাদিপ্রলেপনম্‌ ॥ ৪৮
চিত্রসূক্ষ্মদুকূলানি সোপধানাসনানি চ।
রত্নপর্য্যঙ্কিকা শয্যা রত্নদণ্ডপ্রকীর্ণকম্‌ ॥ ৪৯
জাতীলবঙ্গকর্পূরৈর্নাগবল্লীদলানি চ।
মনোহরাণি গীতানি নৃত্যানি বিবিধানি চ ॥ ৫০
ভরতস্য মুনেঃ শিক্ষাপণ্ডিতৈরচিতানি চ।
স্বস্ববংশযশোভিজ্ঞাঃ শতশঃ সূতমাগধাঃ ॥ ৫১
এতান্যন্যানি বস্তূনি দুর্লভান্যপি যানি বৈ।
ত্রিদশাশ্চাপি মর্ত্ত্যাশ্চাপ্যভুঞ্জন্ত সুসাদরম্‌ ॥ ৫২
একতোঽন্যত্র চিত্রাণি ন চ হীনানি কুত্রচিৎ।
পাতালবাসিনাঞ্চাপি ভোজনং বৈ সুধাধিকম্‌ *॥
স্মৃতিকারাঃ কল্পকারাস্তথা শাস্ত্রপ্রণেতৃকাঃ।
যজ্ঞানুষ্ঠানকুশলাঃ সদাচারাবতংসকাঃ।

আহার মনুষ্যের পক্ষে অতি দুর্লভ। ঐ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আর দেবরাজ ইন্দ্রের কোন পার্থক্য নাই, কেবল ইনি মর্ত্ত্যলোকে বাস করেন, আর ইন্দ্র স্বর্গে বাস করেন, এই পার্থক্য মাত্র।

হে দ্বিজসত্তমগণ! তখন রাজগৃহে প্রত্যহ নব নব সমাদর, নবনব সম্মান, নবনব ভোজ্য সমুদয় বিবাগ হইতে লাগিল, লোকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইল। সুগন্ধি পুষ্প, মাল্য, কস্তুরী প্রভৃতি বিলেপনদ্রব্য, বিচিত্র সূক্ষ্ম বসন, উপাধান (বালিস) সমন্বিত শয্যা, রত্নপর্য্যঙ্ক, রত্নদণ্ডযুক্ত চামর, জাতী, লবঙ্গ, কর্পূর, তাম্বূল প্রভৃতি মনোহর দ্রব্য, মনোহর গীত ও বিবিধ প্রকার নৃত্য, পরস্পরের উপর স্পর্দ্ধা করিয়া সমস্তই দ্বিগুণভাবে বর্দ্ধিত হইয়া বিতরিত হইতে লাগিল। স্বর্গলোকে যাহা অতি দুর্লভ, মর্ত্ত্যবাসিগণ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার গৃহে তাহাও পরমাদৃত হইয়া উপভোগ করিল। একত্র এত অদ্ভুত উপচার-সমবায় আর কোথাও সম্ভবে না। রাজার ধনব্যয় ও সমাদরের কিছু মাত্র ত্রুটি লক্ষিত হইল না। পাতালবাসিগণ আসিয়াও সুধাপেক্ষা অতি মধুর খাদ্যসামগ্রী ভোজন করিতে লাগিল। তাদৃশ খাদ্যসামগ্রী ভোজন করিয়া তাহাদের পাতালে যাইতে আর ইচ্ছা রহিল না, (সেইখানেই থাকিতে ইচ্ছা করিল)। ৪৬—৫৩

হে দ্বিজগণ! এই মহাযজ্ঞে যজ্ঞানুষ্ঠান-কুশল, সদাচার-পরায়ণ, স্মৃতিকার, কল্পকার,

* যদ্ভুক্ত্বা নানুবাঞ্ছন্তি পাতালগমনংহি তে।
পুরাণি যানি পাতালে রত্নৌঘালোকিতানি চ ॥
বিনা সূর্য্যপ্রকাশেন তাদৃশান্যেব ভূপতিঃ।
দদৌ তেষাং নিবাসায় যেষু পাতালবুদ্ধয়ঃ ॥
সুখাসীনাশ্চ ক্রীড়ন্তো ভুঞ্জানা শেরতে মুদা।
দেবানামপি নান্যত্র ভূমিস্পর্শনমস্তি বৈ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নপুরে তত্র স্বর্গাদপি মনোহরে ॥
যদৃচ্ছয়া সুখক্রীড়াসক্তা নো তত্যজুর্ভুবম্‌ ॥
অভিলাষোপজাতং তু সুখং স্বর্গে বদন্তি হি।
অনিচ্ছয়াপি ভো বিপ্রাঃ সুখং সর্ব্বত্র তত্র বৈ ॥
আদৃত্য যত্নামন্ত্যন্তে ভোজ্যং তে সাদরং নরাঃ।
ন যাচিতঃকোঽপি জনঃ কুতো বাস্মাৎপরাঙ্মুখঃ ॥
রাজাধিরাজবেশ্মানি জনানাং স্বগৃহৈঃ সমম্‌।
তদাসীৎ স্বগৃহে তেষাং ন সদা সর্ব্বসম্ভবঃ ॥
তত্র যৎ কামনাতীতং তদস্য সুলভং বহু।
ইত্থং প্রবর্ত্তিতে যজ্ঞে যজ্ঞেশপ্রীতয়ে মুদা ॥
পৃথিবী হৃতসর্ব্বস্বা বাজিমেধেঽস্য ভূপতেঃ।
যা পূর্ব্বং সাত্তবদ্ভূয়ঃ স্বর্ণবৃষ্টিসুভূষিতা ॥
ইত্থং প্রবৃত্তে লোকানাং তত্র ত্রৈলোক্যবাসিনাম্‌
দানসম্মানভোজ্যানাং বিধৌ বিধিবতোঽন্বহম্‌ ॥
অশ্বমেধং প্রতিজনা জগুর্গাথাং পরস্পরম্‌।
নেদৃক্‌ যাগস্য সম্ভারো বিধেঃ শাস্ত্রপ্রচোদিতঃ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য রাজর্ষের্ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
ন যাচিতারো দাতারো মিথো যত্র নিমন্ত্রিতাঃ ॥
ন কামভঙ্গো যত্রাসীদ্দেবানামপি ভো দ্বিজাঃ।
ঈদৃক্‌ সমৃদ্ধিঃ ক্রতুরাট্‌প্রবৃত্তো ভূপতেস্তদা।
অধিশ্রদ্ধঃ সুসম্পন্নঃ পূর্ব্বস্মাদপরোঽভবৎ।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

অগ্ন্যাধানাদ্যবভৃথ প্রাচারমনুপূর্ব্বশঃ।
চক্রুঃ সদস্যানুমতে নৃপতেঃ প্রীতয়ে দ্বিজাঃ॥ ৫৪
ন মন্ত্রাঃ স্বরতোহীনা বর্ণতো বাপি কর্হিচিৎ।
যে বৈ বিধিবিধাতারস্তে বৈ কর্ম্ম প্রচারকাঃ॥*৫৫
ইত্থং প্রবর্ত্তিতো যজ্ঞস্ত্রৈলোক্যপ্রীতিকারকঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য নৃপতেঃ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥ ৫৬

প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রণেতারা নরপতির সন্তোষার্থ সদস্যের অনুমতিক্রমে অগ্ন্যাধান হইতে অবভৃথ স্নান পর্য্যন্ত সমুদয় কর্ম্ম ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ৫৪

সুতরাং যজ্ঞীয় মন্ত্র সকল, উদাত্তাদি স্বর ও বর্ণে কোন অংশে হীনাঙ্গ হয় নাই। কেনই বা হইবে? যাঁহারা স্বয়ংই মন্ত্রাদির বিধান করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার এই যজ্ঞে কর্ম্মপ্রচারক হইলেন। ৫৫

এইরূপে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতির যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়া ত্রৈলোক্যের প্রীতি-উৎপাদন করিতে লাগিল। ৫৬

জগদীশপ্রসাদায় পিতামহনিদেশতঃ।
একোনং ক্রমশঃ সংস্থামবাপ পৃথিবীপতিঃ*
সহস্রং হয়মেধস্য যথাবদ্বিধিচোদিতম্॥ ৫৭
ততঃ সাহস্রিকে যজ্ঞে বাজিমেধে স দীক্ষিতঃ।
দিনে দিনে দিব্যগতির্বভূব নৃপতিস্তদা॥ ৫৮
সুত্যাসপ্তদিনাৎ পূর্ব্বং বা রাত্রিরভবদ্দ্বিজাঃ।
তস্যাস্তুরীয়প্রহরে ধ্যায়তো বিষ্ণুমব্যয়ম্।
ধ্যানে তস্মিন্ দদর্শাসৌ মহাভাগ্যবশান্নৃপঃ॥ ৫৯
প্রত্যক্ষমেব স শ্বেত-দ্বীপং স্ফাটিকনির্ম্মিতম্।
সমন্তাৎ পরিবার্য্যৈনং তিষ্ঠন্তং ক্ষীরসাগরম্॥ ৬০
মহাকল্পদ্রুমৈঃ পুষ্পগন্ধামোদিদিগন্তরৈঃ।
ফলপল্লববল্কেষু† বহিরন্তশ্চ সর্ব্বতঃ॥
শঙ্খচক্রাবিতৈঃ শুভ্রৈঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতৈঃ।

এই রূপে জগদীশ্বরের প্রসন্নতা জন্য ব্রহ্মার নিদেশানুরূপ নরপতির হয়-মেধ-যজ্ঞে ক্রমে ক্রমে একোনসহস্র-সংখ্যা যথাবিধি বিধানে সম্পূর্ণ হইল। ৫৭

অনন্তর তিনি যখন সাহস্রিক অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন, তখন প্রতিদিন ক্রমশঃ দিব্যগতি লাভ করিতে লাগিলেন। ৫৮

অতঃপর যে দিন ক্রতুসমাপনানন্তর অবভৃত স্নান করা হইবে, তাহার সপ্তদিনের পূর্ব্বদিবসীয় রাত্রির শেষ প্রহরে নরপতি, ধ্যানযোগে সৌভাগ্যবশতঃ অব্যয় বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন। ৫৯

আরও দেখিলেন যে, স্ফটিক নির্ম্মিত শ্বেতদ্বীপ ও উহার চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপিয়া ক্ষীরসমুদ্র অবস্থিত আছে। ৬০

উহাতে বৃহৎ কল্পদ্রুম সকল পুষ্পগন্ধ দ্বারা দিগ্দিগন্তর আমোদিত করিতেছে; এবং উহাদিগের ফল ও পল্লব বল্কলসকলে অন্তঃ ও বহির্ভাগের সর্ব্বাবয়ব শঙ্খচক্রচিহ্নবিশিষ্ট হওয়ায় যেন সর্ব্ব অলঙ্কারে বিভূষিত ও মহামাঞ্জিষ্ঠবর্ণ

* প্রায়শ্চিত্তনিমিত্তেন প্রায়শ্চিত্তনিবন্ধনাৎ
কর্ম্মোপঘাতো নো তত্র যোগিনঃ কর্ম্মযোগিনঃ।
যত্র সপ্তর্ষয়ো দিব্যাঃ সংস্থাঃ ক্রতুসাক্ষিণঃ।
প্রচারয়ন্তি কর্ম্মাণি গুণদোষবিভাগিনঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যাদয়স্তেঽত্রমুনয়স্ত্বৃত্বিজোবৃতাঃ॥
সদোগতাস্তে মুনয়ঃ পরস্পরকথান্তরে।
বাকোবাক্যাণি সূক্তানি গুহ্যোপনিষদানি চ॥
গাথাঃ পৌরাণিকীর্ব্বিপ্রা বিষ্ণুভক্তিপুরঃসরাঃ।
চরিতানি হরেঃ সর্ব্বকল্মষৌঘহরাণি চ॥
তত্র সংবর্ত্তয়ামাসুস্তে সভায়াং মহীক্ষিতঃ।
তস্য যজ্ঞে হবিঃ প্রাশুঃ প্রত্যক্ষং বহ্নিমধ্যগাঃ॥
মুদিতাস্ত্রিদশা বিপ্রা মহেন্দ্রপ্রমুখা মখে।
চিরপ্রবাসিনো দেবা নাস্মরন্নমরাবতীম্॥
অমৃতং হি হবিস্তেষাং কল্পিতং ব্রহ্মণা পুরা।
তৎ প্রাশ্য মুদিতা দেবা বীর্য্যবন্তশ্চিরায়ুষঃ॥
যাগানুষ্ঠানবিষয়াদন্যত্র বিষয়ান্ বহূন্।
ইন্দ্রদ্যুম্নেন রচিতান্ সমস্তানুপভুঞ্জতে॥
তত্র যে নাগরাজনঃ পাতালতলবাসিনঃ।
ততোঽধিকান্মর্ত্ত্যলোকে বিষয়ানুপভুঞ্জতে॥
পাতালগমনং তে বৈ নেহন্তে মনসা ধ্রুবম্।

* মহীপতিঃ † বল্কেষু

মহামাঞ্জিষ্ঠবর্ণৈশ্চ মূর্ত্তীভিস্তৈর্মুরদ্বিষঃ ॥ ৬১
তন্মধ্যে ঘটিতং দিব্য-মণিভির্ম্মণ্ডপোত্তমম্।
মধ্যস্থসূর্য্যবদ্ভাসি রত্নসিংহাসনোজ্জ্বলম্।
ক্ষীরাব্ধিশীতকল্লোলমন্দবাতমনোহরম্ ॥ ৬২
তন্মধ্যে দদৃশে দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্। (১)
দক্ষপার্শ্বস্থিতং তস্য অনন্তং ধরণীধরম্। (২)
সব্যে পার্শ্বে স্থিতাং বিষ্ণোর্লক্ষ্মীং তাং শুভলক্ষণাম্ (৩)
পিতামহঞ্চ দদৃশে পুরতোঽস্য কৃতাঞ্জলিম্ ॥ ৬৩

দ্বারা সেই মুররিপুর কল্পতরু মূর্ত্তীগুলি সাতিশয় রক্তিম শোভা ধারণ করিয়া আছে। ৬১

এই দ্বীপের মধ্যভাগে দিব্য-মনি-বিনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট মণ্ডপ, উহার মধ্যস্থিত সূর্য্যকিরণ-সদৃশ আভাযুক্ত রত্নসিংহাসন উহাকে উজ্জ্বল করিয়া আছে। এবং সন্নিহিত ক্ষীরসাগরের জল-কল্লোল ও মৃদুবায়ুসংসর্গে উহা অতি মনোরম হইয়াছে। ৬২

তাহার মধ্যভাগে সিংহাসনের উপরি শঙ্খ-চক্র-গদাধর দেবকে তিনি দর্শন করিতে লাগি-লেন। ধরণীধর অনন্তদেব তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে, শুভলক্ষণা লক্ষ্মী তাঁহার বাম পার্শ্বে এবং পিতামহ (ব্রহ্মা) কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিত আছেন। ৬৩

(১) নীলজীমূতসঙ্কাশং বনমালাবিভূষিতং।
সর্ব্বলাবণ্যভবনং সৌন্দর্য্যশ্রীনিকেতনম্।
নির্ভৎসয়ন্তং বপুষা পিনদ্ধং সর্ব্বভূষণম্
(২) কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং হিমাদ্রিসদৃশপ্রভম্ ॥
ফণামুকুটবিস্তারচ্ছত্রীভূতং মনোহরম্।
মণিকুণ্ডলযুগ্মাঙ্কং চারুনীলনিচোলকম্ ॥
হললাঙ্গলশঙ্খারিস্ফুরদ্বাহুচতুষ্টয়ম্।
হারকেয়ূরবলয়মুদ্রিকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥
মেখলাকটিসূত্রাঢ্যং দিব্যরত্নপ্রসাধনম্।
দিব্যহালাক্ষীবমূর্ত্তিং চারুহাসং সুনেত্রকম্ ॥
(৩) বরাভয়াব্জহস্তাং বৈ কুঙ্কুমাভ্যাং সুলোচনাম্
ত্রৈলোক্যযুবতীবৃন্দদৃষ্টান্তাদ্ভুতবিগ্রহাম্
দদর্শ পদ্মানগাং লাবণ্যাম্বুধিপুত্রিকাম্।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ

বামপার্শ্বস্থিতং চক্রং সর্ব্বজ্ঞানময়ং বিভোঃ।
সনকাদিমুনীন্দ্রৈস্তু স্তূয়মানং জগদ্গুরুম্ ॥ ৬৪
দৃষ্ট্বা স্বপ্নে নৃপবরঃ সম্প্রহৃষ্টো দ্বিজোত্তমাঃ।
অদৃষ্টপূর্ব্বরূপং তং জ্যোতির্ম্ময়মনন্তকম্।
তুষ্টাব তত্র ধ্যানস্থো হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ৬৫

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।

নমস্তে জগদাধার জগদাত্মন্নমোঽস্তু তে।
কৈবল্যত্রিগুণাতীতগুণাত্মন নমোঽস্তু তে ॥ ৬৬
সুশুদ্ধনির্ম্মলজ্ঞান-স্বরূপায় নমোঽস্তু তে।
শব্দব্রহ্মাভিধানায় জগদ্রূপায় তে নমঃ ॥ ৬৭
সংসারপতিতশ্রান্তদুঃখধ্বংস নমোঽস্তু তে।
দুর্ভেদ্যহৃদয়গ্রন্থিভেদকায় নমোঽস্তু তে ॥ ৬৮
ত্রিসপ্তভুবনাগার-মূলস্তম্ভায় তে নমঃ।
ব্রহ্মাণ্ডকোটিঘটনাশিল্পিনে চক্রিণে নমঃ ॥

বিষ্ণুর বামপার্শ্বে সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন তদীয় চক্র রহিয়াছে ও সনকসনন্দাদি মুনীন্দ্রগণ ঐ জগদ্-গুরু জগদীশ্বরের স্তব করিতেছেন। ৬৪

হে দ্বিজোত্তমগণ! নৃপবর স্বপ্নাবস্থায় এই-রূপ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। এবং সেই অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় অদৃষ্টপূর্ব্বরূপ বৈকুণ্ঠনাথকে হর্ষগদ্গদবাক্যে তদবস্থায় ধ্যানস্থ হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ৬৫

ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, হে জগদাধার! হে জগদ্রূপিন্! আপনাকে নমস্কার করি। হে দেব! আপনি গুণময় হইয়াও গুণত্রয়ের অতীত, আপনি কৈবল্যরূপী, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি পরিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞান-স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি শব্দব্রহ্ম-(বেদ) রূপী, আপনি জগদ্রূপী, আপনাকে নমস্কার। আপনি সংসারপতিত-শ্রান্ত ব্যক্তির দুঃখ দূর করেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি দুর্ভেদ্য হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ গৃহের মূলস্তম্ভ, আপনাকে নমস্কার। হে চক্রিন্! আপনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি দয়ারূপ

করুণামৃতপাথোধিসুধাধাম্নে নমো নমঃ।
দানোদ্ধারৈকগুহ্যায় কৃপাপাথোধয়ে নমঃ॥ ৭০
প্রকাশকানাং সূর্য্যাদি-জ্যোতিষাং জ্যোতিষে নমঃ
প্রতিবস্বনদীপ্তায় অস্তপাপাগয়ে নমঃ॥ ৭১
পাবকায় পবিত্রায় পবিত্রাণাং নমো নমঃ।
গরিষ্ঠায় বরিষ্ঠায় দ্রাঘিষ্ঠায় নমো নমঃ॥ ৭২
নেদিষ্ঠায় দবিষ্ঠায় ক্ষোদিষ্ঠায় নমো নমঃ।
বরেণ্যায় সুপুণ্যায় নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥ ৭৩
পরিত্রাহি জগন্নাথ দীনবন্ধো নমোঽস্তু তে।
নিস্তীর্ণোঽহং ভবাম্ভোধিং প্রাপ্য ত্বাং তরণিং সুখাৎ
ত্বয়ি দৃষ্টে রমানাথ ক্লেশা ব্যপগতা মম।
চিদানন্দস্বরূপং ত্বাং প্রাপ্তানাং দুঃখসংক্ষয়ঃ। ৭৫
ধ্রুবং নাথ সমুৎপন্ন-পরমানন্দহেতুকং।
ত্রাহি ত্রাহি ভবাম্ভোধিমগ্নং মাং দীনচেতসম্॥
মধ্যাহ্ন'র্কোদিতে ব্যোম্নি কুতঃ সন্তমসোদয়ঃ॥ ৭৬
ধ্যানস্থিতঃ স্তবনেবং প্রণম্য জগদীশ্বরম্।
ধ্যানাবসানে চ পুনঃ স্বপ্নজাগ্রদবুধ্যত।
স্বপ্নান্তে ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি সস্মারাত্মানমাত্মনা॥ ৭৭
অত্যদ্ভুতমিব স্বপ্নং দৃষ্ট্বা চ নৃপকুঞ্জরঃ।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং হয়মেধক্রতোস্তথা। ৭৮
সহস্রং সফলঞ্চৈব স্বভাগ্যং সমুপস্থিতম্॥ ৭৯
নহি দেবর্ষিবচনং বৃথা ভবতি কর্হিচিৎ।
প্রত্যক্ষো মে কথং নাথঃ স্বয়মত্র ভবিষ্যতি।
ইতি চিন্তাকুলো রাত্রি-শেষং নীত্বা বিশাম্পতিঃ।
শশংসুর্নারদস্যাগ্রে যথা স্বপ্নোঽনভূয়ত॥ ৮০
স চাপি নারদঃ প্রাহ শোকস্তে বিগতো নৃপ।
অরুণোদয়কালে হি ভগবন্তং দদর্শিথ।
দশাহাৎ ফলদঃ স্বপ্নস্তস্মিন্ কালে নৃপোত্তম॥৮১

সুধাসাগরের সুধার ভাণ্ডার; আপনি দীনগণের উদ্ধারকর্ত্তা, অতিগুহ্য বস্তু, আপনি দয়াসাগর, আপনাকে বার বার প্রণাম করি। আপনি আলোকদাতা সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর জ্যোতিঃস্বরূপ। আপনি লোকের হৃদয়স্থ পাপের দাহবিষয়ে অনলস্বরূপ, আপনি পবিত্র বস্তুর পবিত্রতাকারী, অতি পবিত্র, আপনাকে বার বার প্রণাম করি। আপনি বরিষ্ঠ, আপনি দীর্ঘতম, আপনি অতি সন্নিহিত হইয়াও দূরস্থিত, এবং গুরুতম হইয়া ক্ষুদ্রতম, আপনাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! আপনি সকলের বরেণ্য পুণ্যতম, আপনাকে নমস্কার। হে জগন্নাথ! আমাকে পরিত্রাণ করুন। হে দীনবন্ধো! আপনাকে বারবার প্রণাম করি। আপনি সংসার-সাগরপারের সুখকর তরণীস্বরূপ, আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি অনায়াসে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। হে রমানাথ! আপনার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়াতেই আমার সকল ক্লেশ দূর হইল। আপনি চিদানন্দরূপী, আপনাকে প্রাপ্ত হইলে, আর কোন দুঃখই থাকে না। হে নাথ! আপনার দর্শনই পরমানন্দের হেতু, হে দেব! আমি সংসারসাগরে মগ্ন অতিদীন, আমাকে পরিত্রাণ করুন। মধ্যাহ্নরবি উদিত থাকিতে আকাশে অন্ধকার কোথা হইতে আসিবে। ৬৬—৭৬

এই প্রকারে তিনি ধ্যানযোগে স্তব ও প্রণামপূর্ব্বক ধ্যানাবসানে স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থা লাভ করিয়া চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাবসানে আত্মারদ্বারা পরমাত্মাকে স্মরণ করিলেন। নৃপকুঞ্জর এই অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন করায় আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞও সফল হইল। সুতরাং নৃপতির সৌভাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ৭৭—৭৯

স্বর্গীয় ঋষিদিগের বচন কদাপি বৃথা হইবার নহে। এখন নরপতি ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, স্বয়ং দেবনাথ কখন কি প্রকারে এই স্থলে আসিয়া আমার প্রত্যক্ষ হইবেন" এই প্রকার চিন্তায় রাত্রি শেষ করিয়া আদ্যোপান্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত নারদের নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন করিলেন।

নারদ শ্রবণান্তে বলিলেন যে, হে নৃপ! এই অবধি তোমার সেই শোক বিদূরিত হইল; যখন অরুণোদয় কালে ভগবান্‌কে স্বপ্নে দর্শন পাইয়াছ, তখন সেই সময়ের স্বপ্ন দশাহ মধ্যেই ফলদান করিবে। ৮১

ক্রতুস্তে ভগবানত্র প্রত্যক্ষস্তে ভবিষ্যতি।
যদাহ মদ্গিরা ত্বাং হি চরাচরগুরুর্বিধিঃ।
সোঽপ্যাহ জগতঃ স্রষ্টা স্বপ্নেঽস্মিন্নবলোকিতঃ।
তদনুষ্ঠীয় তাং যজ্ঞঃ পরাগ্রে ন প্রকাশয় ॥ ৮২
স্বপ্নোঽয়ং নৃপশার্দূল দুর্ব্বোধং চরিতং হরেঃ।
কিন্তু ভাগ্যবশাদেব স্বপ্নস্তাদৃক্ প্রজায়তে ॥ ৮৩

ইতি উৎকলখণ্ডে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

এই সাহস্রিক হয়মেধের অন্তেই ভগবান্ এই স্থলেই তোমার প্রত্যক্ষ হইবেন। ইতি-পূর্ব্বে চরাচরগুরু ব্রহ্মা, আমার বাক্য দ্বারা তোমাকে যাহা জানাইয়াছিলেন, এখন সেই জগদীশ্বরও এই স্বপ্নে অবলোকিত হইয়া তোমার নিকট তাহাই ব্যক্ত করিলেন। অতএব যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সেই বাক্যের সার্থকতা প্রকাশ করুন। ৮২

হে নৃপশার্দ্দূল! এই স্বপ্নবৃত্তান্তে যাহা অবগত হইলে তাহা হরিদেবের অতি দুর্ব্বোধ চরিত্র; কিন্তু তুমি ভাগ্যধর বলিয়া তোমার ঈদৃক্ সুস্বপ্নলাভ হইয়াছে। ৮৩

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ততঃ প্রববৃতে স্নাত্যা নৃপতের্বাজিমেধিকী।
তস্যাং ত্রৈলোক্যমভবদেকসদ্মনিভং দ্বিজাঃ ॥ ১
শাস্ত্রৈঃ স্তোত্রৈর্দিবিস্পৃগ্ভির্বর্ণক্রমসমুজ্জ্বলৈঃ।
যথা স্বরপদন্যাসৈরন্যশব্দান্তিরোহিতাঃ ॥ ২
দানান্যবিরতং১ তত্র দীয়ন্তে কামিতানি ২ বৈ।
নটনর্ত্তকসূতানাং সাভূৎ কল্পদ্রুমোপমা ॥ ৩
তন্মধ্যেঽবভৃথং স্নাতুং কৃতা যত্রোপকারিকা।
দক্ষিণে তট-ভূদেশে বিল্বেশ্বরসমীপতঃ ॥ ৪
নিযুক্তাঃ সেবকা রাজ্ঞঃ সসম্ভ্রমমুপস্থিতাঃ।
ন্যবেদয়ন্ত নৃপতিং কৃতাঞ্জলিপুটা দ্বিজাঃ ॥ ৫
দেব দৃষ্টো মহাবৃক্ষস্তটভূমৌ মহোদধেঃ।
প্রবিষ্টাগ্রসমুদ্রান্তঃ কল্লোলপ্লবমূলকঃ ॥ ৬
মাঞ্জিষ্ঠবর্ণঃ সর্ব্বত্র শঙ্খচক্রাঙ্কিতঃ প্লবন্।
স্নানবেশ্মসমীপেঽসৌ দৃষ্টোঽস্মাভিঃ পরোঽদ্ভুতঃ
ন দৃষ্টপূর্ব্বো বৃক্ষোঽয়মুদ্যৎসূর্য্যো নভোঽংশুনা।
গন্ধেন বাসয়ন্ সর্ব্বাং তটভূমিং সুগন্ধিনা ॥ ৯

এবং বিবিধ শাস্ত্রীয় বাক্যোচ্চারণে অন্যান্য শব্দ সকল তিরোহিত হইল। ১।২

সেই সভামধ্যে অনবরত অর্থিগণের অভি-লষিত দ্রব্যনিচয় বিতরিত হইতে লাগিল; সেই যজ্ঞসভা নট, নর্ত্তক ও স্তুতিপাঠকগণের কল্প-তরুস্বরূপ হইয়া উঠিল—অর্থাৎ তাহারা যথেচ্ছ পারিতোষিক পাইতে লাগিল। ৩

দক্ষিণে সাগরের তটে বিল্বেশ্বর শিবের সমীপে অবভৃথ স্নানের নিমিত্ত যে সকল সেবক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা নৃপতিসন্নিধানে অতি সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল। ৪।৫

হে দেব! মহাসমুদ্রের তটভূমিতে একটী মহাবৃক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে, উহার অগ্রভাগ সমুদ্র-মধ্যে প্রবিষ্ট ও মূলদেশ জলকল্লোলে প্লাবিত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে আমাদের স্নানগৃহ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছে, উহার সর্ব্বাবয়ব রক্তবর্ণ, শঙ্খচক্র চিহ্নে চিহ্নিত, আমরা ইহাকে এক অতি অদ্ভুতদর্শন বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। উহা স্বকীয় তেজোদ্বারা নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় সমুদয় প্রদেশ আলোকিত ও স্বকীয় সুগন্ধ দ্বারা আমোদিত করিতেছে। ৬-৮

অনন্তর নরপতির অশ্বমেধ-যজ্ঞাবশেষে অবভৃথস্নানের উদ্যোগ হইতে লাগিল। হে দ্বিজগণ! সেই যজ্ঞে সমস্ত ত্রৈলোক্যবাসী লোকসকলের একত্র সমাবেশ হওয়াতে ত্রিভুবন তথাকার একটী গৃহের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঋত্বিগাদি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নভস্পর্শী উদাত্তাদিস্বরে উচ্চারিত বর্ণ ক্রমো-জ্জ্বল পদকদম্বক ও নানাবিধ স্তোত্রধ্বনিতে

---

১ দীনভ্যোঽবারিতম্।
২ বাঞ্ছিতানি।

ক্রমঃ সাধারণো নায়ং লক্ষ্যতে দেবভূরুহঃ।
কশ্চিদ্দেবস্তরুব্যাজাদাগতো লক্ষ্যতে ধ্রুবম্ ॥৯
নিযুক্তানাং বচঃ শ্রুত্বা রাজা নারদমব্রবীৎ।
তৎ কিন্নিমিত্তং যদ্দৃষ্টং তরুশ্রেষ্ঠং বদন্তি যং ॥১০
নারদঃ প্রহসন্ বাক্যমুবাচ নৃপসত্তমম্।
পূর্ণাহুতিং সমাপ্নোতু যেন স্যাৎ সফলঃ ক্রতুঃ ॥১১
উপস্থিতং তে তদ্ভাগ্যং স্বপ্নে যদ্দৃষ্টবান্ পুরা।
শ্বেতদ্বীপে বিশ্বমূর্ত্তির্দৃষ্টো যো বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ১২
তদঙ্গস্খলিতং রোম তরুত্বমুপপদ্যতে।
অংশাবতারস্থাণুর্ব্বঃ পৃথিব্যাং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১৩
তদ্দ্রূপতাং (১) তরুর্যাতি ভগবান ভক্তবৎসলঃ
ক্রমোঽয়ং পৌরুষেয়োঽহসৌ ভাজনং তস্য (২) দর্শনে
ত্বামৃতে পুরুষব্যাঘ্র পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে (৩) ॥
ত্বদ্ভাগ্যবশতঃ সর্ব্বলোকানাং নয়নাতিথিঃ ॥ ১৫
ভবিষ্যতি মহারাজ সর্ব্বকল্মষনাশনঃ।
সমাপ্যাবভৃথস্নানং তটান্তে সরিতাংপতেঃ ॥ ১৬
উৎসবং সুমহৎ কৃত্বা কৃতকৌতুকমঙ্গলম্।
মহাবেদ্যাং স্থাপয়াত্র যজ্ঞেশং তরুরূপিণম্ ॥ ১৭
বিচার্য্যৈবং মুদা যুক্তৌ তদা নারদভূভুজৌ।
সুসমৃদ্ধৌ ততো যাতৌ যত্রাসৌ ভগবান্ ক্রমঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা হর্ষিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মসাক্ষাদুপস্থিতম্।
মেনিরে জন্মসাফল্যং জীবন্মুক্তা মহোদয়াঃ ॥ ১৯
ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি নৃপতির্ম্মমজ্জানন্দসাগরে।
স্বপ্নে দৃষ্ট্বা জগন্নাথং যথাসৌ ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ২০
তথা দদর্শ তং বৃক্ষং চতুঃশাখং চতুর্ভুজম্।
স্বকং শ্রমং মন্যমানঃ সফলং নৃপসত্তমঃ ॥ ২১
জহৌ শোকং নীলমণি-মাধবাদর্শনাদিকম্।

এটী সাধারণ বৃক্ষ নহে। দেববৃক্ষ বলিয়া লক্ষ্য হইতেছে, অথবা নিশ্চয়ই কোন দেবতা তরুরূপ ধারণ করিয়া সমাগত হইয়াছেন। ৯

নরপতি, নিযুক্ত ভৃত্যগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহারা যাহাকে তরুশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিল, তাহার দর্শনের কারণ কি? ১০

নারদ হাসিতে হাসিতে নৃপবরকে কহিলেন, আপনি এইক্ষণে পূর্ণাহুতি সমাধান করুন, যাহাতে এই যজ্ঞ সফল হইবেক। ১১

আপনার এই সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে; আপনি ইতিপূর্ব্বে স্বপ্নাবস্থায় যে শ্বেতদ্বীপবাসী অব্যয় বিশ্বমূর্ত্তি বিষ্ণুকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারই অঙ্গ সমুদ্ভূত রোম-স্খলিত হইয়া তরুরূপী হইয়াছেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ পৃথিবীতে ব্রহ্মার অংশাবতারের স্বরূপ স্থাণুরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন।

হে নৃপ! তুমি পুরুষের শ্রেষ্ঠ; তোমা বিনা পৃথিবীতে অন্য কেহ এই অপৌরুষেয় বৃক্ষটী দর্শন করিতে যোগ্য নহে

আপনার ভাগ্য বশতঃ সকল মানবের নয়নপথের অতিথি হইয়া উহা তাহাদের পাপরাশি বিনাশ করিবেক।

আপনি সরিৎপতির তটসমীপে অবভৃথ-স্নান সমাপনান্তে মহতী বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরিভাগে ঐ তরুরূপী যজ্ঞেশ্বরকে সুসমৃদ্ধ উৎসব-সহকারে কৌতুক ও মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক স্থাপন করুন। ১২—১৭

তৎকালে নারদ ও নরপাল এইরূপ পরস্পর বাক্যালাপ করত হর্ষান্বিত হইয়া মহাসমারোহের সহিত ক্রমরূপী ভগবানের নিকট গমন করিলেন। ১৮

তথায় উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ ক্রমরূপ ব্রহ্ম-দর্শনে হর্ষলাভ করিয়া জীবন্মুক্ত মহোদয়েরা সকলেই স্ব স্ব জন্ম সার্থক করিয়া মানিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতিও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন

স্বপ্নাবস্থায় জগন্নাথের যে চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চতুর্ভুজস্বরূপ চতুঃশাখাসম্পন্ন বৃক্ষরাজকে দর্শন করিতে লাগিলেন। স্বীয় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়া নীলমণি-মাধবের অদর্শন জন্য যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা বিদূরিত করিলেন। সেই সময়ে

---

(১) তদ্রূপাবতরং।
(২) নাস্য। (৩) নৃপসত্তম।

তদা পুনঃ প্রণম্যৈনং হর্ষাশ্রুনয়নো নৃপঃ ॥২২
দ্বিজৈরাবাহয়ামাস তরুং কল্লোললোলিতম্।
শঙ্খকাহালমুরজঢক্কাপটহনিস্বনৈঃ ॥ ২৩
গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈর্জয়শব্দৈঃ সহস্রশঃ।
সুগন্ধিপুষ্পাঞ্জলিভিরাকাশাৎ পতিতৈর্মুহুঃ ॥২৪
পরিতো ধূপপাত্রৈশ্চ কৃষ্ণাগুরুসুধূপিতৈঃ।
বেশ্যাভির্যৌবনোন্মত্তস্বরূপাভিঃ প্রচালিতৈঃ ॥২৫
রত্নদণ্ডপ্রকীর্ণৈশ্চ বীজ্যমানং সমন্ততঃ।
পতাকাভির্দিব্যপট্ট-দুকূলাভিঃ সুশোভিতম্ ॥ ২৬
রাজভির্গজবৃন্দৈশ্চ তুরগৈঃ পত্তিভির্বৃতম্।
মাগধৈর্বন্দ্যমানস্তু স্তূয়মানং মহর্ষিভিঃ ॥ ২৭
ঋত্বিগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব বিদ্বদ্ভিঃ শ্রোত্রিয়ৈস্তথা
সুগন্ধালঙ্কৃতং দিব্যং মহাবেদ্যান্তু নিন্যতুঃ।

নৃপবর পুনরায় হর্ষাশ্রুনয়নে প্রণামপুরঃসর জলকল্লোলবিলোলিত এই তরুবরকে দ্বিজগণ দ্বারা আবাহন করিলেন।

ঐ সময়ে শঙ্খ, কাহাল, মুরজ, ঢক্কা ও পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল। গায়কগণেরা হরিসংকীর্ত্তনাদি গান আরম্ভ করিল এবং সহস্র সহস্র জয়শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল।

নভোমণ্ডল হইতে মুহুর্মুহুঃ সুগন্ধি পুষ্পাঞ্জলি সকল বর্ষিত হইল এবং ভগবদ্রূপী তরুবরের চতুর্দ্দিকে কালাগুরু প্রভৃতি ধূপ

ব্যজন দ্বারা চতুর্দ্দিকে ব্যজন করিতে লাগিল।

দিব্য পট্টাম্বরনির্ম্মিত পতাকারাজি তরুরাজের শোভা বর্দ্ধন করিল। রাজবর্গের গজ,অশ্ব, পদাতিসমূহে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইল। বন্দিগণ বন্দনা করিতে লাগিল এবং মহর্ষি, ঋত্বিক্, শ্রোত্রিয় ও অন্যান্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুমতিক্রমে কথিত বৃক্ষটীকে সুগন্ধাদি দ্বারা অলঙ্কৃত

ইযমং।

বিতানবরচিত্রায়াং বেষ্টিতায়াং নিরন্তরম্ ॥ ২৯
বেদ্যাং তং স্থাপয়ামাসুরিন্দ্রদ্যুম্নস্য শাসনাৎ ॥৩০
বচসা নারদস্যৈনং পূজয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৩১
সহস্রৈরুপচারাণাং দিব্যরূপৈর্নৃপোত্তমঃ।
পূজাবসানে পপ্রচ্ছ নারদং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৩২
কীদৃশীং প্রতিমাং বিষ্ণোর্ঘটয়িষ্যতি কঃ পুনঃ।
তংশ্রুত্বা তং মুনিঃ প্রাহ অচিন্ত্যমহিমা গুরুঃ ॥৩৩
কো বেদ তস্য চেষ্টাং বৈ সর্ব্বলোকোত্তরাং নৃপ
স্রষ্টা যো জগতাং তস্যাপ্যেষা সংশয়গোচরা ॥৩৪
বিচারয়ন্তৌ তাবিত্থং যাবন্নারদপার্থিবৌ।
অশরীরাং ততো বাণীং শুশ্রুবে চান্তরীক্ষতঃ ॥৩৫
তত্র বিস্ময়মানানাং সর্ব্বেষামেব শৃণ্বতাম্।
অপৌরুষেয়ো ভগবান্ বিচারপথমাস্থিতঃ ॥ ৩৬
সুগুপ্তায়াং মহাবেদ্যাং স্বয়ং সোঽবতরিষ্যতি।
প্রচ্ছাদ্যতাং দিনান্যেব* যাবৎ পঞ্চদশানি বৈ ॥৩৭

করিয়া মহাবেদীর উপরি স্থাপিত করিলেন। অতঃপর নরপতি নারদের বাক্যানুসারে উহাঁকে পূজা করিলেন। ১৯—৩১

পূজাপরিশেষে মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এইক্ষণে বিষ্ণুর প্রতিমা কি প্রকারে বিনির্ম্মিত হইবে। ৩২

কোন্ ব্যক্তিই বা উহাঁর গঠনকার্য্য সম্পন্ন করিবেন? মুনিপুঙ্গব ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপতিকে বলিতে লাগিলেন যে, সেই চরাচর গুরুর মহিমা অচিন্তনীয়; উহাঁর সর্ব্ব লোকাতীত চেষ্টা, কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে? যিনি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের স্রষ্টা, তাঁহারও উহাতে সংশয় উপস্থিত হয়। ৩৩।৩৪

কোন্ ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকার প্রতিমা বিনির্ম্মিত হইলে ভগবানের সন্তোষ জন্মিবে, নারদ ও নরপতি এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে অশরীরী বাণী শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়ায় তত্রস্থ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন

এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, "সেই অপৌরুষেয় ভগবান্ স্বয়ংই স্বীয় প্রতিমূর্ত্তির

ন্যষাং।

উপস্থিতোঽয়ং যো বৃদ্ধঃ শস্ত্রপাণিস্তু বার্দ্ধকিঃ।
এনমন্তঃ প্রবিশ্যৈব দ্বারং বধ্নন্তু যত্নতঃ ॥ ৩৮
বহির্বাদ্যানি কুর্ব্বন্তু যাবত্তদ্ঘটনা (১) ভবেৎ।
শ্রুতো হি ঘটনাশব্দো বাধির্য্যান্ধত্বদায়কঃ ॥৩৯(২)
নরকে বসতিশ্চৈব কুর্য্যাৎ সন্তাননাশনম্‌।
নান্তঃপ্রবেশনং কুর্য্যাৎ ন পশ্যেচ্চ কদাচন ॥৪০
নিযুক্তান্যঃ(৩) প্রপশ্যেচ্চেদ্রাজ্ঞো রাষ্ট্রস্য চৈব হি।
দ্রষ্টুশ্চাপি মহাভীতিরন্ধতা চ যুগে যুগে ॥ ৪১
তস্মান্নাবেক্ষনং কার্য্যং যাবৎ প্রতিমনির্বৃতিঃ। (৩)
নির্ব্যূঢ়স্তু স্বয়ং দেবঃ কৃত্যং তেঽত্র বদিষ্যতি ॥৪২
যদ্যৎ কার্য্যং প্রযত্নেন সর্ব্বলোকসুখাবহম্‌।
তচ্ছ্রুত্বা নারদাদ্যাস্তে যথোক্তং বিষ্ণুনা স্বয়ম্‌
চিকীর্ষন্তি তথা কর্ত্তুং তত্রায়াতস্তু বার্দ্ধকিঃ ॥৪৩
প্রোবাচ নৃপতিং সোঽথ স্বপ্নে দৃষ্টাস্তু যাস্ত্বয়া।
তা এবাহং ঘটিষ্যামি দারুণা দিব্যরূপিণা ॥৪৪
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে বেদ্যাং বৃদ্ধবার্দ্ধকিরূপধৃক্‌।
বঞ্চনার্থং মনুষ্যাণাং সাক্ষান্নারায়ণো বিভুঃ ॥ ৪৫
ইতি উৎকলখণ্ডে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

বিষয় বিচার করত আবরণেতে গুপ্ত মহাবেদীতে অবতীর্ণ হইলেন। তোমরা পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত বেদীগৃহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখ। এই যে শস্ত্রহস্ত বৃদ্ধ পুরুষ উপস্থিত দেখিতেছ উহাঁকে এই গৃহের মধ্যে প্রবেশিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক উহার দ্বার বন্ধন করিবে। যাবৎকাল এই ঘটনাকার্য্য নিষ্পন্ন না হইবে, তাবৎপর্য্যন্ত উহার বহির্ভাগে নানাবিধ বাদ্যোদ্যম করিতে থাক।

যে হেতু এই ঘটনাশব্দ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলে বধিরতা, অন্ধত্ব, নিরয়বাস ও অপত্যনাশ হয়। অতএব কদাপি ঘটনা-গৃহের অন্তর্ভাগে প্রবেশ করিবে না ও ঘটনক্রিয়াও দেখিবে না। যদি ঐ কার্য্য নিযুক্তব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ দর্শন করেন, তাহাহইলে কি রজা. কি রাষ্ট্র সকলেরই মহাভয় উপস্থিত হইবে, বিশেষতঃ দর্শনকারী ব্যক্তি যুগে যুগেই অন্ধতার বশীভূত হইবেন। ৩৫—৪১

অতএব যাবৎ এই প্রতিমূর্ত্তিনির্ম্মাণ সম্পন্ন না হইবে, তাবৎকাল কোনক্রমেই উহা অবেক্ষণ করিবে না।

হে নরপতে! স্বয়ং সনাতন দেবই তোমাকে যে যে কর্ত্তব্য উপদেশ করিবেন, তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বলোকসুখকর সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে।

নারদ প্রভৃতি ইহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং বিষ্ণু যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই বৃদ্ধপুরুষরূপধারী তথায় উপস্থিত হইয়া নরপতিকে কহিলেন যে, হে রাজন্‌! আপনি স্বপ্নযোগে যে সকল মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, দিব্যরূপ দারু দ্বারা আমি তাহাই প্রস্তুত করিয়া দিব। ৪২—৪৪

মনুষ্যদিগের বঞ্চনা-নিমিত্ত বৃদ্ধপুরুষরূপী স্বয়ং নারায়ণ এই কথা বলিয়া বেদী-মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। ৪৫

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

জৈমিনিরুবাচ।
ততঃ স পৃথিবীপালস্তথা কৃত্বান্তরীক্ষগা।
যদুবাচ গিরাং দেবী তত্তৎপরিচচার চ ॥ ১
এবং দিনে দিনে যাতে দিব্যগন্ধোঽনুভূয়তে
পরিজাতপ্রসূনানাং বৃষ্টির্মর্ত্ত্যেষু দুর্ল্লভা ॥ ২

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর সেই ভূপতি প্রতিমা-নির্ম্মাণের গৃহদ্বার আবদ্ধ করিয়া আকাশগামিনী বাগ্দেবী যে রূপ কর্ত্তব্যোপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। ১

এই প্রকারে কিয়দ্দিন অতীত হইলে এক অপূর্ব্ব (দিব্য) গন্ধের অনুভব হইতে লাগিল ও মনুষ্যের দুর্লভ পারিজাতকুসুমবৃষ্টি

(১) যাবত্তু। (২) নির্ম্মিতিঃ (৩) নিযুক্তাদন্য।

দিব্যসংগীতনাদশ্চ গীতানি রুচিরাণি চ।
স্বর্গঙ্গাজলবৃষ্টিশ্চ সূক্ষ্মবিন্দুসুশোভনা ॥ ৩
ঐরাবতাদিনাগানাং মদগন্ধো মদদ্বিপৈঃ।
দুঃসহঃ সর্ব্বলোকানাং সুখকার্য্যোঽনুভূয়তে ॥ ৪
যজ্ঞার্থমাগতা দেবাস্তে সর্ব্বে বিগতজ্বরাঃ।
আবির্ভূতং হরিং দৃষ্ট্বা উপাসাঞ্চক্রিরে দ্বিজাঃ ॥৫
যথাহি মাধবং পূর্ব্বং তথা তং বিষ্ণুশাখিনম্।
উপাসনাসু দেবানাং দিব্যচিহ্নানি জজ্ঞিরে ॥ ৬
নির্ব্বাহ স্বয়ং দেবঃ ক্রমাৎ পঞ্চদশে দিনে।
চতুর্মূর্ত্তিঃ স ভগবান্ যথা পূর্ব্বং ময়োদিতঃ ॥ ৭
তাদৃগাবির্বভূবাসৌ যুষ্মাকং বর্ণিতঃ পুরা।
দিব্যসিংহাসনগতো ভদ্রাবলসুদর্শ নৈ
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-লক্ষবাহুর্জনার্দ্দনঃ।
গদামুষলচক্রাব্জং ধারয়ন্ পন্নগাকৃতিঃ ॥ ৯
ছত্রাকৃতিফণাসপ্ত-মুকুটোজ্জ্বলকুণ্ডলঃ।
সুভদ্রা চারুবদনা বরাব্জাভয়ধারিণী ॥ ১০
লক্ষ্মীঃ প্রাদুর্বভূবেয়ং সর্ব্বচৈতন্যরূপিণী।
ইয়ং কৃষ্ণাবতারে হি রোহিণীগর্ভসম্ভবা ॥ ১১
বলভদ্রাকৃতির্জ্জাতা বলরূপস্য চিন্তনাৎ।
ক্ষণং ন সহতে সা হি মোক্তুং নীলাবতারিণম্ ॥
ন ভেদস্তুস্তি কো বিপ্রাঃ কৃষ্ণস্য চ বলস্য চ।
একগর্ভপ্রসূতত্বাদ্ব্যবহারোঽথ লৌকিকঃ ॥ ১৩
ভগিনী বলদেবস্য হ্যেষা পৌরাণিকী কথা।
পুংরূপেণ স্ত্রীরূপেণ লক্ষ্মীঃ সর্ব্বত্র তিষ্ঠতি ॥ ১৪
পুংনাম্না ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীনাম্না কমলালয়া।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদৌ বিদ্যতে নৈতয়োঃ পরম্ ॥ ১৫

হইল। এবং স্বর্গীয় সংগীত ও অন্যান্য মনোহর গীতধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল; সুর-দীর্ঘিকা হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুরূপে সুরুচির বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। ২। ৩

ঐরাবতাদি গজসমূহের ও মত্তহস্তি-নিচয়ের মদগন্ধ দুঃসহ হইলেও সুখানুভব হইতে লাগিল। ৪

হে দ্বিজগণ! ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞোপলক্ষে যে সকল অমরগণ সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই হরিদেব আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া মনোজ্বর বিদূরিত করতঃ উপাসনা করিতে লাগিলেন। ৫

তাঁহারা ইত্যগ্রে সেই নীলমণি মাধবকে যে প্রকারে উপাসনা করিতেন, এখনও এই বিষ্ণু-বিটপিকে তদনুরূপেই অর্চ্চনাদি করিলেন। দেবগণের এই উপাসনাতে দিব্য চিহ্ন সকলের সুস্পষ্ট জ্ঞান হইতে লাগিল। ৬

ক্রমে ক্রমে পঞ্চদশ দিবস সমাগত হইলে আমি যে রূপ পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেইরূপে জগন্নাথ দেব স্বয়ংই (বার্দ্ধকিরূপে) স্বীয় মূর্ত্তি নির্ব্বাহ করিলেন। আমি যে প্রকারে তোমাদিগের নিকট বর্ণন করিয়াছি, এইক্ষণেও তাদৃক্প্রকারে সেই জনার্দ্দন বলরাম, সুভদ্রা ও চক্রের সহিত দিব্য সিংহাসনে আবির্ভূত হইলেন। জনার্দ্দনের শঙ্খচক্রগদাপদ্মের চিহ্ন হস্তে বিরাজিত রহিয়াছে। অনন্তদেব গদা, মুষল, চক্র, ও বজ্রচিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন। উঁহার সপ্ত ফণা ছত্রের আকৃতি ধারণ করিয়া তদুপরি বিন্যস্ত মুকুট ও উজ্জ্বল কুণ্ডলাভরণে শোভা পাইতেছে।

আর চারুবদনা সুভদ্রা দেবী এক হস্তে বর-পদ্ম ও হস্তান্তরে অভয় ধারণ করিয়াছেন। ইনিই সেই চৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মী মূর্ত্ত্যন্তরে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন। ইনিই কৃষ্ণাবতারে রোহিণী গর্ভে বলরূপ চিন্তা করণ জন্য বলভদ্রার আকারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইনিই এই নীলাবতারি-বিষ্ণুকে ক্ষণেক কালের জন্যও পরিত্যাগ করিতে সমর্থা হন না। হে বিপ্রগণ! এই কৃষ্ণেতে ও বলদেবে কোনই প্রভেদ নাই। এক গর্ভে উৎপত্তি বলিয়া লৌকিক ব্যবহারে সুভদ্রা বলদেবের ভগিনী, ফলে পুরাণাদিতে ঐ রূপ বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রী রূপে লক্ষ্মী সর্ব্বত্র থাকেন। পুরুষ নামে ভগবান্ বিষ্ণুকে ও স্ত্রী নামে কমলালয়া লক্ষ্মীকে বুঝিতে হইবে। কি দেবগণ, কি তির্য্যগ্ জাতি, কি মনুষ্য, সকল প্রাণি-মধ্যে ঐ দেব দেবী ভিন্ন অন্য কিছুই বিদ্যমান নাই। ৭—১৫

কো হ্যন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষাদ্ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ধারয়েত্তু ফণাগ্রেণ সোঽনন্তো বলসংজ্ঞিতঃ ॥১৬
তস্য শক্তিস্বরূপেয়ং ভগিনী স্ত্রীপ্রবর্ত্তিকা।
সুদর্শনন্তু যচ্চক্রং সদা বিষ্ণুকরে স্থিতম্ ॥ ১৭
শাখাগ্রস্তম্ভমধ্যস্থং তদ্রূপন্তু তুরীয়কম্।
এবন্তু মূর্ত্তয়স্তেন চতস্রো বৈ প্রকাশিতাঃ ॥ ১৮
নিবৃত্তে ভগবদ্রূপে চতুর্দ্ধা দিব্যরূপিণি।
লোকানামুপকারায় পুনরাহান্তরীক্ষগা ॥ ১৯
পটৈরাচ্ছাদ্য সুদৃঢ়ং নৃপতে প্রতিমাস্ত্বিমাঃ।
স্বং স্বং বর্ণং প্রাপয়াশু বর্ণ কৈশ্চিত্রকর্ম্মণা ॥২০
নীলাভ্রশ্যামলং বিষ্ণুং শঙ্খেন্দুধবলং বলম্।
রক্তং সুদর্শনং চক্রং সুভদ্রাং কুঙ্কুমারুণাম্ ॥২১
নানালঙ্কাররুচিরাং নানা ভঙ্গিবিভাগশঃ।

(ইহাঁদের ক্ষমতার বিষয় কি বর্ণন করিব ?) এই পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি চতুর্দ্দশ ভুবনপরম্পরা ফণার অগ্রভাগে ধারণ করিতে সমর্থ হন ? সেই ভুবনশ্রেণীর ভারধারী অনন্তদেবই এই বলদেব নামে অভিহিত হইতেছেন। ১৬

এই সুভদ্রা ভগিনী তাঁহার শক্তিরূপিণী। তিনি শ্রী-প্রদায়িনী, আর সুদর্শন নামে চক্র উল্লিখিত শাখার অগ্রস্তম্ভমধ্যস্থিত হইয়া বিষ্ণুহস্তে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার সেই চতুর্থরূপ

এই প্রকারে সেই ভগবান্ স্বয়ং মূর্ত্তিচতুষ্টয় প্রকাশিত করেন। ১৭। ১৮

এই উত্তম ভগবদ্রূপ চতুঃপ্রকারে সম্পাদিত হইলে, লোকদিগের উপকারার্থ সেই আকাশবাণী পুনরায় বলিলেন। ১৯

হে নরপতে! এই প্রতিমা গুলি পটবস্ত্রনিচয়ে দৃঢ় আবৃত করিয়া চিত্রকর্ম্মের দ্বারা স্ব স্ব বর্ণে রঞ্জিত কর। ২০

বিষ্ণুকে নীলমেঘসদৃশ শ্যামল, বলদেবকে শঙ্খ বা শুভ্রাংশুপ্রতিম ধবল, সুদর্শন চক্রকে রক্ত ও সুভদ্রা দেবীকে কুঙ্কুমসম অরুণবর্ণা এবং নানা প্রকার ভঙ্গিবিভাগে বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা পরিশোভিতা কর।

অমূর্দারুস্বরূপেণ দৃষ্টাঃ স্যুঃ পাপহেতবঃ॥
গোপনীয়াঃ প্রযত্নেন পট্টনির্য্যাসবন্ধনৈঃ।
তস্মাৎ প্রথমমেবৈতাংস্তরোরেবাস্য বল্কলৈঃ ॥২৩
শিল্পিভিঃ কর্ম্মকুশলৈর্দৃঢ়মাচ্ছাদয়াগ্রতঃ।
বর্ষে বর্ষে চ সংস্কার্য্যাঃ পূর্ব্বসংস্কারমোচনাৎ ২৪
ঋতে বন্ধনলেপং তু স তু দিব্যাশ্চিরন্তনঃ।
প্রমাদাৎ যদি তৎ লেপমপনীয়েত কশ্চন ॥২৫
বীক্ষ্যতে তস্য নরকে চিরং বাসঃ প্রজায়তে।
দুর্ভিক্ষং মরকং রাজ্যে সন্ততিশ্চাস্য হীয়তে ॥২৬
নেক্ষিতব্যা ত্বয়া রাজন্ কদাচিদপবারণা।
মনুষ্যৈশ্চাপি রাজেন্দ্র দৃষ্টাঃ স্যুর্ভয়হেতবঃ।
তস্মাৎ সুচিত্রা দ্রষ্টব্যা বহুলেপবিলেপিতাঃ ॥ ২৭
সুচিত্রং পুণ্ডরীকাক্ষ সুবিলাসং সুবিভ্রমম্।

যে হেতু এই প্রতিমাগুলি দারুরূপে দৃষ্ট হইলে পাপের কারণ হইয়া উঠে, অতএব যত্নাতিশয়সহকারে পট্ট ও নির্য্যাস দ্বারা সর্ব্বাবয়ব বদ্ধ করিয়া গোপন করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ কর্ম্মকুশল শিল্পিগণ দ্বারা দৃঢ়রূপে ইহাঁদের গাত্রাচ্ছাদন কর, এবং প্রতি বৎসরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার মোচন করিয়া নূতন নূতন অঙ্গ-সংস্করণ করা কর্ত্তব্য। ২১—২৪

বন্ধন ও গাত্র-লেপ ব্যতিরেকে সেই দিব্য মূর্ত্তি চিরন্তন বলিতে হইবে। যদি কোন জন প্রমাদ বশতঃ সেই প্রতিমার গাত্রলেপ অপনীত করে, কিংবা তদবস্থায় দর্শন করে. তাহা হইলে তাহাকে চিরকালই নরকে বাস করিতে হয়; রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ ও মরকপীড়া উপস্থিত হয়, এবং তাহার সন্তানসন্ততি বিনষ্ট হইয়া যায়। ২৫। ২৬

হে রাজন্! কদাপি আপনি ঐ মূর্ত্তিচতুষ্টয়কে আবরণশূন্য করিয়া দর্শন করিবেন না। মনুষ্যেরাও এতদবস্থায় দর্শন করিলে মহাভয়গ্রস্ত হইবেন, এজন্য বহুতর লেপে বিলেপিত ও উৎকৃষ্ট চিত্রিত মূর্ত্তিই দেখা কর্ত্তব্য। ২৭

ঐ পুণ্ডরীকাক্ষ, সুচিত্র ও সুন্দরবিলাস-

দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে পাপৈঃকল্পকোটিসমুদ্ভবৈঃ॥ ২৮
সুচিত্রান্ কুরু রাজেন্দ্র চিত্রান্ কামানবাপ্স্যসি।
আবির্ব্বভূব ভগবাংস্তবানুগ্রহকাম্যয়া॥ ২৯
তব প্রসাদাজ্জন্তু, নাং চতুর্ব্বর্গং প্রদাস্যতি।
নীলাদ্রৌ কল্পবৃক্ষস্য বায়ব্যাং শতহস্ততঃ॥ ৩০
প্রদেশে তু মহৎ স্থানে প্রাসাদ সুদৃঢ়ায়তম্।
উত্তরে নরসিংহস্য সহস্রকরমুচ্ছ্রিতম্॥ ৩১
কারয়িত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য তত্রৈনং বিনিবেশয়।
পুরা স্থিতং পর্ব্বতেঽস্মিন্ যোঽভ্যর্চ্চয়তি মাধবম্।
নাম্না বিশ্বাবসুর্নাম শবরো বৈষ্ণবোত্তমঃ।
পুরোধসঃ সখ্যমাসীত্তেন সার্দ্ধং পুরা চ তে॥৩৩
তয়োঃ সন্ততিরেবাস্য লেপসংস্কারকর্ম্মণি।
নিযুজ্যতাং মহারাজ ভবিষ্যোৎসবেষু চ॥ ৩৪

বিররামৈতদাভাষ্য সা তু দিব্যা সরস্বতী।
তয়োপদিষ্টমাকর্ণ্য প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৩৫
বেষ্টনং মোচয়ামাস মহাবেদ্যাং নৃপোত্তমঃ।
দদৃশুস্তে তদা সর্ব্বে রত্নসিংহাসনস্থিতম্॥ ৩৬
রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ বাসুদেবং সুদর্শনম্।
যথোপদিষ্টলেপাদিসংস্কারৈ রুচিরাকৃতিম্॥ ৩৭
কৃপয়া স্মেরবদনমুন্নতায়তবক্ষসম্।
দীনানামুদ্ধৃতৌ নাথং প্রলম্বভুজপঞ্জরম্॥ ৩৮
প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং হাসশোণায়িতাধরম্।
পশ্যতাং দৃষ্টিমাত্রেণ হরন্তং পাপসঞ্চয়ম্॥ ৩৯
পদ্মাসনস্থিতং কৃষ্ণং দিব্যালঙ্কারভূষিতম্।
স্বতেজসা পরিবৃতং দারুদেহেঽপি নির্ম্মলম্॥৪০
নীলজীমূতসঙ্কাশং সর্ব্বসন্তাপনাশনম্।

বিভ্রমান্বিত অবস্থায় দৃষ্ট হইলে, কল্প-কোটি-সমুৎপন্ন পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। ২৮

হে রাজেন্দ্র! আপনি ইহাদিগের সুচিত্রিত করুন, তাহাতেই বিচিত্র কামনা সফল হইবে। ভগবান্ তোমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন। এবং তোমার প্রসাদে জন্তুদিগকেও চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিবেন।

এইক্ষণে, নীল পর্ব্বতের উপরিভাগে যে কল্পবৃক্ষ আছে, তাহার বায়ুকোণে এক শত হস্ত দূরে প্রতিষ্ঠিত নরসিংহদেবের উত্তর অংশে প্রশস্ত দেশে যে বিস্তীর্ণ স্থান আছে, ঐ স্থলে সহস্র হস্ত উন্নত ও তদনুরূপ আয়ত এক সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করত তাহাতে এই দেবকে স্থাপন কর।

হে নৃপ! পূর্ব্বকালে এই পর্ব্বতে বিশ্বাবসু নামে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য যে এক শবর এই মাধবকে নিত্য অর্চ্চনা করিত, তাহার সহিত ত্বদীয় পুরোহিত বিদ্যাপতির বন্ধুত্ব জন্মিয়া ছিল। ২৯—৩৩।

ঐ ব্যক্তি-দ্বয়ের বংশোৎপন্ন ব্যক্তিকে এই প্রতিমাগুলির লেপ-সংস্কার-কর্ম্মে ও ভবিষ্যৎ যজ্ঞীয় উৎসবকার্য্যে নিযুক্ত কর। ৩৪

সেই দিব্য বাণী এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। নৃপবর তাঁহার এই উপদেশ আকর্ণন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মহাবেদীতে গমন করত প্রতিমূর্ত্তি-চতুষ্টয়ের বেষ্টন উন্মোচন করিলেন।

তখন সকলেই দেখিলেন যে, রত্নসিংহাসনের উপরিভাগে বলরাম, জগন্নাথ, সুভদ্রাদেবী ও বাসুদেবের চক্র স্থিত আছেন।

আকাশবাণী যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদ্রূপ লেপসংস্কারাদি দ্বারা উহাঁদের আকৃতি অতি মনোহারিণী হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল উন্নত। কৃপান্বিত হইয়া বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্য ধারণ করিয়াছে।

নাথের ভুজপঞ্জর যেন দীনগণের উদ্ধারসাধনার্থই লম্বমান হইয়াছে, তাঁহার নয়নদ্বয় প্রফুল্ল শ্বেতপদ্মের শোভা হরণ করিতেছে। অধরযুগল হাস্যরাগে রক্তিম হইয়াছে।

ইনি দর্শকবৃন্দের পাপসমূহ হরণ করিয়া থাকেন। ইহাঁর এই দেহ দারুময় হইলেও পদ্মাসনে উপবিষ্ট ও দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া স্বকীয় নির্ম্মল তেজঃপুঞ্জে পরিবৃত হইয়াছেন। ইহাঁর দেহ-শোভা নীলমেঘের ন্যায় মনোহারিণী, ইনি জীববৃন্দের সকল সন্তাপ

দদর্শ বলদেবঞ্চ সাট্টহাসং মুখাম্বুজম্ ॥ ৪১
ফণামণ্ডলবিস্তীর্ণং বারুণীঘূর্ণিতেক্ষণম্ ।
প্রোত্থিতং নাগরাজানং পীনোন্নতসুবক্ষসম্ ॥৪২
কিঞ্চিন্নতং পৃষ্ঠদেশে কুণ্ডলীকৃতবিগ্রহম্ ৪৩
(অগ্রসংফুল্লককুভং কৈলাসশিখরং যথা)।
হলচক্রাব্জমুষল-ধারিণং বনমালিনম্ ।
হারকুণ্ডলকেয়ূরকিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ৪৪
তয়োর্মধ্যস্থিতাং লক্ষ্মীং সুভদ্রাং ভদ্ররূপিণীম্ ॥*
বিকচাম্ভোজবদনাং বরাব্জাভয়ধারিণীম্ । (১)
কুঙ্কুমারুণদেহাং তাং সাক্ষাল্লক্ষ্মীমিবাপরাম্ ॥৪৬
দদর্শ বিষ্ণোর্বামস্থং চক্রং(২) শাখাগ্রনির্ম্মিতম্ ।
বালার্কসদৃশং তীক্ষ্ণধারাং তেজোময়ং দ্বিজাঃ।(৩)

বিদূরিত করিয়া* থাকেন। বলদেবকে দেখিলেন, যে মুখপদ্ম অট্টহাসপরিশোভিত, এবং ফণাসমূহে ছত্রিত, বারুণীসেবন জন্য নয়নগুলি ঘূর্ণিত, এবং তিনি উত্থিত ও নাগের শ্রেষ্ঠ, তাঁহার বক্ষঃস্থল কোমল ও উন্নত, পৃষ্ঠদেশ কিঞ্চিৎ অবনত এবং দেহের অপরভাগ কুণ্ডলীকৃত। তিনি হল, চক্র, পদ্ম ও মুষল এবং গলদেশে বনমালা ধারণ করিয়া আছেন। হার, কুণ্ডল, কেয়ূর, কিরীট ও মুকুটালঙ্কারে দেহের শোভা উজ্জ্বল হইতেছে। ৩৫—৫৬

এই কৃষ্ণ ও বলদেবের (উভয়ের) মধ্যভাগে ভদ্ররূপিণী লক্ষ্মী (সুভদ্রা) অবস্থান করিতেছেন, ইহাঁর বদনমণ্ডল বিকসিত সরোজের ন্যায়, হস্তদ্বয়ে বর, পদ্ম ও অভয় ধারণ করিতেছেন। দেহ-শোভা কুঙ্কুমরাগ সদৃশ রক্তিমা, সাক্ষাৎ অপরা লক্ষ্মী বলিয়া ইহাঁকে বোধ হয়। ৪৬

হে দ্বিজগণ! তিনি বিষ্ণুর বাম পার্শ্বে

তাং দৃষ্ট্বানন্দপাথোধি-নিমগ্নঃ পৃথিবীপতিঃ ।
কর্ত্তব্যমূঢ়ঃ স্বতনৌ স্বয়ং ন প্রবভূব হ ॥ ৪৮
দরমীলিতনেত্রঃ সন্ সৃজন্ বাষ্পাম্বুকেবলম্ ।
কৃতাঞ্জলিপুটস্তস্থৌ স্থূলাকারো নৃপত্তমঃ ॥
উবাচ তং মুনিবরঃ স্মিতবক্ত্রঃ ক্ষিতীশ্বরম্ ॥ ৪৯

নারদ উবাচ।

যদর্থং শ্রমমাপন্নস্তৎ সাম্প্রতমভূৎ তব ।
প্রত্যক্ষং নৃপশার্দ্দূল একস্ত্বং ভাগ্যবান্ ভুবি ॥৫০
অমুং পশ্য জগন্নাথং পুণ্ডরীকায়তেক্ষণম্ ।
ভক্তানুগ্রহপাথোধিং সর্ব্বজ্ঞাননিধিং হরিম্ ॥৫১
যং দ্রষ্টুং যোগিনো নিত্যং যতন্তি যতমানসাঃ ।*

শাখাগ্র নির্ম্মিত নবোদিত সূর্য্যপ্রায় তেজোময় ও তীক্ষ্ণকায় চক্র দর্শন করিলেন।

নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় ভাগ্যপ্রকাশক এই সকল দিব্যমূর্ত্তি দর্শনান্তেই এককালে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এমন কি এতাধিক কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন যে, আপন শরীরের উপরেও আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিলেন না। ৪৭।৪৮

কেবল ঈষৎ নিমীলিতনেত্রে অবিরাম আনন্দবাষ্প পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিশ্চলভাবে সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৯

অনন্তর মুনিবর নারদ সহাস্য-বদনে ক্ষিতিপালকে কহিলেন, হে নৃপশার্দ্দূল! আপনি যে নিমিত্ত এই শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন, এইক্ষণে তাহা আপনার প্রত্যক্ষ হইল; অতএব আপনিই এই পৃথিবী মধ্যে একমাত্র ভাগ্যধর। ৫০

জগন্নাথকে দর্শন কর। উহাঁর নয়ন শ্বেতপদ্ম-সদৃশ এবং আকর্ণআয়ত। উনি ভক্তগণের প্রতি দয়ার সাগর; এই হরি সমুদায় জ্ঞানের সমুদ্র। ৫১

যাঁহাকে দর্শনার্থ যোগিগণ সংযতান্তঃ-

* সর্ব্বদেবারণীং পাপসাগোরোত্তারকারিণীম্ ইত্যধিকঃ ক্বচিৎপাঠঃ

(১) রূপলাবণ্যবসতিং শোভমানাং প্রসাধনৈঃ ।
(২) বামস্থাং চক্রশাখাগ্রনির্ম্মিতাম্ ।
(৩)বালার্কসদৃশীং তীক্ষ্ণধারাং তেজময়ীং দ্বিজাঃ॥ পাঠান্তরম্।

* অবধানেন মহতা ক্ষণং পশ্যন্তি মানবাঃ ॥ অধিকঃ পাঠঃ ।

সোঽয়ং দারুময়ং দেহং সমাস্থায় জনার্দ্দনঃ।
অনুগ্রহীতুং ত্বাং ভূপ প্রত্যক্ষত্বমুপাগতঃ॥ ৫২
তদেনং * ধরণীনাথ স্তুহি কারুণ্যসাগরম্।
দদাতি সংস্তুতঃ কামান্ সর্ব্বান্ নৃপ মনোগতান্
ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

——

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইত্থং প্রবোধিতস্তেন নারদেন ক্ষিতীশ্বরঃ।
তুষ্টাব জগতাং নাথং বচোভিঃ করুণান্বিতম্।
ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।
ত্বদঙ্ঘ্রিপাথোজযুগং মুরারে-
র্নোপাসিতং জন্মসু পূর্ব্বজেষু।
তৎকর্ম্মণা দারুণপাকভীতং
দীনং পরিত্রাহি কৃপাম্বুধে মাম্। ২

ক নির্ম্মলং ত্বচ্চরণাব্জযুগ্মং
বিরিঞ্চিরুদ্রেন্দ্রকিরীটমগ্নম্।
ক্বাহং কুদীনঃ শকৃদস্রমাংস-
মূত্রাস্থিসংঘৈঃ পিহিতস্ত্বচা বৈ॥ ৩
অসারসংসারপরিভ্রমেণ
শ্রমাতুরস্ত্বাং কথমীশ জানে।
জানন্তি তে ত্বাং খলু দেবদেব
যেষাং ভবো দুঃখভবপ্রকাশঃ॥ ৪
প্রভো ময়া দুঃখমনেকজন্ম-
পাপার্জ্জিতং ভুক্তমনেকভাবম্।
শুভার্জ্জিতো যঃ সুখলেশভাবো
নিদর্শনং যৎমধুপৃক্ততিক্তে॥ ৫
যদেব সৌখ্যানুভবায় দেব
কর্ম্মার্জ্জিতো মে বিষয়োপভোগঃ।
সএব দুঃখং পরিণামতো মে
ন মদ্বিধো দুঃখিজনোঽস্তি চান্যঃ॥ ৬

করণে নিত্য যত্ন করিতেছেন, সেই জনার্দ্দন দারুময় দেহ অবলম্বন করিয়া তোমাকেই অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত দর্শন দিয় ছেন। ৫২

অতএব হে ধরণীনাথ! এই কারুণ্য-সাগরকে স্তব কর, ইনি স্তবাদি দ্বারা উপাসিত হইলে সকল মনোগত কামনাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ৫৩

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

জৈমিনি কহিতেছেন, ক্ষিতপতি নারদ কর্তৃক এই প্রকারে প্রবোধিত হইয়া স্তুতিবাক্য দ্বারা সেই করুণাময় জগন্নাথের স্তব করিতে লাগিলেন। ১

(ইন্দ্রদ্যুম্ন স্তব করিতেছেন) হে মুরারে! আমি যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আপনার ঐ চরণ-পদ্মযুগলের উপাসনা করি নাই, এইক্ষণে সেই কর্ম্মফলে আমি দীন ও নিদারুণ দুর্ব্বিপাকভয়ে ভীত হইয়াছি, অতএব হে কৃপাম্বুধে! আমাকে পরিত্রাণ করুন। ২

ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রের কিরীটস্পর্শী ভবদীয় নির্ম্মল পাদপদ্মই বা কোথায়! এবং বিমূত্ররক্ত মাংস-ত্বগস্থিময় অতিদীন আমিই বা কোথায়? অর্থাৎ মাদৃশ হতভাগ্যের পক্ষে আপনার পাদ-পদ্ম অতি দুর্লভ। হে ঈশ্বর! আমি অসার-সংসারে ভ্রমণ করিয়াই শ্রান্ত হইয়াছি। এই ক্লেশই সহিতে পারিতেছি না। আমি আপ-নাকে কিরূপে জানিব; আপনাকে জানিতে হইলে অগ্রে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, আমি তাহা কিরূপে পারিব। যাহারা সংসারের দুঃখরাশি সহ্য করিতে সক্ষম, কিছুতেই শ্রান্তি-বোধ করে না, হে দেবদেব! তাদৃশ কঠোর অধ্যবসায়শালী ব্যক্তিগণই আপনাকে (আপ-নার স্বরূপ) জানিতে সক্ষম। প্রভো! আমি অনেক জন্মার্জ্জিত পাপে অনেকপ্রকার দুঃখ ভোগ করিয়াছি; মধুযুক্ত তিক্তে মধুর আস্বা-দের ন্যায়, জন্মান্তরীণ শুভকর্ম্মফলে যাহা কিছু সুখানুভব করিয়াছি; হে দেব! সুখভোগের জন্য প্রাক্তন যাহা কিছু পুণ্য ছিল, উৎকট পাপের ফলে তৎসমস্তই আমার পক্ষে পরি-ণামে দুঃখময় হইয়াছে। আমার ন্যায় দুঃখী

---

* ভজৈনং।

বিভো যদি ত্বাং মনসাপি পূর্ব্ব-
মুপাস্তমন্থদ্বিষয়েক্ষণোঽহম্।
কথং তদা লপ্স্যমনেকজন্ম
পুনঃপুনর্ভোগ্যমশেষদুঃখম্॥ ৭
বিভুত্বদাসত্বপিতৃত্বপুত্র-
প্রিয়ত্বমাতৃত্বধনিত্বভাবৈঃ।
বন্ধ্যাত্বহিংস্রত্বপতিত্বজায়া-
ভাবৈশ্চতির্য্যক্‌কৃত্বসুরাদিভাবৈঃ॥
নীচোর্দ্ধভাবং বহুশঃ সকৃদ্বা
ভবাঙ্গনেঽস্মিন্ লুঠাতানুভূতম্।
ন বা মুরারে তব পাদপদ্ম-
দূরীভবন্নেষ্টফলং হি চৈতৎ॥ ৯
কোষং বলং চৈতদশেষপৃথ্বী-
ধনৈর্ব্বৃতং যৌবনরূপরূপ্যঃ।
মনোঽনুকূলাঃ শতশস্ত্রিয়শ্চ
নিষ্কণ্টকং মে নৃপমণ্ডলঞ্চ॥ ১০
সাম্রাজ্যতা চাপি ভরো মহান্মে
ত্বং জ্ঞানহীনস্ত পশোরিবায়ম্।
ভারাবতারং কুরু মে কৃপাব্ধে
সদৈব তত্রোদিতখেদযোগঃ॥ ১১
দীনানুকম্পিন্ করিণো বিমুক্তিঃ
কৃতা বিভো ত্বৎস্মৃতিমাত্রকেণ।
ভ্রান্তং ঘটীযন্ত্রবদত্র নাথ
মাং ত্রাতুমর্হস্যনুকম্পিভাবাৎ॥ ১২
ন মে ত্বদন্যঃ খলু বন্ধুরত্র
প্রবাহবিভ্রষ্টতরুস্বভাবে।
পাপীয়সী বুদ্ধিরুপেতভাবা
স্নেহানুবন্ধা বিষয়েঽতিভেদ্যা॥ ১৩
অহর্নিশং মে তব পাদপদ্মা-
ন্নাপৈতু মৎপ্রার্থিতমেতদেব।
ত্বাং সচ্চিদানন্দসুপূর্ণসিন্ধুং
প্রাপ্তাস্ত যে জন্মসহস্রভাগ্যৈঃ॥ ১৪
কিং তে হি পশ্যন্তি লবৈকসৌখ্য-
মনেকদুঃখং বিষয়েন্দ্রজালম্।

আর নাই। প্রভো! অন্য বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া, মনে মনেও যদি আপনার উপাসনা করিতাম, তাহা হইলে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে কিংবা বহু জন্মলাভ করিতে হইত না। হে মুরারে! আমি এই সংসার-কাননে কখনও পিতা, কখনও পুত্র, কখনও প্রভু, কখনও দাস, কখন মাতা, কখন পতি, কখন জায়া, কখন বন্ধ্যা, কখন হিংস্র, কখন তির্য্যগ্ জাতি, কখনও বা দেবতা ইত্যাদি উচ্চ-নীচ নানাভাবে ভ্রমণ করত কতপ্রকার অবস্থা অনুভব করিয়াছি, কত কষ্ট পাইয়াছি, আপনার পাদপদ্ম হইতে দূরে থাকায় যে এতকাল কষ্ট পাইতেছি, তাহা একদিনের নিমিত্তও বুঝিতে পারি নাই; দেব! আমি আপনাকে জানি না, কেবল পশুর ন্যায় আমি এই সমস্ত কোষ, বল, সসাগরা পৃথিবী রাজ্য, রূপযৌবন, মনোনুকূলা শত শত পুরনারী ভোগ করিতেছি, এই নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য, আজ পশুর করগত; পশুর স্কন্ধে এ গুরুভার উচিত নহে, হে কৃপাসাগর! আপনি দয়া করিয়া ভারাবতরণ করুন, ইহাতে কেবল আমার কষ্টভোগ হইতেছে। হে বিভো! হে দীনদয়ালো! আমি আপনাকে স্মরণ করিয়াই হস্তীর বন্ধনমোচন করিয়া দিয়াছি। নাথ! আমি ঘটীযন্ত্রের ন্যায় কখন উপরিভাগে উত্থিত কখন বা অধস্তলে পতিত হইতেছি, দয়া করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। জলপ্রবাহপীড়িত পাদপের ন্যায় আমি সংসারস্রোতে ভাসমান; আপনি ভিন্ন আমার আর বন্ধু নাই; বিষয়ে আমার ঘোর অনুরাগ; সংসারবন্ধন বড়ই দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে, পাপীয়সী বুদ্ধি আবার সেই দিকেই আনুকূল্য করিতেছে। আপনার পাদপদ্মে কিছুতেই আসক্ত হইতেছে না, যাহাতে আমার এই পাপীয়সী বুদ্ধি সর্ব্বদা আপনার পাদপদ্মে লীন থাকে, কখনই তাহা হইতে বিচ্যুত না হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা। যাহারা সহস্রজন্মসঞ্চিত সৌভাগ্যবলে সচ্চিদানন্দসাগররূপী আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা সামান্য সুখকণাযুক্ত কেবল দুঃখময় বিষরূপ ইন্দ্রজালের দিকে দৃক্‌পাতই

ক্ব বন্ধনং কর্ম্মভিরিষ্টলেশ-
দুঃখাকরগ্রন্থিশতৈরভেদ্যম্ ॥ ১৫
অনন্তমাদ্যন্তবিহীনমেক-
মানন্দদং ত্বৎপদপঙ্কজং ক্ব।
মায়াম্বুধৌ তে মমতাভ্রমৌ চ
কুকর্ম্মনক্রান্বিতগর্ভমধ্যে ॥ ১৬
নিরাশ্রয়ং মে পতিতং বিলাস-
কটাক্ষপাতেন নয়াদ্য তীরম্।
স্বকার্য্যসংসাধনয়াশ্রিতানাং
সম্পাদনায়েষ্টবিধেরজস্রম্ ॥ ১৭
ভ্রাম্যন্তমাত্মীয়হিতং বিসৃজ্য
মাং ত্রাহি মূঢ়ং সহজানুকম্পিন্।
ক্ষুদ্রায় কার্য্যায় বহু ভ্রমন্ত-
মপ্রাপ্য মূলং পরমেশ্বরং ত্বাম্ ॥ ১৮
আয়াসপাত্রং পরমং সুদীনং
মাং ত্রাহি বিষ্ণো যগদেকবন্দ্য।
বেদান্তবেদ্যাব্যয় বিশ্বনাথ
ত্বমীশিষে হন্তুমঘৌঘরাশীন্ ॥ ১৯

তং ত্বাং পরিত্যজ্য সুখৈকহেতুং
ক্ষুদ্রাশয়ং মাং পরিপাহি বিষ্ণো।
প্রসুপ্ত এষোঽখিলভূতসঙ্ঘ-
শ্চতুর্ব্বিধো যৎকৃতমোহরাত্রৌ ॥ ২০
ত্বজ্জ্ঞানভানদ্যুমেত্য চাস্তে
প্রবোধ্যতে ত্বাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২১
ত্বমেক এবাখিললোককর্ত্তা
ফণাসহস্রৈঃ পরিণীতমূর্ত্তিঃ।
পর্য্যায়বৃত্ত্যা বলিনং বরিষ্ঠং
ত্বামীশিতারং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২২
যয়া সৃজস্যংসি জগন্তি নাথ
বক্ষঃসরোজাসনয়া স্বশক্ত্যা।
তাং ভদ্ররূপাং জগদাশ্রয়াং তে
দেবারণিং পাদযুগে নতোঽস্মি। ২৩
যদংশুজালপ্রতিবিম্বমেতৎ
ব্রহ্মাণ্ডজালং করসঙ্গি নাথ।

করে না, সুখের ভাগ যাহাতে অতি অল্প, কেবল দুঃখকর শতগ্রন্থিযুক্ত দুর্ভেদ্য ঈদৃশ কর্ম্মবন্ধনই বা কোথায়? কেবল আনন্দপ্রচুর অনাদি অনন্ত আপনার পাদপদ্মই বা কোথায়? আমি মমতারূপ আবর্ত্তযুক্ত কুকর্ম্মরূপ নক্রসঙ্কুল ভীষণ ভবদীয় মায়াসাগরে নিপতিত হইয়াছি; দেব! আমি আশ্রয়বিহীন, কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অদ্য আমাকে তীরে লইয়া চলুন। যাহারা স্বকার্য্য-সাধনের নিমিত্ত আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; নিজের হিতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, কেবল তাহাদেরই কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছি, হে স্বভাবদয়ালো! আমাকে রক্ষা করুন। হে পরমেশ্বর! আপনি উদ্ধারের মূলস্বরূপ, আমি আপনাকে না পাইয়া ক্ষুদ্র কার্য্যের নিমিত্ত ভ্রমণ করত বৃথা আয়াস পাইতেছি। হে জগতের এক বন্দনীয়! হে বিষ্ণো! আমি অতি দীন, আমাকে রক্ষা করুন। হে বেদান্তবেদ্য অব্যয় বিশ্বনাথ! আপনি পাপরাশি দূর করিতে সমর্থ, হে বিষ্ণো! আমি ক্ষুদ্রাশয়, তাই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া সামান্য ঐহিক সুখের আশয়ে ঘুরিতেছি। আমাকে রক্ষা করুন। এই চতুর্ব্বিধ নিখিল প্রাণিবর্গ আপনার কৃত মোহরাত্রিতে নিদ্রিত এবং আপনার স্বরূপ জ্ঞানরূপ সূর্য্যোদয় প্রাপ্ত হইলে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। ৩—২১

হে বলদেব! তুমিই এই অখিল লোক সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে, তোমার মূর্ত্তি সহস্রফণা দ্বারা ছত্রিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তুমি সকল বলবান্ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ; এই নিমিত্ত নাম পর্য্যায়ে বলদেব এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমিই ঈশ্বর, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। ২২

হে নাথ! আপনার যে স্বীয় শক্তি দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছ এবং যাহাকে নিজ হৃদয়পদ্ম আসনরূপে অর্পণ করিয়াছ, তিনি দেবগণের উৎপত্তিবিষয়ে অরণিস্বরূপ ও নিখিল জগতের আশ্রয়, আমি আপনার সেই (ভদ্ররূপা) সুভদ্রাদেবীর পাদপদ্ম প্রণাম করি। ২৩

সুদর্শনং দৈত্যবলস্য হর্ত্তৃ
চক্রাভিধং তং প্রণতঃ সুদর্শনম্॥ ২৪
জৈমিনিরুবাচ।
স্তুত্বেত্থং নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ সাষ্টাঙ্গং প্রণনাম সঃ।
পরিত্রাহি জগন্নাথ মগ্নং সংসারসাগরে।
অনাথবন্ধো কৃপয়া দীনং মাং তাপসঙ্কুলম্*। ২৫
অন্যে চ যে তত্র নৃপাঃ শ্রোত্রিয়া বেদপারগাঃ।২৬

হে নাথ! যাহার কিরণজালের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃশ্য হইতেছে এবং* যাহা সর্ব্বদাই নাথের করকমলে সংসর্গ করিতেছে, যাহা দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণের বল হরণ করিয়া থাকে এবং অত্যন্ত সুদর্শন বলিয়া সুদর্শন চক্র এই আখ্যা লাভ করিয়াছে, আমি সেই চক্রকে প্রণাম করি। ২৪

(জৈমিনি কহিলেন) সেই নৃপশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদ্যুম্ন এই প্রকার স্তব করিয়া সাষ্টাঙ্গে এই বলিয়া প্রণিপাত করিলেন। হে জগন্নাথ! আমি এই সংসারসাগরে নিমগ্ন হইতেছি। হে অনাথবন্ধো! এই তাপসঙ্কুল দীনজনকে কৃপা করিয়া পরিত্রাণ করুন। ২৫

সেস্থলে অন্যান্য যে সকল নরপতি ও বেদ-

নারদ উবাচ। *

জয় জয় নারায়ণ অপারভবসাগরোত্তরপরায়ণ সনকসনন্দসনাতন প্রভৃতিযোগিচয় বিচিহ্যমানদিব্যতত্ত্ব স্বমায়াবিলাসিতাধ্যাসপরিণমিতাশেষভূততত্ত্বত্রিতত্ত্ব ত্রিদণ্ডধর ত্রিনাচিকেত-ত্রিমধু ত্রিসুপর্ণোপগীয়মান দিব্যগান ছন্দোময় স্বাসন সুপর্ণপ্রিয় ভক্তপ্রিয় ভক্তজনৈকবৎসল স্বমায়াজালব্যবহিতস্বরূপ বিশ্বরূপ বিশ্বপ্রকাশ বিশ্বতোমুখ বিশ্বতোহক্ষি বিশ্বতঃশ্রবণ বিশ্বতঃপাদশিরোগ্রীব বিশ্বহস্ত-নাসারসনাত্বক্‌কেশলোমলিঙ্গ সর্ব্বলোকাত্মক সর্ব্বলোকসুখাবহ সর্ব্বলোকোপকারক সর্ব্ব-লোকনমস্কৃত লীলাবিলসিত কোটিপদ্মোদ্ভব রুদ্রেন্দ্রমরুদৃষিসাধ্য সিদ্ধগণ প্রণতাশেষ সুরাসুরত্রিভুবনগুরো ন কস্যাপি জ্ঞানগোচর নমস্তে নমস্তে। ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

মুনয়ো দ্বিজাঃ ক্ষত্রাশ্চ বিদ্বাংসো বৈশ্যজাতয়ঃ॥২৪
অস্তুবন্ পুণ্ডরীকাক্ষং বলিনং ভদ্রয়া সহ।
সূক্তৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরাণৈশ্চ কবিতাভির্যথাযথম্॥২৫
ততেন্দ্রদ্যুম্নঃ প্রোবাচ পুরোধসমকল্মষম্।
পূজার্থং বাসুদেবস্য উপচারোপসংস্কৃতৌ।
স্বয়ং স নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ পূজয়ামাস তান্ ক্রমাৎ।
নারদস্যোপদেশেন বিবিধা মন্ত্রতস্তথা।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ বলভদ্রমপূজয়ৎ॥ ২৯৩০
যমুপাস্য ধ্রুবঃ স্থানং প্রাপ্তবানুত্তমোত্তমম্।
ত্রয়ীপ্রসঙ্গং যৎসূক্তং পাবনং পৌরুষং মহৎ।
তেন নারায়ণং ভূপঃ পূজয়ামাস ভক্তিতঃ।
দেব্যাঃ সূক্তেন ভদ্রাং তাং সৌদর্শন্য সুদর্শনম্॥
যথাসমৃদ্ধি ভক্ত্যা তান্ পূজয়িত্বা নৃপোত্তমঃ।

পারগ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, মুনিবর্গ, দ্বিজবর্গ, বিদ্বান্ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই পুণ্ডরীকাক্ষ, বলী (বলদেব) ও ভদ্রা দেবীকে সূক্ত, মন্ত্র ও পুরাণোক্ত, স্তব, স্তোত্রের দ্বারা এবং স্ব স্ব কবিত্বানুসারে কবিতা রচনা করিয়া তদ্দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ২৬—২৮

অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন সদাচারসম্পন্ন স্বীয় পুরোহিতকে বাসুদেবের পূজার নিমিত্ত উপচার দ্রব্যের সংস্কার করিতে বলিলেন এবং নারদের উপদেশক্রমে নরপতি স্বয়ংই যথাবিধি বিধানে মন্ত্রাদি পাঠপূর্ব্বক সেই দেবতাদিগকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিতে লাগিলেন। বলদেব দেবকে (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা পূজা করিলেন। ২৯৩০

এই মন্ত্র দ্বারা উপাসনা করিয়া উত্তানপাদ পুত্র ধ্রুব সর্ব্বোত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে পুরুষসূক্ত মহৎ ও পাবন এবং যাহাতে বেদত্রয়ের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, ভূপতি সেই মন্ত্র দ্বারা ভক্তিভাবে নারায়ণের পূজা করিলেন এবং ভদ্রাদেবীকে (তদীয়) দেবীসূক্তমন্ত্রে ও সুদর্শন-চক্রকে সৌদর্শনী সূক্তি দ্বারা উপাসনা করিলেন। ৩১

তিনি স্বীয় সমৃদ্ধি অনুসারে ভক্তিযোগে

তৎপ্রীত্যৈ দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদৌ দানানি সাত্বিকঃ
তুলাপুরুষদানাদি মহাদানাদি পার্থিবঃ ।
অশ্বমেধাঙ্গভূতাশ্চ কোটিশো গা দদৌ তদা ।
স্বলঙ্কৃতাশ্চাপি তথা দদৌ গা বহুদক্ষিণাঃ ॥ ৩৩
তাসাং খুরাগ্রখাতো যো গর্ত্তোঽভূদ্দ্বিজসত্তমাঃ ।
দানাম্বুনা সমং পূর্ণো তীর্থমাসীন্মহাফলম্ ।
তস্মিন্ স্নাত্বা পিতৄন্ দেবান্ সন্তর্প্য বিধিবন্নরঃ ।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৩৪
নাম্না খ্যাতং সরস্তদ্ধি ইন্দ্রদ্যুম্নস্য ভূপতেঃ ।
নিবাপ্য তত্র পিণ্ডাংস্তু পিতৄনুদ্দিশ্য মানবঃ ।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৩৫
নাতঃপরতরং তীর্থং হয়মেধাঙ্গসম্ভবাৎ ।
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য সরসঃ স্যাদ্বা ত্রিপথগাসমা ॥ ৩৬

ততঃ প্রাসাদঘটনামুপচক্রাম ভূপতিঃ ।
শুভে কালে সুনক্ষত্রে দৈবজ্ঞবিধিচোদিতে ।
সুমুহূর্ত্তে নারদাদীন্ ব্রাহ্মণাগ্র্যান্ প্রপূজ্য চ ।
স্বস্তিবাচক্য কর্ম্মাঙ্গং বাচয়িত্বা নৃপোত্তমঃ ।
অর্ঘ্যং দদৌ জগন্নাথং স্মরন্ প্রাসাদবেশ্মনি ॥ ৩৭
বসুধাং প্রার্থয়িত্বা তু স্থানমাচন্দ্রতারকম্ ।
শিল্পিনঃ পূজয়ামাস বাস্তুযাগপুরঃসরম্ ॥ ৩৮
মহোৎসবং তদা চক্রে গীতবাদ্যৈঃ প্রভূতকৈঃ ।
দীনানাথবিপন্নেভ্যো দদৌ বস্তু যথেপ্সিতম্ ॥ ৩৯
রাজ্ঞো বিসর্জ্জয়ামাস বহুমানপুরঃসরম্ ।
কৃতার্থানবতারস্তঃ হরের্দৃষ্ট্বা হতাংহসঃ ॥ ৪০

পূজাসমাপনান্তে দেবতাদিগের প্রীতির জন্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে সাত্বিকভাবে দান করিতে লাগিলেন। ৩২

এ সময়ে তুলাপুরুষ দান প্রভৃতি যে সকল মহৎ মহৎ দান প্রথিত আছে, তাহা এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গভূত কোটি কোটি গো সকল সবিশেষ অলঙ্কৃত করিয়া ভূরি ভূরি দক্ষিণার সহিত দান করিতে লাগিলেন। ৩৩

হে দ্বিজসত্তমগণ! ঐ গো সকলের খুরাগ্রের খনন দ্বারা যে গর্ত্ত সমুৎপন্ন হয়, তাহাই দানকালীন হস্তচ্যুত জলসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া মহাফলজনক একটী তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই তীর্থে স্নান, পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ যথাবিধানে সম্পাদিত হইলে মনুষ্যেরা সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হন। ইহাতে সংশয় হয় নাই। ৩৪

ঐ সরোবর ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতির নাম দ্বারা আখ্যা প্রাপ্ত (ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর) হইয়াছে। মানবগণ সেই স্থলে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড দান করিলে কুলের একবিংশতি পুরুষকে উদ্ধার করত স্বয়ং ব্রহ্মলোকে যাইয়া বহু মান প্রাপ্ত হন। ৩৫

এই অশ্বমেধযজ্ঞাঙ্গসমুৎপন্ন ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর হইতে শ্রেষ্ঠতম তীর্থ আর কুত্রাপি নাই; একমাত্র ত্রিপথগামিনী গঙ্গা কেবল ইহার উপমা হইতে পারে। ৩৬

অনন্তর ভূপতি জগন্নাথের প্রাসাদ নির্ম্মাণের উপক্রম করিতে লাগিলেন। (প্রথমতঃ) দৈবজ্ঞ দ্বারা সুনক্ষত্র সুমুহূর্ত্ত বিশিষ্ট শুভকাল নির্ণয়পূর্ব্বক নারদ প্রভৃতি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে অর্চ্চনা ও কর্ম্মাঙ্গক স্বস্তিবাচন করিয়া জগন্নাথকে স্মরণ করিতে করিতে তদুদ্দেশে প্রাসাদগৃহের স্থলে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ৩৭

তখন বসুধাদেবীর সমীপে চন্দ্র সূর্য্যের অবস্থিতি কাল (মহা প্রলয় কাল) পর্য্যন্ত সেই গৃহস্থানটী প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তথায় বাস্তু-দোষ উপশমার্থ বাস্তুযাগ ক্রিয়া সম্পাদনপুরঃসর শিল্পগণকে পারিতোষিকাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। ৩৮

এই সময়ে এস্থলে প্রভূত গীতবাদ্যাদি দ্বারা মহা উৎসব উপস্থিত হইয়াছিল। নরপতি দীন অনাথ ও বিপন্ন প্রভৃতি লোকদিগকে তাহাদের স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ বহুতর বস্তু প্রদান করিলেন। ৩৯

নানা প্রদেশ হইতে সমাগত যে সকল রাজগণ সেই হরিদেবের অবতার দর্শনে নিষ্পাপ হওয়ায় কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও বহু সম্মানপূর্ব্বক বিদায়ানুমতি প্রদান করিলেন। ৪০

ততঃ স কোটিশো বিত্তং দদৌ পাষাণদারিণে॥৪১
আহূতো বহুদেশেভ্যো দৃষদাং পার্থিবোত্তমঃ।
উবাচেদং মুদা যুক্তঃ সভায়াং পৃথিবীশ্বরঃ।
অষ্টাদশভ্যো দ্বীপেভ্যো যন্ময়া পৌরুষার্জ্জিতম্.
তৎসর্ব্বং জগদীশস্য প্রাসাদায়োপবর্জ্জিতম্॥ ৪২
জৈত্রযাত্রাপ্রসঙ্গেন শ্রমো লব্ধস্য যো ময়া।
সকলোহস্তু স মে বিষ্ণোঃ প্রাসাদায়ানুযোগতঃ
অতঃপরং মে কিং ভাগ্যং চরাচরগুরুং হরিম্।
প্রসাদয়িষ্যে সম্পত্ত্যা ভুজদ্বন্দার্জ্জিতশ্রিয়া।
শ্রীঃ সদা পুণ্ডরীকাক্ষ প্রিয়ানুগ্রহজা মম।
বেশ্ম তস্মৈ সমর্প্যেদং ভবিষ্যামি কৃতাত্মবান্॥৪৪

সচরাচরনাথস্য কৃপাসীদ্যাদৃশী ময়ি।
কিংকর্ত্তুমীশস্তস্যাহ দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
কটাক্ষপাতো যস্যাসীৎ তস্য শ্রী সর্ব্বতোমুখী ৪৫
অষ্টাদশাত্মিকা দেবী জিহ্বাগ্রে চাস্য নৃত্যতি।
যমারাধ্য জগন্নাথং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তবান্ বিধিঃ।
রুদ্রো মহেশ্বরত্বঞ্চ শক্রস্ত্রিদিবরাজতাম্।
লেভে তমর্চ্চ্যং জগতামর্চ্চয়িষ্যামি শাশ্বতম্॥৪৬
জিতং তেন ত্রিধা রাশীভূতমংহো মহাত্মনা।
সাঙ্গোপাঙ্গেন বিধিনা যেন কৃষ্ণঃ সমর্চ্চিতঃ॥৪৭
কলেবরমিদং ক্ষেত্রং যত্রাহঙ্কারবান্ বিভুঃ।
আবির্ভাবতিরোভাবৌ স্থিতির্নিত্যা হি যৎপ্রভোঃ
অত্র সাক্ষাৎ বপুষ্মন্তং সম্পূজ্য জগতাং গুরুম্।
সাক্ষাৎ কৃতার্থো ভবতি চতুর্ব্বর্গস্য ভাজনম্ঃ* ॥৪৯
ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে বিংশোহধ্যায়ঃ।

অতঃপর নরপতি দেবগৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রস্তরখণ্ড সমূহ ছেদনার্থ কোটি কোটি বিত্ত ব্যয় করিতে লাগিলেন। ৪১

(এতাধিক প্রস্তরের আবশ্যক হয় যে) বহুতর দেশ হইতে পাষাণসম্পত্তিশালী প্রধান প্রধান পার্থিবগণ তথায় আহুত হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে পৃথিবীশ্বর সভাসীন হইয়া আহ্লাদ সহকারে কহিতে লাগিলেন যে, আমি এই অষ্টাদশ দ্বীপ হইতে পুরুষকার দ্বারা যে সকল দ্রব্যজাত উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা এখন জগদীশ্বরের প্রাসাদ নির্ম্মাণেই পরিবর্জ্জিত হইতেছে। ৪২

আমি দিগ্বিজয় যাত্রা প্রসঙ্গে যে সমুদয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, আজ বিষ্ণুর প্রাসাদ রচনার নিমিত্ত সেই সকলশ্রমলব্ধ বিত্ত উপযোগী হইতেছে বলিয়া তাহা আমার সফল হইতেছে। ৪৩

আমার ইহার পর আর কি ভাগ্য হইবে। আমি স্বীয় ভুজদ্বয়ার্জ্জিত শ্রীসম্পত্তি দ্বারা চরাচর গুরু হরিদেবকে প্রসন্ন করিব (প্রাসাদে স্থাপন করিব)। যে পুণ্ডরীকাক্ষের প্রিয়তমা লক্ষ্মীর অনুগ্রহেই আমার এই শ্রী হইয়াছে, আমি এই বেশ্ম নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে সমর্পণ করিতে পারিলেই কৃতাত্মতা লাভ করিব। ৪৪

আমার উপর এই চরাচর প্রভুর যাদৃশী কৃপা আছে, আমি তদনুরূপ এই চক্রধারি দেব দেবের কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইব! ইনি যাহার প্রতি একবার মাত্র কটাক্ষপাত করেন, তাহার শ্রীসম্পত্তি সর্ব্বতোভাবেই চিরবিদ্যমান থাকে। ৪৫

ইহাঁর জিহ্বাগ্রভাগে অষ্টাদশ বিদ্যাধীশ্বরী বাগেদবী নৃত্য করিতেছেন। এই জগন্নাথ দেবকে আরাধনা করাতেই ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব, রুদ্র, মহেশ্বরত্ব ও ইন্দ্র দেবরাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। (আহা) আমি সেই জগদর্চ্চনীয় শাশ্বত দেবকে অর্চ্চনা করিব। ৪৬

যিনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিধানে শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ অর্চ্চনা করিতে পারিয়াছেন, সেই মহাত্মারই মনোবাক্কায়সম্ভূত ত্রিবিধ পাপ-রাশি পরাজিত হইয়াছে। ৪৭

এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পুরুষোত্তমের কলেবর স্বরূপ; প্রভু এ স্থলে অহঙ্কার বিশিষ্ট এবং আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়াও সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। ৪৮

এই স্থলে প্রত্যক্ষ শরীরধারী জগদ্গুরু

বহুব্যায়ামসতো যা রাজ্য-ঋদ্ধির্ময়ার্জ্জিতা।
অতৈবানুগ্রহাৎ সা তু সফলাস্তু পদ্মভুজে॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

জৈমিনিরুবাচ

ইতি ব্রুবাণং রাজানং কশ্চিদৃগ্বেদপারগঃ।
বেদান্তবিজ্ঞ্ জ্ঞানশীলো দ্বিজো বাক্যং মুদা জগৌ
অহো ত্বায়ং খলু ভাগ্যরাশি-
র্যেনাবিরাসীদ্ভুবি দারুমূর্ত্তিঃ।
যস্যাপ্যুপাস্তিং শ্রুতিরাহ মুক্তি-
প্রদানমাত্মজ্ঞবিমোহিতানাম্ ॥ ২ *

জগন্নাথদেবকে অর্চ্চনা করিয়া মানব ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভে সাক্ষাৎ কৃতার্থ হইতে পারেন ॥ ৪৯

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি এই প্রকার কহিতেছেন, এমন সময়ে কোন ঋগ্বেদপারগ সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসাগর নারদ ঋষি মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। বেদান্তবিদ্ জ্ঞানশীল ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আহ্লাদ সহকারে বলিতে লাগিলেন। ১

হে নৃপোত্তম! তোমার এই বিপুল ভাগ্য-রাশি অতি আশ্চর্য্য! যে হেতুক ভগবান্ পৃথিবীতে দারুমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন; শ্রুতিতে (বেদে) অভিহিত আছে যে, ইহাঁকে উপাসনা করিলে আত্মজ্ঞান-বিমোহিত ব্যক্তিদিগেরও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ২

---

* সর্ব্বোপচারৈঃ পরিপূজ্য দেবং
ভব্যৈর্দ্রব্যৈস্তৈঃ সাগরমেখলায়াঃ।
যাবৎ সমাপ্নোতি হি কর্ম্মপাকঃ
সাম্রাজ্যযাত্রা সফলা মমাস্ত ॥
কিং দ্রব্যজাতং খলু যেন বিষ্ণুং
সোপাহরেৎ সাঙ্গমপেতকল্মষঃ।
কিং পৌরুষেয়ং যদি বাসুদেব
পরিচ্ছদো যেন ন সাধিতো বে ॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

য (স) এষ প্লবতে দারুঃ সিন্ধুপারে হ্যপৌরুষঃ।
তমুপাস্য দুরারাধ্যং মুক্তিং যাতি সুদুর্লভাম্ ॥ ৩
ব্রহ্মজ্ঞাননিধিঃ সাক্ষাৎ নারদঃ প্রত্যুবাচ তম্।
নহি বেদান্তবচসঃ পরস্যাজ্ঞানমস্ত বৈ।
নহি প্রবৃত্তির্বিষ্ণোস্ত বিনা বেদং প্রবর্ত্ততে ॥ ৪
পরেষাং স্রষ্ট বা স্রষ্টৌ শ্রুতিপ্রামাণ্যবান্ বিভুঃ।
বিনা শ্রুতিং প্রবর্ত্তেত কস্তৎ প্রামাণ্যমৃচ্ছতি ॥৫
তস্মাৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধোঽয়মবতারোঽত্র ভূপতে।
বেদান্তবেদ্যং পুরুষং গীতং তং সামগীতিষু ॥ ৫
প্রতিমাং নতু জানীহি নিঃশ্রেয়সকরীং নৃণাম্।
দর্শনাদেব নশ্যন্তীং সুদৃঢ়ং তম উত্তমম্ ॥ ৭
সন্ত্যেব শ্রুতয়ঃ পূর্ব্বমেতদর্চ্চাপ্রকাশিকাঃ।
এতদ্দর্শনতস্তা বৈ মদর্থেন নিযোজিতাঃ ।৮

সেই এই অপৌরুষেয় দারুটি সমুদ্রপারে ভাসমান হইতেছে। দুরারাধ্য উহাকে উপাসনা করিলে অত্যন্ত দুর্লভ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩

সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসাগর নারদ ঋষিও কহিতে লাগিলেন যে, এই ভগবান্ বেদান্ত বাক্যেতে অজ্ঞাত নহে এবং এই বিষ্ণুর কার্য্যপ্রবৃত্তি সকল বেদবহির্ভূত ভাবে প্রবর্ত্তিত হয় না। ৪

প্রভু যখন সৃষ্টি করেন অথবা স্বয়ং সৃষ্ট হন, তখনও বেদপ্রামাণ্যের বশীভূত থাকেন। অত-এব যিনি বেদবাহ্য কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার প্রমাণে আস্থা করে?। ৫

অতএব হে ভূপতে! দেবের এই অবতার বেদপ্রসিদ্ধ আছে; সামগীতিতে ইনি বেদ-বেদান্তবেদ্য পুরুষ বলিয়া গীত হইয়াছেন। ৬

ইহাঁকে সামান্য প্রতিমা বলিয়া জানিও না, যে হেতু ইনি মনুষ্যদিগের মোক্ষ প্রদান করেন। ইহাঁকে দর্শন মাত্র অত্যুৎকট তমোগুণ নষ্ট হইয়া যায়। ৭

এই জগন্নাথের প্রতিমূর্ত্তি বিজ্ঞাপক শ্রুতি-নিচয় ইতি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত ছিল মাত্র; কিন্তু আমাদের সেই প্রতিমাগুলি আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হওয়াতে এই আমাদিগের নিমিত্ত নিযোজিত হইল। ৮

অহো ভারতবর্ষস্থ মনুষ্যাঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
অপবর্গপ্রদো যেষামাবিরাসীজ্জনার্দ্দনঃ ॥৯
তত্রাপ্যয়ঞ্চৌড্রদেশঃ সর্ব্বেষামুত্তমঃ শ্রুতঃ ।
যত্রস্থাশ্চর্ম্মনেত্রেণ পশ্যন্তি ব্রহ্মরূপিণম্‌ ॥ ১০
শ্রুতিস্মৃতীনাং গহনঃ পন্থাঃ কর্ম্মভির কুলঃ ।
যেন যাতা ভ্রমন্তীহ ঘটীযন্ত্রবদাকুলাঃ ॥ ১১
নির্ব্যলীকপদপ্রাপ্তিহেতুরেষ স চিন্ময়ঃ ।
শ্রুত্যাদিভির্ব্বিনোপায়ৈঃ পরমানন্দমুক্তিদঃ ।
নিরন্তরগতায়াতদুঃস্থিতানাং দুরাত্মনাম্‌ ।
এষ দারুবপুর্ব্বিষ্ণুঃ সুখদাতা সুবান্ধবঃ ।
শ্রুতিস্মৃত্যুক্তনিয়মা বিদ্যন্তে নেহ পার্থিব ॥ ১২
যথা তথা দৃষ্টিপথআচাণ্ডালাদিমুক্তিদঃ ।
অভক্তশ্চেদমুং পশ্যেৎ গতানুগতিকো নরঃ ।
অশ্বমেধসহস্রাণাং ফলন্ত্ববিকলং ভবেৎ* ॥ ১৩

কি আশ্চর্য্য ! ভারতবর্ষীয় লোকের পাপ নাই, মুক্তিদাতা জনার্দ্দন তাহাদিগের নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন। ৯

ভারতবর্ষমধ্যে ওড্রদেশটি সকল অপেক্ষা উত্তম ; যেহেতু ব্রহ্মরূপী জনার্দ্দনকে চর্ম্মচক্ষু দ্বারায় তত্রস্থ সকলে দর্শন করিতেছেন। ১০

শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত সকল পথ কর্ম্মেতে আবৃত আছে, মায়াও ঘটীযন্ত্রের ন্যায় (ঘড়ীর ন্যায়) আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছে ; কেবল সত্যপদ-প্রাপ্তির কারণ জ্ঞানময় জগন্নাথ শ্রুত্যুক্ত উপায় বিনাও পরম মুক্তিদান করেন। অনবরত যাহারা যাতায়াত করে, সে সকল দুঃস্থব্যক্তিদিগের এই জগন্নাথ স্বীয় বান্ধবের ন্যায় সুখ দান করেন। হে রাজন্‌ ! শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত নিয়ম এই স্থানে নাই। ১১।১২

অধিক আর কি বলিব, এই ভগবান্‌ যে কোন স্থলে যে কোন প্রকারে দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই চাণ্ডাল অবধি সমুদায় ব্যক্তিকে মুক্তি বিতরণ করেন। পুনঃপুনঃ জন্মভাগী অভক্ত ব্যক্তিও যদি ইহাঁকে দর্শন করে, তাহারও সহস্র অশ্বমেধ অনুরূপ ফল লাভ হয়। ১৩

* লভেৎ

ভজেচ্চেন্নিয়মস্থো হি ভক্তিমান্‌ দৃঢ়মানসঃ ।
অসংশয়ং স সাযুজ্যং ব্রহ্মণো লভতে নরঃ ॥ ১৪
ক দুঃখায়াসবহুলমনায়াসবিনশ্বরম্‌ ।
অচিরস্থং ক্ষুদ্রফলং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্‌ ॥ ১৫
কেদং দারুময়ং ব্রহ্ম পাপরাশিদবানলম্‌ ।
সচ্চিদানন্দকৈবল্যং যুক্তিদং দর্শনাদপি ॥ ১৬
বেদানুবচনাদীনি দুষ্করাণি দুরাত্মনাম্‌ ।
মহাত্মভিস্তৈর্যৎপ্রাপ্যং তদব্যগ্রময়ং লভেৎ ॥
অন্যক্ষেত্রেষু ভগবান্‌ সুদূরো মর্ত্ত্যবাসিনাম্‌ ।
স্বক্ষেত্রেঽস্মিন্নিবসতি নিত্যং মুক্তিপ্রদো বিভুঃ ॥
তস্মাদত্র মহারাজ তিষ্ঠ সবলপৌরুষঃ ।
বিদ্বত্তমোঽসি ভক্তশ্চ সাঙ্গোপাঙ্গমমুং ভজ ॥১৯
দ্বিজস্য তদ্বচঃ শ্রুত্বা নারদো হৃষ্টমানসঃ ।
সাধূক্তং দ্বিজবর্য্যেণ বেদমার্গানুসারিণা ॥ ২০

আর স্থিরচিত্তে ভক্তিযোগে নিয়মস্থ হইয়া যদি ইহাঁকে কেহ ভজনা করে, তবে নিঃসংশয়ে সে ব্রহ্মসাজুজ্য ফল লাভ করে। ১৪

বহুল দুঃখ ও আয়াসসাধ্য অচিরস্থায়ী ক্ষণবিনশ্বর পুনরাবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত স্বর্গরূপ ক্ষুদ্র ফলই বা কোথায় ? আর এই পাপ-রাশির দাবানলসদৃশ সচ্চিদানন্দের দর্শনমাত্রেই কৈবল্যদাতা দারুময় ব্রহ্মই বা কোথায় ? এই স্থল বিনা অন্যত্র নাই। ১৫।১৬

দুরাত্মা লোকদিগের বেদোক্ত প্রমাণাদির অবলম্বন দুষ্কর হইলেও মহাত্মাদিগের লভ্য যে ফল, তদনুরূপ ফল তাহাদিগের লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্‌ অন্যান্য ক্ষেত্রে মনুষ্যদিগের সুদূরলভ্য হইয়া অবস্থিত থাকেন ; কিন্তু তাঁহার স্বক্ষেত্র এই ক্ষেত্রধামে মুক্তিদাতা হইয়া নিত্যই বাস করিতেছেন। ১৭।১৮

হে মহারাজ ! এই জন্যই বলিতেছি, আপনি স্বকীয় বল-পৌরষ সমভিব্যাহারে এই স্থলেই তিষ্ঠিয়া থাকুন। আপনি পণ্ডিতাগ্রণী ও বিষ্ণুভক্ত ; অতএব অঙ্গোপাঙ্গের সহিত তাঁহাকে ভজনা করুন। ১৯

সেই ব্রাহ্মণের এই প্রকার বচনপরম্পরা শ্রবণে নারদ ঋষি সন্তুষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন,

সৃষ্ট্যাদৌ ব্রহ্মনিশ্বাসাদভবদ্বেদসংহতিঃ।
তত্ত্রোপনিষদর্থোঽয়ং সাম্প্রতং ব্যক্তিমাগতঃ॥২১
বেদ্যৈতদর্থং ভগবান্ পদ্মযোনিঃ পিতামহঃ।
অজ্ঞাসিষঞ্চ ভূপাল সাম্প্রতং তন্মুখাদহম্।
তস্যাজ্ঞয়া কৃতং সর্ব্বং যথাভিলষিতং তব॥ ২২
এনমারাধ্য তিষ্ঠাত্র যাম্যহং ব্রহ্মণোঽন্তিকম্।
কৃতং নিবেদয়িষ্যামি প্রকাশঞ্চ মুরদ্বিষঃ॥ ২৩
প্রাসাদং কুরু ভূপাল ধনেন মহতা তথা।
প্রাসাদে নরসিংহন্তু প্রতিষ্ঠাপ্য বিমুচ্যতে॥ ২৪

জৈমিনিরুবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা স তু ভূমীন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ মুনিং তদা।
মহর্ষেঽহং ত্বয়া সার্দ্ধং যিয়াসুর্ব্রহ্মণোঽন্তিকম্।
যৎপ্রসাদাজ্জগন্নাথঃ চক্রেঽহং লোচনাতিথিম্॥

এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ বেদপথ অনুসরণক্রমে যাহা বর্ণন করিলেন, তাহা যথার্থই হইয়াছে। ২০

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার নিশ্বাস হইতে বেদসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে দারুব্রহ্ম সম্বন্ধীয় এই উপনিষদর্থটি সম্প্রতি ব্যক্ত হইল। হে ভূপাল! সেই পদ্মযোনি পিতামহই ইত্যগ্রে এই অর্থটি অবগত ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার মুখ হইতেই আমি জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারই অনুমতিক্রমে তোমার এই অভিলষিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলাম। ২১।২২

তুমি এই দেববরকে আরাধনাপূর্ব্বক এই স্থানে থাক, আমি এখন ব্রহ্মার সমীপে গমন করি। যাইয়া মুরারির আবির্ভাব ও এই সমুদয় কৃতকার্য্য নিবেদন করিব। ২৩

তুমি এখন মনোযোগ দিয়া বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া একটি প্রাসাদ (দেবগৃহ) নির্ম্মাণ কর। তাহাতে এই নরসিংহকে প্রতিষ্ঠিত করিলেই মুক্তিলাভ করিবে। ২৪

জৈমিনি কহিলেন, নরপতি মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মহর্ষে! আমিও আপনার সহিত ব্রহ্মার সমীপে প্রয়াণ করিতে অভিলাষী হইতেছি; তাঁহারই প্রসাদবলে আমি জগন্নাথদেবকে নয়নপথের অতিথি করিয়াছি। ২৫

নিবেদ্য তঞ্চ স্রষ্টারং প্রতিষ্ঠার্থং মুরদ্বিষঃ।
বিজ্ঞাপয়িষ্যে সান্নিধ্যে প্রাসাদস্থাপনোৎসবে (বম্)
যথা স্বয়ং সমাগত্য ব্রহ্মলোকাৎ পিতামহঃ
মহোৎসবং ভগবতঃ প্রাসাদেঽত্র করিষ্যতি॥২৬
তন্মুনে মামপি বিধেঃ সদনে প্রাপয়িষ্যসি।
গর্ভপ্রতিষ্ঠাং প্রাসাদে সমাপ্যেহ স্থিতো মুনে।
পশ্চাদাবাং ব্রজিষ্যাবঃ কিঞ্চিৎকালং প্রতীক্ষসে॥
ততঃ স নৃপতিঃ শ্রীমান্ (১)শিল্পশাস্ত্রবিশারদান্।
পাষাণখণ্ডঘটনাকর্ম্মণ্যেকৈকযোগতঃ।
সৎকারৈর্দানমানৈশ্চ যোজয়ামাস সাদরম্॥ ২৮
দিনে দিনে সুঘটিতঃ প্রাসাদো ববৃধে দ্বিজাঃ।
পরিতঃ পূর্য্যমাণস্তু শুক্লপক্ষে যথা শশী॥ ২৯
এবং বিঘট্টমানোঽপি(২) প্রাসাদঃ পরিবর্দ্ধিতঃ।
মহোচ্ছ্রয়ত্বাদল্পেন ন কালেনাভিলক্ষ্যতে॥৩০

আমি মুরারিপুর প্রতিষ্ঠার্থ সেই জগৎস্রষ্টার সন্নিধানে প্রাসাদপ্রতিষ্ঠা ও উৎসব কার্য্য বিজ্ঞাপন করিব, যাহাতে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মলোক হইতে শুভাগমন করিয়া এই প্রাসাদে ভগবান্ পুরুষোত্তমের মহোৎসব সম্পাদন করেন। ২৬

হে মুনে! আমাকেও ব্রহ্মার সদনে লইয়া চলুন। তবে আপাততঃ কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা করুন, এই স্থানে থাকিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও তাহার মধ্যে রত্নবেদী প্রতিষ্ঠা সমাপন করত পশ্চাৎ উভয়েই রমণ করিব। ২৭

অতঃপর শ্রীমান্ নৃপবর প্রস্তর খণ্ডঘটিত দেবগৃহগঠন-কার্য্যে শিল্পব্যবসায়নিপুণ ব্যক্তিদিগের প্রত্যেককে সৎকার, ধনদান ও সম্মানের সহিত সাদরে নিযুক্ত করিলেন। ২৮

হে দ্বিজগণ! দিন দিন ঐ প্রাসাদটি সুঘটিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় ক্রমশঃ সর্ব্বাবয়বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ২৯

প্রাসাদটিও এরূপ উচ্ছ্রিত হইল যে, তাহার সেই অত্যুচ্চতা নিবন্ধন ক্ষণসর্ব্বাবয়ব লক্ষিত হইতে পারে না। ৩০

১ সর্ব্বান্ ২ সম্বর্দ্ধমানোঽপি

পাষাণসংখ্যা শক্যা বা কথঞ্চিদ্ ঘটনাক্রমাৎ।
বিত্তব্যয়স্তু কোটীনাং ন সংখ্যা তত্র শক্যতে॥৩১
যাবন্তো ভারতে বর্ষে লোকাঃ সময়বর্ত্তিনঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য নৃপতের্নিযুক্তাস্তে মহীভৃতঃ॥ ৩২
একৈকশো নিযুক্তা যে পরস্পরসমন্বিতাঃ।
তৈশ্চাপ্যন্যে নিযুক্তাস্তে সর্ব্বে তত্র প্রবর্ত্তিতাঃ॥
অজস্রং তন্নিযুক্তানাং যো হর্ষোত্থো মহারবঃ।
আকাশমখিলং ব্যানোৎসৌ দিশাং ভাগানপূরয়ৎ॥৩৪
নৃপতে শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা সাত্ত্বিকেন প্রসাদিতা।
শ্রীঃ সমৃদ্ধাঽভবদ্বিপ্রাঃ কীর্ত্ত্যা সহ মহীপতে॥৩৫
ক্বচিৎ কাঞ্চনবিন্যস্তনানারত্নময়োজ্জ্বলঃ।
ক্বচিৎ স্ফাটিকভিত্ত্যা তু শারদাভ্রনভশ্ছবিঃ।
ক্বচিন্নীলাশ্মঘটিতা ভিত্তিঃ কালাভ্রমেদুরা॥ ৩৬

বরং তাহার প্রস্তর সংখ্যা ঘটনা ক্রমে কথঞ্চিৎ নির্ণীত হইতে পারে, কিন্তু মহারাজের যে উহাতে কত কোটি বিত্ত ব্যয় হইয়াছিল, তাহা সংখ্যাত হইবার নহে। ৩১

তৎকালে এই ভারতবর্ষ-মধ্যে যে সমুদয় মহীপাল বাস করিতেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন সে সকলকেই এই কার্য্যভারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৩২

যাহারা একএক করিয়া নিযুক্ত হন, তাঁহারা আবার পরস্পর মিলিত হইয়া অপরাপর বহুতর লোককে নিযুক্ত করিলেন। সকলেই প্রাসাদ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৩

এইরূপে অনবরত নিযুক্ত লোক সম্প্রদায়ের হর্ষসম্ভূত যে মহারব উদ্ভূত হইয়াছিল, তদ্দারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত ও দিগ্বিদিক্ সকল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ৩৪

হে বিপ্রগণ! নৃপতির ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সাত্ত্বিকভাবে প্রসন্ন হইয়া শ্রীদেবতা তদীয় কীর্ত্তির সহিত সুসমৃদ্ধা হইয়া উঠিলেন। ৩৫

উহার কোন কোন স্থান কাঞ্চনবিন্যস্ত নানাবিধ রত্নরাজিতে উজ্জ্বল। কোথাও বা স্ফটিকময় ভিত্তি দ্বারা শরৎকালীন মেঘমণ্ডলমণ্ডিত নভোমণ্ডলের শোভা প্রকাশিত হইতেছে। কোন কোন ভিত্তি নীলকান্তমণিনিকর সন্নিবিষ্ট থাকায় কালাভ্রের আভা ধারণ করিতেছে।৩৬

এবং সুঘটিতে বিষ্ণোঃ প্রাসাদে সুমনোহরে।
গর্ভপ্রতিষ্ঠাং বিধিবৎ কৃত্বা স নৃপসত্তমঃ॥ ৩৭
বজ্রপাতাদিভীত্যাদিবারণার্থং যথোদিতম্।
শিল্পিশাস্ত্রেঽপি মণ্যাদিবিন্যাসং পৌরুষাকৃতিম্॥
পুনঃ প্রাসাদঘটনাসম্ভারোচিতমেব বৈ।
বহুমূল্যং রত্নজাতং যত্নাৎ তত্র ন্যবেশয়ৎ॥ ৩৯
ততো বিমুচ্যমানে(১)ঽস্মিন্ প্রাসাদে কীর্ত্তিবর্দ্ধনে
মনসাপি ন সম্ভাব্যো ত্রিষু কালেষু ভূভুজাম্।
দেবানামপি নো লক্ষ্যো দ্বিজাঃ কল্পান্তবাসিনাম্৪০
প্রাসাদ ঈদৃশো ভূমৌ ক্বচিচ্চ ঘটিতো নহি।
স্বর্গে বা ইত্থমাদিত্যা আশংসন্তি (২) পরস্পরম্(৩

ইত্যাকার বিবিধ মনোহরগুণ-সম্পন্ন ভগবৎ-প্রাসাদ সুসম্পন্ন হইলে নরপতি উহার গর্ভপ্রতিষ্ঠা বিধিবৎ সম্পাদন করিলেন। ৩৭

উহার উপরিভাগে বজ্রপাত প্রভৃতি ভয় নিবারণার্থে শিল্পিশাস্ত্রোক্ত পুরুষপ্রতিকৃতি মণ্যাদির বিন্যাস সমাহিত হইল। ৩৮

পুনর্ব্বার প্রাসাদঘটনার উপযোগী বহুমূল্য রত্নজাত যত্ন সহকারে তাহাতে ন্যস্ত রহিল। ৩৯

অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন এই কীর্ত্তিসম্বর্দ্ধক প্রাসাদ সম্বন্ধে সমুদয় কর্ত্তব্য শেষ করিলে অন্যান্য ভূপালদিগের ত্রিকালেও মনঃকল্পনাসম্ভাব্য বলিয়া ইহা বিবেচিত হইল না। ৪০

হে দ্বিজগণ! আকল্পবাসী ত্রিদিববাসিগণের উহা কখন লক্ষিত হয় নাই, সুতরাং ভূমিতলে ঈদৃশ দেবগৃহ কখনও প্রস্তুত হয় নাই। স্বর্গেও বা এরূপ প্রাসাদ না হইয়া থাকিবে। দেবগণ এই প্রকারে পরস্পর আশংসা করিতে লাগিলেন। ৪১

---

(১) বিরচ্যমানে। (২) আলপন্তি।
(৩) অহো সুবুদ্ধিরস্যোচ্চৈর্ধৈর্য্যমীদৃক্পরীণতা।
শ্রদ্ধয়া ভগবৎপাদপদ্মযোঃ সাভিলাষিণী॥
অলৌকিকানি কর্ম্মাণি পশ্যন্তি হি রচন্ত্যপি।
কে বাত্র ভূমৌ রাজানো বভূবুর্নীতিশালিনঃ॥
সার্ব্বভৌমাস্তু সাম্রাজ্য-জেতারঃ সর্ব্ববিদ্বিষাম্।
বিত্তানি যৈঃ সঞ্চিতানি সুবহূনি চ কোটিশঃ॥

ভূপতে দুর্লভং কিং স্যাৎ সহায়ো যস্য নারদঃ।
পিতামহশ্চ জগতাং স্রষ্টা কার্য্যধুরন্ধরঃ॥ ৪২
অথবা বিষ্ণুভক্তস্য নাভিদূরং চিকীর্ষিতম্।
বিষ্ণোস্তদ্ভক্তলোকস্য নান্তরং বিদ্যতে দ্বিজাঃ॥৪৩
ততঃ স নারদং প্রাহ প্রাসাদান্তর্মুনীশ্বরম্। *
ভগবদ্বপুরাভাসি প্রাসাদোঽস্য চিরং ময়ি॥ ৪৪
ইত্যুক্ত্বা পাদয়োর্মূর্দ্ধ্না প্রণনাম স নারদম্।
নারদোঽপি তমুত্থাপ্য পরিষ্বজ্য নৃপোত্তমম্।

যাঁহার সহায় নারদ; সেই ভূপতির কোন্ বস্তু দুর্লভ হয়? আরও তাহাতে জগৎস্রষ্টা পিতামহই ইহাঁর কার্য্য-ভার বহন করিতেছেন। অথবা যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত হয়, তাহার কোন অভিলষিত কার্য্যই দুষ্কর হয় না। হে বিপ্রবৃন্দ! বিষ্ণু আর তাঁহার ভক্ত লোক সকল, এ উভয়ে কিছুই অন্তর নাই। ৪২।৪৩

অনন্তর নররাজ প্রাসাদমধ্যে নারদ ঋষিকে কহিলেন, হে ঋষে! আমার এই প্রাসাদটী যেন চিরকালের জন্যই সেই ভগবদ্দেহের আভাসম্পন্ন হইয়া থাকে। ৪৪

ইহা বলিয়া মুনিবরের পাদদ্বয়ে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতে লাগিলেন। নারদও নরপতিকে উত্থাপন করিয়া আলিঙ্গন করত

অশ্বমেধসহস্রস্তু যৎকৃতং ত্রিদিবেশিতুঃ।
শক্যং বা ভুভুজানাঞ্চ নাতঃ পূর্ব্বমনুষ্ঠিতম্॥
ন দৃষ্টং ন শ্রুতং বাপি বাজিমেধসহস্রকম্।
মহীক্ষিতানুষ্ঠিতং বৈ যত্র ত্রৈলোক্যবাসিনঃ।
পৃথিব্যামস্য নৃপতেঃ সহস্রা ভোগভোগিনঃ।
ব্রহ্মলোক ইবাভাতি সভা যস্য চ যজ্বিনঃ॥
মূর্ত্তিমন্তস্ত্রয়ো বেদাশ্চতুষ্পাদো বৃষস্তথা।
সুরাঃ সম্বল্প কামাস্তু যত্রাদ্ভুতধিয়োঽভবন্॥
অয়ং প্রাসাদবর্য্যো বৈ বুদ্ধের্ব্বিষয়তাং গতঃ।
মনোঽপি যত্র ভবতি ন বা ত্রৈলোক্যবাসিনাম্॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

* সর্ব্বং সম্পন্নমানীয়ে যদশক্যং সুরাসুরৈঃ।
সাক্ষাদ্ভগবতো বিষ্ণোরদ্বৈতোপাসনারতঃ॥
অধিকঃ পাঠঃ।

ত্বত্তো ন ভেদো নৃপতে মমাস্তি খলু তত্ত্বতঃ॥ ৪৫
যস্য সাক্ষাজ্জগন্নাথ আবির্ভূতঃ কৃতে তব।
যৎপাদপদ্মে যাদৃক্ তে চেতঃ প্রণততাং গতম্।
ভক্ত্যা হ্যনন্যয়া পুংসঃ কিমতঃপরমস্তি বৈ।
আগম্যাভ্যর্চ্চয়স্বৈনং জীবন্মুক্তোঽসি সম্প্রতম্॥
তীর্থৈর্মন্ত্রৈর্জপৈর্দানৈ ক্রতুভিঃ শ্রেষ্ঠদক্ষিণৈঃ।
ব্রতৈরধ্যয়নৈর্ভূপ তপোভিশ্চ যদর্জ্জিতুম্।
ন শক্যং তব রাজেন্দ্র ভক্ত্যা তৎ করমাগতম্॥
অতঃপরং ন শোচস্ব ভক্তিযোগে মনোঽস্তু তে *
পিতামহং দ্রষ্টুকামো গন্তা চেদন্তিকং বিভোঃ
উপদেক্ষ্যতি সোঽপ্যস্য যাত্রাস্তাস্তা মহোৎবাঃ৪৮
স্বয়ঞ্চ ভগবানেব বরং তুভ্যং প্রদাস্যতি।

কহিলেন, হে নৃপতে! তোমাতে আমাতে নিশ্চয়ই কোন প্রভেদ নাই। তোমার নিমিত্ত এই যে সাক্ষাৎ জগন্নাথ আবির্ভূত হইয়াছেন। ৪৫

তাঁহার পাদপদ্মে আপনার অন্তঃকরণ যে অনন্য ভক্তি দ্বারা এরূপ প্রবণ হইয়াছে, পুরুষের ইহার পর আর পরমার্থ কি আছে? এই ক্ষণে আইস, ইহাকে অর্চ্চনা কর, তুমি সম্প্রতি জীবন্মুক্ত হইয়াছ। ৪৬

তীর্থপর্য্যটন, মন্ত্র, জপ ও দান এবং ভূরি-দক্ষিণ, যাগ, যজ্ঞ দ্বারাও যে ফল উপার্জ্জন করিতে শক্ত না হয়; হে রাজেন্দ্র! একমাত্র ভক্তি দ্বারাই তাহা তোমার হস্তগত হইয়াছে। ৪৭

অতঃপর আর শোক করিও না; এখন প্রার্থনা করি, একমাত্র ভক্তিযোগেই তোমার মন নিবিষ্ট হউক। আর তুমি যদি প্রশ্নার্থী হইয়া পিতামহের নিকট গমন কর, তবে তিনিও তোমাকে এই দেবাধিপের সেই সেই যাত্রা-মহোৎসব সমুদয় উপদেশ করিবেন। ৪৮

স্বয়ং ভগবানই তোমাকে অভিলষিত বঃ

*প্রকর্ষং বহু রাজেন্দ্র স্থিত্বা চাস্যাং চিরং ভুবি
আরাধয় জগন্নাথমুপচারৈর্মহোৎসবৈঃ॥
ইত্যধিকঃ কচিৎপাঠঃ।

প্রতিষ্ঠাপিতে প্রাসাদে তস্মিন্ কালে স্বয়ম্ভুবা ।
অহমপ্যাগমিষ্যামি তদা সপ্তর্ষিভিঃ সহ ॥ ৪৯
তদাবাং তত্র গচ্ছাবো ব্রহ্মলোকমকল্মষম্ ।
ত্বাং বিনা ভুবি কঃ শক্তো ব্রহ্মলোকগতিং প্রতি
ইত্যুক্ত্বা নারদো ভূপমুক্তস্থৌ চ নভস্থলম্ ॥ ৫০
ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরুবাচ ।
রাজা চ তমুবাচেদং নির্লক্ষগমনং প্রতি ।
অয়ং পুষ্পরথোঽস্ত্যেব মনসো বেগবান্ মুনে
এনমারুহ্য যাস্যাবঃ ক্ষণং যাবৎ প্রতীক্ষ্যতাম্ ।
যাবদেতাননুজ্ঞাপ্য প্রাসাদে হ্যধিকারিণঃ ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য বিভুমায়ামি মুনিসত্তম ॥ ২
নারদোঽপি বচঃ শ্রুত্বা শ্রদ্দধানো নৃপোক্তিষু ।
করেণ ধৃত্বা রাজানং মহাবেদীং প্রবিশ্য চ ॥ ২
সহিতং রামভদ্রাভ্যাং নত্বা কৃষ্ণং মুহুর্মুহুঃ ।
অনুজ্ঞাং প্রার্থয়ামাস ব্রহ্মলোকগতিং প্রতি ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি বচসা বপুষা মনসা হরিম্ ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য পুনর্নত্বা সাষ্টাঙ্গমুন্মনাঃ ।
ব্রহ্মলোকগতিং বিপ্রা যাচতে স্ম কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪
উভৌ তৌ দিব্যযানেন জগ্মতুর্মুনিভূভুজৌ ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য রবিং ব্যোমমণ্ডলমধ্যগম্ ।
উপর্য্যুপরি জগ্মাতে ব্যতীত্য ধ্রুবমণ্ডলম্ ॥ ৫
জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সত্বরাবনতোন্মুখৈঃ ।
বীক্ষ্যমাণৌ মুদাযুক্তৌ সংলপন্তৌ পরস্পরম্ ।
ভগবচ্চরিতং বিপ্রা মনোমলবিশোধনম্ ॥ ৬
জীবন্মুক্তো মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বলোকং ভ্রমন্নয়ম্ ।
যথা ন পিহিতদ্বারস্তথায়ং মর্ত্ত্যবাস্যপি ।
ভূপতিঃ প্রযযৌ শীঘ্রং বিষ্ণুভক্তিপ্রাসাদতঃ । ৭

প্রদান করিবেন। এবং স্বয়ম্ভূ যখন স্বয়ংই আসিয়া তোমার এই প্রাসাদ প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন, আমিও আবার তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল সহযোগে সমাগত হইব। ৪৯

অতএব আইস উভয়ে নির্ম্মল ব্রহ্মলোকে গমন করি। পৃথিবীতে তোমা ভিন্ন তথায় গমন করিতে আর কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? নারদ মুনি, নরপতিকে এই বলিয়া নভঃপথ উদ্দেশে উত্থিত হইলেন। ৫০

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২১॥

জৈমিনি কহিলেন, নরপতিও সেই অলক্ষিত-প্রয়াণ ঋষিবরকে এই কথা কহিলেন যে, হে মুনে! আমার এই ত মন হইতে বেগগামী পুষ্পরথই রহিয়াছে। আমরা উভয়ে এই রথে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিব। এইক্ষণে ক্ষণ-কাল প্রতীক্ষা করুন। আমি প্রাসাদ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে অনুজ্ঞা করিয়া প্রভুকে প্রদক্ষিণ করত আগমন করি। ১

নারদও নরপতি-বাক্যে শ্রদ্ধা প্রকাশ ও তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক মহাবেদীতে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর বলরাম ও সুভদ্রার সহিত জগন্নাথদেবকে মুহুর্মুহুঃ প্রণাম করিয়া ব্রহ্ম-লোকগমনার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ২। ৩

হে বিপ্রগণ! ইন্দ্রদ্যুম্নও কায়মনোবাক্যে হরিদেবকে প্রদক্ষিণ করত উন্মনা হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মলোকে যাইবার প্রার্থনা করিলেন। ৪

(অনন্তর) উভয়ে সেই বিদ্যমানে অধিরূঢ় হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমে নভোমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া ধ্রুবমণ্ডল অতিক্রমপূর্ব্বক উপর্য্যুপরি ভাবে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে জন-লোকবাসী সিদ্ধগণ সত্বর অগ্রে বদন অবনত করিয়া উহাঁদিগকে দেখিতে লাগিলেন। উহাঁরা মনোমল-বিশোধক ভগচ্চরিত্র বিষয়ে পরস্পর বাক্যালাপ করিতে করিতে হর্ষান্বিত হইলেন! মুনিশ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্ত মহাত্মা নারদ যেমন অবারিত দ্বারে সর্ব্বলোক ভ্রমণ করিয়া যাইতে লাগিলেন, ঐ নরলোকবাসী নররাজও একমাত্র বিষ্ণুভক্তি-প্রসাদেই সেইরূপে তাঁহার সহযোগে সত্বর গমনে অধিকারী হইলেন। ৫—৭

ব্রহ্মণ্ড বিষয়ে নৈতৎ দুষ্প্রাপং বস্তু বিদ্যতে।
বিষ্ণুভক্তেন যল্লভ্যমপরং মুক্তিমেতি সঃ ॥ ৮
মহর্লোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সাদরাভ্যর্চ্চিতৌ চ তৌ।
ইন্দ্রদ্যুম্নো ন সস্মার পার্থিবং দেহমাত্মনঃ ॥ ৯
ক্রমাদূর্দ্ধগতিং গচ্ছন্ পশ্যন্ সৌখ্যৈকভাজনান্।
নির্দ্বন্দ্বানভিলাষোঽথ তৎক্ষণাদেব পৌরুষান্ ॥১০
কেবলং ভগবৎপ্রীত্যৈ কর্ম্মভূমৌ চকার যৎ।
প্রাসাদং চিন্তয়ামাস সম্পূর্ণো বা ন বা ভবেৎ ॥
ময্যাগতে ব্রহ্মলোকং শত্রুভির্ব্বাভিভূয়তে।
আদরা বা ভুয়ায়ুঃ সেবকা দ্রব্যলোভতঃ ॥ ১২
গৃহীতবেতনাঃ শিল্পিবৃন্দা মন্দক্রিয়াস্তথা।
ন শীঘ্রং ঘটয়িষ্যন্তি ময়ি ব্রহ্মক্ষয়াগতে ॥ ১৩
যাবন্ন গমিষ্যে ধাতারং গৃহীত্বাহং চতুর্ম্মুখম্।

যিনি বিষ্ণুকে ভক্তি করেন এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যেও তাঁহার কিছুই দুর্লভ থাকে না, অধিকন্তু তিনি মুক্তি পর্য্যন্তও লাভ করিতে সমর্থ হন। ৮

(সুতরাং) তাঁহারা মহর্লোকে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ সিদ্ধগণ কর্তৃকও সাদরে অর্চ্চিত হইলেন। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় দেহকে আর পার্থিব বলিয়া স্মরণ করেন নাই। ৯

এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে যতই উর্দ্ধে গতি করিতে লাগিলেন, ততই পরমসুখী দ্বন্দ্বরহিত পুরুষ সকল দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎই সন্তুষ্ট হইলেন। ১০

কেবল ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্মভূমিতে যে প্রাসাদটী নির্ম্মিত হইয়াছে, একমাত্র তাহারই চিন্তা মনে উপস্থিত হইতে লাগিল যে, উহা সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না? আমি এই ব্রহ্মলোকে যাইতেছি, শত্রুরা ইত্যবসরে আসিয়া উহা বিনষ্ট কি অধিকৃত করে! কিম্বা নিযুক্ত সেবকেরাই দ্রব্যলোভে উহাতে হতাদর হয়। ১১।১২

আমি এই ব্রহ্মলোকে আসিয়াছি বলিয়া বেতনভোগী শিল্পিবৃন্দ অবশিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্যে দীর্ঘসূত্রতা প্রকাশপূর্ব্বক শীঘ্র সম্পাদন করিবে না। যে পর্য্যন্ত আমি চতুর্ম্মুখ

তাবন্ন পুনরেব স্যাৎ প্রাসাদো ময়ি দূরগে ॥ ১৪
ইহায়াতাস্তু যে পূর্ব্বে ন পুনস্তে ক্ষিতিং গতাঃ।
মত্বানা মম সামন্তা ইত্থং বা দুষ্টমানসাঃ ॥
রাজ্যং মম হরিষ্যন্তি দ্বিষন্তঃ কিমু সাম্প্রতম্ ॥১৫
ইত্থমুদ্বিগ্নমনসং চিন্তয়ানং মহীপতিম্।
অতীতানাগতজ্ঞান-নিধির্মুনিরুবাচ তম্ ॥ ১৬
কিং চিন্তয়সি রাজেন্দ্র! ত্বমেবং দীনমানসঃ।
যত্র চাভ্যাগতাবাবাং ন চিন্তাবিষয়ো হ্যয়ম্।
নাধয়ো ব্যাধয়শ্চাত্র প্রভবন্তি কদাচন।
ন জরা ন চ বা মৃত্যুঃ কিমন্যদ্দুঃখহেতুকম্।
কৃতার্থোঽপি মহাভাগ যন্মানুষবপুঃ স্বয়ম্।
ব্রহ্মলোক ইহায়াতঃ প্রত্যক্ষং দৃষ্টবান্ হরিম্ ॥১৮
ইহায়াতা ন শোচন্তি হেয়ে সংসারকৃত্যকে।
ব্রুবাণমিত্থং ভূপালস্তমুবাচ মুনীশ্বরম্।

বিধাতাকে লইয়া প্রতিগমন না করিব, তাবৎ আমার দূরে অবস্থিতি বিধায় প্রাসাদের কার্য্য শেষ সম্পন্নই হইবে না। ১৩।১৪

যাহারা একবার এই লোকে আসিয়াছে, তাহারা আর পৃথিবীতে যায় নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই বা সামন্তগণ দুষ্টচিত্তে আমার রাজ্য হরণ করে। এ অবস্থায় শত্রুগণের প্রতি আর কথাই কি আছে? ১৫

মহীপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন এই প্রকার উদ্বেগ সহকারে চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছেন, ইহা সেই ভূতভবিষ্যদ্বেত্তা মুনিবর জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন। ১৬

হে রাজেন্দ্র! আপনি এ প্রকার দীনমনে কি চিন্তা করিতেছেন? আমরা যে স্থলে আগমন করিয়াছি, ইহা ত চিন্তার বিষয় (স্থান) নহে। এখানে আধি ও ব্যাধি কদাপি প্রভুত্ব করিতে পারে না। জরা মৃত্যু বা অন্য কোন দুঃখহেতুও এখানে নাই। ১৬

হে মহাভাগ! তুমি যে কৃতার্থ হইলে! যেহেতু স্বয়ং নর-শরীরেই এই ব্রহ্মলোকে আসিয়া হরিদেবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ। ১৮

যাঁহারা ইহলোকে আগমন করেন, তাঁহারা আর তুচ্ছ সংসার-কার্য্যের জন্য শোক প্রকাশ

নহি শোচামি ভগবন্ রাজ্যস্বজনবন্ধুষু।
সমারব্ধো ভগবতঃ প্রসাদো যো ময়াধুনা।
অত্রাগতং মাং তে মত্বা নানুতিষ্ঠন্তি সেবকাঃ ॥১৯
আরব্ধস্য প্রতিষ্ঠা হি কর্ত্তব্যা নিশ্চিতো মুনে।
তস্যান্তরায়ং সম্ভাব্য দুঃখিতং মে মনঃ প্রভো ॥ ২০
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহৃষ্টো মুনিরব্রবীৎ।
প্রজাপতিসমস্ত্বং হি নহি সামান্যভূপতিঃ ॥ ২১
কেনাপ্যপহৃতং * নৈব ভূমৌ পূর্ব্বমনুষ্ঠিতম্!
কি পুনস্তবকৃত্যন্তু যঃ স্থিতিস্থিতিহানিকম্ ॥ ২২
ব্রহ্মলোকগতস্যাপি প্রতাপযশসী তব।
ত্রৈলোক্যং ভ্রমতো নিত্যং যথা সূর্য্যনিশাকরৌ।
যস্য কার্য্যেষু ভগবান্ সহায়োঽসৌ চতুর্ম্মুখঃ।

করেন না; মুনীশ্বর এই প্রকার বলিলে ভূপাল তাঁহাকে কহিলেন যে, হে ভগবন্! আমি রাজ্য বা স্বজন-বন্ধু প্রভৃতির জন্য কোন শোক করিতেছি না, সম্প্রতি ভগবানের যে, প্রাসাদটি আরব্ধ করিয়াছি, সেবকগণ আমাকে এই স্থানে আগত জানিয়া তৎপ্রতি মনোযোগ করিতেছে না। ১৯

হে প্রভো! যাহা আরব্ধ হইয়াছে, তাহার প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই করিতে হইবে কিন্তু এইক্ষণে তাহার বিঘ্ন সম্ভাবনায় আমার মন দুঃখিত হইতেছে।২০

নারদ-মুনি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে হর্ষিত হইয়া বলিলেন, তুমি ত সামান্য ভূপতি নও, প্রজাপতি পিতামহই তোমার তুলনা-স্থল। ২১

পৃথিবীতে পূর্ব্বে কেহই যখন তোমার অপকার করিতে পারে নাই, এইক্ষণে কি তোমার একটিমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্যে তাহা ঘটিবে যাহাতে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী পুরুষও সহায়।২২

তুমি এই ব্রহ্মলোকে আগত হইলেও তোমার প্রতাপ ও যশ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় ত্রৈলোক্যে বিচরণ করিতেছে। বিশেষতঃ হে রাজশার্দ্দূল! যাহাদিগের কার্য্যসমূহে ভগবান্

* উপকৃতম্।

তেষু কিং রাজশার্দ্দূল বিঘ্নশঙ্কাপি জায়তে ॥ ২৩
এষ দূরেঽস্তি রাজেন্দ্র প্রত্যক্ষঃ স শচীপতিঃ।
সদোমধ্যগতঃ শক্রঃ সাক্ষাৎ ত্রিজগতাং পতিঃ॥২৪
বিশেষতো জগন্নাথপ্রাসাদে কঃ পুমান্নৃপ।
বিহর্ত্তুং * মনসাপীচ্ছেৎ তত্র শঙ্কাস্তু মা তব ॥২৫
তদগ্রতঃ পশ্য ভূপ চন্দ্রকোটিসমত্বিষা।
পরিতো হ্লাদজনকঃ সুধাসাগরকোটিবৎ।
যশ্চায়ং তেজসো রাশির্জানীহি ব্রহ্মসদ্মনঃ ॥২৭
ইত্থমালপতো তৌ তু ব্রহ্মলোকান্তিকং গতৌ।
শুশ্রুবাতে সুদূরাত্তৌ ব্রহ্মর্ষীণাং মুখোদিতম্।
স্বাধ্যায়শব্দং সুপদং স্পষ্টবর্ণক্রমস্বরম্ ॥ ২৮
ইতিহাসপুরাণানি ছন্দঃকল্পানি গাথিকাঃ।
অসঙ্কীর্ণোজ্জ্বলপদাঃ শ্রূয়ন্তে প্রবিভাগশঃ ॥ ২৯

চতুর্ম্মুখ সর্ব্বদা সহায় হন, তাহাদিগের বিঘ্নে আশঙ্কাও কি জন্মে? কখনই নহে। ২৩২৪

হে মহারাজ! ঐ দূরে দেখা যাইতেছে ঐ স্থানে সাক্ষাৎ ত্রিজগৎপতি সেই শচীপতি শক্রদেব সভামণ্ডলীমধ্যগত হইয়া প্রত্যক্ষ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। আপনি উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করুন। সেই জগন্নাথদেবের প্রাসাদে কেহই বাসনিমিত্ত মনে অভিলাষ করিবে না। ২৫।২৬

হে ভূপতে! এইক্ষণে দর্শন করুন, ঐ ইন্দ্রালয়ের উপরিভাগে কোটিচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিশীল সমন্তাৎ সন্তোষদায়ক কোটি কোটি পীযূষ সাগরবৎ পরিতৃপ্তিসাধক তেজোরাশি দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই ব্রহ্মার বাসস্থান জানিও। ২৭

উভয়ে এইরূপ আলাপ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকের সমীপে উপস্থিত হইয়া দূর হইতেই ব্রহ্মর্ষিদিগের মুখবিনির্গত সুস্পষ্ট বর্ণ ক্রমসম্পন্ন সুস্বর সুপদ বেদাধ্যয়নধ্বনি সকল শ্রবণ করিলেন। ২৮

আরও স্পষ্টপদ ও উচ্চশব্দযুক্ত ইতিহাস পুরাণ, ছন্দঃ, কল্প ও গাথা সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে শুনিলেন। ২৯

* নিহন্তুং।

যত্রৈতদ্রাজশার্দ্দূল জানীহি ব্রহ্মণঃ পুরম্ ॥ ৩০
সভা হি দৃশ্যতে চৈষা যত্র লোকপিতামহঃ।
সার্দ্ধং ব্রহ্মর্ষিমুখ্যৈশ্চ সুখাসীনশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৩১
নানাচৈতন্যশরণং (১) জীবন্মুক্তৈরুপাসিতম্।
যত্রাগতা নিবর্ত্তন্তে ন সংসারাব্ধিসঙ্কটে ॥ ৩২
সদিতি ব্রহ্মণোনাম যস্তায়ং ভুবনোত্তমঃ।
সত্যলোক ইতি খ্যাতস্তদূর্দ্ধং নাস্তি কিঞ্চন ॥৩৩
অত্রৈব কিঞ্চিদুপরি অধশ্চাণ্ডকপালতঃ।
বৈকুণ্ঠ ভবনং রাজন্ মুক্তা যত্র বসন্তি বৈ ॥৩৪
যত্র যোগেশ্বরঃ সাক্ষাৎ যোগিচিন্ত্যো জনার্দ্দনঃ।
চৈতন্যবপুরাস্তে বৈ সান্দ্রানন্দাত্মকঃ প্রভুঃ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩৫ (২
স এষ স্রষ্টা লোকানাং মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপধৃক্।
রক্ষিতা রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা লোকভাবনঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নং বদন্নথং প্রাপ ব্রহ্মনিকেতনম্ ॥ ৩৬ ॥
ক্ষণেন চ সভাদ্বারি প্রকোষ্ঠে ন ন্যবর্ত্তত।
যত্র তিষ্ঠন্তি দিক্‌পালাঃ শক্রাদ্যাঃ পিতরস্তথা ॥
চিরং কালং ধ্যানপরাস্তথা মন্বন্তরাধিপাঃ।
পৃথগ্‌জননিভাঃ দ্বাঃস্থা নিষিদ্ধান্তঃপ্রবেশনাঃ ॥৩৭
ইন্দ্রদ্যুম্নেন সহিতং নারদং প্রবিলোক্য সঃ।
দ্বারপালঃ সবিনয়ং ননাম নতকন্ধরঃ ॥ ৩৮
চতুর্দ্দশানাং লোকানাং ভ্রমণে রসিকঃপ্রভো।
ত্বয়া বিনা শোভতে নো স্বামিংস্তব পিতুঃ সভা।
সন্ত্যেব মুনয়ঃ শ্রেষ্ঠা ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মবিত্তরাঃ।
গোতমাদ্যাস্তথাপ্যেষা ন রম্যা ব্রহ্মণঃ সভা ॥৩৯

ঋষিবর কহিতেছেন, হে নৃপবর! যে স্থলে ঐ সকল শ্রুত হইতেছে, উহাই ব্রহ্মার সদন জানিও। ৩০

ঐ সভাই দেখা যাইতেছে; উহাতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত সুখে আসীন রহিয়াছেন ॥ ৩১

তিনি বিবিধ চৈতন্যের আশ্রয় ও জীবন্মুক্তগণের সতত উপাস্য। জীবগণ একবার এই স্থলে আগমন করিতে পারিলে আর সংসারসাগর-সঙ্কটে পতিত হয় না। সৎ এইটি ব্রহ্মার নামধেয়,—সুতরাং তাঁহার ভুবনোত্তমের নাম "সত্য" লোক বলিয়া বিখ্যাত। উহার উপরিভাগে আর কিছুই নাই কেবল উহার কিঞ্চিৎ উপরিভাগে ব্রহ্মার অণ্ডকপালের-অধঃ সীমায় বৈকুণ্ঠ ভবন রহিয়াছে। হে রাজন্! মুক্তপুরুষেরা সেই স্থানেই বাস করেন। ৩২—৩৪

সে স্থানে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর যোগিগণচিন্তনীয় প্রভু জনার্দ্দন বাস করিতেছেন; যিনি চৈতন্যশরীর ও সান্দ্রানন্দময়; যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর মৃত্যুপথের পথিক হইতে হয় না, সেই লোকস্রষ্টা মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপে লোকরক্ষিতা ও রুদ্ররূপে সংহর্ত্তা দেববর ঐ স্থানে বাস করেন। ঋষিবর ইন্দ্রদ্যুম্নকে এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রহ্মভবনে উপস্থিত হইলেন। ৩৫। ৩৬

ক্ষণকাল মধ্যেই সভাদ্বারের প্রকোষ্ঠে উপনীত হইয়া দেখিলেন, দ্বারদেশে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ, পিতৃগণ ও মন্বন্তরের অধিপতিরা বহুকাল হইতে নীচ জনের ন্যায় দ্বারপালকে উপাসনা করিতেছেন। তথাচ সে তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই অন্তরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। ৩৭

ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত নারদকে দেখিবামাত্রেই সেই দ্বারপাল অবনতমস্তকে সবিনয়ে প্রণাম করিল ।৩৮

আরও বলিতে লাগিল; হে প্রভো! আপনি চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণে রসিক, সুতরাং হে স্বামিন্! আপনি বিনা আপনার পিতৃসভা শোভা পাইতেছে না। যদ্যপি ব্রহ্মতৎপর ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গোতম প্রভৃতি মুনিরা উহাতে আছেন, তথাপি ব্রহ্মার সভা আপনি না থাকায় রমণীয়া হয় না। ৩৯

---

১ শবলৈঃ।
(২) যমুপাস্তে সদা ব্রহ্মা জীবন্মুক্তঃ স্বমুক্তয়ে।
কল্পিতস্তাদৃশ্যা দেহসাবোভঃ সার্দ্ধং প্রপদ্যতে।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

বহুতারাপি রজনী চন্দ্রেণৈব প্রকাশতে।
ইতি স্তবন্ দদৌ তস্ম প্রবেশং বিনয়ান্বিতঃ ॥৪০

ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

দৌবারিকাঽয়ং রাজর্ষিরিন্দ্রদ্যুম্নো মহাযশাঃ।
সার্ব্বভৌমো বৈষ্ণবাগ্র্যো ধাতারং দ্রষ্টুমাগতঃ ॥
যাত্বয়ং পুরতস্তস্য যদি ত্বমনুমন্যসে ॥ ১
ইত্যুক্তস্তং পুনঃ প্রাহ নারদং মুনিসত্তমঃ।
স্বামিংস্ত্বয়াগতো যোঽসৌ ন সামান্যোহি বুধ্যতে
যত্র পশ্যসি দিক্‌পালান্ পিতৄন্ মন্বন্তরাধিপান্।
তত্রায়ং মর্ত্ত্যনিলয়স্তিষ্ঠেদদ্ভুতপৌরুষঃ ॥
ভবান্ গত্বা পদ্মযোনিং বিজ্ঞাপ্যৈনং প্রবেশয় ॥২

দেখুন যামিনী বহুতর তারাপ্রভায় প্রভা প্রাপ্ত হইলেও এক তারানাথ ব্যতিরেকে তাহারও প্রভা প্রকাশিত হয় না। দ্বারপাল এইরূপ স্তব করিয়া বিনয়সহকারে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। ৪০

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিতেছেন,—হে দৌবারিক! এই ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইনি রাজর্ষি, মহা যশস্বী; সার্ব্বভৌম, ও বৈষ্ণবচূড়ামণি; বিধাতাকে দর্শনার্থ আসিয়াছেন; এইক্ষণে তুমি অনুমতি করিলে তাঁহার সমীপে যাইতে পারেন। ১

দ্বারপাল ইহা শ্রবণ করিয়া পুনরায় মুনিসত্তম নারদকে কহিল,—হে স্বামিন্! আপনার সহিত যিনি আগত হইয়াছেন, তিনি কখনই সামান্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না, তথাচ যে স্থলে ঐ দিক্‌পালগণ পিতৃগণ ও মন্বন্তরাধিপ সকল অবস্থান করিতেছেন, ঐ অমিতপ্রভাব মর্ত্ত্যবাসী নরপতিও তথায় কিছুক্ষণ থাকুন। আপনি পদ্মযোনির সমীপে যাইয়া এ বিষয় বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক পশ্চাৎ উঁহাকে সভাপ্রবিষ্ট করুন। ২

সভাদ্বারগতো যোঽসৌ দিক্‌পালৈঃ সহ থাস্যতি।
একাগ্রচিত্তো ভগবান্ গায়নেচতুরাননঃ ॥
অস্মাকং দ্বার্নিযুক্তানাং প্রতীক্ষ্যোঽবসরো ধ্রুবম্
ন ক্রোধো ময়ি কর্ত্তব্যো দাসে তব পিতুশ্চ তে।
ইত্যুক্তো নারদো গত্বা ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্ ॥
নত্বা সাষ্টাঙ্গপতনং বিজ্ঞপ্তো বসুধাধিপঃ।
কটাক্ষেণাদিশৎ সোঽথ ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রবেশনম্। ৪
নোবাচ কিঞ্চিদ্ভগবান্ গানে দত্তাবধানতঃ ॥৫
দিব্যগাথকসংগীতে কৌতুকাবিষ্টমানসঃ।
জ্ঞাত্বেঙ্গিতং নারদোঽথ ইন্দ্রদ্যুম্নং নৃপোত্তমম্।
প্রবেশয়মাস ততঃ শক্রাদ্যৈঃ সুনিরীক্ষিতম্ ॥ ৬
দৃষ্ট্বা পিতামহং দূরাৎ স্রষ্টারং জগতাং নৃপঃ।
অমন্যত দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সাক্ষাদ্দারুময়ং হরিম্ ॥ ৭
শনৈঃশনৈর্যযৌ ভূপঃ প্রণনাম * কৃতাঞ্জলিঃ।

আমরা দ্বারনিযুক্ত অধীন ব্যক্তি, সুতরাং স্বীয় অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অবসর প্রতীক্ষা করিতে হয়; অতএব আপনার ও আপনকার পিতার এই দাসের প্রতি ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নয়। দৌবারিক এইরূপ বলিলে ঋষিবর জগৎ-পতি ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক বসুধাপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের বিষয় অবগত করিবামাত্রেই বিধাতা কটাক্ষ ভঙ্গীদ্বারা তাঁহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ৩।৪

সেই সময়ে স্বরসভায় সঙ্গীত হইতেছিল, ভগবান্ তাহাতেই প্রণিধান করিতেছিলেন, আর মুখ দ্বারা কিন্তু ব্যক্ত করিলেন না। ৫

উত্তম গাথকের গানে কৌতুকান্বিত নারদ তাঁহার ইঙ্গিত ক্রমে নৃপোত্তম ইন্দ্রদ্যুম্নকে প্রবেশিত করিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন। ৬

হে দ্বিজগণ! নৃপবর দূর হইতেই জগৎ-স্রষ্টা পিতামহকে দেখিতে পাইয়া এতদিন পরে তাঁহার সেই দারুনির্ম্মিত জগন্নাথকে সাক্ষাৎ জগন্নাথ বলিয়া মানিতে লাগিলেন। ৭

ভূপতি কৃতাঞ্জলিপুটে মৃদু মৃদু গমন ও

---

* প্রণনামংশ্চ।

স্তবন্ নমন্ প্রণিপতন্ সাধ্বসস্খলিতং ব্রজন্।
কিঞ্চিদ্দূরে স্থিতো ভূপো নারদস্য নিদেশতঃ॥ ৮
ততঃ পুণ্যং গীয়মানং চরিতং সিন্ধুজাপতেঃ।
শৃণ্বংশ্চতুর্মুখস্তস্থৌ মুহূর্ত্তং দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ ৯
সাবিত্রীসারদাভ্যাং স বীজ্যমানস্তু পার্শ্বয়োঃ।
শুদ্ধদেহধরৈর্দেবৈঃ স্তূয়মানঃ স্বয়ন্তবঃ॥ ১০
কলাকাষ্ঠানিমেষৈস্তু কলয়ন্ যুগপর্য্যয়ম্।
ন জরাজন্মমরণ-রূপাদিপরিণামকম্।
যস্য লোকগতানাং বৈ নাধয়ঃ ব্যাধয়স্তথা॥ ১১
মন্বন্তরাদয়ো যত্র যুগাবর্ত্তাদয়স্তথা।
কল্পান্তরা ন বিদ্যন্তে স সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ।
গীতাবসানে তং ভূপমুবাচ প্রহসন্নিব॥ ১২
ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাসত্ত্ব সাক্ষাৎ ত্বং ভগবৎপ্রিয়ঃ।
অন্যস্য দুর্ল্লভো লোকঃ সত্যাখ্যো বিদিতস্তব॥

প্রণাম করিলেন; এবং স্তব, নমস্কার ও প্রণিপাত করিতে করিতে ভয়েতে স্খলিতের ন্যায় গমন করত নারদের আজ্ঞানুসারে কিছু দূরদেশে অবস্থিতি করিলেন। ৮

হে দ্বিজগণ! ততঃপর লক্ষ্মীনাথের পরম পবিত্র চরিতগান শ্রবণ করিতে করিতে চতুর্মুখ মুহূর্ত্ত কালস্থিতি করিতে লাগিলেন ৯

দেবী সাবিত্রী ও বাগ্‌দেবী সারদা তাঁহার দুই পার্শ্বে বীজন করিতেছেন; নির্ম্মল দেহধারী দেবগণও ঐ স্বয়ন্তব ব্রহ্মাকে স্তব করিতেছেন। ১০

তিনি স্বয়ং কলা কাষ্ঠা ও নিমেষাদি দ্বারা যুগপর্য্যয়ের সংখ্যা করিতেছেন; যাঁহার লোকগত ব্যক্তিদিগের জরা জন্ম মরণ ও রূপ-পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সংঘটিত হয় না এবং আধি-ব্যাধির লেশমাত্রও নাই। ১১

যাঁহার ভুবনে মন্বন্তর, যুগাবর্ত্তন ও কল্পান্তর প্রভৃতি কিছুই বিদ্যমান নাই, সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর গীতাবসানে ভূপতিকে যেন হাঁসিতে হাসিতেই কহিলেন। ১২

হে ইন্দ্রদ্যুম্ন! মহাসত্ত্ব! তুমি ভগবানের সাক্ষাৎ প্রিয়পাত্র; আমার এই সত্যলোক অন্যের পক্ষে দুর্লভ, ইহা ত তুমি বিদিতই আছ।

অত্রাগতিং হি বাঞ্ছন্তি * মুনয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
তপোনিষ্ঠাশ্চ তিষ্ঠন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ১৪
চতুর্দ্দশসু লোকেষু স্রষ্টানাং প্রাণিনাং হি যৎ।
চৈতন্যানি বিচিত্রাণি সর্ব্বেষামাশ্রয়ো হ্যসৌ॥১৫
জানন্নপি হি তৎকার্য্যং মানয়ন্ন্ পসত্তমম্।
উবাচ পরমপ্রীত ইন্দ্রদ্যুম্নং পিতামহঃ।
কিমর্থমাগতো হ্যত্র ত্বদ্‌ব্রূহি হৃদয়স্থিতম্॥ ১৬
ময়ি দৃষ্টে ন দুষ্প্রাপমমৃতং কিন্ন বাঞ্ছিতম্॥ ১৭

ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ

অন্তর্য্যামী হি ভগবান্ ত্বদজ্ঞাতং কুতো ভবেৎ।
তথাপি প্রশ্নো যো নাথ ময্যনুক্রোশ এব সঃ॥১৮
মূর্দ্ধ্যাধয় ত্বদনুজ্ঞাং কথিতাং তব সূনুনা।
ইষ্টাঃ সহস্রং ক্রতবস্তদন্তে দারুদেহভৃৎ।

মুনিগণ নিষ্পাপ হইয়াও এই লোকে আগমনার্থ বাঞ্ছা করিতেছেন এবং মহাপ্রলয়-কাল পর্য্যন্ত তজ্জন্যই তপশ্চাপরায়ণ থাকেন।১৪

আরও চতুর্দ্দশ ভুবনমধ্যে সৃষ্ট প্রাণিগণের যে সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ বিচিত্র বিচিত্র চৈতন্য-বিষয় সকল রহিয়াছে, তৎসমুদয়কেই এই লোক আশ্রয় করিয়া আছে। ১৫

যদিও পিতামহ ইন্দ্রদ্যুম্নের সমুদয় উদ্দেশ্য জানিতেছেন, তথাপি পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? মনোগত বিষয় প্রকাশ করিয়া বল? ১৬

যখন আমাকে দর্শন করিতে পাইয়াছ, তখন অমৃতও তোমার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য নহে, তাহাতে সামান্য বাঞ্ছিতবিষয়ের কথা কি বলিব। ১৭

ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিতেছেন, ভগবন্! আপনি অন্তর্য্যামী, আপনার অজ্ঞাতবিষয় কি হইতে পারে? তথাপি যে প্রশ্ন করিলেন, হে নাথ! ইহা আমার প্রতি করুণা প্রকাশ মাত্র। ১৮

আপনার পুত্র ঋষিবরের মুখ হইতে আপনার অনুজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছি। তদবসানে

* বাঞ্ছতঃ।

আবির্বভূব ভগবান্ ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ ॥ ১৯
ত্বদনুগ্রহসম্পত্তিবশাদেবাবলোকয়ন্।
তাদৃশং পুণ্ডরীকাক্ষং যেন ত্বল্লোকমাগতঃ ॥ ২০
তত্তারব্ধো ময়া দেব প্রাসাদস্তত্র চেৎ স্বয়ম্।
গত্বা দেবং জগন্নাথং স্থাপয়িষ্যসি চ প্রভো।
ত্বদনুগ্রহস্তু সফলো ভবেন্মে লোকভাবন ॥ ২১
এতদর্থং জগৎস্বামিন্ নারদেন সহাধুনা।
ত্বৎপাদপদ্মযুগলং দ্রষ্টুং ত্বল্লোকমাগতঃ।
প্রসীদ মাং কুরুষ্বেদং জগন্নাথস্ত্বমেব হি।
ত্বমেব স জগন্নাথো ন ভেদো যুবয়োর্বিভো।
স্থাপ্যঃ স্থাপয়িতা চাসি বেদ্যো বেদয়িতা ভবান্॥২২

জৈমিনিরুবাচ।

এবং বিজ্ঞাপনান্তে তু দুর্ব্বাসাঃ সহসা * মুনিঃ।
প্রণম্য সাষ্টাঙ্গপাতং কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ।
প্রোবাচ বিনয়াদ্বাচো ধাতারং জগতাং গুরুম্ ॥২৪
বিভো দ্বারপ্রদেশেঽত্র দৌবারিকনিবারিতাঃ।
লোকপালাঃ সপিতরস্তথা মন্বন্তরাদয়ঃ (১)।
তিষ্ঠন্তি দীনজনবৎ সুচিরাল্লোকভাবন।
তদাজ্ঞাপয় পশ্যন্তু তব পাদসরোরুহম্ ॥ ২৫
তৎশ্রুত্বা দেবদেবস্তু তদা দুর্ব্বাসসো বচঃ।
প্রহস্য বচনং প্রাহ নৈষাং প্রস্তাব এব হি।
ইন্দ্রদ্যুম্নেন স্পর্দ্ধন্তে তে কিং মোহবশানুগাঃ ॥
জীবন্মুক্তোঽয়ং নৃপতিঃ কর্ম্মক্ষীণাঘসংহতিঃ।
মৎসন্ততিঃ(২) পঞ্চমোঽয়ং বৈষ্ণবো বিষ্ণুতৎপরঃ

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের প্রভু জগন্নাথদেব দারুদেহে আবির্ভূত হইয়াছেন।১৯

আমি আপনারই অনুগ্রহবলে সেই পুণ্ডরীকাক্ষ দেবকে তাদৃশ ভাবে অবলোকন-পূর্ব্বক আপনকার এই সত্যলোকে আগমনে সমর্থ হইয়াছি। ২০

প্রভো! আমি তাঁহার প্রাসাদ আরব্ধ করিয়াছি, এই ক্ষণে ভগবান্ স্বয়ং গমন করিয়া যদি সেই প্রাসাদে জগন্নাথদেবের স্থাপনা করেন, তাহা হইলে, হে লোকভাবন! আমার প্রতি এত দিনের অনুগ্রহ সফল হয়। ২১

আমি এই জন্যই আধুনা ঋষিবর নারদের সহিত আপনার পাদপদ্মযুগল দর্শনার্থ আপনকার লোকে আসিয়াছি। হে জগৎ-স্বামিন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। আপনিই জগ-ন্নাথ। ২২

হে বিভো! আপনিই সেই জগন্নাথ, তাঁহাতে ও আপনাতে কিছু প্রভেদভাব দৃষ্ট হয় না। এইক্ষণে তিনি স্থাপনীয়, আপনি স্থাপনকর্ত্তা; তিনি বেদ্য, আপনি বেদয়িতা হইতেছেন। ২৩

জৈমিনি কহিলেন। নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিতেছেন, ইত্যবসরে মুনিবর দুর্ব্বাসা সহসা ব্রহ্মসভায় উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে অবস্থিত হইয়া বিনয়সহকারে জগদ্গুরু বিধাতাকে কহিতে লাগিলেন। ২৪

হে বিভো! আপনার দ্বারদেশে লোক-পালগণ, পিতৃগণ ও মন্বন্তরাধিপতিরা দৌবারিক কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া অতি দীনজনের ন্যায় সুচিরকাল অবস্থান করিতেছেন। হে লোকভাবন! অনুমতি করুন, তাঁহারা আসিয়া আপনার পাদপদ্ম সন্দর্শন করুন। ২৫

দেব দেব পিতামহ দুর্ব্বাসার এই বাক্য শ্রবণান্তে হাস্যসহকারে কহিলেন, তুমি ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ ও লোকপাল প্রভৃতির নিবারণ দেখিয়া এই কথা কহিতেছ, নৃপতির সহিত কোন বিষয়েই তাঁহাদের প্রস্তাবই হইতে পারে না; তাঁহারা কি মোহের বশীভূত হইয়াই ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছেন। ২৬

এই নরপতি জীবন্মুক্ত; সৎকর্ম্ম-সমূহ দ্বারা পাপসমূহ ক্ষয় করিয়াছেন; আমার অধস্তন পঞ্চম সন্তান, বৈষ্ণব ও বিষ্ণু-তৎপর। ২৭

* স মহামুনিঃ।

(১) দ্বিপাঃ। (২) সন্ততেঃ।

এতে হি সুখভোগায় কর্ম্মণঃ প্রাপ্তপৌরুষাঃ।
অত্রাগতিং প্রার্থয়ন্ত তপস্তপ্তাহি দেবতাঃ॥ ২৭
মমানুগ্রহতস্তেতে আয়াতা মদুপাসনে।
তথাপি ত্বদনুজ্ঞাতা আয়ান্ত মম দর্শনে॥ ২৮
ততঃপ্রবিষ্টাস্তে দেবা দুর্ব্বাসোবচনেন বৈ।
দূরাৎ প্রণেমুর্ব্রহ্মাণং গায়কানাং সমীপতঃ॥ ২৯
ইন্দ্রদ্যুম্নং নরপতিং কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্ (১)।
তান্ লোকপালান্ প্রণতান্ কটাক্ষেণ জগৎপ্রভুঃ
অনুজগ্রাহ কথয়ন্ ইন্দ্রদ্যুম্নং স সাদরম্॥ ৩০
রাজন্ কৃতস্ত্বয়া সত্যং প্রাসাদো ভগবৎস্থিতৌ
নায়ং স কালস্তদ্রাজ্যং ন বা ত্বৎসন্ততির্নৃপ।
গীতগানাবসরতো ভূয়ান্ কালো গতস্তব॥ ৩১

আর এই দেবতারা সুখভোগার্থ কর্ম্ম আচরণ করত পৌরুষপ্রাপ্ত হইয়া আমার এই লোকে আগমনার্থ তপস্যা করায় আমারই অনুগ্রহে মদুপাসনা-বাসনায় দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, এই-ক্ষণে তোমার অনুজ্ঞাক্রমে আমাকে দেখিবার নিমিত্ত আসিতে পারেন। ২৮

অতঃপর দুর্ব্বাসার আহ্বানে দেবগণ সভায় প্রবিষ্ট হইয়া গায়কদিগের সমীপে থাকিয়াই দূর হইতে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। ২৯

জগৎ-প্রভু পদ্মযোনি, সম্মুখস্থিত কৃতাঞ্জলি-নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নকে এবং সেই সকল প্রণত লোকপালদিগকে কটাক্ষনিক্ষেপে অনুগৃহীত করত নৃপতিকে সাদরে কহিতে লাগি-লেন। ৩০

রাজন্! তুমি যে ভগবানের অবস্থান-জন্য প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়াছ, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু যে কালে সেই প্রাসাদনির্ম্মাণাদি হইয়া-ছিল, সেই কাল, বহু কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার সে রাজ্যও বিলুপ্ত হইয়াছে। তোমার সন্তান-সন্ততিপরম্পরাও আর কিছুই নাই। যে সময়টুকু গানসকল সঙ্গীত হইয়াছিল, সেই অবসরেই তোমার পক্ষে অতি দীর্ঘ কালই গত হইয়াছে। ৩১

(১) সংলগ্নস্তং কৃতাঞ্জলিং।

মন্বন্তরং হি দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ।
তব বংশোঽপি বিচ্ছিন্নঃ কোটিশঃ ক্ষিতিপা গতাঃ
দেবোঽস্তি তে চ প্রাসাদো দ্বয়মত্রাবশিষ্যতে॥৩২
দ্বিতীয়স্য মনোরাদিযুগং স্বারোচিষস্য চ।
মমান্তিকে তে বসতো মৃত্যুর্বা ন জরা তথা।
বিপর্য্যয়ো ঋতুনাম্বা ন কালপরিণামিতা॥ ৩৩
তদ্‌গচ্ছ ভূমৌ রাজেন্দ্র দেবং প্রাসাদমেবচ।
আত্মসম্বন্ধিনং কৃত্বা পুনরায়াহি বেগবান্॥
অথবাহং প্রযাস্যামি তবানুপদমেব হি॥ ৩৪
ত্বমগ্রতো ধরাং গত্বা যাবৎ সম্ভারমৃদ্ধিমৎ।
করিষ্যসি মহাভাগ তাবদেব ব্রজাম্যহম্॥ ৩৫
ইত্যাজ্ঞাপ্যেন্দ্রদ্যুম্নং তং ভগবান্ স পিতামহঃ।
দেবান্ পুরঃস্থিতানাহ বিনয়ানতকন্ধরান্॥

দেবতাদিগের এক-সপ্ততি যুগ হইলে এক মন্বন্তর হয়, ঐ মন্বন্তর-পরিমিত কালমধ্যে শুদ্ধ যে তোমার বংশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এমত নহে; কোটি কোটি ক্ষিতিপতিরাও বিগত হইয়াছেন, কেবল সেই দারুমূর্ত্তি দেববর ও তোমার প্রাসাদ এই দুইটী তথায় বিদ্যমান আছে। ৩২

দ্বিতীয়মনু স্বারোচিষের এই আদি যুগ কাল তুমি আমার সমীপে বাস করিয়া অতীত করিলে; তথাচ মৃত্যু বা জরার বশীভূত হইলে না। ঋতুবিপর্য্যয়ও অনুভূত হইল না এবং কালের পরিণামও পরিদৃষ্ট হইতেছে না। ৩৩

অতএব রাজেন্দ্র! তুমি এখন সত্বর ভূলোকে গমন কর। দেব ও দেবপ্রাসাদ আত্মায়ত্ত করত সত্বর আবার আমার এখানে আসিও। অথবা আসিবার আবশ্যক কি আমিও তোমার পশ্চাৎ যাইতেছি। ৩৪

তুমি অগ্রে ধরাধামে প্রয়াণপূর্ব্বক যাবৎ কালমধ্যে সমৃদ্ধিসহকারে দ্রব্যসম্ভার আয়োজি করিবে, আমি সেই অবসরেই তথায় উপস্থি হইব। ৩৫

হে দ্বিজগণ! ভগবান্ পিতামহ ইন্দ্র দ্যুম্নকে এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া সম্মুখাগ কৃতাঞ্জলি বিনয়াবনত-কন্ধরাংশ, তৎ-পার্শ্বস্থিত

বদ্ধাঞ্জলীন্ সমন্ততঃ শান্ তৎপদন্যস্তবীক্ষণান্ ।
উবাচ ভগবান্ স্নিগ্ধগম্ভীরবচসা দ্বিজাঃ ॥ ৩৬
কিমর্থমাগতাঃ সর্ব্বে যুগপত্ত্রিদিবৌকসঃ ।
যৎকার্য্যং বো ময়া কার্য্যং বিজ্ঞাপয়ত মাচিরম্ ।

জৈমিনিরুবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচো ধাতুস্ত্রিদশা বিগতজ্বরাঃ ।
প্রত্যুচুর্হর্ষিতাঃ সর্ব্বে ভগবন্তং পিতামহম্ ॥ ৩৮

দেবা উচুঃ ।

উপাসিতঃ পুরাস্মাভির্যো নীলাদ্রৌ মণিময়ঃ ।
অন্তর্হিতঃ কথং দেব ইদানীং দারুরূপধৃক্ ।
আবির্ভূতঃ ক্রতোরন্তে ইন্দ্রদ্যুম্নস্য ভূপতেঃ ॥ ৩৯
এতস্য কারণং জ্ঞাতুং ভবতঃ পাদপঙ্কজম্ ।
আরাধিতুমিহায়াতাঃ প্রসীদ কথয়স্ব তৎ ॥ ৪
ইত্যুক্তস্ত্রিদশৈর্দেবো ভগবান্ পঙ্কজাসনঃ ।
রহস্যমেতদ্ভো দেবাঃ কস্যচিন্নোদিতং পুরা ।

সর্ব্বে সমুদিতা যস্মাদপৃচ্ছত চিরাগতাঃ ।
ততো বঃ কথয়িষ্যামি সুরাণাং গুহ্যমুত্তমম্ ॥ ৪১
পূর্ব্বে পরার্দ্ধে ভো দেবাঃ ক্ষেত্রং তৎপুরুষোত্তমম্
নীলাশ্মবপুরাস্থায় ন তত্যাজ জনার্দ্দনঃ ॥ ৪২
সাম্প্রতং মে দ্বিতীয়স্তু পরার্দ্ধং সমুপস্থিতম্ ।
মনুঃ স্বায়ম্ভুবো নাম শ্বেতবারাহকল্পকে ।
প্রবর্ত্ততেঽয়ং লোকে বৈ প্রাতরদ্য দিনস্য চ ।
দারুমূর্ত্তিরয়ং দেবো ভুবনানাং হি মধ্যমে ॥ ৪৩
মমায়ুষঃ প্রমাণন্তু মানয়ন্ স্থাস্যতে বিভুঃ ।
মমাত্মা এষ ভগবান্ অহমেতন্ময়ঃ সুরাঃ ।
নাবয়োর্বিদ্যতে কিঞ্চিদস্মিন্ স্থাবরজঙ্গমে ॥ ৪৪
ক্ষীরোদার্ণবমধ্যে তু শ্বেতদ্বীপে হি তল্পকে ।
যঃ শেতে যোগনিদ্রাং তাং মানয়ন্ পুরুষোত্তমঃ ।

লোচন, দেবগণকে স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৩৬

হে ত্রিদিবনিবাসিগণ ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তোমাদিগের যে কার্য্য আমার কর্ত্তব্য হইবে, তাহা সত্বরই বিজ্ঞাপন কর । ৩৭

• জৈমিনি কহিলেন । ত্রিদশগণ, বিধাতার এই সাদর বাক্য শ্রবণে বিজ্বর হইয়া সকলেই সহর্ষে ভগবান্ পিতামহকে প্রত্যুত্তর করিলেন । ৩৮

দেবগণ কহিতেছেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে নীলপর্ব্বতে যে নীলমণিময় দেবের উপাসনা করিতাম, তিনি কি নিমিত্ত অন্তর্হিত হন্? এইক্ষণে বা কি জন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন ভূপতির যজ্ঞাবসানে দারুরূপ-ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হইলেন । ৩৯

আমরা এই বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসায় আপনার পাদপঙ্কজ আরাধনা করিতে এখানে আসিয়াছি ; হে দেব ! প্রসন্ন হইয়া ইহার বৃত্তান্ত বর্ণন করুন । ৪০

ত্রিদশবৃন্দ কর্ত্তৃক ভগবান্ পঙ্কজাসন এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, ভো দেবগণ ! এই গোপনীয় বিষয় ইতিপূর্ব্বে কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, তবে তোমরা নিতান্ত সন্তোষ ও আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসু হইয়া সুদীর্ঘ কাল উপস্থিত আছ, এই জন্যই সুরগণেরও গুহ্যতম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি । ৪১

হে দেবগণ ! ইতিপূর্ব্বে আমার এক পরার্দ্ধকাল ব্যাপিয়া সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভগবান্ জনার্দ্দন নীলকান্তমণিময় শরীর অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করেন । ৪২

সম্প্রতি আমার দ্বিতীয় পরার্দ্ধকাল উপস্থিত, অদ্যকার এই দিনের প্রাতঃকালে শ্বেতবরাহকল্পে স্বায়ম্ভুব নামে মনু প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন । প্রভু জনার্দ্দন ঐ প্রাতঃসময় হইতে ভুবন-মধ্যে ভূলোকে দারুমূর্ত্তিতেই অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । ৪৩

আমার পরমায়ুর সীমাকাল পর্য্যন্ত ঐ রূপেই প্রভু অবস্থান করিবেন । হে সুরগণ ! ভগবান্ আমার আত্মা এবং আমিও উঁহার আত্মা; এই স্থাবর-জঙ্গম-মধ্যে আমাদিগের উভয়ে কিছুতেই প্রভেদ বিদ্যমান নাই । ৪৪

যিনি ক্ষীরোদ-সমুদ্রমধ্যে শ্বেতদ্বীপরূপ শয্যায় সেই যোগনিদ্রা দেবীকে বহুমানপুরঃসর আশ্রয় করত শয়ান হইয়া থাকেন, সেই পুরু-

স মূলং জগতামাদিস্তস্য রোমাণি যানি বৈ।
তানি কল্পদ্রুমস্থানি (১) শঙ্খচক্রকৃতানি বৈ॥ ৪৫
তন্মধ্যস্থো হ্যয়ং বৃক্ষশ্চৈতন্যাধিষ্ঠিতঃ পুরা।
স্বয়মুৎপতিতঃ সিন্ধোঃ সলিলে সারপৌরুষঃ(২)॥
ভোগান্ ভোক্তুং ত্রিলোকস্থান্ দারুবর্ষ্মা জনার্দ্দনঃ
অনেকজন্মসাহস্রৈর্ভক্তিযোগেন ভাবিতঃ॥ ৪৭
ঘোরসংসারনাশায় ময়া পূর্ব্বং প্রযাচিতঃ।
পুনঃপুনঃ সৃষ্টিহানি-(৩) পালনোদ্বিগ্নচেতসা॥৪৮
অশেষকর্ম্মনাশায় জগতাং সর্ব্বমুক্তয়ে।
ধারণাধ্যানযোগানাং দুষ্করাণাং বিনাপি সঃ।
মোক্ষায় ভগবানাবির্বভূব পুরুষোত্তমঃ॥ ৪৯
প্রচ্ছন্নবপুরেতস্তৈ তস্মান্নাস্য বিচারয়েৎ।
ধর্ম্মিগ্রাহপ্রমাণেন যাদৃগ্‌দৃষ্টঃ স এব সঃ।
চতুর্ব্বর্গপ্রদো দেবো যো যথা তৎ বিভাবয়েৎ॥৫
তদ্দর্শনপরিক্ষীণ-পাপসঙ্ঘাঃ ক্রমাদ্ভুবি।
ভবন্তি নির্ম্মলাত্মানঃ পুরুষা মুক্তিভাজনম্॥ ৫১

জৈমিনিরুবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ততো দেবাঃ পদ্মযোনের্বচোঽমৃতম্।
তুষ্টাঃ সঞ্চিন্তয়ামাসুঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
অচিরস্থায়ি দেবত্বং বিহায়ৈতদ্ভুবং গতাঃ।
(অ)তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে দেবমারাধ্যামঃ সুসংযতাঃ॥
হর্ষসংফুল্লনয়নান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা পিতামহঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নানুগ্রহায় যঃ প্রকাশং গতঃ প্রভুঃ॥ ৫৩
যা যাত্রা প্রতিমাস-(ত্ব) স্য স্বয়মেব বদিষ্যতি।
বরান্ প্রদাস্যতি বহূন্ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ॥৫৪
প্রাসাদমিন্দ্রদ্যুম্নস্য প্রতিষ্ঠাপয়িতুং বিভুম্।
অহঞ্চাপি গমিষ্যামি যূয়ং তত্র প্রয়াত বৈ॥ ৫৫

যোত্তমই এই সচরাচর জগতের আদি কারণ, আর তাঁহার শরীর-প্ররূঢ় রোমরাজিই কল্পদ্রুমস্থ ও শঙ্খচক্রাঙ্কিত। ৪৫

তন্মধ্যে চৈতন্যের অধিষ্ঠানভূত সেই সারপৌরুষ-বৃক্ষটী অগ্রেই সিন্ধুসলিলে স্বয়ং উৎপতিত হইয়াছে। সেই জনার্দ্দন ত্রিলোক-স্থিত সমুদয় ভোগ, সম্ভোগ-বাসনায় দারু-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। উনি বহু সহস্র জন্মে ভক্তিসহকারে চিন্তনীয় হন। ৪৬। ৪৭

আমি এই ঘোর সংসার বিনাশ-বাসনায় পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রার্থনা করি, যে হেতু পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও হানি এবং পালনবিষয়ে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম॥ ৪৮

জীবগণের অশেষ কর্ম্ম বিনাশার্থে ও জগতের সাকল্য মুক্তি সম্পাদনার্থ ধ্যান ধারণা প্রভৃতি সুদুষ্কর যোগ সকল ব্যতিরেকেও মোক্ষ প্রদান বাসনায় সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছেন। ৪৯

তাঁহার ঐ গোপনীয় দারুময় মূর্ত্তির বিষয়ে বিতর্ক করা উচিত নয়। যিনি যে প্রকার ভাবে তাঁহাকে দর্শন করেন, ধর্ম্মিষ্ঠ লোকের গৃহীত প্রমাণানুসারে তিনি তাহার নিকট সেই প্রকারে পরিদৃষ্ট হইয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ইহার অন্যতমটী বা যুগপৎই (যে যাহা কামনা করে বা চিন্তা করে তাহাই) দান করেন। তাঁহার দর্শনে ক্রমশঃ ক্ষীণপাপ হইয়া জীবগণ ভূমণ্ডলে নির্ম্মলাত্মা ও পরিশেষে মুক্তিভাজন হইয়া থাকে। ৫০। ৫১

জৈমিনি কহিলেন, দেবগণ, পদ্মযোনির এই অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমরা আজ অবধি এই অচিরস্থায়ি দেবত্বপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূলোকে যাই এবং সেই ক্ষেত্রোত্তমে দেবোত্তমকে সংযতচিত্তে আরাধনা করি। ৫২

পিতামহ দেবগণকে হর্ষসংফুল্ললোচনে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, যিনি ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি অনুগ্রাহার্থ প্রকাশিত হইয়াছেন, তাঁহার যে প্রতিমাসীয় যাত্রোৎসব, তাহা তিনি স্বয়ংই বলিয়া দিবেন। আরও সেই ভক্ত-বৎসল ভগবান্ বহুতর বরপ্রদানও করিবেন। ৫৩।৫৪

ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রাসাদে প্রভুকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমিও যাইব; তোমরা তথায় গমন কর। ৫৫

(১) মাধ্যাতি।
(২) সত্যপুরুষঃ। (৩) লীন।

ইন্দ্রদ্যুম্নোঽগ্রতো যাতু প্রতিষ্ঠাবস্তুসম্ভৃতৌ।
সহায়াস্তত্র ভবত যূয়ং ক্ষীণাধিকারিণঃ॥ ৫৬
মন্বন্তরং ব্যতীতং বৈ প্রথমং সাম্প্রতং পুরা।
ইন্দ্রদ্যুম্নেন সহিতাস্তত্র গত্বা সুরোত্তমাঃ।
প্রাসাদপ্রতিমানাঞ্চ বিধাতুং স্বাম্যমস্ত বৈ॥ ৫৭
তস্মাৎ সম্ভৃতসম্ভারানসহায়োঽধুনা হ্যসৌ।
অস্য সন্ততিসম্বন্ধস্মরণং নাপি ভূতলে॥ ৫৮
মদাজ্ঞয়া পদ্মনিধিঃ সহ যাস্যতি ভূতলং।
প্রতিষ্ঠায়ৈ ভগবতঃ সম্পত্ত্যৈ সর্ব্ববস্তুনঃ॥ ৫৯
ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি হৃষ্টাত্মা দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মীং শ্রিয়ং দ্বিজাঃ
মহদাশ্চর্য্যসম্পন্নঃ প্রণিপত্য জগদ্‌গুরুম্।
তদাজ্ঞাং শিরসা ধৃত্বা দেবৈঃ ক্ষীণাধিকারিভিঃ।
আজগাম ভুবং বিপ্রা বিধিনা চানুমোদিতঃ॥ ৬০
ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠার বস্তুসম্ভার আয়োজনার্থ অগ্রেই যাউন। তোমরা এই ক্ষণে স্ব স্ব অধিকার ছাড়িয়া তথায় গমন করত নৃপবরের সহায় হও। ৫৬

সম্প্রতি প্রথম মন্বন্তর গত হইয়াছে; তন্নিমিত্ত এই রাজারই ঐ প্রাসাদ ও প্রতিমা। ইহা বিশেষ নিশ্চয়ের জন্য সুরোত্তমেরা রাজার সহিত সে স্থানে পূর্ব্বে গমন করুন। ৫৭

রাজার সন্ততির সম্বন্ধের স্মরণ মাত্রও নাই, তজ্জন্য এক্ষণ রাজা সহায়হীন; অতএব তোমরা প্রতিষ্ঠার দ্রব্য আয়োজন কর। ৫৮

আমার অনুমতিক্রমে পদ্মনিধিও ভগবানের প্রতিষ্ঠায় সকল বস্তু সম্পত্তি সম্পাদনার্থ তোমাদের সহিত যাইবেন। ৫৯

হে দ্বিজগণ! ইন্দ্রদ্যুম্নও দেববর ব্রহ্মার এই প্রকার আধিপত্য সন্দর্শনে হৃষ্ট ও অত্যাশ্চর্য্যবিশিষ্ট এবং তৎকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া জগদ্‌গুরুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞাবাক্য শিরোধার্য্য করত ক্ষীণাধিকারী দেবগণের সহিত ভূলোকে আগমন করিলেন। ৬০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

জৈমিনিরুবাচ।

আগত্য চ জগন্নাথং চিরাদুৎকণ্ঠমানসঃ।
দণ্ডবৎ প্রণনামাসৌ ঘনরোমাঞ্চকঞ্চুকঃ॥ ১
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
প্রণতার্ত্তিবিনাশায় চতুর্ব্বর্গৈকহেতবে।
হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে॥ ২
ইত্যুচ্চরন্ স্তুতিং ভূপঃ সানন্দাশ্রুবিলোচনঃ।
প্রদক্ষিণং পুনঃ কুর্ব্বন্ ননাম চ পুনঃপুনঃ॥ ৩
ততোঽন্যদেবতা যা বৈ তত্রাগচ্ছন্মুদান্বিতাঃ।
তুষ্টুবুঃ প্রণতা দেবং কৃতাঞ্জলিপুটা মুদা॥ ৪

দেবা ঊচুঃ।

সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো ব্যাপ্য অধ্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ৫

জৈমিনি কহিতেছেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন চিরকালের পর উৎকণ্ঠিত-চিত্তে আগত হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে জগন্নাথ দেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ১

যিনি ব্রহ্মণ্যদেব ও গোব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি প্রণতজনের অশুভবিনাশক ও চতুর্ব্বর্গলাভের একমাত্র নিদান, যিনি হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধান ও অব্যক্তরূপী এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি, সেই বাসুদেবকে প্রণাম করি। ২

ভূপতি এই প্রকার বহুবিধ স্তুতিবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুলোচনে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৩

অনন্তর অন্যান্য সেই সকল দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া হর্ষসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে নতভাবে দেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪

যাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র জ্ঞানেন্দ্রিয়, সহস্র কর্ম্মেন্দ্রিয়, সেই নিখিল-পার্থিব-দেহব্যাপী পরমাত্মা পুরুষ নাভির ঊর্দ্ধভাগে, দশ অঙ্গুলি

যঃ পুমান্ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি গীয়তে।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং পুরুষ এব তৎ॥ ৬
এতাবানস্য মহিমা জ্যায়ানেষ পুমান্ প্রভুঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৭
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে ত্বত্তস্ততো যজ্ঞপুমানপি।
ত্বত্তোঽশ্বাশ্চ ব্যজায়ন্ত গাবো মেষাদয়স্তথা॥ ৮
ব্রাহ্মণা মুখতো জাতা বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াস্তব।
বিশস্তবোরুজাঃ পদ্ভ্যাং তথা শূদ্রাঃ সমাগতাঃ॥৯
মনসশ্চন্দ্রমাজাতশ্চক্ষুষস্তে দিবাকরঃ।
কর্ণাভ্যাং শ্বসনঃ প্রাণৈর্জিহ্বায়া হব্যবাড়পি॥১০
নাভিতো গগনং দ্যৌশ্চ মূর্দ্ধ্নস্তে সমবর্ত্তত।
পাদাভ্যাং তে ধরা জাতা দিশশ্চাষ্টৌ শ্রুতের্গতাঃ
সপ্তাসন্ পরিধয়স্তত্ত একবিংশৎসমিচ্চ বৈ।
চরাচরাঃ সর্ব্বভাবাস্ত্বত্ত এব হি জজ্ঞিরে॥ ১২
ত্বমেব জগতাংনাথস্ত্বমেব পরিপালকঃ।
উগ্ররূপশ্চ সংহর্ত্তা ত্বমেব পরমেশ্বর॥ ১৩
ত্বমেব যজ্ঞো যজ্ঞাংশস্ত্বং যজ্ঞেশঃ পরাৎপরঃ।
শব্দব্রহ্ম পরং ত্বং হি শব্দব্রহ্মাসি বিশ্বরাট্॥ ১৪
স্বরাট্ সম্রাট্ জগন্নাথ বিড়াৱসি জগৎপতে।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তির্য্যক্ ত্বং ত্বয়া ব্যাপ্তং জগন্ময়॥১৫
প্রাপ্নুবন্তি পরং স্থানং ত্বাং যজন্তশ্চ যাজ্ঞিকাঃ॥
ভোজ্যং ভোক্তা হবির্হোতা হবনং ত্বং ফলপ্রদঃ১৬
সমস্তকর্ম্মভোক্তা ত্বং সর্ব্বকর্ম্মাত্মকঃ প্রভো।
সর্ব্বকর্ম্মোপকরণং সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদঃ॥ ১৭
কর্ম্মপ্রেরয়িতা ত্বং হি ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিদঃ।
ত্বামৃতে মুক্তিদঃ কোঽন্যো হৃষীকেশ নমোঽস্তু তে
নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে,
সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে।

স্থান অতিক্রমণপূর্ব্বক অর্থাৎ হৃদয়পদ্মমধ্যে বিজ্ঞানরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই পরমপুরুষ, পরমাত্মা পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয়গোচর। এইরূপ সর্ব্বদেশ সর্ব্বকাল-ব্যাপিতা তাঁহার মহিমা, এই কারণে সেই প্রভু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুরুষ। নিখিল পঞ্চভূত ইহাঁর একপাদ, ঋক্, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয় ইহাঁর অপর তিন পাদ। ইহাঁর সেই পাদ-ত্রয়াত্মক সূর্য্যরূপ স্বর্গে মুক্তিদ্বার-স্বরূপ। হে দেব! আপনি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্ম-স্বরূপ; আপনা হইতে ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে, আপনা হইতে যজ্ঞপুরুষের উৎপত্তি, আপনা হইতে অশ্ব, গো, মেষাদি উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, এবং চক্ষু হইতে সূর্য্য, কর্ণযুগল হইতে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, জিহ্বা হইতে অগ্নি, নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, পদযুগল হইতে পৃথিবী, কর্ণ হইতে অষ্টদিকের উৎপত্তি হইয়াছে। আপনি যজ্ঞপুরুষরূপে প্রাদুর্ভূত হইলে সপ্ত সমুদ্র আপনার পরিধি (যজ্ঞভূমি বেষ্টনদ্রব্য) হইয়াছিল, একবিংশতি ছন্দ আপনার সমিধ হইয়াছিল। এই চরাচরাত্মক নিখিল জগৎই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হে পরমেশ্বর! আপনিই জগতের নাথ, আপনিই জগতের পালনকর্ত্তা এবং আপনিই ইহার সংহর্ত্তা হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। আপনি স্বপ্রকাশ, আপনিই যজ্ঞ, আপনিই যজ্ঞাংশ, আপনিই পরাৎপর যজ্ঞেশ্বর, আপনিই পরম-শব্দব্রহ্ম, আপনিই বিশ্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ সম্রাট্, হে জগন্ময়! আপনিই অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্‌প্রদেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। যাজ্ঞিকগণ আপনার উপাসনা করিয়াই পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। আপনিই ভোজ্য ও ভোক্তা, আপনিই হবি, হোতা ও ফলপ্রদ হোমস্বরূপ; হে প্রভো! আপনিই সমস্ত কর্ম্মের ভোক্তা, এবং সমস্ত কর্ম্মস্বরূপ; আপনি নিখিল কর্ম্মের উপকরণ, আপনি নিখিল কর্ম্মের ফলপ্রদ; আপনিই সকলকে কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া থাকেন, আপনিই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধি-প্রদান করিয়া থাকেন; হে হৃষীকেশ! আপনি ব্যতীত আর কে মুক্তি প্রদান করিতে পারে? ৫—১৮।

সেই অনন্ত ও সহস্রমূর্ত্তি সহস্র পাদ,

সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে।
সহস্রকোটিযুগধারিণে নমঃ ॥ ১৯
বয়ং চ্যুতাধিকারাস্ত্বাং প্রপন্নাঃ শরণং প্রভো।
ত্রাহি নঃ পুণ্ডরীকাক্ষ অগতীনাং গতির্ভব ॥ ২০
সংসারপতিতৈকো জন্তোস্ত্বং শরণং প্রভো।
ত্বংসৃষ্টৌ ত্বাদৃশোনাস্তি যো দীনপরিপালকঃ ॥২১
দীনানাথৈকশরণং পিতা ত্বং জগতঃ প্রভো।
পাতা পোষ্টা ত্বমেবেশ সর্ব্বাপদ্বিনিবারকঃ ॥ ২২
ত্রাহি বিষ্ণো জগন্নাথ ত্রাহি নঃ পরমেশ্বর।
ত্বামৃতে কমলাকান্ত কঃ শক্তঃ পরিরক্ষণে। ২৩
অন্তর্যামিন্নমস্তেহস্ত সর্ব্বতেজোনিধে নমঃ ॥ ২৪
ইতি স্তুবন্তস্তে দেবাঃ প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নেন সহিতা বহির্ভূয় দ্বিজোত্তমাঃ।
ক্ষেত্রং শ্রীনরসিংহস্য গত্বা তং প্রণিপত্য চ।
নমস্কৃত্য পরাং ভক্তিং কৃত্বাভ্যর্চ্চ্য নৃকেশরিম্ ॥২৫
নীলাচলাদ্রেঃ শিখরং যত্র প্রাসাদউত্তমঃ।
জগ্মুস্তে পদ্মনিধিনা সার্দ্ধং সম্ভারকাম্যয়া(১) ॥ ২৬
দদৃশুস্তে মহাপ্রাংশুং ব্যাপ্তং গগনমণ্ডলে।
উত্তিষ্ঠন্তং বিন্ধ্যগিরিং রোদ্ধুং ভানোর্গতিং কিমু
ব্যাপ্নুবানং দিশঃ সর্ব্বা বিচিত্রঘটনোজ্জ্বলম্।
বহুকালে ব্যতিক্রান্তে(২) সুশ্রীভঙ্গিবিচিত্রিতম্॥২৮
তং দৃষ্ট্বা চিন্তয়মাস ইন্দ্রদ্যুম্নঃ স বৈষ্ণবঃ।
ঘটিতার্দ্ধে(৩) ময়া যাতং সত্যলোকমিতঃপুরা।
(সু) অচিরাদ্দৃষ্টিপথগঃ পূর্ণঃ প্রাসাদ উত্তমঃ ॥২৯
অনুগ্রহাদ্দৈবস্য নাত্র মানুষপৌরুষম্।
মন্বন্তরসমাপ্তিঃ ক্ব সূর্য্যচন্দ্রেন্দ্ররোধিকা।

সহস্র চক্ষু ও শির এবং উরু ও বাহুধারী, সহস্র নামধেয়, শাশ্বত পুরুষ, সেই সহস্রকোটি যুগধারী পুরুষোত্তমকে প্রণাম করি।

প্রভো! আমরা অধিকার হইতে চ্যুত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমরা অগতি, আপনিই অমাদের একমাত্র গতি, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে প্রভো! আপনিই, সংসার-সাগরে পতিত-জীবের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ; আপনার এই সৃষ্টিতে আপনার তুল্য দীন-পালক আর কেহই নাই। আপনি দীন অনাথ ব্যক্তিদিগের একমাত্র আশ্রয়, প্রভো! আপনিই জগতের পিতা, হে ঈশ্বর! আপনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালনকর্ত্তা; আপনি সকল আপদের নিবারক, হে বিষ্ণো! হে জগন্নাথ! আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে পরমেশ্বর! হে কমলাকান্ত! আপনা ব্যতিরেকে আর কে আমাদের রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? হে অন্তর্যামিন্! আপনি নিখিল তেজের আধার-স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি। ২০—২৪।

হে দ্বিজগণ! দেবগণ ইত্যাকার বহুপ্রকার স্তব করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণিপাতপূর্ব্বক ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং ক্ষেত্রধামে যাইয়া নরসিংহকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক নমস্কার ও পরমা ভক্তিসহকারে অভ্যর্চ্চনা করিলেন। ২৫

অনন্তর নীলপর্ব্বতের শিখরদেশে যে স্থলে দেবোত্তমের উত্তম প্রাসাদটি নির্ম্মিত রহিয়াছে, তথায় দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত করিবার জন্য পদ্মনিধির সহিত গমন করিলেন। ২৬

যাইয়া দেখিলেন, প্রাসাদটি এতাদৃশ উন্নত যে গগনমণ্ডল ভেদ করিতেছে। বিতর্ক করিলেন যে, ভাস্করের গতিরোধ নিমিত্ত বিন্ধ্য-পর্ব্বত কি উন্নত হইতেছে!। ২৭

আরও সমুদয় দিক্ ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই বিভিন্নচিত্রশোভিত প্রাসাদ বহুকাল হইলেও সুশ্রীর ভঙ্গী বিস্তার করিতেছে। ২৮

বিষ্ণুপরায়ণ ইন্দ্রদ্যুম্ন ঈদৃশ অবিকৃত তৎকৃত প্রাসাদ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে যখন সত্যলোকে গমন করি, তখনও ইহা সুঘটিত হইবার অর্দ্ধাবশেষ থাকে। এই ক্ষণে যে ইহা সহসা উত্তমরূপে সম্পূর্ণ হইল, তাহা কেবল দেবের অনুগ্রহ, মানুষের পৌরুষ-সাধ্য নহে। মন্বন্তর-ঘটনায় চন্দ্রসূর্য্যে ইন্দ্রও

(১) কারণাৎ।
(২) ক্রান্তস্বস্তি। (৩) ঘটনা।

তথাপি তিষ্ঠতে চায়ং প্রাসাদো হ্যেষ দুর্লভঃ ॥৩০
বল্মীকসদৃশা হ্যেতে প্রাসাদা মানুষৈঃ কৃতাঃ।
শীর্য্যন্তি রোহণৈর্বৃক্ষৈরল্পকালগতায়ুষঃ।
মদনুক্রোশবুদ্ধ্যা তু রক্ষিতং ভবনং হরেঃ ॥ ৩১
তত্রস্থান্ স সহায়ান্ বৈ জগাদ প্রশ্রয়ং বচঃ।
জানীত জগদীশস্য প্রাসাদং কারিতং ময়া।
আবির্বভূব ভগবান্ দারুরূপবপুঃ স্বয়ম্ ॥ ৩২
তদান্তরীক্ষগা বাণী মামুবাচাশরীরিণী।
সহস্রপাণিসমিতং নীলাদ্রেঃ শিখরোপরি।
প্রাসাদং কারয়স্বেতি স্থিতয়ে জগদীশিতুঃ ॥ ৩৩
এতৎ প্রতিষ্ঠানবিধৌ স্বয়মত্রাগমিষ্যতি।
পদ্মযোনিঃ স্বয়ং সার্দ্ধং সিদ্ধব্রহ্মর্ষিদৈবতৈঃ।
তদত্র ক্রিয়তে কো সম্ভারো জ্ঞায়তে কথম্।
ইত্যুক্তবন্তং তে প্রোচুর্দেবা ভগ্নাধিকারিণঃ ॥ ৩৪

দেবা উচুঃ।
ন জানীমো বয়মপি যেত্ত্যস্মাকং গুরোর্গুরুঃ।
ইদানীং ন বচোঽস্মাকং স হি স্বর্গপুরোহিতঃ ॥
পদ্মনিধিরুবাচ।
স্বামিন্ বিধেরনুজ্ঞানাদাগতোঽস্মি ত্বয়া সহ।
কর্ত্তব্যং কিং ময়া চাত্র কিংবা বস্তু প্রদীয়তে* ৩৬
জৈমিনিরুবাচ।
ইতি লা(ছা)লপ্যমানানাং নারদঃ পুরতঃ স্থিতঃ।
ব্রহ্মণা প্রেরিতঃ পূর্ব্বং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৭
সর্ব্বসম্ভারবস্তুনি যথাশাস্ত্রং মুনে কুরু।
সম্পাদয়িষ্যতি তব শাসনাৎ পদ্মকোনিধিঃ ॥ ৩৮
তং দৃষ্ট্বা তে মুদা যুক্তা উত্তস্থুর্ব্রহ্মণঃ সুতম্।
ষড়র্ঘ্যৈঃ পূজয়া তস্য পূজাঞ্চক্রে নৃপোত্তমঃ।
প্রণেমুস্তেঽপি তং দেবা মনুষ্যাকারধারিণঃ।

বিলীন হয়। তথাপি এই দুর্লভ প্রাসাদটি কেবল রহিয়াছে। ২৯। ৩০

এই সকল বল্মীক সদৃশ প্রাসাদও ত মনুষ্যকৃত, উপরিভাগে বৃক্ষাদি উৎপন্ন হওয়ায় উহারা শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, উহাদের স্থিতিকাল অতি অল্প, তবে ভগবান্ আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার নিজ-নিকেতন রক্ষা করিয়াছেন। ৩১

ইন্দ্রদ্যুম্ন তত্রস্থিত সাহায্যকারি-ব্যক্তিদিগকে প্রশ্রয়-বচনে কহিতে লাগিলেন, তোমরা জান যে, জগদীশ্বরের প্রাসাদ আমি প্রস্তুত করিয়াছিলাম; ভগবান্ স্বয়ংই দারুরূপ-শরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন। ৩২

তৎকালে আকাশবাণী আমাকে কহেন যে, জগদীশ্বরের বাস-নিমিত্ত নীল পর্ব্বতের শিখরভাগে সহস্র হস্ত-পরিমিত একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করাও। উহাতে দেববরের প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত পদ্মযোনি স্বয়ংই সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি ও দৈবতগণের সহিত আগমন করিবেন; অতএব হে সুরগণ! এই ক্ষণে কি প্রকার দ্রব্য-সম্ভার প্রস্তুত করা উচিত এবং তাহা কি প্রকারেই বা জানা যাইতে পারে? এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগ্নাধিকারিদেবগণ কহিতেছেন। ৩৩। ৩৪

রাজন্! আমরা তাহার ত কিছুই জানি না! আমাদের সেই গুরুর গুরু বৃহস্পতিই এ সকল জানেন; যে হেতু তিনিই আমাদের স্বর্গীয় পুরোহিত; অতএব এইক্ষণকার বাক্য আমাদের বক্তব্য নহে। ৩৫

(ইত্যবসরে) পদ্মনিধি কহিতেছেন। হে স্বামিন্! আমি বিধির অনুমতিক্রমে আপনার সহিত আগমন করিয়াছি। এই ক্ষণে আমার কি করিতে হইবে অথবা কি কি বস্তু দিতে হইবে তাহা বলুন। ৩৬

জৈমিনি কহিতেছেন। ব্রহ্মা পূর্ব্বেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ নারদকে প্রেরণ করিয়াছেন। এইক্ষণে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে ইত্যবসরে তিনি সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৩৭

নরপতি তাহাকে কহিলেন, মুনে! আপনি এইক্ষণে দেবপ্রতিষ্ঠোপযোগী সমুদয় দ্রব্যসম্ভার সম্পন্ন করুন। আপনার অনুমতিক্রমে পদ্মনিধিই সকল সম্পাদন করিবেন। ৩৮

দেবগণ তাহাকে দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উত্থান করিয়া সম্মান করিলেন, নৃপোত্তম ষড়র্ঘ্য-ঘটিত পূজা দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। মনুষ্যাকারধারী দেবগণও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন

* প্রতীক্ষ্যতে।

যথাবদ্গদতো(১) যেন জানীমো বিধিবিস্তরম্ ॥১৯
জৈমিনিরুবাচ।
যথা প্রতিষ্ঠিতস্তেন নারদেন মহাত্মনা।
অহো বদিষ্যামি বিধিং যথাদৃষ্টং পুরা ময়া ॥ ২০
রথস্যেশানদিগ্‌ভাগে শালাং কৃত্বা সুনির্ম্মলাম্।
তন্মধ্যে মণ্ডলং কৃত্বা বেদীন্তত্র সুশোভনাম্ ॥ ২১
চতুরস্রাং চতুর্হস্তমিতাং হস্তোচ্ছ্রিতাং দ্বিজাঃ ॥২২
প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বদিবসে রাত্রাবুত্তরতঃ শুভে।
সুমুহূর্ত্তে স্বস্তিবাচ্যা কারয়েদঙ্কুরার্পণম্ ॥ ২৩
রাত্রৌ চ (২) দেবতাভ্যশ্চ বলিং দত্বা যথাবিধি।
প্রাতস্ততো বেদিকায়াং মধ্যে মণ্ডলমালিখেৎ ॥২৪
পদ্মং বা স্বস্তিকং বাপি কুম্ভং তত্র নিধায় চ।
পঞ্চক্রমকষায়ঞ্চ তন্মধ্যে পূরয়েৎ সুধীঃ ॥ ২৫

প্রকার বিধিবিধানে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা সবিস্তর যথাবৎ বর্ণন করুন। ১৯

জৈমিনি কহিতেছেন। হে মুনিগণ! পূর্ব্বকালে মহাত্মা নারদ যে প্রকারে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং আমি তাহা যেরূপে দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি। ২০

রথের ঈশান কোণে সুনির্ম্মল গৃহ নির্ম্মাণ করিবে; এবং তন্মধ্যে বেদী প্রস্তুত করত তাহাতে মণ্ডল করিবে। ঐ বেদী সমচতুরস্র চতুর্হস্ত পরিমিত আয়ত ও হস্তৈকপ্রমাণ উচ্ছ্রিত হইবে। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব-দিবসীয় রাত্রিশেষে শুভমুহূর্ত্তে স্বস্তিবচনপূর্ব্বক উহাতে অঙ্কুরার্পণ করিবে। ২১—২৩

রাত্রিতে যথা-বিধানে দেবতাদিগকে পুজোপহারপ্রদান করত পর দিন প্রাতঃকালে উল্লিখিত বেদীমধ্যে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল অথবা তন্মধ্যে পদ্ম নির্ম্মাণ কিংবা তণ্ডুল স্থাপন করিয়া তাহাতে পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিয়া পঞ্চকষায় ও গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থোদক দ্বারা ঐ কুম্ভ পূর্ণ করিবেক। ২৪।২৫।

গঙ্গাদিপুণ্যতোয়ানি পল্লবাঃ সপ্তমৃত্তিকাঃ।
সর্ব্বগন্ধান্ পঞ্চরত্ন-সর্ব্বৌষধিগণাংস্তথা।
আপূরয়িত্বা বিধিনা চাচার্য্যঃ প্রাঙ্মুখঃ শুচিঃ।
বিষ্ণুং স্মরন্ পঞ্চগব্যং পশ্চাদপি প্রপূরয়েৎ ॥২৬
দুকূলবেষ্টিতং কণ্ঠে মাল্যৈর্গন্ধৈঃ সুশোভনম্।
ফলপল্লবসংযুক্তং কৃতকৌতুকমঙ্গলম্ ॥ ২৭
পূজয়েৎ তত্র দেবেশং নরসিংহমনাময়ম্।
মন্ত্ররাজেন বিধিবদুপচারৈস্তথা দ্বিজাঃ ॥ ২৮
প্রার্থয়িত্বা প্রদীদাথ তস্মিন্নাবাহ্য তং হরিম্।
বাহ্যোপচারৈর্বিবিধৈঃ পূজয়েদ্বিধিবদ্দ্বিজাঃ ॥ ২৯
বায়ব্যাং তস্য কুম্ভস্য সমিদাজ্যচরূং তথা।
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু জুহুয়াদ্বিধিবদ্গুরুঃ ॥ ৩০
সম্পাতান্ পাতয়েত্তত্র কুম্ভমধ্যে তদন্ততঃ।
রথং সুশোভনং কৃত্বা পতাকাবস্ত্রমাল্যকৈঃ।
সর্ব্বাঙ্গং সেচয়েৎ তস্য গন্ধচন্দনবারিণা ॥ ৩১

অনন্তর পঞ্চপল্লব, সপ্তমৃত্তিকা, সমুদয় বিহিত গন্ধদ্রব্য, পঞ্চরত্ন ও সর্ব্বৌষধিগণ দ্বারা উহা পরিপূর্ণ করিবে। অতঃপর আচার্য্য বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক শুচি হইয়া উহা পঞ্চগব্যে প্রপূরিত করিয়া ঐ কুম্ভের গলদেশে বস্ত্র বেষ্টন পূর্ব্বক তদুপরি ফল স্থাপন ও গন্ধ-মাল্যাদি দ্বারা উহাকে সুশোভিত করিবেন, পরিশেষে উৎসব-সহকারে উহার মঙ্গলাচার করিবেন। ২৬.২৭

হে দ্বিজগণ! অনাময় দেবদেব নরসিংহদেবকে তদীয় প্রধান মন্ত্র দ্বারা বহুবিধ উপচার-যোগে যথাবিধি পূজা করিতে হইবে। ২৮

হে দ্বিজগণ! প্রথমতঃ প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া তাহাতে আবাহন, অনন্তর মানস ও বাহ্য-উপচার-যোগে উল্লিখিত পূজা করিতে হয়। ২৯

পরিশেষে কুম্ভের বায়ুকোণে সমিধ আজ্য ও চরুদ্বারা হোতা বিধিবৎ অষ্টোত্তর-সহস্র হোম করিবেন।৩০

তদন্তে কুম্ভমধ্যে সম্পাত-পাত করিয়া পতাকা, বস্ত্র ও মাল্যদ্বারা রথ সুসজ্জিত করিবে এবং গন্ধচন্দনবারি দ্বারা রথের সর্ব্বাঙ্গ সেচন করিতে হইবে। ৩১

---

(১) যথাবহদনো।
(২) রাত্রিংশদ্।

ধূপয়েৎ কালাগুরুণা শঙ্খকাহলনিস্বনৈঃ। ৩২
ধ্বজং তস্য নৃসিংহস্য প্রতিষ্ঠাপ্য সমীরিণম্ ।
পূজয়িত্বা বিধানেন রক্তস্রগ্গন্ধমাল্যকৈঃ।
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সুপর্ণং প্রার্থয়েত্ততঃ ॥ ৩৩
যো বিশ্বপ্রাণহেতুস্তনুরপি চ হরের্যানকেতুস্বরূপঃ
যং সঞ্চিন্ত্যৈব সদ্যঃ স্বয়মুরগবধূবর্গগর্ভাঃ পতন্তি।
চঞ্চচ্চণ্ডোরুতুণ্ডত্রুটিতফণি-
বসারক্তমাংসাঙ্কিতাস্যম্ ।
বন্দে চ্ছন্দোময়ন্তং
খগপতিমমলং স্বর্ণবর্ণং সুপর্ণম্ ॥ ৩৪
ব্রহ্মঘোষৈঃ শঙ্খনাদৈর্নানাবাদ্যসুবিস্তরৈঃ।
রথমূর্দ্ধ্নিস্থাপয়েত্তং পৌরুষং সূক্ত-* মুচ্চরন্ ॥৩৫
তস্যোপরিষ্টাত্তং কুম্ভং সমন্তাৎ প্লাবয়ন্ রথং।

ত্রিরুচ্চরন্ মন্ত্ররাজং সেচয়েদ্ব্রহ্মণা সহ ॥ ৩৬
ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদেৎ
আচার্য্যো দক্ষিণাং দদ্যাৎ যেন তুষ্যতি বা গুরুঃ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদন্তে পায়সং মধুসর্পিষা ॥ ৩৮
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ বলভদ্রস্য কারয়েৎ ।
লাঙ্গলং পরবীরং (১) তন্মন্ত্রঃ স্যাল্লাঙ্গলধ্বজে।
বলং প্রপূজয়েত্তত্র (২) মূলমন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩৯
লক্ষ্মীসূক্তেন ভদ্রায়াঃ প্রতিষ্ঠাপ্যো রথস্ত সঃ।
নাভিহ্রদাম্মুরারেস্ত্বং ব্রহ্মাণ্ডাদ্বলরূপধৃক্ ।
আসনঞ্চতুরাস্যস্য শ্রিয়োবাসে স্থিরো ভব।
ইতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ধ্বজপদ্মং সমুচ্ছ্রয়েৎ ॥ ৪০
ইয়ান্ বিশেষোঽত্রহরেস্ত্রয়াণ স্তু পৃথক্ পৃথক্ ।
পঞ্চভিঃ পঞ্চহোতব্যমেকৈকস্য বিভাগশঃ ॥ ৪১

শঙ্খ ও কাহল-বাদ্যযোগে কালাগুরুর ধূপ দ্বারা ধূপিত করিবে। ৩২

অনন্তর নৃসিংহের সম্যগ্গমনশীল ধ্বজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রক্তবর্ণ-মাল্য ও গন্ধ-মালা দ্বারা পূজা করত এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সুপর্ণের নিকট প্রার্থনা করিবেন। ৩৩

যিনি এই বিশ্বসংসারের প্রাণ-হেতু, যিনি হরিদেবের অঙ্গ-স্বরূপ ও তদীয় রথের কেতু-রূপে বিরাজ করিতেছেন; যাঁহাকে মনে একবার মাত্র চিন্তা করিলেই তৎক্ষণাৎ উরগবধূগণের গর্ভ সকল স্বতঃই পতিত হইয়া যায়, যাঁহার আস্যদেশ, স্বীয় চঞ্চল ও প্রচণ্ড তুণ্ড-খণ্ডিত ফণধর-নিচয়ের বসা, রক্ত ও মাংস দ্বারা সর্ব্বদা অঙ্কিত রহিয়াছে, আমি সেই ছন্দোময় নির্ম্মল সুবর্ণ সুপর্ণ খগপতিকে বন্দনা করি। ৩৪

এইরূপ প্রার্থনানন্তর বেদধ্বনি ও শঙ্খনাদ এবং নানাবিধ বাদ্যোদ্যম করত পুরুষসূক্ত-মন্ত্রে গরুড়ধ্বজকে রথের উপরিভাগে (মস্তকে) স্থাপন করিবে। ৩৫

পূর্ব্বস্থাপিত সেই কুম্ভের জলদ্বারা ব্রহ্মার সহিত প্রধান বিষ্ণুমন্ত্র তিন বার উচ্চারণপূর্ব্বক ঐ রথের উপরি হইতে চতুর্দ্দিক্ সেই কুম্ভের জলে প্লাবিত করিবে। ৩৬

অনন্তর পূর্ণাহুতি শেষ করিয়া ব্রহ্মাকে দক্ষিণা দান করিবেক। আচার্য্য যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তদ্রূপ দক্ষিণাই প্রতিপাদন করিতে হয়। পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগকে মধু-ঘৃত-মিশ্রিত পায়স-ভোজন করাইতে হয়। ৩৭।৩৮

এইরূপে দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রদ্বারা বলরামের রথ প্রতিষ্ঠা করিবে ও তদীয়-লাঙ্গলধ্বজকে "লাঙ্গলং পরবীরং তৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে এবং উহাতে মূলমন্ত্রদ্বারা বলদেবকে অর্চ্চনা করিতে হইবে। ৩৯

সুভদ্রার রথ লক্ষ্মীসূক্তমন্ত্রে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে, এবং "তুমি মুররিপু বিষ্ণুর ব্রহ্মাণ্ড-রূপ নাভি-হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া রূপ বল ধারণপূর্ব্বক চতুরাননের আসন হইয়াছ; এই-ক্ষণে সেই বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর বাস-স্থানে স্থিত হইয়া থাক" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত পদ্মধ্বজ উচ্ছ্রিত করিবে। ৪০

হরিদেবের এ বিষয়ে এই মাত্র বিশেষ যে, মূর্ত্তিত্রয়ের হোমক্রিয়া করিতে একে একে পৃথক্ পৃথক্ বিভাগক্রমে পঞ্চ পঞ্চ আহুতি দ্বারা সম্পন্ন হইবে। ৪১

* চারুমুক্তং স।

(১) চ পবিরবন্। (২) অথ পার্থিবর্ণোঽপি।

এবং রথান্ প্রতিষ্ঠাপ্য সুবর্ণং গাঞ্চ বস্ত্রকম্।
ধান্তঞ্চ দক্ষিণাং দদ্যাৎ সম্যগেদেবস্ত ভক্তিতঃ॥৪২
এবং প্রতিষ্ঠিতে তত্র স্যন্দনোঽথ সুভূষিতে।
আরোপ্য দেবং বিধিবৎ ব্রহ্মঘোষপুরঃসরম্॥৪৩
জয়মঙ্গলঘোষৈশ্চ নানাবাদ্যপুরঃসরৈঃ।
চামরান্দোলনৈর্ধূপৈঃ পুষ্পবৃষ্টিভিরেব চ॥৪৪
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈর্নীয়তে স্ম রথং প্রতি।
হয়ৈঃ সুলক্ষণৈর্দান্তৈর্বলীবর্দ্দৈরথাপি বা।
পুরুষৈর্বিষ্ণুভক্তৈর্বা নেতব্যা বিপ্রদানতঃ*॥৪৫
প্রীণয়িত্বা জনং সর্ব্বং ভক্ষ্যভোজ্যাদিলেপনৈঃ।
রথস্যোপরি দেবস্ত বলিমন্ত্রেণ ভো দ্বিজাঃ॥৪৬
বলিং গৃহ্নন্তু ভো দেবা আদিত্যা বসবস্তথা।
মরুতশ্চাশ্বিনৌ রুদ্রাঃ সুপর্ণাঃ পন্নগা গ্রহাঃ।
অসুরা যাতুধানাশ্চ রথস্থাশ্চৈব দেবতাঃ।
দিক্পালা লোকপালাশ্চ যে চ বিঘ্নবিনায়কাঃ।
জগতঃ স্বস্তি কুর্ব্বন্তু দিব্যমহর্ষয়স্তথা।
অবিঘ্নমাচরন্ত্বেতে মা সন্তু পরিপন্থিনঃ।
সৌম্যা ভবন্তু তৃপ্তাশ্চ দৈত্যা ভূতগণাস্তথা॥৪৭
ততস্তু নীয়তে দেবঃ সমভূমৌ সমুচ্চরন্।
মন্ত্রং বৈষ্ণবগায়ত্রীং বিষ্ণোঃ সূক্তং পবিত্রকম্॥৪৮
বামদেবৈঃ পবিত্রৈশ্চ মানস্তোক্যারথান্তরৈঃ।
ততঃ পুণ্যাহশব্দেন কৃত্বা বাদিত্রনিস্বনম্।
শনৈঃ শনৈরনীয়ন্ত রথাঃ স্নেহাক্তচক্রিণঃ॥৪৯
তত্রোৎপাতান্ প্রবক্ষ্যামি রথেষু দ্বিজসত্তমাঃ।
ঈশাভঙ্গে দ্বিজভয়ং ভগ্নেঽক্ষে ক্ষত্রিয়ক্ষয়ম্।
তুলাভঙ্গে বৈশ্যনাশঃ শম্যাঃ শূদ্রভয়ং ভবেৎ॥৫০

এই প্রকারে রথ প্রতিষ্ঠা করিয়া, সুবর্ণ গো ও বস্ত্র সকল এবং ধান্য দক্ষিণা-স্বরূপে দেবের প্রতি সম্যগ্ ভক্তি রাখিয়া প্রদান করিবে। ৪২

সেই রথ প্রতিষ্ঠিত ও সুভূষিত হইলে তাহাতে দেবকে আরোপণ করিবে। তৎকালে প্রথমতঃ বেদধ্বনি, জয়ধ্বনি, মঙ্গল-নিনাদ ও নানা বিধ বাদ্য-শব্দ করিবে। ৪৩

এবং চামর-বীজন, ধূপ ধূপন ও পুষ্প-বর্ষণ সহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ রথোপরি দেবতাগণকে আনায়ন করিবেন। ৪৪

ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করত সুলক্ষণাক্রান্ত ঘোটক সকল অথবা শান্তশীল বলীবর্দ্দগণ যোজনা-পূর্ব্বক কিংবা বিষ্ণুভক্ত পুরুষেরা স্বয়ং ঐ রথত্রয় চালনা করিবেন। ৪৫

তৎপরে সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য ও সুগন্ধি বিলেপন প্রভৃতি দ্বারা সমুদয় জনকে প্রীত করিয়া রথের উপরিভাগে বলিমন্ত্র দ্বারা দেবগণকে এই প্রকারে বলি (পুজোপহার) প্রদান করিবে। ৪৬

"হে দেবগণ! আপনারা মৎপ্রদত্ত বলি গ্রহণ করুন। হে আদিত্যগণ! বসুগণ! রুদ্রগণ! হে অশ্বিনীকুমারযুগল! হে রুদ্রবর্গ! সুপর্ণ পন্নগ ও গ্রহ সকল! ভো অসুরনিকর! ভো যাতুধাননিচয়! হে রথস্থিত সমুদয় দেবতা! ভো দিক্পাল-লোকপাল সকল! হে বিঘ্নবিনায়কগণ! হে দেবর্ষি মহর্ষিগণ! আপনারা জগতের মঙ্গল বিধান করুন। আপনারা আমার এ বিষয়ে অবিঘ্ন আচরণ করুন। আপনারা ইহাতে পরিপন্থী (প্রতিকূল) হইবেন না। হে দেবগণ! দৈত্যগণ! হে ভূতগণ! আপনারা মৎপ্রদত্ত বলিভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া সৌম্যভাব ধারণ করুন। ৪৭

অনন্তর বৈষ্ণবী গায়ত্রী ও পরম পবিত্র বিষ্ণু-সূক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দেবগণকে সমতল-ক্ষেত্রে রথাকর্ষণপূর্ব্বক আনায়ন করিবে। ৪৮

তৎকালে সুপবিত্র বামদেব্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ ও পুণ্যাহ শব্দ এবং বহুবিধ বৈধ বাদিত্রধ্বনি করতঃ স্নেহাক্তচক্র রথগুলি মৃদু মৃদু চালনা করিবে। ৪৯

হে দ্বিজসত্তমগণ! এ সময়ে রথঘটিত যে সকল উৎপাত ঘটিতে পারে, তাহা বর্ণন করিতেছি। যদি রথের ঈশা ভগ্ন হয়, তবে তাহাতে ব্রাহ্মণকুলের ভয় জন্মে; যদি তাহার অক্ষ ভঙ্গ হয়, তাহাতে ক্ষত্রিয় ক্ষয় হইতে পারে। এবং

* দ্বপ্রমাদতঃ।

ধুরাভঙ্গে ত্বনাবৃষ্টিঃ পীঠভঙ্গে প্রজাভয়ম্।
পরচক্রাগমং বিদ্যাচ্চক্রভঙ্গে রথস্য তু।
ধ্বজস্য পতনে বিপ্রা নৃপোঽন্যো জায়তে ধ্রুবম্।
প্রতিমাব্যঙ্গতায়ন্তু রাজ্ঞো মরণমাদিশেৎ।
পর্য্যাস্তে তু রথে বিপ্রাঃ সর্ব্বজানপদক্ষয়ঃ॥ ৫৩
উৎপন্নেম্বেবমাদ্যেষূৎপাতেম্বশুভেষু চ।
বলিকর্ম্ম পুনঃ কুর্য্যাচ্ছান্তিহোমন্তথৈব চ॥ ৫৩
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভূয়ো দদ্যাদ্দানানি চৈব হি॥৫৪
পূর্ব্বোত্তরে তু দিগ্ভাগে রথস্যাগ্নিং প্রকল্পয়েৎ।
সমিদ্ভির্ঘৃতমধ্বাক্তৈর্মূলাগ্রাভিশ্চ হোময়েৎ।
পলাশীভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা মন্ত্ররাজেন দীক্ষিতঃ॥ ৫৫
সোমায়াগ্নয়ে প্রজাভ্যঃ প্রজানাং পতয়ে তথা।
গ্রহেভ্যশ্চ ব্রহ্মণে চ দিক্‌পালেভ্যস্তদন্ততঃ।
যত্র যত্র রথে দোষাস্তত্র তত্র চ দীক্ষিতঃ।
জুহুয়াৎ প্রতিমন্ত্রেণ বিশেষঃ সর্ব্বতো ভবেৎ॥ ৫৬
ব্রাহ্মণৈঃ সহিতঃ কুর্য্যাৎ হোমান্তে শান্তিবাচনম্॥
স্বস্তি ভবতু বিপ্রেভ্যঃ স্বস্তি রাজ্ঞোঽস্তু নিত্যশঃ।
গোভ্যঃ স্বস্তিপ্রজাভ্যস্ত জগতঃ শান্তিরস্তু বৈ॥৫৮
স্বস্ত্যস্তু দ্বিপদে নিত্যং শান্তিরস্তু চতুষ্পদে।
শং প্রজাভ্যস্তথৈবাস্তু শং তথাত্মনি চাস্তু নঃ॥৫৯
শান্তিরস্তু চ দেবস্তু ভূর্ভুবঃ স্বঃ শিবং তথা।
শান্তিরস্তু শিবাক্রান্ত সর্ব্বতঃ স্বস্তিরস্তু নঃ॥ ৬০
ত্বং দেব জগতঃ স্রষ্টা পোষ্টা চৈব ত্বমেব হি।
প্রজাঃ পালয় দেবেশ শান্তিং কুরু জগৎপতে॥৬১
যাত্রাকারণভূতস্ত পুরুষস্ত চ ভূপতেঃ।
দুষ্টান্ গ্রহাংস্ত বিজ্ঞায় গ্রহশান্তিং সমাচরেৎ॥৬

ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

উহার তুলা ভগ্ন হইলে বৈশ্য বিনাশ হয়। আর শমী ভগ্ন হইলে শূদ্রের ভয় উৎপন্ন হয়। এই রূপ ধুরাভঙ্গে অনাবৃষ্টি; পীঠভঙ্গে প্রজা ভয়, ও চক্রভঙ্গে পরচক্র গতি প্রভৃতি ভয় জন্মে। আর যদি রথের ধ্বজ পতন হয়, তবে নিশ্চয়ই রাজার রাজত্ব অন্যের অধিকৃত হইবে। অপর যদ্যপি প্রতিমা গুলির কোন প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গ-ঘটনা হয়, তবে রাজার পঞ্চত্ব হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! যদি রথ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া পড়ে, তবে সমুদয় জনপদ উচ্ছিন্ন হইয়া যায়॥ ৫০—৫২

হে নৃপ! এই প্রকার অশুভ উৎপাত সকল উৎপন্ন হইলে পুনরায় বলিকর্ম্ম, শান্তি ও হোম করিতে হয়; এবং পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ ভোজন ও ধনদান কার্য্য সমাহিত করিবে। ৫৩।৫৪

এবং দীক্ষিত ব্যক্তি রথে পূর্ব্বোত্তরদিগ্বিভাগে অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক ঘৃতমধুযুক্ত পালাশসমিধের মূল ও অগ্র ভাগ দ্বারা প্রধান বৈষ্ণবমন্ত্রে হোম করিবে। ৫৫

সোম, অগ্নি, প্রজাগণ, প্রজাপতি, গ্রহগণ, ব্রহ্মা ও দিক্‌পাল সকলকে উদ্দেশপূর্ব্বক যে যে স্থলে রথের উল্লিখিত দোষ ঘটিবে, সেই স্থলে দীক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যেকে দেবতার মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া হোম করিবেন। ৫৬

উল্লিখিত সকল দেবতারই বিশেষ হোম সর্ব্বত্র কর্ত্তব্য। অনন্তর হোমাবসানে ব্রাহ্মণগণের শান্তিকার্য্য করিতে হয়। ৫৭

ব্রাহ্মণদিগের মঙ্গল হউক, সর্ব্বদা রাজার শুভ হউক, স্বজাতির মঙ্গল হউক, প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক, জগতের শান্তি হউক, দ্বিপদ (মনুষ্যের) মঙ্গল হউক, চতুষ্পদ জন্তু নিত্য শান্তিলাভ করুক, প্রজাবর্গের কুশল এবং আমাদের কুশল হউক। দেবতার শান্তি, ভূর্লোক ভুবর্লোক, এবং স্বর্লোকের শুভ হউক। সর্ব্বত্রই শান্তি ও মঙ্গল বিরাজমান থাকুক, চতুর্দ্দিকেই মঙ্গলময় হইয়া উঠুক। হে দেব! আপনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, আপনিই পালনকর্ত্তা, হে দেবেশ! আপনি প্রজাপালন করুন। হে জগৎপতে! আপনি শান্তি বিস্তার করুন। যাত্রোদ্যত রাজা এবং অন্যান্য লোকেরা দুষ্টগ্রহ বিচার করিয়া গ্রহশান্তি করিবে। ৫৮—৬২

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

নিরুৎপাতে সমে দেশে বিধিবত্তু ময়াপি চ।
প্রাসাদনিকটং দেবাঃ প্রাপিতা সুমুহূর্ত্তকে ॥ ১
ততঃ শালা সুমহতী স্বর্ণরত্নবিনির্ম্মিতা।
নিদেশাদিন্দ্রদ্যুম্নস্য নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২
সম্ভার্চ্চনায়াং বস্তূনি হবীংষি চ সমিৎকুশাঃ।
ভোজ্যং নানাবিধং গীত-সম্ভারান্ বহুশস্তথা ॥ ৩
সাম্রাজ্যে যাদৃশী পূর্ব্বং সম্পত্তিরভবৎ ক্রতৌ।
ততঃ শ্রেষ্ঠতরা বিপ্রাঃ প্রতিষ্ঠায়াং বভূব হ ॥ ৪
গালো নাম মহীপালস্তদা ক্ষিতিতলেঽভবৎ।
সোঽপ্যত্র প্রতিমাং কৃত্বা মাধবাখ্যাং দৃষন্ময়ীম্।
স্থাপয়িত্বাত্র প্রাসাদে পূজয়ামাস ঋদ্ধিমৎ ॥ ৫
কনীয়াংসঞ্চ প্রাসাদং নির্ম্মায় নৃপসত্তমঃ।
তত্র তাং স্থাপয়ামাস ততো নিষ্কৃত্য সাদরম্ ॥ ৬
ততঃ স নৃপতি দূর্ত-মুখাৎ শ্রুত্বান্য কর্ম্ম তৎ।
গালোঽভাগ্যাৎ সসৈন্যঃ সন্ ক্রুদ্ধস্তৎ নীলপর্ব্বতে
দৃষ্ট্বা প্রতিষ্ঠাসম্ভারং মর্ত্ত্যৈঃ স্বপ্নেঽতিদুর্লভম্।
বিস্ময়াবিষ্টচেতাঃ স গালস্তস্থৌ নরাধিপঃ ॥ ৮
কিমেতদিতি বৃত্তান্তং কো বা কারয়তীদৃশম্।
যত্নাদেব স বিজ্ঞায় ইন্দ্রদ্যুম্নং নরাধিপম্ ॥ ৯
ব্রহ্মলোকাদাগতং তং কর্ত্তারং দেববেশ্মনঃ।
প্রতিষ্ঠাপয়িতুং দেবৈঃ সার্দ্ধং সম্ভারকারণম্ ॥ ১০
সহিতঃ পদ্মনিধিনা গুরুণা নারদেন চ।
ব্রহ্মাণঞ্চাগমিষ্যন্তং প্রতিষ্ঠায়ৈ সুরোত্তমম্ ॥ ১১
শ্রুত্বা স সর্ব্ববৃত্তান্তং তদ্রাজা দিব্যচেষ্টিতম্।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং তদ্রাজ্যং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১২
ইতঃ শ্রেয়স্তমং কর্ম্ম ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।

জৈমিনি কহিলেন, বিপ্রগণ! অনন্তর আমি দেবগণকে শুভ মুহূর্ত্তে নিরুপদ্রব সমতল প্রদেশে সেই প্রাসাদের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম, অতঃপর নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্দেশানুসারে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা, স্বর্ণ ও বিবিধ মণিমাণিক্যাদি দ্বারা এক বিশাল দেবশালা নির্ম্মাণ করিলেন। ১।২

ইন্দ্রদ্যুম্নও সেই দেবালয় প্রতিষ্ঠার্থ প্রভূত ঘৃত, সমিধ ও কুশাদি বস্তু সকল এবং নানাবিধ ভোজ্য সংগ্রহ করাইলেন। অপি চ বহুবিধ গীতবাদ্যাদি করাইতে লাগিলেন। হে বিপ্রগণ! অধিক কি কহিব, পূর্ব্বে তদীয় সাম্রাজ্যে যেরূপ সম্পদ্ হইয়াছিল, উক্ত মহাযজ্ঞে তদপেক্ষা সমধিক সম্পদ্ প্রকাশ পাইয়াছিল। ৩।৪

ঐ সময়ে ক্ষিতিতলে গাল নামে এক মহীপাল রাজ্য করিতে ছিলেন, উক্ত নৃপবর গালও ইতি পূর্ব্বে তথায় মাধব নামে এক দারুময়ী বিষ্ণুপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া উক্ত মন্দিরে মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত করত পূজা করেন। ৫

পরে নৃপসত্তম ইন্দ্রদ্যুম্ন অপর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া সেই মাধব মূর্ত্তিকে সাদরে পুরুষোত্তম মন্দির হইতে চালিত করিয়া তথায় স্থাপন করেন। ৬

অনন্তর নৃপবর গাল, দূত-মুখে ইন্দ্রদ্যুম্নের তৎকার্য্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে নীলগিরিত উপস্থিত হন, কিন্তু মানবগণের যাহা স্বপ্নেও অতি দুর্লভ, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠার তাদৃশ আয়োজন দৃষ্টিগোচর করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে স্থির ভাবে অবস্থান করত" মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। একি অদ্ভুতব্যাপার! কেবা এরূপ অসামান্য কার্য্য করাইতেছে! অনন্তর অতি যত্নে যখন জানিলেন যে, নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্নই এইরূপ কার্য্যে উদ্যত হইয়া অদ্ভুত দেবগৃহ-নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার দ্রব্যাদি আহরণ করাইয়াছেন এবং শুনিলেন যে, তিনি ভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিয়াছেন। অপি চ উক্ত কার্য্য-সম্পাদনার্থ সুরসত্তম ভগবান্ ব্রহ্মা ও দেবগণ পদ্মনিধিও ইন্দ্রদ্যুম্নের গুরু নারদের সহিত অচিরে আগমন করিবেন। তখন তিনি তৎসমুদয় অলৌকিক ব্যাপার শ্রুতিগোচর করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও সেই রাজ্যকেও পরমাদ্ভুত বলিয়া মনে মনে বিবেচনা করত ভাবিলেন। ৭—১২

ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য ত কখন হয়ই নি

তদস্য নিকটে স্থিত্বা জ্ঞাত্বা কর্ম্মক্রমং বিধিম্।
উৎসবাংশ্চাপি বিজ্ঞায় করিষ্যে প্রতিবৎসরম্ ॥ ১৩
অমুং দারুময়ং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মরূপং জনার্দ্দনম্।
অভাগ্যোপচয়াদেতাবন্তং কালং ন জানতা।
অসেবমানেন কৃতং জন্মৈব বিফলং মম ॥ ১৪
অনেনমিন্দ্রদ্যুম্নং বৈ প্রণিপত্য জগদ্‌গুরুম্।
মহাভাগবতং শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মলোকাগতং বিভুম্ ॥ ১৫
উপেত্য কারণং সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা নারায়ণং বিভুম্।
প্রতিষ্ঠিতং বৈ প্রাসাদে মুক্তিমেষ্যামি নিশ্চিতম্
বৈকুণ্ঠং স প্রতিষ্ঠাপ্য ময্যেবারোপয়িষ্যতি
ব্রহ্মলোকং গতো যো বৈ
কিংক্ষিতৌ সোঽবতিষ্ঠতে ॥ ১৭
উপচারান্ সমাদিশ্য কোষং সংভৃত্য চ প্রভোঃ।
ব্রহ্মণা সহিতোঽবশ্যং পুনর্যাস্যতি সংক্ষয়ম্ ॥ ১৮
বিচার্য্য মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং বিদ্বান্ গালোঽপি বৈষ্ণবঃ
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য নিকটং বিনীতঃ প্রযযৌ মুদা। ১৯
গত্বা তং দূরতো দৃষ্ট্বা প্রণিপাতপুরঃসরম্।
বদ্ধাঞ্জলিপুটো রাজা মূর্দ্ধ্নি বীক্ষন্ সসাধ্বসম্।
শনৈঃ শনৈর্যযৌ তস্য নিকটং গালপার্থিবঃ ॥ ২০

গাল উবাচ।

দেবত্বং রাজরাজোঽসি মর্ত্ত্যোঽপি ব্রহ্মলোকগঃ
কিং স্তৌমি নৃপকীটোঽহং ত্বাং জীবন্মুক্তমীশ্বরম্
অজ্ঞাত্বামহিমানন্তে সচিবৈর্মন্ত্রয়ন্মুহুঃ।
যোদ্ধুমভ্যাগতো দেব দৃষ্ট্বা তে পৌরুষং মহৎ॥২২
অতিমানুষমাশ্চর্য্যং পদকাপি শচীপতেঃ।
দৃষ্ট্বৈব নিশ্চিতং দেব ব্রহ্মলোকাগতস্য হি ॥ ২৩
ঈদৃশং হি ভবেৎ কর্ম্ম যদাজ্ঞাকৃন্মহানিধিঃ
চেতঃ প্রসাদপ্রবণং ময়ি দেহি সুরোত্তম ॥ ২৪
ত্রৈলোক্যবাসিনো দেবা যদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনঃ ॥ ২৫

ও হইবেও না; অতএব ইহাঁর নিকটে থাকিয়া কর্ম্মক্রম-বিধি এবং উৎসবসমূহের বিষয় বিজ্ঞাত হইয়া আমিও প্রতিবৎসর যথাবিধি উৎসব করিব। ১৩

নিতান্ত অভাগ্য বশতঃই এতাবৎকাল এই দারুময় সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী জনার্দ্দনকে জানিতে না পারায় ইহাঁর সেবা না করায় আত্মজন্মই বিফল করিয়াছি। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি ব্রহ্মলোকাগত মহাভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিভু জগদ্‌গুরু ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট যাইয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ নারায়ণকে প্রাসাদমধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া নিশ্চয়ই মুক্তি-লাভ করিব। ১৪—১৬

মহাত্মা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান্ বৈকুণ্ঠকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবশ্যই আমার উপর সেবাদির ভারা-র্পণ করিবেন। কারণ, তিনি এতকাল ব্রহ্ম-লোকে গিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনি আর কিজন্য ক্ষিতিতলে অবস্থান করিবেন; নিশ্চয়ই প্রভুর সেবার্থ প্রভূত ধনরত্নাদি স্থাপন-পূর্ব্বক উপচারাদির বিষয় আদেশ করিয়া অবশ্যই ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত পুনরায় ব্রহ্ম-লোকে প্রতি গমন করিবেন। পরম বিষ্ণুপরা-য়ণ মহাজ্ঞানী নৃপবর গাল, মন্ত্রিবর্গের সহিত ইত্যাদি প্রকার বহুল বিচার করিয়া হৃষ্টান্তঃ-করণে বিনীত ভাবে ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট যাইতে লাগিলেন। ১৭—১৯।

অনন্তর রাজবর গালনৃপতি, কিয়দ্দূর যাইয়া দূর হইতে ইন্দ্রদ্যুম্নকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক প্রণিপাতপুরঃসর মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করত সভয়ে মৃদুভাবে তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং কহিলেন,—হে দেব! আপনি রাজ-রাজ, এবং আপনি যখন মনুষ্য হইয়াও স্বশরীরে ব্রহ্মলোক গমন করিয়াছেন, তখন আপনি অসীম শক্তিসম্পন্ন জীবন্মুক্ত; অতএব হে নৃপ! আমি সামান্য কীট হইয়া আপনার আর কি স্তব করিব? দেব! আমি আপনার মহিমা না জানিয়াই সচিবগণের সহিত বারংবার মন্ত্রণা করত আপনার সহিত যুদ্ধার্থ আসিয়াছিলাম, কিন্তু আগমনান্তে আপনার অমানুষিক অত্যদ্ভুত সুমহৎ পৌরুষ এবং শচীপতির ন্যায় অলৌকিক ঐশ্বর্য্য দর্শনে নিশ্চয় করিয়াছি যে, ত্রৈলোক্যবাসী দেবগণ ও মহানিধিও যাঁহার আজ্ঞাকারী, সেই ব্রহ্মলোকগত আপনারই ঈদৃশ কার্য্য সম্ভব-পর। অতএব হে সুরোত্তম! এক্ষণে কৃপা

জৈমিনিরুবাচ।

ইত্থং বিজ্ঞাপয়ন্তন্তু গালং নৃপতিকুঞ্জরম্।
স্ময়মান উবাচেদং রাজন্ কিং বহু ভাষসে ॥ ২৬
ভবানপি হরের্ভক্তঃ সার্ব্বভৌমো মহীপতিঃ।
সামান্যমেতদ্রাজ্ঞং বৈ স্বামিত্বং ভুবি বর্ত্ততে ॥২৭
সাম্প্রতং হি ভবানত্র পৃথিব্যামেকপার্থিবঃ।
নৃপায়ত্তাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা মর্ত্ত্যানাং মহতামপি॥২৮
অষ্টদিক্‌পালকাংশৈস্তু ব্রহ্মণা নির্ম্মিতো নৃপঃ।
ন স্বল্পপুণ্যকৃদ্রাজা প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ২৯
ইহ কীর্ত্তিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ অমুত্রগতিমুত্তমাম্
প্রাপ্নোতি রাজশার্দ্দূল বিশেষাত্ত্বঞ্চ বৈষ্ণবঃ ॥ ৩০
প্রাসাদে স্থাপয়েদ্ যস্তু হরেরর্চ্চাং বিধানতঃ।
ন দেহবন্ধমাপ্নোতি যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥৩১
মাধবপ্রতিমামেতাং দারবীং শুভলক্ষণাম্।
সাক্ষান্মুক্তিপ্রদাং ভূপ স্বয়ং স্থাপিতবানসি ॥ ৩২
নির্ব্বিঘ্নং কর্ম্ম তে জাতং মম মন্বন্তরং গতম্।
ভবেদ্বা সংশয়ো মেঽত্র ন স্বতন্ত্রশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৩৩
প্রতিষ্ঠার্থৈ প্রার্থিতোঽয়ং তদন্যঃ স্থাপয়েৎ কথম্
সাক্ষাদ্দেবাবতারস্য প্রাসাদস্য নৃপোত্তম ॥ ৩৪
সন্নিধানেন চেদত্র বিধিনানুগ্রহীষ্যতি।
তদেনং স্থাপয়িত্বা তু তত্ত্বরূপং জনার্দ্দনম্।
সমর্প্য ত্বাং গমিষ্যামি অংশেনোপচরিষ্যসি ॥৩৫
নিত্যোপচারং যাত্রাশ্চ উৎসবাংশ্চ জগৎপতেঃ।
যেনৈবোপদিশেদ্দেব স্বয়ং বা প্রপিতামহঃ ॥ ৩৬
তাংস্তান্ প্রযত্নাৎ কুর্ব্বীথা রাজা বৈ ধর্ম্মপালকঃ৩৭

করিয়া আপনি আমার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হউন। ২০—২৫।

জৈমিনি বলিলেন, গাল নামক সেই নৃপতিকুঞ্জর এইরূপ নিবেদন করিলে, নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, রাজন্! আপনার এবংবিধ বহুল বিনয়পূর্ণ বচনের প্রয়োজন নাই। কারণ আপনিও একজন হরিভক্ত সার্ব্বভৌম মহীপতি। আর এক কথা, ভূতলে রাজগণের প্রভুত্ব অতি সামান্য বিষয় জানিবেন; সুতরাং এই সামান্য ব্যক্তিকে কি জন্য এরূপ বিনয় করিতেছেন? যাক, ও কথার আর প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি আপনি পৃথিবীর অদ্বিতীয় নৃপতি এবং মানবগণ অতি মহান্ হইলেও তাহাদিগের সমুদয় কার্য্যই রাজার অধীন বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা অষ্টদিক্‌পালের অংশে নৃপতির সৃষ্টি করিয়াছেন। যে রাজার পুণ্যবল অতি অল্প, তিনি প্রজাপালনে তৎপর নহেন। হে রাজশার্দ্দূল! যে রাজা পরম পুণ্যশালী, তিনি ইহলোকে প্রজাপালনাদিজনিত অতুল ধর্ম্মসঞ্চয় করত চিরকীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পরলোকে অত্যুত্তম সদ্গতি প্রাপ্ত হন; বিশেষতঃ আপনি যখন পরম বৈষ্ণব, তখন আপনার সদ্গতি লাভের ত কথাই নাই। ২৬—৩০।

আপনি নিশ্চয় জানিবেন, যে ব্যক্তি প্রাসাদমধ্যে যথাবিধানে বিষ্ণু-প্রতিমা স্থাপন করেন, তাঁহাকে আর দেহবন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয় না, তিনি নিঃসন্দেহ বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। হে ভূপ! আপনিও স্বয়ং ত সাক্ষান্মুক্তিপ্রদা শুভলক্ষণা দারুময়ী মাধব-প্রতিমা স্থাপন করিয়াছেন। ৩১।৩২।

আপনার কর্ম্ম ত নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়াছে, আমার ত মন্বন্তর গত হইল, তথাপি কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে না, ইহাতে আমার সংশয় জন্মিতেছে যে, ইহা সম্পন্ন হইবে কিনা জানি না। ভগবান্ চতুর্ম্মুখও ত স্বাধীন নহেন, আর সাক্ষাৎ দেবতার স্বরূপ প্রাসাদের প্রতিষ্ঠার্থ যখন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, তখন অপর ব্যক্তি দ্বারাই বা কি প্রকারে স্থাপন করিতে পারা যায়। ৩৩।৩৪।

হে নৃপোত্তম! এক্ষণে তিনি যদি যথাবিধি কার্য্য করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন, তাহা হইলে আমি তত্ত্বরূপী ভগবান্ জনার্দ্দনকে স্থাপনপূর্ব্বক আপনাকেই সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মলোক গমন করিব, আপনিই যথা-বিভাগে উপচারাদি দানে জগৎপতির সেবা করিবেন; অথবা স্বয়ং পিতামহ ভগবানের যেরূপ নিত্যোপচার এবং যাত্রা উৎসবাদির বিষয় উপদেশ করিবেন, আপনি সযত্নে তত্তৎকার্য্যের

ততঃ স গালো নৃপতিঃ শ্রুত্বা যচ্চিন্তিতং স্বয়ম্।
ইন্দ্রদ্যুম্নাদিষ্টমেতদিতি প্রাপ পরাং মুদম্॥ ৩৮
স্থিতো তস্যান্তিকে দেব আজ্ঞাকার ইব স্বয়ম্।
তদাশু করোত্যেষ ইন্দ্রদ্যুম্নো যদাদিশৎ॥ ৩৯
এবং সম্ভৃতসম্ভারঃ সিংহাসনগতঃ প্রভুঃ।
দেবৈঃ পরিবৃত ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শক্র ইবাবভৌ॥ ৪০
ততোঽশ্রূয়ন্ত নিনদা দিব্যদুন্দুভিজাঃ শুভাঃ।
মুরজং বেণুবীণাদি-তালকাহালনিস্বনাঃ
ঐরাবতাদিকরিণাং কিঙ্কিণীজালনিস্বনাঃ॥ ৪১
ততশ্চ তেজসাং রাশী রোদসী মধ্যপূরকঃ।
আবিরাসীৎ ক্ষিতিগত-নয়নাচ্ছাদকো দ্বিজাঃ। ৪২
উত্তোলিতাক্ষিমালাভিঃ প্রজাভির্বীক্ষিতঃ পুরঃ॥৪৩

ততঃক্রমাৎ সংদদৃশে বিমানাগ্রে প্রজাপতিঃ।
স্বর্ণহংসশতৈঃ স্কন্ধেনোহ্যমানঃ সমন্ততঃ॥
দিক্‌পালৈশ্চামরব্যগ্রকরৈরাসেবিতঃ পুরঃ।
জাহ্নবীযমুনানীরপ্রকীর্ণিতকলেবরঃ॥ ৪৫
পার্শ্বয়োশ্চন্দ্রসূর্য্যাভ্যামুভাভ্যামাতপত্রকে।
ধার্য্যমাণে শনৈর্বায়ুগতিচঞ্চললোঠকে॥ ৪৬
ব্রহ্মর্ষিভির্গোতমাদ্যৈঃ স্তূয়মানোরহস্তকৈঃ।
তন্মধ্যস্থঃ প্রজানাথ ইন্দ্রদ্যুম্নাদিভিস্ততঃ॥ ৪৭
আলুলোকে দেবগণৈর্জয়শব্দৈরভিষ্টুতঃ।
রম্ভাদিকাভির্বেশ্যাভির্নৃত্যতে স্ম সসাধ্বসম্॥৪৮
হাহাহূহূপ্রভৃতিভির্গীয়মানশ্চ গায়নৈঃ।
সিদ্ধবিদ্যাধরগণৈঃ সাদরঞ্চোপবীণিতঃ॥ ৪৯

অনুষ্ঠান করিবেন, কারণ রাজাই ধর্ম্মপালক। নৃপতি গাল স্বয়ংই মনে মনে যে বিষয় চিন্তা করিয়া ছিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্নও তাদৃশ আজ্ঞা করিলেন, শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলেন। এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের সন্নিধানে সতত অবস্থিতি করত তদীয় আদেশমাত্রে কিঙ্করের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ৩৫—৩৯

প্রভু ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপে প্রতিষ্ঠার দ্রব্য-সম্ভার আয়োজনপূর্ব্বক দেবগণে পরিবৃত ও সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর দিব্য দুন্দুভি, মুরজ, বেণু, কাহাল ও বীণাদির তাললয়সমন্বিত মনোহর নিনাদ এবং ঐরাবতাদি দিব্য করিনিকরের কণ্ঠলগ্ন কিঙ্কিণী মালার মনোমুগ্ধকর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ৪০। ৪১

দ্বিজগণ! তৎপরে স্বর্গ মর্ত্ত্যের মধ্যভাগ পরিপূর্ণ করত এরূপ অদ্ভুত এক তেজোরাশি আবির্ভূত হইল যে, ক্ষিতিতলস্থিত কেহই তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইল না, সকলের নেত্রই নিমীলিত হইয়া পড়িল। পরে তত্রত্য প্রজাবর্গ অতি প্রযত্নে নয়নোন্মীলন করত সম্মুখবর্ত্তী সেই তেজোরাশিকে যথা-কথঞ্চিৎ রূপে এক এক বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ৪২। ৪৩

অতঃপর ক্রমে এই তেজোরাশির মধ্য-ভাগে বিমানাধিষ্ঠিত ভগবান্ প্রজাপতি দৃষ্টি-গোচর হইলেন। চতুর্দ্দিকে শত শত স্বর্ণ হংস স্কন্ধদেশে সেই বিমান বহন করিতেছিল। দিক্‌-পালগণ, ব্যগ্রকরে চামর ব্যজন করিতেছি-লেন। উভয় পার্শ্বে জাহ্নবী ও যমুনার পবিত্র-সলিলে তদীয় কলেবর অভিষিক্ত হইতে-ছিল। ৪৪।৪৫

চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার উভয় পার্শ্বে যে আতপত্র-যুগল ধারণ করিয়াছিলেন, মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চারে সেই আতপত্রযুগলের প্রান্তভাগে বিলম্বী আকুঞ্চিত বস্ত্রাবলি (ঝালর) দোদুল্য-মান হইতেছিল। গোতমাদি ব্রহ্মর্ষিগণ দেব-রহস্য মন্ত্র উচ্চারণ করত তাঁহার স্তব করিতে-ছিলেন এবং তৎকালে ইন্দ্রদ্যুম্নাদি রাজর্ষিগণ ও দেবগণের মধ্যবর্ত্তী বিমানাধিরূঢ় সেই প্রজানাথ ব্রহ্মাকে যথোচিত স্তুতিবাদ করিয়া ছিলেন। ৪৬।৪৭

তাঁহার চতুর্দ্দিকে দেবগণ জয়ধ্বনি করিতে-ছিলেন, রম্ভাদি স্বর্গবেশ্যা সকল সভয়ে নৃত্য করিতেছিল, হাহা হূহূ প্রভৃতি সঙ্গীতনিপুণ গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর সঙ্গীত করিতেছিল। সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ সাদরে মনোহর বীণাবাদন করিতে-ছিল। ৪৮.৪৯

কৃতাঞ্জলিপুটৈর্দূরাৎ তপস্বিভিরুপাসিতঃ।
সাবিত্রীশারদে ভস্য বাক্প্রবন্ধৈর্বিচিত্রিতৈঃ।
তোষমাসাদয়ন্ত্যৌ চ কোহন্যস্ত তোষণে ক্ষমঃ॥৫০
যে চ গন্ধর্ব্বসিদ্ধাদ্যা নারদপ্রমুখা দ্বিজাঃ।
বেত্রহস্তাঃ সবিনয়ং দিব্যসোপানদর্শকাঃ॥ ৫১
সম্মর্দ্দশ্চ মহানাসীৎ দেবানাং দিবি গচ্ছতাম্।
ন কোহপি গণ্যতে দেবঃ কোবা কেন পথা ব্রজেৎ
অহং পূর্ব্বিকয়া তেষাং ব্রজতাং ত্রিদিবৌকসাম্।
সম্মর্দ্দাতিশয়াদেষাং বিভ্রংশোহভূৎ স্ববাহনৈঃ ৫৩
স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা জগতাং যো জগন্ময়ঃ।
সাক্ষাদ্ব্রজতি তত্রৈষাং সুরাণাং মহিমা কুতঃ ৫৪
তং দৃষ্ট্বা সধ্বসান্নম্রো ভক্ত্যা বদ্ধাঞ্জলির্নৃপঃ।

তৈর্দেবৈর্গালরাজেন নারদপ্রমুখৈশ্চ চ।
সহিতো ধরণিং প্রাপ্যাৎ সাষ্টাঙ্গং প্রাস্তবন্মুহুঃ॥৫৫
উত্থায় পরয়া ভক্ত্যা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গঃ স্বং মন্বানঃ কৃতার্থকম্॥ ৫৬
পুরতো জগদীশস্য পশ্যন্ শুদ্ধং পিতামহম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো বিপ্রা মমজ্জানন্দসাগরে॥৫৭

ইতি উৎকলখণ্ডে ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ।

অথ তত্রৌকাস্নিঃশ্রেণী রত্নকাঞ্চননির্ম্মিতা।
সংলগ্না সা পাদপীঠে পদ্মযোনের্বিমানগা॥ ১
ক্ষিতিসংস্পৃষ্টমূলা বৈ বিধাতুরবরোহণে।
চতুর্ব্যাসায়তা পীনসোপানশ্রেণীসংযুতা॥ ২
রথপ্রাসাদয়োর্মধ্যে শক্রচাপ ইবাংশুমান্।

তপস্বিগণ দূর হইতে কৃতাঞ্জলিপুটে উপাসনা করিতেছিলেন এবং দেবী সাবিত্রী সরস্বতী বিচিত্র বাক্প্রবন্ধে তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতেছিলেন, ফলতঃ তদীয় সন্তোষ-সাধনে আর কে সক্ষম হইবে? দ্বিজগণ! তৎকালে নারদপ্রমুখ দেবর্ষি এবং প্রধান প্রধান সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণ হস্তে বেত্র ধারণ করত সবিনয়ে দিব্য সোপানশ্রেণী সন্দর্শন করাইতে-ছিলেন। ৫০।৫১

ঐ সময়ে গগনমার্গে দেবগণের সঙ্কুল-ভাবে গমননিবন্ধন বিষম সম্মর্দ্দ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন কে কোন্ পথে যাইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা রহিল না। কোন দেবতাকেই কোন দেবতা গণ্য করিলেন না। অখিল দেববৃন্দই আমিই অগ্রে যাইব এইরূপ বিবেচনায় নিরতিশয় সঙ্কুলভাবে গমন করিতে আরম্ভ করায় স্ব স্ব বাহনবিষয়ক বিভ্রাটও উপস্থিত হইল। ৫২।৫৩

ওরূপ হওয়াও বিচিত্র নহে; কারণ, অখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা জগন্ময় সাক্ষাৎ ভগবান্ যে স্থানে গমন করেন, তথায় অন্যান্য সুরগণের মহিমা আর কি রূপে প্রকাশ পাইবে? নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভগবান্ কমলযোনিকে এবম্প্রকারে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া সভয় ও বিনম্রভাবে ভক্তি-সহকারে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নারদাদি মহর্ষিগণ, সমাগত সুরগণ এবং গালরাজের সহিত সাষ্টাঙ্গে ধরণিতলে বিলুণ্ঠিত থাকিয়াই বারংবার স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৪।৫৫

বিপ্রগণ! অনন্তর সেই মহাত্মা ইন্দ্রদ্যুম্ন পরম ভক্তি সহকারে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে গাত্রো-ত্থানপূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করত পুলকাঙ্কিতশরীর হইলেন এবং সেই নির্ম্ম-লাত্মা ভগবান্ পিতামহকে নিরীক্ষণ করত সেই জগদীশ্বরের সম্মুখভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়-মান থাকিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে থাকিলেন। ৫৬—৫৭

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মার অবরোহণার্থ রত্ন-কাঞ্চন-বিনির্ম্মিত এক দিব্য সোপানমালা তদীয় বিমানস্থিত পাদপীঠে সংলগ্ন হইল এবং তাহার মূলভাগ ক্ষিতিতল স্পর্শ করিল। উক্ত সোপানশ্রেণীর সোপান সকল দৈর্ঘ্যে চতুর্ব্যাস পরিমিত। দেদীপ্যমান ইন্দ্রধনুর ন্যায় ঐ সোপানাবলী যখন ব্রহ্মবিমান ও প্রাসাদের

আবির্বভূব সহসা তাদৃভূতং বিক্ষীতা জনৈঃ॥ ৩
ততো গন্ধর্বরাজৈস্তে রত্নবেত্রকরৈর্দ্বিজাঃ
এষ পন্থাঃ প্রভোহেহি ইত্যাদেশিতমার্গকাঃ॥৪
দুর্বাসসো নারদস্য কয়োর্দত্তহস্তকঃ
সোপানৈরবতীর্ণোঽথ পুনানশ্চক্ষুষা জগৎ॥ ৫
স্ময়মানো রথান্‌দৃষ্ট্বা প্রাসাদং সমলঙ্কৃতম্।
দিগন্তব্যাপিনীং শালাং রত্নস্তম্ভোপশোভিতাম্।
শক্রস্যাপ্যদ্ভুতকরীং সর্ব্বসম্ভারসম্ভৃতাং।
অবাতরং বিমানাৎ স দেবব্রহ্মর্ষিরাজভিঃ॥ ৬.৭
কিরীটদত্তাঞ্জলিভিঃ স্তূয়মানং সমন্ততঃ।
কটাক্ষেণানুগৃহ্লাতি যাং দিশং স পিতামহঃ॥ ৮
তত্রাঞ্জলীনাং সম্বদ্ধাঃ শিরসা কোটয়ো ধৃতাঃ।
পাদাব্জপ্রণতং দৃষ্ট্বা ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রজাপতিঃ॥ ৯
উবাচ প্রশ্রয়গিরা স্মিতভিন্নৌষ্ঠসম্পুটঃ
অঙ্গুল্যা নির্দিশন্ দেবান্ পিতৄন্ ব্রহ্মর্ষিতাপসান্॥
সিদ্ধবিদ্যাধরান্ যক্ষগন্ধর্ব্বান্ সরসস্তথা।
একত্রমিলিতান্ সর্ব্বান্ যুগপম্মোদনির্ভরান্॥ ১১
পশ্যেন্দ্রদ্যুম্নভাগ্যং তে সপ্তলোকবশীকরম্
ত্বদর্থমেকদা সর্ব্বে মাং পুরস্কৃত্য সংগতাঃ॥ ১২
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ শীঘ্রং নারায়ণরথন্ততঃ।
প্রণিপত্য জগন্নাথং ত্রিঃপরীত্য পিতামহঃ॥ ১৩
আনন্দসিন্ধুসম্মগ্নঃ সলোমাঞ্চবপুঃ স্বয়ম্।
স্বমাত্মানং ননামাথ সপ্রত্যক্ষং সগদ্গদম্॥ ১৪
নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
অহং ত্বং ত্বমহং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্॥ ১৫
মদাদিকমিদং সর্ব্বং মায়াবিলসিতং তব।

মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়, তখন সকলেই উহা এক অদ্ভুত বস্তু বলিয়া সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতে থাকিল। দ্বিজগণ! তৎপরে গন্ধর্ব্বরাজগণ রত্নখচিতবেত্র হস্তে ধারণ করত "প্রভো! এই আপনার গমনমার্গ, এই দিকে আসুন" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মার পথ প্রদর্শন করিতে লাগিল। ১—৪

অনন্তর ভগবান্ পদ্মযোনি, মহর্ষি দুর্ব্বাসা ও নারদের হস্তধারণপূর্ব্বক দৃষ্টিপাতে জগৎ পবিত্র করত সেই সোপানাবলী দ্বারা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন এবং দেবরথনিচয়, সমলঙ্কৃত প্রাসাদ ও অমরাবতীপতি দেবরাজেরও যদ্দর্শনে বিস্ময় উৎপন্ন হয়, তাদৃশী রত্নস্তম্ভোপশোভিতা দিগন্তব্যাপিনী, সর্ব্বসম্ভারপূর্ণা পুরুষোত্তম মন্দির সন্দর্শনে সানন্দে ঈষৎ হাস্য করিতে থাকিলেন। তিনি যখন বিমান হইতে ভূতলে অবতরণ করেন, তখন সমুদয় দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ পিতামহ যে দিকে কটাক্ষপাত করত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই সকলের মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন দৃষ্ট হইতে থাকিল। ৫—৮

অতঃপর ভগবান্ প্রজাপতি নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বীয় চরণপ্রান্তে পতিত দেখিয়া সহাস্যবদনে তথায় সমবেত, আনন্দভরমন্থর দেবগণ, পিতৃগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, তাপসগণ এবং সিদ্ধ বিদ্যাধর যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা প্রভৃতি সকলকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক মৃদু মধুরবচনে কহিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন! তোমার কি সৌভাগ্য দেখ, তুমি ভাগ্যবলে সপ্তলোকই বশ করিয়াছ। তোমারই কার্য্যের নিমিত্ত একদা সপ্তলোকবাসী সকলেই আমাকে অগ্রে লইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। ৯—১২

ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান্ নারায়ণের রথসমীপে গমন করিলেন এবং সেই জগন্নাথ হরিকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক আনন্দসাগরে ভাসমান ও রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া স্বীয় আত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষভূত সেই ভগবান্‌কে গদ্গদস্বরে এইরূপে স্তুতিবাদের সহিত প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলেন। হে বিশ্বাত্মন্! আপনাকে ও আমাকে বারংবার নমস্কার, কারণ যে আমি সেই আপনি এবং যে আপনি সেই আমি; সুতরাং অভিন্নাত্মা আপনাকে ও আমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। আমি প্রভৃতি এই অখিল চরাচর অজগৎই আপনার মায়াবিলাসমাত্র। বস্তুতঃ

অধ্যস্তং ত্বয়ি বিশ্বাত্মন্ ত্বয়ৈব পরিণামিতম্ ॥ ১৬
যদেতদখিলাভাসং ত্বত্ত্বাজ্ঞানসম্ভবম্।
জ্ঞাতে ত্বয়ি বিলীয়েত রজ্জুসর্পাদিবোধবৎ॥ ১৭
অনির্বক্তব্যমেবেদং সত্ত্বাসত্ত্ববিবেকতঃ।
অদ্বিতীয় জগদ্‌ভাস স্বপ্রকাশ নমোঽস্তুতে ॥ ১৮
বিষয়ানন্দমখিলং সহজানন্দরূপিণঃ।
অংশং তবোপজীবন্তি যেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥ ১৯
নিষ্প্রপঞ্চনিরাকার নির্বিকার নিরাশ্রয়।
স্থূলসূক্ষ্মাত্মমহিমন্ স্থৌল্যসৌক্ষ্ম্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬২
গুণাতীত গুণাধার ত্রিগুণাত্মন্নমোঽস্তু তে।
ত্বন্মায়য়া মোহিতোঽহং সৃষ্টিমাত্রপরায়ণঃ ॥ ২১

ভবদীয় মায়াবলে উৎপাদিত সমুদয় বস্তুই একমাত্র আপনাতেই প্রতিফলিত হইতেছে। ১৩—১৬

নাথ! ভবদীয় তত্ত্বের অজ্ঞানবশতই অখিল পদার্থ প্রতিভাসিত এবং প্রকৃতরূপে আপনাকে জানিতে পারিলেই রজ্জু প্রভৃতিতেও সর্পাদি ভ্রমের ন্যায় আপনা হইতে বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া থাকে, তখন সমুদয়ই যে একমাত্র আপনি তাহা জানা যায়; জগতে কোন্ বস্তু সৎ ও কোন্ বস্তু অসৎ এরূপ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই অখিল বস্তুই যে কি তাহা বাক্য দ্বারা কদাচ নির্দ্দেশ করা যায় না, বস্তুতঃ সকলই একমাত্র আপনি; অতএব হে অদ্বিতীয়! আপনিই জগৎরূপে প্রতিভাসিত ও স্বপ্রকাশমান, আপনাকে নমস্কার। সমুদয় জন্তুগণই সহজ আনন্দরূপী আপনার অখিলবিষয়ানন্দকণা আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে। হে নিরাকার! আপনি নির্ব্বিকার ও নিরাশ্রয়, আপনাতে সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ প্রকাশমান হইলেও আপনি প্রপঞ্চাতীত, এবং আপনার সূক্ষ্মতা বা স্থূলতা না থাকিলেও আপনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও মহান্। ১৭—২০

হে ত্রিগুণাত্মন্! আপনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আধার হইয়াও ত্রিগুণাতীত; অতএব আপনাকে নমস্কার। হে অন্তর্য্যামিন্! আমি আপনার

অদ্যাপি লভতে শর্ম্ম অন্তর্যামিন্নমোঽস্তু তে।
ত্বন্নাভিপঙ্কজাজ্জাতো নিত্যং ত্বত্রৈব সংস্তবন্ ॥২২
নাতিক্রমিতুমীশোঽস্মি মায়াস্তে কোঽন্য ঈশ্বরঃ।
যথাহমণ্ডমধ্যেঽস্মিন্ রচিতঃ সৃষ্টিকর্ম্মণি ॥ ২৩
তথা তল্লোককলিত-ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মকোটয়ঃ।
সার্দ্ধত্রিকোটিসংখ্যানং বিরিঞ্চীনামপি প্রভো ॥২৪
নৈকোঽপি তত্ত্বতো বেত্তি যথাহন্তে পুরঃ স্থিতঃ।
নমোঽচিন্ত্যমহিম্নে তে চিদ্রূপায় নমো নমঃ ॥২৫
নমো দেবাধিদেবায় দেবদেবায় তে নমঃ।
দিব্যাদিব্যস্বরূপায় দিব্যরূপায় তে নমঃ ॥ ২৬
জরামৃত্যুবিহীনায় মৃত্যুরূপায় তে নমঃ।
জ্বলদগ্নিস্বরূপায় মৃত্যোরপি চ মৃত্যবে ॥ ২৭

মায়ায় মোহিত হইয়াই সৃষ্টিকার্য্যে নিরন্তর নিরত থাকিয়া অদ্যাপি কিছুতেই যে, শান্তিসুখলাভ করিতে পারিতেছি না, তাহাত জানিতেছেন; প্রভো! আমি আপনার নাভিপঙ্কজ হইতে জন্মলাভান্তে অনন্তকাল তথায় অবস্থিতি করত নিরন্তর আপনার স্তুতিবাদ করিয়াও যখন ভবদীয় মায়াকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হই নাই, তখন অপর আর কে তজ্জয়ে সমর্থ হইবে? নাথ! সৃষ্টিকার্য্যার্থ এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যেমন আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপ অপর কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও কোটি কোটি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রভো! সার্দ্ধত্রিকোটিসংখ্যক মাদৃশ ব্রহ্মার মধ্যে ভবদীয় সম্মুখবর্ত্তী আমার ন্যায় কোন ব্রহ্মাই যথার্থরূপে আপনার মহিমা অবগত নহেন, অতএব হে নাথ! অনন্ত মহিমান্বিত চিদ্রূপী আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। ২১—২৫

প্রভো! আপনি অখিলদেবগণেরও আরাধ্য দেবতা ও অধিদেবতা, আপনি দিব্যরূপী অথচ দিব্যাদিব্যস্বরূপ, অতএব আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি জরামৃত্যুবিহীন ও মৃত্যুরূপী মনীষিগণ আপনাকে জ্বলদগ্নি-স্বরূপ তেজোময় ও মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দেব! আপনি সহজ আনন্দময়

প্রপন্নমৃত্যুনাশায় সহজানন্দরূপিণে।
ভক্তপ্রিয়ায় জগতাং মাত্রে পিত্রে নমো নমঃ ॥২৭
প্রপন্নার্ত্তিবিনাশায় তমস্তোমৈকভানবে।
নমো নমস্তে দীনানাং কৃপাসহজসিন্ধবে ॥ ২৯
পরায় পররূপায় পাপৌঘারাতয়ে নমঃ।
অপারপারভূতায় ব্রহ্মভূতায় তে নমঃ ॥ ৩০
পরমাত্মস্বরূপায় নমস্তে পরহেতবে।
পরম্পরাপরিব্যাপ্ত-পরতত্ত্বপরায় তে ॥ ৩১
প্রণতার্ত্তিবিনাশায় নিত্যোদ্যোগিন্নমোঽস্তু তে।
পুরা যৎ প্রার্থিতং স্বামিন্ সৃষ্টিভারাবতারণে ॥৩২
তৎকুরুষ জগন্নাথ সহজানন্দরূপধৃক্।
ত্বয়ি প্রসন্নে কিং নাথ দুর্লভং মম বিদ্যতে ॥ ৩৩

শরণাগত ব্যক্তিগণের মৃত্যু-বিনাশন, ভক্তগণের প্রিয় এবং নিখিল জগতের পিতা মাতা, অতএব আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণিপাত করি ২৬—২৮।

প্রগাঢ় অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত করিতে একমাত্র আপনিই অদ্বিতীয় সূর্য্যস্বরূপ, আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলে কাহারও আর কোন প্রকার দুঃখ থাকে না, বিবিধ ক্লেশ-দগ্ধ জীবগণের পক্ষে আপনি অকৃত্রিম কৃপাসিন্ধু-স্বরূপ, অতএব বারংবার আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনি পরাৎপর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভক্তগণের পাপপুঞ্জের আপনি পরম শত্রু এবং অপার-সংসারপারাবারের আপনিই পারস্বরূপ; অতএব নাথ! ব্রহ্মরূপী আপনাকে নমস্কার। দয়াময়! আপনিই অখিল বস্তুর মূলীভূতহেতু, এবং পরম্পরা পরিব্যাপ্ত পরতত্ত্ব-পর; অতএব পরমাত্মরূপী আপনাকে প্রণাম করি। হে নিত্যোদ্যোগিন্! আপনি ত প্রণতগণের সর্ব্বদুঃখ দূর করিয়া থাকেন, অতএব আমি আপনাকে নমস্কার করি। স্বামিন্! পূর্ব্বে সৃষ্টিভারাবতারণার্থ আপনার নিকট যে বিষয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম, হে জগন্নাথ! হে সহজানন্দরূপিন্! এক্ষণে সেই প্রার্থণা পূর্ণ করুন। নাথ! আপনি প্রসন্ন হইলে আমার আর দুর্লভ কি আছে? ২৯—৩৩

ত্বয়ৈবায়ং পৃথগ্ লীলাভেদভিন্নঃ কৃপাম্বুধে।
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন-জগৎকারাগৃহান্তরে ॥ ৩৪
ভ্রাম্যন্ন দ্বারমাপ্নোতি ত্বামৃতে মুক্তিহেতবে ॥ ৩৫
নমো নমস্তে জগদেকবন্দ্য
সুরাসুরাভ্যর্চ্চিতপাদপদ্ম
নমো নমস্তাপহরৈকচন্দ্র
নমোনমঃ সান্দ্রসুধৌঘসান্দ্র ॥ ৩৬
নমোনমঃ কম্পনদূরভূত
দুষ্প্রাপকামপ্রদকল্পবৃক্ষ
দীনাশরণাপ্রণতৈকদুঃখ-
সংঘচ্ছেদব্রতো নিত্যসুবদ্ধপক্ষ ॥ ৩৭
প্রসীদ জগতাং নাথ মগ্নানাং দুঃখসাগরে।
কটাক্ষলীলাপাতেন ত্রায়স্ব করুণাকর ॥ ৩৮
স্তুত্বেত্থং তং জগন্নাথং বেদার্থৈঃ স পিতামহঃ।

হে কৃপাম্বুধে! আপনিই ত এই আমাকে ভবদীয় লীলা-ভেদে আপনা হইতে বিভিন্ন করিয়া অজ্ঞানতিমিরাবৃত জগৎরূপ কারাগৃহের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এক্ষণে ইহা হইতে মুক্তির একমাত্র হেতু আপনার কৃপা ভিন্ন অনন্তকাল ভ্রমণ করিয়াও ত মুক্তিদ্বার প্রাপ্ত হইতেছি না। ৩৪।৩৫।

দেব! আপনি অখিল জগতের একমাত্র আরাধ্য, এজন্য সুরাসুরগণ সতত আপনার পাদপদ্মের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। নাথ! এই বিশ্বসংসারে একমাত্র আপনিই সান্দ্র-সুধাধার সন্তাপহর অদ্বিতীয় সুধাংশুস্বরূপ; অতএব পুনঃপুনঃ অসীম নমস্কার। ৩৬

দীনবন্ধো! আপনি দীনগণের দুর্লভ কামপ্রদ অকম্পন কল্পবৃক্ষস্বরূপ, এবং দীন নিরাশ্রয় প্রণত ভক্তজনের অসীম ক্লেশরাশি নিবারণে সতত সমুদ্যত, অতএব আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। ৩৭

নাথ! দুঃখসাগরে নিমগ্ন জগদ্বাসিজীব-গণের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে করুণাকর! করুণা প্রকাশ করিয়া করুণাকটাক্ষপাতে জগদ্বাসীকে পরিত্রাণ করুন। ভগবান্ পিতামহ, সেই জগন্নাথ হরিকে এইরূপ স্তব করিয়া

জগাম সীরিণং দ্রষ্টুমবতীর্ণং ধরাধরম্ ॥ ৩৯
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব বলিনং মুদা।
নভঃ শিরস্তে দেবেশ আপস্তে বিগ্রহঃ প্রভো॥৪০
পাদৌ ক্ষিতিমুখং বহ্নিঃ শ্বসিতানি সমীরণঃ।
নমস্তে হ্যোষধীনাথশ্চক্ষুষী তে দিবাকরঃ॥ ৪১
বাহবঃ ককুভো নাথ নমস্তে জ্ঞানদর্পণ।
চতুর্দ্দশানাং লোকানাং মূলস্তম্ভায় সীরিণে। ৪২
পাদাম্ভোজপ্রপন্নানাং নমঃ পাপৌঘদারিণে।
অনন্তবক্ত্রনয়ন-শ্রোত্রপাদাক্ষিবাহবে॥ ৪৩
নমোঽনাদিমহামূল-তমস্তোমৈকভানবে।
ত্রয়ীময় ত্রিধাদোষ-নাশায় ত্র্যবতারিণে॥ ৪৪
ফণামণিকণাকার ক্ষিতিমণ্ডলধারিণে।
নমঃ কালাগ্নিরুদ্রায় মহারুদ্রায় তে নমঃ॥ ৪৫
ভোগতল্পকণাচ্ছত্র-মধ্যসুপ্তায় তে নমঃ।
মহার্ণবজলে বৃদ্ধে একীভূতে জগত্ত্রয়ে॥ ৪৬
ত্বমেব শেষে ভগবন্ সহস্রফণমণ্ডিত।
ফণামণিগণব্যাজ সন্ধৃতাখিলভৌতিক॥ ৪৭
ত্বমেব নাথ সর্ব্বেষাং স্রষ্টা পালয়িতা প্রভো।
অত্তা ধারয়িতা নিত্যং সদাদ্যাস্তন্নিমিত্তকাঃ॥ ৪৮
এষ নারায়ণো যো বৈ বেদান্তেষূপগীয়তে।
ত্বত্তো স ভিন্নো ভগবন্ কারণাদ্ভেদভাগসি॥ ৪৯
শয্যা ত্বং শয়িতা হ্যেষ ছাদ্যশ্চ চ্ছাদকো ভবান্।
যো বৈ কৃষ্ণঃ স বৈ রামো যো রামঃ কৃষ্ণ এব স
যুবয়োরন্তরং নাস্তি প্রসীদ ত্বং জগন্ময়॥ ৫০

অবতীর্ণ ধরাধর বলভদ্রকে দর্শনার্থ গমন করিলেন। ৩৯

অনন্তর পরম ভক্তিসহকারে বলদেবকে প্রণামপূর্ব্বক এইরূপে সানন্দে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪০

হে দেবেশ! নভোমণ্ডল আপনার মস্তক, সলিলরাশি শরীর, ক্ষিতিতল পাদদ্বয়, বহ্নি মুখ, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু নিশ্বাসপ্রশ্বাস এবং চন্দ্রসূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়স্বরূপ, অতএব হে প্রভো! আপনাকে নমস্কার। নাথ! দিঙনিচয় আপনার বাহুসমূহ, আপনি চতুর্দ্দশ ভুবনের মূলস্তম্ভ ও জ্ঞানের দর্পণস্বরূপ; অতএব আপনাকে নমস্কার করি। ৪১ ৪২

দেব! যাহারা আপনার চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনি তাহাদিগের অখিল পাপরাশি বিদূরিত করিয়া থাকেন, আপনার চক্ষুঃ, কর্ণ,মুখ ও হস্তপাদাদি অনন্ত, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনার আদি নাই, আপনিই বিশ্বের মহামূলস্বরূপ, তমোরাশি নিবারণের আপনিই অদ্বিতীয় সূর্য্যসম, আপনিই ঋগ্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয়ের স্বরূপ, আপনার কৃপায় আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দোষই প্রশমিত হইয়া থাকে এবং আপনি ত্রিমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ, অতএব আপনাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি। প্রভো! আপনি নিজ মস্তকে স্বীয় ফণাস্থিত মণির কণাতুল্য বিশাল এই ক্ষিতিমণ্ডলকে অবলীলাক্রমে ধারণ করিতেছেন; আপনি কালাগ্নিরুদ্র ও মহারুদ্র-স্বরূপ, আপনাকে পুনঃপুন নমস্কার করি। ৪৩—৪৫

দেব! প্রলয়কালে মহার্ণবজল বর্দ্ধিত হইলে, যে সময় তদ্দ্বারা জগত্ত্রয় প্লাবিত হইয়া একীভূত হয়, সে সময় আপনি স্বীয় কুণ্ডলিত প্রকাণ্ড শরীরকে শয্যায় ও ফণামণ্ডলকে ছত্র করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়া থাকেন, অতএব অনন্তমহিম আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! আপনি স্বীয় অনন্ত ফণামণিস্থলে যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অখিল সম্পৎ মস্তকে ধারণ করত সহস্র ফণামণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রলয় পয়োধি-জলে সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। ৪৬—৪৭

নাথ! আপনিই সকলের স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহারকর্ত্তা, একমাত্র আপনিই ধরামণ্ডল ধারণ করিতেছেন, প্রভো! আপনি অস্মদাদি সকলেরই মূলকারণ। ভগবন্! সমুদয় বেদান্ত শাস্ত্রে যাঁহারই মহিমা বর্ণিত আছে, সেই ভগবান্ নারায়ণ আপনা হইতে ভিন্ন নহেন, কেবল অনির্ব্বচনীয় কারণ বশতই পৃথগ্ রূপে বিরাজ করিতেছেন। ৪৮।৪৯।

আপনি শয্যা, নারায়ণ শয়নকর্ত্তা, আপনি ছাদক, নারায়ণ ছাদ্য। বস্তুতঃ যিনিই কৃষ্ণ, তিনিই রাম, এবং যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ,

ইতি স্তবান্তে বলিনং প্রণম্য পরমেশ্বরম্।
ঈশ্বরীং জগতাং দ্রষ্টুং সুভদ্রা স্যন্দনং যযৌ ॥৫১
জয় দেবি জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি।
কার্য্যকারণকর্ত্রী ত্বং সর্ব্বশক্ত্যৈ নমোঽস্তু তে ॥
সর্ব্বস্য হৃদিসংবিষ্টে জ্ঞানমোহাত্মিকে সদা।
কৈবল্যসুখদে ভদ্রে ত্বাং নমামি সুরারণিম্ ॥৫৩
দেবি ত্বং বিষ্ণুমায়াসি মোহয়ন্তী চরাচরম্।
হৃৎপদ্মাসনসংস্থাসি বিষ্ণুভাবানুসারিণি ॥৫৩
ত্বমেব লক্ষ্মীর্গৌরী চ সচী কাত্যায়নী তথা
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে ॥৫৫
তস্য সর্ব্বস্য শক্তিস্ত্বং স্তোতুং ত্বাং কস্তু শক্তিমান্
জয়ভদ্রে সুভদ্রে ত্বং সর্ব্বেষাং ভদ্রদায়িনি।
ভদ্রাভদ্রস্বরূপা ত্বং ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥৫৭
ত্বং মাতা জগতাং দেবি পিতা নারায়ণো হি সঃ।
স্ত্রীরূপং সর্ব্বমেব ত্বং পুংরূপে জগদীশ্বরঃ ॥৫৮
যুবয়োর্ন হি ভেদোঽস্তি নাস্ত্যন্যৎ পরমেব হি।
যথা বয়ং নিযুক্তা হি ত্বয়া বৈষ্ণবমায়য়া।
নিদেশকারিণো নিত্যং ভ্রমামঃ পরমেশ্বরি ॥৫৯
বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ পরমা ক্ষুধানিদ্রা ত্বমেব চ।
সর্ব্বকামপ্রদে নিত্যে ভক্তানাং কল্পবল্লরী ॥৬১
ত্রাহি পাদাব্জলগ্নং মাং কৃপাপাঙ্গবিলোকনৈঃ ॥৬২

আপনাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; অতএব হে জগন্ময়! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ভগবান্ ব্রহ্মা পরমেশ্বর বলরামকে এইরূপ স্তুতিবাদান্তে প্রণামপূর্ব্বক অখিল জগতের ঈশ্বরী বিষ্ণুশক্তি সুভদ্রকে দর্শনার্থ তদীয় রথ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেবি জগন্মাতঃ! আপনার জয় হউক, আপনি প্রসন্ন হউন। হে পরমেশ্বরি! আপনি কার্য্যকারণকর্ত্রী ও সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে কৈবল্যসুখদে! আপনি অখিল জীবের হৃৎপদ্মমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, হে জ্ঞান-মোহাত্মিকে! আপনি সুরগণের অবনি-স্বরূপ, অতএব হে ভদ্রে! আপনাকে প্রণাম করি। ৫০—৫৩।

হে দেবি! যিনি চরাচর মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, আপনিই সেই বিষ্ণুমায়া। হে বিষ্ণুভাবানুসারাণি! আপনি কমলারূপে বিষ্ণুর হৃদয়কমলে সতত বিরাজমানা। মাতঃ! এক মাত্র আপনিই লক্ষ্মী, আপনিই গৌরী, আপনিই শচী ও আপনিই কাত্যায়নী, অধিক কি কহিব, জগতে সদসৎ যে কিছু বস্তু আছে, আপনি তৎসমুদয়েরই শক্তিস্বরূপা; অতএব হে অখিলাত্মিকে! আপনাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? ভবানি! আপনি সকলেরই ভদ্রদায়িনী বলিয়া ভদ্রা নামে প্রসিদ্ধা, অতএব হে সুভদ্রে! আপনার জয় হউক। হে ভদ্রকালি! আপনিই সমুদয় ভদ্রাভদ্র-স্বরূপা, আপনাকে নমস্কার। দেবি! আপনি অখিল জগতের মাতা এবং ভগবান্ নারায়ণ পিতা। জগতে যত কিছু স্ত্রী-মূর্ত্তি আছে, সকলই আপনি এবং যত কিছু পুরুষ আছে, জগদীশ্বর নারায়ণই তৎসমুদয়স্বরূপ। ৫৫—৫৮।

হে পরমেশ্বরি! আপনাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এবং জগতে আপনাদিগের অপেক্ষা অপর শ্রেষ্ঠবস্তু আর কিছুই নাই। বিষ্ণুমায়ায় আপনি আমাদিগকে যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমরা প্রতিনিয়ত সেই নিদেশানুসারেই ভ্রমণ করিতেছি। পরমাবৃত্তি বলুন, প্রবৃত্তি বলুন, ক্ষুধা বলুন, নিদ্রা বলুন, আশা বলুন; আর আশার পূর্ণতাই বলুন, সকলি আপনি এবং একমাত্র আপনার কৃপাতেই সকলের সকল আশা পূর্ণ হইয়া থাকে। মাতঃ! আপনিই জীবগণের মুক্তিপ্রদায়িনী এবং আপনিই তাহাদিগের ভব বন্ধনের হেতু। হে সনাতনি! আপনিই ভক্তগণের সর্ব্বকামপ্রদা কল্পলতিকা-স্বরূপ, অতএব হে ভক্ত-বৎসলে! আমি আপনার চরণপ্রান্তে পতিত হইতেছি, আপনি কৃপা-কটাক্ষপাতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। ৫৯—৬২।

স্তুত্বেত্থং ভদ্ররূপাং তাং তৎসমীপে স্থিতং রথে
চক্রং সুদর্শনং বিষ্ণোশ্চতুর্থবপুরাস্থিতম্।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা ইমাং স্তুতিমুদাহরৎ ॥৬৩
সুদর্শনমহাজ্বাল-কোটিসূর্য্যসমপ্রভ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধানাং বৈকুণ্ঠাধ্বপ্রদর্শক ॥ ৬৪
নমস্তে নিত্যবিলসদ্বৈষ্ণবাস্ত্রনিকেতন।
অবার্য্যবীর্য্যং যদ্রূপং বিষ্ণোস্তৎপ্রণমাম্যহম্ ॥৬৫
প্রণম্য স্তুত্বা দেবান্ স রথেভ্যঃ পরিবৃত্য চ।
ইন্দ্রদ্যুম্ননারদাভ্যামাদিষ্টপদপদ্ধতিঃ ॥ ৬৬
নীলাচলমথারোহৎ প্রাসাদং দ্রষ্টুমুৎসুকঃ ॥ ৬৭
ততঃ স গত্বা প্রাসাদসমীপং দেবতৈঃ সহ।
দদর্শ শালাং রুচিরাং স্বচিত্তাভিমতাং দ্বিজাঃ ॥৬৮
তন্মধ্যে স্থাপয়ামাস দেবতোরগভূপতীন্।
ব্রহ্মর্ষীন্ যোগিনো বিপ্রান্ বৈষ্ণবাংশ্চ তপস্বিনঃ
দিব্যসিংহাসনবরে নৃপেণ প্রতিপাদিতে।
স পাদপীঠে ভগবানুপবিষ্টঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥ ৭০
শান্তিপৌষ্টিককর্ম্মার্থং ভরদ্বাজং মহামুনিম্।
পিতামহাজ্ঞয়া ভূপো বরয়ামাস ঋদ্ধিমৎ ॥ ৭১
প্রতিষ্ঠায়াস্তু যে দেবা বলিপূজাবিধৌ মতাঃ।
হোমেষু চ তথা তে বৈ ধ্যানরূপমুপাশ্রিতাঃ ॥৭২
আজ্ঞয়া পদ্মযোনেস্তু চতুর্দ্দিগ্‌ভাগমাশ্রিতাঃ
পূজিতা গন্ধপুষ্পৈশ্চ মাল্যালঙ্কারভূষণৈঃ ॥৭৩
ততঃ কর্ম্ম প্রবরৃতে ভরদ্বাজেন ধীমতা।
প্রত্যক্ষং দেবদেবস্য সর্ব্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥৭৪
ত্রৈলোক্যবাসিনাং পূজাং চকার নৃপতির্মুদা।
সাঙ্গোপাঙ্গং সমভ্যর্চ্য জগৎস্রষ্টারমগ্রতঃ ॥৭৫
ততঃ সৎপূজিতাঃ সর্ব্বে তেন ত্রৈলোক্যবাসিনঃ।
পশ্যন্তোঽবস্থিতং মধ্যে সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মাণমব্যয়ম্ ॥৭৬
বপুষ্মন্তং জগন্নাথং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মরূপিণম্।

ভগবান্ কমলাসন, সুভদ্রা দেবীকে স্তব করিয়া তৎসমীপবর্ত্তী রথস্থিত বিষ্ণুর চতুর্থ শরীর সুদর্শন চক্রকে পরম ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক এইরূপ স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, হে মহাদীপ্তিশালিন্ সুদর্শন! হে কোটিসূর্য্যসমপ্রভ! তুমি অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তিগণের বৈকুণ্ঠমার্গপ্রদর্শক এবং প্রতিনিয়ত বিলসনশীল, বিবিধপ্রকার বৈষ্ণবাস্ত্রনিচয়ের আধারস্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণুর অনিবার্য্য-বীর্য্যমূর্ত্তিস্বরূপ, তোমাকে আমি প্রণাম করি। ব্রহ্মা এইরূপে সুদর্শনকে প্রণাম ও স্তব করিয়া সমুদয় দেবগণকে স্ব স্ব বিমান হইতে অবতারণ পূর্ব্বক প্রাসাদদর্শনার্থ সমুৎসুকচিত্তে দেবর্ষি নারদ ও ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথানুসারে নীলাচলে অবতরণ করিলেন। ৬৩—৬৭

দ্বিজগণ! অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণের সহিত প্রাসাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় মনোমত মনোহর শালা সন্দর্শনপূর্ব্বক তন্মধ্যে দেবগণ, উরগগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, যোগিগণ, বিপ্রগণ, তপস্বিগণ, বৈষ্ণবগণ ও ভূপতিগণকে সংস্থাপন করিলেন। এবং সেই বিভু ভগবানও স্বয়ং ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রদত্ত পাদপীঠসমন্বিত উৎকৃষ্টতম দিব্যসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে ভূপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন পিতামহের আজ্ঞানুসারে শান্তিক পৌষ্টিক কর্ম্মানুষ্ঠানার্থ মহামুনি ভরদ্বাজকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি দান করত বরণ করিলেন। ৬৮—৭১

যে সকল দেবগণ প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধীয় বলি, পূজা, ও হোমাদি কার্য্যে অভিমত, ভগবান্ পদ্মযোনির আজ্ঞানুসারে তাঁহারা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক গন্ধ, পুষ্প ও মাল্যালঙ্কারাদি দ্বারা পূজিত হইয়া চতুর্দ্দিকে উপবেশন করত ধ্যানযোগে বিষ্ণুরূপ চিন্তা করিতে থাকিলেন। অনন্তর মুনিবর ধীমান্ ভরদ্বাজ, দেবদেব ব্রহ্মা ও অন্যান্য সমুদয় দেবগণের সমক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম আরব্ধ করিলেন। তৎকালে নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন, সানন্দে অগ্রে সাঙ্গোপাঙ্গ দেবগণের সহিত জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার অর্চ্চনাপূর্ব্বক ত্রিলোকবাসী অখিল জীবগণেরই যথাযোগ্য পূজা করিলেন। ৭২—৭৫।

অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পূজিত ত্রৈলোক্যবাসী সমুদয় প্রাণিগণ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রাসাদে দেবগণের মধ্যস্থলে অবস্থিত অব্যয় সাক্ষাৎ-ব্রহ্মা ও ব্রহ্মরূপী প্রত্যক্ষ দেহধারী জগন্নাথকে

ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রসাদেন জীবন্মুক্তত্বমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৭৭
কলেবরং ভগবতঃ প্রাসাদং সুমনোহরম্।
প্রতিষ্ঠায় ভরদ্বাজঃ সমুচ্ছ্রিতমহাধ্বজম্ ॥ ৭৮
ব্যজ্ঞাপয়ৎ প্রতিষ্ঠার্থং জীবন্নাথ পিতামহম্।
সমুত্তস্থৌ ততো ব্রহ্মা কৃতস্বস্ত্যয়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৯
ঋষিভির্নারদাদ্যৈশ্চ বিপ্রৈর্ব্রাহ্মণৈস্তথা।
রাজভিঃ ক্ষত্রিয়ৈর্নাগৈঃ সহিতঃ পরমর্ষিভিঃ ॥৮০
গন্ধর্বৈর্গীয়মানেষু দিব্যগানেষু সুস্বরম্।
মাঙ্গল্যোচিতরাগেষু নৃত্যন্তীষপ্সরঃসু চ ॥ ৮১
শাকুনেষু চ সূক্তেষু পঠ্যমানেষু চ দ্বিজৈঃ।
শঙ্খকাহালমুরজভেরীবাদিত্রবৈণবে ॥ ৮২
শব্দে প্রমূর্চ্ছিতে তত্র সর্ব্বে তে স্যন্দনোপরি।
গত্বাবতারয়ামাসু রথাৎ সোপানবর্ত্মনি ॥৮৩
সাবধানা সমাধিস্থা ভক্ত্যা সংযমিতাত্মকাঃ।
পার্শ্বয়োর্ভুজয়োর্মূর্দ্ধ্নি পাদয়োর্ন্যস্তপাণয়ঃ॥ ৮৪
শনৈঃ শনৈঃ সলীলং তে নারায়ণমনাময়ম্।
বাসং বাসং তুলিকাসু নিন্যুঃ প্রাসাদসন্নিধিম্ ৮৫
উপর্য্যুপরিসন্তানবৃষ্টিঃবৎপতিতাসু চ।
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন ॥ ৮৬
জয় লীলাদারুতনো জয় বাঞ্ছাফলপ্রদ।
জয় সংসারসম্মগ্ন-লীলোদ্ধার জয়াব্যয় ॥ ৮৭
জয়ানুকম্পাপাথোধে জয় দীনপরায়ণ।
জয়াচ্যুত জয়ানন্ত জয়েশান নমোঽস্তু তে ॥৮৮
এভিঃ পদৈঃ স্তূয়মানো ব্রহ্মণা স স্বয়ম্ভুবা
তুষ্টাব চ মুদা যুক্তো নারদশ্চোপবীণয়ন্ ॥ ৮৯
রত্নচ্ছত্রযুগে মূর্দ্ধ্নি ধার্য্যমাণেঽথ পৃষ্ঠতঃ।
শশিনা ভাস্বতা ভক্ত্যা দিব্যধূপেন ধূপিতঃ ॥ ৯০
শ্রেণীভূতা উভয়তঃ পার্শ্বয়োশ্চামরগ্রহাঃ।

অবলোকন করত জীবন্মুক্ততা প্রাপ্ত হইল। এদিকে মুনিবর ভরদ্বাজ ভগবান্ জগন্নাথ দেবের দারুময় কলেবর এবং সমুন্নত মহাধ্বজ-সুশোভিত সুমনোহর মন্দির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ভগবানের জীবনক্কারার্থ ভগবান্ পিতামহকে নিবেদন করিলে, তিনি স্বয়ং তৎকালোচিত স্বস্ত্যয়ন করিয়া নারদাদি দেবর্ষি অন্যান্য মহর্ষি, বিপ্রদ্-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় রাজগণ ও নাগগণের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন। ৭৬—৮০।

তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর স্বরে মাঙ্গল্যোচিত রাগ-রাগিণীতে দিব্য সঙ্গীত, অপ্সরা সকল মনোহর নৃত্য ও দ্বিজগণ শাকুনসূক্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খ, কাহাল, মুরজ, ভেরী ও বেণু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মনোমুগ্ধকর মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। পরে ব্রহ্মাদি সকলে রথোপরি গমনপূর্ব্বক সমাধিস্থ ও সংযতচিত্ত হইয়া ভক্তি-সহকারে সাবধানে হস্ত দ্বারা পার্শ্বদেশদ্বয়, ভুজযুগল, পাদদ্বয় ও মস্তক ধারণ করত ক্রমে ক্রমে মৃদুভাবে অব্যয় নারায়ণকে রথ হইতে সোপান পথে অবতারণ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে স্থানবিশেষে রক্ষা করত ক্রমে প্রাসাদ-সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। ৮১—৮৫।

ঐ সময়ে স্বর্গ হইতে উপর্য্যুপরি কল্পবৃক্ষের পুষ্প বৃষ্টি হইতে থাকিল। স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা তৎকালে "হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! হে সর্ব্ব-পাপবিনাশন! আপনার জয় হউক। হে বাঞ্ছাফলপ্রদ! আপনি লীলাময় এজন্য লীলা প্রকাশার্থই এই দারুময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করি-য়াছেন, অতএব আপনার জয় হউক। হে অব্যয়! আপনি সংসারসাগরে নিমগ্ন জীবগণকে অবলীলায় উদ্ধার করিয়া থাকেন এবং আপনি কৃপারসের সাগর, অতএব আপনার জয় হউক। হে অচ্যুত! হে অনন্ত! একমাত্র আপনিই দীনজনের দুঃখ নিবারণে সতত সমুদ্যুক্ত, অতএব হে ঈশান! আপনার জয় হউক, জয় হউক, আপনাকে নমস্কার" এইরূপে স্তব করিলে দেবর্ষি নারদও বীণাবাদনসহকারে সানন্দে স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ৮৬—৮৯।

অনন্তর চন্দ্র সূর্য্য জগন্নাথ দেবের পৃষ্ঠদেশ হইতে তদীয় মস্তকোপরি পরম ভক্তিসহকারে রত্নখচিত ছত্রদ্বয় ধারণ করিলেন, অপরাপর বহুলদেবগণ দিব্যধূপগন্ধে তাঁহার প্রীতি উৎ-পাদন করিতে থাকিলেন এবং অসংখ্য যুবকবৃন্দ জগন্নাথদেবের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া

সলীলান্দোলনব্যগ্রা যৌবনালঙ্কৃতাস্তথা ॥ ৯১
এবং তে সহিতাঃ সর্ব্বে হর্ষকৌতূহলান্বিতাঃ ।
সুদর্শনং সুভদ্রাঞ্চ বলভদ্রমনৈষিষুঃ ॥ ৯২
প্রাসাদদ্বারি রচিতে রত্নস্তম্ভেহথ মণ্ডপে ।
বাসয়িত্বাভিষেকায় সম্মুখাদর্শমণ্ডলে ॥ ৯৩
সুবাসিতৈ রত্নকুম্ভৈস্তীর্থবার্য্যুপসম্ভৃতৈঃ ।
সূক্তাভ্যাং স্ত্রীপুরুষয়োরভিষেকং পিতামহঃ ॥ ৯৪
চকার ভগবাঁল্লোকসংগ্রহার্থং দ্বিজোত্তমাঃ ।
ততোহভ্যলঙ্কৃতান্ দেবান্ গন্ধমাল্যোপশোভিতান্
নীরাজয়িত্বা বিধিবৎ স স্বয়ং লোকভাবনঃ ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে স্থাপয়ামাস মন্ত্রতঃ ॥ ৯৬

ব্রহ্মোবাচ ।

অশেষজগদাধার সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিত ।
সুপ্রতিষ্ঠাখিলব্যাপিন্ প্রাসাদে সুস্থিরো ভব ॥ ৯৭
ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতে নাথ বয়ং সর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
তবাজ্ঞয়া প্রতিষ্ঠেয়ং পূর্ণাস্তাং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ৯৮
স্থাপয়িত্বা জগন্নাথং স্পৃষ্ট্বা তস্য হৃদম্বুজম্ ।
আনুষ্টুভং মন্ত্ররাজং সহস্রং প্রজজাপ হ ॥ ৯৯
বৈশাখস্যামলে পক্ষে অষ্টম্যাং পুষ্যযোগতঃ ।
কৃত্বা প্রতিষ্ঠা ভো বিপ্রাঃ শোভনে গুরুবাসরে ॥
তদ্দিনং সুমহৎপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।
স্নানং দানং তপো হোমঃ সর্ব্বমক্ষয্যমশ্নুতে ॥ ১০০
তস্মিন্ দিনে যে পশ্যন্তি মানবা ভক্তিভাবিতাঃ ।
কৃষ্ণং রামং সুভদ্রাং তে মুক্তিভাজো ন সংশয়ঃ
শুক্লাষ্টমী যা বৈশাখে গুরুপুষ্যযুতা যদা ।
তস্যামভ্যর্চ্চনং বিষ্ণোঃ কোটিজন্মাঘনাশনম্ ১০৩

ইতি উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

করে দিব্যচামর ধারণ করত ধীরভাবে আন্দোলিত করিতে আরম্ভ করিল।

পরে এইরূপে তাঁহারা সকলে মিলিত ও হর্ষ-কৌতূহলান্বিত হইয়া এইরূপে ক্রমে ক্রমে বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শনকেও আনয়ন করিলেন।

হে দ্বিজগণ! অনন্তর স্বয়ং লোকভাবন ভগবান্ পিতামহ, লোকরক্ষার্থ প্রাসাদের দ্বার-দেশবর্ত্তী রত্নস্তম্ভবিরাজিত সুশোভিত মণ্ডপ মধ্যে সম্মুখস্থাপিত দর্পণে প্রতিবিম্বময় উক্ত দেবগণকে অভিষেকার্থ সুগন্ধি তৈলাদি দ্বারা উদ্বাসিত করিয়া কর্পূরাদি সুবাসিত তীর্থ জল-পূর্ণ কলসনিচয় দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ সূক্ত পাঠকরত তাঁহাদিগকে অভিষেক করিলেন; অতঃপর গন্ধ-মাল্যোপশোভিত ও বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া যথাবিধি নীরাজনাপূর্ব্বক যথোক্ত-বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করত রমণীয় সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ৯০—৯৬

অনন্তর এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, হে সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিত! আপনি অখিল জগতের আধার এবং সর্ব্বব্যাপী,—আপনি কৃপা করিয়া এই প্রাসাদমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হউন এবং সম্যক্ স্থিরভাবে অবস্থান করুন। নাথ! আপনি প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমরা সকলেও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি। আপনার আজ্ঞানুসারে অনুষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠাকার্য্যে আপনারই প্রসাদে পূর্ণ হউক, এইরূপ প্রার্থনান্তে জগন্নাথ-দেবকে স্নান করাইয়া তাঁহার হৃৎকমল স্পর্শ করত সহস্রবার আনুষ্টুভ মন্ত্ররাজ জপ করিলেন। হে বিপ্রগণ! ভগবান্ ব্রহ্মা, বৈশাখ মাসের পুষ্যাযোগযুক্ত শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে সুশোভন বৃহস্পতিবারে উক্ত প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন করেন। ৯৭—১০০।

তজ্জন্য ঐ দিবস, অতি পুণ্যতম ও সর্ব্ব-পাপবিনাশন। ঐ দিনে স্নান দান তপস্যা ও হোমাদি সমুদায় কার্য্যই অক্ষয়-ফলজনক হইয়া থাকে। যে সকল মানবগণ ঐ দিনে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে দর্শন করে, তাহারা নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। অধিক আর কি কহিব, বৃহস্পতিবারে ও পুষ্যানক্ষত্রান্বিত বৈশাখ শুক্লাষ্টমীতে ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে কোটিজন্মার্জ্জিত কলুষ-রাশিও তিরোহিত হইয়া যায়। ১০১—১০৩

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

ততঃ স ভগবান্ মন্ত্রমহিম্না নরকেশরী
ইন্দ্রদ্যুম্নাদিভিঃ সর্ব্বৈর্দদৃশেঽদ্ভুতদর্শনঃ॥ ১
লেলিহানো জগৎসর্ব্বং সমন্তাজ্জ্বলজিহ্বয়া।
কালাগ্নিরুদ্রসদৃশং গ্রসন্তমিব চোত্থিতম্॥ ২
রোদসীকন্দরং ব্যাপ্য তেজসা তপসা ভৃশম্
অনেকাক্ষিমুখগ্রীবা-করপাদশ্রুতির্বিভুঃ॥ ৩
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ো দেবঃ কেবলং তেজসো নিধিঃ।
ভয়ত্রস্তাসমুদ্বিগ্না নেশাঃ স্তোতুমপি প্রভুম্॥ ৪
ততস্তথাবিধমালোক্য নারদঃ পিতরং তদা।
পপ্রচ্ছ ভগবন্নিত্থং কথমেষ প্রকাশতে॥ ৫

জৈমিনি কহিলেন, হে দ্বিজগণ। অনন্তর ব্রহ্মার মন্ত্রমহিমায় ইন্দ্রদ্যুম্নাদি সকলে সেই ভগবান্ জগন্নাথ দেবকে অদ্ভুতাকার নৃসিংহ মূর্ত্তিতে দর্শন করিলেন। তাহারা দেখিলেন, সেই নৃসিংহদেব যেন সমন্তাৎ তেজঃপ্রদীপ্ত জিহ্বা দ্বারা সমুদয় জগৎ অবলেহন করিতেছেন। তৎকালে বোধ হইল যেন কালাগ্নি রুদ্রসদৃশ আবির্ভূত হইয়া অখিল বিশ্ব গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। তেজোনিধি বিভু নৃসিংহদেব সর্ব্বদা আশ্চর্য্যময় বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু কর্ণ মুখ নাসিকা গ্রীবা ও হস্তপদাদি অসংখ্য দৃষ্ট হইল এবং বোধ হইল তদীয় তপস্তেজে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যভাগ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তাদৃশ ভীমমূর্ত্তি-দর্শনে তত্রত্য সকলেই সাতিশয় উদ্বিগ্ন ও ভয়ত্রস্ত হইয়া সেই প্রভুকে স্তুতিবাদ করিতেও সমর্থ হইলেন না। ১—৪।

তৎকালে তাঁহাকে যথাবিধি দর্শনে দেবর্ষি নারদ, স্বীয় পিতা কমলাসনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! হরি কি জন্য এরূপ প্রকাশ পাইতেছেন? ইনি সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ অবতীর্ণ হইলেন সত্য, কিন্তু প্রত্যুত ইনি এক্ষণে সকলেরই ভয়প্রদ হইয়াছেন। দেখুন এক্ষণে সমুদয় প্রাণিগণেই

নারদ উবাচ।

অনুগ্রহায়াবতরৎ প্রত্যুতৈষ ভয়প্রদঃ।
সর্ব্বে ভয়াস্থিরতরাঃ প্রলয়াশঙ্কিনোঽধুনা।
ত্বমেব ভগবল্লীলাং জানাসি জগতাং পতে॥ ৬
তচ্ছ্রুত্বা নারদবচঃ পদ্মযোনিঃ স্মিতাননঃ।
উবাচ কৌতুকং বাক্যং সর্ব্বেষামুপকারকম্॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ।

অবতীর্ণং জগন্নাথং দৃষ্ট্বা দারুবপুর্ধরম্।
অবজ্ঞাস্যন্তি বৈ লোকাঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপিণম্॥৮
অতত্ত্ববেদিনো মূঢ়া মহিমানং বদন্ত্বিতি।
মন্ত্রিতো মন্ত্ররাজেন যেনায়ং পরমেষ্ঠিনা॥ ৯
পুরাভিমন্ত্রিতোঽনেন বিদদার মহাসুরম্।
তাদৃগ্‌রূপং সুদুর্দর্শং প্রাপ্যাসেঽপি ভয়প্রদম্॥১০
মূর্ত্তিরেষা পরাকাষ্ঠা বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
যামভ্যর্চ্চ্য গতিং যান্তি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতাম্॥১১
নৃসিংহাভিমুখঃ স্তোত্রমিদমাহ মুদান্বিতঃ॥ ১২

প্রলয়কাল উপস্থিত বিবেচনায় ভয়ে নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। অতএব এরূপ হইবার কারণ কি? বলুন। হে ভগবন্! একমাত্র আপনিই জগৎপতি হরির লীলার বিষয় অবগত আছেন। ভগবান্ পদ্মযোনি, নারদের তাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সহাস্যবদনে সকলের উপকারক পরম কৌতুকাবহ এই কথা বলিলেন। অতত্ত্ববেদী মূঢ়লোক সকল সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী এই জগন্নাথদেবকে দারুময় দেখিয়া অবজ্ঞা করিবে, এই বিবেচনায় তাহারাও যাহাতে ইঁহার মহিমা খ্যাপন করে, তজ্জন্য সর্ব্বমন্ত্র-প্রধান পরমেষ্ঠিমন্ত্রে ইঁহাকে অভিমন্ত্রিত করিয়াছি বলিয়া এইরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইনি এই মন্ত্রেমন্ত্রিত হইয়া আমার ও ভীতিপ্রদ এতাদৃক্ দুর্নিরীক্ষ্যরূপ ধারণ করতঃ মহাসুর হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। অমিততেজা বিষ্ণুর ঈদৃশী মূর্ত্তিই কালবিশেষ স্বরূপ এই মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিলে জীবগণ নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ব্রহ্মা, সেই নৃসিংহদেবের সম্মুখীন হইয়া সানন্দে এইরূপ স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ৫—১২

নমোঽস্তু তে দিব্যবরৈকসিংহ
নমোঽস্তু তে যোগগুহৈকসিংহ
নমোঽস্তু তে সিংহবরৈকসিংহ
নমোঽস্তু নীলাচলশৃঙ্গসিংহ ॥ ১৩
নমোঽস্তু দুঃখার্ণবপারসিংহ
নমোঽস্তু তেজোময়দিব্যসিংহ।
নমোঽস্তু চিত্রাকৃতিচিত্রসিংহ
নমোঽস্তু তে ক্লেশবিমুক্তিসিংহ ॥ ১৪
নমোঽস্তু তে দিব্যবপুর্নৃসিংহ
নমোঽস্তু তে বীরবরৈকসিংহ।
নমোঽস্তুতে দৈত্যবিনাশসিংহ
নমোঽস্তু দেবেষধিদেবসিংহ ॥ ১৫
স্তুত্বেত্থং দিব্যসিংহং তমিন্দ্রদ্যুম্নং প্রজাপতিঃ।
সিংহযন্ত্রং সমালিখ্যাৎ তস্যোপরিনিবেশ্য চ ॥ ১৬
দীক্ষয়িত্বা মন্ত্ররাজং সাক্ষাদাথর্ব্বণোদিতম্
আহুর্বৈষ্ণবনির্ব্বাণং যং বেদান্তপরায়ণাঃ ॥ ১৭
যত্র বেদাশ্চ চত্বারঃ সাক্ষান্নিত্যং প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥১৮
যমধীত্য মহামন্ত্রঃ মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পুরা।
সৃষ্টিঞ্চকার ভগবান্ প্রাপ্তমস্মাচ্চতুর্মুখাৎ।
অণিমাদিগুণা যস্য ফলং স্যাদানুষঙ্গিকম্ ॥ ১৯
এক এব মহামন্ত্রঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্।
প্রাপ্তুং কারণভূতো হি কিং পুনঃ ক্ষুদ্রকামনাম্
এক এব মহামন্ত্রঃ সর্ব্বক্রতুফলপ্রদঃ।
সর্ব্বতীর্থপ্রদশ্চৈব সর্ব্বদানফলপ্রদঃ ॥ ২১
যথায়ং সর্ব্বপাপৌঘ-তূলরাশিদবানলঃ।
দিব্যসিংহাকৃতির্দেবো মন্ত্ররাজস্তথাক্ষরম্ ॥ ২২
এবমভ্যস্য যতয়ো ভবরোগং ত্যজন্তি বৈ ॥ ২৩
যস্য গ্রহণমাত্রেণ গ্রহাপস্মাররাক্ষসাঃ।

হে দেব! আপনি অলৌকিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় সিংহমূর্ত্তিধারী, আপনাকে নমস্কার। হে যোগিগণের যোগরূপ গুহাশায়ী অপ্রতিম-সিংহ! আপনাকে নমস্কার। আপনি মহা-সিংহগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সিংহ, এবং আপনি নীলাচলের শৃঙ্গবিহারী মহাসিংহ, আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। প্রভো! আপনি ভক্তগণকে দুঃখার্ণবপারে লইয়া যাইতে সিংহবৎ মহাবিক্রমশালী, অতএব হে তেজোময় দিব্যসিংহ! আপনাকে নমস্কার। হে চিত্রসিংহ! আপনার আকৃতি অতি বিচিত্র, আপনি শরণাগত ব্যক্তিগণের ক্লেশ-বিমুক্তিদানবিষয়ে মহাবিক্রান্ত সিংহস্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার নমস্কার। হে দিব্যশরীরধারিন্ নৃসিংহ! আপনি বীরবর-গণের মধ্যে অদ্বিতীয় বীরকেশরী, আপনি দৈত্যপশু-বিনাশে মহাসিংহস্বরূপ এবং আপনি অখিল দেবগণের মধ্যে সিংহবৎ সর্ব্বপ্রধান অধিদেব, অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ১৩—১৫

ভগবান্ প্রজাপতি সেই দিব্যসিংহকে এইরূপ স্তুতিবাদান্তে নৃসিংহ-যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তদুপরি সাক্ষাৎ অথর্ব্ববেদোক্ত নৃসিংহদেবের প্রধান মন্ত্র সন্নিবেশিত করত নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্নকে সেই মন্ত্রে দীক্ষাদানপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বেদান্ত শাস্ত্রে পারদর্শী বিদ্বদ্‌গণ যাহাকে বৈষ্ণব নির্ব্বাণ নামে উল্লেখ করেন। যে মন্ত্রে সাক্ষাৎ বেদ-চতুষ্টয় প্রতিনিয়ত অবস্থিত। পূর্ব্বে ভগবান্ স্বায়ম্ভুবমনু, ব্রহ্মার নিকট হইতে যে মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সতত জপ করত সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি যাহার আনুষঙ্গিক ফল। একমাত্র যে মহামন্ত্র, জীব-গণের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয় লাভেরই কারণস্বরূপ, সুতরাং উহাতে যে সামান্য কামনা সিদ্ধ হইবে, তাহার আর কথা কি? ১৬—২০

একমাত্র যে মহামন্ত্র, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের, সমুদয় তীর্থের ও সর্ব্ববিধ দানের ফলদান করিয়া থাকে। অধিক দিব্য সিংহাকৃতি এই নৃসিংহদেব যেমন সর্ব্ববিধ পাপপুঞ্জরূপ তূলা-রাশির ভস্মীকরণ বিষয়ে দাবানলস্বরূপ, এই অক্ষরাত্মক মন্ত্ররাজও সেইরূপ জানিবে। যতিগণ এই মন্ত্রজপ করিয়াই ভবরোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এই মন্ত্রগ্রহণ করিবা মাত্রেই দুষ্ট গ্রহ, গ্রহাপস্মার, রাক্ষস, ডাকিনী,

ডাকিন্যো ভূতবেতালাঃ পিশাচা উরগা গ্রহাঃ।
দূরাদেব পলায়ন্তে নেশান্তে বীক্ষিতুঞ্চ তম্॥ ২৪
মন্ত্ররাজং ততোলব্ধা ইন্দ্রদ্যুম্নশ্চতুর্মুখাৎ।
নৃসিংহং শান্তবপুষং লক্ষ্মীসংস্থিতবক্ষসম্॥ ২৫
চক্রং পিনাকং দধতং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিচক্ষুষম্।
জানুপ্রসারিতকর-সরোজদ্বন্দ্বমুন্মুদম্॥ ২৬
যোগপট্টসমারূঢ়ং দ্বাত্রিংশদ্দলপদ্মকে।
মন্ত্রবর্ণময়ে মধ্যে কর্ণিকা প্রণবোজ্জ্বলে॥ ২৭
সুখাসীনং সাট্টহাসং বীক্ষন্তং শ্রীমুখাম্বুজম্।
সটমণ্ডিতবক্ত্রাব্জং দিব্যরত্নোজ্জ্বলাকৃতিম্॥ ২৮
ফণাসহস্রং বিস্তার্য্য পশ্চা ছত্রাকৃতিং বিভোঃ।
দদর্শ বলভদ্রং তং হললাঙ্গলধারিণম্॥ ২৯
প্রজহর্ষ নৃপো দৃষ্ট্বা তাদৃশং পুরুষোত্তমম্।
বিস্ময়াবিষ্টচেতাঃ স পপ্রচ্ছ কমলাসনম্॥ ৩০

ভগবংশ্চিত্রমেতদ্বৈ চরিতং মধুঘাতিনঃ।
বিজ্ঞাতুং কথমস্মাভিঃ শক্যং স্যাল্লোকভাবন॥৩১
যজ্ঞান্তে তাদৃশং রূপং বভার দারুনির্ম্মিতম্।
রথস্থং ভগবানেব প্রাসাদান্তর্ন্নিবেশয়ৎ॥ ৩২
মামাহ পূর্ব্বং বাণী সা গগনান্তরিতা তদা।
অপৌরুষেয়স্তরুণা চতুর্মূর্ত্তির্ভবিষ্যতি॥ ৩২
ইদানীমেক এবাসৌ দৃশ্যতে স্বপ্রতিষ্ঠিতঃ।
মায়া বা তত্ত্বমথবা তত্ত্বতো মে বদ প্রভো॥ ৩৪
শ্রবণে যদি মাং বেৎসি ভাজনং ভবভাবন॥ ৩৫
শ্রুত্বা চৈতৎ প্রত্যুবাচ সংশয়ানং নৃপোত্তমম্॥৩৬

ব্রহ্মোবাচ।

আদ্যামূর্ত্তির্ভগবতো নারসিংহাকৃতির্নৃপ।
নারায়ণেন প্রথিতা মদনুগ্রহতস্ত্বয়ি॥ ৩৭
দারবী মূর্ত্তিরেষেতি প্রতিমাবুদ্ধিরত্র বৈ।

ভূত, বেতাল, পিশাচ ও উরগাদি দূর হইতেই পলায়ন করে, এমন কি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সক্ষম হয় না। ২১।২৪

নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার নিকট তাদৃশ মন্ত্র লাভ করিয়া দেখিলেন, নৃসিংহদেবের আর সেই ভীষণ মূর্ত্তি নাই, তিনি প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, দেবী কমলা তাঁহার হৃদয়সরোজে বিরাজ করিতেছেন, চন্দ্র-সূর্য্যাদির ন্যায় তাঁহার লোচনযুগল সমুজ্জ্বল, তদীয় হস্ত দ্বয়ে চক্র ও পিনাক শোভা পাইতেছে এবং অপর হস্তদ্বয় জানুর উপরি ভাগে প্রসারিত হইয়া কমল-যুগলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ওঙ্কাররূপ কর্ণিকা-শোভিত মন্ত্রাক্ষরময় দ্বাত্রিংশদ্দল পদ্মমধ্যে সুখোপবিষ্ট থাকিয়া কমলাদেবীর মুখকমল নিরীক্ষণ করত অট্টঅট্ট হাস্য করিতেছেন। তদীয় সর্ব্বাঙ্গ দিব্যরত্নালঙ্কারে উদ্ভাসিত এবং মুখকমল সটাজালে বিমণ্ডিত হইয়াছে, তিনি যোগপটে অধিষ্ঠিত। আরও দেখিলেন হললাঙ্গলধারী বলদেব তাঁহার পৃষ্ঠদেশে সহস্র ফণামণ্ডল বিস্তারপূর্ব্বক ছত্রের আকার করিয়াছেন। ২৪—২৯।

নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরুষোত্তমের তাদৃশ রূপ দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! হে লোকভাবন! ভগবান্ মধুসূদনের চরিত্র অতি অদ্ভুত। আমরা সামান্য মানব হইয়া কিরূপে উহা বুঝিতে পারিব! দেখুন, আপনি রথস্থ দারুময়ী মূর্ত্তিতে প্রাসাদমধ্যে সন্নিবেশিত করিলেও সেই দারুনির্ম্মিত মূর্ত্তিই যজ্ঞান্তে তাদৃশ ভীমরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ৩০।৩১।৩২

কিন্তু এ বিষয়ে আমার এক সংশয় জন্মিতেছে যে, পূর্ব্বে দৈববাণী আমায় বলিয়াছিলেন, যাহা কোন পুরুষের প্রযত্ন-সিদ্ধ নহে, এরূপ কোন তরুনির্ম্মিত ভগবানের চতুর্মূর্ত্তি প্রকাশ পাইবে; কিন্তু এক্ষণে ভবৎ-প্রতিষ্ঠিত যেন এক মাত্র মূর্ত্তিই দৃষ্ট হইতেছে। চারি প্রকারে ভেদ ত লক্ষিত হইতেছে না। অতএব হে প্রভো! হে ভব-ভাবন! যদি আমায় এতদ্বিষয় শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র বোধ করেন, তাহা হইলে কৃপা করিয়া যথার্থরূপে আমায় বলুন, ইহা কি ভগবানের মায়া! অথবা প্রকৃত ঘটনা! ভগবান্ ব্রহ্মা এতদ্বাক্য শ্রবণে সন্দিগ্ধচেতা নৃপবরকে কহিলেন, নৃপ! ভগবানের নরসিংহাকৃতিই আদি মূর্ত্তি, এ জন্য তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ দর্শনেই

মাভূত্তে নৃপশার্দ্দূল পরব্রহ্মাকৃতিস্ত্বিয়ম্ ॥ ৩৮
খণ্ডনাৎ সর্ব্বদুঃখানাং সখণ্ডানন্দদানতঃ।
স্বভাবাদ্দারুরূপো হি পরব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ৩৯
ইত্থং দারুময়ো দেবশ্চতুর্ব্বেদানুসারতঃ।
স্রষ্টা স জগতাং তস্মাদাত্মানঞ্চাপি সৃষ্টবান্।
শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম নানয়োর্ভেদ ইষ্যতে ॥ ৫৩
লয়ে তু একমেবেদং সৃষ্টৌ ভেদঃ প্রবর্ত্ততে।
অন্যোন্যাপেক্ষিণৌ ভূপ শব্দার্থৌ হি পরস্পরম্ ॥
অর্থাভাবে ন শব্দোঽস্তি শব্দাভাবে ন বুধ্যতে।
অর্থস্তস্মাচ্চতুর্বেদাঃ শব্দা হ্যর্থাশ্চ তাদৃশাঃ ॥ ৫২
ঋগ্‌বেদরূপী হলধৃক্ সামরূপো নৃকেশরী।
যজুর্মূর্ত্তিস্ত্বিয়ং ভদ্রা চক্রমাথর্ব্বণং স্মৃতম্ ॥ ৪৪
ভেদে চতুর্দ্ধা ভেদোঽয়মেকরাশিরভেদতঃ।
অতস্তে সংশয়ো মাভূদেকস্তু বহুধা বিভুঃ ॥ ৪৪
অবতারেষু চান্যেষু ন্যায়েনৈতেন বর্ত্ততে ॥ ৪৫
ভেদাভেদিময়াখ্যাতৌ জগন্নাথস্য তে নৃপ।
যেন তে মনসস্তুষ্টিস্তেন ভক্ত্যা সমাচর ॥ ৪৬
সর্ব্বরূপময়ো হ্যেষ সর্ব্বমন্ত্রময়ঃ প্রভুঃ।
আরাধ্যতে যথা যেন তথা তস্য ফলপ্রদঃ ॥ ৪৭
যথা সুশুদ্ধং কনকং স্বেচ্ছয়া ঘটিতং নৃপ।
তত্তৎ সংজ্ঞামবাপ্যেহ তত্তৎসন্তোষকারণম্ ॥ ৪৮
এবং মহিম্না ভগবানাবির্ভূয়াভবন্নৃপ।
যস্য যাবাংশ্চ বিশ্বাসস্তস্য সিদ্ধিস্তু তাবতী ॥ ৪৯
কর্ম্মণা মনসা বাচা বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
সমারাধয় গোবিন্দমত্র দারুবপুর্দ্ধরং ॥ ৫০

ভগবান্ নারায়ণ সেই মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ৩৩—৩৭

হে নৃপ শার্দ্দূল! ইহা দারুময়ী মূর্ত্তি এই বিবেচনায়, ইহাতে যেন তোমার প্রতিমা বুদ্ধি না জন্মায়, সর্ব্বদুঃখ-খণ্ডন ও অখণ্ড আনন্দ দান হেতু ইহা সাক্ষাৎ পরব্রহ্মাকৃতি, জানিও মনীষিগণ পরব্রহ্মকে স্বভাবতঃ দারুবৎ বলিয়া থাকেন এবং চতুর্ব্বেদানুসারেই ব্রহ্মরূপী দেব নারায়ণ যে এইরূপ দারুময়, তাহা সকলেরই পরিজ্ঞাত আছে। এই মাত্র তিনিই অখিল জগদ্বস্তুর স্রষ্টা, অন্য কেহই প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, এজন্য তিনি আপনাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। অপিচ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এই উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। প্রলয়কালে একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজ করেন এবং পুনরায় সৃষ্টিপ্রারম্ভে ভেদ উপস্থিত হয়। হে ভূপ! শব্দ এবং শব্দার্থে যে পরস্পর নিত্যাপেক্ষা তাহাতেও আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩৮—৪১

দেখ, অর্থাভাবে কোন শব্দই নহে, এবং শব্দাভাবেও অর্থ বোধ হয় না, এজন্য চতুর্ব্বেদই শব্দ ও অর্থময়; সুতরাং দেবব্রহ্ম এবং দেবাদেশও ব্রহ্মাদেশ জানিবে। হলধর বলদেব ঋগ্‌বেদরূপী, নৃসিংহদেব সামবেদরূপী, এই সুভদ্রাদেবী যজুর্ব্বেদরূপিণী ও সুদর্শন চক্র অথর্ব্ববেদ রূপী বলিয়া কথিত আছে। ভগবানের ভেদবিষয়ে এইরূপ চারিপ্রকার ভেদ জানিও এবং অভেদবুদ্ধিতে এক পদার্থেরই সমষ্টি বুঝিবে। অতএব এ বিষয়ে তোমার যেন কোন সংশয় না হয়, একমাত্র বিভু ভগবান্ই বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ভগবানের অন্যান্য অবতারেও এইরূপ নিয়মে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে জানিও। হে নৃপ! আমি তোমার জগন্নাথদেবের ভেদাভেদের বিষয় কহিলাম, এক্ষণে তোমার যাহাতে মনের সন্তোষ হয়, সেইরূপ জ্ঞানেই ভক্তি সহকারে জগন্নাথ দেবের সেবা কর।

এই প্রভু জগন্নাথদেব, সর্ব্বরূপ ও সর্ব্বমন্ত্রময় ইহাকে যে যে উদ্দেশে আরাধনা করিবে, তাহাকে সেই রূপই ফলদান করিবেন সন্দেহ নাই। হে নৃপ! বিশুদ্ধ স্বর্ণ যেমন বিবিধ প্রকারে গঠিত হইলে বিবিধ নাম ধারণ করত বিবিধ প্রকার সন্তোষ উৎপাদন করে, একমাত্র ভগবান্ও স্বীয় মহিমায় এইরূপ নানা রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তবে, যাহার যেরূপ বিশ্বাস, তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হয়। রাজন্! তুমি বিশুদ্ধহৃদয়ে কায়মনোবাক্যে এই দারুময় গোবিন্দের অরাধনা কর। ৪২—৫০

চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্তৌ যথাভিলষিতং তব।
অনেন মন্ত্ররাজেন বিভুমেনং সমর্চ্চয়॥ ৫১
অতঃ পরতরো মন্ত্রো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি
অনেনাভ্যর্চ্চিতো বিষ্ণুঃ প্রীতো ভবতি তৎক্ষণাৎ
দদাতি স্বপদঞ্চাপি ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ॥ ৫২
যজ্ঞৈস্তীর্থৈর্ব্রতৈর্দানৈস্তপোভিশ্চাপি তস্য কিম্।
নীলাচলস্থং যো বিষ্ণুং দারুমূর্ত্তিমুপাস্তি বৈ॥ ৫৩
তত্ত্বং ব্রবীমি তে ভূপ শ্রুত্বৈতদবধারয়॥ ৫৪
ন্যগ্রোধমূলে কূলেঽস্য সিন্ধোর্নীলাচলে স্থিতম্।
দারুব্যাজীকৃতং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বা মুচ্যেন্ন সংশয়ঃ॥ ৫৫

ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৮

তোমার অভিলাষানুরূপ চতুর্ব্বর্গ লাভার্থ মদ্দত্ত মন্ত্রে এই বিভুর অর্চ্চনা করিবে। ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মন্ত্রকথন হয়ও নিও হইবেও না। এই মন্ত্রে অর্চ্চিত হইলে ভক্তবৎসল ভগবান্ তৎক্ষণাৎ প্রীত হন, এমন কি স্বীয় পদও দান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নীলাচলস্থ এই দারুময় বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে, তাহার আর যজ্ঞ, তীর্থ, ব্রত, দান বা তপস্যার প্রয়োজন নাই। হে ভূপ! আমি তোমার প্রকৃত তত্ত্ব বলি, শ্রবণপূর্ব্বক অবধারণ কর। এই সিন্ধু-কূলে অক্ষয় বটমূলে নীলাচলস্থিত এই দারুময় ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া সকলে মুক্তিলাভ করিবে, সংশয় নাই। ৫১—৫৫

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

জৈমিনিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা নৃপশার্দ্দূলং লোকসংগ্রহণায় বৈ।
সিংহাকৃতিং স্বহৃদয়ে উদ্‌বাস্য কমলাসনঃ।
পূর্ব্বং প্রকাশরূপং যদ্বিষ্ণোস্তৎ প্রকটীকৃতম্॥ ১
রথাবরোহণে দৃষ্টাশ্চতস্রো মূর্ত্তয়ঃ পুরা।
তা এব সিংহাসনগাঃ সর্ব্বে তে দদৃশুঃ পুনঃ॥ ২
দ্বিষড়ক্ষরমন্ত্রেণ বলভদ্রমপূজয়ৎ॥ ৩
সূক্তেন পৌরুষেণৈনং নারায়ণমনাময়ম্।
দেবীং সূক্তেন চক্রঞ্চ দ্বাদশাক্ষরকেণ চ।
পূজয়িত্বানুগ্রহায় পার্থিবস্য স্তবেদয়ং॥ ৪

ব্রহ্মোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ ভক্তানুগ্রহকারক।
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য জন্মানি ত্বয়ি ভক্তিং প্রকুর্ব্বতঃ॥
সহস্রং সমতীতানি তদন্তে ত্বামলোকয়ৎ।
ত্বদ্দর্শনং হি ভগবন্ তব সাযুজ্যকারণম্॥ ৬
যদ্যপ্যয়ং ভক্তিযোগেনেচ্ছতি ত্বাং সমর্চ্চিতুম্।
তদাজ্ঞাপয় যেন ত্বাং ভক্তিযোগেন ভাবয়েৎ॥ ৭

জৈমিনি বলিলেন, ভগবান্ কমলাসন, নৃপশার্দ্দূল ইন্দ্রদ্যুম্নকে এইরূপ কহিয়া জনসাধারণের কল্যাণার্থ স্বীয় হৃদয়ে ভগবানের সেই সিংহাকৃতি সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিলেন; পূর্ব্বে রথ হইতে অবতারণ সময়ে তাঁহার যে প্রকার চারিমূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল, তখন তত্রত্য সকলেই সেই মূর্ত্তিচতুষ্টয়কে সিংহাসনাধিরূঢ় দর্শন করিল। অনন্তর ব্রহ্মা, পুরুষসূক্ত মন্ত্রে সেই অনাময় নারায়ণকে, দ্বিষড়ক্ষর মন্ত্রে বলদেবকে, সূক্ত মন্ত্রে, সুভদ্রা দেবীকে এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে সুদর্শন চক্রকে পূজা করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ কহিলেন। হে ভগবান্ দেবদেবেশ! হে ভক্তানুগ্রহকারক! আপনার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া এই ইন্দ্রদ্যুম্নের সহস্রজন্ম অতীত হইয়াছে, তৎপরে আপনার দর্শন পাইয়াছে। হে ভগবন্! যদি আপনার দর্শন সাযুজ্য মুক্তির কারণ, তথাপি এ যখন ভক্তিযোগ সহকারে আপনাকে

দেশকালব্রতাদ্যৈস্তু তথা চাঙ্গোপচারকৈঃ ॥ ৮
ত্বন্মুখাম্ভোজগলিতম্ আজ্ঞামৃতরসং নৃপঃ।
পিপাসুস্ত্বাং জগন্নাথ পশ্যত্যেষোঽনিমেষকম্ ॥৯

জৈমিনিরুবাচ

ইতি বিজ্ঞাপিতো দেবঃ সাক্ষাৎ কমলযোনিনা।
দারুদেহোঽপি বিহসন্ প্রাহ গম্ভীরয়া গিরা ॥১০

প্রতিমোবাচ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রসন্নস্তে ভক্ত্যা নিষ্কামকর্ম্মভিঃ।
ত্বদন্যেনেদৃশী সম্পন্ন কেনাপ্যপবর্জ্জিতা ॥ ১১
বরং দদামি তে ভূপ ময়ি ভক্তিঃ স্থিরাস্তু তে।
উৎসৃজ্য রত্নকোটিস্তু যন্ময়া যাতনং কৃতম্ ॥ ১২
ভগ্নেঽপ্যেতস্য রাজেন্দ্র স্থানং ন ত্যজ্যতে ময়া ॥
কালান্তরেঽপি যোঽপ্যন্যঃ প্রাসাদং কারয়িষ্যতি।
তবৈব কীর্ত্তিঃ সা নূনং ত্বৎপ্রীত্যা তত্র মে স্থিতিঃ
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে।
প্রাসাদভঙ্গে তৎস্থানং ন ত্যক্ষ্যামি কদাচন ॥১৪
অনেন দারুবপুষা স্থাস্যাম্যত্র পরার্দ্ধকম্।
দ্বিতীয়ং পদ্মযোনেস্তু যাবৎ পরিসমাপ্যতে ॥ ১৫
মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাংশে দ্বিতীয়ে তু চতুর্যুগে।
কৃতস্য প্রথমে হ্যেতৎ দর্শেতে ক্রতুসংস্থিতিঃ ॥১৬
জ্যৈষ্ঠ্যামহঞ্চাবতীর্ণস্তৎপুণ্যং জন্মবাসরম্।
তস্যাং মে স্নপনং কুর্য্যাৎ মহাস্নানবিধানতঃ ॥ ১৭
প্রত্যর্চ্চায়াং মহারাজ সাধিবাসং সমৃদ্ধিমৎ।
পাপং বিনাশয়িষ্যামি কোটিজন্মভিরর্জ্জিতম্ ॥১৮
সর্ব্বতীর্থক্রতুফলং সর্ব্বদানফলং তথা।
পশ্যতাঞ্চাপি রাজেন্দ্র ফলং তাবৎ প্রপদ্যতে ॥১৯
ন্যগ্রোধাদুত্তরে কূপঃ সর্ব্বতীর্থময়োঽস্তি বৈ।
স্নানায় পূর্ব্বং নির্ম্মায় কিঞ্চিদাচ্ছাদিতং ভুবা ॥২০

অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তখন কি প্রকার দেশ কাল ব্রতাদি ও উপচারাদি দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিবে এবং যেরূপ ভক্তি-যোগে আপনাকে ভাবনা করিবে, তদ্বিষয় আদেশ করুন। ১—৮

হে জগন্নাথ! দেখুন এই নৃপবর ভবদীয় মুখ-কমল-বিগলিত আজ্ঞারূপ অমৃতরস পান করিতে ইচ্ছুক হইয়া অনিমেষনেত্রে আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। সাক্ষাৎ কমল-যোনি জগন্নাথ দেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে, তিনি দারুময় হইলেও, হাস্য করত গম্ভীর বচনে কহিলেন,—ইন্দ্রদ্যুম্ন! তোমার ভক্তি ও নিষ্কাম-কর্ম্মসমূহে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমা ভিন্ন অপর কেহ কখন এরূপ সম্পদ্ লাভ করে নাই। ৯—১১

অতএব হে ভূপ! আমি তোমায় এই বর দিতেছি যে, আমার প্রতি তোমার ভক্তি অচলা হউক। হে রাজেন্দ্র! তুমি যখন কোটি কোটি রত্ন উৎসর্গ করিয়া আমার মন্দির স্থাপন করিয়াছ, তখন ইহা ভগ্ন হইলেও আমি কখন এই স্থান পরিত্যাগ করিব না। কালান্তরেও যদি কেহ এই স্থানে আমার মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেয়, নিঃসন্দেহ তাহা তোমারই হইবে এবং তোমার প্রতি আমার অসীম প্রীতি বশতঃ সেই মন্দিরেও আমি অবস্থিতি করিব। আমি তোমায় ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি যে, এই প্রাসাদ ভূমিসাৎ হইলেও কদাচ আমি এই স্থানত্যাগ করিব না। পদ্মযোনির দ্বিতীয় পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত আমি এই দারুময় দেহে অবস্থিত থাকিব।১২—১৫

রাজন্! স্বায়ম্ভুব মনুর সত্যাদি চতুর্যুগান্বিত দ্বিতীয় অংশে এবং সত্যযুগের মদীয় দর্শনপ্রদ এই প্রথমাংশে ত্বদীয় যজ্ঞপ্রভাবেই আমার আবির্ভাব জানিবে এবং আমি জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমাতে অবতীর্ণ হইয়াছি, এজন্য ঐ দিবসই আমার পুণ্য জন্মদিন; অতএব হে মহারাজ! ঐ দিবস মদীয় প্রতিমাকে অধিবাস-পুরঃসর মহাস্নান-বিধানানুসারে মহাসমারোহে স্নান করাইবে, তাহা হইলে আমি কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ-রাশি বিনাশ করিব। অধিক কি, হে রাজেন্দ্র! যাহারা আমার ঐ স্নানযাত্রা দর্শন করিবে, তাহাদিগেরও সমুদয় তীর্থস্নান, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান ও সর্ব্ববিধ দানের ফল হইবে। ১৬—১৯

নৃপতে! ঐ বৃক্ষের উত্তরে সর্ব্বতীর্থময় এক কূপ আছে, উহা এক্ষণে কিঞ্চিৎ

অবতীর্ণস্ত্বহং পশ্চাৎ তং বিবেচ্য প্রকাশয় ॥ ২১
সংস্কার্য্যঃ স চতুর্দ্দশ্যাং বলিং দত্ত্বা বিধানতঃ।
রক্ষকক্ষেত্রপালায় দিশাং পালেভ্য এব চ ॥২২
কম্বু-কাহালমুরজধ্বনিযুক্তমবাদিষু।
দ্বিজাতয়ঃ স্বর্ণকুম্ভৈরুদ্ধরেয়ুস্ততোজলম্ ॥২৩
জ্যৈষ্ঠ্যাং প্রাতস্তনে কালে ব্রহ্মণা সহিতঞ্চ মাম্।
রামং সুভদ্রাং সংস্নাপ্য মমসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥২৪
স্নাপ্যমানন্তু যঃ পশ্যেন্মাং তদা নৃপসত্তম।
দেহবন্ধমবাপ্নোতি ন পুনঃ স তু পুরুষঃ।
কারয়িত্বা দৃঢ়ং মঞ্চমৈশান্যাং দিশি মণ্ডিতম্।
বিতানশোভারচিতং চন্দনাম্ভঃসমুক্ষিতম্ ॥ ২৬
তত্র মাং রামভদ্রাভ্যাং স্নাপয়িত্বা পুনর্নয়েৎ ॥২৭
দক্ষিণাভিমুখং যান্তং যো মাং পশ্যতি ভক্তিতঃ।
তত্তদ্রূপমবাপ্নোতি মনসা যদ্যদিচ্ছতি ॥ ২৮
ততঃ পঞ্চদশাহানি স্নাপয়িত্বা তু মাং নৃপ।
অচিত্রমবিরূপং বা ন পশ্যেত কদাচন ॥ ২৯
জ্যেষ্ঠস্নানমিদং কৃত্বা দৃষ্ট্বা বাপি প্রমুচ্যতে।
গুণ্ডিচাখ্যাং মহাযাত্রাং প্রকুর্বীথাঃ ক্ষিতীশ্বর ॥
যস্যাঃ সংকীর্ত্তনাদেব নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
মাঘমাসস্য পঞ্চম্যামষ্টম্যাং চৈত্রশুক্লকে ॥ ৩১
এতে কালাঃ প্রশস্তা হি গুণ্ডিচাখ্যমহোৎসবে।
বিশেষান্মোক্ষদাষাঢ়দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা ॥৩২
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামঞ্চ ভদ্রয়া সহ।
মহোৎসবং প্রবর্ত্ত্যাথ প্রীণয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্ ॥৩৩
গুণ্ডিচামণ্ডপং নাম যত্রাহমজনং পুরা।
অশ্বমেধসহস্রস্য মহাবেদী তবাভবৎ ॥৩৪
তস্যাঃ পুণ্যতমং স্থানং পৃথিব্যাং নেহ বিদ্যতে।
যত্রাজুহোঃ পঞ্চশতবর্ষাণি প্রীতয়ে মম ॥ ৩৫

আবৃত হইয়া গিয়াছে, আমি স্নানার্থ পূর্ব্বে উহা নির্ম্মাণ করিয়া পরে অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব তুমি এক্ষণে নির্ণয়পূর্ব্বক তাহার আবিষ্কার কর। রক্ষক-ক্ষেত্রপাল ও দিক্পালগণ উদ্দেশে যথাবিধানে বলিপ্রদানপূর্ব্বক শঙ্খ, কাহাল ও মুরজাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করত চতুর্দ্দশীতে ঐ কূপের সংস্কার করিবে। দ্বিজাতিগণ স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা উহা হইতে জল উত্তোলন করিবে এবং সেই জল দ্বারা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত আমাকে, বলরামকে ও সুভদ্রাকে স্নান করাইলে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। ২০—২৪

হে নৃপসত্তম! যে ব্যক্তি স্নানকালে আমাকে অবলোকন করিবে, তাহাকে পুনরায় দেহবন্ধন প্রাপ্ত হইতে হইতে হইবে না। রাজন্! ঈশান দিকে চন্দনাম্ভঃসমুক্ষিত চন্দ্রাতপশোভিত সুসজ্জিত দৃঢ়তর একটী মঞ্চ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তদুপরি বলরাম ও সুভদ্রার সহিত আমাকে স্নান করাইয়া পুনরায় স্বস্থানে উপনীত করিবে। দক্ষিণাভিমুখে গমনকালে ভক্তিভাবে যে আমায় দর্শন করিবে, সে মনে মনে যে যে বিষয় বাসনা করে, তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। হে নৃপ! এইরূপে আমায় পঞ্চদশ দিবস স্নান করাইয়া অঙ্গরাগবিহীন বিরূপাবস্থায় কদাচ আমাকে দর্শন করিবে না। ২৫—২৯

হে ক্ষিতীশ্বর! এইরূপে আমায় জ্যৈষ্ঠস্নান করাইয়া বা তৎকার্য্য দর্শন করিয়া অবশ্যই সকলে মুক্তিলাভ করিবে। এতভিন্ন তুমি আমার গুণ্ডিচা নামক মহোৎসবও করিবে। উক্তমহাযাত্রার নামোল্লেখ করিলেও মানব নিষ্পাপ হয়। মাঘমাসীয় শুক্লা পঞ্চমী ও চৈত্রমাসীয় শুক্লাষ্টমী গুণ্ডিচা মহোৎসবের সুপ্রশস্ত কাল। বিশেষতঃ আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া যদি পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা হয়, তাহা হইলে তাহা অতীব প্রশস্ততম, তাহা সকলেরই মোক্ষদাত্রী। ঐ দিনে সুভদ্রার সহিত আমাকে ও বলরামকে রথে আরোহণ করাইয়া দ্বিজবরগণকে প্রীত ও রথযাত্রারূপ মহোৎসব করত যে স্থানে আমি পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি এবং যে স্থানে তদীয় সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের মহাবেদী, সেই গুণ্ডিচামণ্ডপে আমাদিগকে লইয়া যাইবে। ৩০—৩৪

পৃথিবীতে সেই স্থান অপেক্ষা পবিত্রতর স্থান আর নাই। তুমি পূর্ব্বে আমার প্রীত্যর্থে তথায় ক্রমান্বয়ে পঞ্চশতবর্ষকাল আহুতি প্রদান করিয়াছ বলিয়া সেই স্থান অপেক্ষা আমার

মম প্রীতিকরং স্থানং তস্মান্নান্যদ্ধরাগতম্ ।
যথায়ং নীলশিখরী প্রাসাদেন তবাধুনা।
চতুর্মুখানুরোধেন মহৎপ্রীতিকরো মম।
তথা নৃসিংহক্ষেত্রঞ্চ মহাবেদী তব ক্রতোঃ ॥৩৭
মমোৎপত্তেশ্চ নিলয়ং প্রীতিকৃন্মম শাশ্বতম্।
বহুকালং স্থিতশ্চাহং মমাস্মিন্ প্রীতিরুত্তমা ॥ ৩৮
আত্মা মে পদ্মভূরেষ প্রাসাদে স্থাপিতোঽমুনা।
অস্যানুরোধাত্ত্বদ্ভক্ত্যা হ্যবতিষ্ঠেঽত্র নিত্যদা ॥ ৩৯
দিনানি নব যাস্যামি তথা তস্মাদিহাগতঃ ।
তত্রাস্তি তে মহারাজ সর্ব্বতীর্থময়ং সরঃ ॥ ৪০
তত্তীরে সপ্তদিবসান্ স্থাস্যাম্যনুজিঘৃক্ষয়া।
তত্রস্থিতং মাং পশ্যন্তো যান্তি মর্ত্ত্যা মমালয়ম্।
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং ভুবনত্রয়ে।
তানি সর্ব্বাণি সরসি মৎসান্নিধ্যাদ্ভবন্তি বৈ ॥৪২

তত্র স্নাত্বা চ বিধিবৎ দৃষ্ট্বা মাং ভক্তিভাবিতাঃ ।
জননীজঠরক্লেশং পুনর্নানুভবন্তি বৈ ॥৪৩
নবমে তু সমায়ান্তং দক্ষিণাভিমুখং তদা।
যে পশ্যন্তি প্রতিপদমশ্বমেধক্রতোঃ ফলম্ ॥৪৪
প্রাপ্য ভোগানিন্দ্রসমান্ ভুক্ত্বান্তে তে বিশন্তি মাম্
উত্থাপনং মম স্বাপং মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনম্ ।
মার্গে প্রাবরণঞ্চৈব পুষ্যস্নানমহোৎসবম্ ॥ ৪৬
ফাল্গুন্যাং ক্রীড়নং কুর্য্যাদ্দোলায়াং মম ভূমিপ ॥
অনয়োর্মাং সমভ্যর্চ্চ্য দৃষ্ট্বা চ প্রণিপত্য চ ।
প্রত্যেকমষ্টসাহস্রবাজিমেধফলং লভেৎ ॥ ৪৮
চৈত্রে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং কুর্য্যাৎ কামপ্রপূজনম্ ॥৪৯
বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিকা।
তত্র মাং লেপয়েদ্গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্ ॥ ৫০
প্রীতয়ে মম যে কুর্য্যুরুৎসবান্ মম শাশ্বতান্ ।

প্রীতিকর স্থান ধরাতলে আর নাই। ত্ব... প্রতিষ্ঠিত এই প্রাসাদ ও ব্রহ্মার অনুরোধ হেতু এক্ষণে এই নীলগিরি যেমন আমার মহৎ প্রীতিকর স্থান হইয়াছে, তদীয় অশ্বমেধ-যজ্ঞের মহাবেদী নৃসিংহ-ক্ষেত্রও আমার সেইরূপ জানিবে। উহা আমার জন্মনিলয় বলিয়াও অখণ্ডপ্রীতিজনক। আমি ঐ স্থানে বহুকাল অবস্থিতি করিয়াছি, এজন্য তথায় আমার অতুল প্রীতি আছে। রাজন্ এই পদ্মযোনি ব্রহ্মা আমার আত্মার স্বরূপ; তজ্জন্য ইনি যখন আমায় এই প্রাসাদে স্থাপিত করিয়াছেন, তখন সেই অনুরোধে এবং তোমার ভক্তির অনুরোধেও আমি চিরদিন এই স্থানে অবস্থিতি করিব। মহারাজ! আমি তথায় নয় দিবস গমন করিব এবং তথা হইতে এই স্থানে আগমন করিব। তথায় তোমার সর্ব্বতীর্থময় যে এক সরোবর আছে, তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ সেই সরোবর-তীরে আমি সপ্তদিবস অবস্থান করিব, তথায় অবস্থিতিকালে যে সকল মানব আমাকে দর্শন করিবে, তাঁহারা মদীয় আলয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে। ত্রিভুবন মধ্যে যে সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থ আছে, মৎসান্নিধ্য বশতঃ তৎসমস্তই সেই সরোবরে উপস্থিত হইবে, এজন্য ভক্তিভাবে তথায় যথাবিধি স্নানান্তে আমাকে দর্শন করিলে পুনরায় আর জননী-জঠরে মানবগণকে ক্লেশ-ভোগ করিতে হইবে না এবং নবম দিবসে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রাকালে যাহারা আমায় অবলোকন করিবে, তাহারা প্রতিপদক্ষেপেই অশ্বমেধযজ্ঞের ফলভাগী হইবে এবং ইহলোকে ইন্দ্রের ন্যায় রাজভোগ উপভোগ করিয়া দেহান্তে আমার সাযুজ্য লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।৩৫—৪৫

হে ভূমিপ! এবম্প্রকারে আমার শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন, উত্থাপন, অগ্রহায়ণ মাসে প্রাবরণ, পুষ্যস্নান এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রারূপ মহোৎসব করিবে। মানবগণ উক্ত দোলযাত্রা ও পুষ্যাস্নানরূপ মহোৎসবে আমাকে দর্শন, অর্চ্চন ও প্রণিপাত করিলে নিঃসন্দেহ দর্শনাদি প্রত্যেক কার্য্যের অষ্ট সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাইবে। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে কামপ্রপূজন নামক উৎসব করিবে এবং বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়াতে চন্দনাদি বিলেপনে সুন্দররূপে আমাকে লেপন করিবে। ৪৬—৫০

যাহারা আমার প্রীত্যর্থে উল্লিখিত উৎসব

চতুর্ব্বর্গপ্রদা হেতে প্রত্যেকং তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
জৈমিনিরুবাচ
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মা ইন্দ্রদ্যুম্নায় ভো দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মাণমাহ ভগবান্ স্মেরাম্ভোরুহসম্মুখঃ ॥ ৫২
চতুর্ম্মুখ তব প্রীত্যৈ সর্ব্বং সম্পাদিতং ময়া।
ত্বদিচ্ছাহি মমৈবেচ্ছা ন ভেদ আবয়োধ্রু বম্ ॥৫৩
যস্মাৎ মাধবমূর্ত্তিং ত্বং পুরা প্রার্থিতবানসি।
তস্যৈব পরিপাকোঽয়মবতারঃ কৃতো ময়া ॥ ৫৪
মামত্র দৃষ্ট্বা চাভ্যর্চ্চ্য প্রাণান্ সন্ত্যজ্য মুচ্যতে।
ক্রমাৎ সর্ব্বং ত্বয়া সার্দ্ধং মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৫৫
যদ্দেবাভিযজন্ মর্ত্ত্যো মামত্র হি নিষেবতে।
অবশ্যং তদবাপ্নোতি সঙ্গত্যা তব ভূপতে ॥ ৫৬
ব্রজেদানীং সত্যলোকং ত্রিদিবং যান্তু দেবতাঃ।
তবায়ুঃপূর্ণপর্য্যন্তমহমত্র স্থিতো ধ্রুবম্ ॥ ৫৭
ততস্তে হর্ষিতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মর্ষিসুরসত্তমাঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং জগ্মুস্তে নিলয়ং স্বকম্ ॥ ৫৮
দেবোঽপি চ জগন্নাথঃ প্রতিমারূপধৃক্ তদা।
তুষ্ণীং তিষ্ঠতি সর্ব্বেষাং হর্ষমাপাদয়ন্ নৃণাম্ ॥ ৫৯
ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণুভক্তো দৃঢ়ব্রতঃ ॥
অনুব্রজ্য পদ্মযোনিং তেনাদিষ্টো ন্যবর্ত্তত ॥ ৬০
যাত্রাঃ সর্ব্বা ভগবত আজ্ঞপ্তাঃ সাধু কারয়।
তস্মিন্ তুষ্টে জগন্নাথে সন্তুষ্টং বৈ চরাচরম্ ॥ ৬১
ইত্যাজ্ঞাং পদ্মযোনেস্তু মূর্দ্ধ্যাদায় ক্ষিতীশ্বরঃ।
নারদেন সহ শ্রীমান্ বিধিনা চ সমৃদ্ধিমৎ।
জ্যেষ্ঠস্নানাদিকং সর্ব্বমুৎসবং নিরবর্ত্তয়ৎ ॥ ৬২
ইতি উৎকলখণ্ডে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

সকল করিবে, তাহাদিগকে প্রত্যেক উৎসবই চতুর্ব্বর্গফল দান করিবে, ইহা তোমায় কহিলাম। জৈমিনি বলিলেন, হে দ্বিজবর্গ! ভগবান্ হরি, ইন্দ্রদ্যুম্নকে এইরূপ বরদানপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যবিকসিত-মুখ-কমলে ব্রহ্মাকে বলিলেন, চতুর্ম্মুখ! তোমার প্রীতির নিমিত্ত সমুদয় ত্বদীয় অভীষ্ট বিষয়ই সম্পাদন করিলাম। তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহা আমারই ইচ্ছা, কারণ তোমাতে ও আমাতে অণুমাত্র ভেদ নাই। পূর্ব্বে তুমি যে আমার নিকট মাধবমূর্ত্তি ধারণের প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহারই পরিণামস্বরূপ এই জগন্নাথ দেবরূপ অবতারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছি। ৫১—৫৪।

এইস্থানে আমাকে দর্শন ও অর্চ্চনাপূর্ব্বক যে কেহ প্রাণত্যাগ করিবে, সেই সংসার হইতে মুক্ত হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলেই তোমার সহিত আমার সাযুজ্য লাভ করিবে, সংশয় নাই। মানব যে কোন বিষয় বাঞ্ছা করত এই স্থানে আমার সেবা করিবে, হে ব্রহ্মন্! তোমার অধিষ্ঠান হেতু অবশ্যই তত্তৎ অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে তুমি সত্য লোকে গমন কর এবং দেবগণও সুরপুরে যাউন। আমি নিশ্চয়ই তোমার জীবিতকাল পর্য্যন্ত এস্থানে অবস্থিতি করিব। অনন্তর ব্রহ্মর্ষি ও সুরবর প্রভৃতি সকলেই সানন্দচিত্তে শ্রীজগন্নাথদেবকে অবনত মস্তকে প্রণামপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৫৫—৫৮

তৎকালে প্রতিমারূপী দেব জগন্নাথও সমুদায় মানবগণের আনন্দ উৎপাদন করত তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণুভক্ত দৃঢ়ব্রত নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান্ ব্রহ্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত তাঁহার আদেশক্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, নৃপতে! তুমি এক্ষণে ভগবানের সর্ব্বপ্রকার যাত্রা-মহোৎসব সম্যক্ রূপে সম্পাদন কর। সেই ভগবান্ জগন্নাথ সন্তুষ্ট হইলেই সমুদায় চরাচর সন্তুষ্ট হইবে। শ্রীমান্ ক্ষিতীশ্বর ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবান্ পদ্মযোনির এই আদেশবাক্য মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নারদের সহিত মহাসমারোহে জ্যেষ্ঠস্নানাদি সর্ব্ববিধ উৎসব যথাবিধানে নিষ্পাদন করিলেন। ৫৯—৬২

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

চকার কেন বিধিনা জন্মস্নানং শ্রিয়ঃ পতেঃ।
অন্যানপ্যুৎসবান্ সর্ব্বান্ বিধিবদ্‌ব্রূহি নো মুনে ॥ ১
নারদেন পুরাপ্রোক্তং সর্ব্বং তে মুনিসত্তম।
বিভজ্য কথয় স্বামিন্ জ্যেষ্ঠস্নানং যথাতথম্ ॥ ২
মাহাত্ম্যং স্নানভেদেন কথং তস্যোৎসবান্ মুনে।
স হি বেদ তমঃপারে ব্রহ্ম ব্রহ্মসুতো মুনে ॥ ৩
তৎসর্ব্বং ব্রূহি তত্ত্বেন তত্র কৌতূহলং হি নঃ ॥ ৪
অহো ভাগ্যং নরপতেরিন্দ্রদ্যুম্নস্য ভো মুনে।
যদ্যেতাবত্তু কর্ম্মান্তে অত্যদ্ভুতমিদং মহৎ ॥ ৫
ন শ্রুতা হি ন দৃষ্টাদিপ্রতিমা দারুনির্ম্মিতা।
সজীবতনুবৎ সাক্ষাদ্বরং দদ্যান্মনুষ্যবৎ ॥ ৬
স্মারং স্মারং ভগবতশ্চরিতং পাপনাশনম্।
চরিতং তস্য নৃপতের্দুর্লভং মর্ত্ত্যবাসিনাম্ ॥ ৭
ন সন্তোষোঽস্তি ভগবন্ শৃণ্বতান্নো মহামুনে।
তদ্বদানুক্রমেণাস্মান্ যাত্রাঃ সর্ব্বাঘনাশনাঃ।
যাসাং সন্দর্শনাদ্বাসো বৈকুণ্ঠ ইতি নিশ্চিতম্ ॥
যাত্রামাহাত্ম্যবক্তাসৌ যঃ সাক্ষান্মধুসূদনঃ।
তন্নো বদ মহাভাগ জগতাং হিতকাম্যয়া ॥ ৯

জৈমিনিরুবাচ।

জ্যেষ্ঠস্নানং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনয়োঽধুনা।
জ্যেষ্ঠশুক্লদশম্যান্তু ব্রতং সঙ্কল্প্য বাগ্যতঃ।
প্রাতরুত্থায় কুর্ব্বীত পঞ্চতীর্থং বিধানতঃ ॥ ১০
মার্কণ্ডেয়াবটং গত্বা আচম্য প্রযতঃ পুমান্।
প্রার্থয়েচ্ছঙ্করং নত্বা কৃতাঞ্জলিপুটোঽগ্রতঃ ॥ ১১
অতিতীক্ষ্ণ মহাকায় কল্পান্তদহনোপম।

মুনিগণ কহিলেন, হে মুনে! নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন কিরূপ বিধানে ভগবান্ শ্রীপতির জন্মস্নান-মহোৎসব ও অন্যান্য সমুদায় উৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন, আমাদিগকে তাহা বিধিবৎ বলুন। হে মুনিসত্তম! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ আপনাকে সমুদয় বিষয়ই বলিয়াছেন, হে স্বামিন্! আপনি এক্ষণে বিভক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ-স্নানের বিষয় যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন। মুনে! ভগবানের স্নানভেদে মাহাত্ম্য এবং উৎসব সকলই কিপ্রকারে সম্পাদিত হইয়াছিল বলুন। ব্রহ্মার মানসপুত্র দেবর্ষি নারদ তমোগুণাতীত ব্রহ্মের বিষয় সমস্তই অবগত আছেন। অতএব আমাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল যথার্থরূপে ব্যক্ত করুন, তদ্বিষয় শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগের নিতান্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। মুনে! অহো! নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের কি অদ্ভুত ভাগ্য, কর্ম্মান্তে যদি বাস্তবিকই সেইরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। ১—৫

কেহ কখন এইরূপ কথা শুনেও নাই, ও দেখেও নাই যে, দারুময়ী প্রতিমা সাক্ষাৎ সজীব শরীর হইয়া মনুষ্যবৎ বর দান করে। হে ভগবন্! তজ্জন্য ভগবানের পাপনাশন অদ্ভুত মহিমা এবং নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের ও মর্ত্ত্য-বাসীদিগের দুর্লভ আশ্চর্য্য চরিত্রের বিষয় পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। হে মহামুনে! আপনার মুখে তাহাদিগের চরিত্রকথা শ্রবণে কিছুতেই আমাদিগের তৃপ্তির শেষ হইতেছে না, অতএব কৃপা করিয়া যথাক্রমে ভগবানের সর্ব্বপাপ-প্রণাশ যাত্রোৎসবের বিষয় আমাদিগকে বলুন। ঐ সকল যাত্রামহোৎসব সন্দর্শন করিলে নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠে বাস হয়। কারণ, যিনি সাক্ষাৎ মধুসূদন, তিনিই স্বয়ং যাত্রা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব হে মহাভাগ! আপনি অখিল জগতের হি[illegible] কামনায় তদ্বিষয় আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন। ৬—৯।

জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ! অধুনা জ্যেষ্ঠ-স্নানের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জ্যৈষ্ঠশুক্ল দশমীতে ব্রতের সংকল্প করিয়া ঐ দিন বাগ্যত হইয়া থাকিবে, পরে প্রাতঃকালে উঠিয়া যথাবিধানে পঞ্চতীর্থ করিবে। মানব প্রথমে মার্কণ্ডেয়াবটে গমনান্তে আচমনপূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করিয়া প্রযতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থান করত এইরূপ প্রার্থনা করিবে। দেব! আপনার মহাকা

ভৈরবায় নমস্তুভ্যমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥ ১২
ততঃ প্রবিশ্য তীর্থং তদ্বৈদিকৈঃ পঞ্চবারুণৈঃ।
অঘমর্ষণসূক্তেন ত্রিরাবৃত্তেন বৈ দ্বিজাঃ।
স্নাত্বা যথাবৎ সংস্নায়ান্মন্ত্রেণানেন চান্ততঃ ॥ ১৩
নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
স্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্যতু পাতকম্ ॥ ১৪
সংসারসাগরে মগ্নং পাপগ্রস্তমচেতনম্।
ত্রাহি মাং ভগনেত্রঘ্ন ত্রিপুরারে নমোঽস্তুতে ॥১৫
এবং স্নাত্বা বহির্গত্বা ধৌতবাসাঃ সপৌণ্ড্রকঃ।
দেবান্ ঋষীন্ পিতৄংশ্চৈব তর্পয়িত্বা যথাবিধি ॥১৬
প্রবিশ্য শঙ্করাগারং স্পৃষ্ট্বা বৃষণয়োর্বৃষম্।
মন্ত্রেণানেন ভো বিপ্রাঃ সর্ব্বক্রতুফলং লভেৎ ॥১৭
ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ্‌যজ্ঞস্ত্বং স্বর্ণশৃঙ্গস্ত্রয়ীবপুঃ।
গোপতে বাহরূপী ত্বং শূলিনং ত্বাং নমাম্যহম্ ॥
ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু নমস্তে শশিভূষণ।
ত্রাহি মাং ত্বং বিরূপাক্ষ মহাদেব নমোঽস্তুতে ॥
অঘোরমন্ত্রেণ ততঃ পূজয়েদ্বৃষবাহনম্।
পঞ্চব্রহ্মভিরঙ্গৈভিস্তু সংস্পৃশেল্লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ২০
অঙ্গুষ্ঠেন স্পৃশেল্লিঙ্গং মুষ্টিনা শক্তিমেবচ।
পূজয়িত্বা তু বিধিবৎ স্তুত্বা দেবং পুরদ্বিষম্।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ২১
মার্কণ্ডেয়াবটে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং তু শঙ্করম্।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥ ২২
অন্তে শিবস্য সালোক্যং প্রাপ্য জ্ঞানং ততো নরঃ
ক্রমাচ্চ লভতে মুক্তিং মহাদেবপ্রসাদতঃ ॥ ২৩
ততো মৌনী ব্রজেদ্দেবং নারায়ণমনাময়ম্
তদ্দক্ষিণস্থিতং বিষ্ণুরূপং ন্যগ্রোধমুত্তমম্ ॥ ২৪

অতিতীক্ষ্ণ, এবং কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় তেজঃপ্রদীপ্ত। আমি ভৈরবরূপী আপনাকে নমস্কার করিতেছি; আপনি আমার তীর্থ-স্নানের অনুজ্ঞা দিন। দ্বিজগণ! অনন্তর তীর্থজলে অবতরণপূর্ব্বক বেদোক্ত পঞ্চ বারুণ মন্ত্র এবং ত্রিরাবৃত্ত অঘমর্ষণসূক্ত মন্ত্র দ্বারা স্নান করিয়া পুনরায় এই মন্ত্র পাঠ করত স্নান করিবে। ১০—১৩

হে দেবেশ! আপনি সর্ব্বপাপ-বিনাশক, অতএব সর্ব্বকল্যাণময় শান্তমূর্ত্তি আপনাকে নমস্কার। আমি এই তীর্থজলে স্নান করি-তেছি, আমার সমুদয় পাতক বিনষ্ট হউক। হে ত্রিপুরারে! আপনি লোচনানলে দুর্নিবার মদনকেও ভস্মীভূত করিয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার, আপনি আমায় পরিত্রাণ করুন। এইরূপে স্নানান্তে জলবহির্ভাগে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ধৌতবস্ত্র ও তিলক পরিধান করিবে। হে বিপ্রগণ! পরে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণউদ্দেশে যথাবিধি তর্পণ করিয়া শঙ্করাগারে প্রবেশপূর্ব্বক, "হে গোপতে! আপনি চতুষ্পাদ ধর্ম্ম, ও যজ্ঞস্বরূপ, আপনার শরীর ত্রয়ীময় ও শৃঙ্গ স্বর্ণভূষিত, আপনি ভগবান্ শঙ্করের বাহন এবং আপনি ত্রিশূল-চিহ্নধারী আপনাকে নমস্কার" এই মন্ত্র দ্বারা শঙ্করবাহন-বৃষের বৃষণদ্বয় স্পর্শ করিয়া সর্ব্ব-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। ১৪—১৮

অনন্তর এই মন্ত্রে শঙ্করকে নমস্কার করিবে। হে ত্রিলোচন! আপনাকে নমস্কার। হে শশিভূষণ! হে বিরূপাক্ষ! হে মহাদেব! আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি, আপনি আমায় পরিত্রাণ করুন। তৎপরে অঘোর ইত্যাদি মন্ত্রে বৃষবাহন-মহাদেবের পূজা এবং পঞ্চব্রহ্ম-ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উক্ত লিঙ্গ ও মুষ্টি দ্বারা শক্তি-পীঠকে স্পর্শ করা বিধেয়। এইরূপে ত্রিপুরারি মহেশ্বরকে যথাবিধি পূজা ও স্তুতিবাদ করিয়া মানবগণ নিঃসন্দেহ দশ-অশ্বমেধ যজ্ঞের অত্যুত্তম ফল প্রাপ্ত হইবে। ফলে মার্কণ্ডেয়াবট তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিয়াই মানব যে, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অবিকল ফল লাভ করিবে, এবং দেহান্তে শিবসালোক্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে মহা-দেবের প্রসাদে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ১৯—২৩

অনন্তর মৌনী হইয়া মার্কণ্ডেয়াবটের দক্ষিণ-ভাগে অবস্থিত সাক্ষাৎ অনাময় দেব

দর্শনাদপি পাপানাং পাপসংহতিনাশনম্।
তং দৃষ্ট্বা প্রণমেদ্দূরাৎ ভাবয়ন্ পুরুষোত্তমম্ ॥২৫
প্রদক্ষিণং ততঃ কুর্য্যাদিমং মন্ত্রমুদীরয়ন্ ॥ ২৬
অমরস্ত্বং সদাকল্পে বিষ্ণোরায়তনং মহৎ।
ন্যগ্রোধ হর মে পাপং বিষ্ণুরূপ নমোঽস্তু তে ॥২৭
নমোঽস্ত্বব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়স্থায়িনে।
একাশ্রয়ায় জগতাং কল্পবৃক্ষায় তে নমঃ ॥ ২৮
স্তুত্বৈবং পূজয়েদ্ভক্ত্যা মূলে তস্য জনার্দ্দনম্।
কোটিজন্মসমুদ্ভূতপাপাদেবং প্রমুচ্যতে।
তচ্ছায়াক্রমণেনাপি নিষ্পাপো জায়তে নরঃ ॥২৯
ততঃ সুপর্ণং প্রণমেৎ যানরূপং হরেঃ পুরঃ।
স্থিতং ভক্ত্য নতো বিপ্রাঃ কৃতাঞ্জলিপুটো মুদা ॥
ছন্দোময় জগদ্ধাম যানরূপ ত্রিবৃদ্বপুঃ।
যজ্ঞরূপজগদ্ব্যাপিন্ ! প্রীয়মাণায় তে নমঃ ॥ ৩১
নত্বেত্থং গরুড়ং পাপান্মুচ্যতেঽনেকজন্মজাৎ।
বাঙ্মনঃকর্ম্মনিয়তো গচ্ছেদ্দেবং বিচিন্তয়ন্ ॥৩২
প্রবিশ্য দেবতাগারং কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্।
পূজয়েন্মন্ত্ররাজেন সূক্তেন পুরুষস্য বা।
দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রেণ যত্র বা জায়তে রুচিঃ ॥৩৩
পূজাধিকারিণঃ সর্ব্বে ব্রহ্মক্ষত্রবিশস্তথা।
অন্যেষাং দর্শনং ভক্ত্যা তয়োর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥৩৪
পঞ্চোপচারবিধিনা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভক্ত্যা ইদং স্তোত্রমুদীরয়েৎ ॥৩৫
দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক।
ভক্তানুগ্রাহক সদা রক্ষ মাং পাদয়োর্নতম্ ॥ ৩৬

নারায়ণস্বরূপ অক্ষয়-বটবৃক্ষ-সন্নিধানে গমন করিবে। ঐ অক্ষয়বট দর্শন করিলেই পাপীদিগের পাপপুঞ্জ বিদূরিত হইয়া যায়। দূর হইতে সেই বৃক্ষ দর্শন করিয়াই তাহাকে পুরুষোত্তম বিষ্ণুরূপে ভাবনা করত প্রণাম করিবে। অনন্তর "হে ন্যগ্রোধ! তুমি কল্পান্ত-কাল পর্য্যন্ত অমর এবং বিষ্ণুর মহৎ-আবাস-ভূমি, অতএব হে বিষ্ণুরূপ! তোমাকে নমস্কার, তুমি আমার পাপরাশি হরণ কর। মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী, তোমার স্বরূপ অব্যক্ত, তুমি অখিল-জগতের একমাত্র আশ্রয়; অতত্রব হে কল্পবৃক্ষ! তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। এই মন্ত্রপাঠে স্তুতিবাদ করত প্রদক্ষিণ করিবে। ২৪—২৮

এইরূপে অক্ষয়বটের স্তব করিয়া তাহার মূলদেশে ভগবান্ জনার্দ্দনকে পূজা করিবে। এইরূপ করিলেই মানব কোটিজন্ম-সমুদ্ভূত-পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। অধিক কি, ঐ বৃক্ষের ছায়াস্পর্শ করিলেই মানব নিষ্পাপ হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! তৎপরে সেই অক্ষয়বট-মূলস্থিত নারায়ণের সম্মুখবর্ত্তী তদীয় বাহন গরুড়কে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিসহকারে বিনম্রভাবে সানন্দে এই বলিয়া প্রণাম করিবে। হে জগদ্ব্যাপিন্! আপনি বেদ ও যজ্ঞস্বরূপ, আপনি অখিল-জগতের আধার, ত্রিগুণাত্মা ও ভগবান্ বিষ্ণুর বাহন, অতএব আপনাকে নমস্কার, আপনি প্রীত হউন। ২৯—৩১

বিপ্রগণ! সেই গরুড়কে এইরূপে প্রণাম করিয়া মানব বহুজন্মার্জ্জিত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অনন্তর বাক্য মন ও কর্ম্মের বিষয়ে সংযত হইয়া মনে মনে দেব নারায়ণকে চিন্তা করিতে করিতে গমন করিবে; পরে দেবালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক বারত্রয় ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রপ্রধান পুরুষ সূক্ত বা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র কিংবা যে মন্ত্রে অভিরুচি হয়, সেই মন্ত্র দ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করিবে। সমুদয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যই এই পূজার অধিকারী, আর অপর জাতিদিগের ভক্তিভাবে নামোচ্চারণ ও দর্শনই কর্ত্তব্য। পঞ্চোপচার-বিধানে সেই পরমেশ্বরকে পূজা করিবে এবং পূজাবসানে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিসহকারে এই স্তোত্র পাঠ করিতে থাকিবে। ৩২—৩৫

হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! একমাত্র আপনিই সংসার-সাগর হইতে নিস্তারকারী এবং ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ; অতএব আমি আপনার চরণে প্রণত হইতেছি, আমাকে রক্ষা করুন। হে কৃষ্ণ! হে

জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন।
জয়াশেষজগদ্বন্দ্যপাদাম্ভোজ নমোঽস্তু তে॥ ৩৭
জয় ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ বেদনিঃশ্বাসধারক।
অশেষজগদাধার পরমাত্মন্নমোঽস্তু তে॥ ৩৮
জয় ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাদিদেবৌঘপ্রণতার্ত্তিহৃৎ।
জয়াখিলজগদ্ধামন্নন্তর্যামিন্নমোঽস্তু তে॥ ৩৯
জয় নির্ব্যাজকরুণপোথোধে দীনবৎসল।
দীনানাথৈকশরণ বিশ্বসাক্ষিন্নমোঽস্তু তে॥ ৪০
সংসারসিন্ধুসলিলে মোহাবর্ত্তে সুদুস্তরে।
ষড়ূর্ম্মিকুলদুষ্পারে কুকর্ম্মগ্রাহদারুণে॥ ৪১
নিরাশ্রয়ে নিরালম্বে নিঃসারে দুঃখফেনিলে।
তব মায়াগুণৈর্বদ্ধমবশং পতিতং ততঃ।
মাং সমুদ্ধর দেবেশ কৃপাপাঙ্গবিলোকনাৎ॥ ৪২
তত্র মগ্নং সুরশ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ প্রকাশক।
এক এব জগন্নাথ বন্ধুস্ত্বং ভবভীজুষাম্॥ ৪৩
ত্বৎসৃষ্টৌ তাদৃশো নাস্তি যো দীনপ্রতিপালকঃ।
অবতীর্ণোঽসি লোকানামনুগ্রহধিয়া বিভো॥ ৪৪
পূর্ণকামস্ত তে নাথ কিমন্যৎ কারণং ক্ষিতৌ।
ত্বৎপাদপদ্মমাসাদ্য ন চিন্তাস্তি জগৎপতে॥ ৪৫
কুতস্তে চরণাম্ভোজং চতুর্বর্গৈক-সাধনম্।
দর্শনাৎ সর্ব্বলোকানাং সর্ব্ববাঞ্ছাফলপ্রদম্॥ ৪৬
ততঃ সীরধ্বজং শেষং মন্ত্রেণ পরিপূজয়েৎ।
দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রেণ নাম্না বা প্রণবাদিনা॥ ৪৭
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।

জগন্নাথ! আপনি সর্ব্বপাপবিনাশন, আপনার জয় হউক। নাথ! ভবদীয় চরণকমল অখিল জগতের পূজনীয়; অতএব আপনাকে নমস্কার, আপনার জয় হউক। হে অশেষজগদাধার! আপনি কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, এবং বেদসকল আপনার নিশ্বাস-বায়ুস্বরূপ। অতএব হে পরমাত্মন্! আপনাকে নমস্কার। হে অন্তর্যামিন্! আপনি ব্রহ্মা ইন্দ্র ও রুদ্রাদি দেবগণের নমস্ত এবং সকলের ক্লেশনাশক, আপনাতেই অখিলজগৎ অবস্থিত; অতএব আপনাকে নমস্কার। ৩৬—৩৯

হে বিশ্বসাক্ষিন্! হে দীনবৎসল! আপনি দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয় এবং অকপট করুণারসের সাগরস্বরূপ, অতএব আপনার জয় হউক, আপনাকে নমস্কার। হে দেবেশ! সংসারসাগর অতি দুস্তর, কামাদি-ষড়ূর্ম্মিমালার সতত সঙ্কুল বলিয়া কোন ক্রমেই কেহ সহজে উহার পারগমনে সমর্থ হয় না। অধিকন্তু মোহরূপ আবর্ত্ত ও কুকর্ম্মরূপ কুম্ভীরাদি হেতু উহা অতি ভীষণ হইয়াছে এবং উহাতে কোনরূপ আশ্রয় বা অবলম্বন নাই। নানাপ্রকার দুঃখপুঞ্জই উহার ফেনার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং উহা একান্ত অসার। আমি আপন তমোগুণে বদ্ধ হইয়া অবশভাবে ঐ সাগর-সলিলে নিপতিত হইয়া ক্রমেই তন্মধ্যে নিমগ্ন হইতেছি, অতএব হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে স্বপ্রকাশ! হে অখিল-জগৎপ্রকাশক! আপনি কৃপা করিয়া কৃপা কটাক্ষেতে আমাকে উদ্ধার করুন হে জগন্নাথ! ভবভয়-ভীত-ব্যক্তিগণের আপনিই একমাত্র বন্ধু। ৪১।৪২

হে বিভো! আপনার সৃষ্টিমধ্যে আপনা ভিন্ন এমত অপর আর তাদৃশ কেহই নাই, যিনি দীন ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারেন, এজন্য আপনি স্বয়ংই জনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ বাসনায় এই মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নতুবা হে নাথ! আপনি যখন পূর্ণকাম, তখন আপনার এই ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হইবার আর কি কারণ হইতে পারে? অতএব হে জগৎপতে! আপনার পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমার আর ভবপারের চিন্তা নাই। যদি ভবদীয় পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সেই চিন্তাই থাকিবে; তবে কি হেতু আপনার চরণকমল চতুর্ব্বর্গের প্রধান সাধন? এমন কি দর্শনমাত্রেই সর্ব্বলোকের সর্ব্ববাঞ্ছা ফলপ্রদ হইবে? ৪৩—৪৬

এইরূপ স্তুতিবাদান্তে অনন্তদেব বলরামকে দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র বা প্রণবাদি নাম দ্বারা সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিবে। চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণও বারম্বার গমনপূর্ব্বক বারম্বার প্রতিনিবৃত্ত-

অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ॥ ৪৮
যৎ সর্ব্বং বৈষ্ণবং কর্ম্ম প্রতিষ্ঠাদিপ্রকল্পিতম্।
তদনেন প্রকর্ত্তব্যং বিষ্ণোঃ প্রীতিকরেণ বৈ ॥৪৯
সর্ব্বেষাং মহিমাবাপ্তিরস্য সংসেবনাদ্ভবেৎ।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্নাম জজাপ মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৫০
প্রজাপতিত্বং সম্প্রাপ্য সসর্জ্জ চ চরাচরম্।
একাগ্রমানসো ভূত্বা প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ॥ ৫১
জয়রাম সদারাম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।
অবিদ্যাপঙ্ক-রহিত নির্ম্মলাকৃতয়ে নমঃ ॥ ৫২
জয়াখিলজগদ্ভার-ধারণশ্রম-বর্জ্জিত।
তাপত্রয়-বিকর্ষায় হলং কলয়সে সদা ॥ ৫৩
প্রপন্নদীনত্রাণায় স্ফুটনেত্র-সরোরুহ।
ত্বমেবেশ পরাশেষ-কল্মষক্ষালনপ্রভুঃ ॥ ৫৪
প্রপন্নকরুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
চরাচরা ফণাগ্রেণ ধৃতা চেয়ং বসুন্ধরা ॥ ৫৫
মামুদ্ধরাস্মাদ্দুষ্পারাদ্ভবাম্ভোধেরপারতঃ।
পরাপরাণং পরম পরমেশ নমোঽস্তু তে ॥ ৫৬
স্তুত্বৈব নাগরাজানং হল-মুষলধারিণম্।
পূজয়েজ্জগতামাদিকারণং ভদ্রলোচনম্ ॥
স্তুত্যানয়া তাং ভো বিপ্রাঃ প্রণিপত্য প্রসাদয়ে-
জয় দেবি মহাদেবি প্রসীদ ভবতারিণি।
সুরাণামাশ্রিতরতা জয় সন্তুষ্টিকারিণি ॥ ৫৮
কার্য্যং কার্য্যস্বরূপাণাং কারণানাঞ্চ কারণম্।
ধারণং ধার্য্যমাণানাং ত্বামাদিং প্রণমাম্যহম্ ॥৫৯
বক্ষঃস্থলস্থিতাং বিষ্ণোঃ শম্ভোরর্দ্ধাঙ্গহারিণীম্।

হইতেছেন, কিন্তু যাহারা উক্ত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র চিন্তা করত বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, তাহারা অদ্যাপি আর ফিরিয়া আসিলেন না। বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠাদি যে কিছু কার্য্য আছে, তৎ-সমস্তই বিষ্ণুপ্রীতিকর ঐ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে কর্ত্তব্য। ঐ মন্ত্রের সম্যক্ সেবা করিলে সকলেই মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪৭—৫০

পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মনু, ঐ সর্ব্বোত্তম মন্ত্র জপ করিয়া প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া চরাচর সৃষ্টি করেন। মুনিগণ! অনন্তর একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলরামকে এইরূপ স্তুতিবাদ দ্বারা প্রসন্ন করিবে। হে রাম! আপনি সদা আত্মারাম ও সচ্চিদানন্দকর, আপনার অবিদ্যারূপ মল না থাকায় আপনার আকৃতি অতি নির্ম্মল, আপনাকে নমস্কার। ৫১।৫২

প্রভো! আপনার জয় হউক, আপনি সতত অখিল জগন্মণ্ডল ধারণ করিয়াও শ্রম-বর্জ্জিত এবং ভক্তগণের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় বিকর্ষণ নিমিত্ত সতত হলচালনা করিয়া থাকেন। নাথ! শরণাগত দীন ব্যক্তি-দিগকে পরিত্রাণার্থ আপনি নিরন্তর নয়নকমল বিস্ফারিত করিয়া রাখিয়াছেন। হে ঈশ! একমাত্র আপনিই অন্যের অশেষ পাপরাশি ক্ষালনে সমর্থ। হে দীনবন্ধো! হে জগৎ-পতে! আপনি আশ্রিতগণের করুণাসাগর এবং জগৎ-রক্ষার্থ আপনি স্বীয় ফণাগ্র দ্বারা চরাচর সমন্বিত এই বসুন্ধরাকে সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ৫৩—৫৫

হে পরমেশ! আপনি অখিল পরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনাকে নমস্কার, আপনি এই অপার সংসার পারাবার হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। হে বিপ্রগণ! হলমুষলধারী অনন্ত-দেব বলরামকে এইরূপ স্তব করিয়া জগতের মূল কারণ সুভদ্রাদেবীকে পূজা এবং প্রণাম-পূর্ব্বক এইরূপ স্তোত্র পাঠে প্রসন্ন করিবে। হে দেবি হে ভবতারিণি! আপনি সমুদয় দেবীগণের মধ্যে মহাদেবী, আশ্রিতগণের দুঃখমোচনে সতত তৎপর এবং সুরসমূহের সন্তোষকারিণী, আপনার জয় হউক, আপনার জয় হউক, আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি সমুদয় কার্য্যেরও কার্য্য ও কারণেরও কারণ এবং আপনিই অখিল ধার্য্যমাণ বস্তুর ধারণ-স্বরূপা, অতএব আমি সকলেরই আদিভূতা আপনাকে প্রণাম করি। ৫৬—৫৯

জননি! আপনি লক্ষ্মীরূপে বিষ্ণুর বক্ষ স্থলে অবস্থিতি করেতেছেন, গৌরীরূপে শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়াছেন এবং সরস্বতীরূপে

পদ্মযোনিমুখাজস্থাং প্রণমামি জগৎপ্রিয়াম্ ॥ ৬০
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশাদি-কর্ম্মণাং পরমাত্মনঃ।
ত্বমেকা শক্তিরতুলা ত্বাং বিনা সোঽপি নেশ্বরঃ॥
ত্বাং সর্ব্বলোকজননীং বিষ্ণুমায়াং তপস্বিনীম্।
সুভদ্রাং ভদ্ররূপাণাং মূলভূতাং নমাম্যহম্ ॥ ৬২
ততঃ সাগরস্নানায় প্রার্থয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৬৩
নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো জগদ্ব্যাপিংশ্চরাচরম্।
নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিমায়াতু সিন্ধুস্নানং ময়া বিভো ॥ ৬৪
নমস্তে জগতামীশ শঙ্খচক্রগদাধর।
দেহি দেব মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে ॥ ৬৫
ততো মৌনী ব্রজেদ্বিষ্ণুং চিন্তয়ন্ সরিতাং পতিম্
উগ্রসেনং স্থিতং পার্শ্বে অনুজ্ঞাপ্য সমাহিতঃ ॥৬৭
উগ্রসেন মহাবাহো বলবানুগ্রবিক্রম।
লব্ধা বরং সুপ্রসন্নাৎ সমুদ্রতটমাস্থিতঃ ॥ ৬৮
তীর্থরাজ-কৃতস্নান-সুসম্পূর্ণফলপ্রদ।
সিন্ধুস্নানং করিষ্যামি অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥ ৬৯
ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স্বর্গদ্বারমনুত্তমম্।
যেন দেবাঃ সমায়ান্তি ক্ষেত্রেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ভূস্বর্গে জগদীশস্য দর্শনায় দিনে দিনে।
স্বর্গাবতারমার্গেণ তত্রস্থৌ বাং নমাম্যহম্ ॥ ৭১
স্নানপূর্ব্বং নয়েতাং বৈ সাক্ষিণৌ কর্ম্মণাং সতাম্
সাগরান্তঃসমুৎপন্নৌ শ্রেষ্ঠৌ সর্ব্বগুণান্বিতৌ ॥
মধ্যেন যুবয়োর্যামি স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ॥ ৭২
প্রার্থয়িত্বা ততো গচ্ছেত্তীর্থরাজস্য সন্নিধিম্।
যং দৃষ্ট্বা দূরতঃ পাপান্মুচ্যতে মনুজো ধ্রুবম্ ॥ ৭৩

পদ্মযোনির মুখপদ্মে বিরাজ করিতেছেন, অতএব জগৎপ্রিয়া আপনাকে প্রণাম করি। মাতঃ! আপনিই পরমেশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশাদি কার্য্য সম্পাদনের একমাত্র শক্তি, আপনার সাহায্য ভিন্ন তিনি কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। হে দেবি! আপনিই সর্ব্বলোকের জননী, সকল পদার্থের মূল কারণ ও অখিল কল্যাণকর বস্তুর মধ্যে পরম কল্যাণদায়িনী, অতএব আমি সেই তপস্বিনী বিষ্ণুমায়া আপনাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি। সুভদ্রা দেবীকে এবম্প্রকার স্তুতিবাদান্তে সাগরস্নানার্থ পুরুষোত্তম সন্নিধানে এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ৬০—৬৬

হে ভগবন্ বিষ্ণো! আপনি সচরাচর অখিল জগদ্ব্যাপী, হে প্রভো! মদীয় সিন্ধুস্নান নির্ব্বিঘ্নে যেন সিদ্ধ হয়। হে শঙ্খচক্রগদাধর! আপনি অখিল জগতের প্রভু, অতএব আপনাকে নমস্কার, দেব! ভবদীয় তীর্থস্নানে আমায় আজ্ঞা দিন। অনন্তর সমাহিতচিত্তে পার্শ্বস্থিত উগ্রসেনের নিকটে পরোক্ত প্রকার প্রার্থনাপূর্ব্বক মৌনভাবে মনে মনে বিষ্ণুকে চিন্তা করত সাগরাভিমুখে গমন করিবে। হে উগ্রসেন! হে মহাবাহো! আপনি মহাবলশালী ও উগ্রবিক্রমসম্পন্ন, আপনি ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিয়া তৎসন্নিধানে বরগ্রহণপূর্ব্বক সমুদ্রতটে অবস্থিতি করিতেছেন। ৬৪—৬৮

উগ্রসেনের নিকট এইরূপ প্রার্থনান্তে তীর্থরাজ-সন্নিধানেও এইরূপ প্রার্থনা করিবে। হে তীর্থরাজ! যাহারা তীর্থে স্নান করে, আপনি তাহাদিগকে তজ্জন্য পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব আমি সিন্ধুস্নান করিব, আমাকে অনুজ্ঞা করুন। হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর দেবগণ যে স্বর্গাবতরণ পথে জগদীশ্বর জগন্নাথদেবেরও দর্শনার্থ ভূস্বর্গ নামে প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রতিদিন সমাগত হন, সেই অনুত্তম স্বর্গদ্বার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক উক্ত উগ্রসেন ও তীর্থরাজের নিকট পুনর্ব্বার এইরূপ প্রার্থনা করিবে যে, হে উগ্রসেন তীর্থরাজ! আপনারা সাগর-সলিল হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদয় সৎকর্ম্মের সাক্ষিরূপে স্বর্গদ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন, আপনারা সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আপনাদিগকে নমস্কার, আপনারা আজ্ঞা দিন, আমি আপনাদিগের মধ্য দিয়া অপাবৃত স্বর্গদ্বারে গমন করিব। ৬৯—৭২

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তীর্থরাজের সন্নিধানে গমন করিবে। তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিলেও মানবগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। তৎপরে

প্রক্ষালিতকরাঙ্ঘ্রিঃ স আচান্তঃ শুচিবিষ্টরে।
আসীনঃ প্রাঙ্মুখো ভূত্বা লিখেন্মণ্ডলমগ্রতঃ ॥ ৭৪
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং চতুঃস্বস্তিককোণকম্।
তন্মধ্যে বিলিখেৎ পদ্মমষ্টপত্রং সুশোভনম্ ॥ ৭৫
ততোঽষ্টাক্ষরমন্ত্রং তু করয়োশ্চ ততো ন্যসেৎ।
ষড়্‌ভির্বর্ণৈঃ ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ প্রোক্তো মনীষিভিঃ
শেষৌ কুক্ষৌ চ পৃষ্ঠে চ ন্যস্তব্যৌ চ ততঃ পুনঃ।
পাদয়োর্জঙ্ঘয়োরূর্ব্বোঃ স্ফিচোশ্চ পার্শ্বয়োঃ পুনঃ ॥
নাভৌ পৃষ্ঠে বাহুযুগ্মে হৃদি কণ্ঠে চ কক্ষয়োঃ।
ওষ্ঠয়োঃ কর্ণয়োরক্ষোর্গণ্ডয়োর্নাসয়োস্তথা ॥ ৭৮
ভ্রূবোর্ললাটে শিরসি মন্ত্রবর্ণান্ যথাক্রমম্।
বিন্যসেৎ ব্যাপকং সর্ব্বং কুর্য্যান্ন্যাসং সমাহিতঃ ॥
প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যান্মূলেন পঞ্চবিংশতিম্।
বধ্নীয়াৎ কবচং দিব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥ ৮০
পূর্ব্বে মাং পাতু গোবিন্দো বারিজাক্ষস্তু দক্ষিণে।
প্রদ্যুম্নঃ পশ্চিমে পাতু হৃষীকেশস্তথোত্তরে ॥ ৮১
আগ্নেয্যাং নরসিংহস্তু নৈঋত্যাং মধুসূদনঃ।
বায়ব্যাং শ্রীধরঃ পাতু ঐশান্যাঞ্চ গদাধরঃ ॥ ৮২
ঊর্দ্ধং ত্রিবিক্রমো পাতু অধো বারাহরূপধৃক্।
সর্ব্বত্র পাতু মাং দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৮৩
নারায়ণো মনঃ পাতু চৈতন্যং গরুড়ধ্বজঃ।
পাতু মে বুদ্ধ্যহঙ্কারৌ ত্রিগুণাত্মা জনার্দনঃ ॥ ৮৪
ইন্দ্রিয়াণি সদা পাতু দৈত্যবর্গ-নিকৃন্তনঃ।
এবং বদ্ধা চ কবচং নিষ্পাপো জায়তে পুমান্
ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ মনসা কল্পিতৈর্নরঃ।
পুরুষোত্তমং পূজয়িত্বা যথাবৎ বিধিতো দ্বিজাঃ
আবাহ্য মণ্ডলে তস্মিন্ দেবদেবমনাময়ম্।
পূজয়িত্বা যথাশক্ত্যুপচারৈরুপসংহিতৈঃ ॥ ৮৭
আত্মানং তীর্থরাজস্য দেবদেবস্য চিন্তয়ন্।
ঐক্যং বদ্ধাঞ্জলিপুটমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৮৮
সুদর্শন নমস্তেঽস্তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য বিষ্ণোর্মার্গং প্রদর্শয় ॥ ৮৯

হস্ত পাদ প্রক্ষালন ও আচমনপূর্ব্বক পবিত্র কুশাসনে পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করত সম্মুখে চতুর্দ্বার-সমন্বিত চতুরস্র এক মণ্ডল লিখিবে, উহার চতুষ্কোণে চারিটি স্বস্তিক ও মধ্যস্থলে সুশোভন অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে।

পরে উভয়ের বাহুতে অষ্টাক্ষর মন্ত্র ন্যাস-পূর্ব্বক উক্ত অষ্টাক্ষর মন্ত্রের আদ্য ষড়ক্ষর দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া কুক্ষি ও পৃষ্ঠদেশে অবশিষ্ট বর্ণদ্বয় বিন্যস্ত করিবে, ইহা সমুদয় মনীষিগণই বলিয়াছেন। তৎপরে পাদদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, উরু-দ্বয়, নিতম্বদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, নাভি, পৃষ্ঠ, বাহুযুগল, হৃদয়, কণ্ঠদেশ, কক্ষদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নেত্র-দ্বয়, গণ্ডদ্বয়, নাসিকারন্ধ্রদ্বয়, ভ্রূযুগল, ললাটদেশ ও মস্তকে যথাক্রমে মন্ত্রবর্ণ সকল বিন্যস্ত করিবে। সমাহিত হইয়া এইরূপ ভাবে সমুদয় ব্যাপক ন্যাস করিয়া মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার প্রাণায়ামত্রয় করিবে। তৎপরে পরোক্ত মন্ত্র পাঠরূপ সর্ব্বপাপবিনাশন দিব্য কবচ বন্ধন করিবে। পূর্ব্বদিকে গোবিন্দ, দক্ষিণে বারি-জাক্ষ, পশ্চিমে প্রদ্যুম্ন ও উত্তরে হৃষীকেশ আমায় রক্ষা করুন। ৭৩—৮১

অগ্নিকোণে নরসিংহ নৈঋত কোণে মধুসূদন, বায়ুকোণে শ্রীধর ও ঈশানকোণে গদাধর আমায় রক্ষা করুন। দেব ত্রিবিক্রম ঊর্দ্ধদেশে বরাহরূপী হরি অধোদেশে এবং শঙ্খচক্রগদাধর দেব নারায়ণ সর্ব্বদিকে আমাকে রক্ষা করুন। নারায়ণ আমার মন, গরুড়ধ্বজ চৈতন্য, ত্রিগুণাত্মা জনার্দন আমার বুদ্ধি ও অহঙ্কার এবং দানবারি মধুসূদন আমার ইন্দ্রিয়নিচয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণরূপ কবচ বন্ধন করিয়া সকল পুরুষই নিষ্পাপ হইয়া থাকে। দ্বিজগণ! তৎপরে মানবগণ মনঃকল্পিত ষোড়শোপচারে ভগবান্ পুরুষো-ত্তমকে যথাবিধি পূজা করিয়া সেই মণ্ডলে অনাময় দেবদেবকে আবাহনপূর্ব্বক যথা-শক্তি উপচারে অর্চ্চনা করিবে এবং তীর্থরাজ ও দেবদেবের আত্মগত একত্ব ভাবনা করত কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৮২—৮৮

হে সুদর্শন! হে কোটিসূর্য্যসমপ্রভ! আপনাকে নমস্কার, আপনি কৃপা করিয়া এই অজ্ঞান-তিমিরান্ধ ব্যক্তিকে বিষ্ণুদর্শনের পথ দেখাইয়া দিন। হে বিপ্রগণ! এইরূপ প্রার্থনা

এবং সম্প্রার্থ্য ভো বিপ্রা তীর্থরাজজলান্তিকে।
জানুভ্যামবনীং গত্বা প্রণমেৎ ভক্তিভাবিতঃ ॥৯০
তীর্থরাজ নমস্তুভ্যং জলরূপায় বিষ্ণবে।
জীবনায় চ জন্তূনাং পরনির্ব্বাণহেতবে ॥৯১
অগ্নিশ্চ যোনিরিলা চ দেহো
রেতোধা বিষ্ণোরমৃতস্য নাভিঃ।
উপৈমি তে রূপমপঙ্কহেতু-
মানন্দসজ্ঝাতমনুপ্রবিশ্য ॥ ৯২
ইতি মন্ত্রং পঠন্ বিপ্রাঃ প্রবিশ্য জলমধ্যতঃ।
আবাহয়েৎ তীর্থরাজং ভাবয়ন্ জগতাং পতিম্ ॥
জলাধীশং কৃতস্নানফলদানেহগ্রতঃ স্থিতম্।
অঘমর্ষণসূক্তেন নারায়ণযুতেন চ ॥৯৪
ত্রিরাবৃত্তেন কুর্ব্বীত পঞ্চবারুণকেন বা।
সকৃদাবাহনাদীনি ষড়ঙ্গান্যভিষেচনে ॥ ৯৫
আবাহনং পুরা প্রোক্তং সন্নিধানমথোচ্যতে।
স্নাতুরিষ্টফলপ্রাপ্তৌ সান্নিধ্যপেরিকল্পনম্ ॥ ৯৬

পূর্ব্বক তীর্থরাজ-জলসমীপে ভূতলে জানুদ্বয় পাতিত করিয়া এইরূপে ভক্তিভাবে প্রণাম করিবে,—হে তীর্থরাজ! আপনি জলরূপী সাক্ষাৎ বিষ্ণু, অখিল জীবগণের জীবনস্বরূপ এবং নির্ব্বাণ-মোক্ষের হেতু, অতএব আপনাকে নমস্কার। ৮৯—৯১

অগ্নি আপনার উৎপত্তিস্থান ও জল দেহ আপনি বিষ্ণুর তেজঃপূর্ণ অধঃস্থান এবং অমৃতের নাভিস্বরূপ। আপনি জীবগণের নির্ম্মলতার কারণ, এজন্য আমি আপনার শরীর-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পরম আনন্দ লাভ করিব। হে বিপ্রগণ! এই মন্ত্র পাঠ করত জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্নাত ব্যক্তিগণকে ফলদানার্থ সম্মুখবর্ত্তী জলেশ্বর তীর্থরাজকে নারায়ণ-মন্ত্র-যুক্ত অঘমর্ষণসূক্ত অথবা পঞ্চাবৃত্ত বা ত্রিরাবৃত্ত বারুণ মন্ত্রে আবাহন করিবে, স্নান কালে 'ইহাগচ্ছ' এইরূপ আবাহনাদি ষড়ঙ্গ একবার মাত্র কর্ত্তব্য। বিদ্বদ্‌গণ অগ্রে আবাহন ও পরে সন্নিধানের বিষয় বলিয়া থাকেন, স্নানোদ্যত ব্যক্তির অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি নিমিত্ত সান্নিধ্য কল্পিত হয় জানিবে। ৯২—৯৬

অন্তঃশুদ্ধ্যর্থমাচামেৎ পীত্বা জলভিমন্ত্রিতম্।
বাহ্যাবয়বশুদ্ধ্যর্থং মার্জ্জয়েৎ কুশবারিণা ॥ ৯৭
অন্তর্বহির্বিশুদ্ধ্যর্থং মন্ত্রপূতেন বারিণা।
ত্রীনঞ্জলীন্ মূর্দ্ধ্নি সিঞ্চেৎ সিন্ধৌ নান্তর্জ্জলে জপঃ
ত্রিঃস্নায়াৎ স্বকৃতাঘানি জন্মকোটিকৃতানি চ।
প্রক্ষালিতানি জলে তস্মিন্ ভাবয়ন্নঘনাশনম্ ॥ ৯৯
উত্থায়াচম্য বিধিবৎ প্রার্থয়েন্মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥ ১০০
ত্বমগ্নির্জ্জগতাং নাথ রেতোধা কামদীপকঃ।
প্রধানং সর্ব্বভূতানাং জীবানাং প্রভুরব্যয়ঃ ॥১০১
অমৃতস্যারণিস্ত্বং হি দেবযোনিরপাম্পতে।
বৃজিনং হর মে সর্ব্বং তীর্থরাজ নমোঽস্তু তে
জন্মকোটিসহস্রেষু যৎ পাপং পূর্ব্বমর্জ্জিতম্।
তদশেষং লয়ং যাতু দেহি মে ব্রহ্মশাশ্বতম্ ॥১০৩

তৎপরে অন্তঃশুদ্ধি নিমিত্ত মন্ত্রপূত জল পান করত আচমন, বাহ্যশুদ্ধির নিমিত্ত কুশবারি দ্বারা বাহ্যাবয়বের মার্জ্জন এবং অন্তর্ব্বহিঃশুদ্ধির নিমিত্ত মস্তকে মন্ত্রপূত জলাঞ্জলিত্রয় সেচন করিবে। সিন্ধু-স্নানে জলমধ্যে জপ করা নিষিদ্ধ। অনন্তর কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত পাপরাশি সেই জলে প্রক্ষালিত হইল, এইরূপ ভাবনা করত বারত্রয় স্নান করিবে, তাহা হইলে সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইবে। তৎপরে জল হইতে উত্থিত হইয়া যথাবিধি আচমনপূর্ব্বক এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত প্রার্থনা করিবে, হে নাথ! আপনি অখিল জগতের পাচকাগ্নি ও কামদীপক, শুক্রাধার অধঃস্থান, আপনি অব্যয়, সর্ব্বভূতের প্রধান ও জীবগণের প্রভু। হে অপাম্পতে! আপনি অমৃতের অরণি ও দেবগণের যোনিস্বরূপ, অতএব হে তীর্থরাজ! আপনাকে নমস্কার; আপনি আমার সমুদয় পাপ হরণ করুন। ৯৭—১০২

প্রভো! পূর্ব্বে আমি সহস্র সহস্র কোটি কোটি জন্মে যাবৎপাপ সঞ্চয় করিয়াছি, আপনার প্রসাদে তৎসমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হউক, আপনি আমায় সনাতন ব্রহ্ম দান করুন। তৎপরে পুনরায় স্নানান্তে তীরদেশে

স্নাত্বাপি চ ততস্তীরমুত্তীর্য্যাচম্য বাগ্যতঃ ।
ধারয়েদ্বাসসী শুক্লে পুণ্ড্রকামুজ্জ্বলাকৃতীন্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-তিলকানি চ ভক্তিতঃ ॥ ১০৪
দেবান্ পিতৄন্ যথান্যায়ং চিন্তয়ন্ ভগবদ্ধিয়া।
তর্পয়েদ্বিধিবৎ বিপ্রাঃ সম্যগব্যগ্রমানসঃ ॥১০৫
ততঃ পূর্ব্ববদালিখ্য মণ্ডলং চোত্তরামুখঃ ।
পূজয়েন্মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রৈরেভিশ্চ ভক্তিতঃ ॥ ১০৬
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ।
ধরারমাভ্যাং সহিতং কেবলং বা দ্বিজোত্তমাঃ
ধ্যাত্বান্তর্যাগসন্তুষ্টং বহিরাবাহয়েত্ততঃ ॥ ১০৮
আগচ্ছ পরমানন্দ জগদ্ব্যাপিন্ জগন্ময় ।
মদনুগ্রহায় দেবেশ মণ্ডলে সন্নিধিং কুরু ১০৯
চরাচরমিদং সর্ব্বং যত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
তদন্তঃস্থসুরেশেশ আসনং কল্পয়ামি তে ॥ ১১০
যস্য পদাম্বুজে ধৌতে স্বর্ম্মেণ ব্রহ্মরূপিণা ।
পুনাতি তদ্ভবা গঙ্গা জগৎপাদ্যং দদাম্যহম্ ॥১১১
অনর্ঘ্যরত্নঘটিতচূড়ামণি-করোৎকরৈঃ ।
ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে ।
অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাম্নে অর্ঘ্যমেতদ্দদাম্যহম্ ॥ ১১২
আচান্তস্তীর্থরাজো বৈ যেনাগস্ত্যস্বরূপিণা
তস্মৈ সুবাসিতং বারি দদাম্যাচমনীয়কম্ ॥ ১১৩
যঃ প্রাশ্য মধুসম্পর্কং চকর্ষ জলরূপিণাম্ ।
অশেষাঘবিকর্ষায় মধুপর্কং দদাম্যহম্ ॥ ১১৪
যঃ কোলরূপমাস্থায় প্রলয়ার্ণববিপ্লুতাম্ ।
উজ্জহার ধরামেতাং স্নাপয়ামি তমম্ভসা ॥ ১১৫
ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ ।

উত্থিত হইয়া আচমনপূর্ব্বক মৌনভাবে শুক্ল-বস্ত্র পরিধান ও শুক্লোত্তরীয় ধারণ করিবে, এবং ভক্তিভাবে মস্তকে সমুজ্জ্বল ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রক হস্ত দ্বয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাকৃতি তিলক ধারণ করিবে। হে বিপ্রগণ! তৎপরে যথাক্রমে দেবতা ও পিতৃগণকে ভগবদ্বুদ্ধিতে চিন্তা করত অব্যগ্রমানসে সম্যগ্‌রূপে যথাবিধি তর্পণ করিবে। অনন্তর উত্তরাস্য হইয়া পূর্ব্ববৎ মণ্ডল করিয়া ভক্তিসহকারে মূলমন্ত্র এবং বক্ষ্যমাণ প্রকার মন্ত্র-নিচয় দ্বারা ভগবানের পূজা করিবে। ১০৩—১০৬

হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবান্ নারায়ণ চতুর্ভুজ ও শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, তিনি ধরা ও রমার সহিত বিরাজমান, অথবা তিনি একাকী বিরাজ করিতেছেন; এইরূপ ধ্যানান্তে তাঁহাকে মানসপূজায় সন্তুষ্ট করিয়া এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত বহির্দ্দেশে আবাহন করিবে। হে জগদ্ব্যাপিন্! হে জগন্ময়! আপনি পরম আনন্দস্বরূপ, আপনি কৃপা করিয়া হৃদয়ের বাহিরে আসুন! হে দেবেশ! আমার প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশার্থ এই মণ্ডলে সন্নিহিত হউন। হে ঈশ! পরিদৃশ্যমান এই যে অখিল চরাচর, এই এই সমস্তই যাহাতে অবস্থিত আছে, একমাত্র আপনিই তৎসমুদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এক্ষণে আমি আপনার আসন কল্পনা করিতেছি। ১০৭—১১০

ব্রহ্মরূপী ঘর্ম্মবারি যাঁহার চরণাম্বুজ ধৌত করায় সেই পাদপদ্ম হইতে ভগবতী ভাগীরথী প্রাদুর্ভূতা হইয়া অখিল জগৎ পবিত্র করিতেছেন, আমি তাদৃশ আপনাকে পাদ্য অর্ঘ্য দান করিতেছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ, অমূল্য রত্নখচিত চূড়ামণির সমুজ্জ্বল কিরণমালায় যাঁহার পাদপদ্ম প্রতিদিন উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং নিরন্তর যে পাদপদ্ম-ধ্যানে নিযুক্ত আছেন, সেই অখিল জগতের আধার অমূল্য নিধি ভগবান্‌কে আমি এই অর্ঘ্য দিতেছি। ১১১। ১১২

যিনি অগস্ত্যরূপে তীর্থরাজের সর্ব্ব সলিল পান করিয়াছিলেন, আমি সেই অনন্তশক্তি ভগবান্‌কে সুবাসিত আচমনীয়োদক প্রদান করিতেছি। যিনি মধুপর্ক পান করত জলরূপিণী স্বীয় শরীরকে আকর্ষণ করিয়াছেন। এবং যিনি সমুদয় পাপরাশিকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন, আমি সেই ভগবান্‌কে মধুপর্ক দান করিতেছি। ১১৩। ১১৪

যিনি বরাহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রলয়ার্ণবপ্লাবিতা বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই ভগবান্‌কে সলিল দ্বারা স্নান করাইতেছি। যে বিশ্বরূপী ভগবানের কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড

আচ্ছাদকায় সর্ব্বেষাং প্রদদে বাসসী শুভে ॥১১৬
বিনা যেনানুষ্ঠিতোঽপি যজ্ঞঃ স্যাদকৃতো ধ্রুবম্।
তস্মৈ যজ্ঞেশ্বরায়ৈবমুপবীতং প্রকল্পয়ে ॥ ১১৭
যদঙ্গসঙ্গমাসাদ্য শোভন্তে ভূষণানি বৈ।
বিশ্বালঙ্কৃতয়ে তস্মৈ ভূষণানি প্রকল্পয়ে ॥ ১১৮
যদঙ্গসংস্পর্শিমরুৎ-সঙ্গাম্মলয়জা দ্রুমাঃ।
সুগন্ধরসসম্পন্নাস্তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্ ॥ ১১৯
যস্য সঞ্চিন্তনাদেব সৌমনস্যং হতাংহসাম্।
তস্মৈ সুমনসো মালাং সুগন্ধিং পরিকল্পয়ে ॥ ১২০
যং চিত্তে স্থিরমাধায় ভবাগ্নিপরিধূপনম্।
জহাতি প্রদদে তস্মৈ সুগন্ধং ধূপমুত্তমম্ ॥ ১২১
স্বতেজসাখিলমিদং দীপিতং যস্য ভাস্বতঃ।
তস্মৈ দীপপ্রদীপ্তায় দীপমেতং দদাম্যহম্ ॥১২২
চরাচরমিদং সর্ব্বমত্তি যো যশ্চ ভাবয়েৎ।
অন্নেন চ পুনঃ পুষ্ট্যৈ তস্মা অন্নং নিবেদয়ে ॥১২৩
যদীয়মুখরাগেণ সহজাবাসিতেন চ।
মোহিতাঃ সুরসুন্দর্য্যস্তস্মৈ তাম্বূলমুত্তমম্ ॥ ১২৪
প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাত্তবারণবিবর্ত্তনম্
হন্তি যঃ করুণাম্ভোধিস্তং নমামি জগদ্গুরুম্ ॥
মন্ত্রাস্তু কথিতা হ্যেতে উপচারে পৃথক্ পৃথক্।
আবাহ্য চিন্তয়েদ্দেবং বহিঃসংস্থিতমাত্মনঃ ॥ ১২৬
রত্নসিংহাসনং দত্ত্বা তত্রাসীনং বিচিন্তয়েৎ ॥১২৭
পাদপদ্মদ্বয়ে দদ্যাৎ পাদ্যং শ্যামাকপঙ্কজৈঃ।
দূর্ব্বাপরাজিতাভ্যাঞ্চ সংস্কৃতং মূলমন্ত্রণাৎ ॥ ১২৮
সৌবর্ণে রাজতে বাপি তাম্রে বা শঙ্খ এব বা।
অর্ঘ্যং সংস্কৃত্য বিধিবদ্বারিচন্দনপুষ্পকৈঃ
যবদূর্ব্বাকুশাগ্রৈশ্চ ফলসিদ্ধার্থকৈস্তিলৈঃ ॥ ১২৯
দূর্ব্বাকুশাগ্রৈর্দদ্যাস্য মূর্দ্ধ্নি সিঞ্চেত্তদগ্রতঃ।

পরিধেয় আবরণস্বরূপ, এবং যিনি সকলেরই আচ্ছাদক, আমি সেই ভগবান্‌কে এই শুভ বসনযুগ্ম দান করিতেছি। ১১৫। ১১৬

যাঁহার অর্চ্চনা ব্যতীত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা নিশ্চয়ই নিষ্ফল হয়, আমি সেই যজ্ঞেশ্বরকে উপবীত দান করিতেছি। অখিল ভূষণসমূহ যাঁহার অঙ্গস্পর্শে সুশোভিত হইয়া থাকে এবং যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অলঙ্কার স্বরূপ, আমি সেই ভগবান্‌কে ভূষণ দান করিতেছি। চন্দনদ্রুম সকল যাঁহার অঙ্গস্পর্শী বায়ুর সংসর্গবশতই সুগন্ধ রসময় হইয়াছে, আমি সেই ভগবান্‌কে গন্ধানুলেপন দান করিতেছি। ১১৭—১১৯

যাঁহার চিন্তা মাত্রেই পাপাত্মাদিগের পাপরাশি তিরোহিত হওয়ায় চিত্ত-প্রসাদ উপস্থিত হয়, আমি সেই ভগবান্‌কে পুষ্পমাল্য প্রদান করিতেছি। জীবগণ অন্তরে যাঁহাকে চিন্তা করিলেই ভবাগ্নির বিষম সন্তাপ হইতে নিস্তার পায়, আমি সেই ভগবান্‌কে উত্তম সুগন্ধ ধূপ দান করিতেছি। ১২০। ১২১

যিনি স্বয়ং তেজোময়, যাঁহারই তেজে অখিল জগৎ উদ্দীপিত হইতেছে, আমি সেই দীপপ্রদীপ্ত ভগবান্‌কে দীপ দান করিতেছি। যিনি প্রলয়ে এই অখিল চরাচর গ্রাস করিয়া থাকেন এবং অন্নদ্বারা পুনরায় জগতের পুষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করিয়া থাকেন, আমি সেই ভগবান্‌কে এই অন্ন নিবেদন করিতেছি। যাঁহার সহজ সুগন্ধিমুখ-রাগে সুরসুন্দরা সকল মোহিত হয়, আমি সেই ভগবান্‌কে এই তাম্বূল অর্পণ করিতেছি। যে করুণাসাগর ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিলে ভক্তগণকে আর পুনঃপুন সংসাররূপ প্রাঙ্গণে পরিভ্রমণ করিতে হয় না, আমি সেই জগদ্গুরুকে প্রণাম করি। ১২২—১২৫

প্রত্যেক উপচার দানে এই সকল পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র কথিত আছে। দেব জগন্নাথকে আবাহনপূর্ব্বক, তিনি বহির্দ্দেহে অবস্থিতি করিলেন, এইরূপ চিন্তা করিবে এবং তাঁহাকে মানসিক রত্ন-সিংহাসন দিয়া, তথায় উপবিষ্ট হইলেন এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। অনন্তর তদীয় পাদপদ্মদ্বয়ে শ্যামাক, পদ্ম, দূর্ব্বা ও অপরাজিতার সহিত মিশ্রিত, মূলমন্ত্র দ্বারা সুসংস্কৃত পাদ্য দান করিবে। পরে স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্রের পাত্রে কিংবা শঙ্খ, যব, দূর্ব্বা, কুশাগ্র, ফল, শ্বেত-শর্ষপ, পবিত্র জল, চন্দন ও পুষ্পময় অর্ঘ্য যথাবিধি সংস্কৃত করিয়া সম্মুখে অবস্থান করত দূর্ব্বা বা কুশাগ্র দ্বারা ভগবানের মস্তকে

সাবশেষং ক্ষিপেদ্ভূমাবেষোঽর্ঘ্যবিধিরীরিতঃ ॥১৩০
জাতীকলৈলাককোল-লবঙ্গৈঃ সংস্কৃতং জলম্।
দদ্যাদাচমনার্থে তু মধুপর্কং ততো দদেৎ ॥ ১৩১
মধুসর্পির্যুতং গব্যং দধি কাংস্যে হি নির্ম্মলে।
পাত্রে স্থিতঞ্চ পিহিতং পাত্রেণান্যেন তাদৃশা ॥
সুসংস্কৃতং ফলযুতং স্নপনে জলমুচ্যতে ॥ ১৩৩
পট্টকৌষেয়কার্পাস-নির্ম্মিতে বাসসী শুভে।
যথাশক্তি প্রদেয়ে চ বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ ॥১৩৪
হারকেয়ূরমুকুট-গ্রৈবেয়াদিকভূষণম্।
যথাশক্তি যথাস্থানং দেবস্যাঙ্গে নিবেশয়েৎ ॥১৩৫
উপবীতং হরের্দদ্যাৎ পট্টসূত্রবিনির্ম্মিতম্।
কার্পাসমথবা বিপ্রা গন্ধচন্দনসংস্কৃতম্ ॥ ১৩৬
চন্দ্রচন্দনকস্তুরী-কুঙ্কুমৈরনুলেপনম্। ১৩৭
...ঃ।

অশোকসুরপুন্নাগ-নাগকেশরকেশরৈঃ ॥ ১৩৮
অন্যৈঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্ম্মালাং মাল্যমথাপি বা।
মুক্তকানি চ পুষ্পাণি দদ্যাদ্দেবস্য মূর্দ্ধনি ॥ ১৩৯
মালা সা প্রপদীনা তু মাল্যং কণ্ঠোরুলম্বিতম্।
গর্ভকং কোষমধ্যে তু মূর্দ্ধ্নি পুষ্পাঞ্জলিং ক্ষিপেৎ ॥
সগুগ্গুল্বগুরুশীর-সিতাজ্যমধুচন্দনৈঃ।
ধূপং দদ্যাৎ সুগন্ধাঢ্যং দীপং গোসর্পিষা শুভম্
কর্পূরগর্ভয়া বর্ত্ত্যা তিলতৈলেন বা দদেৎ ॥১৪১
অখণ্ডিতসমুদ্ধৌতং শালিতণ্ডুলনির্ম্মিতম্।
সুপক্কমন্নং সুরভি সর্পিষা চ সুবাসিতম্ ॥ ১৪২
সৌরভেয়দধিক্ষীর-পকরম্ভাসিতাযুতম্।
নানাব্যঞ্জনসঙ্কীর্ণং সোপদংশং সপূপকম্ ॥ ১৪৩
নানাফলযুতং হৃদ্যং সুগন্ধং সুরসং নবম্।
নৈবেদ্যং দেবদেবস্য প্রস্বাদূনং ন শস্যতে ॥১৪৪

অর্ঘ্যোদক সিঞ্চন করিবে এবং অবশিষ্ট জল ভূতলে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ অর্ঘ্যবিধি কথিত হইয়াছে। ঐরূপ অর্ঘ্য দানের পর জাতীফল, এলাচ, কক্কোল ও লবঙ্গদ্বারা সুবাসিত সলিল আচমনার্থ অর্পণ করিতে হইবে, তৎপরে নির্ম্মল কাংস্যপাত্রে গব্য ঘৃত দুগ্ধ দধি ও মধু মিশ্রিত করিয়া তাদৃশ অপর পাত্র দ্বারা আবরণপূর্ব্বক সেই মধুপর্ক প্রদান করিতে হইবে। ১২৬—১৩২

অনন্তর স্নানীয় জল প্রদান করিবে, ঐ স্নানীয় জল ফলযুক্ত ও সুসংস্কৃত করিয়া দান করিতে হইবে, ইহা সকলেই বলিয়াছেন। তৎপরে আপনার ক্ষমতানুযায়িক পট্টসূত্র, কৌষেয়সূত্র বা কার্পাসসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত উত্তম বস্ত্রযুগ্ম দান করিবে, কদাচ তাহাতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। অনন্তর ভগবানের অঙ্গে যথাস্থানে যথাশক্তি হার, কেয়ূর, মুকুট ও গ্রৈবেয়কাদি ভূষণ পরিধান করাইবে। ১৩৩—১৩৫

হে বিপ্রগণ! অতঃপর ভগবান্ হরিকে পট্টসূত্র বা কার্পাসসূত্র-নির্ম্মিত গন্ধচন্দন-চর্চ্চিত উপবীত দান করিবে এবং কর্পূর, চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুম দ্বারা ভগবানের সর্ব্বাঙ্গ অনুলেপন করিবে। তৎপরে তদীয় গলদেশে তুলসী-মালা এবং জাতীপুষ্প, পদ্ম, চম্পক, অশোক, সুরপুন্নাগ, নাগকেশর, কেশর বা অন্য সুগন্ধ পুষ্পের মালা বা মাল্য দান করা কর্ত্তব্য এবং ভগবানের মস্তকোপরি মুক্তক পুষ্পনিচয় প্রদান করাও বিধেয় জানিবে। মুনিগণ! পাদ পর্য্যন্ত লম্বমান মালাকে মালা, কণ্ঠদেশ হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান মালাকে মাল্য এবং যদ্দ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে গর্ভক বলিয়াছেন। পুষ্পাঞ্জলি ভগবানের মস্তকের উপর দেওয়া উচিত। ১৩৬—১৪০

ভগবানের প্রীত্যর্থে গুগ্গুল, অগুরু, উশীর, শর্করা, ঘৃত, মধু ও চন্দনাদি রচিত সদ্গন্ধশালী ধূপ এবং বর্ত্তিকা-মধ্যে কর্পূরচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃত বা তিল-তৈলের দীপ প্রদান করা বিধেয়। সমুদয় উপচার দানান্তে সুন্দররূপে ধৌত অখণ্ডিত শালিতণ্ডুলের সদ্গন্ধশালী সুপক্ক অন্ন গব্যঘৃতে সুবাসিত করিয়া গব্য দধি, ক্ষীর, পক্বরম্ভা, শর্করা, নানা প্রকার ব্যঞ্জন, পিষ্টক, উপদংশ (চাটুনী) এবং নানাবিধ ফল মূলাদির সহিত ভগবান্‌কে নিবেদন করিবে, ঐ অন্ন যেন প্রীতিকর, সুরসসম্পন্ন, নবতণ্ডুলজাত ও সদ্গন্ধযুক্ত হয়। দেবদেব

ধূপে দীপে চ নৈবেদ্যে স্নানে চ মধুপর্ককে।
বস্ত্রোযজ্ঞোপবীতে চ দদ্যাদাচমনীয়কম্ ॥ ১৪৫
অন্যত্র কেবলং বারি সংস্কৃতন্তোপচারিকম্
নৈবেদ্যান্তে ত্বাচমনং দত্বা স্ত্রীকরঘর্ষিতম্ ॥১৪৬
সুগন্ধি চন্দনং বিপ্রাস্তাম্বূলঞ্চ দদেত্ততঃ।
সকর্পূরং লবঙ্গৈলা-জাতীক্রমুকসংযুতম্ ॥ ১৪৭
অষ্টোত্তরং শতং জপ্ত্বা মূলমন্ত্রমনন্যধীঃ
স্তুত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রার্থয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥
দেবদেব জগন্নাথ সর্ব্বতীর্থপ্রবর্ত্তক।
সর্ব্বতীর্থময়শ্চাসি সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভো ॥ ১৪৯
ত্বৎপ্রসাদময়া তীর্থরাজে স্নানং কৃতং হি যৎ।
তদস্তু সফলং দেব যথোক্তফলদো ভব ॥ ১৫০
সিন্ধুরাজস্ত্বঞ্চ বিভো দ্রবরূপোঽস্য সংশয়ঃ।
পাপালয়ে নিমগ্নং মাং পরিত্রাহি নমোঽস্তু তে ॥

ভগবানের নৈবদ্য প্রস্থ পরিমাণের ন্যূন হইলে প্রশস্ত নহে, জানিবেন। ১৪১—১৪৪

ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, স্নানীয়, মধুপর্ক, বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত দানের পর আচমনীয়োদক দান করা বিধেয়। অন্যান্য উপচার দানে আচমনীয় ব্যতীত কেবল উপচার দান করিবে; কিন্তু সমুদয় উপচার দ্রব্যই জলদ্বারা সংস্কৃত করা বিধেয়। বিপ্রগণ! নৈবেদ্যদানান্তে আচমনীয় দানের পর রমণী-কর-ঘর্ষিত সুগন্ধি চন্দন এবং কর্পূর, লবঙ্গ, এলাইচ, জাতীফল ও গুবাক-যুক্ত তাম্বূল দান করিবে। ৪৫—১৪৭

এইরূপ পূজাবসানে একাগ্রচিত্তে অষ্টোত্তর-শত মূলমন্ত্র জপ, স্তবপাঠ ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তমের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে, হে দেবদেব! হে প্রভো জগন্নাথ! আপনিই সর্ব্বতীর্থের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং আপনিই সর্ব্বতীর্থ ও সর্ব্বদেবময়, অতএব হে দেব! আমি যে তীর্থরাজ-সলিলে স্নান করিয়াছি, আপনার প্রসাদে তাহা সফল হউক, আপনি কৃপা করিয়া আমায় যথোক্ত ফল প্রদান করুন। হে বিভো! আপনিই যে দ্রবরূপী তীর্থরাজ, তাহাতে আর সংশয় নাই, অতএব হে নাথ! আপনাকে নমস্কার, আমি এই ঘোর সংসাররূপ

ইত্থং সংপূজ্য দেবেশং নারায়ণমনাময়ম্
তীর্থরাজকৃতস্নানঃ সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ। ১৫২
গবাং কোটিপ্রদানেন ক্রতুকোটিকৃতেন চ।
কোটিব্রাহ্মণভোজ্যেন মহাদানৈশ্চ কোটিশঃ।
যৎপুণ্যং কর্ম্মণা প্রোক্তং তদনেন হি লভ্যতে ॥
ধ্যানং দানং তপো জপ্যং শ্রাদ্ধঞ্চ সুরপূজনম্।
সিন্ধুতীরকৃতং সর্ব্বং কোটিকোটিগুণং ভবেৎ ॥
অপি নঃ স কুলে কশ্চিৎ সিন্ধুস্নায়ী ভবিষ্যতি।
দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ দাস্যতে সতিলোদকম্ ॥১৫৫
ক্রন্দন্তি সর্ব্বপাপানি সন্ত্রাস্তাঃ সর্ব্বপাতকাঃ
অরিষ্টানি পলায়ন্তে সিন্ধুস্নানোদ্যতস্য বৈ ॥ ১৫৬
অন্যতীর্থে কৃতং পাপং সিন্ধুতীরে বিনশ্যতি।
সিন্ধুতীরে কৃতং পাপং সিন্ধুস্নানাদ্বিনশ্যতি ॥১৫৭

পাপালয়ে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে পরিত্রাণ করুন। ১৪৮—১৫১

তীর্থরাজ-সলিলে স্নান করিয়া দেবদেব অনাময় নারায়ণকে এইরূপে সম্যক্ পূজা করিলে মানব সর্ব্বতীর্থের ফললাভ করিয়া থাকে। কোটি কোটি গোদান, কোটি কোটি অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, কোটি কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন, এই কোটি কোটি মহাদানে যে পুণ্য কথিত আছে, তাহা একমাত্র উল্লিখিত কর্ম্মানু-ষ্ঠানেই লব্ধ হইয়া থাকে। ধ্যান, দান, তপস্যা, জপ, শ্রাদ্ধ ও দেবপূজাদি যে কিছু সৎকার্য্য, তৎসমুদয়ই সিন্ধুতীরে অনুষ্ঠিত হইলে কোটি কোটি গুণ অধিক ফলপ্রদ হয়। সমুদয় ধার্ম্মিকগণই মনে করিয়া থাকেন, আমাদিগের বংশে এমন ধার্ম্মিক পুরুষ কি কেহ সিন্ধুস্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণ উদ্দেশে সতিলোদক দান করিবে। ১৫২।১৫৫

মুনিগণ! অধিক কি কহিব, সিন্ধুতে স্নান করিতে উদ্যত হইলেই তাহার সমুদয় পাপ-রাশি ক্রন্দন করিতে থাকে এবং অখিল অম-ঙ্গল পলায়ন করে। অন্যতীর্থে অনুষ্ঠিত পাতক সিন্ধুতীরে আগমনমাত্রেই বিনষ্ট হয় এবং সিন্ধুতীরে যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সিন্ধুস্নানেই বিলুপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি

সিন্ধুস্নানে ব্রতং নিত্যং দৃষ্ট্বৈব যমকিঙ্করাঃ।
দিশো দশ পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ॥
যমোঽপি ভীতস্তং দৃষ্ট্বা প্রণিপত্য প্রপূজ্য চ।
ন শক্নোতি তথা স্থাতুং তস্যাগ্রে পুণ্যকর্ম্মণঃ॥ ১৫
বাঞ্ছন্তি দেবতা নিত্যং মানুষ্যং প্রাপ্নুয়ামহে।
সম্যক্‌শ্রদ্ধারতা ভূত্বা সিন্ধুস্নানং লভেমহি॥১৬০
মেরুমন্দরমাত্রোঽপি রাশিঃ পাপস্য কর্ম্মণঃ
সিন্ধুস্নানেন দগ্ধঃ স্যাৎ তৃণরাশিরিবানলাৎ॥১৬১
অপ্সু নারায়ণং দেবং স্নানকালে স্মরেৎ সদা।
সাক্ষাদ্বিষ্ণুস্বরূপে তু সিন্ধৌ চৈব বিশেষতঃ॥১৬২
ব্রহ্মঘ্নো বা সুরাপো বা গোঘ্নো বা পঞ্চপাতকী।
সর্ব্বে তে নিষ্কৃতিং যান্তি সিন্ধুস্নানান্ন সংশয়ঃ॥১৬৩
কপিলাকোটিদানাত্তু সিন্ধুস্নানং বিশিষ্যতে।
সকৃৎ সিন্ধ্ববগাহেন কুলকোটিঃ সমুদ্ধরেৎ॥ ১৬৪
সর্ব্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বেষায়তনেষু চ।
তৎফলং লভতে সর্ব্বং সিন্ধুস্নানান্ন সংশয়ঃ॥১৬৫
য ইচ্ছেৎ সফলং জন্ম জীবিতং শ্রুতমেব বা।
স পিতৄংস্তর্পয়েৎ সিন্ধুমভিগম্য সুরাংস্তথা॥ ১৬৬
সুলভাশ্চতুরো বেদাঃ সষড়ঙ্গপদক্রমাঃ।
সুলভানি কুরুক্ষেত্রে দানানি বিবিধানি চ॥ ১৬৭
চান্দ্রায়ণাদিকৃচ্ছ্রাণি তপাংসি সুলভান্যপি।
অগ্নিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞাঃ সুলভা বহুদক্ষিণাঃ।
সিন্ধুতোয়ৈশ্চ সতিলৈর্দুর্লভং পিতৃতর্পণম্‌॥১৬৮
মাসং তর্পণমাত্রেণ পিণ্ডানাং পাতনেন চ।
সিন্ধৌ চ পিতরঃ সর্ব্বে বিমানাঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ॥১৬৯
সিন্ধুতর্পণসন্তুষ্টাঃ শ্রাদ্ধপিণ্ডসুতর্পিতাঃ।
আরুহ্য সহসা যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্‌॥ ১৭০
আদ্যন্তয়োর্জগন্নাথং পূজয়িত্বা যথাবিধি।
তীর্থরাজে কৃতস্নানো নরঃ স্যান্মুক্তিভাজনম্‌॥১৭১

প্রতিদিন সিন্ধুস্নান করে, যম-কিঙ্করগণ তাহাকে দেখিয়াই সিংহদর্শনে মৃগযূথের ন্যায় দশ দিকে পলায়ন করিতে থাকে। ১৫৬—১৫৮

অধিক কি, তাহাকে দেখিয়া স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যমও ভীত হন, এবং সেই পুণ্যাত্মার সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া মনে মনে তাহাকে প্রণিপাত ও পূজা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। সম্যক্‌ শ্রদ্ধা সহকারে সিন্ধু-স্নান করিব বলিয়া দেবগণও প্রতিনিয়ত মানব দেহ ধারণের বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। মেরু ও মন্দর পর্ব্বতপ্রমাণ পাপরাশি অনলে তৃণ-পুঞ্জের ন্যায় সিন্ধুস্নানে দগ্ধ হইয়া যায়। মহর্ষিগণ! স্নানকালে জলমাত্রেই দেবদেব নারায়ণকে স্মরণ করা সদাই কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ সিন্ধু জলে ত অবশ্যই করণীয়। ১৫৯—১৬২

ব্রহ্মঘ্ন, মদ্যপ, ও গোঘাতী প্রভৃতি পঞ্চবিধ সমুদয় মহাপতকই নিঃসন্দেহ সিন্ধুস্নান জন্য নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে। কোটি কোটি কপিলা ধেনুদান অপেক্ষা সিন্ধুস্নানের গৌরব সমধিক। সিন্ধু-সলিলে একবার মাত্র অবগাহন করিলেই কোটি কোটি কুল উদ্ধার করিতে পারে। সর্ব্ববিধ তীর্থে স্নান ও সর্ব্ববিধ পীঠ স্থানে গমন ও দর্শন জন্য মানব যে ফলপ্রাপ্ত হয়, একমাত্র সিন্ধু-স্নানেতেই তৎসমুদয় ফল লব্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার জন্ম,জীবন ও শাস্ত্রাধ্যয়নকে সফল করিতে ইচ্ছা করে, তাহার সিন্ধুতে অবগাহনান্তে দেবতা ও পিতৃগণ-উদ্দেশে তর্পণ করাই উচিত। ১৬৩—১৬৬

সষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন, কুরুক্ষেত্রে বিবিধ প্রকার দান, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত ও তপোনুষ্ঠান এবং বহুল দক্ষিণান্বিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞও বরং সুলভ, কিন্তু সতিল সিন্ধুজল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ অতীব দুর্লভ জানিবেন। একমাস সিন্ধুসলিল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ ও সিন্ধুসলিলে পিতৃগণ-উদ্দেশে পিণ্ডার্পণ করিলে পরিতৃপ্ত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জময় শরীর ধারণ করত সহসা বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। ১৬৭—১৭০

আদ্যন্তে জগন্নাথদেবের যথাবিধি পূজা ও তীর্থরাজ-সলিলে স্নান করিলে, মানব নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে। উল্লিখিত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠানের পর তীর্থসেবী পুরুষ

ততস্তীর্থবিসর্গঞ্চ কৃত্বা শুদ্ধমনাঃ পুমান্।
রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ নত্বা রূপং বিচিন্তয়েৎ ১৭২

ইতি উৎকলখণ্ডে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩০॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

কৃতকৃত্যং তদাত্মানং মন্যমানস্ততো ব্রজেৎ।
অশ্বমেধাঙ্গসম্ভূতমিন্দ্রদ্যুম্নসরঃ প্রতি॥ ১
যস্য তীরে নিবসতি নরসিংহাকৃতির্হরিঃ।
নরসিংহমনুজ্ঞাপ্য তত্র স্নায়াদ্‌যথাবিধি॥ ২
নরসিংহ নমস্তুভ্যং যস্য তে ক্ষেত্র উত্তমে।
সহস্রং বাজিমেধস্য ক্রেতোশ্চক্রে নৃপোত্তমঃ॥ ৩
ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রাসাদাৎ তু তস্য ক্রত্বঙ্গসম্ভবে।
সরসি স্নাতুমায়াতো মামনুজ্ঞাপয় প্রভো॥৪

পবিত্র হৃদয়ে তীর্থ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহাদিগের রূপ চিন্তা করিতে থাকিবে। ১৭২

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

জৈমিনি বলিলেন, অনন্তর আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিয়া যাহার তীরে নৃসিংহাকৃতি ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন, ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধসমুদ্ভূত সেই সরোবর উদ্দেশে তথাহইতে প্রস্থান করিবে এবং তথায় যাইয়া নৃসিংহদেবের নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তথায় যথাবিধি স্নান করিবে। তাঁহার নিকটে এইরূপে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে,—হে নরসিংহ! আপনাকে নমস্কার, আপনার উত্তম পবিত্র ক্ষেত্রে নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রসাদে তদীয় যজ্ঞাঙ্গসম্ভূত সরোবরে স্নান করিবার জন্য আমি আসিয়াছি, অতএব হে প্রভো! আমার স্নানের অনুমতি দিন। ১—৪

ততস্তীর্থতটং গত্বা কৃতশৌচাচমক্রিয়ঃ।
প্রার্থয়েদঞ্জলিং কৃত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ৫
অশ্বমেধাঙ্গগোকোটিক্ষুরক্ষুণ্ণমহীতল।
তন্মূত্রফেনদানান্তঃপূরিতাখিলপাবন॥ ৬
স্নাতুং ত্বাগতঃ পুণ্যে সর্ব্বতীর্থময়ে জলে।
পূর্ব্বজন্মসহস্রোত্থং পাপং স্নানাদ্বিমোচয়॥৭
অন্তঃপ্রবিশ্য চ ততো বারুণৈঃ পঞ্চভির্দ্বিজাঃ
স্নায়াদন্তর্জলে জপ্যাৎ ত্রিরাবৃত্তাঘমর্ষণম্॥ ৮
অশ্বমেধাঙ্গসম্ভূত তীর্থ সর্ব্বাঘনাশন।
জন্মকোটিকৃতং পাপং ত্বয়ি স্নানাদ্বিনশ্যতু॥ ৯
ইমং মন্ত্রং ত্রিরুচ্চার্য্য ত্রিঃস্নায়াত্তজ্জলে দ্বিজাঃ।
সংস্মরেদ্বিষ্ণুগায়ত্র্যা নরসিংহাকৃতিং হরিম্॥ ১০

অনন্তর সরোবরতটে গমনপূর্ব্বক আচমনাদি শৌচক্রিয়া সমাধানান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করত প্রার্থনা করিবে, হে সরোবর! ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধাঙ্গ কোটি গোসমূহের ক্ষুরাঘাত জন্য মহীতল বিদীর্ণ হওয়ায় আপনার উৎপত্তি হইয়াছে এবং সেই গোগণের মূত্রফেন দান জন্যই আপনার খাত জলপূর্ণ হওয়ায় আপনি সকলের পবিত্রতাকর হইয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার সর্ব্বতীর্থময় পবিত্র জলে স্নান করিবার জন্য আগমন করিয়াছি; অতএব আপনি আমার ভবদীয় সলিলে স্নানহেতু সহস্র সহস্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিদূরিত করিয়া দিন। ৫—৭

হে দ্বিজগণ! অনন্তর জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চবারুণ মন্ত্র পাঠ করতঃ স্নান করিবে এবং জলমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়াই বারত্রয় অঘমর্ষণ সূক্ত পাঠ করিতে হইবে। ৮

দ্বিজগণ! তৎপরে ‘হে অশ্বমেধাঙ্গসম্ভূত! হে সর্ব্বপাপবিনাশ! ভবদীয় জলে স্নান হেতু আমার যেন কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত পাতক বিনষ্ট হয়। বারত্রয় এই মন্ত্র পাঠ করত সেই সরোবরজলে বারত্রয় অবগাহন করিবে এবং বিষ্ণুগায়ত্রী জপ করত নরসিংহাকৃতি ভগবান্ হরিকে স্মরণ করিবে। ৯।১০

আপো নারা ইতি প্রোক্তা যস্মাত্তা নরসূনবঃ।
অয়নং প্রথমকাস্ত তস্মাদপ্সু হরিং স্মরেৎ ॥১১
দেবান্ ঋষীন্ পিতৃংশ্চৈব তর্পয়েত্বিধিবন্নরঃ।
নরসিংহং ততো গচ্ছেৎ পশ্চিমাভিমুখং স্থিতম্
সিদ্ধং শম্ভুং কৃত্রিমং বা পশ্চিমাভিমুখং হরিম্।
দৃষ্ট্বা বিমুচ্যতে পাপৈর্জন্মকোটিসমুদ্ভবৈঃ ॥ ১৩
তমাথর্ব্বণমন্ত্রেণ যজেচ্চ নরকেশরিম্।
নারদেন পুরা হ্যেষ মন্ত্ররাজঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ১৪
ইন্দ্রদ্যুম্নেন তেনৈব চিরাদেষ উপাস্থিতঃ।
নরসিংহাকৃতৌ নাম্নৌ মন্ত্রস্তৎসদৃশো দ্বিজাঃ ১৫
যস্যোচ্চারণমাত্রেণ তুষ্টো ভবতি কেশরী।
অনেন দারুবর্ষ্মাপি ব্রহ্মণা সংপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৬
পূর্ব্বোক্তৈরুপচারৈস্ত পূজয়েন্নরকেশরিম্।
জবাপ্রসূনৈররুণৈরন্যৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ ॥ ১৭
চন্দনাগুরুকর্পূরৈর্বিলেপয়েন্নরকেশরিম্ ॥ ১৮
পায়সং সিতয়া যুক্তং সৌরভেয়েণ সর্পিষা
কর্পূরখণ্ডসংযুক্তান্ মোদকান্ ঘৃতপাচিতান্ ॥১৯
সংযাবান্ ঘৃতপূপাংশ্চ ফলং নানাবিধং তথা।
শর্করাদধিসংযুক্তং শাল্যন্নং বিনিবেদয়েৎ ॥ ২০
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা নমস্কৃত্বা সংপূজ্য নরকেশরিম্।
স্বান্ স্বানভীষ্টানাপ্নোতি নরো বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥
দেবত্বমমরেশত্বং গন্ধর্ব্বত্বং ততো দ্বিজাঃ।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ সার্ব্বভৌমত্বমেব বা।
যদ্যৎ কাময়তে চিত্তে তত্তদাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ২২
পঞ্চতীর্থবিধানং বঃ কথিতং পূর্ব্বতো দ্বিজাঃ।
দিনানি পঞ্চ কৃত্বৈতৎ পঞ্চভূতময়ে পুনঃ।
ন দেহে প্রবিশেন্মর্ত্ত্যো ব্রতী বিষ্ণুপরায়ণঃ ॥ ২৩

জল, নরের—অর্থাৎ নরনামক পরমাত্মার পুত্রস্বরূপ বলিয়া বিদ্বদ্গণ জলকে "নার" বলিয়া থাকেন এবং উহা তাঁহার প্রথম অয়ন-অর্থাৎ বাসস্থান বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ বলেন; এজন্য জলমধ্যে ভগবান্ হরিকে স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। মানব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেই সরোবরে স্নান করিয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ-উদ্দেশে তর্পণ করিবে। অনন্তর পশ্চিমাভিমুখে অবস্থিত নৃসিংহ দেবকে দর্শনার্থ তৎসন্নিধানে গমন করিবে এবং তত্রত্য স্বতঃ-সিদ্ধ বা কৃত্রিম শম্ভু ও সেই পশ্চিমাভিমুখ ভগবান্ হরিকে দর্শন করিলে মানব কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১১—১৩

অনন্তর আথর্ব্বণ-মন্ত্রে নৃসিংহদেবের অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ঐ মন্ত্র-রাজকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। দ্বিজগণ! নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্নও বহুকাল ঐমন্ত্রে ভগবান্ নৃসিংহদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ নৃসিংহদেবের উপাসনায় ঐ মন্ত্রতুল্য অপর কোন মন্ত্রই প্রশস্ত নহে। উহার উচ্চারণ মাত্রেই নৃসিংহদেব তুষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবান্ ব্রহ্মাও ঐ মন্ত্র দ্বারা জগন্নাথ দেবের দারুময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত উপচার সকল এবং অরুণবর্ণ জবা ও অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পসমূহ দ্বারা নৃসিংহদেবের পূজা করা কর্ত্তব্য। ১৪—১৭

কর্পূরচূর্ণ মিশ্রিত পিষ্ট চন্দন ও অগুরু দ্বারা নৃসিংহদেবের সর্ব্বাঙ্গ বিলেপনপূর্ব্বক গব্যঘৃত ও শর্করা মিশ্রিত পায়স, কর্পূরখণ্ড সংযুক্ত ঘৃতপক্ক মোদক, সংযাব, ঘৃতপিষ্টক, নানাবিধ ফল, এবং শর্করা ও দধি সংযুক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন নিবেদন করিবে। সেই নৃসিংহদেবকে দর্শন, স্পর্শন ও নমস্কার করিলে সমুদয় মানবই যে স্ব স্ব সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিতে পারে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হে দ্বিজগণ! অধিক কি কহিব, দেবত্ব, দেবাধিপত্য, গন্ধর্ব্বত্ব, ঈশিত্ব, বশিত্ব বা সার্ব্বভৌমত্ব প্রভৃতি যাহাই চিত্তাভিলষিত থাকে, তৎসমস্তই নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮—২২

দ্বিজগণ! এই ত আমি পূর্ব্ব হইতে আপনাদিগের নিকট পঞ্চতীর্থের বিধান বলিলাম। পাঁচ দিনে ঐ পঞ্চ তীর্থ করিতে হয়। বিষ্ণুভক্ত মানব যথাবিধি নিয়মাবলম্বন করত ঐ পঞ্চতীর্থ করিলে তাহাকে আর পঞ্চভূতময় দেহে প্রবেশ করিতে হয় না। হে দ্বিজোত্তম

পৌর্ণমাস্যাং প্রত্যুষসি তীর্থরাজজলে পুনঃ।
পূর্ব্বোক্তবিধিনা স্নাত্বা শুদ্ধাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
একভক্তব্রতেনৈব বর্ত্ততে প্রীতয়ে হরেঃ।
যাবৎ পঞ্চদিনানি স্যুস্তাবৎকালং দ্বিজোত্তমাঃ॥
ততঃ প্রবিশ্য প্রাসাদং মঞ্চস্থং পুরুষোত্তমম্।
রামং সুভদ্রাং দৃষ্ট্বা চ মুচ্যতে পাপকঞ্চুকৈঃ॥২৬
সর্ব্বতীর্থময়াৎ কূপাদুদ্ধৃতেন সুগন্ধিনা।
বারিণা স্নাপ্যমানস্ত যো জ্যেষ্ঠ্যাং পশ্যতে হরিম্।
ন তস্য পাপসম্বন্ধ আত্মনি প্রভবিষ্যতি॥ ২৭
যাত্রাকর্ম্মবিধিং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং মুনয়ঃ পরম্॥২৮
চতুর্দ্দশ্যাং দৃঢ়ং মঞ্চং কারয়িত্বা সুশোভনম্।
তৃণকাষ্ঠময়ং লিপ্তং সুধয়া বহুলং শুভম্॥ ২৯
অথবা দার্বদং কুর্য্যাৎ চিরং স্থায়ি দ্বিজোত্তমাঃ।
স্নানার্থং দেবদেবস্য বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ॥৩০
নানাদ্রুমগণাকীর্ণং দক্ষিণানীলশীতলম্।
উচ্চদেশং সিন্ধুকল্লোল-সান্দ্রলোপরিসংস্কৃতম্॥ ৩১
সমুচ্ছ্রিতমহামূল্যবিতানবরশোভিতম্।
বিততাচ্ছাদনং কুর্য্যাৎ দেবানাং দর্শনায় বৈ॥৩২
আয়ান্তি ব্রাহ্মণা সার্দ্ধং স্নাপনায় জগৎপতেঃ॥
স্বর্গাঙ্গান্তঃ সমাদায় পারিজাতসুবাসিতম্॥৩৩
ব্রহ্মর্ষয়শ্চ ত্রিদশা ব্রহ্মণা সহিতা বিভুম্।
মঞ্চস্থং প্লাবয়ন্তীহ বচনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৩৪
জয়শব্দৈশ্চ স্তুতিভির্বন্দ্যোঽয়ং ত্রিদিবৌকসাম্।
তস্মান্মঞ্চস্য কর্ত্তব্যো মণ্ডিতো মাল্যচামরৈঃ॥৩৫
নানামণিসমাযুক্তং দুকূলকৃততোরণম্।
সুগন্ধিধূপসুরভি-চন্দনাক্তঃসমুক্ষিতম্॥ ৩৬
এবং মঞ্চং প্রতিষ্ঠাপ্য তস্য দক্ষিণতো দ্বিজাঃ॥৩৭
কূপাদ্বারি সমুদ্ধৃত্য কলসান্ স্বর্ণনির্ম্মিতান্।

গণ! পূর্ণিমাতে অতি প্রাতঃকালে তীর্থরাজ-জলে পূর্ব্বোক্ত বিধান-অনুসারে স্নান করিয়া যাবৎ পঞ্চ দিবস পূর্ণ না হয়, তাবৎকাল ভগবান্ হরির প্রীত্যর্থে জিতেন্দ্রিয় ও শুদ্ধাহারী হইয়া একভক্ত করিয়া থাকিবে। ২৩—২৫

তৎপরে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক মঞ্চস্থ পুরুষোত্তম, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীকে দর্শন করিলে মানব পাপকঞ্চুক হইতে মুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে সর্ব্ব তীর্থময় কূপ হইতে উদ্ধৃত সুগন্ধি সলিল দ্বারা ভগবান্‌কে স্নান করাইতে দর্শন করে, তাহার দেহে আর কোন প্রকার পাপসম্বন্ধ থাকে না। মুনিগণ! এক্ষণে যাত্রাকর্ম্মবিধি বলি শুনুন, উহা বহুল কার্য্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট জানিবেন। দ্বিজোত্তমগণ! দেবদেব ভগবানের স্নানার্থ চতুর্দ্দশী দিনে তৃণকাষ্ঠময় অথবা দারুময় সুশোভন এক মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চূর্ণ লেপন প্রদান করিবে এবং তাহা যাহাতে বহুকালস্থায়ী হয়, তাহা করিতে হইবে, ঐ কার্য্যে কদাচ বিত্তশাঠ্য করা উচিত নহে। ২৬—৩০

অপিচ দেবগণ তথায় অবস্থানপূর্ব্বক যাহাতে ভগবানের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত সেই স্থান, চন্দ্রাতপশোভিত সুবিস্তৃত মহামূল্য আবরণ-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে এবং ঐ আচ্ছাদন যেন অতি উচ্চ-দেশে সংস্থাপিত করা হয়। যে স্থানে সিন্ধুর কল্লোলমালা নৃত্য করিয়া থাকে, যাহা নব নব তৃণরাজি দ্বারা হরিত বর্ণে রঞ্জিত, দক্ষিণা-নিল সংস্পর্শে সুশীতল এবং বিবিধ তরুরাজি দ্বারা বিরাজিত সুপরিস্কৃত তাদৃশ স্থানেই স্নানপীঠ রচনা করা কর্ত্তব্য। সমুদয় ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ, জগৎপতি জগন্নাথ দেবকে স্নান করাইবার নিমিত্ত পারিজাতসুবাসিত সুর-তরঙ্গিণীর পবিত্র সলিল লইয়া ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত তথায় আগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মার আদে-শানুসারে মঞ্চস্থ ভগবানকে স্নান ও জয়শব্দ পূর্ণ বিবিধ স্তুতিবাদ দ্বারা বন্দনা করিয়া থাকেন। ৩১—৩৫

এজন্য ভগবানের স্নানমঞ্চ নানাবিধ মণি মুক্তা, মাল্য, চামর, পতাকা ও তোরণ দ্বারা বিমণ্ডিত, চন্দনমিশ্রিত সুগন্ধ ও সুশীতল জলদ্বারা সংসিক্ত এবং সুগন্ধি ধূপ দ্বারা সুরভী কৃত করিবে। দ্বিজগণ! এইরূপ স্নানমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহার দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তি কূপ হইতে [illegible] জল উত্তোলনপূর্ব্বক সেই জ

শালায়াং শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা ত্বধিবাসয়েৎ ॥ ৩৮
সুবাসিতং জলং তেষু পাবমান্যা প্রপূরয়েৎ।
চতুর্দ্দশীনিশামধ্যে কর্ম্মৈতৎসমুদাহৃতম্॥
শনৈঃ শনৈস্ততো নিয়ুর্হরিং হলিপুরঃসরম্ ॥৩৯
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা রাজ্ঞা সম্মানিতাদৃতাঃ।
চামরৈস্তালবৃন্তৈশ্চ বীজ্যমানং নিরন্তরম্ ॥ ৪০
পুরাকৃতাঙ্গলেপং তং বিক্ষোরস্নান্নহাপয়েৎ ॥ ৪১
যথা সুগন্ধিলেপেন সুপুষ্টাঙ্গো দিনে দিনে।
তথা প্রযত্নতঃ কার্য্যঃ কৃশাঙ্গো নহি পুষ্টিকৃৎ।
নয়েয়ুরপ্রমাদ্যন্তো ভগবন্তং মুদান্বিতাঃ ॥ ৪২
প্রমাদতো যদি ভবেৎ পতনং সুরবৈরিণঃ।
বলস্য বা সুভদ্রায়া রাজ্ঞো রাজ্যস্য ভীতিকৃৎ ॥৪৩
অপি পাতয়তাং হানিঃ সন্ততির্বহুদুঃখিতাঃ।
নরকে নিয়তং বাসো ভবেত্তেষাং দুরাত্মনাম্ ॥৪৪

সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত করত পাবমানী মন্ত্র পাঠ দ্বারা স্বর্ণনির্ম্মিত কলসসমূহ পূর্ণ করিয়া রাখিবে এবং মন্দিরাভ্যন্তরে শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানানুসারে ভগবানের অধিবাস করিবে। উক্ত কার্য্য সকল চতুর্দ্দশীর রাত্রিমধ্যেই কর্ত্তব্য। অনন্তর হলিধানপুরঃসর অব্যগ্রভাবে ভগবানকে স্নানমঞ্চে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। ৩৮—৩৯

রাজার নিকট সম্মান ও সমাদর প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ঐ সময়ে চামর ও তালবৃন্ত দ্বারা নিরন্তর ভগবানকে বীজন করিতে থাকিবে। ভগবানের অঙ্গ হইতে পূর্ব্বকৃত অঙ্গলেপন অপসারণ করা উচিত নহে, যাহাতে তিনি সুগন্ধিলেপন-দ্রব্যে দিন দিন পরিতুষ্ট হন, যত্নাতিশয় সহকারে বরং তাহাই কর্ত্তব্য, কারণ কৃশাঙ্গ দেবমূর্ত্তি কল্যাণকর নহে। অতি সাবধানে সানন্দে ভগবানকে লইয়া যাইবে, কারণ, বাহকের প্রমাদ বশতঃ যদি ভগবান্ মুরারি, বলদেব বা সুভদ্রা দেবী পতিত হন, তাহা হইলে রাজা ও রাজ্যের অমঙ্গল ঘটে এবং যাহাদিগের হস্ত হইতে পতিত হন, তাহাদিগের অতি অকুশল ও তাহাদিগের বংশপরম্পরা বহু দুঃখভাগী হইয়া

বিমুহ্যন্তশ্চিরাদ্দারুময়ীয়ং প্রতিমা কথম্।
তিষ্ঠেদেবিশ্বসন্তো যে ভগবদ্দ্রোহিণস্তু তে।
নরকং প্রতিপদ্যন্তে সর্ব্বধর্ম্মবহিস্কৃতাঃ ॥ ৪৫
মূঢ়ানাং নাস্তিকানান্তু কৃতঘ্নানাং দুরাত্মনাম্।
ধর্ম্মকৃত্যে প্রজায়ন্তে অবিশ্বাসস্য যুক্তয়ঃ ॥ ৪৬
অদৃষ্টং যস্য যাবদ্ধি স তু তেন বিনির্ম্মিতঃ।
তদন্তে তস্য ক্ষীয়ন্তে প্রাসাদপ্রতিমাদয়ঃ ॥ ৪৭
ন চায়ং নির্ম্মিতঃ কেন ক্রমঃ স্বেনৈব নির্ম্মিতঃ।
বরং দদাতি যন্নূনং ন চাসৌ প্রতিমা মতা ॥৪৮
নির্ম্মিতায়াং প্রতিকৃতৌ যুগমন্বন্তরাদিষু।
ব্যতীতেষ্বপি বর্ত্তন্তে জনানাঞ্চ সুপর্ব্বণাম্।
ভক্তয়স্তাদৃশা বিপ্রাঃ সর্ব্বেষাং পৃথিবীক্ষিতাম্ ৪৯

থাকে। অধিকন্তু সেই দুরাত্মাদিগের নরকে বাস হয়। যাহারা মোহাভিভূত হইয়া ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস করত মনোমধ্যে বিবেচনা করিবে যে, দারুময়ী প্রতিমা আর কত কালই বা থাকিবে, সেই সকল ব্যক্তিগণ ভগবদ্দ্রোহী এবং সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত, তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে। যাহারা নিতান্ত মূঢ়, নাস্তিক, কৃতঘ্ন ও দুরাত্মা, তাহাদিগেরই অন্তরে ধর্ম্মকার্য্য বিষয়ে যাহাতে অবিশ্বাস জন্মিতে পারে, তাদৃশ যুক্তি সকল উদ্ভূত হয়। যাহার যেরূপ অদৃষ্ট, সে সেই অদৃষ্টানুসারেই সৃষ্ট হয়, এবং সেই অদৃষ্ট ক্ষয় হইলেই তাহার প্রতিমাদি বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ ঐ দারুময় দেবকে কেহই নির্ম্মাণ করে নাই, তিনি আপনার দ্বারাই আপনি নির্ম্মিত হইয়াছেন। তাহার প্রমাণ দেখুন, যে মূর্ত্তি ভক্তকে বরদান করেন, তাহা কদাচ প্রতিমা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বিপ্রগণ! আর এক কারণ দেখুন, কত কত যুগমন্বন্তরাদি গত হইল, কিন্তু অখিল দেবগণ ও মর্ত্ত্যবাসী সমুদয় জনগণের অদ্যাপি তাদৃশ ভক্তি সমভাবেই রহিয়াছে, যদি বাস্তবিকই উহা কাহারও দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে নির্ম্মিত প্রতিমাতে কখনই চিরদিন সমান ভক্তির সম্ভব ছিল না। ৪৫—৪৯

স্বারোচিষেঽন্তরে চৈব আবির্ভূতঃ কৃপানিধিঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে সপ্তবিংশে চৈব চতুর্যুগে ॥ ৫০
দ্বাপরান্তে সমায়াতৌ যদা কৃষ্ণার্জ্জুনাবুভৌ
ত্রিদিনানি স্থিতাবত্র ব্রতস্থৌ মধুসূদনম্ ॥ ৫১
ভক্ত্যা পূজয়তাং স্তুত্বা যযতুর্দ্বারকাং পুনঃ।
ন হ্যস্য তত্ত্বং জানন্তি মানুষীং তনুমাশ্রিতাঃ ॥৫২
অবতারাঃ প্রবর্ত্তন্তে বিষ্ণোরস্য যুগে যুগে।
ব্রহ্মস্থাপনয়া বিপ্রা লীয়ন্তে স্বপদে পুনঃ ॥৫৩
পূর্ব্বঞ্চ ব্রহ্মণা প্রোক্তঃ স চানেন প্রতিষ্ঠিতঃ।
স্থাতা পরার্দ্ধপর্য্যন্তং ভগবান্ দারুরূপধৃক্ ॥ ৫৪
সদায়ং বরদো বিষ্ণুঃ শুদ্ধসত্ত্বেন ভাবিতঃ।
যস্য যাবাংশ্চ বিশ্বাসস্তস্য সিদ্ধিস্তু তাদৃশী ॥৫৫
অপ্রমাদী কৃতাশ্বাসো ভক্তো দৃঢ়মতিঃ পুমান্।
যত্নানুরূপং লভতে ফলমস্মাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৫৬
পুরা বঃ কথিতং সর্ব্বমম্বরীষবিমোচনম্ ॥ ৫৭
ততস্তস্মিন্ জগন্নাথে পরমাত্মস্বরূপিণি।
বিধায় চ দৃঢ়াং ভক্তিং বসধ্বং পুরুষোত্তমে ॥৫৮
অতোঽয়ং ভক্তিতো নেয়ঃ শ্রীকৃষ্ণো মঞ্চমুত্তমম্।
সুভদ্রাবলভদ্রৌ চ রাজবৎ পরিচর্য্য বৈ ॥ ৫৯
উত্তোলিতেষু ছত্রেষু চামরৈর্বীজিতেষু চ।
কালাগুরুসুধূপাঢ্য দিক্ষু গম্ভীরনাদিষু ॥ ৬০
নানাবিধেষু বাদ্যেষু শুষিরে পরিপূরিতে।
তৌর্য্যত্রিকে সাধুবৃত্তে দীপিকাশ্রেণীরাজিতে ॥৬১
অন্ধকারেঽথ সর্ব্বেষাং বর্দ্ধমানে মহোৎসবে।
আচ্ছন্নে শ্রীপতেরঙ্গে প্রমাদপরিশঙ্কয়া ॥ ৬২

উহার মহিমা যে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই সমভাবে আছে, তাহার প্রমাণ দেখুন, স্বরোচিষ মনুর অধিকার সময়ে কৃপানিধি জগন্নাথদেব আবির্ভূত হন, তৎপরে বৈবস্বত মনুর সপ্তবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে যে সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণার্জ্জুন পুরুষোত্তমে গমন করেন, তখন তাঁহারা যথোক্ত ব্রতাবলম্বন করত ঐ স্থানে দিনত্রয় অবস্থিত ছিলেন এবং পরম ভক্তি-সহকারে মধুসূদনকে যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্তব পাঠ করিয়া পুনরায় দ্বারকায় প্রতিগমন করেন। হায়! আধুনিক সামান্য মানবগণ কি না আজ, সেই ভগবানেরও প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিতেছে না। বিপ্রগণ! বেদরক্ষার্থ যুগে যুগেই সেই ভগবান্ বিষ্ণুর নানা অবতার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া পুনর্ব্বার স্বপদে লীন হইয়া থাকেন। ৫০—৫৩

অতি পূর্ব্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ দারুরূপধারী ভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তাহারই প্রার্থনানুসারে ভগবান্ পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন। সত্ত্ব-গুণময় বিশুদ্ধচিত্তে সদা সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে ভাবনা করিলে, অবশ্যই তিনি অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া থাকেন। ফলে যাহার যেরূপ বিশ্বাস, তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হয়। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত, প্রমাদশূন্য, স্থিরচিত্ত ও অটল বিশ্বাসযুক্ত, সে নিশ্চয়ই ঐ জগন্নাথ দেবের নিকট হইতে ইচ্ছানুরূপ ফল লাভ করিতে পারে। মুনিগণ! পূর্ব্বে আমি ত আপনাদিগের নিকট এই বিষয়ে অম্বরীষের সংসার-মোচন-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছি। ৫৪—৫৭

অতএব হে দ্বিজগণ! আপনারা সেই পরমাত্মরূপী জগন্নাথ দেবের প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করুন। এই জন্যই বলিয়াছেন, পরম ভক্তি সহকারে সযত্নে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথ দেব, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীকে রাজবৎ পরিচর্য্যা করত স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবে। ৫৮—৫৯

ভগবানের স্নানমঞ্চ গমনকালে যখন ছত্র-নিচয় উত্তোলিত, কালাগুরুগন্ধে দিঙমণ্ডল আমোদিত, নানাবিধ গম্ভীর বাদ্যধ্বনিতে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যবিবর পরিপূরিত এবং দীপাবলীর আলোকে অন্ধকার বিদূরিত হয়; যখন ভগবানের চতুর্দ্দিকে চামর ব্যজন ও সুন্দররূপ নৃত্য-গীতাদি হইতে থাকে; সেই সময়ে সকলেরই মানসিক মহোৎসব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং অনবধানতা প্রযুক্ত পাছে কোন প্রকার দোষ ঘটে, এই বিবেচনায় সুন্দর পট্ট বস্ত্রাদি দ্বারা শ্রীপতির সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে দূরবর্ত্তী স্নানমঞ্চে লইয়া যাইতে হয়।

পট্টপট্টতুকূলাদৈর্নীয়মানে সুদূরতঃ।
গন্ধর্ব্বনাদদোত্তানীকৃতাস্যে জগতাং গুরৌ ॥ ৬৩
আবর্ত্তিদৃষ্টয়ো দেবাঃ দিবারোহণশঙ্কিনঃ।
জয়স্ব রামকৃষ্ণেতি জয় কৃষ্ণেতি চোদিতে ॥ ৬৪
এবং সলীলং ভগবজ্জন্ম জ্যেষ্ঠাভিষেচনম্।
নীয়তে মঞ্চদেশন্তু নিশীথে ব্রাহ্মণাদিভিঃ ॥৬৫
অহংপূর্ব্বিকয়া শব্দো দেবানাং শ্রূয়তে দিবি।
দেবদুন্দুভয়শ্চৈব জয়শব্দবিমিশ্রিতাঃ ॥ ৬৬
ততোমঞ্চস্থিতং ব্রহ্মরূপং প্রত্যর্চ্চয়া সহ।
আচ্ছাদ্য সর্ব্বাণ্যঙ্গানি মুখবর্জ্জং সুচেলকৈঃ ॥৬৭
বিনানিবেদ্যং সংপূজ্য উপচারৈঃ পুরোদিতৈঃ।
অধিবাসিতকুম্ভৈশ্চ শান্তিঘোষপুরঃসরম্ ॥ ৬৮
সমুদ্রজ্যেষ্ঠামন্ত্রেণ স্নাপয়েৎ সুরপুঙ্গবান্।
পশ্যতামভিষেক্তৄণাং কৃতকৃত্যত্বহেতবে ॥৬৯

তৎকালে অখিলজগৎপূজনীয় জগন্নাথদেবকে দূরগমন নিমিত্ত উত্তানাস্য করিয়া লইয়া যাইতে হয় বলিয়া স্বর্গস্থিত দেবগণ মনে মনে এইরূপ আশঙ্কা করিতে থাকেন যে, "ভগবান্ বোধ হয় স্বর্গধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন" এবং এই বিবেচনাতেই তাঁহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া হে রাম! হে কৃষ্ণ! আপনাদিগের জয় হউক' এইরূপ বলিতে থাকেন। ৬০—৬৪

মুনিগণ! এই লীলা সহকারে ভগবানের জন্মজ্যৈষ্ঠীতে অভিষেক হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যখন নিশীথকালে ভগবানকে স্নানমঞ্চে লইয়া যাইতে থাকে,তখন স্বর্গে দুন্দুভি[illegible] দেবগণের জয়ধ্বনিসহকৃত অহম্পূর্ব্বিকা[illegible] সহিত তুমুল কোলাহল শব্দ হইতে থাকে। মহর্ষিগণ! অনন্তর সেই ব্রহ্মরূপী প্রতিমা-জগন্নাথ দেবকে স্নানমঞ্চে স্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া নৈবেদ্য ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত অপর সমুদয় উপচার দ্বারা পূজাবসানে শান্তি পাঠ পুরঃসর সমুদ্রজ্যেষ্ঠাইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত অধিবাসিত কলসনিচয় লইয়া কি অভিষেক্তা, কি দর্শক সকলের কৃতার্থতা

স্নাপ্যমানঞ্চ পশ্যন্তি নরা যে ব্রতসংস্থিতাঃ
গর্ভোদকেন স্নাপনং ন তে পুনরবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৭০
জ্যেষ্ঠস্নানং ভগবতো যে পশ্যন্তিমুদান্বিতাঃ।
ন তে ভবাব্ধৌ মজ্জন্তি যাত্রয়োৎসুকমানসাঃ ॥৭১
বুদ্ধ্যাবুদ্ধিকৃতঃ পুংসামাদিতঃ পাপসঞ্চয়ঃ।
তৎক্ষণান্নাশময়াতি পশ্যতাং স্নপনং হরেঃ* ॥৭২
সর্ব্বসন্তাপশমনমশেষমলনাশনম্।
স্নপনং শ্রীপতের্জ্যৈষ্ঠ্যাং যদি ভক্ত্যা বিলোকিতম্
প্রায়শ্চিত্তনিমিত্তানি যানি পাপানি সন্তি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি ক্ষীয়ন্তে পশ্যতাং স্নপনং হরেঃ ॥৭৪
নাতঃ পরতরং কর্ম্ম হ্যনায়াসেন মোচনম্।
জ্যৈষ্ঠজন্মদিনে স্নানং হরের্যদবলোকিতম্ ।৭৫

নিমিত্ত সেই সুরবরত্রয়কে অভিষেক করিবে ৬৫—৬৯।

দ্বিজবৃন্দ! অধিক কি বলিব যে সকল মানব যথোক্ত ব্রতাবলম্বন করত স্নানকালে ভগবানকে নিরীক্ষণ করে, তাহাদিগকে আর কদাচ পুনরায় জননীর গর্ভোদকে স্নান করিতে হয় না, নিশ্চয় জানিবেন। স্নানযাত্রা দর্শনার্থ পরম আনন্দ ও ঔৎসুক্যপূর্ণহৃদয়ে ভগবানের জ্যেষ্ঠস্নান সন্দর্শন করিলে কখনই জীবগণ ভব-সাগরে নিমগ্ন হয় না। পুরুষগণ, বাল্যাবস্থা হইতে জ্ঞান বা অজ্ঞানপূর্ব্বক যে কিছু পাপ সঞ্চয় করে, ভগবান্ হরির স্নানযাত্রা দর্শনে তৎক্ষণাৎ তাহা তিরোহিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ সকলেই বিদিত আছেন যে, জৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে ভক্তিভাবে যদি ভগবান্ শ্রীপতির স্নানযাত্রা অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে সমুদয় সন্তাপ ও অশেষ পাপ প্রশমিত হইয়া থাকে। ৭০—৭৩

নিশ্চয় জানিবেন, প্রায়শ্চিত্তার্হ যত কিছু পাপ থাকে, হরির স্নানোৎসব দর্শনে তৎ-সমুদয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এ জন্য জ্যৈষ্ঠ জন্ম-দিনে হরির স্নানযাত্রা দর্শন অপেক্ষা অনা-য়াসে মোক্ষপ্রদ শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম আর কিছুই

* সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ব্রবীমি দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥ কচিৎ পুস্তকে ইত্যধিকপাঠো দৃশ্যতে॥

স্নানদানতপঃশ্রাদ্ধ জপযজ্ঞাদয়স্তু যে।
বিধয়ঃ কোটিগুণিতাঃ কোটিজন্মোপপাদিতাঃ।
স্নানদর্শনপুণ্যস্য হরেস্তে ন তুলাং গতাঃ॥ ৭৬
ভক্ত্যা যঃ স্নপনং বিষ্ণোরেকস্মিন্ বৎসরেঽপি বা
পশ্যন্ন শোচ্যতে বিপ্রা ইহ সংসারমোচনে॥ ৭৭
তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ পুণ্যৈঃ শ্রদ্ধাবিপুলদক্ষিণৈঃ।
মহাদানানি দত্তানি ভোজিতাঃ কোটিশো দ্বিজাঃ॥
শ্রাদ্ধানি গয়শীর্ষাদৌ কোটিশশ্চ কৃতানি বৈ।
পুণ্যকালেষু তীর্থাদৌ তপাংসি চরিতানি চ॥৭৯
অর্দ্ধোদয়াদিযোগেষু কোটিতীর্থেষু কোটিশঃ।
স্নাতানি তেন ভো বিপ্রা যঃ পশ্যেৎ স্নপনং হরেঃ
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ব্রবীমি দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
নাতঃ শ্রেয়স্করং কর্ম্ম শাস্ত্রদৃষ্টে পথি স্থিতম্॥৮১
মঞ্চস্থং স্নাপ্যমানং হি যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্।
স্নানাৎ শতগুণং পুণ্যং লভতে নৈব সংশয়ঃ।৮২
মঞ্চস্থিতং জগন্নাথং স্নানার্দ্রং যস্তু পশ্যতি।
সান্দ্রানন্দার্দ্রচিত্তোঽসৌ ন কিঞ্চিৎপাপমশ্নুতে৮৩
যদেব পুণ্যমুদিতং স্নানদর্শনকর্ম্মণি।
তত্তৎফলমবাপ্নোতি দৃষ্ট্বা মঞ্চস্থমচ্যুতং॥ ৮৪
এক এব জগন্নাথস্ত্রিধা তত্র স্থিতো দ্বিজাঃ।
একৈকস্যাপি স্নপন-দর্শনং ভুক্তিমুক্তিদম্॥৮৫
জয়স্ব রাম কৃষ্ণেতি জয় ভদ্রেতি যো বদেৎ।
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ নাথেত্যুচ্চারয়ন্ মুদা।
স্নানকালে স বৈ মুক্তিং প্রয়াতি দ্বিজসত্তমাঃ॥৮৬
অধিবাসাদিকং তত্র যৈঃ কৃতং স্নানকর্ম্মণি।
তেষাং শ্রদ্ধামুদাযুক্তঃ প্রদদ্যাদ্দক্ষিণাং পৃথক্॥৮৭

নাই। স্নান, দান, তপস্যা, শ্রাদ্ধ, জপ ও যজ্ঞাদি যাহা কিছু বিহিত কার্য্য আছে, তৎসমুদয় যদি কোটি কোটি জন্মে কোটি কোটি গুণে অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি কদাচ হরির স্নানযাত্রা দর্শন জন্য মহাপুণ্যের সদৃশ হইতে পারে না। হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে অভাব পক্ষে এক বৎসরও বিষ্ণুর স্নানক্রিয়া দর্শন করে, তাহাকে আর সংসার-মোচনার্থ শোক করিতে হয় না। ৭৪—৭৭

দ্বিজগণ! অধিক কি কহিব, যে ব্যক্তি, ভগবান্ হরির স্নান দর্শন করিতে পারে, তাহার ভূরি-দক্ষিণান্বিত শ্রদ্ধাপূর্ণ পবিত্র যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান, মহাদান, কোটি কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে কোটি কোটিবার পিণ্ডদান, পুণ্যকালে তীর্থাদিতে তপশ্চাচরণ, এবং অর্দ্ধোদয়াদি যোগে কোটি কোটি তীর্থে কোটি কোটি বার স্নান করা হয়, জানিবেন। ৭৮—৮০

হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! আমি আপনাদিগের নিকট ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, কোন শাস্ত্রই ভগবানের স্নান দর্শনাপেক্ষা শ্রেয়স্কর কর্ম্ম দৃষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি মঞ্চস্থ ভগবান্ পুরুষোত্তমের স্নান দর্শন করে সে যে, তীর্থাদি স্নান অপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য-ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই, নিশ্চয় জানিবেন। যে মানব স্নানার্দ্র মঞ্চস্থ জগন্নাথ দেবকে সন্দর্শন করিতে পায়, তাহার চিত্ত প্রগাঢ় আনন্দরসে আর্দ্র হইয়া থাকে এবং সে কোনরূপ পাপে লিপ্ত হয় না। ৮১—৮৩

মুনিগণ! আমি স্নানযাত্রা দর্শনে যে প্রকার পুণ্যের কথা বলিলাম, ভগবানকে কেবল মঞ্চস্থিত দর্শন করিলেও মানব তৎপুণ্য প্রাপ্ত হয়, জানিবেন। দ্বিজগণ! একমাত্র ভগবান্ জগন্নাথ হরিই, ত্রিধা-মূর্ত্তিতে নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন, এজন্য কি জগন্নাথদেব, কি বলদেব ও কি সুভদ্রাদেবী, এক মূর্ত্তির স্নান দর্শনেই মানবনিচয় ঐহিক যাবতীয় সুখভোগ ও পরিণামে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! যে ব্যক্তি স্নানকালে সানন্দে একবারও "হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! হে নাথ! হে রাম! হে সুভদ্রে! আপনাদিগের জয় হউক" এইরূপ বলে, সে নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ভগবানের উক্ত স্নানকার্য্যে যে সকল পুরোহিতগণ দ্বারা অধিবাসাদি সম্পাদন করা হয়, শ্রদ্ধা ও আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পৃথক্ রূপে দক্ষিণা দান করা উচিত। ৮৪—৮৭

ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মিষ্টান্নবস্ত্রালঙ্করণানি চ।
প্রদদ্যাচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো দীনানাথাংশ্চ তর্পয়েৎ ॥৮৮
যে দ্রষ্টুমাগতাঃ স্নানং জীবন্মুক্তাস্ত তে ধ্রুবম্।
তান্ যথাশক্তি বৈ রাজা মানয়েৎ প্রীতয়ে হরেঃ
স্নানাবশেষতোয়েন স্নায়াত্তদ্রাসনস্থিতঃ।
নারী বা পুরুষো বাপি তস্য পুণ্যং বদামি বঃ ॥৯০
ধন্যঃ স্যাচ্চিররোগার্ত্তো হ্যপমৃত্যুং জয়েদসৌ ॥৯১
অপুত্রা মৃতবৎসা বা বন্ধ্যা বাপি লভেৎ সুতম্।
সুভগঃ সর্ব্বলোকানাং নির্ধনো ধনবান্ ভবেৎ ॥৯২
গুর্ব্বিণী লভতে পুত্রং দীর্ঘায়ুর্গুণবত্তরম্।
গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থানাং স্নানজং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯৩
কুষ্ঠব্যাধিযুতো যো বৈ সর্ব্বাঙ্গং পরিলেপয়েৎ।

শ্রদ্ধাসহকারে উপস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকেও মিষ্টান্ন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দান করা এবং দরিদ্র ও অনাথদিগকে যথাসম্ভব মিষ্টান্নাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করা একান্ত কর্ত্তব্য, জানিবেন। যাহারা ভগবানের স্নানদর্শনার্থ তথায় গমন করে, তাহারা নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত হয়। এজন্য ভগবান্ হরির প্রীত্যর্থে তাহাদিগকে যথাশক্তি সম্মান প্রদর্শন করা রাজার উচিত। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে ব্যক্তি ভদ্রাসনস্থিত হইয়া ভগবানের স্নানাবশিষ্ট জলে স্নান করে, আপনাদিগের নিকট তাহার পুণ্যের বিষয় বলি, শুনুন। ৮৮—৯০

সে ব্যক্তি চিররোগী হইলেও আরোগ্যলাভ করত ধন্য হইবে এবং সে অপমৃত্যুকেও জয় করিবে, সন্দেহ নাই। অপুত্রা, মৃতবৎসা, বা বন্ধ্যা রমণীও তৎ-কার্য্যফলে পুত্র লাভ করিবে এবং নির্ধন ব্যক্তিও ধনবান্ ও সর্ব্বলোকের প্রিয় হইবে। ৯১—৯২

গর্ভবতী রমণী যদি স্নানাবশিষ্ট জলে স্নান করে, তাহা হইলে অবশ্যই সে দীর্ঘায়ুঃ ও গুণশালী পুত্রলাভ করিয়া থাকে এবং গঙ্গাদি সমুদয় তীর্থ-স্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। ৯৩

কুষ্ঠরোগীও যদি ভগবানের স্নানাবশিষ্ট জলে সর্ব্বাঙ্গসিক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে

নশ্যতে নাত্র সন্দেহো বাগ্মী স্যাচ্ছাস্ত্রকোবিদঃ ॥৯৭
নাতঃ পবিত্রং ভো বিপ্রাঃ স্বর্ধুন্যম্ভোঽপি
কীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৫
যদ্‌যৎ কাময়তে চিত্তে ঐহিকামুষ্মিকং তথা।
বিষ্ণোঃ স্নানাবশেষেণ তোয়েন লভতে ফলম্ ॥৯৬
স্নানদর্শনজং পুণ্যং ধর্ম্মাত্মা লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৯৭

ইতি উৎকলখণ্ডে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি দক্ষিণামূর্ত্তিদর্শনম্।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং যত্রোপলভ্যতে ॥১
ততো নানাবিধৈর্দ্রব্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যাদিভিস্তথা।
যথাশক্ত্যুপচারৈশ্চ গন্ধমাল্যৈশ্চ পূজয়েৎ ॥২

তাহার সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয় এবং সে নিশ্চয়ই বাগ্মী ও অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া থাকে। বিপ্রগণ! ফলতঃ ভগবানের স্নানাবশেষ জল অপেক্ষা সুরতরঙ্গিণীর পবিত্র সলিলও অধিক পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হয় নাই। মানব ঐহিক বা পারত্রিক যে কোন বিষয় মনে মনে অভিলাষ করে, বিষ্ণুর স্নানাবশিষ্ট জলে স্নান করিলে তৎসমস্ত লাভ করিতে পারে; এইজন্য মনীষিগণ বলিয়াছেন, ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি উক্ত কার্য্যজনিত পুণ্য এবং স্নানদর্শন জনিত পুণ্য লাভ করিয়া থাকে, কদাচ অধার্ম্মিকের অদৃষ্টে তাহা ঘটিবার নহে। ৯৪—৯৭

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ! ইহার পর দক্ষিণামূর্ত্তি দর্শনের বিষয় বলি শুনুন, তাহাতে পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। অনন্তর যথাশক্তি গন্ধমাল্য ও নানাপ্রকার ভোজ্য ভক্ষ্য প্রভৃতি শ্রদ্ধা সহকারে আহৃত বিবিধ প্রোক্ষণীয় উপচার দ্রব্য এবং নৃত্য

রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ গীতনৃত্যাদিকৈস্তথা।
প্রোক্ষণীয়ৈশ্চ বিবিধৈঃ শ্রদ্ধয়া চোপপাদিতৈঃ॥ ৩
বস্ত্রচন্দনমাল্যাদ্যৈঃ পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্।
ভগবদ্‌ব্রাহ্মণাংশ্চৈব মহাভাগবতাংস্তথা॥ ৪
ততো নয়েদ্দক্ষিণাভিমুখান্ হি ত্রিদশেশ্বরান্।
উৎসবঞ্চ মহৎ কৃত্বা পূর্ব্বানয়নবদ্বরেঃ॥ ৫
তস্মিন্ কালে হরিং পশ্যেদ্‌ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্।
রামং ভদ্রাঞ্চ যো মর্ত্ত্যো ন স প্রাকৃতমানুষঃ॥ ৬
স্নানার্থমাগতা দেবা স্নাপয়িত্বা জগদ্‌গুরুম্।
আকাশে তু সম্বাধাস্তাবৎকালং স্থিতা হরিম্।
দ্রষ্টুং ব্রজন্তং যাম্যাশাবদনং ভবনাশনম্॥ ৭
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু যাবন্তি ধর্ম্মকর্ম্মাণি সন্তি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি সংদ্রষ্টুং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্॥ ৮
স্নানদর্শনজং পুণ্যং সমগ্রং লভতে তু সঃ।
স্নাতং মুরারিং যঃ পশ্যেদ্‌ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্॥৯
নীরাজয়িত্বা দেবেশং রামেণ সহ ভদ্রয়া॥ ১০
প্রাসাদান্তঃ প্রবেশ্যাথ ন পশ্চাদ্ধি কদাচন।
এতত্তু বিস্তরেণোক্তং পূর্ব্বমেব দ্বিজোত্তমাঃ॥১১

মুনয়ঃ উচুঃ

ভগবংস্ত্বয়া ব্রতং প্রোক্তং যেন স্নানপ্রদর্শনাৎ।
ফলং প্রাপ্নোতি নিয়তং তন্নো ব্রূহি বিদাংবর॥১

জৈমিনিরুবাচ।

হন্ত বঃ কথয়িষ্যামি তদ্‌ব্রতং জ্যেষ্ঠপঞ্চকম্।
নাতঃ পরতরং প্রোক্তমৃষিভিঃ শাস্ত্রপারগৈঃ॥১৩২
শ্রৌতস্মার্ত্তপুরাণোক্ত-ব্রতানামিদমুত্তমম্।
ইদং প্রথমতঃ প্রোক্তং ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা॥ ১৪
জ্যেষ্ঠত্বাৎ ব্রতমুখ্যানাং খ্যাতং তজ্জ্যেষ্ঠপঞ্চকম্।
সমুদ্রো জ্যেষ্ঠফলদঃ প্রভুর্জ্যেষ্ঠফলপ্রদঃ॥ ১৫

গীতাদি দ্বারা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর পূজা করিবে। তৎপরে দ্বিজোত্তম পুরোহিত-গণ ভগবৎপ্রিয় অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ ও ভগবানের অপরাপর পরম ভক্তবৃন্দকে বস্ত্র ও চন্দন-মাল্যাদি দ্বারা যথোচিত সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক ভগ-ভানের পূর্ব্বানয়ন কালের ন্যায় মহোৎসব করত সেই দেববরত্রয়কে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া যাইবে। ১—৫

সেই সময়ে যে ব্যক্তি, ভগবান্ হরি, বলভদ্র ও সুভদ্রাদেবীকে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে দেখে, সে প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃত মনুষ্য নহে। ৬

ভগবানের স্নানার্থ সমাগত দেববৃন্দ সেই ভবরোগনাশন জগদ্‌গুরু জগন্নাথ দেবকে স্নান করাইয়া তাঁহাকে দক্ষিণাস্য হইয়া যাইতে দেখিবার নিমিত্ত তাবৎকাল গগনাঙ্গণে পরস্পর সংঘর্ষ-ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকেন। ৭

ভগবানকে দক্ষিণাভিমুখে যাইতে দেখিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকে, ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহে যাবৎধর্ম্মকার্য্য উক্ত আছে, তাহার তৎসমুদয়ই অনুষ্ঠান করা হয়। যে মানব, স্নাত ভগবান্ মুরারিকে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে দেখে, সে স্নানদর্শন জন্য সমগ্র পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর বলরাম ও সুভদ্রার সহিত দেবদেব জগন্নাথ দেবের নীরাজনাপূর্ব্বক মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া কদাচ আর যে দর্শন করিবে না, ইহা পূর্ব্বেই আমি আপনাদিগকে সবিস্তরে কহিয়াছি। ৮—১১

মুনিগণ বলিলেন, ভগবন্! আপনি যে ব্রতের কথা বলিয়াছেন, যে ব্রতাবলম্বনে ভগবানের স্নান দর্শন করিলে মানব সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়, হে বিদাংবর! এক্ষণে আমা-দিগকে সেই ব্রতের বিষয় বলুন। জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ! আমি আপনাদিগের প্রশ্ন শ্রবণে আনন্দিত হইয়া সেই জ্যেষ্ঠপঞ্চক ব্রতের বিষয় বলিতেছি, শুনুন। শাস্ত্র-পার-দর্শী ঋষিগণ উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কোন ব্রতই বলেন নাই। পরমেষ্ঠী ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ-শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় ব্রতের মধ্যে উহা উৎকৃষ্টতম। উহা অন্যান্য সমুদয় ব্রতের মধ্যে জ্যেষ্ঠ্য অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বলিয়াই উহা জ্যেষ্ঠ-পঞ্চক নামে খ্যাত। ঐরূপ সমুদ্র ও প্রভু জগন্নাথ দেবও জ্যেষ্ঠ-ফলপ্রদ জানি-বেন। ১২—১৫

বর্ষসন্দর্শনাৎ পুণ্যং পঞ্চকেনৈব লভ্যতে।
পঞ্চকেন তু যল্লভ্যং মহাজ্যৈষ্ঠ্যাস্তু তল্লভেৎ ॥১৬
যন্ময়োক্তং পুরা বিপ্রাঃ স্নানদর্শনজং ফলম্।
সমগ্রং তদবাপ্নোতি মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং ন সংশয়ঃ ॥ ১৭

মুনয় উচুঃ।

মহাজ্যৈষ্ঠীং সমাচক্ষ যত্র স্নানং মহাফলম্।
তত্র নঃ কৌতুকং ব্রহ্মন্ মহদ্বৈ সংপ্রবর্ত্ততে ॥১৮

জৈমিনিরুবাচ।

জ্যৈষ্ঠস্য বিমলে পক্ষে যা বৈ পঞ্চদশী ভবেৎ।
শক্রর্ক্ষাংশগৌ চন্দ্রগুরূ চ গুরুবারকে।
শুভযোগে মহাজ্যৈষ্ঠী সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ১৯
সর্ব্বক্ষেত্রং সর্ব্বতীর্থং সপ্ত বৈ সাগরাস্তথা।
ক্রতবশ্চ মহাদানসমূহশ্চ তপাংসি চ ॥ ২০
বিদ্যাশ্চাষ্টাদশবিধা ব্রতানি বিবিধানি চ।
শান্তিপৌষ্টিককর্ম্মাণি সাংখ্যযোগস্তথৈবচ।
সর্ব্বে সম্ভূয় গচ্ছন্তি ক্ষেত্রং বৈ পুরুষোত্তমম্ ॥২১
বৃন্দশঃ প্রবিভক্তাস্তে একৈকং ক্ষেত্রগং প্রতি।
কস্মৈ বরং ভাগ্যবতে জ্যৈষ্ঠস্নানাবলোকনে ॥ ২২
মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং প্রবক্ষ্যামি পরস্পরমহং তথা।
তত্র যান্তি মহাযোগা ভগবৎক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ২৩
মহাজ্যৈষ্ঠী মহাপুণ্যা ভগবৎপ্রীতিবর্দ্ধিনী।
তস্যাং সংপূজ্য দেবেশং জগন্নাথং কৃপার্ণবম্ ॥ ২৪
তং দৃষ্ট্বা স্নাপ্যমানন্তু পাপকোষাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২৫
অথ ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ব্রতং তৎজ্যৈষ্ঠপঞ্চকম্।
ব্রতেনৈব হি যল্লভ্যং তত্তদেবং ব্রবীমি বঃ ॥২৬
দশম্যাং নিয়মং কুর্য্যাৎ প্রাতঃস্নাত্বা যথাবিধি।
আচার্য্যং বৃণুয়াত্তত্র বৈষ্ণবং দ্বিজপুঙ্গবম্ ॥ ২৭
ইত্থং সঙ্কল্পমমলং গৃহ্নীয়াৎ ব্রতমুত্তমম্ ॥২৮

ভগবানকে ধারাবাহিক এক বৎসর কাল দর্শন করিলে যে ফল, উক্ত জ্যৈষ্ঠপঞ্চক ব্রতেও সেই ফল, আবার ঐ জ্যৈষ্ঠপঞ্চকে যাদৃশ ফল হয়, মহাজৈষ্ঠীতেও তাদৃশ ফল লব্ধ হইয়া থাকে। বিপ্রগণ! আমি পূর্ব্বে জগন্নাথ দেবের স্নান দর্শনে যেরূপ ফলের কথা উল্লেখ করিয়াছি, মানব মহাজ্যৈষ্ঠীতেও যে, তৎসমগ্র ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। তৎশ্রবণে মুনিগণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে মহাজ্যৈষ্ঠীতে স্নানের মহাফল উক্ত আছে, আপনি অগ্রে সেই মহাজ্যৈষ্ঠীর বিষয় বলুন, উহা শ্রবণে আমাদিগের মহৎ কৌতুহল জন্মিতেছে। জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ! জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের যে পঞ্চদশী তিথি (জ্যৈষ্ঠ-পুর্ণিমা) তাহা যদি বৃহস্পতিবারে হয় এবং ঐ দিনে চন্দ্র ও বৃহস্পতি যদি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন ও শুভযোগের সংঘটন হয়, তাহা হইলে সেই পৌর্ণমাসী মহাজ্যৈষ্ঠী নামে অভিহিতা হয়, তাহাতে স্নান করিলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৬—১৯

সমুদয় পুণ্যক্ষেত্র, সমুদয় তীর্থ, সপ্ত সমুদ্র, যাবতীয় যজ্ঞ, মহাদানসমূহ, সর্ব্ববিধ তপস্যা অষ্টাদশবিধ বিদ্যা, বিবিধপ্রকার ব্রত, অখিল শান্তিক, পৌষ্টিক কার্য্য এবং সাংখ্যযোগ এই সমস্তই সমবেত হইয়া ঐ দিনে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং তথায় যাইয়া জ্যৈষ্ঠস্নান দর্শন জন্য কোন ভাগ্যবানকে বর দান করিতে হইবে বিবেচনায় তৎক্ষেত্রগত মানবগণের উদ্দেশে প্রত্যেকে দল হইতে প্রবিভক্ত ভাবে অবস্থিতি করে। ২০—২২

মহাযোগসকলও মমাজ্যৈষ্ঠীদিনে পরস্পর পরস্পরের মহোৎসবের বিষয় বলিব ভাবিয়া ভগবানের সেই মহাক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকে ফলে মহাজ্যৈষ্ঠী মহাপুণ্যজনিকা এবং ভগবানের পরম প্রীতিদায়িনী; ঐ মহাজ্যৈষ্ঠীতে কৃপার্ণব দেবদেব জগন্নাথদেবকে অর্চ্চনা এবং তাঁহার স্নানদর্শন করিয়া সকল ব্যক্তি পাপকোষ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মহর্ষিগণ! ইহার পর আপনাদিগকে পুর্ব্বোক্ত জ্যৈষ্ঠপঞ্চক ও তদ্‌ব্রতানুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয় তত্তদ্বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। ২৩—২৬

দশমীদিবসে প্রাতঃকালে যথাবিধি স্নান করিয়া ব্রত গ্রহণ করিবে। ঐ ব্রতগ্রহণের সময়ে বিষ্ণুভক্ত কোন দ্বিজবরকে আচার্য্যবরণ করিতে হইবে, এইরূপ কার্য্য করিয়া পবিত্র-

দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক।
অদ্যারভ্য ব্রতং দেব যাবৎ জ্যৈষ্ঠী চ সা তিথিঃ
তাবৎ ব্রতং করিষ্যামি প্রীতয়ে তব কেশব।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকঞ্চ প্রত্যহং ব্রতভোজনম্ ॥ ৩০
মূর্ত্তীনাং তব পঞ্চানামেকস্যাপি প্রপূজনম্।
একস্মিন্ দিবসে দেব ত্রিসন্ধ্যাং ত্বৎপ্রসাদতঃ৩১
সমাপ্যতাং ব্রতমিদং সফলঞ্চাস্তু মে প্রভো ॥ ৩২
ততঃ পঞ্চসু তীর্থেষু স্নাত্বা চ গৃহমেত্য চ।
স্থণ্ডিলে বিলিখেৎ পদ্মমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্ ॥ ৩৩
তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ কুম্ভং তীর্থাম্ভোভিঃ প্রপূরিতম্
সচন্দনফলৈর্যুক্তং তন্মুখে তাম্রভাজনম্।
বাসসা বেষ্টিতং কণ্ঠে পাত্রকাক্ষতপূরিতম্ ॥ ৩৫
তন্মধ্যে স্থাপয়েদ্দেবং সৌবর্ণং মধুসূদনম্।
শুভাঙ্গাবয়বং শান্তং বামে শ্রীযুতমীশ্বরম্ ॥ ৩৬
দক্ষিণেন গরুত্মন্তং স্পৃশন্তং পৃষ্ঠদেশতঃ
শঙ্খপদ্মধরং চোর্দ্ধে পদ্মাসনগতং বিভুম্ ॥ ৩৭
পূজয়েদুপচারৈস্তমাচার্য্যো বাপি ভো দ্বিজাঃ।
নীলোৎপলানাং মালাস্তু ভক্ত্যা দেবায় দাপয়েৎ
দশম্যাং পূজয়িত্বৈবং দশকোট্যঘনাশনম্।
প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা মন্ত্রমেতং সমুচ্চরন্ ॥৩৯
মধুসূদনদেবেশ নমস্তে মাধবীপ্রিয়।
কৃপাবারাংনিধে পাহি পতিতং মাং ভবার্ণবে ॥৪০
একাদশ্যাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
নারায়ণং পদ্মসংস্থং পঞ্চনিষ্কবিনির্ম্মিতম্ ॥ ৪১
তদর্দ্ধং নির্ম্মিতং বাপি পূজয়েৎ পদ্মমালয়া।
নৈবেদ্যং পায়সং দদ্যাৎ সিতাং রম্ভাফলানি চ ॥
নানাবিধঞ্চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা সম্প্রার্থয়েন্মুদা ॥ ৪৩
নারায়ণ নমস্তেঽস্তু ভবসাগরতারণ।

ভাবে সঙ্কল্পাচরণপূর্ব্বক উক্ত উৎকৃষ্টতম ব্রত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ২৭। ২৮

যে মন্ত্র পাঠ করত ব্রত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা বলি শুন, হে দেবদেব জগন্নাথ! হে সংসারার্ণবতারক! হে কেশব! যাবৎ না জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা সমাগত হয়, আপনার প্রীত্যর্থে আজ হইতে তাবৎকাল আমি ব্রতাচরণ করিব। হে দেব! আমি প্রতিদিন সর্ব্বতীর্থে স্নান, ব্রতোচিত হবিষ্যান্ন ভোজন এবং আপনার প্রসাদে এক এক দিন ত্রিসন্ধ্যায় আপনার পঞ্চমূর্ত্তির এক এক মূর্ত্তির পূজা করিব, স্থির করিয়াছি। হে প্রভো! আপনি কৃপা করিয়া আমার এই সঙ্কল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ করিয়া দিন। আপনার অনুগ্রহে ইহা যেন সফল হয়। অনন্তর পঞ্চতীর্থে স্নান করিয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক স্থণ্ডিলমধ্যে সকর্ণিক অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। ২৯—৩৩

তৎপরে সেই পদ্মমধ্যে তীর্থজলপূর্ণ, একটি কুম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক তদীয় মুখদেশে সচন্দন-ফলযুক্ত ও কণ্ঠদেশে বস্ত্র-বেষ্টিত অক্ষতপূর্ণ একটি তাম্রপাত্র এবং সেই তাম্র-পাত্রমধ্যে ভগবান্ মধুসূদনের সুন্দররূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-যুক্ত স্বর্ণপ্রতিমা স্থাপন করিবে তাহার আকৃতি প্রশান্ত হইবে এবং তাঁহার বামভাগে লক্ষ্মীর মূর্ত্তি থাকিবে। তাঁহার ঊর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম বিরাজ করিবে এবং তিনি দক্ষিণ হস্তে গরুড়ের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া থাকিবেন ও পদ্মাসনে অবস্থিত হই-বেন। দ্বিজগণ! স্বয়ং বা আচার্য্য তাদৃশ বিভু নারায়ণকে বিহিত উপচারসমূহ দ্বারা পূজা করিবে এবং ভক্তি সহকারে সেই দেববরকে নীলোৎপলমালা প্রদান করিবে। ৩৪—৩৮।

দশকোটিপাপ-বিনাশার্থ দশমীদিনে এই-রূপে ভগবানের পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত প্রার্থনা করিবে।—হে মধুসূদন। হে দেবেশ! হে মাধবীপ্রিয়! আপনাকে নমস্কার, হে কৃপাসিন্ধো! আমি ভবসাগরে নিপতিত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন। ৩৯.৪০

তৎপরে একাদশীতে পঞ্চ নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ কিম্বা তদর্দ্ধ সুবর্ণ নির্ম্মিত চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাধর, পদ্মসংস্থিত নারায়ণকে পদ্ম-মালাদি দ্বারা পূজা করিবে এবং পায়স, শর্করা, রম্ভা ফল ও অন্যান্য নানাবিধ নৈবেদ্য দান করিয়া সানন্দে এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ৪১।৪৩

হে নারায়ণ! আপনিই ভবসাগরের পার-

পাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ শরণাগতবৎসল ॥ ৪৪
একাদশেন্দ্রিয়কৃতং পাপরাশিমনুত্তমম্।
অনাদি ভবনির্ব্যূঢ়ং নাশয়েৎ পূজিতঃ প্রভুঃ ॥ ৪৫
দ্বাদশ্যাং যজ্ঞবারাহং পূজয়েৎ শম্ভুনির্ম্মিতম্।
চন্দনাগুরুকর্পূরলেপনৈশ্চম্পকস্রজা ॥ ৪৬
নানাবিধান্ ধূপসারান্ ভক্ষ্যভোজ্যফলানি চ।
নিবেদ্য প্রার্থয়েদ্দেবং স্তুতিমেতাং সমুচ্চরন্ ॥ ৪৭
প্রলয়ার্ণবসংমগ্নাং ধরণীং ধৃতবানসি।
কিন্ন শক্তো মমোদ্ধারে পতিতস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে ॥ ৪৮
তস্মামুদ্ধর গোবিন্দ নিমগ্নং শোকসাগরে ॥ ৪৯
অব্দো দ্বাদশমাসো বৈ যাবদব্দকৃতানি তু।
পাপানি মহদল্পানি ইতঃ পূর্ব্বেষু জন্মসু।
তদ্বিনাশয়তে দেবো দ্বাদশ্যামর্চ্চিতো নৃণাম্ ॥ ৫০
ত্রয়োদশ্যাস্তু প্রদ্যুম্নং শঙ্খচক্রবরাভয়ান্।
ধারয়ন্তং পদ্মগতং চতুর্নিষ্কবিনির্ম্মিতম্।
উপচারৈর্যথাপ্রোক্তৈঃ পূজয়েদ্ভক্তিতো নরঃ ॥ ৫১
অশোকপাটলামালাং চন্দ্রপূর্ণাং সমুজ্জ্বলাম্।
দত্ত্বা নমস্কৃতিং কুর্ব্বন্ প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলিঃ শুচিঃ ॥
দেব প্রদ্যুম্ন কামানাং পূরকঃ কামরূপধৃক্।
কামাশ্চ সফলাঃ সন্তু কামপাল নমোঽস্তু তে ॥ ৫৩
চতুর্দ্দশ্যাং নরহরিং পূজয়েৎ কনকাকৃতিম্।
বক্ষঃস্থলস্থয়া লক্ষ্ম্যা প্রীয়মাণং সটোজ্জ্বলম্ ॥ ৫৪
ব্যাত্তাননং সাট্টহাসং যোগপট্টাব্জসংস্থিতম্।
সুতীক্ষ্ণনখরং দেবং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্ ॥ ৫৫
চতুর্ভির্হেমনিষ্কৈশ্চ ঘটিতং শুভলক্ষণম্ ॥
পূজয়েৎ পূর্ব্ববদ্দেবং সোপহারং সুভক্তিতঃ ॥ ৫৬
জবাকুসুমমালাঞ্চ জাতীপুষ্পস্রজন্তথা।
দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পাদে প্রণম্য সপ্রদক্ষিণম্ ॥ ৫৭

কর্ত্তা, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি শরণাগতবৎসল, অতএব আমাকে রক্ষা করুন। উক্ত প্রভু এইরূপে পূজিত হইলে অসীম জন্মার্জ্জিত একাদশেন্দ্রিয়কৃত দারুণ পাপপুঞ্জও বিনাশ করিয়া থাকেন। অনন্তর দ্বাদশীদিবসে চন্দন, অগুরু ও কর্পূর লেপন এবং চম্পক-মাল্য দ্বারা শম্ভু নির্ম্মিত ভগবানের যজ্ঞবারাহ-মূর্ত্তির অর্চ্চনাপূর্ব্বক নানাবিধ উৎকৃষ্ট ধূপ এবং বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য ও ফল নৈবেদ্য নিবেদনান্তে এইরূপ স্তুতি পাঠ করত প্রার্থনা করিবে। ৪৪। ৪৭

হে গোবিন্দ! আপনি যখন প্রলয়ার্ণবমগ্না ধরণীকে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন ভবদীয় চরণ-কমলে নিপতিত আমার উদ্ধারে কি আপনি সমর্থ হইবেন না? নাথ! আমি শোকসাগরে নিমগ্ন, আমাকে উদ্ধার করুন। দ্বাদশীতে দেব যজ্ঞবারাহ, এইরূপে অর্চ্চিত হইলে মানবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের দ্বাদশ মাসে যে বৎসর হয়, তাদৃশ যাবতীয় বৎসরের সঞ্চিত গুরু লঘু যাবতীয় পাপই বিনাশ করিয়া থাকেন ৪৮ ৫০।

অতঃপর ত্রয়োদশীতে মানব চতুর্নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণনির্ম্মিত বাহুচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র এবং বর ও অভয়-মুদ্রাধারী, পদ্মোপরি সংস্থিত দেব প্রদ্যুম্নকে যথোক্ত উপচারে ভক্তি সহকারে পূজা করিবে এবং অশোক ও পাটলী পুষ্পের কর্পূরচূর্ণমিশ্রিত সমুজ্জ্বল মালা দান করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর কৃতাঞ্জলি-পুটে পবিত্র হৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিবে। হে দেব প্রদ্যুম্ন! আপনি কামরূপধারী ও ভক্তগণের সর্ব্বকাম-প্রদ, অতএব হে কামপাল! আপনাকে নমস্কার, আপনার প্রসাদে সকল কামনা সফল হউক ৫১—৫৩

অনন্তর চতুর্দ্দশীতে লক্ষ্মী দেবী যাঁহার বক্ষঃ-স্থলে বিরাজমানা থাকিয়া সতত প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন, যাঁহার মস্তকে সমুজ্জ্বল জটাজাল বিরাজমান, যিনি মুখমণ্ডল বিস্তৃত করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতেছেন এবং যোগপট্ট-কমলে অধিষ্ঠিত আছেন, যাঁহার নখরনিকর অতি তীক্ষ্ণ, যিনি ভক্তবৃন্দের সমুদয় আপদ্-নিবারণ করেন, এবং যিনি সর্ব্বশুভলক্ষণান্বিত, চতুর্নিষ্ক পরিমাণ স্বর্ণ তাদৃশ নৃসিংহমূর্ত্তি গঠনপূর্ব্বক পরম ভক্তিভাবে পূর্ব্ববৎ উপচারে পূজা করিবে এবং জবা ও জাতী পুষ্পের মাল্যদান পূর্ব্বক তদীয় চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ৫৪—৫৭

যথা হিরণ্যকশিপুং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
ব্যদারয়স্তথা পাপসঙ্ঘং নাশয় পূজিতঃ॥ ৫৮
এবং সংপ্রার্থ্য নৃহরিং প্রণম্য দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ।
নির্বর্ত্ত্য ব্রতমেবং তদ্‌ব্রতী পঞ্চদিনাত্মকম্॥ ৫৯
পঞ্চ পঞ্চ প্রদীপাংস্তু দিবা রাত্রৌ প্রদাপয়েৎ॥
বস্ত্রযুগ্মান্ পঞ্চ পঞ্চ ছত্রোপানদ্‌যুগস্তথা।
যজ্ঞসূত্রান্ সকলসান্ পঞ্চ পঞ্চ ফলান্বিতান্।
ভোজনান্তে দ্বিজেভ্যশ্চ প্রদদ্যাৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥
রাত্রৌ জাগরণী গীতবাদ্যৈস্তথানানোপচারকৈঃ।
তোষয়েদ্বাসুদেবন্তু পুরাণপঠনেন চ॥ ৬২
পৌর্ণমাস্যামুষসি স্নাত্বা শ্রীকৃষ্ণস্যান্তিকং ব্রজেৎ।
রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ পূজয়িত্বা যথাবিধি॥ ৬৩
স্নাপনং কারয়িত্বাথ দৃষ্ট্বা বা শাস্ত্রচোদিতম্।
স্নানং কৃত্বা তথা সিন্ধৌ গৃহমাগত্য তত্র বৈ॥৬৪

হে দেব! ত্রিলোকের হিতকামনায় আপনি হিরণ্যকশিপুকে যেমন বিদারণ করিয়াছিলেন, আমা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আমার পাপপুঞ্জকেও সেইরূপ বিদীর্ণ করুন। নৃসিংহদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনান্তে ক্ষিতিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ব্রতাবলম্বী মানব পঞ্চদিবস এইরূপে ব্রত করিয়া পঞ্চদিবস স্থানে দিবারাত্র পাঁচ পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া রাখিবে এবং পরম শ্রদ্ধা সহকারে বহুল দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ বস্ত্রযুগ্ম, পঞ্চ পঞ্চ ছত্র ও পাদুকাযুগ্ম, পঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞসূত্র ও পঞ্চ পঞ্চ ফলযুক্ত কলস প্রদান করিবে; অপিচ রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া নানাপ্রকার উপচার দান, গীত, বাদ্য ও পুরাণ পাঠ দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের সন্তোষসাধন করা কর্ত্তব্য। ৫৮—৬২

অনন্তর পূর্ণিমাদিবসে অতি প্রত্যুষে স্নান করিয়া জগন্নাথদেবের সন্নিকটে গমনপূর্ব্বক জগন্নাথ দেব, বলদেব ও সুভদ্রাদেবীকে যথাবিধি পূজাবসানে তাঁহাদিগকে শাস্ত্র-সম্মত স্নান করাইয়া কিম্বা কেবল বিহিত বিধানানুসারে অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার সিন্ধুতে অবগাহনান্তে গৃহে আগমন করিবে এবং যে স্থানে

যত্র বিষ্ণোর্মূর্ত্তয়স্তাঃ কুম্ভস্থা মন্ত্রপূজিতাঃ।
তাসাং পশ্চিমতো বহ্নিং সমাধায় যথাবিধি।
অগ্নিকার্য্যং প্রকুর্ব্বীত স্বৈঃ স্বৈর্মন্ত্রৈঃ পুরোহিতঃ।
প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তো নমোঽন্তো মন্ত্র ঈরিতঃ।
দেবানাং মূলমন্ত্রস্তু স্বাহান্তো হোমকর্ম্মণি॥ ৬৬
চরোরাজ্যস্য সমিধাং পালাশানাং পৃথক্ পৃথক্।
একৈকং দেবমুদ্দিশ্য জুহুয়াচ্চ শতং শতম্॥ ৬৭
তত্তৎফলশতঞ্চৈব জুহুয়াত্তদনন্তরম্।
পূর্ণাহুতিং ততো হুত্বা ব্রাহ্মণে দক্ষিণাং দদেৎ॥
আচার্য্যদক্ষিণাং দদ্যাৎ সুবর্ণং ধেনুমেব চ।
স্বর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং নানোপকরণৈর্যুতাম্॥৬৯
মহার্ঘ্যবস্ত্রধান্যানি যেন তুষ্যতি বা গুরুঃ।
সর্ব্বোপকরণৈর্যুক্তাঃ প্রতিমাশ্চ নিবেদয়েৎ॥৭০

বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত কলসোপরি স্থাপিত পঞ্চমূর্ত্তির বিহিত মন্ত্রে অর্চ্চনা করা হইয়াছে, তাহার পশ্চিম দিকে স্বয়ং বা পুরোহিত যথাবিধি বহ্নি-স্থাপন পূর্ব্বক যে মূর্ত্তির যে যে মন্ত্র বিহিত আছে, তত্তন্মন্ত্রে তত্তদ্দেবতার হোম করিবে। দেবতাদিগের উপচারদানে অগ্রে প্রণব, পরে তত্তদ্দেবতার চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত নাম ও শেষে নমঃ ইহাই মন্ত্র বলিয়া উক্ত আছে এবং হোমকার্য্যে তত্তদ্দেবগণের স্বাহান্ত তত্তৎমূলমন্ত্রই আহুতি দানের মন্ত্র। ৬৩—৬৬

প্রত্যেক দেবতা-উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ রূপে শত সংখ্যক চরু, আজ্য ও পলাশসমিধের আহুতি এবং তদনন্তর প্রত্যেক শত সংখ্যক তত্তৎবিহিত ফলের আহুতি দান করিতে হইবে। অনন্তর পূর্ণাহুতি দিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করা কর্ত্তব্য। আচার্য্যকে সুবর্ণ এবং একটি ধেনুর শৃঙ্গদ্বয় স্বর্ণমণ্ডিত ও খুর সকল রৌপ্যমণ্ডিত করিয়া নানা প্রকার উপকরণের সহিত সেই ধেনুটিকে এবং মহামূল্য দ্রব্য সকল ও প্রভূত ধান্য কিম্বা তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, সেই বস্তু দক্ষিণা দিবে, আর যে পঞ্চ স্বর্ণ-প্রতিমায় পূজা করা হয় সেই প্রতিমা-সকল ও সর্ব্ববিধ উপকরণ দ্রব্যের সহিত আচার্য্যকে উৎসর্গ করিবে। উক্তব্রতে ঘৃত ও

ব্রাহ্মণান্‌ ভোজয়েৎ সর্পিঃখণ্ডযুক্তৈশ্চ পায়সৈঃ
এতদ্‌ব্রতং সমাখ্যাতং জ্যৈষ্ঠপঞ্চকমুত্তমম্‌।
অনুষ্ঠায় নরো ভক্ত্যা স্নানদর্শনজং ফলম্‌।
সমগ্রং লভতে বিপ্রাস্তদা বৈ নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭২
একাদশী যাত্রমধ্যে নির্ম্মলা সা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৭৩
একাং তাং ভক্তিযুক্তা যে যথাবিধি উপাসতে।
যাবজ্জীবং কৃতাঃ সর্ব্বা একাদশ্যো ন সংশয়ঃ॥৭৪
ব্রতরাজমিদং কৃত্বা সর্ব্বব্রতফলং লভেৎ।
যান্‌যান্‌মহীয়তে কামাংস্তাংস্তান্‌প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্‌

ইতি উৎকলখণ্ডে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

খণ্ড (খাঁড়) যুক্ত পায়স দ্বারা বহুল ব্রাহ্মণ ভোজন করানই বিধেয়, জানিবেন। ৬৭—৭১

বিপ্রগণ! আমি যে জ্যৈষ্ঠপঞ্চক নামক এই উত্তম ব্রতের কথা বলিলাম, মানব ভক্তি সহকারে ইহার অনুষ্ঠান করিলেই ভগবানের স্নানদর্শনজন্য পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। উক্ত ব্রত-সম্বন্ধীয় তিথির মধ্যে যে একাদশী আছে, তাহা নির্ম্মল নামে কথিত. যে সকল মনবগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ঐ নির্ম্মলা একাদশী ও যথাবিধি কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাদিগের নিঃসন্দেহ যাবজ্জীবন সমুদয় একাদশীকৃত্য সম্পাদন করা হয়। অধিক কি কহিব, এই উৎকৃষ্টতম ব্রত আচরণ করিলে সমুদয় ব্রতানুষ্ঠানের ফল লাভ করা যায় এবং যে যে বিষয় কামনা থাকে, তৎসমস্তই যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। ৭২—৭৫

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মহাবেদীমহোৎসবম্‌।
অজ্ঞানতিমিরান্ধোঽপি যেন ভাস্বৎপদং ব্রজেৎ*
বৈশাখস্যামলে পক্ষে তৃতীয়া পাপনাশিনী।
স্বয়মাবিষ্কৃতা চৈব প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা॥ ২
তস্যাং সংকল্প্য নৃপতিরাচার্য্যং বরয়েচ্ছুচিঃ।
একং ত্রীন্‌ বাথ তক্ষাণং দৃষ্টকর্ম্মাণমাদরাৎ॥ ৩
বৃণুয়াদ্বনযাগায় বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ।
তক্ষ্ণা সার্দ্ধং বনং গত্বা সাধুবৃক্ষগণাকুলম্‌॥ ৪
তন্মধ্যে বহ্নিমাধায় মন্ত্ররাজেন মন্ত্রবিৎ।
অষ্টোত্তরশতং হুত্বা সম্পাতাজ্যবিমিশ্রিতম্‌।
আজ্যং তরূণাং মূলে তু প্রত্যেকমভিধারয়েৎ॥৫
দিক্‌পালেভ্যো বলিং দত্ত্বা ক্ষেত্রপালপশূংস্তথা।

জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ! যাহা দ্বারা অজ্ঞান-তিমিরান্ধ ব্যক্তিও জ্যোতির্ম্ময় পদপ্রাপ্ত হইতে পারে, ইহার পর আমি সেই মহাবেদী-মহোৎসবের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বৈশাখ মাসের রোহিণীনক্ষত্র-যুক্ত শুক্লপক্ষীয় যে তৃতীয়া তাহা সর্ব্বপাপবিনাশিনী ও স্বয়ং আবিষ্কৃতা। ঐ দিনে নৃপতি শুচি হইয়া সংকল্পপূর্ব্বক আচার্য্যবরণান্তে কার্য্য করণে সুদক্ষরূপে অবিজ্ঞাত তিন জন বা এক জন সূত্রধরকে অরণ্যযাগার্থ সাদরে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বরণ করিবে। ১—৪

অনন্তর মন্ত্রবিৎ সেই নৃপতি সেই সূত্রধরের সহিত যে স্থানে উত্তম বৃক্ষ আছে, এমত বনে গমনপূর্ব্বক সেই বনমধ্যে সুপ্রশস্ত মন্ত্র পাঠ দ্বারা বহ্নিস্থাপনান্তে ঘৃতধারাসমন্বিত অষ্টোত্তর শত আহুতি প্রদান করিয়া প্রত্যেক তরুমূলে ঘৃতধারা পাতিত করিবে। তৎপরে দিক্‌পালগণকে যথোক্ত বলি ও ক্ষেত্রপালদিগকে পশুবলি

---

*সর্ব্বপাপহরঃ সদ্যঃ পূজ্যত্বাৎ সর্ব্বদৈবতৈঃ।
শুণ্ডিচাখ্যাপি সা যাত্রা ব্রহ্মতেজোঽবগুণ্ঠনাৎ॥
ক্বচিৎপুস্তকে ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

বনস্পতয়ে জুহুয়াৎ ক্ষীরেণ শতাহুতিম্ ॥ ৬
ততঃ পরশুমাদায় বৃক্ষমূলেষু দিক্ষু বৈ।
আজ্যসংস্কৃত-দেশেষু আচার্য্যো মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥ ৭
কিঞ্চিৎকিঞ্চিচ্ছেদয়েদ্বৈ চিন্তয়ন্ গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৮
নদৎসু তূর্য্যঘোষেষু গীতমঙ্গলবাদিষু।
নিযোজ্য বর্দ্ধকিং তত্র আচার্য্যঃ স্বগৃহং ব্রজেৎ ॥
অথবা স্থানলব্ধানি দারূণি রথকর্ম্মণি।
উক্তসংস্কারবিধিনা সংস্কুর্য্যাৎ কল্পিতেঽনলে ॥
আরভেত রথং কৃত্বা বিঘ্নরাজমহোৎসবম্ ॥ ১১
ষোড়শারৈঃ ষোড়শভিশ্চক্রৈর্লৌহময়ৈর্দৃঢ়ৈঃ
যুক্তং বিষ্ণো রথং কুর্য্যাৎ দৃঢ়াক্ষং দৃঢ়কূবরম্ ॥১২
বিচিত্রঘটনাকাষ্ঠ পুত্তলীপরিবেষ্টিতম্।
মধ্যে বেদী সমুচ্ছ্রায়ি-চারুমণ্ডলরাজিতম্ ॥ ১৩
চতুস্তোরণসংযুক্তং চতুর্দ্বারসুশোভনম্।

নানা বিচিত্রবহুলং হেমপট্টবিরাজিতম্ ॥ ১৪
দ্বাবিংশতিকরোচ্ছ্রায়ং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
গরুড়ঞ্চ ধ্বজং কুর্য্যাৎ রক্তচন্দননির্ম্মিতম্।
দীর্ঘনাসং পীনদেহং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্ ॥
চঞ্চুপ্রদষ্টভুজগং সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতম্।
বিতত্য পক্ষতী ব্যোম্নি উড্ডয়ন্তমিবোদিতম্।
দৈত্যদানবসঙ্ঘস্য বলদর্পবিনাশনম্ ॥ ১৭
সর্ব্বাঙ্গং তস্য কনকৈরাচ্ছাদ্য পরিশোভয়েৎ।
রথমেবং হরেঃ কুর্য্যাৎ স্বাসনং সুপরিষ্কৃতম্ ॥১৮
চতুর্দ্দশরথাঙ্গৈস্তু রথং কুর্য্যাত্তু সীরিণঃ
চক্রৈর্দ্বাদশভিঃ কুর্য্যাৎ সুভদ্রায়া রথোত্তমম্॥১৯
সপ্তচ্ছদময়ং কুর্য্যাৎ সীরিণো লাঙ্গলধ্বজং।
দেব্যাঃ পদ্মধ্বজং কুর্য্যাৎ পদ্মকাষ্ঠবিনির্ম্মিতম্।

প্রদানপূর্ব্বক বনস্পতির প্রীত্যর্থ শত-সংখ্যক দুগ্ধান্নাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর আচার্য্য মনে মনে ভগবান্ গরুড়ধ্বজকে চিন্তা করত কুঠার লইয়া যথোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রত্যেক দিকে ঘৃতধারাসংস্কৃত বৃক্ষ-মূলের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ ছেদন করিবেন। ঐ সময়ে তথায় মঙ্গল গীত-সমন্বিত তূর্য্যধ্বনি করাইতে হইবে। পরে আচার্য্য সূত্রধরকে ছেদনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিবেন। ৫—৯

অথবা রথগঠনোপযোগী কাষ্ঠ সকল যদি স্বস্থানেই লব্ধ হয়, তাহা হইলে যথোক্ত সংস্কার বিধানানুসারে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে কাষ্ঠের সংস্কার করিয়া লইবে। ১০

অগ্রে বিঘ্ন-বিনাশার্থ বিঘ্নরাজ গণপতির উৎসব করিয়া পরে রথগঠন আরব্ধ করাইবে। ভগবান্ জগন্নাথদেবের রথের লৌহময় সুদৃঢ় ষোড়শ চক্র, ষোড়শ অরকাষ্ঠ এবং অক্ষ ও কূবর অতি দৃঢ় করা কর্ত্তব্য। ১১।১২

উহার চতুর্দ্দিকে বিচিত্রভাবে গঠিত কাষ্ঠ-পুত্তলিকা-সমূহ ও মধ্যস্থলে বেদী করিতে হইবে এবং ঐ বেদী সমুন্নত অথচ বিচিত্র মণ্ডল দ্বারা সুশোভিত করিবে; উহার চতুঃসংখ্যক সুন্দর তোরণ ও চতুঃসংখ্যক মনোহর দ্বার থাকিবে এবং উহাকে নানাপ্রকার কারুকার্য্যে বিভূষিত ও হেমপট্টে বিমণ্ডিত করিতে হইবে। উহাকে উচ্চে দ্বাবিংশতি হস্ত-পরিমিত ও পতাকা-মালায় অলঙ্কৃত করিবে এবং উহার রক্তচন্দন-কাষ্ঠনির্ম্মিত গরুড়ধ্বজ করিতে হইবে। ১৩—১৫

উক্ত গরুড়ের দেহ স্থূল ও নাসিকা দীর্ঘ, কর্ণদ্বয় কুণ্ডলবিভূষিত ও সর্ব্বাঙ্গ নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে হইবে এবং চঞ্চুপুটে একটি সর্প থাকিবে। ১৬

উহার পক্ষদ্বয় এরূপ ভাবে গঠিত হইবে যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া গগনাঙ্গণে উড্ডীন হইতেছে। দৈত্য-দানবগণের বল-দর্পহারী ঐ গরুড়ের সর্ব্বশরীর সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া সুশোভিত করিবে। ভগবান্ হরির এইরূপ রথ করা কর্ত্তব্য এবং উহা যেন সুন্দররূপে পরিষ্কৃত ও অভ্যন্তরে ভগবানের অবস্থানোপযুক্ত সুন্দর আসনে সুসজ্জিত হয়। ১৭।১৮

এইরূপ বলরামের চতুর্দ্দশচক্রে ও সুভদ্রা-দেবীর দ্বাদশচক্রযুক্ত রথ করিবে এবং বল-দেবের সপ্তচ্ছদময় লাঙ্গলধ্বজ ও সুভদ্রার পদ্মকাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত পদ্মধ্বজ করিতে হইবে।

বিরচয্য রথান্ রাজা প্রতিষ্ঠাং পূর্ব্ববচ্চরেৎ ॥২০
যথামন্ত্রং যথাশাস্ত্রং বিশ্বসেদ্‌ব্রাহ্মণেষু চ।
ব্রাহ্মণা জগদীশস্ত জঙ্গমাস্তনবঃ স্মৃতাঃ ॥২১
ইত্থং সুঘটিতং চক্রিত্রয়ং দেবত্রয়স্ত বৈ।
আষাঢ়স্ত সিতে পক্ষে দিনে বিষ্ণোঃ শুভপ্রদে॥
প্রতিষ্ঠাপ্য সমৃদ্ধেন বিধিনা পূর্ব্ববদ্দ্বিজাঃ
রক্ষণীয়ং তথা তত্র নারোহেৎ কশ্চনাশুভঃ।
পক্ষী বা মানুষো বাপি মার্জ্জারনকুলাদয়ঃ॥ ২৩
ততো দিনত্রয়াদর্ব্বাক্ রথানামুত্তরে কৃতে।
মণ্ডপে উৎসবাঙ্গং বৈ প্রকুর্য্যাদঙ্কুরার্পণম্ ॥২৪
অদ্ভুতেষথ জাতেষু শান্তিং কুর্য্যাৎ পুরোদিতাম্।
রথ্যা সুসংস্কৃতা কার্য্যা মহাবেদীং যয়া ব্রজেৎ।
পার্শ্বয়োর্মণ্ডলং কুর্য্যাৎ পথি গুল্মাদিভিঃ ফলৈঃ॥
সুমনস্তবকৈর্মাল্যৈর্দুকূলৈশ্চামরৈস্তথা।

নৃপতি এইরূপ রথত্রয় নির্ম্মাণ করাইয়া পূর্ব্ববৎ মন্ত্র ও বিধানানুসারে প্রতিষ্ঠা করিবেন। উক্ত সমুদয় কার্য্যেই ব্রাহ্মণগণের প্রতি রাজার বিশ্বাস স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ ব্রাহ্মণগণই জগদীশ্বরের জঙ্গম-দেহ বলিয়া আছে। ১৯—২১

দ্বিজগণ! আষাঢ়মাসীয় শুক্লপক্ষে বিষ্ণুর প্রীতিপদ শুভদিনে পূর্ব্ববৎ বিধানানুসারে মহা-সমারোহে উক্ত দেবত্রয়ের উল্লিখিত প্রকারে গঠিত রথত্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাতে তদুপরি মনুষ্য, পক্ষী, মার্জ্জার বা নকুলাদি কিংবা কোন অশুভকর প্রাণী আরোহণ করিতে না পারে, এরূপভাবে রক্ষা করিবে। অনন্তর দিনত্রয় অতীত হইলে পর উক্ত রথত্রয়ের উত্তরে পূর্ব্বনির্ম্মিত মণ্ডপমধ্যে রথযাত্রারূপ মহোৎ-সবের অঙ্গকার্য্য অঙ্কুরার্পণ করিবে। তৎপরে যদি আধিদৈবিকাদি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার শান্তি করা কর্ত্তব্য ২২—২৫

ভগবান্ রথারোহণে যে পথে মহাবেদীতে গমন করিবেন, সেই পথের উত্তমরূপ সংস্কার করিবে এবং সেই পথের উভয় পার্শ্বে সকল তরুগুল্মাদি, পুষ্পস্তবক, মাল্য, দুকূল ও

যথা সুপুষ্পিতারণ্যরাজী তত্র বিরাজতে ॥ ২৭
ভূমিঃ সমা চ কুর্য্যাদ্বৈ নিষ্পঙ্কা সুখচারিণী।
নির্ম্মলা চ সুগন্ধা চ মৃদুরাবর্জ্জিতোৎকরা॥ ২৮
ধূপপাত্রাণ্যনুপদং দিশাং মোদকরাণি চ।
চন্দনাম্ভঃপরিক্ষেপযন্ত্রোপাত্তোৎকরাস্তথা॥ ২৯
বহূনি ঋতুপুষ্পাণি পুষ্পবৃষ্ট্যর্থমেব চ।
নটনর্ত্তকমুখ্যাশ্চ গায়না বহবস্তথা॥ ৩০
বেশ্যা যৌবনদর্পাঢ্যা রূপালঙ্কারভূষিতাঃ।
মৃদঙ্গাঃ পণবাশ্চৈব ভেরীঢক্কাদয়স্তথা॥ ৩১
বহবো বহুধা তত্র পতাকাশ্চিত্রিতাম্বরাঃ।
ধ্বজাশ্চ বহবস্তত্র স্বর্ণরাজতনির্ম্মিতাঃ ॥৩২

চামরাদি দ্বারা সুসজ্জিত মণ্ডল (বিশ্রামার্থ আসন বিশেষ) এরূপ ভাবে রচনা করিতে হইবে যেন দেখিলেই বোধ হয়, তথায় পুষ্পিত অরণ্যরাজী বিরাজ করিতেছে। (যাহাতে রথ অনায়াসে যাইতে পারে, তজ্জন্য) মার্গভূমি সুন্দররূপে সমতল করিবে এবং পঙ্কবিহীন কঙ্করাদিশূন্য, নির্ম্মল, সদ্‌গন্ধ-যুক্ত ও এরূপ কোমল মৃত্তিকাময়ী হইবে যেন সকলেই তদুপরি সুখে বিচরণ করিতে পারে। ২৬—২৮

ঐ মার্গের প্রতিপদক্ষেপস্থানেই যাহাতে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হয়, এরূপ সুগন্ধি দ্রব্যপূর্ণ পাত্র সকল এবং যে যন্ত্র দ্বারা চন্দনমিশ্রিত জল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, এরূপ যন্ত্রনিচয় স্থাপন করিতে হইবে। ২৯

জগন্নাথদেবের রথগমনকালে পুষ্পবৃষ্টি করিবার জন্য স্থানে স্থানে সেই ঋতুসম্ভূত পুষ্পসমূহ থাকিবে এবং বহুসংখ্যক গায়ক ও নর্ত্তকগণ তৎকালে নৃত্যগীতাদি করিতে আরম্ভ করিবে। ৩০

সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা অসামান্যরূপলাবণ্য-বতী ও যৌবনগর্ব্বান্বিতা বেশ্যাসকল দণ্ডায়মানা থাকিবে এবং মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইবে। ৩১

বহু প্রকারে চিত্রবিচিত্রিত বহুসংখ্যক পতাকা উড্ডীন হইতে থাকিবে এবং স্বর্ণ ও

বৈজয়ন্ত্যো বহুবিধা ভূমিগা বাহগাস্তথা।
হস্তিনশ্চ হয়াশ্চৈব সুসন্নদ্ধা স্বলঙ্কৃতাঃ॥ ৩৩
ইত্থং সম্ভৃতসম্ভারঃ ক্ষিতিপালঃ শুচিব্রতঃ।
মুদা পরময়া ভক্ত্যা যুতঃ কুর্য্যান্মহোৎসবম্॥ ৩৪
আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং দেবং প্রপূজয়েৎ॥৩৫
ব্রাহ্মণৈর্বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং যতিভিশ্চ তপস্বিভিঃ
বিজ্ঞাপয়েদ্দেবদেবং যাত্রায়ৈ সংস্কৃতাঞ্জলিঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নং ক্ষিতিপতিং যথাজ্ঞা সা কৃতা পুরা।
বিজয়স্ব রথেনাথ গুণ্ডিচামণ্ডপং প্রতি॥ ৩৭
তবাপাঙ্গবিলোকো নঃ প্রপুনাতু দিশো দশ।
নিঃশ্রেয়সপদং যান্তু স্থাবরাণি চরাণি চ॥ ৩৮

রজতনির্ম্মিত বহুল ধ্বজদণ্ড সমুচ্ছ্রিত হইবে।

বহুবিধ বৈজয়ন্তী (লম্বমান পতাকা-বিশেষ) ভূমিতলে ও মাতঙ্গাদি বাহনোপরি সংস্থাপিত হইবে এবং বহুল মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণকেও সুন্দররূপে সজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া রাখিবে। ৩২। ৩৩

নৃপতি, নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক পবিত্রভাবে থাকিয়া এইরূপ মহাসমারোহে পরম ভক্তি-সহকারে এবং সানন্দচিত্তে ভগবানের রথ-যাত্রারূপ মহোৎসব সমাধা করিবেন। ৩৪

মুনিগণ! আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়াতে অরুণোদয়কালে জগন্নাথ-দেবকে সম্যক্‌রূপে অগ্রে অর্চ্চনা করিবে। ৩৫

পরে, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, যতি ও তপস্বিগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া রথযাত্রার নিমিত্ত দেবদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে, হে প্রভো! আপনি পুরাকালে ভূপতি ইন্দ্র-দ্যুম্নের প্রতি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্য করিতেই উদ্যত হইয়াছি, অতএব হে নাথ! আপনার জয় হউক, আপনি রথারোহণে গুণ্ডিচামণ্ডপে যাত্রা করুন। ৩৬।৩৭

ভবদীয় কৃপাপাঙ্গবিলোকনে আমাদিগের দশদিক পবিত্র হউক এবং চরাচর সকলেই কল্যাণময় মোক্ষপদ লাভ করুক। ৩৮

অবতারঃ কৃতো হ্যেষ লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
অদেহি ভগবন্ প্রীত্যা চরণং ন্যস্য ভূতলে॥ ৩৯
ততঃ কর্পূরচূর্ণৈশ্চ সুমনোভিরবাকিরেৎ।
পথি শাকুনসূক্তানি প্রপঠন্তি দ্বিজাতয়ঃ॥ ৪০
কেচিন্মঙ্গলগাথাশ্চ কেচিজ্জয় জয়েতি চ।
জিতং ত ইতি মন্ত্রং বৈ কেচিদুচ্চৈর্জ্জপন্তি চ॥
সূতমাগধমুখ্যাশ্চ কীর্ত্তিং পুণ্যাং মুদা জগুঃ॥৪২
স্বর্ণদণ্ডপ্রকীর্ণানাং শ্রেণিকোভয়পার্শ্বয়োঃ।
লীলয়ান্দোলয়ন্তি স্ম রণৎকঙ্কণমঞ্জুলম্॥ ৪৩
স্বর্ণপাত্রপরিক্ষিপ্ত-কৃষ্ণাগুরুসুধূপিতে।
সুরভীকৃতসর্ব্বাশা-মুখে ব্যোমাঙ্গণে তথা॥ ৪৪
চর্চ্চরীঝর্ঝরীবেণু-বীণামধুরিকাদয়ঃ।
শব্দায়ন্তে সুমধুরং গোবিন্দবিজয়ায় বৈ॥ ৪৫

হে দেব! আপনি সকল লোকের প্রতি অনুগ্রহ বাসনাতেই এইরূপ অবতারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া ভূতলে পাদবিক্ষেপ করত আগমন করুন। ৩৯

অনন্তর ভগবান্‌কে লইয়া যাইবার কালে পথিমধ্যে দ্বিজাতিগণ, শাকুন-সূক্তনিচয় পাঠ করিতে থাকিবে এবং তদীয় অঙ্গে কর্পূরচূর্ণ ও কুসুমনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবে॥৪০

তৎকালে কেহ কেহ মঙ্গলগাথা পাঠ, কেহ কেহ "জয় জয়" ইত্যাদি ধ্বনি এবং কেহ কেহ "জিতং তে" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে থাকিবে। প্রসিদ্ধতম সূত-মাগধগণ সানন্দে ভগবানের পুণ্যকীর্ত্তি গান এবং বহু-সংখ্যক লোক ভগবানের উভয় পার্শ্বে স্বর্ণনির্ম্মিত দণ্ডশ্রেণী উত্তোলনপূর্ব্বক নিজ নিজ কর-ভূষণ কঙ্কণসমূহের সুমধুর নিনাদসহকৃত মৃদুভাবে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিবে। ৪১—৪৩

ঐ সময়ে সমুদয় দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল স্বর্ণপাত্রস্থ কৃষ্ণাগুরুগন্ধে আমোদিত করিবে এবং ভগবান্ গোবিন্দের বিজয়ার্থ চর্চ্চরী, ঝর্ঝরী, বেণু, বীণা ও মধুরিকা প্রভৃতি বাদ্যের সুমধুর শব্দ হইতে থাকিবে। ৪৪। ৪৫

এবং প্রবৃত্তে সময়ে কৃষ্ণং রামপুরঃসরম্।
নয়ন্তি বিপ্রা ভদ্রাঞ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশস্তথা ॥ ৪৬
ছত্রমালাঃ সমুচিতা মুক্তাস্রক্ চীনতোরণাঃ।
রত্নধ্বজা হেমদণ্ডা পার্শ্বয়োর্মুরবৈরিণঃ ॥ ৪৭
রাজা চতুর্ব্বিধা বর্ণা অন্যে যে চ পৃথগ্জনাঃ।
দীনা মহান্তশ্চ তদা সমানাস্তত্র ভান্তি বৈ ॥ ৪৮
সলীলচরণন্যাসং তুলিকাস্তরণেষু তান্।
বাসয়ন্তঃ ক্বচিৎ শ্রান্তা দেবাংস্তে রথমব্রয়ুঃ ॥৪৯
মহোৎসবং সমাসাদ্য গীতমঙ্গলমেব চ।
করে কৃত্বা জগন্নাথং ভ্রাময়িত্বা রথোত্তমম্।
রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ রথমধ্যে নিবেশয়েৎ ॥ ৫০
চারুচন্দ্রাতপাচ্যোন মণ্ডপেন বিরাজিতে।
কিঙ্কিণীমালিকাভিশ্চ মাল্যচামরভূষিতে।

এইরূপ মহা-সমারোহময় সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সমবেত হইয়া অগ্রে বলরাম পরে সুভদ্রা ও তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এই-রূপক্রমে তাঁহাদিগকে রথসন্নিধানে লইয়া-যাইতে থাকিবে। তৎকালে ভগবান্ মুরারির উভয় পার্শ্বে যাহাদিগের অগ্রভাগ রত্নখচিত দণ্ড সকল স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং চীনদেশীয় আবরণ বস্ত্রের প্রান্তভাগ মুক্তাদামে বিভূষিত, এববিম্বধ ছত্র সকল ধারণ করিবে। ৪৫—৪৭

ঐ সময়ে তথায় কি রাজা, কি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ, কি অপর নীচজাতীয় ব্যক্তিগণ এবং কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই সমান বলিয়া বোধ হয়। ৪৮

সেই দেবত্রয়কে বহনকালে কোন সময়ে বাহকগণ শ্রান্ত হইলে অতি ধীরভাবে পাদ-বিক্ষেপকরত তুলপূর্ণ আস্তরণোপরি দেবত্রয়কে রক্ষা করিয়া শ্রমাবসানে পুনরায় পূর্ব্ব প্রকারে রথাভিমুখে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। ৪৯

অনন্তর রথসন্নিধানে গমনান্তে মহোৎসব ও মঙ্গলসঙ্গীত করাইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথদেবকে হস্তে ধারণ করত রথ প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক মনোহর চন্দ্রাতপশোভিত মণ্ডপ কিঙ্কিণী-মালা, মাল্য ও চামর দ্বারা বিরাজিত এবং অভ্যন্তরে স্নারবং কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য-সম্ভূত ধূপগন্ধে আমোদিত রথমধ্যে

সসারকৃষ্ণাগুরুজধূপপূরিতগর্ভকে ॥ ৫১
ততস্তান্ বাসয়িত্বা তু তুলিকাসু সুরোত্তমান্।
ঃ ॥ ৫২
পূজয়েদুপচারৈস্তৈঃ সমৃদ্ধৈর্ভক্তিভাবিতৈঃ ॥ ৫৩
নাতঃ পরতরং বিষ্ণোর্যাত্রান্তরমবেক্ষ্যতে।
যত্র স্বয়ং ত্রিলোকেশঃ স্যন্দনেন কুতুহলাৎ।
মানয়ন্ পূর্ব্বমাজ্ঞাং তাং বর্ষে বর্ষে ব্রজেদসৌ ॥
রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাবেদীমহোৎসবে।
যে পশ্যন্তি মুদা ভক্ত্যা বাসস্তেষাং হরেঃপদে ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজানে দ্বিজোত্তমাঃ
নাতঃ শ্রেয়ঃপ্রদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রদর্শতঃ।
যথা রথবিহারোঽয়ং মহাবেদীমহোৎসবঃ ॥ ৫৬
যত্রাগত্য দিবৌকসঃ স্বর্গং যান্ত্যধিকারিণঃ।
কিং বচ্মি তস্য মাহাত্ম্যমুৎসবস্য মুরদ্বিষঃ ॥ ৫৭

কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে প্রবেশিত করিবে। ৪৮—৫১

অনন্তর সেই সুরবরত্রয়কে তুলপূর্ণ শয্যার উপর অবস্থাপিত করিয়া ভক্তি-সহকারে বস্ত্রা-লঙ্কার ও মাল্য দ্বারা যথাবিধি বিভূষিত করিবে এবং ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত উপচারসমূহ দ্বারা পূজা করিবে। মুনিগণ! ভগবান্ বিষ্ণুর ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর যাত্রান্তর দৃষ্ট হয় না; কারণ, উহাতে স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বর ভগবান্ হরি স্বীয় পূর্ব্বাদেশের সম্মান রক্ষার্থ প্রতিবর্ষে রথারোহণ করত গুণ্ডিচা-মণ্ডপে পরম কুতুহলে গমন করিয়া থাকেন। ৫২—৫৪

উক্ত মহাবেদী-মহোৎসবকালে যাহারা সানন্দহৃদয়ে ভক্তিভাবে ভগবান্‌কে রথারোহণে গমন করিতে দেখে, তাহাদিগের নিঃসন্দেহ বৈকুণ্ঠে বাস হয়। ৫৫

হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি ত্রিসত্য করত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, মহাবেদী-মহোৎসব এই রথবিহার যেমন শ্রেয়স্কর ইহাপেক্ষা অধিক শ্রেয়স্কর বিষ্ণুৎসব আর কোন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না। ৫৬

মুনিগণ! ভগবান্ মুরারির সেই উৎসব-মাহাত্ম্য আর অধিক কি কহিব, দেবগণ স্বর্গ

যস্য সংকীর্ত্তনাৎ পাপং নশ্যেজ্জন্মশতোদ্ভবম্ ॥৫৮
মহাবেদীং ব্রজন্তং তং রথস্থং পুরুষোত্তমম্।
বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ জন্মকোটিশতোদ্ভবম্ ॥
দৃষ্ট্বা পাপং নাশয়তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৯
রথচ্ছায়াং সমাক্রম্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।
তদ্রেণুসংসক্তবপুস্ত্রিবিধাং পাপসংহতিম্ ।
নাশয়েৎ স্বর্গগঙ্গায়াং স্নানজং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬০
ঘনাম্বুবৃষ্টিযোগেন রথমার্গে তু পঙ্কিলে।
দিব্যদৃষ্ট্যা চ কৃষ্ণস্য সমস্তমলহারিণি ॥ ৬১
তত্র যে প্রণিপাতাংস্তু কুর্ব্বন্তে বৈষ্ণবোত্তমাঃ।
অনাদিব্যূঢ়পঙ্কং তে হত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬২
গবাং কোটিপ্রদানস্য কন্যানাময়ুতস্য চ।
বাজিমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৬৩
অনুগচ্ছন্তি কৃষ্ণং যে যাত্রা কৌতূহলাদপি।
অনুব্রজন্তি নিত্যং তান্ দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ॥
পশ্যন্তি যে রথে যান্তং দারুব্রহ্মসনাতনম্ ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং তেষাং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৬৫
বেদৈঃ স্তুবন্তি বেদানাং বক্তারো মোক্ষদায়িনম্।
ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ স্তোত্রৈর্ব্বাপি স্বয়ংকৃতৈঃ ॥৬৬
স্তুবন্তি পুণ্ডরীকাক্ষং যে বৈ বিগতকল্মষাঃ
বৈষ্ণবং যোগমাস্থায় মোদন্তে নারদাদিভিঃ ॥ ৬৭
কুর্ব্বন্তি বাসুদেবাগ্রে জয়শব্দেন বা স্তুতিম্ ।
তে বৈ জয়ন্তি পাপানি ত্রিবিধানি ন সংশয়ঃ ॥৬৮
লয়তালানভিজ্ঞোঽপি গীতমাধুর্য্যবর্জ্জিতঃ।
নর্ত্তনং কুরুতে বাপি গায়ত্যথ নরোত্তমঃ।
বৈষ্ণবোত্তমসংসর্গাৎ মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥

হইতে ঐ উৎসবে আসিয়াই স্বর্গবাসের অধিকারী হন, এবং তাহাতেই পুনরায় স্বর্গে গমন করিতে পারেন। ঐ উৎসবের নাম-সংকীর্ত্তন করিলেও শতজন্মের পাতক নষ্ট হইয়া থাকে। মহাবেদীতে গমন-কালে রথস্থ পুরুষোত্তম, বলদেব ও সুভদ্রাকে দর্শন করিয়া মানব যে, কোটিশত জন্মার্জ্জিত পাপরাশিকেও বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাহাতে আর কিছুমাত্র বিচার করিবার নাই। ৫৭—৫৯

ভগবানের রথচ্ছায়া স্পর্শ করিলেই ব্রহ্মহত্যা পাপ বিদূরিত হয় এবং গাত্রে রথরেণু সংলগ্ন হইলে ত্রিবিধ পাপপুঞ্জই বিনষ্ট হইয়া থাকে, অধিকন্তু সে, স্বর্গগঙ্গাসলিলে স্নান করিলে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ করে। ৬০

রথপথ নিবিড় বৃষ্টিপাতে পঙ্কিল হইলেও ভগবানের দিব্য দৃষ্টিপাত নিবন্ধন যে অখিল অন্তর্ম্মলাপহারী, তাহাতে আর সংশয় নাই, এজন্য যে সকল বৈষ্ণববরগণ সেই পঙ্কিল পথে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক ভগবান্‌কে প্রণিপাত করে, তাহারা অসীম পাপরাশিকেও বিদূরিত করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৬১।৬২

অধিক কি, তাহারা কোটি গো-দান, অযুত কন্যা-দান এবং সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে সংশয় নাই। ৬৩

প্রকৃত ভক্তি না থাকিলেও যাহারা কেবল যাত্রা কৌতুক বশতই রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করে, ইন্দ্রাদিদেবগণ নিয়ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। ৬৪

মনীষিগণ বলিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি, দারুময় সনাতন ব্রহ্মকে রথারোহণে গমন করিতে দেখে, তাহাদিগের পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। ৬৫

ঐ সময়ে যে সকল বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ বৈদিকস্তোত্রে মোক্ষদাতা ভগবানের স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন এবং অপর যে সকল ব্যক্তি, ইতিহাসপুরাণাদিতে উক্ত কিংবা স্বরচিত স্তোত্রে ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষকে স্তব করিতে থাকে, সেই সমুদয় ব্যক্তিই নিষ্পাপ হইয়া বৈষ্ণবযোগ লাভ করত নারদাদি মহর্ষিগণের সহিত নিত্যানন্দ উপভোগ করে। ৬৬।৬৭

কিম্বা যাহারা, বাসুদেবের সম্মুখে কেবল জয় জয় শব্দে তাঁহার স্তুতিবাদ করে, তাহারা নিঃসন্দেহে ত্রিবিধ পাপকে জয় করিয়া থাকে। ৬৮

যে ব্যক্তি, তাল লয় ও সঙ্গীত মাধুর্য্যবিহীন হইয়াও জগন্নাথদেবের নিকটে নৃত্যগীত করিতে থাকে, সেই পুণ্যাত্মা মানব, সাধুবৈষ্ণব সংসর্গে নিশ্চয়ই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। ৬৯

নামানি কীর্ত্তয়ন্ত্ তেন যাতি সহৈব যঃ।
অনুব্রজেৎ তৎফলং বৈ প্রাপ্নোত্যত্র ন সংশয়ঃ
জয়স্ব কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি জয় কৃষ্ণেতি যো বদেৎ।
গুণ্ডিচামণ্ডপং যান্তং কৃষ্ণং ভক্তিসমন্বিতঃ।
ন মাতৃগর্ভবাসস্থ স চ দুঃখমবাপ্নুয়াৎ॥ ৭১
চামরৈর্ব্যজনৈঃ পুষ্পস্তবকৈর্নীলচোলকৈঃ।
রথস্যাগ্রে স্থিতো যো বৈ বীজয়েৎ পুরুষোত্তমম্॥
স বীজ্যমানোঽপ্সরোভির্গন্ধর্ব্বৈরুপশোভিতঃ।
অনুব্রজদ্ভিস্ত্রিদশৈর্মহেন্দ্রাসনসংস্থিতঃ॥ ৭৩
ভুনক্তি ভোগ্যানখিলান্ যাবদাহূতসংপ্লবম্।
তদন্তে চ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্য মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥৭৪
কৃষ্ণস্য পুরতো যে বৈ পুষ্পবৃষ্টিং প্রকুর্ব্বতে।
তে বৈ মনোরথান্ সর্ব্বান্ প্রাপ্নুবন্তি মনোগতান্
সহস্রনামভিঃ পুণ্যৈঃ পর্য্যটন্তি রথাংশ্চ যে।
তেষাং প্রদক্ষিণং কুর্য্যুস্ত্রিদশানতকন্ধরাঃ।
বসন্তি বৈকুণ্ঠগৃহে বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমাঃ॥ ৭৬
তস্মিন্ কালে মহাপুণ্যে দেবর্ষিপিতৃসেবিতে॥ ৭৭
একং ব্রহ্ম ত্রিধাভূতং মায়য়ানুগতং স্বয়া॥ ৭৮
সাক্ষাদ্দারুস্বরূপেণ মহাবেদীমহোৎসবম্।
রথারূঢ়ঃ কৌতুকবান্ যত্র যাতি জগৎপ্রভুঃ।
তস্মিন্ কালে পৃথিব্যাস্তু চরেৎ তত্র মহোৎসবম্॥
দেবা অপ্যুৎসবে তস্মিন্ পুরুহূতপুরোগমাঃ।
অভিমানং পরিত্যজ্য শ্রেণীভূতা হি পার্শ্বয়োঃ।
প্রকুর্ব্বতে মহাযাত্রাং তৈস্তৈর্দিব্যৈঃ পরিচ্ছদৈঃ॥
তেষামগ্রেসরস্তত্র দেবোঽপি প্রপিতামহঃ ॥ ৮১
চতুর্দ্দশানাং জগতাং কর্ত্তা যঃ পরমেশ্বরঃ।
সোঽপি তত্র জগন্নাথং রথে যান্তং মহোৎসবে॥

এবং ভগবানের নামকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার সহিত যে, গমন করে. সে যে, সেই অনুগমন জন্য পূর্ব্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই। ৭০

যে মানব, ভগবানের গুণ্ডিচা-মণ্ডপে গমনকালে পরম ভক্তি সহকারে পুনঃপুনঃ "জয়-কৃষ্ণ! জয় কৃষ্ণ!" এইরূপ বলিতে থাকে, তাহাকে আর জননীর গর্ভবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। ৭১

যে ব্যক্তি, ভগবানের রথাগ্রে অবস্থিতি করত চামর ব্যজন, পুষ্পস্তবক বা নীলচোলক দ্বারা পুরুষোত্তমকে বীজন করিতে থাকে, সে অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক বীজ্যমান এবং গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সুশোভিত হইয়া অনুগামী দেবগণের সহিত সুরপুরে গমনপূর্ব্বক দেবরাজের অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট হয় এবং তথায় কল্পকাল পর্য্যন্ত বিবিধ ভোগ্য বস্তু সকল উপভোগান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৭২—৭৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে যাহারা পুষ্প বর্ষণ করে, তাহারা মনোগত সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। ৭৫

যাহারা ভগবানের পবিত্র সহস্র নাম পাঠ করিতে করিতে তদীয় রথের সহিত গমন করিতে থাকে, সুরবৃন্দও অবনতমস্তকে তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করেন এবং তাহারা পরিণামে বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী হইয়া বৈকুণ্ঠধামে বাস করিয়া থাকে। ৭৬।৭৭

মুনিগণ! দেবর্ষি ও পিতৃগণ-সেবিত মহাপুণ্যজনক সেই রথযাত্রাকালেই একমাত্র ব্রহ্মই স্বীয় মায়া-শক্তিতে ত্রি-মূর্ত্তিতে বিরাজমান হইতে থাকেন। ৭৮

জগৎপ্রভু ভগবান্, কৌতুক বশতঃ রথারূঢ় হইয়া যে সময়ে মহাবেদী-মহোৎসবে গমন করেন, সেইসময়ে পৃথিবীস্থ সেই স্থানে ভগবানের প্রীত্যর্থে নৃপতির মহোৎসব করা কর্ত্তব্য। ৭৯

উক্ত উৎসব কালে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দও আত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব দিব্য পরিচ্ছদ পরিধান করত ভগবানের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রথের সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডিচা-মণ্ডপে যাত্রা করেন। ৮০

যিনি, চতুর্দ্দশ ভুবনের কর্ত্তা ও পরমেশ্বর, সেই দেব-দেব ভগবান্ ব্রহ্মাও ব্রহ্মলোক হইতে আগমনপূর্ব্বক দেবগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া রথারোহণে মহোৎসবে গমনাসক্ত ভগবান্ সনাতন জগন্নাথ দেবকে বৈদিক-স্তব-

ব্রহ্মলোকাৎ পরাবৃত্য স্তুবন্ বেদময়ৈঃ স্তবৈঃ।
পদে পদে প্রণমতি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৮৩
যদ্যপ্যজনিধেঃ কৃষ্ণান্নভেদোঽস্তি তথাপ্যয়ম্।
মহোৎসবস্ত মহিমা যত্র সর্ব্বেঽনুযায়িনঃ ॥ ৮৪
নাতঃ পরতরো লোকে মহাবেদী-মহোৎসবাৎ।
সর্ব্বপাপহরো যোগঃ সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ ॥ ৮৫
কৃষ্ণমুদ্দিশ্য যে তত্র দানং দদতি বৈষ্ণবাঃ।
যৎকিঞ্চিদক্ষয়ফলং মেরুদানেন সম্মিতম্ ॥ ৮৬.
তস্যাগ্রে দেবদেবস্য ব্রজতো গুণ্ডিচালয়ম্।
যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম তত্তদক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৮৭
উপায়নানি নানা বৈ ভক্ষ্যভোজ্যানি চৈব হি।
সমর্পয়ন্তি দেবায় তৎপ্রীত্যৈ বা দ্বিজন্মনে।
তেষামক্ষয়পুণ্যানি সর্ব্বকামপ্রদানি চ ॥ ৮৮
হরেরগ্রেসরা যে বৈ পশ্যন্তস্তন্মুখাম্বুজম্।
পদে পদে নমন্তশ্চ পঙ্কধূলিপ্লুতাঙ্গকাঃ ॥ ৮৯
বিহায় পাপকবচমভেদ্যং জন্মকোটিভিঃ।
ক্ষণাৎ বিমুক্তিপদভাক্ যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্
সর্ব্বক্রতূনাং তীর্থানাং দানানাং ফলমশ্নুতে।
ভগবদ্ভক্তিভাবানাং নাতঃ পুজ্যতমো মহঃ ॥ ৯১
এবং স ভগবান্ কৃষ্ণঃ সুভদ্রারামসংযুতঃ।
ব্রজন্ স্যন্দনপৃষ্ঠস্থো দ্যোতয়ংশ্চ দিশো দশ ॥৯২
শ্রীমদঙ্গোপসংস্পৃষ্টেন মরুতা সর্ব্বদেহিনাম্
পাপানি নাশয়ন্ শ্রীমান্ দয়ালুর্ভক্তভাবনঃ ॥ ৯৩
অজ্ঞানামপ্যবিশ্বাসভাজাং বিশ্বাসহেতবে।
নিসর্গমুক্তিদোঽপ্যেষ যাত্রারম্ভান্ করোতি বৈ ॥
ব্রজন্ সমৃদ্ধ্যা দেবানাং মর্ত্ত্যানাঞ্চ বিশেষতঃ।
সূর্য্যো ললাটন্তপতি মধ্যাহ্নে মার্গমধ্যতঃ ॥

নিচয় দ্বারা স্তব করিতে করিতে প্রতিপদ-ক্ষেপেই প্রণাম করিতে থাকেন। ৮১—৮৩

যদ্যপি কৃষ্ণের সহিত কমলযোনির প্রভেদ নাই, তথাপি, যে মহোৎসবে সর্ব্ব প্রাণীই ভগবানের অনুগামী হয়, সেই মহোৎসবেরই ঐরূপ মহিমা জানিবেন। ৮৪

বস্তুতঃ, জগতে মহাবেদী-মহোৎসব অপেক্ষা সর্ব্বপাপ-বিনাশন, সর্ব্বতীর্থ-ফলপ্রদ উৎকৃষ্টতম শুভযোগ আর নাই। ৮৫

ঐ সময়ে যে সকল বিষ্ণুভক্ত মানব, বিষ্ণু উদ্দেশে কোন বস্তু দান করে, তাহা যৎকিঞ্চিৎ হইলেও মেরুদানের তুল্য অক্ষয়-ফলজনক হইয়া থাকে। ৮৬

ফলে, গুণ্ডিচামণ্ডপে গমন-সময়ে দেবদেব জগন্নাথদেবের নিকটে যাহা কিছু সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই অক্ষয়পুণ্য প্রদান করে। ৮৭

যে সকল মানব ঐ সময়ে নানা প্রকার উপঢৌকন দ্রব্য এবং বহুবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য জগন্নাথদেবকে কিংবা তাঁহার প্রীত্যর্থে কোন ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করে, তাহাদিগের অক্ষয়পুণ্য ও সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৮৮

যাহারা হরির অগ্রসর হইয়া পদে পদে তদীয় মুখপঙ্কজ অবলোকন করত প্রণাম করিতে করিতে রথপথের পঙ্ক-ধূলিতে পরিপ্লুতাঙ্গ হয়, তাহারা, কোটি কোটি জন্মেও দুশ্ছেদ্য পাপ-কবচ উন্মোচন-পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্ব্বতীর্থে স্নান, ও সর্ব্ববিধ দানের ফল লাভ করে এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই মোক্ষ পদের অধিকারী হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়; এই জন্যই বলিতেছি যে, ভগদ্-ভক্তদিগের রথ-যাত্রা অপেক্ষা পুজ্যতম উৎসব আর নাই। ৮৯—৯১

শ্রীমান্ ভক্তবৎসল কৃপাময় ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপে বলরাম ও সুভদ্রার সহিত দশদিক্ উদ্ভাসিত করত রথারোহণে গমন করিতে করিতে স্বীয় শ্রীমদঙ্গের সমীরণ-সংস্পর্শে সমুদয় দেহিগণের পাপপুঞ্জ বিদূরিত করিয়া থাকেন। ৯২।৯৩

ভগবান্ কৃষ্ণ স্বভাবসিদ্ধ মুক্তিপ্রদ হইলেও অজ্ঞ এবং বিশ্বাসবিহীন জীবগণের বিশ্বা-সোৎপাদনার্থই রথযাত্রাদি লীলা করিতে-ছেন। ৯৪

মুনিগণ! ভগবান্ এইরূপে মহাসমারোহে রথারোহণে যাইতে যাইতে মধ্যাহ্ন কালে যে সময়ে সূর্য্যদেব দেবগণের, বিশেষতঃ মানব-গণের ললাট-দেশ সন্তপ্ত করিতে থাকেন এবং তজ্জন্য রথরজ্জ্বাকর্ষণকারী জনগণ নিতান্ত

শ্রান্তাকর্ষণজনস্তস্থৌ ম্লায়ন্ বৈ তদ্রজোবৃতঃ।
তত্রাতপস্য শান্ত্যর্থং দর্পণেষভিষেচয়েৎ ॥ ৯৬
পঞ্চামৃতৈঃ শীততোয়ৈঃ পুষ্পকর্পূরবাসিতৈঃ।
সর্ব্বাঙ্গমনুলিম্পেত্তু চন্দনেন্দুমৃগদ্রবৈঃ ॥ ৯৭
সুগন্ধমাল্যাভরণৈশ্চীনচেলৈঃ সুশোভনৈঃ।
চামরৈশ্চ জলার্দ্রাদ্যৈঃ শীতলৈর্ব্যজনৈস্তথা।
বীজয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সুভদ্রাং রামমেব চ ॥৯৮
সিতাভিঃ পানকৈশ্চ পেয়ৈস্তথা খণ্ডবিকারজৈঃ।
খর্জ্জুরনারিকেলৈশ্চ নানারম্ভাফলৈস্তথা ॥ ৯৯
তথা ক্ষীরবিকারৈশ্চ পনসৈস্তৃণরাজকৈঃ।
ইক্ষুভিঃ স্বাদুহৃদ্যৈশ্চ ফলৈর্নানাবিধৈস্তথা ॥ ১০০
বাসিতৈঃ শীততোয়ৈশ্চ পক্বতাম্বূলপত্রকৈঃ।
সকর্পূরলবঙ্গাদ্যৈঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥১০১
তস্মিন্ কালে দ্বিজশ্রেষ্ঠা যে পশ্যন্তি জনার্দ্দনম্
পূজয়ন্তি যথাশক্তি ন তে সংসারজং শ্রমম্।
প্রাপ্নুবন্তি নরশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ ॥১০২
রথযাত্রাস্থিতং দেবত্রয়ং যে পুরুষর্ষভাঃ।
প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বন্তি ত্রিচতুঃ সপ্ত এব বা ॥১০৩
দশপ্রণামান্ কৃত্বান্তে স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়োঽগ্রতঃ।
পুরা রথস্থিতান্ ব্রহ্মা স্তুতিভির্যাভিরজভূঃ ॥১০৪
তুষ্টাব তাভির্দেবেশং স্তবন্তি পরমেশ্বরম্।
যে নরা ব্রহ্মলোকং তে প্রযান্তি নিয়তং দ্বিজাঃ ॥
ততোঽপরাহ্নে দেবেশং দক্ষিণানিলবীজিতম্।
শনৈঃ শনৈর্নয়েদ্‌গীতৈর্বেণুবীণানিনাদিতৈঃ ॥১০৬
বন্দিনাং স্তুতিপাঠৈশ্চ কলৈর্মধুরিকাস্বনৈঃ।
নিরন্তরৈঃ পুষ্পবর্ষৈশ্চামরান্দোলনৈস্তথা ॥ ১০৭
এবং ব্রজতি দেবেশে সূর্য্যশ্চাস্তগতো ভবেৎ।
দীপিকানাং সহস্রাণি জ্বালিতানি সহস্রশঃ ॥১০৮

শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তিনি, ম্লানমুখ ও ধূলিধূসরিতাঙ্গ হইয়া পথমধ্যে অচলভাবে অবস্থিত হন। ঐ সময়ে তাঁহার সন্তাপ শান্তির নিমিত্ত পঞ্চামৃত এবং পুষ্প ও কর্পূর-বাসিত সুশীতল সলিলদ্বারা দর্পণে তাঁহার অভিষেক করিতে হয় এবং চন্দন, কর্পূর কস্তুরী দ্বারা তদীয় সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন করা বিধেয়। ৯৫—৯৭

তৎপরে সুগন্ধ মাল্যাভরণযুক্ত সুশোভন চীনবেল, চামর এবং জলার্দ্র সুশীতল ব্যজন দ্বারা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে বীজন করিবে। ৯৮

অনন্তর বলরাম ও সুভদ্রার সহিত সেই পরমেশ্বর জগন্নাথদেবকে সর্করা, সুমধুর পেয় দ্রব্য, খণ্ড বিকারজাত মিষ্টান্ন, খর্জ্জুর নারিকেল, নানাবিধ রম্ভা, তাল, ও পনসাদি মুখপ্রিয় বিবিধ সুস্বাদু ফল, ইক্ষু, ক্ষীরোৎপন্ন বহু প্রকার সুখাদ্যবস্তু সুবাসিত সুশীতল জল এবং কর্পূর-লবঙ্গাদি সুবাসিত পক্ব তাম্বুলাদি উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে।৯৯—১০১

হে দ্বিজবরগণ! তৎকালে যাহারা সেই জনার্দ্দনকে অবলোকন এবং যথাশক্তি অর্চনা করে, সেই সকল প্রশংসনীয় মানবগণকে আর সংসারশ্রম ভোগ করিতে হয় না, তাহারা ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে।১০২

হে দ্বিজগণ! যাহারা রথস্থিত দেবত্রয়কে বারত্রয় বা বারচতুষ্টয় কিংবা সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে, এবং যে সকল ব্যক্তি, দশবার প্রণামান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্বে ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা উক্ত দেবগণকে দেখিয়া যে সকল স্তুতিবাক্যে স্তব করিয়াছিলেন, সেই স্তবমালা পাঠে দেবদেব পরমেশ্বরকে স্তুতিবাদ করে, সেই পুণ্যাত্মা মানবগণ দেহাবসানে নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। ১০৩।১০৫

অনন্তর অপরাহ্নকালে ভগবানের সর্ব্ব শরীর মন্দ মন্দ দক্ষিণানিলে বীজিত হইতে থাকিলে, সেই দেবদেবকে মৃদুভাবে পুনরায় লইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। ঐ সময়ে গায়কগণ বেণু-বীণাবাদন-সহকারে তাঁহার সহিত সংগীত করিতে করিতে যাইবে। ১০৬

বন্দিগণ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবে এবং চতুর্দ্দিকে নিরন্তর পুষ্পবর্ষণ সুমধুর মধুরিকাধ্বনি ও চামর সঞ্চালন হইতে থাকিবে।

ভগবান্ দেবদেব এইরূপে গমন করিতে থাকিলে সূর্য্যদেব যখন অস্তমিত হইবেন, সেই

তদালোকপ্রকাশেন মার্গং শেষঞ্চ নীয়তে ॥ ১০৯
রথাবরোহণেনৈষাং মণ্ডপারোহণেন চ।
সম্মর্দ্দঃ সুমহাংস্তত্র দিদৃক্ষুণাং কুতুহলাৎ ॥ ১১০
মণ্ডপে বাসয়েদ্দেবান্ গুণ্ডিচাখ্যে মনোহরে।
চারুচন্দ্রাতপে চারুমাল্যচামরভূষিতে ॥ ১১১
রত্নস্তম্ভময়ে স্বর্ণ-বেদিকোপস্কৃতান্তরে।
প্রাচীরবলয়াবীতে সুধালেপসমুজ্জ্বলে ॥ ১১২
সাধুসোপানঘটিতে চতুর্দ্বারোপশোভিতে।
ত্রৈলোক্যাড়ম্বরযুতে মহাবেদ্যাং মহাক্রতোঃ ॥
প্রাদুর্ভাবো মহেশস্য যত্রাভূদ্দারুবর্ষ্মণঃ ॥ ১১৪

ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সময়ে চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দীপমালা প্রজ্জ্বালিত করিবে এবং সেই দীপাবলীর আলোকে অবশিষ্ট পথ লইয়া যাইবে। ১০৮। ১০৯

অনন্তর দেবত্রয়ের রথ হইতে অবরোহণ ও মণ্ডপোপরি আরোহণ জন্য দ্রষ্টৃবৃন্দের তদ্দর্শনার্থ নিরতিশয় কৌতূহল প্রযুক্ত তথায় সুমহান্ সম্মর্দ্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। ১১০

তৎপরে গুণ্ডিচা নামক মনোহর মণ্ডপমধ্যে দেবত্রয়কে সন্নিবেশিত করিবে। ঐ মণ্ডপের অভ্যন্তরভাগের, ঊর্দ্ধদেশ মনোহর চন্দ্রাতপ এবং চতুর্দ্দিক্ মনোহর মাল্য ও চামর দ্বারা বিভূষিত হইবে। ১১১

উহার স্তম্ভ সকল, বিবিধ রত্ন-দ্বারা খচিত, অভ্যন্তর স্বর্ণ-বেদিকায় সুশোভিত ও চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে এবং উহার সর্ব্বস্থান সুধালেপনে সমুজ্জ্বল হওয়া ..ক। ১১২

ঐ মণ্ডপ, সুন্দর সোপানমালায় বিরাজিত ও সুপ্রশস্ত দ্বার-চতুষ্টয়ে সুশোভিত হইবে, দেখিলেই বোধ হয় যেন, ঐ স্থান, ত্রৈলোক্যের আড়ম্বরযুক্ত মহাযজ্ঞের ঐ মহাবেদীতেই দারুময় মহেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।১১৩।১১৪

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

অশ্বমেধাঙ্গ-সরসো নৃসিংহস্য চ দক্ষিণে।
তত্রাসীনঃ স ভগবান্ পুনশ্চাবতরন্নিব।
বভাসে দিব্যরূপোঽসৌ দুর্ব্বিভাব্যঃ সুরাসুরৈঃ ॥
তদা পুজোপহারৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যাদিকৈস্তথা।
পুজয়িত্বা জগন্নাথং তোষয়েৎ গীতনৃত্যকৈঃ ॥ ২
পুষ্পোপহারৈর্বিবিধৈঃ সুগন্ধৈরনুলেপনৈঃ।
কৃষ্ণাগুরুজধূপৈশ্চ গন্ধতৈলপ্রদীপকৈঃ।
তোষয়েজ্জগতাং নাথমুপহারৈরনেকশঃ ॥ ৩
বিন্দুতীর্থতটে তস্মিন্ সপ্তাহানি জনার্দ্দনঃ।
তিষ্ঠেৎপুরা স্বয়ং রাজ্ঞে বরমেতৎ সমাদিশৎ ॥ ৪
তত্তীর্থতীরে রাজেন্দ্র স্থাস্যামি প্রতিবৎসরম্।
সর্ব্বতীর্থানি তস্মিংশ্চ স্থাস্যন্তি ময়ি তিষ্ঠতি ॥ ৫

জৈমিনি কহিলেন, মুনিবরগণ! পূর্ব্বোক্ত অশ্বমেধজ সরোবর ও নৃসিংহদেবের দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী সেই গুণ্ডিচামণ্ডপে সুরাসুরগণের অচিন্তনীয়মহিম দিব্যরূপী ভগবান্ আসীন হইলে, বোধ হয়, যেন তিনি পুনরায় নবদেহে অবতীর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ১

তৎকালে ভক্ষ্য-ভোজনাদি বিবিধ পূজোপহারে জগন্নাথ দেবকে অর্চ্চনা-পূর্ব্বক নৃত্য-গীতাদি দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন করিবে। ২

বিবিধ পুষ্পোপহার, সুগন্ধি অনুলেপন-দ্রব্য, কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যসম্ভূত ধূপাবলী, গন্ধতৈলের দীপমালা এবং নানা প্রকার অন্যান্য উপহার দ্রব্যে সেই অখিল জগতের অধিপতিকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইবে। ৩

ঐ বিন্দুতীর্থ-তটে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ জনার্দ্দন সপ্তদিবস তথায় অবস্থিতি করেন। পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই বর দিয়াছিলেন যে, হে রাজেন্দ্র! আমি প্রতিবৎসর সেই বিন্দু-তীর্থ-তীরে সপ্তদিবস অবস্থিতি করিব এবং আমার অবস্থিতিতে সমুদয় তীর্থই তথায় অবস্থিতি করিবে। ৪। ৫

তত্র স্নাত্বা বিধানেন তীর্থে তীর্থৌঘপাবনে।
সপ্তাহং যে প্রপশ্যন্তি গুণ্ডিচামণ্ডপে স্থিতম্।
মাঞ্চ রামং সুভদ্রাঞ্চ মম সাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬
ততস্তস্মিন্ মহাপুণ্যে সর্ব্বপাপপ্রণাশনে।
সর্ব্বতীর্থৈকফলদে বিষ্ণুপ্রীতিকরে শুভে ॥ ৭
স্নাত্বা সন্তর্প্য বিধিবৎ পিতৃন্ দেবানতন্দ্রিতঃ।
তটস্থং নরসিংহং তং পূজয়িত্বা প্রণম্য চ ॥ ৮
মহাবেদীং নরো গত্বা কৃতশৌচাচমক্রিয়ঃ।
পূজয়েৎ পূর্ব্ববদ্বিপ্রাঃ প্রণমেদ্বাপি ভক্তিতঃ ॥৯
সপ্তাহং যো নরো নারী ন সা প্রকৃতিমানুষী।
বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নোতি শাসনান্মধুবৈরিণঃ ॥ ১০
দিবা তদ্দর্শনং পুণ্যং রাত্রৌ দশগুণং ভবেৎ ॥১১
যৎকিঞ্চিৎকুরুতে কর্ম্ম সন্নিধৌ জগদীশিতুঃ।
স্বল্পং বাপ্যথবা ভূরি কোটি কোটি গুণং ভবেৎ ॥

তৎকালে যে সকল মানবগণ, অখিল তীর্থ-নিচয়েরও পবিত্রতাকর সেই তীর্থে—যথা-বিধি স্নানান্তে গুণ্ডিচামণ্ডপস্থ আমাকে, বল-রামকে ও সুভদ্রাকে দর্শন করিবে, তাহারা আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। ৬

হে বিপ্রগণ! অতএব মানব, সর্ব্বতীর্থ-ফলপ্রদ, সর্ব্বপাপ-প্রণাশন, বিষ্ণুপ্রীতিকর, মহাপুণ্যজনক সেই তীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক অতন্দ্রিতভাবে দেবতা ও পিতৃগণ উদ্দেশে যথা-বিধি তর্পণান্তে তীরবর্ত্তী নৃসিংহদেবকে পূজা ও প্রণাম করিবে এবং পরে উক্ত গুণ্ডিচা-মণ্ডপরূপ মহাবেদীতে গমন করিয়া অন্তঃশুদ্ধি নিমিত্ত আচমনান্তে ভক্তিসহকারে ভগবান্‌কে পূর্ব্ববৎ পূজা ও প্রণাম করিবে। কি পুরুষ, কি রমণী, যে ব্যক্তি সপ্তাহ এই এইরূপ করিতে পারে, সে প্রাকৃতিক মনুষ্য নহে, সে নিশ্চয়ই ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশানুসারে তাঁহার সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। উক্ত মহাবেদীস্থ ভগ বান্‌কে দিবাভাগে দর্শনে যে রূপ পুণ্য হয়, রাত্রি-কালে দর্শন করিলে তাহার দশগুণ অধিক পুণ্য জানিবেন। ৭—১১

ফল কথা, উক্ত জগদীশ্বরের সন্নিধানে স্বল্পই হউক আর ভূরিই হউক, যাহা কিছু

তুলাপুরুষদানানি মহাদানানি যো দদেৎ।
একে প্রদত্তে দানেঽপি সর্ব্বং দত্তং ভবেদ্দ্বিজাঃ ॥
সর্ব্বং মেরুসমং দানং সর্ব্বে ব্যাসসমা দ্বিজাঃ।
মহাবেদ্যাং গতে কৃষ্ণে যোগোঽয়ং খলু দুর্লভঃ ॥
অর্দ্ধোদয়াদিকা যোগা স্কন্দেন পরিভাষিতাঃ।
মহাবেদ্যাখ্যযোগস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥১৫
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি পিতৃণাং কার্য্যমুত্তমম্।
যাবজ্জীবং গয়াশ্রাদ্ধৈরলভ্যং ভূরি যৎফলম্ ॥১৬
দিবিষ্ঠা নরকস্থা বা তির্য্যগ্‌যোনিগতাস্তথা।
তথা মনুষ্যলোকস্থা সর্ব্বে পিতৃপিতামহাঃ ॥ ১৭
শতপুরুষসংখ্যাতা যৎ বাঞ্ছন্তি সুতৈঃ কৃতম্।
তৎ বো বিধিং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনয়ঃ পরম্ ॥১৮

সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কোটি কোটি গুণ অধিক পুণ্যজনক হইয়া থাকে। ১২

দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি অসংখ্য তুলাপুরুষ দান ও বহুল মহাদান করে, তাহার যে পুণ্য কথিত আছে, ভগবানের সমীপে তাদৃশ একটি মাত্র দান করিলেই তৎসমুদয়ই দান করা হয়।

অধিক কি কহিব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন মহাবেদীতে গমন করেন, তৎকালে তথায় যাহা কিছু দত্ত হয়, তৎসমস্তই মেরুদানের সমান-ফলপ্রদ হয়, এবং তত্রত্য সমুদয় দ্বিজগণই তখন বেদব্যাসের তুল্য হইয়া থাকে। এই জন্যই জানিবেন মহাবেদীতে ভগবানের অব-স্থিতিরূপ মহাযোগ অতিদুর্লভ। ১৪

স্কন্দোক্ত অর্দ্ধোদয়াদি যে সকল যোগ আছে, উক্ত মহাবেদীযোগ নামক যোগের ষোড়শাংশের একাংশেরও সমান নহে। ১৫

মুনিগণ! যাবজ্জীবন ভূরি ভূরি গয়াশ্রাদ্ধেও যে ফল দুর্লভ, অতঃপর পিতৃগণের প্রীতিকর সেই অত্যুত্তম কার্য্যের বিষয় বলি, শুনুন। ১৬

স্বর্গস্থ বা নরকস্থ, কিংবা তির্য্যগ্‌যোনিগত অথবা মনুষ্যলোকস্থিত উর্দ্ধতন শত পুরুষ পর্য্যন্ত সমুদয় পিতৃপিতামহাদি, পুত্রগণ কর্ত্তৃক ত যে বিহিত শ্রাদ্ধের বাঞ্ছা করেন, এক্ষণে আমি আপনাদিগকে তদ্বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৭। ১৮

মঘা বৈ পিতৃনক্ষত্রং পিতৃণাং প্রীতিদং পরম্।
তত্র শ্রাদ্ধঞ্চ প্রীণাতি দত্তং পুত্রৈর্মু দাবিতৈঃ ॥১৯
পঞ্চমী তু তিথিশ্রেষ্ঠা শ্রাদ্ধেঽভ্যুদয়কারিণী।
উভয়োর্যদি সংযোগো মহাপুণ্যতমা তিথিঃ॥ ২০
অস্যাং শ্রাদ্ধে কৃতে পুত্রৈঃ পিতৃণামুদ্ধৃতির্ভবেৎ।
সর্ব্বতীর্থময়ে তস্মিন্ সন্নিধৌ মুরবিদ্বিষঃ॥ ২১
শ্রাদ্ধঞ্চেৎ শ্রদ্ধয়া কুর্য্যাৎ নীলকণ্ঠনৃসিংহয়োঃ।
মধ্যে মধ্যতমে দেশে যোগে পরমদুর্লভে।
পুরুষান্ শতমুদ্ধৃত্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ২২
প্রশস্তঃ কুতপঃ কালো মন্দীভূতদিবাকরঃ।
পিতৄনুদ্দিশ্য বা দদ্যাদশক্তশ্চণকং শুচিঃ॥ ২৩

পিতৃদৈবত মঘা নক্ষত্রই পিতৃগণের পরম প্রীতিপ্রদ, এজন্য পুত্রগণ সানন্দে ঐ নক্ষত্রযুক্ত দিনে যে শ্রাদ্ধ দান করে, তাহা পিতৃগণের সাতিশয় প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। ১৯

পঞ্চদশ তিথির মধ্যে পঞ্চমীই শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত এবং শ্রাদ্ধ বিষয়ে অভ্যুদয়দায়িনী; এজন্য মঘা ও পঞ্চমী এই উভয়ের যদি সংযোগ হয়, তাহা হইলে ঐ পঞ্চমী তিথি মহাপুণ্যতমা হয়, জানিবেন। ২০

ভগবান্ মুরারির সন্নিধানে সেই সর্ব্বতীর্থময় স্থানে উক্ত মঘা নক্ষত্রযুক্ত পঞ্চমী তিথিতে পুত্র, শ্রাদ্ধ করিলে তাহার পিতৃগণের উদ্ধার হয়। ২১

মানব যদি তত্রত্য মহাদেব ও নৃসিংহ দেবের মধ্য স্থানে পরম দুর্লভ উক্ত মঘা-পঞ্চমী যোগে শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে সে, স্বীয় উর্দ্ধতন শত পুরুষের উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক স্বয়ংও দেহাবসানে ব্রহ্মলোকে সগৌরবে বাস করিয়া থাকে। ২২

যে সময় হইতে দিবাকর অপেক্ষাকৃত প্রখরতাশূন্য হইতে থাকেন, সেই কুতপ-কালই (অষ্টম মুহূর্ত্ত) শ্রাদ্ধারম্ভের প্রশস্তকাল জানিবেক, উক্ত যোগকালে মানব যথাবিধি শ্রাদ্ধ করণে অশক্ত হইলে, পবিত্র হইয়া পিতৃগণ, উদ্দেশে কেবল মাত্র চণক দান করিবে। ২৩

তর্পয়িত্বা তিলৈঃ সম্যক্ পৈতৃকীং প্রীতিমুত্তমাম্
অথবা ভোজয়েদ্বিপ্রা,ন্ ভোজ্যমূল্যানি বা দদেৎ॥
একস্মৈ বা গুণবতে সহস্রং ভোজনং দদেৎ ॥২৫
গুণাগুণবিবেকস্তু নাত্র যোগে বিধীয়তে।
তস্মিন্ সুদুর্লভে যোগে সর্ব্বে মুনিসমা দ্বিজাঃ ॥২৬
আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে পঞ্চমী পিতৃদৈবতম্।
নক্ষত্রং জগদীশস্য মহাবেদীসমাগমম্ ॥ ২৭
এতে পাদাস্ত্রয়ঃ স্যুশ্চেদিন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে।
চতুষ্পাদঃ স্মৃতো যোগঃ পিতৃণামক্ষয়প্রদঃ ॥ ২৮
পিতৃকার্য্যে ন সীদন্তি নিরূপ্য শ্রাদ্ধমত্র বৈ।
শৃণুধ্বমন্যদ্বিপ্রা বৈ প্রসঙ্গাৎ প্রব্রবীমি বঃ ॥ ২৯
নভস্যদর্শে যঃ কুর্য্যাশ্চতুর্ষ্বপি যুগাদিষু।

কিংবা যথাবিধি তিল-তর্পণ করিয়া পিতৃগণের পরমপ্রীতি উৎপাদন করিবে, অথবা পিতৃগণের প্রীত্যর্থে বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে কিংবা ভোজ্যমূল্য দান করিবে।

অথবা বহুব্রাহ্মণের সমাবেশ না হইলে একটি মাত্র বিদ্যাবিনয়াদি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে প্রভূত ভোজ্যবস্তু সমর্পণ করিবে॥ ২৪।২৫

কিন্তু ফল কথা, ঐ যোগকালে ব্রাহ্মণদিগের গুণাগুণ বিবেচনা করার বিধান নাই; কারণ, উক্ত সুদুর্লভযোগে সমুদয় দ্বিজগণই মুনিগণের সমান হইয়া থাকেন। ২৬

আষাঢ় মাসের শুকপক্ষে পঞ্চমী তিথি, মঘানক্ষত্র, ও ভগবানের মহাবেদীতে সমাগম এতত্রয়ই উক্ত যোগের ত্রিপাদস্বরূপ, ঐ যোগত্রিপাদ যদি ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে মিলিত হয়, তাহা হইলেই পূর্ণ চতুষ্পাদ যোগ বলিয়াছেন, সেই পূর্ণযোগই পিতৃগণের মোক্ষপ্রদ। ২৭।২৮

ঐ যোগে শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে, মানবগণকে পিতৃকার্য্যের জন্য কখন অবসন্ন হইতে হয় না। বিপ্রগণ! প্রসঙ্গক্রমে এক্ষণে আপনাদিগের নিকট অপর শ্রা[illegible]র বিষয়ও বলি, শুনুন। ২৯

ভাদ্রমাসের অমাবস্যায় এবং যুগাদ্যা দিন-

শ্রাদ্ধং পিতৃন্ সমুদ্দিশ্য অশ্বমেধাঙ্গসম্ভবে॥ ৩০
গয়াশ্রাদ্ধসহস্রস্য শ্রদ্ধয়া বিহিতস্য যৎ।
ফলমুদ্দিষ্টমত্র স্যাৎ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৩১
দানং হোমো জপশ্চাপি সর্ব্বপাপবিমোচনঃ।
দিনানি সপ্ত যান্যত্র কৃষ্ণে বসতি মণ্ডপে॥ ৩২
একস্মাদুত্তরং শ্রেয়ো যদ্যস্মাদুত্তরোত্তরম্॥ ৩৩
আষাঢ়শুক্লদ্বিতীয়ায়াং প্রাতঃ স্নাত্বা তু মৌনিযুক্
ইন্দ্রদ্যুম্নতটে দেশে নৃসিংহক্ষেত্রমুত্তমে॥ ৩২
ব্রতমেতত্তু গৃহ্নীয়াৎ সংকল্প্য বিধিবন্নরঃ।
বনজাগরণং নাম ভগবৎপ্রীতিবর্দ্ধনম্॥
সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বব্রতফলপ্রদম্॥ ৩৫
দিনানি সপ্ত মৌনী স্যাৎ কৃতত্রিসবনক্রিয়ঃ।
কুম্ভে সম্পূজয়েদ্দেবং ত্রিসন্ধ্যং ভক্তিভাবিতঃ॥৩৬
গোঘৃতেনাথ তৈলেন তিলজেন প্রদীপয়েৎ।
অহর্নিশং হরেরগ্রে রক্ষেত্তং যত্নতো ব্রতী॥ ৩৭
দিবা দিবা বসেন্মৌনী রাত্রৌ রাত্রৌ চ জাগৃয়াৎ
মন্ত্রং ভাগবতং জাপ্যান্নিত্যকৃত্যান্তরে ব্রতী॥৩৮
উপবাসপরো ভূত্বা সপ্তাহং নিনয়েদ্ব্রতী।
অষ্টমে প্রাতরুত্থায় প্রতিষ্ঠাং কারয়েদ্দিনে॥৩৯
তস্মিন্নেব তীর্থবরে স্নাত্বাগত্য গৃহং পুনঃ।
মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে মধ্যে কুম্ভং নিবেসয়েৎ॥৪০
তত্রাবাহ্য হৃষীকেশং পূজয়েদুপচারকৈঃ॥ ৪১
তস্য পশ্চিমদেশে চ স্থণ্ডিলে বিধিসংস্কৃতে।
অগ্নিং প্রণীয় গৃহ্যোক্তবিধিনা ব্রাহ্মণোবৃতঃ॥ ৪২
অগ্নিকার্য্যং প্রকুর্ব্বীত সমিদাজ্যচরূংস্তথা।
সহস্রং জুহুয়াদগ্নৌ প্রত্যেকং বা শতং শতম্॥৪৩
গায়ত্রী বৈষ্ণবী যা বৈ তথা হোমবিধিঃ স্মৃতঃ॥

চতুষ্টয়ে যে ব্যক্তিঃ উক্ত অশ্বমেধাঙ্গ-সরোবর তীরে পিতৃগণ-উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে, তাহার যে, গয়াক্ষেত্রে শ্রদ্ধাসহকারে বিহিত সহস্র শ্রাদ্ধের সমান ফল হয়, তদ্বিষয়ে আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। ৩০।৩১

ভগবান্ কৃষ্ণ, যে সপ্তদিবস গুণ্ডিচামণ্ডপে অবস্থিত থাকেন, সেই সপ্তদিবস তথায় দান, হোম ও জপাদি করিলে তাহাতে অখিল পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ঐ সপ্তদিবস ও ত্রিবিধ কার্য্যের মধ্যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবস ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য হইতে উত্তরোত্তর দিবসও কার্য্য অধিকতর শ্রেয়স্কর জানিবেন। ৩২। ৩৩

মানব, উক্ত আষাঢ় শুক্ল দ্বিতীয়াতে প্রাতঃকালে মৌনভাবে স্নান করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের তীরবর্ত্তী পবিত্র নৃসিংহক্ষেত্রে যথাবিধি সংকল্পপুরঃসর, যাহা অখিল পাপের শান্তিকর, সর্ব্বপ্রকার ব্রতের ফলপ্রদ এবং ভগবানের প্রীতিবর্দ্ধক সেই বনজাগরণ নামক ব্রত-গ্রহণ করিবে। ৩৪। ৩৫

উহাতে সপ্তদিবস মৌনভাবে অবস্থান, ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং ত্রিসন্ধ্যা ভক্তিভাবে কুম্ভোপরি ভগবানের পূজা করিতে হয়। ৩৬

উক্ত ব্রতাবলম্বী ব্যক্তিকে ঐ সপ্তদিবস ভগবান্ হরির সম্মুখে অহর্নিশ গব্যঘৃত বা তিল-তৈলের প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখিতে হইবে এবং যত্নসহকারে তাহা রক্ষা করিবে। ৩৭

উক্ত ব্রতাচরণকালে, প্রত্যেক দিবাভাগে মৌনভাবে অবস্থান, প্রত্যেক রাত্রিতে জাগরণ ও নিত্যকৃত্য সমাধান্তে ভাগবত মন্ত্র জপ করা বিধেয়। ৩৮

উক্ত ব্রতাবলম্বী মানবকে উপবাসী থাকিয়া সপ্ত দিবস অতিবাহন করিতে হইবে এবং অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উক্ত ব্রতের যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিবে। ৩৯

অনন্তর সেই তীর্থবর সরোবরে অবগাহন করিয়া পুনরায় গৃহে আগমনপূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলমধ্যে ঘট স্থাপন করিবে এবং সেই ঘটে ভগবান্ হৃষীকেশকে আবাহনপূর্ব্বক যথোক্ত উপচারনিচয়ে পূজা করিতে হইবে।

পরে, কোন ব্রাহ্মণ ব্রতী ব্যক্তি কর্তৃক বৃত হইয়া স্থাপিত ঘটের পশ্চিমে যথাবিধি সংস্কৃত স্থণ্ডিল-মধ্যে গৃহোক্ত বিধানানুসারে অগ্নি-স্থাপনান্তে অগ্নিকার্য্য করিবে। উক্ত হোম-কার্য্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রত্যেকে সহস্র বা শতসংখ্যক সমিধ, আজ্য ও চরু আহুতি প্রদান করা বিধেয় এবং বৈষ্ণবী গায়ত্রীই উক্ত হোমে বিহিত আছে। ৪০—৪৪

সমাপ্য দক্ষিণাং দদ্যাদ্ধেনুং বস্ত্রং হিরণ্যকম্।
বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েদন্তে প্রীতয়ে বিশ্বসাক্ষিণঃ॥
ব্রতরাজমিদং কৃত্বা বিধিনানেন ভো দ্বিজাঃ।
চতুর্ব্বর্গানবাপ্নোতি যান্ যঃ কামানভীপ্সতি॥৪৬
নারী বা শ্রদ্ধয়া যুক্তা কুর্য্যাদ্বেদীমহোৎসবম্।
সাপি তৎফলমাপ্নোতি যা কুর্য্যাদ্‌ব্রতমুত্তমম্॥৪৭
যাত্রাকর্ত্তুঃ ফলং যাদৃক্ ব্রতকর্ত্তাপি তৎফলম্।
লভতে বৈ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কথিতং বো মুদান্বিতঃ॥৪৮
ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৪

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রথরক্ষাকরং বিধিম্
ভূতপ্রেতাদয়ো ঘোরা দারুণাস্তভূতানি চ।
ন বাধন্তে রথান্ যেন মুনয়ো বো ব্রবীমি তম্॥২
প্রত্যহং পূজয়েদ্দেবান্ কৃষ্ণাদীন্ স্বধ্বজস্থিতান্।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্ম্মাল্যৈরুপহারৈরনুত্তমৈঃ।
গীতনৃত্যাদিকৈশ্চৈব ধূপদীপনিবেদনৈঃ॥৩
দিক্‌পালেভ্যো বলিং দদ্যাৎ পায়সান্নেন চান্বহম্।
ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো দদ্যাচ্চ বলিমুত্তমম্॥৪
রক্ষেত্তু যত্নতস্তান্ বৈ রথানারোহণোচিতান্।
যথা ন কশ্চনারোহেৎ নরো গ্রাম্যপশুস্তথা॥৫
পক্ষিণশ্চ বিশেষেণ যেষাং বাসো ন শোভনম্॥৬
অষ্টমেঽহ্নি পুনঃকৃত্বা দক্ষিণাভিমুখান্ রথান্।
ভূষয়েদ্বস্ত্রমাল্যৈশ্চ পতাকৈশ্চামরাদিভিঃ॥ ৭
নবম্যাং বাসয়েদ্দেবান্ তেষু প্রাতঃ সমৃদ্ধিমৎ।
দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা বিষ্ণোরেষা সুদুর্লভা॥ ৮

এইরূপে ব্রত সমাপনান্তে সেই ব্রাহ্মণকে ধেনু, বস্ত্র ও হিরণ্য দক্ষিণা দান করিবে এবং বিশ্বসাক্ষী ভগবান্ জগন্নাথদেবের প্রীত্যর্থে বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে। ৪৫

হে দ্বিজগণ! এইরূপ বিধানানুসারে উক্ত উৎকৃষ্টতম ব্রত করিলে, যে যাহা কামনা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়, এমন কি, সে চতুর্ব্বর্গ-ফলও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৬

মুনিগণ! নৃপতি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বেদী-মহোৎসব করিতে পারে, এবং যে রমণী শ্রদ্ধা-সহকারে উল্লিখিত ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেও তৎফল প্রাপ্ত হয়।

হে দ্বিজবরগণ! রথযাত্রাকারীর যাদৃক্ ফল কথিত আছে, উক্ত ব্রতকর্ত্তাও যে সেই ফল লাভ করে, ইহা আমি সানন্দচিত্তে আপনা-দিগকে কহিলাম। ৪৮

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

জৈমিনি কহিলেন, মুনিগণ! ভগবানের রথারোহণানন্তর যেরূপ রক্ষা করা উচিত, অতঃপর তদ্‌বিষয় বলি, শুনুন। ভীষণ ভূত-প্রেতাদি এবং আকস্মিক নিদারুণ কোন ঘটনা, যাহাতে রথের কোন অনিষ্ট-সংঘটন করিতে না পারে, আপনাদিগকে এক্ষণে তাদৃশ বিধা-নের বিষয়ই বলিতেছি। ১।২

প্রতিদিন স্ব স্ব ধ্বজস্থিত শ্রীকৃষ্ণাদি দেব-ত্রয়কে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, মাল্য এবং ধূপ-দীপাদি নানা প্রকার উত্তমোত্তম উপচার দ্রব্য ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা পূজা করিবে। ৩

প্রত্যহ, দিক্‌পালগণকে পায়সান্নের সহিত যথাবিধি বলি এবং ভূত, প্রেত ও পিশাচ-দিগকেও তাহাদিগের প্রিয় বলি প্রদান করিতে হইবে। ৪

শ্রীকৃষ্ণাদির অধিষ্ঠিত রথত্রয়কে এরূপ যত্ন-সহকারে রক্ষা করিতে হইবে, যেন কোন মানব বা গ্রাম্য-পশু তাহাতে আরোহণ না করে এবং যে সকল পক্ষীর অবস্থান অশুভ-সূচক, যাহাতে তাহারা না তদুপরি উপবিষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন রাখিবে। ৫।৬

অনন্তর অষ্টম দিবসে রথত্রয়কে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখ করিয়া বস্ত্র, মাল্য, পতাকা ও চামরাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিবে। ৭

তৎপরে নবমী তিথিতে প্রাতঃকালে মহা-সমারোহের সহিত সেই রথত্রয়োপরি দেব-

কার্য্যা প্রযত্নতঃ সা হি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ।
যথা পূর্ব্বা তথা চেয়ং তে বিমুক্তিপ্রদায়িকে ॥ ৯
যাত্রাপ্রবেশৌ দেবস্য এক এবোৎসবো যতঃ।
পুরাবিদো বদন্ত্যেতাং যাত্রাং নবদিনাত্মিকাম্ ॥১০
এষা ত্র্যবয়বা যাত্রা সম্পূর্ণা যৈরুপাসিতা।
সুসম্পূর্ণং ফলং তেষাং মহাবেদী মহোৎসবে ॥
গুণ্ডিচামণ্ডপাৎ কৃষ্ণমায়ান্তং দক্ষিণামুখম্।
রথস্থং ধলিনং ভদ্রাং পশ্যন্তো মুক্তিভাগিনঃ ॥১২
উত্তরাভিমুখান্ দৃষ্ট্বা লভন্তে যাদৃশং ফলম্।
দক্ষিণাভিমুখান্ দেবান্ যে পশ্যন্তি রথস্থিতান্

ত্রয়কে পূর্ব্ববৎ অধিষ্ঠিত করিবে। ভগবান্ বিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখী এই পুনর্যাত্রা অতি দুর্লভ। মানবগণকে ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া সাতিশয় যত্নসহকারে উহা সম্পাদন করিতে হইবে। পূর্ব্ব যাত্রাও এই পুনর্যাত্রা, উভয়ই মুক্তিদায়ক। ৮।৯

ভগবানের নিজ মন্দির হইতে মহাবেদীতে যাত্রা ও তথা হইতে পুনর্ব্বার যে, নিজ মন্দিরে প্রবেশ, এই উভয় কার্য্য একই উৎসব বলিয়া পুরাবিৎপণ্ডিতগণ ভগবানের ঐ রথযাত্রাকে নবদিনাত্মিকা যাত্রা বলিয়া থাকেন। ১০

উক্ত রথযাত্রা অঙ্গত্রয়ান্বিত, উহার পূর্ব্ব যাত্রা এক অঙ্গ, গুণ্ডিচামণ্ডপে অবস্থান দ্বিতীয় অঙ্গ এবং পুনর্যাত্রা উহার তৃতীয় অঙ্গ; এ জন্য যাঁহারা ঐ অঙ্গত্রয়যুক্ত সম্পূর্ণ যাত্রা সমাধা করেন, তাঁহারাই মহাবেদী মহোৎসবের পূর্ণ-ফল প্রাপ্ত হন। ১১

রথারূঢ় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে গুণ্ডিচামণ্ডপ হইতে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিতে দেখিলেও মানবগণ মুক্ত হইয়া থাকে। ১২

ফলে, উক্ত দেবত্রয়কে পূর্ব্বযাত্রা কালে উত্তরাভিমুখ দর্শন করিলেও যেরূপ ফল লাভ হয়, যাহারা পুনর্যাত্রা কালেও দেবত্রয়কে রথারোহণে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিতে অবলোকন করিতে পারে, তাহারাও নিশ্চয়

পদ্যা যান্তং রথে যান্তং যঃ পশ্যেদ্দক্ষিণামুখম্।
তস্য জন্ম কৃতার্থং স্যাদ্বাজিমেধঃ পদে পদে ॥ ১৪
স্তুতিভিঃ প্রণিপাতৈশ্চ পুষ্পবৃষ্টিভিরেব চ।
নানানৃত্যোপহারৈশ্চ ব্যজনচ্ছত্রচামরৈঃ।
উপায়নৈর্বহুবিধৈরুপতিষ্ঠেদ্রথাগ্রতঃ ॥ ১৫
নীলাচলং সমায়ান্তং রথস্থং দক্ষিণামুখম্।
যে পশ্যন্তি হৃষীকেশং সুভদ্রাং লাঙ্গলায়ুধম্ ॥১৬
কামকল্পতরুং পুংসাং দর্শনাদেব মুক্তিদম্।
তে ব্রজন্তি মহাত্মানো বৈকুণ্ঠভবনং হরেঃ ॥ ১৭
রথেন বিচরন্তং তং সিন্ধুতীরে জনার্দ্দনম্।
পশ্যন্তং করুণাপাঙ্গৈঃ প্রণতান্ পুরতো নরান্ ॥
দক্ষিণাভিমুখং যান্তং প্রাসাদং নীলভূধরে।
সর্ব্বতীর্থনিধিং সর্ব্বদানকল্পতরুং হরিম্ ॥ ১৯

পূর্ব্বোক্ত তাদৃশ মহাযোগফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৩

হে তপোধনগণ! অধিক কি কহিব, যে ব্যক্তি পদব্রজে গমন করত ভগবান্‌কে রথাধিরূঢ় হইয়া দক্ষিণাস্যে যাইতে দেখে, তাহারই জন্ম সার্থক এবং সে প্রতি পদক্ষেপেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায়। ১৪

ঐ সময়ে রথাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া বিবিধ স্তুতিবাদ, পুনঃপুনঃ প্রণিপাত, বারংবার পুষ্পবৃষ্টি, নানাপ্রকার নৃত্য ও উপহারদান, ব্যজন-চামর দ্বারা বীজন, ছত্র ধারণ এবং বিবিধ উপঢৌকন প্রদান দ্বারা ভগবানের সেবা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ১৫

যে সকল মানবগণ, সকল ব্যক্তিরই কামকল্পতরুস্বরূপ এবং দর্শন মাত্রেই মুক্তিদাতা ভগবান্ হৃষীকেশ, হলায়ুধ ও সুভদ্রাকে রথাধিষ্ঠিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে নীলাচলে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ মহাত্মা, তাঁহারা নিশ্চয়ই হরির প্রিয় স্থান বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন। ১৬। ১৭

ঋষিগণ! নিশ্চয় জানিবেন, সর্ব্বতীর্থের আধার এবং সর্ব্বপ্রকার দানের কল্পতরুস্বরূপ ভগবান্ জনার্দ্দন হরি যখন রথারোহণে সিন্ধু-তীরে বিচরণ ও অগ্রবর্ত্তী প্রণত মানবদিগকে

স্তুবন্তঃ প্রণমন্তশ্চ শ্রদ্ধধানাশ্চ যে নরাঃ।
ন তে পুনরিহায়ান্তি ব্রহ্মলোকস্থিতা ধ্রুবম্‌॥ ২০
মুনয়ঃ কথিতো বোঽয়ং মহাবেদীমহোৎসবঃ।
যস্য সংকীর্ত্তনাদেব নির্ম্মলো জায়তে নরঃ॥ ২১
যশ্চেদং কীর্ত্তয়েন্নিত্যং প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
শৃণুয়াদপি বা শুদ্ধঃ শক্রলোকং ব্রজেদসৌ॥ ২২
প্রত্যর্চ্চারূপমপি বা রথমাস্থাপ্য যো হরেঃ।
কুর্য্যাৎ যাত্রামিমাং শ্রদ্ধাভক্তিভাবেন মানবঃ॥২৩
সোঽপি বিষ্ণোঃ প্রসাদেন গুণ্ডিচোৎসবজং ফলম্‌
প্রাপ্য বৈকুণ্ঠভবনং যাতি নাত্র বিচারণা॥ ২৪
যস্য শ্রীর্যাবতী বিপ্রা ভক্তির্বা শ্রদ্ধয়ান্বিতা।
তাবতীয়ং মহাযাত্রা যো যথা কর্ত্তুমিচ্ছতি॥ ২৫

কৃপাপাঙ্গে অবলোকন করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে নীলাচলস্থ প্রাসাদে গমন করিতে থাকেন, সেই সময়ে যে সকল মানবগণ, শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম ও স্তুতি করে, তাহাদিগকে আর ইহ সংসারে পুনরায় আসিতে হয় না, তাহারা নিঃসন্দেহ ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ১৮—২০

মুনিগণ! যাঁহার নাম সংকীর্ত্তনেই মানব নিষ্পাপ হয়, আপনাদিগের নিকট সেই মহাবেদী মহোৎসবের বিষয় এই ব্যক্ত করিলাম। যে মানব, নিত্য প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া শুদ্ধচিত্তে এই মহাবেদী-মহোৎসবের বিষয় কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, সে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। ২১।২২

যে মানব, শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে ভগবান্‌ হরির অন্যবিধ প্রতিমা মূর্ত্তিকেও রথারোহণপূর্ব্বক উক্ত রথযাত্রা করিতে পারে, সেও যে, ভগবান্‌ বিষ্ণুর প্রসাদে গুণ্ডিচা-মণ্ডপোৎসবের ফল প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকে, ইহাতে আর কিছুমাত্র বিচার্য্য বিষয় নাই। ২৩।২৪

বিপ্রগণ! যাহার যেরূপ সম্পত্তি বা শ্রদ্ধাভক্তি, এবং যে, যেরূপ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে এই মহাযাত্রা সেই রূপই হইবে। ২৫

ইদং পবিত্রং পরমং রহস্যং বেধসোদিতম্‌।
কারয়িত্বাথবা দৃষ্ট্বা নরো নাবসীদতি॥ ২৬
ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শয়নোৎসবমুত্তমম্‌।
আষাঢ়ীমবধিং কৃত্বা হরেঃ স্বাপস্য কর্কটে॥ ১
বার্ষিকাংশ্চতুরোমাসান্‌ যাবৎস্যাৎ কার্ত্তিকী দ্বিজঃ
অয়ং পুণ্যতমঃ কালো হরেরারাধনং প্রতি॥ ২
কাশ্যাং বহুযুগে বাসান্নিয়মব্রতসংস্থিতেঃ।
ফলং যদুক্তং তদ্বিদ্যাৎ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥৩
চাতুর্ম্মাস্যদিনৈকেন বসতঃ সন্নিধৌ হরেঃ।
বার্ষিকাণাং চতুর্ণাস্তু যান্যহানি বসন্নরেৎ॥ ৪
পুণ্যক্ষেত্রে জগন্নাথসন্নিধৌ নির্ম্মলান্তরঃ।

দ্বিজগণ! যাহা অনুষ্ঠান বা দর্শন করিলে মানবকে আর সংসার-ক্লেশে অবসন্ন হইতে হয় না। পূর্ব্বে ভগবান্‌ ব্রহ্মাই ভগবানের রথযাত্রারূপ এই সেই পরম পবিত্র রহস্যবিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। ২৬

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

জৈমিনি বলিলেন, দ্বিজগণ! অতঃপর ভগবান্‌ হরির অত্যুত্তম শয়নোৎসবের বিষয় বলি শুনুন। সূর্য্যের কর্কট রাশিতে গমনকালে আষাঢ় মাসীয় একাদশী হইতে যাবৎ না কার্ত্তিক মাসের একাদশী উপস্থিত হয়, প্রতি বর্ষে ঐ চারি মাস কাল ভগবান্‌ হরি নিদ্রিত থাকেন। হরির আরাধনা-বিষয়ে ঐ মাসচতুষ্টয় অতি পুণ্যতম কাল জানিবেন। ১।২

বহুবিধ ব্রতনিয়ম অবলম্বন করত কাশীধামে বাস জন্য যে ফল উক্ত আছে, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে হরির সন্নিধানে উক্ত চাতুর্মাস্যের একদিন মাত্র বাস করিলে, সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব, নির্ম্মলান্তঃকরণে পুণ্যতম পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের সমীপে উক্ত

প্রত্যহং বাজিমেধস্য সহস্রস্য ফলং লভেৎ ॥ ৫
স্নাত্বা সিন্ধুজলে পুণ্যে দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্‌ ।
চাতুর্মাস্যব্রতে তিষ্ঠন্‌ ন শোচতি কুতশ্চন ॥ ৬
চাতুর্মাস্যে নিবসতি ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ।
সাক্ষাদ্দৃষ্টির্ভগবতস্তন্ময়ং ভক্তিসাধনম্‌ ॥ ৭
তস্মাৎ সর্ব্বাণি সন্ত্যজ্য শ্রৌতস্মার্ত্তানি মানবঃ ।
প্রযত্নান্নিবসেৎ পুণ্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৮
ভোগিভোগাসনে সুপ্তশ্চাতুর্মাস্যেষু বৈ বিভুঃ ।
সর্ব্বক্ষেত্রেষু সান্নিধ্যং ন করোতি জগদ্‌গুরুঃ ॥ ৯
অত্র সাক্ষান্নিবসতি যথা বৈকুণ্ঠবেশ্মনি ।
দ্বাদশস্বপি মাসেষু ভগবানত্র মূর্ত্তিমান্‌ ॥ ১০
মুক্তিদশ্চক্ষুষা দৃষ্টশ্চাতুর্মাস্যে বিশেষতঃ ॥ ১১
অষ্টমাসনিবাসেন দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং দিনে দিনে ।
যদাপ্নোতি ফলং তদ্ধি চাতুর্মাস্যদিনৈকতঃ ॥ ১২
চাতুর্মাস্যনিবাসেন ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ।
পুরুষোত্তমে নিবসতি সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৩
দিনং দিনং মহাপুণ্যং সর্ব্বক্ষেত্রনিবাসজম্‌ ।
ফলং দদাতি ভগবান্‌ ক্ষেত্রে বর্ষনিবাসতঃ ॥ ১৪
সর্ব্বপাপপ্রসক্তোঽপি সর্ব্বাচারচ্যুতোঽপি চ ।
সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতো নিবসেৎ পুরুষোত্তমে ॥ ১৫
চাতুর্মাস্যমথৈকং যঃ কুর্য্যাদ্বৈ পাপকৃত্তমঃ ।
বিহায় সর্ব্বপাপানি বহিরন্তশ্চ নির্ম্মলঃ ।
নরসিংহপ্রসাদেন বৈকুণ্ঠভবনং ব্রজেৎ ॥ ১৬
যস্মান্নরঃ সর্ব্বভাবৈর্বিষ্ণোঃ শয়নপাবিতান্‌ ।
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্নিবসেৎ পুরুষোত্তমে ॥ ১৭

বার্ষিক চারি মাসের কয়েক দিন বাস করে, প্রত্যহই সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। ৩—৫

চাতুর্মাস্য ব্রতাচরণে নিরত থাকিয়া প্রত্যহ সিন্ধুজলে স্নান ও পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলে, কোন কারণেই আর শোক করিতে হয় না। ৬

মুনিগণ! অধিক কি কহিব, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে চাতুর্মাস্য ব্রতাচরণ করত বাস করিলে, তাহার প্রতি ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে, কারণ, ভগবানের ভক্তিসাধন ভগবানেরই স্বরূপ জানিবেন। ৭

অতএব শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত অন্যান্য সমুদয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মানবগণের প্রযত্ন সহকারে পবিত্র পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেই বাস করা বিধেয়। ৮

সর্ব্বনিয়ন্তা জগদ্‌গুরু হরি, উক্ত মাসচতুষ্টয় অনন্ত শয্যায় নিদ্রিত থাকেন, এজন্য সমুদয় পুণ্যক্ষেত্রে তাঁহার সান্নিধ্য থাকে না। ৯

কিন্তু মূর্ত্তিমান্‌ ভগবান্‌ বৈকুণ্ঠধামের ন্যায় কেবল ঐ পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই দ্বাদশ মাস সমভাবেই বিরাজ করিয়া থাকেন। ১০

অন্য কালাপেক্ষা উক্ত চাতুর্মাস্যকালে তিনি, স্বচক্ষে দৃষ্ট হইলে, নিঃসন্দেহ বিশেষরূপে মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকেন। ১১

অপর অষ্ট মাস পুরুষোত্তমে বাস করতঃ প্রতিদিন ভগবান্‌ বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া মানব যে ফল প্রাপ্ত হয়, চাতুর্মাস্যকালে একদিনেতেই সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। ১২

আর পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উক্ত মাসচতুষ্টয় বাস করিলে, সেই মানব, অন্তে ভগবানের সাযুজ্য লাভ করত সর্ব্বদুঃখ-বিবর্জ্জিত হইয়া পুরুষোত্তম দেহেই বাস করে। ১৩

এবং যে ব্যক্তি, এক বৎসর কাল পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করে, ভগবান্‌ তাহাকে সমুদয় পুণ্যক্ষেত্র-নিবাসের মহাপুণ্যফল প্রদান করিয়া থাকেন। মানব, সর্ব্ব প্রকার পাপে লিপ্ত, সর্ব্ব প্রকার সদাচার হইতে বিচ্যুত এবং সর্ব্ব ধর্ম্মের বহির্ভূত হইলেও তাহার পুরুষোত্তমে বাস করাই কর্ত্তব্য। ১৪ | ১৫

যে ব্যক্তি উক্ত ক্ষেত্রে একবৎসর কালও চাতুর্মাস্য ব্রতাচরণ করিতে পারে, সে নিরতিশয় পাপী হইলেও সমুদয় পাপপুঞ্জকে বিসর্জ্জন দিয়া বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধি লাভ করত ভগবান্‌ নৃসিংহদেবের প্রসাদে বৈকুণ্ঠে গমন করে॥

সেই জন্যই বলিতেছি, ভগবান্‌ স্বীয় শয়ন দ্বারা যে চারিমাসকে পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই মাসচতুষ্টয় পুরুষোত্তমে বাস করাই মানবগণের সর্ব্বতো ভাবে বিধেয়। ১৭

কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাজ্জন্মসাফল্যমৃচ্ছতি।
আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং কুর্য্যাৎ স্বাপমহোৎসবম্ ॥১৮
মণ্ডপং রচয়েত্তত্র শয়নাগারমুত্তমম্।
দেবস্য পুরতঃ শয্যাং রত্নপর্য্যঙ্কিকোপরি ॥ ১৯
আস্তীর্য্য সোপধানান্তৎ মৃদুচীনোত্তমচ্ছদাম্।
কর্পূরধূলিবিক্ষিপ্তাং সাধুচন্দ্রাতপাং শুভাম্ ॥ ২০
সর্ব্বতো বেষ্টিতাং ছিদ্ররহিতাং চন্দনোক্ষিতাম্।
সাধুদ্বারাং সমাং স্নিগ্ধাং নানাচিত্রোপশোভিতাম্
এবং স্বাপগৃহং কৃত্বা নিশীথে প্রতিমাত্রয়ম্।
সৌবর্ণং রাজতং বাপি রীতিজং দারবং তথা।
যথাশ্রদ্ধং প্রকুর্ব্বীত প্রশস্তং পূর্ব্বপূর্ব্বকম্ ॥ ২২
তত্রয়াণাং সুরাণাং বৈ পাদমূলে যথাতথা।
নিধায় পূজয়েদ্দেবাংস্তচ্ছেষং তেষু নিক্ষিপেৎ ॥
পূজান্তে ভাবয়েদৈক্যং তেষাং কৃষ্ণাদিভিঃ সহ ॥
এহ্যেহি ভগবান্ দেব সর্ব্বলোকৈকজীবন।
স্বাপার্থং চতুরো মাসান্ জগৎকল্যাণবৃদ্ধয়ে ॥ ২৫
ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশান্ তদঙ্গস্রক্‌ত্রয়ন্ততঃ।
প্রত্যর্চ্চাসু প্রতিক্ষিপ্য মঙ্গলস্তুতিগীতিভিঃ ॥ ২৬
নয়েচ্ছয্যাগৃহদ্বারং বাসয়েদ্‌ঘটিকাত্রয়ে।
পঞ্চামৃতৈঃ স্নাপয়েত্তান্ পৃথক্ পলশতাধিকৈঃ ॥২৭
সুগন্ধচন্দনৈর্লিপ্তান্ বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং প্রাঞ্জলির্মন্ত্রমুচ্চরেৎ ॥ ২৮
জগদ্বন্ধো জগন্নাথ জয় ত্রাণপরায়ণ।
হিতায় জগতামীশ চাতুর্মাস্যান্ স্বনাগমান্।

হে তপোধনগণ! যে ব্যক্তি, মানব-জন্মের সাফল্য ইচ্ছা করে, সে অপর কোন সৎকর্ম্ম করুক আর নাই করুক, তাহার পক্ষে পুরুষোত্তমে আষাঢ় মাসের শুক্লৈকাদশীতে ভগবানের শয়ন-মহোৎসব করা একান্ত কর্ত্তব্য। ১৮

ঐ শয়নোৎসব করিতে হইলে, ভগবান্ জগন্নাথদেব সম্মুখবর্ত্তী স্থানে, প্রথমে একটী মণ্ডপ ও তন্মধ্যে ভগবানের উত্তম শয়নাগার প্রস্তুত করিবে, তৎপরে তন্মধ্যে রত্নপর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল উত্তম চীনবসনাচ্ছাদিত যথাযোগ্য উপধানযুক্ত শয্যা প্রসারিত করিয়া তদুপরি কর্পূর-রজঃ নিক্ষেপ করিবে এবং উহার ঊর্দ্ধভাগ মনোহর চন্দ্রাতপ দ্বারা অলঙ্কৃত ও চতুর্দ্দিক্ পরম মনোহর সূক্ষ্ম বসন দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া সেই আবরণ-বস্ত্রকে চন্দনলিপ্ত করিতে হইবে। উহা ছিদ্ররহিত ও উত্তম দ্বারযুক্ত হওয়া আবশ্যক। উক্ত প্রকার শুভ শয্যা যেন সমতল, সুস্নিগ্ধ ও নানাপ্রকার চিত্রকার্য্যে সুশোভিত হয়। ১৯—২১

মুনিগণ! এইরূপ শয়নাগার প্রস্তুত করিয়া নিশীথকালে স্বীয় শ্রদ্ধানুসারে স্বর্ণময়, রজতময়, পিত্তলময় বা দারুময় প্রতিমাত্রয় নির্ম্মাণ করাইবে। উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রতিমার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ববিধ প্রতিমা প্রশস্ত জানিবেন। ২২

তৎপরে শয়নৈকাদশী দিনে, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই দেবত্রয়ের পাদমূলে প্রতিমাত্রয়কে রক্ষা করিয়া উক্তদেববরত্রয়কে যথাযোগ্য অর্চ্চনাপূর্ব্বক পূজাবশেষ দ্রব্য সকল প্রতিমাত্রয়কে প্রদান করিবে। এইরূপ পূজাবসানে শ্রীকৃষ্ণাদির সহিত প্রতিমাত্রয়ের অভেদ ভাবনা করত এইরূপ প্রার্থনা করিবে, হে ভগবন্! একমাত্র আপনিই অখিল লোকের অদ্বিতীয় জীবনস্বরূপ। দেব! জগতের কল্যাণ বৃদ্ধির নিমিত্তই আপনি চারি মাস শয়ন করিয়া থাকেন, এজন্য শয়নার্থ আগমন করুন, আগমন করুন। ২৩—২৫

এই প্রকার প্রার্থনান্তে সেই দেবত্রয়ের অঙ্গসংলগ্ন মাল্যত্রয় প্রতিমাত্রয়ে সমর্পণ করিয়া মঙ্গলসূচক স্তুতিগীত সহকারে শয্যাগৃহের দ্বার-দেশে লইয়া যাইবে, পরে ঘটিকাত্রয়কালে পীঠোপরি প্রতিমাস্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যেককে শত পলাধিক পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে। ২৬।২৭

অনন্তর সুগন্ধ চন্দন দ্বারা প্রতিমাত্রয়ের সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন করিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চনা-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ২৮

"হে জগদ্বন্ধো! হে জগন্নাথ! আপনিই জগতের পরিত্রাণকর্ত্তা, অতএব আপনার জয় হউক। হে ঈশ! আপনি অখিল জগতের হিতের নিমিত্ত বর্ষায় চারি মাস শয়ন করত

সুপ্ত্বা প্রশময়ারিষ্টান্ শক্রেণ সহ পূজিতঃ ॥ ২৯
এহোহি শয়নাগারং সুখমত্র স্বপ প্রভো।
ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশং স্বাপয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥
সুদৃঢ়ং বন্ধয়েদ্দ্বারং বিষ্ণোঃ শয়নবেশ্মনঃ।
স্বাপয়িত্বা জগন্নাথং লভতে সুখমুত্তমম্ ॥ ৩১
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ প্রসুপ্তে বৈ জনার্দ্দনে।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈর্মাসাংশ্চ চতুরঃ ক্ষিপেৎ ॥৩২
কল্পস্থায়ী বিষ্ণুলোকে নরো ভক্তো ভবেদ্‌ধ্রুবম্।
নিয়মব্রতান্নিগদতঃ শৃণুধ্বং মুনয়ো মম ॥৩৩
মঞ্চখট্টাদিশয়নং বর্জ্জয়েদ্ভক্তিমান্নরঃ।
অনৃতৌ ন ব্রজেদ্ভার্য্যাং মাংসং মধুপরৌদনম্
পটোলং মূলকঞ্চৈব বার্ত্তাকুঞ্চ ন ভক্ষয়েৎ।
অভক্ষ্যং বর্জ্জয়েদ্দূরান্মসূরং সিতসর্ষপম্ ॥ ৩৫

রাজমাষান্ কুলত্থাংশ্চ আশুধান্যঞ্চ সন্ত্যজেৎ
শাকং দধি পয়ো মাষান্ শ্রাবণাদৌ ক্রমাদিমান্
রাজাপি চ যতির্ভূত্বা নারোহেচ্চর্ম্মপাদুকে ॥ ৩৭
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ ন ব্রজেন নয়েদ্‌যদি।
তস্য পাপস্য শান্ত্যর্থং কার্ত্তিকে চ ব্রতী ভবেৎ ॥
নমঃ কৃষ্ণায় হরয়ে কেশবায় নমো নমঃ।
নমস্তে নরসিংহায় বিষ্ণবে পাপজিষ্ণবে ॥ ৩৯
সায়ং প্রাতর্দিবামধ্যে কর্ম্মান্তেষু চ যো জপেৎ
তস্য পাপানি সর্ব্বাণি চিতানি বহুজন্মসু।
নির্দহত্যেব ভগবাংস্তূলরাশিমিবানলঃ ॥ ৪০
একাহারো নিরাহারো বিষ্ণুনির্ম্মাল্যভোজকঃ।
আষাঢ়ীমবধিং কৃত্বা কার্ত্তিক্যবধি যো জপেৎ ॥

ইন্দ্রের সহিত পূজিত হইয়া জগতের অরিষ্ট প্রশমিত করুন। হে প্রভো! এক্ষণে শয়নাগারে আগমন করুন, এই শয্যায় সুখে নিদ্রা যাউন।” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দেবাধিদেব পুরুষোত্তমকে শয়ন করাইবে। ২৯৩০

অনন্তর বিষ্ণুর শয়নাগারের দ্বার দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া দিবে। মানব এইরূপে জগন্নাথ দেবকে শয়ন করাইলে, পরম সুখলাভ করিয়া থাকে। ৩১

উক্ত বার্ষিক চারিমাস ভগবান্ জনার্দ্দন নিদ্রিত থাকিলে, ঐ মাসচতুষ্টয় বিবিধ ব্রত-নিয়মানুষ্ঠান দ্বারা অতিবাহন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ৩২

ঐরূপ করিলে সেই বিষ্ণুভক্ত মানব, নিশ্চয় কল্পকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ সময়ে যে প্রকার ব্রত-নিয়ম করিতে হয়, তাহা বলি শুনুন। ৩৩

ভক্তিমান্ মানব, চাতুর্মাস্যকালে মঞ্চ বা খট্টাদিতে শয়ন পরিত্যাগ করিবে, ঋতুকাল ভিন্ন ভার্য্যা-সম্ভোগ করিবে না, মাংস, মধু, পরান্ন, পটোল, মূলক ও বার্ত্তাকু ভক্ষণ করিতে পারিবে না এবং দূর হইতেই মসূর ও শ্বেত-শর্ষপ বর্জ্জন করিবে; ঐ সময়ে উল্লিখিত দ্রব্য সকল অভক্ষ্যরূপ জানিবেন। ৩৪.৩৫

ঐ সময়ে রাজমাষ, কুলত্থ ও আশুধান্যও ত্যাগ করিবে এবং শ্রাবণাদি মাসচতুষ্টয়ে যথাক্রমে শাক, দধি, দুগ্ধ ও মাষকলাই এই চারিটি বস্তুকে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। উক্ত চাতুর্ম্মাস্য কালে রাজা হইলেও যতিব্রত অবলম্বন করত পাদুকা পরিধান করিতে পারিবেন না। ৩৬.৩৭

যদি কেহ কোন কারন বশতঃ উক্ত মাস-চতুষ্টয় ব্রতাচরণে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই পাপ শান্তির নিমিত্ত কার্ত্তিক মাসে ব্রতাবলম্বন করিবে। ৩৮

এই সময়ে যে ব্যক্তি, সায়ংকাল, প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালে নিত্যকর্ত্তব্য কার্য্যাবসানে “ভগবান্ কৃষ্ণকে নমস্কার, হরিকে নমস্কার, কেশবকে নমস্কার এবং সর্ব্বপাপহারী নরসিংহমূর্ত্তি-বিষ্ণুকে নমস্কার” এই মন্ত্র জপ করে, ভগবান্ জনার্দ্দন তাহার বহুজন্ম-সঞ্চিত অখিল পাপ-পুঞ্জকেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন তূলরাশিকে ক্ষণমধ্যে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ দগ্ধ করিয়া থাকেন। ৩৯।৪০

যে ব্যক্তি, নিরাহার বা বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য মাত্র ভোজী, কিংবা রাত্রিতে হবিষ্যাশী অথবা একাহারী হইয়া আষাঢ় মাসের একাদশী হইতে কার্ত্তিক মাসের একাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস্ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উক্ত মন্ত্র জপ করিতে পারে,

নক্তভোজী ভবেদ্বাপি স্বর্গস্তস্যাল্পকং ফলম্।
তৈলাভ্যঙ্গং দিবাস্বাপং মৃষাবাদং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪২
আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং সংক্রান্তৌ কর্কটস্য বা।
আষাঢ্যাং বা নরো ভক্ত্যা গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
সর্ব্বপাপহরং দেবং প্রপূজ্য মধুসূদনম্ ॥ ৪৩
তদগ্রে পরিসঙ্কল্প্য ব্রতার্চ্চনজপাদিকম্।
প্রার্থয়েৎ পরমানন্দং কৃতাঞ্জলিপুটো ব্রতী ॥ ৪৪
চাতুর্ম্মাস্যং ব্রতং দেব গৃহীতং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
তব প্রসাদান্নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিমায়াতু কেশব ॥ ৪৫
ব্রতেঽস্মিন্ যদ্যসম্পূর্ণে পরলোকগতির্ভবেৎ।
তন্মে ভবতু সম্পূর্ণং ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ ॥ ৪৬
ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশং পূর্ব্বো[illegible]নিয়মস্থিতঃ।
প্রাপয়েচ্চতুরো মাসান্ বিষ্ণর্পিতমতির্ব্রতী ॥ ৪৭
পারণং প্রতিমাসান্তে প্রীত্যৈ কৃষ্ণস্য কারয়েৎ।
মিষ্টান্নৈর্ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পূজয়িত্বা জগৎপতিম্ ॥
অসমর্থস্তু কার্ত্তিক্যাং পারয়েদ্‌ব্রতমুত্তমম্।
তস্যাং পূজ্যং জগন্নাথং বহ্নিস্থং তর্পয়েত্ততঃ ॥ ৪৯
দ্বিজাগ্র্যান্ পায়সৈর্মিষ্টৈর্বিষ্ণুবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
যথাশক্ত্যা প্রদদ্যাদ্বৈ কনকং বস্ত্রমেব চ ॥ ৫০
অশক্তঃ কার্ত্তিকে মাসি ব্রতং কুর্য্যাৎ পুরোদিতম্
ব্রতঞ্চ বিবিধং বিপ্রাঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণং তথা।
একান্তরং দ্ব্যন্তরং বা কুর্য্যান্মাসোপবাসকম্ ॥ ৫২
অনোদনং ফলাহারং নক্তব্রতমথাপি বা।
যব-গোধূমকং কুর্য্যাৎ পরাকং বা ব্রতং দ্বিজাঃ ॥
পয়ঃ পীত্বা নয়েদ্‌যস্তু শাকাহারেণ বা পুনঃ।
ভুক্ত্বা চ বিবিধান্ ভোগান্ পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥

স্বর্গবাস তাহার পক্ষে যৎসামান্য ফল জানিবেন। ঐ সময়ে তৈলাভ্যঙ্গ, দিবা-নিদ্রা ও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। ৪১। ৪২

আষাঢ় মাসের শুক্লৈকাদশী কর্কট-সংক্রান্তি বা আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে ভক্তিপূর্ব্বক মানবের পূর্ব্বোক্ত ব্রত গ্রহণ করা বিধেয়। ৪৩

মানব প্রথমে সর্ব্বপাপহারী ভগবান্ মধুসূদনকে যথাবিধি পূজা করিয়া তৎপরে ব্রত-বিষয়ক জপার্চ্চনাদির বিষয় সংকল্পপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে পরমানন্দে এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ৪৪

দেব! আমি আপনার প্রসাদে এই যে চতুর্ম্মাস্যব্রতগ্রহণ করিলাম, হে কেশব! ইহা যেন আপনারই প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। ৪৫

হে অধোক্ষজ! এই ব্রত সম্পূর্ণ না হইতেই আমি যদি পরলোক প্রাপ্ত হই, তথাপি আপনার প্রসাদে উহা যেন সম্পূর্ণ হয়। ৪৬

দেবদেব জগন্নাথদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ব্রতাবলম্বী মানব, পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতিই প্রতি নিয়ত চিত্ত নিবিষ্ট রাখিয়া উল্লিখিত মাস-চতুষ্টয় অতিবাহন করিবে। ৪৭

প্রতি মাসান্তেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে সেই জগৎপতির অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা সকল বিপ্রদিগকে ভোজন করাইয়া পারণ করা কর্ত্তব্য। আর পূর্ব্বোক্ত প্রতি মাসান্তে পারণে অশক্ত হইলে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উক্ত ব্রতের পারণ করিতে পারে। ঐ দিনে ভগবান্ জগন্নাথদেবকে পূজা করিয়া পরে ঘৃতাহুতি দ্বারা বহ্নিস্থ জগন্নাথদেবের সন্তোষ সাধন করিবে, তৎপরে পায়স ও মিষ্টান্ন দ্বারা দ্বিজবরগণকে বিষ্ণুজ্ঞানে পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে যথাশক্তি কনক ও বস্ত্র প্রদান করিবে। আর যদি চাতুর্ম্মাস্যব্রতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে, কেবল কার্ত্তিক মাসেই পূর্ব্বোক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ৪৮—৫১

বিপ্রগণ! চাতুর্ম্মাস্য কর্ত্তব্য কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ, একান্তর (এক দিনান্তর ভোজন) দ্ব্যন্তর (দিন দ্বয়ান্তর ভোজন) মাসোপবাস, অনোদন (অন্ন ত্যাগ) ফলাহার, নক্তব্রত (রাত্রিকালে ভোজন) যব গোধূমক (যব ও গোধূম ব্যতীত অপর বস্তু ত্যাগ) ও পরাক ব্রত, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ব্রত আছে। দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি, উক্ত চারি মাস, কেবল মাত্র পয়ঃ পান বা শাকাহার করিয়া অতিবাহিত করিতে পারে, সে ইহকালে বিবিধ ভোগ্য উপভোগপূর্ব্বক দেহান্তে পরম নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত করিয়া থাকে। ৫২—৫৪

নয়ন্তত্রাপ্যশক্তশ্চেৎ বকপঞ্চকমুত্তমম্।
প্রীতয়ে দেবদেবস্য বন্যবৃত্তির্ভবেদ্ব্রতী ॥ ৫৫
এতদ্ব্রতং সমাখ্যাতং ভগবৎপ্রীতিকারকম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং বিষ্ণুলোকগতিপ্রদম্ ॥ ৫৬
ধন্যং প্রশস্তমায়ুষ্যং সর্ব্বকামপ্রসাদনম্।
মুনয়ঃ প্রোক্তমেতদ্বো রহস্যং শৃণুতাপরম্ ॥ ৫৭
এতদ্ব্রতং বা চান্যানি ব্রতানি সুবহূনি চ।
ভগবদ্ভক্তিহীনানাং জানিধ্বং বিফলানি বৈ ॥ ৫৮
ফলং মহাক্রতুনাং যৎ তীর্থানাং ফলমুত্তমম্।
দানানাং তপসাঞ্চৈব সাত্ত্বিকানাঞ্চ যৎ ফলম্।
একয়া বিষ্ণুভক্ত্যা তৎসমগ্রং ফলমশ্নুতে ॥৫৯
যে পশ্যন্তি মহাত্মানঃ শয়নোৎসবমুত্তমম্।
মাতুর্গর্ভে ন স্বপিতি কারয়ন্তি চ যে মহৎ ॥ ৬০

কোন মানব যদি সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাসও ব্রত গ্রহণে অশক্ত হয়, তাহা হইলে, দেবদেব জগন্নাথের প্রীত্যর্থে বকপঞ্চক দিনেও (কার্ত্তিকী একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস) বন্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। ৫৫

মনীষিগণ বলিয়াছেন, উক্ত ব্রতাচরণে ভগবান্ প্রীত হন। অখিল পাপ বিলুপ্ত হয়, বিষ্ণুলোকে বাস করা যায়, দীর্ঘায়ুঃ লব্ধ হয় এবং সমুদয় কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে; এজন্য উহাও অতি প্রশংসনীয় ব্রত। মুনিগণ! এই ত আমি আপনাদিগের নিকট চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের বিষয় কহিলাম, এক্ষণে অপর এক রহস্য কথা শ্রবণ করুন। ৫৬। ৫৭

আমি যে এই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা কহিলাম কিংবা অন্যান্য বহুতর যে সকল ব্রত আছে, ভগবদ্ভক্তিবিহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে তৎসমুদয়ই বিফল জানিবেন। ৫৮

সমুদয় মহাযজ্ঞ, অখিল তীর্থ, সর্ব্বপ্রকার দান ও তপস্যা এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ সাত্ত্বিকী ক্রিয়ার যে ফল উক্ত হইয়াছে, একমাত্র বিষ্ণুভক্তি-বলেই তৎসমুদয় ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫৯

সে সকল মহাত্মা, ভগবানের এই অনুত্তম শয়নোৎসব দর্শন করেন কিংবা অপর ব্যক্তিকে এতদাচরণে প্রবৃত্তি দেন, তাঁহাদিগকেও আর মাতৃগর্ভে শয়ন করিতে হয় না। ৬০

উৎসবান্তে ব্রতঞ্চৈতৎ প্রতিজ্ঞায় তদগ্রতঃ।
পর্য্যাপ্তিং কারয়িত্বা তু ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৬১

ইতি উৎকলখণ্ডে ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দক্ষিণায়নমুত্তমম্।১
সংক্রান্তেঃ পূর্ব্বকালীয়া কালে বৈ বিংশতির্ম্মতা।
মুনয়ঃ পূর্ব্বকালোঽয়ং পুণ্যকর্ম্মসু কর্ম্মিণাম্ ॥ ২
পঞ্চামৃতৈস্তত্র দেবং স্নাপয়েদ্বিধিবদ্দ্বিজাঃ।
সর্ব্বাঙ্গং লেপয়েদস্য গুরুকর্পূরচন্দনৈঃ ॥ ৩
সুগন্ধিমাল্যালঙ্কারৈশ্চারুবস্ত্রৈশ্চ দীপকৈঃ।
নানাভক্ষ্যোপচারৈশ্চ পুজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥
কর্পূরলিপ্ততাম্বুলং মুখাভ্যাসে হরের্দদেৎ।

দ্বিজগণ! ভগবানের শয়নোৎসবান্তে তৎসন্নিধানে উল্লিখিত ব্রতাচরণে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া যথাসময়ে সমাপ্তি করিতে পারিলে, মানব নিঃসন্দেহ ব্রহ্মলোকে বাস করত ব্রহ্মলোকবাসিগণ কর্ত্তৃক পুজিত হইয়া থাকেন। ৬১

ষট্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

মুনিগণ! অতঃপর অনুত্তম দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিকৃত্যের বিষয় বলি শুনুন। উক্ত সংক্রান্তির পরবর্ত্তী বিংশতি দণ্ডকাল, কর্ম্মিগণের পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানে বিহিত। ১।২

দ্বিজগণ! ঐ সময়ে জগন্নাথদেবকে পঞ্চামৃত দ্বারা যথাবিধি স্নান করাইয়া অগুরু, কর্পূর ও চন্দন দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লেপনপূর্ব্বক সুগন্ধি মাল্য, অলঙ্কার, মনোহর বস্ত্র, দীপমালা এবং ভক্ষ্যভোজ্য প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা সেই পরমেশ্বরের পুজা করিবে। ৩।৪

উক্ত পূজায় ভগবান্ হরির মুখসন্নিধানে কর্পূরলিপ্ত তাম্বুল প্রদান এবং অক্ষতযুক্ত

দূর্ব্বাঙ্কুরাক্ষতৈর্নীরাজনয়াপ্যুপবর্দ্ধয়েৎ * ॥ ৫
পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্।
পূজাশতগুণং পুণ্যং তস্মৈ দদ্যাজ্জনার্দ্দনঃ ॥ ৬
অয়নে দক্ষিণে তস্মিন্নর্ঘ্যমাণং শ্রিয়ঃ পতিম্।
যে পশ্যন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শুচিতদ্গতমানসাঃ ॥
বিহায় সর্ব্বপাপানি বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে ॥৭
অল্পা বা মহতী যাত্রা সর্ব্বা মুক্তিপ্রদা হরেঃ।
তস্মিংস্তস্মিন্ দিনে দৃষ্টো ভগবান্ মুক্তিদো ধ্রুবম্
বিশ্বাসহেতোর্মূর্খাণাং যাত্রা হ্যেতা কৃপাবতা।
বিষ্ণুনা কথিতা বিপ্রাঃ পাপিনাং কিল্বিষাপহাঃ ॥
আয়াসজনিতং পুণ্যং মন্যন্তে ন নরাধমাঃ ॥ ৯
লক্ষ্মীপতের্ভোজনায় সংস্কার্য্যোঽত্র মহানসঃ।
বৈষ্ণবাগ্নিং সমাধায় নিরূপ্য চরুমুত্তমম্।

দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বারা নীরাজনা করত তাঁহার সম্বর্দ্ধন৷ করা বিধেয়। ৫

যে ব্যক্তি, ভগবান্ পুরুষোত্তমকে ঐ সময়ে পূজিত বা পূজ্যমান হইতে দর্শন করে, দেব জনার্দ্দন, তাহাকে পূজার শতগুণ পুণ্য প্রদান করিয়া থাকেন। ৬

দ্বিজবরগণ! অধিক কি কহিব, যাহারা পবিত্র ও তদ্গতচিত্ত হইয়া উক্ত দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে ভগবান্ শ্রীপতিকে অর্চ্চিত হইতে অবলোকন করে, তাহারা নিশ্চয়ই অখিল পাপরাশি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ৭

মুনিগণ! ভগবান্ হরির অল্প বা মহৎ সমুদয় উৎসবই মুক্তিপ্রদ, এজন্য তত্তদ্দিনে ভগবান্‌কে দৃষ্টিগোচর করিলে যে, মুক্তিলাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে। ৮

বিপ্রগণ। ভগবান্ বিষ্ণু কৃপাপরবশ হইয়াই মূর্খ জীবগণের বিশ্বাসার্থ পাপিগণের সর্ব্বপাপ-বিনাশক উক্ত উৎসব সকল স্বয়ংই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কারণ নরাধমগণ কদাচ আয়াস-জনিত পুণ্যের আদর করিয়া থাকে না। ৯।১০

বৈশ্বদেব ং প্রকুর্ব্বীত ভগবৎপাকসাংস্যম্ ॥ ১১
ব্রহ্মণে বাস্তুপতয়ে প্রজায়াং পতয়ে তথা।
বিষ্ণবে বিশ্বকর্ত্রে চ বুধোঽগ্নৌ জুহুয়াৎ শুচিঃ।
রাজ্ঞা নিযুক্ত আচার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াপরম্।
দ্বারি চণ্ডপ্রচণ্ডাভ্যামৈশান্যাং ক্ষেত্রপালিনে ॥১৩
দক্ষিণে চ বিরূপায় খগানাং পতয়ে তথা।
দুর্গাস্বরতীভ্যাঞ্চ নৈর্ঋত্যাং বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৪
মহালক্ষ্মীমহেন্দ্রাভ্যাং প্রাচ্যাং দিশি বলিঃ স্মৃতঃ
বিষ্ণোঃ পরিষদেভ্যোঽহব পশূনাং পতয়ে তথা ॥১৫
উদীচ্যাং বলিদানং তু নারদায়াথ পশ্চিমে।
আগ্নেয্যামগ্নয়ে দদ্যাদ্বায়ব্যাং বিশ্বসাক্ষিণে ॥১৬
পঞ্চশ্বমনরূপেভ্যো বিশ্বকর্ত্রেঽথ মধ্যতঃ।
আদ্যন্তয়োর্জ্জলং দদ্যাৎ প্রত্যেকং বলিকর্ম্মণি॥১৭
দত্ত্বা বলিং তদাগ্নৌ তু কারয়েৎ পাকমুত্তমম্।
সন্ধ্যাত্রয়ে ভগবতঃ পূজায়াঞ্চরুকারণাৎ।
চরুসংস্কারকাঙ্গানি ভক্ষ্যভোজ্যাদিকানি বৈ ॥১৯

তপোধন! ভগবান্ লক্ষ্মীপতির ভোজ্য-বস্তু প্রস্তুতকরণার্থ অগ্রে পাকশালার সংস্কার করিতে হইবে। অনন্তর নৃপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত শ্রৌতস্মার্ত্ত-ক্রিয়াবিষয়ে অভিজ্ঞ, পবিত্রাত্মা, পবিত্রদেহ, জ্ঞানবান্ আচার্য্য, বৈষ্ণবাগ্নি স্থাপন-পূর্ব্বক অত্যুত্তম, চরুপাকান্তে ভগবানের পাক-সাধন বৈশ্বদেব চরুবলি প্রদান করিয়া ব্রহ্মা, বাস্তুপতি, প্রজাপতি, বিষ্ণু ও বিশ্বকর্ত্তা উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দান করিবেন। তৎ-পরে দ্বারদেশে চণ্ড ও প্রচণ্ড, ঈশানে ক্ষেত্র-পাল, দক্ষিণে বিরূপ ও খগপতি, নৈর্ঋত কোণে দুর্গা ও সরস্বতী, পূর্ব্বদিকে মহালক্ষ্মী ও মহেন্দ্র, উত্তর দিকে বিষ্ণুর পারিষদ্‌গণ ও পশুপতি, পশ্চিমে নারদ, অগ্নিকোণে অগ্নি, বায়ুকোণে বিশ্বসাক্ষী ও প্রাণাপানাদি পঞ্চবায়ু এবং মধ্য-স্থলে বিশ্বকর্ত্তা-উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতে হইবে, উক্ত প্রত্যেক বলি কর্ম্মেরই আদ্যন্তে জলপ্রক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। ১১—১৭

নৃপতি ত্রিসন্ধ্যাতেই ভগবানের পূজার্থ উক্ত প্রকারে অগ্নিতে চরুবলি প্রদানান্তে উত্তমরূপ অন্নাদি পাক এবং চরু নিমিত্ত চরু

* মাঙ্গল্যগীতনৃত্যাদ্যৈর্নারী হুলুহুলাং বদেৎ ॥
ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

বহূনি যোজয়েৎ তত্র লোকাংস্ত্রৈবর্ণিকান্ নৃপঃ।
আদ্যান্ পবিত্রান্ শূদ্রান্ বা ত্রিবর্ণপরিসেবকান্
লৌকিকো ব্যবহারোঽয়ং পচতি শ্রীঃ স্বয়ং ধ্রুবম্
ভুঙ্‌ক্তে নারায়ণো নিত্যং তন্না পকং শরীরবান্ ॥
অমৃতং তদ্ধি নৈবেদ্যং পাপঘ্নং মূর্দ্ধ্নি ধারণাৎ।
ভক্ষণান্মদ্যপানাদি মহাপাতক-সংক্ষয়ঃ ॥ ২২
আঘ্রাণান্মানসং পাপং দর্শনাদ্দৃষ্টিজং তথা।
আস্বাদাদ্বাক্‌কৃতং পাপং শ্রাবণঞ্চ ব্যপহোতি ॥২৩
স্পর্শনাত্ত্বক্‌কৃতং পাপং মিথ্যাভাষং তথাদ্বিজাঃ।
গাত্রলেপাদ্দহেৎ পাপং শারীরং বৈ ন সংশয়ঃ ॥
মহাপবিত্রং হি হরের্নিবেদিতং
নিবেদয়েদ্যঃ পিতৃদেবকর্ম্মসু।
তৃপ্যন্তি তস্মৈ পিতরঃ সুরাশ্চ
প্রয়াতি লোকং মধুসূদনস্য ॥২৫
নাতঃ পবিত্রং বস্ত্বস্তি হব্যকব্যেষু ভোদ্বিজাঃ।
নরাণাং রূপমাস্থায় তদশ্নন্তি দিবৌকসঃ।
অভিমানো মহাংস্তত্র দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ২৬
শ্বেতোনামো মহারাজঃ পুরা ত্রেতাযুগেঽভবৎ।
ব্রতস্থোঽত্র মহাভক্তিং চকার পুরুষোত্তমে ॥২৭
ইন্দ্রদ্যুম্নেন রচিত-মহাভোগানুসারতঃ।
ভোগান্ প্রকল্পয়ামাস প্রত্যহং শ্রীপতের্মুদা ॥২৮
ভক্ষ্যভোজ্যান্যনেকানি ষড়্রসাংশ্চ সুসংস্কৃতান্।
মাল্যানি চ বিচিত্রাণি সুগন্ধমনুলেপনম্ ॥ ২৯
গীতবাদিত্রনৃত্যানি দিব্যানি সুবহূনি চ।
রাজোপচারা বহুশোঽবসরেঽবসরে হরেঃ ॥৩০

সংস্কার অঙ্গ সকল সুচারুরূপে সম্পাদন করাইবেন; অপিচ প্রত্যেক পূজান্তেই প্রভূত ভোজ্য ভক্ষ্যাদি নিবেদন করিতে হইবে। উক্ত পূজাকার্য্য যাহাতে পরিপাটীরূপে নিষ্পন্ন হয় তজ্জন্য রাজা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় কিংবা ত্রিবর্ণ-সেবক পবিত্র শূদ্রগণকে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। ১৮—২০

ভগবানের অন্নব্যঞ্জনাদি বিষয়ে এইরূপ লৌকিক ব্যবহারও আছে যে, স্বয়ং লক্ষ্মী দেবীই ঐ সমস্ত পাক করেন এবং মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ নারায়ণ নিত্য সেই কমলার স্বহস্ত নিষ্পাদিত অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকেন।২১

মুনিগণ! নিশ্চয় জানিবেন, ভগবানের সেই নৈবেদ্যান্ন অমৃতস্বরূপ, উহা মস্তকে ধারণ করিলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে ও ভক্ষণ করিলে মদ্যপনাদি মহাপাপও বিলুপ্ত হয়। ২২

দ্বিজগণ! ঐ মহাপ্রসাদ আঘ্রাণ মাত্রে মানস পাপ, দর্শনমাত্রেই দৃষ্টিজ পাপ, আস্বাদ মাত্রে বাক্যজ, শ্রবণেন্দ্রিয়জ ও মিথ্যা-কথনজ পাপ, স্পর্শন মাত্রে ত্বক্‌কৃত পাপ এবং গাত্রে লেপন মাত্রেই শরীরজ সমস্ত পাতকই যে তিরোহিত হয় তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই। ২৩। ২৪

যে ব্যক্তি দৈব বা পৈত্রিক কার্য্যে ভগবান্ হরির ঐ মহাপবিত্র নৈবিদ্যান্ন নিবেদন করে, তাহার প্রতি দেবগণ ও মদীয় পিতৃগণ পরম প্রীত হইয়া থাকেন এবং সে নিঃসন্দেহ বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করে। ২৫

দ্বিজগণ! বস্তুতঃ হব্যকব্যকরণে উহা-পেক্ষা পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই, অধিক কি দেবগণও মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া ঐ মহা-প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, এজন্য ঐ মহা-প্রসাদ বিষয়ে দেবদেব চক্রপাণির মহান্ অভিমান আছে, জানিবেন। ২৬

পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে শ্বেতনামে এক মহারাজ ছিলেন। তিনি ব্রতাবলম্বী হইয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। ২৭

নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্নকৃত মহাভোগের প্রণালী অনুসারে তিনিও প্রত্যহ সানন্দহৃদয়ে সুসং-স্কৃত ষড়্বিধ রসপূর্ণ বিবিধ ভোজ্যভক্ষ্যাদি ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং যথোচিত বিচিত্র মাল্যসকল ও সুগন্ধ অনুলেপন দ্রব্য অর্পণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই, অপি চ ভগবান্ হরির প্রীত্যর্থে উপযুক্ত সময়ে সময়ে বহুবিধ শ্রুতি-সুখকর নৃত্যগীত ও বাদ্যও করাই-তেন এবং বহুবিধ রাজযোগ্য উপচারসকলও দান করিতেন। ২৮—৩০

বহুবিত্তব্যয়ায়াসভক্তিভাবনিরূপিতাঃ।
তত্তদ্বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত-মহাভোগাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৩১
কল্পিতাস্তেন ভূপেন বিদ্বৎপঙ্কজভানুনা ॥
প্রাতঃ পূজনবেলায়াং হরিং দ্রষ্টুং জগাম সঃ ॥৩২
কস্মিংশ্চিদ্দিবসে রাজা পূজ্যমানং দদর্শ তম্।
প্রণম্য দেবং স্তুত্বা চ বদ্ধাঞ্জলিপুটো মুদা ॥ ৩৩
প্রাসাদদ্বারনিকটে স্থিতবান্ নৃপসত্তমঃ।
দৃষ্ট্বা স্বয়ং বিরচিতানুপচারাননুত্তমান্ ॥ ৩৪
উপায়নসহস্রস্তু হরেরগ্রে প্রকল্পিতম্।
চিন্তয়ামাস মনসা কিঞ্চিদ্ধ্যানাবলম্বিতঃ ॥ ৩৫
মনুষ্যকল্পিতং ভোগং গ্রহীষ্যতি হরিঃ কিমু।
দেবৈর্দিব্যোপহারৈর্যো ন শক্যোঽভ্যর্চ্চনাবিধৌ ॥
মানসৈরুপচারৈর্যং পূজয়ন্তি যতব্রতাঃ।
ভাবতুষ্টো বহির্যোগো ন মুদে তস্য নিশ্চিতম্ ॥৩৭

মুনিগণ! প্রধান প্রধান বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বহুবিত্তব্যয় ও আয়াসসাধ্য যে সকল পৃথগ্বিধ মহাভোগের বিষয় কথিত আছে, বিদ্বদ্গণরূপ পঙ্কজনিচয়ের সূর্য্যসমপ্রকাশক সেই ভূপতি পরমভক্তিসহকারে প্রদেয় তৎসমুদয়েরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একদিন সেই রাজা, প্রাতঃকালীন পূজার সময়ে ভগবান্ হরিকে দর্শনার্থ গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহার পূজা হইতেছে। তখন সেই নৃপবর জগন্নাথদেবকে প্রণাম ও স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রাসাদের দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিজ ব্যবস্থাপিত অত্যুত্তম উপচারনিচয় এবং হরির সম্মুখ-স্থাপিত সহস্র সহস্র উপহার দ্রব্য অবলোকন-পূর্ব্বক কিঞ্চিদ্ধ্যানস্থ হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৫

দেবগণ দিব্য উপচারনিচয় দ্বারাও যাঁহার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ নন এবং বাহ্যোপচার-সকল ভাবতুষ্ট, এজন্য নিশ্চয়ই ভগবান্ হরির তাহা সন্তোষকর নহে, এই বিবেচনায় যতব্রত মানবগণ মানসোপচারে সতত যাঁহাকে পূজা করেন, সেই ভগবান্ হরি কি মনুষ্য-কল্পিত ভোগ্যবস্তুসকল গ্রহণ করিবেন? ৩৬। ৩৭

ইত্থং সঞ্চিন্তয়ন্ রাজা দিব্যাসনগতং হরিম্।
ভুঞ্জানমন্নপানাদ্যং শ্রিয়া সুপরিবেষিতম্ ॥ ৩৮
দিব্যস্রজালঙ্কৃতয়া দিব্যগন্ধদুকূলয়া।
অনর্ঘরত্নমঞ্জীর-শিঞ্জিতেন সুরালয়ম্ ॥ ৩৯
পূরয়ন্ত্যা স্বর্ণদর্ব্ব্যা দদত্যা সাদরং রসান্।
ভগবৎপ্রতিরূপৈশ্চ ভুঞ্জানৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৪০
দৃষ্ট্বা কৃতার্থমাত্মানং মন্যমানস্তদদ্ভুতম্।
প্রোন্মীলিতাক্ষঃ স পুনঃ প্রাগ্দৃষ্টং সমবৈক্ষত ॥
ততঃ প্রভৃতি রাজাসৌ পরাং ভক্তিমুপেয়িবান্।
নাবেদিতাশিব্রতবাংশ্চচার সুমহৎ তপঃ ॥ ৪২
অকালমৃত্যুনাশায় স্বরাজ্যে মৃতমুক্তয়ে।
মন্ত্ররাজং জপন্নিত্যং শ্রিতানাং কল্পপাদপম্ ॥৪৩
দদর্শ শতবর্ষান্তে নৃহরিং দুরিতাপহম্।

মুনিবরগণ! শ্বেতরাজ নিমীলিত নেত্রে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিলেন, ভগবান্ হরি, দিব্যাসনে আসীন হইয়া তত্তৎ অন্নপানাদি সকল ভোজন করিতেছেন, কমলাদেবী, অলৌকিক সৌরভপূর্ণ দিব্য বসন ও দিব্য মাল্যে সুশোভিত হইয়া অমূল্য রত্নময় মঞ্জীর-ধ্বনিতে সুরলোক প্রপূরিত করত স্বর্ণনির্ম্মিত দর্ব্বী (হাতা) দ্বারা সাদরে সেই ষড়্রসপূর্ণ অন্নাদি সুনিয়মে পরিবেশন করিতেছেন এবং ভগবানের প্রতিমূর্ত্তিসকল চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ॥ ৩৮—৪০

সেই নৃপবর, সেই অদ্ভুতব্যাপার দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন এবং পুনর্ব্বার নেত্রদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক যেরূপ পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপই নিরীক্ষণ করিলেন। ৪১

মুনিগণ! তদবধি সেই রাজা জগন্নাথ-দেবের প্রতি পরম ভক্তিমান্ হইয়া নিজ রাজ্য-স্থিত ব্যক্তিদিগের অকাল-মৃত্যু-নাশ ও মৃত-ব্যক্তির মুক্তিকামনায় অনাহার ব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক নিরন্তর আশ্রিতগণের কল্পপাদপস্বরূপ মন্ত্ররাজ জপ করত সুমহৎ তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন। ৪২। ৪৩

এইরূপে শতবর্ষকাল অতীত হইবার পর

যোগাসনাজনিলয়ং বামাঙ্গাবস্থিতশ্রিয়ম্।
ত্রিদশৈঃ সিদ্ধযুক্তৈশ্চ স্তূয়মানং স্মিতাননম্॥ ৪৪
ভ্রান্তো বিস্ময়ভীতিভ্যাং হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা।
প্রসীদ নাথেতি লপন্ পপাত ধরণীতলে॥ ৪৫
তপঃকৃশং তং প্রণতং দৃষ্ট্বা স নরকেশরী।
অকল্মষং ক্ষিতিগতং বিবক্ষুর্ভক্তবৎসলঃ॥ ৪৬
নরসিংহ উবাচ।
উত্তিষ্ঠ বৎস ভক্ত্যা তে প্রসন্নং বিদ্ধি মাং প্রভুম্
ময়ি প্রসন্নে নালভ্যং বরং তং প্রার্থ্যতাং ভবান্
শ্রুত্বাথ ভগবদ্বাক্যং সমুত্তস্থৌ ততো নৃপঃ।
বদ্ধাঞ্জলিপুটো নম্রো ভক্ত্যাবোচজ্জনার্দ্দনম্॥ ৪৮
শ্বেতরাজ উবাচ।
স্বামিন্ যদি প্রসাদস্তে ময়ি জাতঃ সুদুর্লভঃ।
সারূপ্যমথ সম্প্রাপ্য স্থাস্যামি তব সন্নিধৌ॥ ৪৯
স্থাস্যে যাবন্ন পত্বেহহং মদ্রাজ্যে ন জনঃ ক্বচিৎ
নাকালে ম্রিয়তেকশ্চিৎ কালে চেন্মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥ ৫
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রাহ শ্বেতরাজানমুত্তমম্।
শ্বেত তে বাঞ্ছিতং ভূয়াত্তিষ্ঠ ত্বং মম দক্ষিণে॥ ৫১
ভুক্ত্বা বর্ষসহস্রং তু রাজ্যং স্বং সুসমৃদ্ধিমৎ।
মম নির্ম্মাল্যভোগেন ক্ষীণাশেষাঘসঞ্চয়ঃ।
সুনির্ম্মলান্তঃকরণো মৎসারূপ্যমবাপ্স্যসি॥ ৫২
বটসাগরয়োর্মধ্যে মুক্তিস্থানে সুদুর্লভে।
মদীয়াদ্যাবতারস্য বিষ্ণোর্মৎস্যস্বরূপিণঃ॥ ৫৩
সম্মুখীনো বস ত্বং হি স্ফটিকানলবিগ্রহঃ।
খ্যাতিং যাস্যসি ভূলোকে শ্বেতমাধবসংজ্ঞয়া॥৫৪
যুবয়োরন্তরালে যে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি মানবাঃ।
তির্য্যঞ্চোহপি চ কীটো বা ধ্রুবং তে মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ
অমরা যত্র মরণমিচ্ছন্তি কিমু মানবাঃ॥ ৫৬

দুরিতাপহারী নৃসিংহদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন দেখিলেন, তিনি যোগপদ্মাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার বামভাগে লক্ষ্মীদেবী বিরাজ করিতেছেন, তদীয় মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্যরেখা প্রকাশ পাইতেছে এবং ত্রিদশগণ সিদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে স্তুতিবাদ করিতেছেন। ৪৪

শ্বেতরাজ, সেই নৃসিংহদেবকে সন্দর্শনপূর্ব্বক যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া হর্ষগদ্‌গদ বচনে "হে নাথ! প্রসন্ন হউন" এইরূপ বলিতে বলিতে ধরণীতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। ৪৫

তখন ভক্তবৎসল সেই নৃসিংহদেব, তপঃকৃশ নিষ্পাপদেহ সেই শ্বেতরাজকে প্রণত ও ক্ষিতিতল-বিলুণ্ঠিত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর, তোমার ভক্তিতে আমি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, এবং আমি প্রসন্ন হইলে জগতে কিছুই দুর্লভ থাকে না জানিবে, অতএব এক্ষণে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ৪৬। ৪৭

শ্বেতরাজ, ভগবানের তদ্বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিনম্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিসহকারে সেই জনার্দ্দনকে কহিলেন, স্বামিন্! আমার প্রতি আপনার যদি সুদুর্লভ প্রসন্নতা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে এই বর দিন, আমি যেন আপনার সারূপ্য লাভ করত আপনার নিকটে অবস্থান করিতে পারি এবং যাবৎ কাল আমি নৃপতি থাকিব, তাবৎকাল যেন আমার রাজ্যস্থিত কোন ব্যক্তিরই অকালমৃত্যু না হয়। উহারা যথাকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া যেন মুক্তি লাভ করিতে পারে। ৪৮—৫০

ভগবান্ তদ্বাক্য শ্রবণে শ্বেতরাজকে কহিলেন, শ্বেতরাজ! তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হউক, তুমি আমার দক্ষিণে অবস্থিতি করিবে। ৫১

তুমি আর সহস্রবর্ষ স্বীয় মহাসমৃদ্ধিপূর্ণ রাজ্য উপভোগ করত মদীয় প্রসাদ ভোজনে অখিল পাপরাশি হইতে বিমুক্ত ও সম্যক্ নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হইবে। ৫২

তুমি, অক্ষয়বট ও সাগরের মধ্যবর্ত্তী সুদুর্লভ মুক্তিক্ষেত্রে মদীয় আদিঅবতার-মূর্ত্তি মৎস্যরূপী বিষ্ণুর সম্মুখীন হইয়া স্ফটিক-মণিবৎ বিমল দেহে বাস করিবে এবং ভূলোকে শ্বেতমাধব নামে বিখ্যাত হইবে। ৫৩। ৫৪

তোমাদিগের উভয়ের মধ্যস্থলে যে সকল মানবগণ কিম্বা তির্য্যগ্‌জাতি বা কীটগণও প্রাণ ত্যাগ করিবে, নিঃসন্দেহ তাহারা মুক্ত হইবে।

তবোত্তরস্তাৎ দিশি যৎ সরঃ পাপনিবর্হণম্।
তত্র স্নাত উপস্পৃশ্য তদীয়ে দক্ষিণে তটে।
যুবয়োর্দৃষ্টিপূতঃ সংস্ত্যক্ত্বা প্রাণান্ বিমুচ্যতে ॥৫৭
অাসমন্তাদিদং ক্ষেত্রং যত্র কুত্রাপি মুক্তিদম্।
মূঢ়াত্মনাং বিশ্বসিতে প্রধানং স্থানমীরিতম্ ॥ ৫৮
তব রাজ্যে চ যে লোকা মম নির্ম্মাল্যভোজিনঃ।
মৃতির্নাকালিকী তেষাং কদাচিন্ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৯
ইতি শ্রীউৎকলখণ্ডে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ শ্বেতরাজায় বৈ পুরা।
জগামান্তর্হিতো বিপ্রাঃ প্রাসাদান্তঃ স্থিতো হরিঃ ॥

মানবগণের কথা কি, দেবগণও ঐ স্থানে মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ৫৫।৫৬

তোমার নিবাসার্থ যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার উত্তর দিকে সর্ব্বপাপবিনাশক যে সরোবর আছে, তাহাতে স্নানান্তে আচমনপূর্ব্বক তদীয় দক্ষিণতটে তোমাদিগের উভয়ের দৃষ্টিপূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে সকলেই যে বিমুক্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ৫৭

ফল কথা, এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকেই যে কোন স্থানে মৃত্যু হইলেই উহা মুক্তি দান করিয়া থাকে, জানিবে। মূঢ়াত্মাদিগেরও বিশ্বাসোৎপাদন নিমিত্ত এই স্থানই সর্ব্বপ্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া কথিত আছে। ৫৮

শ্বেতরাজ! তোমার রাজ্যমধ্যে যে সকল লোক, আমার মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে, নিশ্চয়ই তাহাদিগের কদাচ অকালমৃত্যু ঘটিবে না, জানিও। ৫৯

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

জৈমিনি বলিলেন, হে বিপ্রগণ! প্রাসাদমধ্যস্থিত ভগবান্ হরি নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে সেই শ্বেতরাজকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াই অন্তর্দ্ধান করিলেন। ১

সমস্তজগদাদ্যা শ্রীঃ সৃষ্টি-স্থিতিবিনাশকৃৎ।
বৈষ্ণবী শক্তিরতুলা বিষ্ণুদেহার্দ্ধহারিণী ॥
সুধোপমং পচত্যন্নং ভুঙ্‌ক্তে নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥২
তদুচ্ছিষ্টোপভোগো হি সর্ব্বাঘক্ষয়কারকঃ।
ন তাদৃশসমং পুণ্যং বস্ত্বস্তি পৃথিবীতলে ॥ ৩
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং পরিকীর্ত্তিতম্।
ভগবৎপাদপদ্মানুপ্রেক্ষণোপাসনাদিভিঃ ॥ ৪
পাকসংস্কারকর্তৃণাং সম্পর্কোঽত্র ন দূষ্যতি।
পদ্মায়াঃ সন্নিধানেন সর্ব্বে তে শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫
বেশ্যালয়গতং তদ্ধি নির্ম্মাল্যং পতিতাদয়ঃ।
স্পৃশন্ত্যন্নং ন দুষ্টং তদ্‌যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ॥ ৬
ব্রতস্থা বিধবা তত্র সর্ব্বে বর্ণাশ্রমাস্তথা।
তৎপ্রাশনেন পূয়ন্তে দীক্ষিতাশ্চাগ্নিহোত্রিণঃ ॥ ৭

মুনিগণ! নিশ্চয় জানিবেন, অখিল জগতের আদি কারণ, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী, বিষ্ণুদেহার্দ্ধধারিণী অদ্বিতীয়া বৈষ্ণবী শক্তি দেবী কমলাই সুধোপম অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করেন, এবং প্রভু নারায়ণ তাহা ভোজন করিয়া থাকেন। ২

ভগবানের সেই উচ্ছিষ্টভোজনে সমুদয় পাপই বিদূরিত হয়, বস্তুত উক্ত মহাপ্রসাদের তুল্য পবিত্র বস্তু পৃথিবীতলে আর নাই। ৩

মহর্ষিগণ! মনীষিগণ বলিয়াছেন, ভগবান্ জগন্নাথ দেবের পাদপদ্ম দর্শন ও তাঁহার উপাসনাদি দ্বারা সমস্ত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। ৪

উক্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পাচকগণের সংস্পর্শ-জন্য কোন দোষ হয় না, কারণ কমলার সান্নিধ্যবশতঃ তাহারা সকলেই শুচি হইয়া থাকে। ৫

উক্ত মহাপ্রসাদ যদি বেশ্যালয়ে থাকে, কিংবা পতিতাদি ব্যক্তিগণ যদি সেই অন্ন স্পর্শ করে, তথাপি দুষ্ট হইবে না, কারণ, সেই অন্ন সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ জানিবেন। ৬

সমুদয় বর্ণাশ্রমী, বিধবা, ব্রতস্থ, দীক্ষিত কিম্বা অগ্নিহোত্রী ব্যক্তিগণও উক্ত মহাপ্রসাদ ভক্ষণে পূত হইয়া থাকে। ৭

দরিদ্রঃ কৃপণো বাপি গৃহস্থঃ প্রভুরেব বা।
স্বদেশ্যাঃ পরদেশ্যা বা সর্ব্বে তত্র সমা মতাঃ ॥ ৮
নাভিমানং প্রকুর্ব্বীরন্‌ বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যভক্ষণে ॥৯
ভক্ত্যা লোভাৎ কৌতুকাদ্বা ক্ষুধাপ্রশমনেন বা।
আকণ্ঠং ভক্ষিতং তদ্ধি পুনাতি সকলাজ্বসঃ ॥১০
সর্ব্বরোগোপশমনং পুত্রপৌত্রপ্রবর্দ্ধনম্‌ ।
দারিদ্র্যহরণং শ্রেষ্ঠং বিদ্যায়ুঃশ্রীপ্রদং শুভম্‌ ॥ ১১
পক্ষপাতো মহাংস্তত্র বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥১২
নিন্দন্তি যে তদমৃতং মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
স্বয়ং দণ্ডধরস্তেষু সহতে নাপরাধিনঃ ॥ ১৩
হেষামত্র ন দণ্ডশ্চেৎ ধ্রুবা তেষাং হি দুর্গতিঃ
কুম্ভীপাকে মহাঘোরে পচ্যন্তে তেঽতিদারুণে ॥১৪

বিক্রেয়শ্চ ক্রয়ো বাপি প্রশস্তস্তস্য ভো দ্বিজাঃ
নির্ম্মাল্যং জগদীশস্য নাশিত্বাশ্নামি কিঞ্চন .
ইতি সত্যপ্রতিজ্ঞেয়ঃ প্রত্যহং তচ্চ ভক্ষয়েৎ ॥১৬
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শুদ্ধান্তঃকরণো নরঃ।
স শুদ্ধং বৈষ্ণবং স্থানং ক্রমাদ্‌যাতি ন সংশয়ঃ ॥
চিরস্থমপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ ।
যথাতথোপযুক্তং তৎসর্ব্বপাপাপনোদনম্‌ ॥১৮
কুক্কুরস্য মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি ।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্‌ ॥১৯
অশুচির্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্‌ ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২০
নৈবেদ্যান্নং জগদ্ভর্ত্তুর্গাঙ্গং বারিসমং দ্বয়ম্‌।
দৃষ্টিস্পর্শনচিন্তাভির্ভক্ষণাচ্চাঘনাশনম্‌ ॥ ২১

কি স্বদেশী, কি বিদেশী, কি দরিদ্র, কি কৃপণ,কি গৃহস্থ, কি রাজা সকলেই উক্ত প্রসাদ-ভক্ষণে সমান অধিকারী বলিয়া কীর্ত্তিত আছে।

উক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ-ভক্ষণে কাহারও কোন-রূপ অভিমান করা বিধেয় নহে। কি ভক্তি, কি লোভ, কি কৌতুক, কি ক্ষুধা শান্তি, যে কোন কারণে হউক উহা আকণ্ঠ ভক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই সমুদয় পাপপুঞ্জ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে। ৮—১০

উহা ভক্ষণ করিলে সর্ব্বরোগ-শান্তি, পুত্র-পৌত্র-বৃদ্ধি, দারিদ্র্য নাশ, এবং দীর্ঘায়ুঃ ও সম্পল্লাভ হইয়া থাকে বলিয়াই ঐ মহাপ্রসাদ সকল বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শুভকর। উহাতে অমিততেজা ভগবান্‌ বিষ্ণুর মহান্‌ পক্ষপাত আছে, জানিবেন। ১১।১২

পণ্ডিতাভিমানী যে সকল মূঢ় ব্যক্তি, অমৃতায়মান উক্ত মহাপ্রসাদের নিন্দাবাদ করে, স্বয়ং ভগবানই সেই অপরাধ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে দণ্ড দান করেন। ১৩

আর যাহাদিগকে ইহকালে কোনরূপ দণ্ড-বিধান না দেখিতে পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই পরি-ণামে তাহাদিগের বিষম দুর্গতি ঘটিয়া থাকে, তাহারা দেহাবসানে নিঃসন্দেহ অতি নিদারুণ মহাঘোর কুম্ভীপাক নরকে বিষম যাতনা ভোগ করে। দ্বিজগণ! উক্ত মহাপ্রসাদের ক্রয় বিক্রয়ও প্রশস্ত জানিবেন। ১৪। ১৫

জগদীশ্বর জগন্নাথদেবের প্রসাদ ভোজন না করিয়া কদাচ অন্য কোন বস্তু ভোজন করিবে না, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া যে ব্যক্তি প্রত্যহ উক্ত মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করে, সেই মানব নিশ্চয়ই সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত ও শুদ্ধান্তঃ-করণ হইয়া ক্রমে পবিত্র বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ১৬।

উক্ত মহাপ্রসাদ বহু দিনের পর্য্যুষিত, নিরতিশয় শুষ্ক বা দূরদেশ হইতে আনীত হউক, যে কোন প্রকারে উহা ভোজন করিলেই সর্ব্ববিধ পাপ বিলীন হইয়া যায়। ১৮

সর্ব্বপাপবিনাশন উক্ত প্রসাদান্ন কুক্কুরের মুখ হইতে যদি পতিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণ-গণও তাহা অনায়াসে ভোজন করিতে পারেন। কি অশুচি, কি অনাচারী ও মনে মনে পাপাচারী, সকলেরই উহা প্রাপ্তমাত্রেই ভোজন করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার বিচার করা উচিত নহে। ২০

ভগবানের উক্ত নৈবেদ্যান্ন ও গঙ্গা উভয়ই সমান, উভয়ই দর্শন, স্পর্শন, চিন্তা ও ভোজনে অখিল পাতক দূর করিয়া থাকে। ২১

জগদ্ধাত্র্যা হি তৎপক্বং বৈষ্ণবাগ্নৌ সুসংস্কৃতে।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং চক্রপাণির্যুগমন্বন্তরাদিষু॥ ২২
সপ্তদ্বীপাবনীমধ্যে সান্নিধ্যং নেদৃশং হরেঃ।
যাদৃশং নীলগোত্রেঽস্মিন্ ব্যাজমানুষচেষ্টিতম্॥২৩
দারুপাধিপরং ব্রহ্ম সর্ব্বচাক্ষুষগোচরম্।
প্রকাশতে ভো মুনয়ো ন দৃষ্টং ন শ্রুতং কচিৎ॥
তস্মৈ প্রবৃত্তিরূপায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
প্রবৃত্তিরূপা শক্তিঃ শ্রীঃ প্রবর্ত্তয়তি যদ্ধবিঃ॥ ২৫
তদশ্নাতি জগন্নাথস্তচ্ছেষং দুরিতাপহম্।
কিমত্র চিত্রং ভো বিপ্রা যত্তত্তৎ মুক্তিকারকম্॥
নাল্পপুণ্যবতাং তত্র বিশ্বাসঃ সম্প্রজায়তে॥ ২৭
বেদাচারপ্রধানেষু যুগেষেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
মহিমাপি নিবেদ্যস্ত বিশেষাৎ শ্রূয়তাং কলৌ॥২৮

জগদ্ধাত্রী লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং সুসংস্কৃত বৈষ্ণবাগ্নিতে উহা পাক করেন, এবং স্বয়ং ভগবান্ চক্রপাণি বহু মন্বন্তরাদি ও যুগ যুগান্তর উহা ভোজন করিয়া আসিতেছেন। ২২

উক্ত নীলাচলে ভগবান্ হরির যেরূপ সান্নিধ্য আছে, সপ্তদ্বীপা অবনীর মধ্যে অপর কুত্রাপি তাদৃশ দৃষ্ট হয় না। মুনিগণ! কেহ কখন এরূপ দেখেনও নাই ও শুনেনও নাই, ঐ স্থানে দারুময় পরম ব্রহ্ম সতত প্রকাশমান থাকিয়া সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছেন।২৩।২৪

সেই প্রবৃত্তিরূপী পরমাত্মা ব্রহ্মের নিমিত্ত সাক্ষাৎ প্রবৃত্তি রূপা কমলাদেবী, যে হবির্ময় দ্রব্য প্রস্তুত করেন, ভগবান্ জগন্নাথদেব তাহাই ভোজন করিয়া থাকেন; সুতরাং হে বিপ্রগণ! তদুচ্ছিষ্ট ভোজনে যে সমুদয় দুরিত নাশ ও মুক্তি লাভ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে, কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, যাহাদিগের পুণ্যবল অতি অল্প তাহাদিগের কখনই তাহাতে বিশ্বাস জন্মে না।

সত্যাদি যে যুগত্রয়ে সম্যগ্ বেদাচার বিদ্যমান থাকে, সেই সকল যুগের বিষয়ে এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে, আর বেদাচার-বিহীন কলিযুগে যে ঐ বিষ্ণুনৈবেদ্যের বিশেষ মহিমা, তাহা শ্রবণ করুন।২৫—২৮

ঘোরে কলিযুগে তস্মিংস্ত্রিপাদেঽধর্ম্মবিগ্রহে।
ধর্ম্মস্তত্র ত্বেকপাদঃ কশ্চিত্তস্য ভয়াচ্চরেৎ॥২৯
সর্ব্বেঽনৃতপ্রধানা হি দাম্ভিকাঃ শঠবৃত্তয়ঃ।
প্রায়শ্চাচারবিমুখা জিহ্বোপস্থপরায়ণাঃ॥
ন ধ্যায়ন্তি তপস্যন্তি ব্রতং ঘ্নন্তি কদাচন॥ ৩০
অধর্ম্মবহুলাঃ সর্ব্বে হিংসকা লোলুপাঃ পরম্।
পরেষাং পরিভাবেন তুষ্যন্তি স্বকৃতং বিনা॥ ৩১
প্রসঙ্গাৎ কৌতুকাদপি পরকার্য্যং বিহন্তি বৈ।
ক্ষুদ্রকার্য্যাশয়াঃ স্বার্থং পরকার্য্যপ্রবাধকাঃ॥ ৩২
ধর্ম্মলব্ধাং স্ত্রিয়ং বশ্যামবজ্ঞায় স্ববেশ্মনি।
পরযোষিতি নির্লজ্জাঃ প্রসক্তাঃ পশুচেষ্টিতাঃ॥৩৩
অগ্নিহোত্রাদিকং যত্তু ব্রতং বা তৎকচিৎ কচিৎ।
জীবিকা তদ্দ্বিজাতীনাং যেষাং বা পারলৌকিকম্॥

ঘোর কলিযুগে অধর্ম্ম ত্রিপাদ ও ধর্ম্ম একপাদ মাত্র থাকে, এজন্য ঐ কলিকাল বস্তুতই অধর্ম্ম বহুল, ঐ সময়ে কদাচিৎ কেহ ধর্ম্মভয়ে কার্য্য করিয়া থাকে। ২৯

উক্ত কলিযুগে সকল ব্যক্তিই সতত মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক, শঠ, প্রায়ই সদাচারবিমুখ এবং কেবল জিহ্বা ও উপস্থের তৃপ্তিসাধনে তৎপর। কদাচ কলিকালের মানবগণ ইষ্টদেবতার ধ্যান, তপস্যা বা ব্রতাচরণ করে না। ৩০

সকলেই অধর্ম্মপরায়ণ, হিংসক ও সাতিশয় লোভপরবশ এবং নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও পর-পরিভবে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। প্রসঙ্গাধীন হউক আর কৌতুক বশতই হউক, পরকার্য্যে ব্যাঘাত দিয়া থাকে এবং নীচকার্য্যাভিলাষী হইয়াও স্বার্থের জন্য অপরের কার্য্যে বাধা দেয়। ৩১। ৩২

পাশববৃত্তিপরায়ণ কলির মানব সকল, নিজ গৃহস্থিতা বশতাপন্না সহধর্ম্মিণীকেও অবজ্ঞাপূর্ব্বক নির্লজ্জভাবে পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া থাকে। ৩৩।

অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য বা কোন প্রকার ব্রতাচরণ যে, কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, তাহা দ্বিজাতিগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়মাত্র, আর পার-

অশ্রুতাধীতবেদেন অন্যায়ার্জ্জিতধনেন চ।
বিত্তশাঠ্যেন চ কৃতং ন তথা ফলদায়ি তৎ॥ ৩৫
প্রায়ঃ কলিযুগে ভূপাঃ প্রজাবনপরাঙ্মুখাঃ।
করাদানপরা নিত্যং পাপিষ্ঠাশ্চৌর্য্যবৃত্তয়ঃ॥ ৩৬
বর্ণসঙ্করিণঃ সর্ব্বে শূদ্রপ্রায়ঃ কলৌ যুগে।
দাতারঃ পার্থিবা এব শূদ্রাশ্চ নৃপসেবকাঃ॥ ৩৭
শ্রৌতস্মার্ত্তাদিকং কর্ম্ম ন তথা সদনুষ্ঠিতম্।
যুগে চতুর্থে নো বিপ্রাঃ পরলোকায় কল্পতে॥৩৮
দানধর্ম্মঃ পরো হ্যেব নান্যো ধর্ম্মঃ প্রশস্যতে।
কর্ম্মণা মনসা বাচা হিতমিচ্ছেদ্দ্বিজন্মনাম্॥ ৩৯
ইতিহোবাচ ভগবান্ ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ।
ব্রাহ্মণা যস্য সন্তুষ্টাঃ সন্তুষ্টস্তস্য চাপ্যয়ম্॥ ৪০

উভয়ত্র সমো ভূয়াৎ ব্রাহ্মণেষু জনার্দ্দনে।
যদ্বদন্তি দ্বিজা বাক্যং তৎস্বয়ং ভগবান্ বদেৎ॥৪১
যথাতথা বর্ত্তমানস্ত্রয়াণাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
ভগবানপি দেবেশঃ স সাক্ষাদ্ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ॥ ৪২
সদাবতারং কুরুতে ব্রাহ্মণার্থং জনার্দ্দনঃ।
তৎপালনার্থং দুষ্টান্ বৈ নিগৃহ্লাতি যুগে যুগে॥
সসর্জ্জ ব্রাহ্মণানগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ চ চতুর্ম্মুখঃ।
সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পশ্চাৎ তেষাং বংশেষু জজ্ঞিরে
তস্মাৎ কলিযুগে তস্মিন্ ব্রাহ্মণা বিষ্ণুরেব চ।
উভৌ গতিশ্চ সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানাং গতির্হরিঃ॥
হরিরেব হি সর্ব্বেষাং গতিঃ পাপে কলৌযুগে।
শালগ্রামাদিক্ষেত্রেষু স্মর্য্যতে কীর্ত্ত্যতেঽপি চ॥

ত্রিক শুভফলের নিমিত্ত যাহাদিগের বা ঐ সকল সৎকার্য্য দেখা যায়, তাহাদিগের তত্তৎ-কার্য্যও তাদৃশ ফলপ্রদ হয় না, কারণ, যিনি কখন বেদ শ্রবণ বা বেদাধ্যয়ন করেন নাই, ঈদৃশ ব্যক্তি দ্বারা ও অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা তাহা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে যজমানের বিত্তশাঠ্য থাকে। ৩৪।৩৫।

কলিযুগে অধিকাংশ ভূপতিই প্রজার নিকট করগ্রহণে তৎপর, কিন্তু প্রজাগণকে রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ এবং সকল রাজাই পাপিষ্ঠ ও চৌর্য্যবৃত্তি-পরায়ণ। ৩৬

কলিযুগে সকলেই বর্ণসঙ্করকারী, শূদ্র প্রায় ও নৃপসেবক এবং শূদ্রগণই দাতা ও পার্থিব হইয়া থাকে। ৩৭

বিপ্রগণ! চতুর্থযুগ কলিকালে শ্রৌত-স্মার্ত্তাদি সমুদয় ক্রিয়াকলাপই অন্য যুগের ন্যায় সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় পরলোকের শুভজনক হয় না। ৩৮

এজন্য কলিতে দানধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, অন্যপ্রকার ধর্ম্মকার্য্য প্রশংসনীয় নহে, এ সময়ে কায়মনো-বাক্যে কেবল দ্বিজাতিগণের হিতসাধন করাই কর্ত্তব্য। স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ আমার শরীরস্বরূপ, এজন্য ব্রাহ্মণগণ যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, সাক্ষাৎ নারায়ণই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ৩৯। ৪০

ব্রাহ্মণগণ এবং নারায়ণ, উভয়ের প্রতিই সমজ্ঞান করা সকলেরই উচিত, কারণ ব্রাহ্মণ-গণ যে কথা বলেন, স্বয়ং ভগবানই তাহা বলেন, জানিবেন। ৪১

সেই দেবদেব সাক্ষাৎ ভগবানই যখন ব্রাহ্মণগণের প্রতি এইরূপ প্রীতিমান্, তখন ব্রাহ্মণ যেরূপ অবস্থাতেই থাকুন, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ৪২

ভগবান্ জনার্দ্দন ব্রাহ্মণগণের হিতার্থই সর্ব্বদা অবতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন এবং ব্রাহ্মণগণের পালনার্থই যুগে যুগে দুষ্টগণকে নিগ্রহ করিয়া থাকেন। ৪৩

ভগবান্ চতুর্ম্মুখ, সৃষ্টি-প্রারম্ভে অগ্রে ব্রাহ্মণগণকেই সৃজন করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ পৃথক্ পৃথক্ সমস্ত বর্ণ তাহাদিগেরই বংশে উৎপন্ন হইয়াছে। ৪৪

এজন্য সেই বিষম কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণু এই উভয়ই সকলের গতি, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের গতি একমাত্র হরি। ৪৫

ফলে, পাপময় কলিযুগে একমাত্র ভগবান্ হরিই সকলের নিস্তারের উপায়, এজন্য শাল-গ্রামাদিক্ষেত্রে তাঁহাকেই স্মরণ ও তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করা বিধেয়। ৪৬

তস্মিন্ নীলাচলে পুণ্যে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞবেশ্মনি।
জীবভূতশ্চ সর্ব্বেষাং দারুব্যাপ্তশরীরভৃৎ॥ ৪৭
আস্তে লোকোপকারায় শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
কলিকল্মষনাশায় প্রায়ো দুষ্কৃতকর্ম্মণাম্।
দর্শনস্তবনোচ্ছিষ্ট-ভোজনৈর্মুক্তিদায়কঃ॥ ৪৮
উচ্ছিষ্টেন সুরেশস্য ব্যাপ্তং যস্য কলেবরম্।
তদাধারস্তদাত্মাহি লিপ্যতে নতু পাতকৈঃ॥ ৪৯
নিবেদনান্নমস্যাপি মূর্ত্তিরীশস্য বর্ত্ততে।
পাবনং তদপি প্রোক্তমুচ্ছিষ্টান্নং বিমোচকম্॥৫০
ভুঙ্‌ক্তে তত্রৈব ভগবান্ পশ্যত্যন্যত্র চক্ষুষা॥ ৫১
পুরায়ং প্রার্থিতো দেবো যোগিভিঃ পরিনিষ্ঠিতৈঃ।
নির্ম্মাল্যোচ্ছিষ্টভোগেন তব মায়াং জয়েমহি॥৫২
অনন্তস্তিমিতক্ষাণামনায়াসেন মুক্তিদঃ।
শয়নাসনভোগাদ্যৈরমতেহত্র শ্রিয়া সহ॥ ৫৩
অত্র চেষ্টা ভগবতো বেদার্থ ইতি ধার্য্যতাম্।
সমতিক্রান্তবেদো হি ন কদাচিৎ প্রবর্ত্ততে॥ ৫৪
বেদরক্ষার্থমেবাস্য সম্ভবো হি যুগে যুগে।
প্রমাণভূতো ভগবান্ বিরুদ্ধং কথমাচরেৎ॥ ৫৫
তস্মিন্ বিরুদ্ধাচরিতে জগদেব তথা ভবেৎ।
আচারেণ হি বেদার্থো নীয়তে হি সতাং মতঃ।
মধ্যদেশোদ্ভবঃ পূর্ব্বমত্রাগচ্ছদ্দ্বিজোত্তমঃ।
শিষ্টাচারৈঃ সুবিমলঃ শাস্ত্রার্থপরিনিষ্ঠিতঃ॥ ৫৭
যজ্বা দান্তঃ সদা শান্তঃ কায়বাঙ্‌মানসৈর্গৃহী।
স তীর্থযাত্রাবিধিনা হরিমভ্যর্চ্চ্য সাত্ত্বিকঃ॥ ৫৮

পরমাত্মার বাসভবনস্বরূপ পুণ্যক্ষেত্র সেই নীলাচলে সকলের জীবনস্বরূপ শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান্ হরি, জনগণের উপকারার্থ এবং সতত সমধিক পাপাচারী ব্যক্তিগণের কলিকল্মষ-বিনাশার্থ দারুময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন, স্তুতি ও তাহার প্রসাদ ভোজন করিলেই সকলে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৪৭। ৪৮

সুরেশ্বর জগন্নাথ দেবের উচ্ছিষ্টান্নে যাহার কলেবর পরিব্যাপ্ত হয়, তাহার তদ্দেহাশ্রিত ... কোন প্রকার পাতকেই লিপ্ত হয় না। ৪৯

উক্ত নিবেদিতান্ন, পরমেশ্বর হরির অপর মূর্ত্তিস্বরূপ, এজন্য ভগবানের ঐ উচ্ছিষ্টান্ন সকলেরই পবিত্রতাজনক ও মুক্তিপ্রদ বলিয়া উক্ত আছে। ৫০

মুনিগণ! উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই ভগবান্ সাক্ষাৎ ভোজন করেন, আর অন্যত্র কেবল ভক্তদত্ত নৈবেদ্যান্নে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, জানিবেন। ৫১

পরম নিষ্ঠাবান্ যোগিগণ, পূর্ব্বে ঐ জগন্নাথ দেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, নাথ! আমারা যেন আপনার নির্ম্মাল্য ও ... উপভোগেই আপনার মায়াকে জয় করিতে পারি। ৫২

মুক্তিলাভ বাসনায় যাঁহাদিগকে যোগসাধনে অনন্তকাল স্থিরনেত্রে অবস্থান করিতে হইত, সেই সকল যোগিগণের অনায়াসে মুক্তিপ্রদ হইয়া ঐ স্থানে ভগবান্ স্বয়ং শয়নাসনাদি দ্বারা সাক্ষাৎ কমলার সহিত বিহার করিতেছেন। ৫৩

তপোধনগণ! ঐ স্থানে ভগবানের যে, সকল কার্য্যাবলী উহাও বেদার্থ বলিয়া অবধারণ করিবেন, কারণ তিনি বেদমর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক কদাচ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না। তিনি বেদরক্ষার্থই যুগে যুগে বিবিধ অবতারমূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হন, বেদের প্রমাণস্বরূপ সেই ভগবানই আবার কিরূপে বেদের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন কি? আর তিনিই যদি বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে সমুদয় জগদ্‌বাসীই ত তাদৃশ বিরুদ্ধাচারী হইয়া পড়িবে; এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের এইরূপ মত যে, ভগবানের আচরণ দর্শনেই বেদার্থ নির্ণীত হইয়া থাকে। ৫৪—৫৬

মুনিগণ! পূর্ব্বে সদাচারবিরুদ্ধ, শাস্ত্রার্থপারদর্শী, যাগশীল, দান্ত, মধ্যদেশোদ্ভব, কোন দ্বিজবর পুরুষোত্তমে গমন করেন। তিনি গৃহী ছিলেন, তাঁহার শরীর, বাক্য ও অন্তঃকরণ সতত শান্তভাবাপন্ন ছিল। পরম সাত্ত্বিক সেই দ্বিজবর, একদা তীর্থযাত্রাবিধানানুসারে ভগবান্ হরিকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া

ত্রিরাত্রমত্রাবিতবান্ বিষ্ণ্বর্চ্চনপরঃ শুচিঃ।
যজ্ঞশেষং গৃহস্থানাং ভোক্তব্যমিতি শাস্ত্রতঃ ॥৫৯
দেবোচ্ছিষ্টং ন জগ্রাহ অন্যপাকাভিশঙ্কয়া।
দেবলৈরেষ সংস্কার্য্যো দেবযোগ্যঃ কথং ভবেৎ ॥
অযোগ্যত্বাত্তু নৈবেদ্যস্যাগ্রাহ্যত্বং ততো ধ্রুবম্।
অগৃহীতে চ নৈবেদ্যে শ্রোত্রিয়েণ তদা দ্বিজাঃ।
সর্ব্বেঽপি তস্যানুচরা নাভুঞ্জন্ত নিবেদিতম্ ॥
ততঃ স ব্যাধিসম্মগ্নো বিহ্বলীভূতবিগ্রহঃ।
সকুটুম্বোঽভবন্মূকো ভগবদ্দ্রোহসংযুতঃ ॥ ৬৩
মনসা চিন্তয়ত্যেবং নির্নিমিত্তা কথং নু মে ॥
কুটুম্বসহিতস্যাশু পীড়া সর্ব্বাঙ্গভঞ্জনী ॥ ৬৪
এবং চিন্তয়মানস্য ত্রিরাত্রান্তেঽভবন্মতিঃ।
নেদৃশী ব্যাধিপীড়াত্র সর্ব্বেষামেকদা ভবেৎ ॥৬৫
কো বা দ্রোহঃ কৃতোঽস্মাভিরেতস্মিন্ পুরুষোত্ত
ন বুদ্ধিপূর্ব্বকং ত্বাত্তু ততো মে ব্যাধিকারণম্ ॥৬৬
মুহুরিত্থং চিন্তয়িত্বা দধ্যৌ নারায়ণং প্রভুম্।
ধ্যানাবসানে তুষ্টাব শাস্ত্রতত্ত্বার্থদর্শকঃ ॥ ৬৭

শাণ্ডিল্য উবাচ।

চতুর্দ্দশাপি যা বিদ্যা ধর্ম্মনির্ণয়হেতবঃ।
তাঃ সর্ব্বাস্তববাক্যানি মুখপদ্মবিনিঃসৃতাঃ ॥
তাভিরেবাচরেদ্ধর্ম্মমিতি শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ॥ ৬৭
পুরাণন্যায়মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ॥ ৬৮
তস্য ধর্ম্মস্য রক্ষার্থমবতারো যুগে যুগে।
তা উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্তমানস্তবদ্রোহকরো ধ্রুবম্ ॥ ৬৯
অহন্তু দেবদেবেশ কর্ম্মণা মনসা গিরা।

পবিত্রভাবে প্রতিদিন বিষ্ণুপূজায় তৎপর থাকিয়া ত্রিরাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাবশেষই গৃহস্থগণের ভোক্তব্য এই বিবেচনায় জগন্নাথদেবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন নাই, অপিচ সাক্ষাৎ কমলা যে পাক করেন, ইহা তাহার না জানা থাকায় অপরে পাক করিয়াছে বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, দেবল ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃতান্ন কখন দেবযোগ্য হইতে পারে না, সুতরাং জগন্নাথদেবের নৈবেদ্যান্ন যখন তাঁহার অযোগ্য, তখন অপরের যে উহা গ্রাহ্য নহে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? ৫৭—৬১

দ্বিজগণ! সেই শ্রোত্রিয় দ্বিজবর এইরূপ বিবেচনায় জগন্নাথ দেবের নিবেদিতান্ন গ্রহণ না করায়, তদীয় সমুদয় অনুচরবর্গই তাহা আর ভোজন করেন নাই। ৬২

তজ্জন্য ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়া সেই ব্রাহ্মণ অনুচরবর্গের সহিত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সকলেরই শরীর বিবশ ও বাক্শক্তি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ৬৩

অনন্তর তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, একি! কি হেতু অকারণে আমার অনুচরবর্গের সহিত অকস্মাৎ এরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়া সর্ব্বশরীর ভগ্ন করিয়া দিল!। ৬৪

অহর্নিশ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ত্রিরাত্রাবসানে তাঁহার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, বিনা অপরাধে এস্থানে এককালে সকলেরই পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই, আমরা এই পুরুষোত্তমে আসিয়া কি অপরাধই বা করিয়াছি, যাহাই হউক জ্ঞানপূর্ব্বকও এরূপ ব্যাধির কারণ কোন অপরাধই করি নাই। ৬৫।৬৬

শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ সেই দ্বিজবর মুহুর্মুহু এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রভু নারায়ণকে ধ্যান করিয়াছিলেন এবং ধ্যানাবসানে স্তব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৬৭

সেই শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, প্রভো ধর্ম্মনির্ণয়ের কারণ যে চতুর্দ্দশ বিদ্যা, তাহাতে ভবদীয় মুখপদ্মবিনির্গত আপনারই বাক্য এবং শাস্ত্রার্থানুসারে এইরূপই ত নির্ণীত হইয়াছে যে, উক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যানুসারেই সকলের ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য।

অখিল বিদ্বদ্গণই স্বীকার করেন যে, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ এই চতুর্দ্দশবিধ শাস্ত্রই অখিল বিদ্যা ও ধর্ম্মের আকার, আপনিও ত ঐ ধর্ম্মরক্ষার্থই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত শাস্ত্রনিচয়ের মত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কার্য্যাচরণ করে, সেই আপনার অনিষ্টকারী, সন্দেহ

ধর্ম্মশাস্ত্রমতিক্রম্য ন বর্ত্তেঽপ্যর্থকাময়োঃ ॥ ৭১
অনেকজন্মসাহস্রৈঃ সঞ্চিতং পাপসঞ্চয়ম্।
দগ্ধুমত্রাগতো দেব ত্বদ্দর্শনদবাগ্নিনা ॥৭২
কোঽপরাধঃ কৃতে দেব ত্বচ্ছাস্ত্রপথবর্ত্তিনা।
সর্ব্বাঙ্গং বাধতে যস্মাদুগ্রো ব্যাধিরহেতুকঃ ॥ ৭৩
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি ত্বৎপাদসরসীরুহে।
কৃতোঽপরাধো যো দেব তং ক্ষমস্ব কৃপাম্বুধে ॥৭৪
ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব ক্ষমতাং প্রভো।
তবাপরাধজং পাপং ত্বমেব ক্ষমতাং প্রভো।
বহ্নিসন্তাপতো নশ্যেদ্বহ্নিসন্তাপজো ব্রণঃ ॥ ৭৬
ভিন্দিমাং দুর্দ্দশাং দেব প্রারব্ধাঘৌঘবীজজাম্।
লীলাপাঙ্গেন শমন্ন অপবর্গৈকহেতুনা ॥ ৭৭
মামুদ্ধর জগন্নাথ পতিতং কোপসাগরে।
ত্বদ্দর্শনপথং যাতঃ কিন্নু শোচ্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৭৮
নিসর্গবরুণাম্ভোধে যস্তদৃষ্টিপথং গতঃ।
সান্দ্রানন্দাব্ধিসম্মগ্নো ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ॥৭৯
নাল্পভাগ্যো হ্যহং দেব ত্বামদ্রাক্ষং স্বচক্ষুষা।
অপবর্গান্তরায়ো মে ধ্রুবমেষা বিভীষিকা ॥ ৮০
তৎ প্রসীদ জগন্নাথ সেবকং ত্রাহি মাং প্রভো।
সেব্য-সেবকসম্বন্ধাদপরাধং ক্ষমস্ব মে ॥ ৮১
ইতি স্তবান্তে তস্যাশু দেহপীড়াগমৎ তদা।
দদর্শ সোঽথ গোবিন্দং নৃহরিং ভক্তবৎসলম্ ৮২

নাই, কিন্তু হে দেবদেবেশ! আমি ত কখন কি কর্ম্ম, কি মানস ও কি বাক্য দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক অর্থ-কাম-সাধনে প্রবৃত্ত নই। ৬৯—৭১

দেব! আমি যে ভবদীয় দর্শনরূপ দাবানলে বহু সহস্রজন্ম-সঞ্চিত পাপরাশিকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই এই স্থানে আগমন করিয়াছি, কিন্তু দেব! জানি না আপনারই শাস্ত্রপথের অনুসারী হইয়া কি অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য ভীষণ পীড়া উপস্থিত হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গকে নিতান্ত ক্লেশ দিতেছে। আপনার নিকট অপরাধ ভিন্ন এ পীড়ার অপর ত কোনই হেতুই দেখিতেছি না; যাহাই হউক, হে দেব কৃপাম্বুধে! জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আপনার পাদপদ্মে যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। ৭২—৭৪

প্রভো! ভূমিতে যাহাদিগের পাদস্খলন হয়, ভূমিই যেমন তাহাদিগের অবলম্বন হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার প্রতি কৃতাপরাধ ব্যক্তিদিগের আপনিই ত রক্ষাকর্ত্তা। ৭৫

হে প্রভো! আপনার নিকট অপরাধজনিত আমার যে গুরুতর পাপ হইয়াছে, তাহা আপনিই ক্ষমা করুন; দেখুন অগ্নিসন্তাপজনিত ব্রণ, অগ্নিসন্তাপেই প্রশমিত হইয়া থাকে। ৭৬।

হে দেব! অতএব মদীয় প্রারব্ধ-পাপনিচয়রূপ-বীজজাত এই দুর্দ্দশাকে আপনি ভক্তগণের অপবর্গ-লাভের প্রধান হেতুভূত লীলাপাঙ্গ-দর্শনে প্রশমিত করিয়া দিন। ৭৭।

হে জগন্নাথ! সম্প্রতি একান্ত শোকসাগরে পতিত হইয়াছি, অতএব আমাকে উদ্ধার করুন; নাথ! যে মানব, আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহার কি এরূপ শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হওয়া উচিত? ৭৮

প্রভো! আপনি যে স্বভাবতঃ করুণার সাগর, অতএব যে ব্যক্তি, ভবদীয় দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয়, সে যে, সান্দ্রানন্দময় সাগরে ভাসমান হইতে থাকে, তাহার যে আর কোন প্রকারেই শোক করিতে হয় না, সে যে আর কোন পার্থিব বস্তুরইআকাঙ্ক্ষা করে না। ৭৯

নাথ! আমি যে স্বচক্ষে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইহা ত আমার অল্প ভাগ্যের ফল নহে। নিশ্চয় এই বিভীষিকা আমার অপবর্গ লাভের অন্তরায়স্বরূপ। ৮০

অতএব হে জগন্নাথ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, প্রভো! এই সেবককে পরিত্রাণ করুন, নাথ! আপনি সেব্য ও আমি সেবক, উক্ত সেব্য-সেবক-সম্বন্ধানুসারেই আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ৮১।

মুনিগণ! এইরূপ স্তবান্তে সেই দ্বিজবরের দেহক্লেশ তৎক্ষণাৎ উপশমিত হইল এব

দিব্যসিংহাসনারূঢ়ং দিব্যালঙ্কারভূষিতম্।
আদদানং প্রিয়া দত্তং পরমান্নং করাম্বুজে ॥ ৮৩
গ্রাসাবশেষং পাত্রেষু ক্ষিপন্তঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
যাবদ্দত্তং বস্তুজাতং তাবদশ্নন্ত সত্বরম্।
বিলাসসস্মিতাপাঙ্গ-দৃষ্ট্যা লক্ষ্যাপবর্জ্জিতম্ ॥ ৮৪
তং দৃষ্ট্বা বিস্ময়াপন্নঃ শাণ্ডিল্যঃ স দ্বিজোত্তমঃ।
সস্মারাত্মকৃতং দ্রোহং নৈবেদ্যাগ্রহণোত্থিতম্ ॥৮
কাহং প্রাদেশিকোঽপ্রাজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞাননিধির্ভবান্।
ক্ব ত্বং মহদহঙ্কার-ভূততত্ত্ব-বিসর্জ্জকঃ ॥ ৮৬
ত্বন্মায়ামূঢ়মনসো জানীমঃ কথমীশ তে।
নিরঙ্কুশামনির্বাচ্যামিচ্ছাং সৃষ্টিলয়াত্মিকাম্ ॥ ৮৭
ইতি স্তুবন্তং নৃহরিস্তেনৈবোচ্ছিষ্টপাণিনা।
আসিষেচ গ্রাসশেষাংস্তান্ সর্ব্বাঙ্গে দ্বিজোত্তমম্ ॥

তৈঃ সিক্তো ব্রাহ্মণঃ সদ্যঃ সুধাসেকোপমৈর্মুদা।
বভৌ দিব্যবপুঃ শ্রীমান্ জীবন্মুক্তো যথা মুনিঃ॥
মহিমানন্তু ভক্তেস্তু ভক্তা এব বিজানতে।
মহতীং সূতিপীড়াং তু বন্ধ্যা নানুভবেৎ ক্বচিৎ॥
ইত্যুদীর্য্য স্বয়ং পাত্রাদুচ্ছিষ্টং পরমাত্মনঃ।
ভুক্ত্বা কৃতার্থমাত্মানং মেনে স দ্বিজপুঙ্গবঃ॥ ৯১
সাধারণং ধর্ম্মশাস্ত্রং ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বিচার্য্যতে।
অয়ং তু পরমো ধর্ম্মো যো দেবেন প্রবর্ত্তিতঃ॥৯২
আচারপ্রভবো ধর্ম্মো ধর্ম্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ।
ইত্থং সঞ্চিন্তয়ন্ বিপ্র কুটুম্বার্থেঽস্য শেষকম্ ॥৯৩
আজহার স্বয়ং মুষ্ট্যা ধ্যানভঙ্গমবাপ চ।
প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়ামাস স্বপ্নং তং বিস্মিতাশয়ঃ ॥ ৯৪

তিনি ভক্তবৎসল ভগবান্ নৃসিংহদেবকে সাক্ষাৎকার করিলেন। দেখিলেন, তিনি দিব্য সিংহাসনে আরূঢ় ও বিদ্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বীয় করকমলে কমলাপ্রদত্ত পরমান্ন গ্রহণ পূর্ব্বক বারংবার ভুক্তাবশেষ বহুলপাত্রে নিক্ষেপ করিতেছেন; এইরূপ দেবী কমলা সহাস্যবদনে বিলাসপূর্ণ কটাক্ষপাত-সহকারে তাঁহার হস্তে যে কিছু বস্তু প্রদান করিতেছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজন করিতেছেন। ৮২—৮৪।

তপোধনগণ! সেই দ্বিজবর শাণ্ডিল্য, তাদৃশ নৃসিংহদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করায় আপনার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিলেন। ৮৫

তখন তিনি পুনরায় এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন যে, দেব! এই বিদেশাগত জ্ঞানহীন আমিই বা কোথায়, আর মহদহঙ্কারাদিভূত-তত্ত্বের অতীত, সর্ব্বজ্ঞাননিধি আপনিই বা কোথায়? অতএব হে ঈশ! ভবদীয় মায়ায় মূঢ়মতি আমরা, কিপ্রকারে আপনার সৃষ্টি-লয়াত্মিকা অনির্বচনীয়া স্বপ্রধানা ইচ্ছার বিষয় জানিতে পারিব? ৮৬—৮৭।

মুনিগণ! সেই দ্বিজবর, এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে ভগবান্ নৃসিংহদেব, সেই উচ্ছিষ্টহস্তে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ভুক্তাবশেষসকল বিলেপন করিয়া দিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ অমৃতসেকোপম সেই উচ্ছিষ্টসেচনে সিক্তাঙ্গ হইয়া তৎক্ষণাৎ জীবন্মুক্ত মুনির ন্যায় পরম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন দিব্য শরীরে সানন্দে শোভমান হইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দ্বিজসত্তম বন্ধ্যা রমণী যেমন প্রবল প্রসববেদনা কদাচ অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ ভক্তগণই ভক্তির মহিমা অবগত আছেন, অভক্তগণ কখনই তাহা বুঝিতে সক্ষম নহে। এইরূপ বলিয়া স্বয়ং পাত্র হইতে পরমাত্মা নৃসিংহদেবের উচ্ছিষ্টান্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক ভোজনান্তে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সাধারণ-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। বস্তুতঃ এস্থানে সাক্ষাৎ দেব জনার্দ্দন, যেরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাই পরমধর্ম্ম; কারণ, ধর্ম্ম যেমন আচারের প্রভু, সেইরূপ ভগবান্ নারায়ণই ধর্ম্মের প্রভু। সেই বিপ্রবর, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত পরিজনগণের নিমিত্ত স্বয়ং স্বীয় মুষ্টিতে অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ ধারণপূর্ব্বক যেমন লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, অমনি তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তখন প্রবুদ্ধ হইয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে সেই স্বপ্ন-বিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৮৮—৯৪।

অয়মেব মম দ্রোহো হ্যবজ্ঞাদিবমীশ্বরম্।
নৈবেদ্যাশনমাহাত্ম্যমজানন্ পরমাদ্ভুতম্॥ ৯৫
চতুর্দ্দশদ্বীপপতির্ব্রহ্মা যস্য পদাম্বুজম্।
ধর্ম্মদ্রবেণ প্রক্ষাল্য অপুনাৎ স্বং তদম্বুনা॥ ৯৬
যমর্চ্চয়ন্তি শক্রাদ্যা দিব্যভাবৈরনুত্তমৈঃ।
স মানুষকৃতং ভুঙ্‌ক্তে ক্ষেত্রেঽস্মিন্মহদদ্ভুতম্॥ ৯৭
ইত্যাশ্চর্য্যরতস্তেন স্বপ্নলব্ধেন বৈ দ্বিজাঃ।
নৈবেদ্যেন কুটুম্বং স্বং মার্জ্জয়ামাস সাদরম্॥ ৯৮
ততঃ সর্ব্বে নীরুজস্তে স্বস্থাদ্‌হৃষ্টমানসাঃ।
পুনর্জ্জন্ম মন্যমানাঃ শশংসুঃ ক্ষেত্রমুত্তমম্॥ ৯৯
নাস্ত্যস্য সদৃশং ক্ষেত্রং সপ্তদ্বীপাবনীতলে।
যত্র স্বোচ্ছিষ্টদানেন পাপান্মোচয়তে নরান্॥ ১০০
পুরুষোত্তমসাদৃশ্যং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্।
যত্র স্বর্গশ্চ ভোগশ্চ মুক্তিশ্চৈব করে স্থিতা॥ ১০১
শ্রান্তানাং ভবকান্তারে ভাগ্যাদত্র সমীয়ুষাম্।
নানাভোগোপতৃপ্তানাং মুক্তিমার্গঃ সুখং ভবেৎ॥
ইত্থং তে হর্ষমাপন্নাঃ প্রলপন্তঃ পরস্পরম্।
যথেচ্ছং ভোজয়ামাসুরন্যোন্যঞ্চ নিবেদিতম্॥ ১০৩
ততস্তে নির্ম্মলা বিপ্রাস্তরুণাদিত্যবর্চ্চসঃ।
দেবা ইব বভুঃ সর্ব্বে নিষ্পাপা বিগতজ্বরাঃ॥ ১০৪
নৈবেদ্যাশনমাহাত্ম্যং কথিতং ভো দ্বিজোত্তমাঃ।
শ্রুত্বাপি মহতঃ পাপান্মুচ্যতে পাপকৃত্তমঃ॥ ১০৫
নির্ম্মাল্যগ্রহণস্যাস্য ফলং বক্তুং ন শক্নুমঃ।
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপেণ ধ্রিয়তে বপুষা হি যৎ॥ ১০৬

তৎকালে তিনি এইরূপ নিশ্চয় করিলেন যে, আমি পরমাদ্ভুত নৈবেদ্য-মাহাত্ম্য না জানিয়া যে ভগবান্‌কে অবজ্ঞা করিয়াছি, ইহাই আমার যৎপরোনাস্তি অপরাধ হইয়াছে ৯৫

চতুর্দ্দশ দ্বীপপতি ভগবান্ ব্রহ্মা, ধর্ম্মদ্রবময় জলে যাঁহার চরণকমল প্রক্ষালনপূর্ব্বক তজ্জলে আপনাকে পবিত্র করিয়াছেন। শক্রাদি দেবগণ অত্যুত্তম দিব্যভাবে নিরন্তর যাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ নারায়ণ যে এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মানুষকৃত অন্নাদি ভোজন করিতেছেন, ইহাই পরম আশ্চর্য্যের বিষয়। ৯৬। ৯৭

দ্বিজগণ! সেই বিপ্রবর সেই স্বপ্নলব্ধ মহাপ্রসাদে ঈদৃশ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সাদরে সেই দেবনৈবেদ্যান্ন দ্বারা স্বীয় পরিজনগণকে মার্জ্জন করিলেন। অনন্তর সকলেই নীরোগ ও পুনরায় বাক্শক্তিলাভে হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া আপনাদিগের যেন পুনর্জ্জন্ম হইল বোধে, সেই অত্যুত্তম ক্ষেত্রের এইরূপ প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯৮। ৯৯

যে স্থানে ভগবান্ স্বীয় উচ্ছিষ্টদানে পাপী মানবগণকে এইরূপে মুক্ত করিতেছেন, সপ্তদ্বীপ সমন্বিত অবনীতলে সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্র-সদৃশ পুণ্যক্ষেত্র আর নাই। ফলকথা, যে স্থানে স্বর্গ, ভোগ ও মুক্তি করতলগত, সেই পুরুষোত্তম সদৃশ পুণ্যক্ষেত্র যে পরম দুর্লভ তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? ১০০। ১০১

যে সকল ব্যক্তি বারংবার ভবকান্তারে ভ্রমণ জন্য শ্রান্ত হইয়া সৌভাগ্যক্রমে এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু উপভোগে তৃপ্তিলাভান্তে মুক্তিমার্গ সুখগম্য হইয়া থাকে। ১০২

তাহারা সানন্দচিত্তে পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরকে যথেচ্ছ মহাপ্রসাদ ভোজন করাইতে লাগিল। ১০৩

বিপ্রগণ! অতঃপর তাহারা, নিষ্পাপ সর্ব্বক্লেশ বিহীন ও তরুণাদিত্যবৎ সুবিমল দেহপ্রভাসম্পন্ন হইয়া দেবগণের ন্যায় শোভমান হইতে থাকিল। ১০৪

হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদিগের নিকট এই যে জগন্নাথদেবের নৈবেদ্য-ভোজনের মাহাত্ম্যবিষয় ব্যক্ত করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে মহাপাপীও মহাপাপ হইতে মুক্ত হয় ১০৫

সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ যাহা স্বীয় কলেবরে লেপন করেন, আমরা সেই নির্ম্মাল্য গ্রহণের প্রকৃত ফল কখনই বলিতে সমর্থ নহি। ১০৬

পুষ্পচন্দনমাল্যাদি যদঙ্গেষুপচর্য্যতে।
অপনীতং যথাকালে নির্ম্মাল্যং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥৮
ধারণং শিরসা তস্ত তেনাঙ্গে বাপিমার্জ্জনম্।
সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থান মভিষেকফলপ্রদম্॥ ১০৮
ভক্ষণাদ্ গুরুতল্পাদিপাতকৌঘবিনাশনম্।
লেপ্যা মূর্ত্তিরিয়ং বিষ্ণোরঙ্গেভ্যো লেপ উত্তমঃ।

রুক

পিষ্টপ্রলেপঃ স্নেহেন চন্দনাগুরুদারুণা॥ ১১০
শরীরে বাসুদেবস্ত ইন্দ্রদ্যুম্নেন কারিতঃ।
প্রত্যহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ষান্তে চাপনীয়তে॥১১১
লেপ্যানাং লেপনির্ম্মোকে দর্শনং ন প্রশস্যতে।
অন্তরা চেৎপতেল্লেপঃ পিষ্টং লিম্পেৎ পুনশ্চ তম্
নাঙ্গলেপঃ প্রশস্তো হি স বিষ্ণোরঙ্গসম্মতঃ।
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্॥ ১১৩
চন্দনার্দ্রশরীরং তং দৃষ্ট্বা দেবং পুরা কিল।
সৌগন্ধ্যাল্লোভয়ামাস নৃপপুত্রঃ স মূঢ়ধীঃ॥ ১১৪
তস্য প্রীত্যৈ নিযুক্তস্তু আকৃষ্যাঙ্গাৎ প্রলেপনম্
দদৌ নৃপকুমারায় স লিলিম্পে হৃদি স্বকে॥১১৫
তাবৎপ্রদেশং কুষ্ঠং বৈ শ্বেতং তস্যাভবৎ ক্ষণাৎ
স আসীৎ কুষ্ঠপাণিস্তু তস্মৈ যো দত্তবান্ বিল।
ততো বর্ষাবধি স্থায়ী লেপঃ পুণ্যতমঃ স্মৃতঃ।
নির্ম্মাল্যানাং প্রধানং তদ্ঘ্রাণাদংহোবিনাশনম্॥
পুরা দমনকং দৈত্যং সমুদ্রোদকচারিণম্।
বাধিতারং জনানাং বৈ মায়াবলপরাক্রমম্॥ ১১৮

মুনিগণ! ভগবদঙ্গে পুষ্প, চন্দন ও মাল্যাদি যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা যথাকালে অঙ্গ হইতে অপনীত হইলে, তাহাকে মনীষিগণ নির্ম্মাল্য বলিয়া থাকেন। ১০৭

উক্ত নির্ম্মাল্য, মস্তকে ধারণ বা অঙ্গে মার্জ্জন করিলে, সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থে অভিষেক জন্য যে ফল হয়, তাদৃশ ফলই প্রদান করে। ১০৮

উল্লিখিত নির্ম্মাল্য-ভোজনে গুরুতল্প-গমনাদি অখিল পাতকও বিনষ্ট হয়, উহা ভগবান্ বিষ্ণুর-লেপন যোগ্য মূর্ত্তি-বিশেষ, এজন্য উহা অপরের অঙ্গে লেপন করাও উত্তম কার্য্য, জানিবেন। ১০৯

দ্বিজবরগণ! পূর্ব্বে ইন্দ্রদ্যুম্ন যেরূপ করিয়াছিলেন, সেই নিয়মানুসারে প্রত্যহ ভগবানের শরীরে শ্রীখণ্ড, কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমাদি সমন্বিত চন্দনদ্রবের সহিত পিষ্টলেপ প্রদত্ত এবং বর্ষান্তে অপনীত হইয়া থাকে। ১১০। ১১১

ভগবানের অঙ্গ হইতে যে সময়ে লেপন-দ্রব্য অপনীত হয়, তৎকালে দর্শন প্রশস্ত নহে। বৎসরের মধ্যেই যদি কোন কারণে লেপনদ্রব্য পতিত হয়, তবে তৎকালেই পুনরায় পিষ্টপ্রলেপন করিতে হইবে। অন্যপ্রকার লেপন প্রশস্ত নহে। উক্ত প্রকার পিষ্টলেপ বিষ্ণুর অঙ্গস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাবিদ্গণ, এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস বলিয়া থাকেন, বলি শুনুন। ১১২। ১১৩

পুরাকালে একদা কোন মূঢ়মতি রাজকুমার, ভগবান্‌কে চন্দনচর্চ্চিত দেখিয়া সেই চন্দনের অসামান্য সদ্গন্ধ হেতু নিজাঙ্গে তাহা লেপনার্থ লোভ প্রকাশ করেন। পরে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তি, সেই নৃপনন্দনের সন্তোষার্থ ভগবানের অঙ্গ হইতে সেই বিলেপন উত্তোলনপূর্ব্বক রাজকুমারকে অর্পণ করিলে, রাজনন্দনও তাহা স্বীয় বক্ষঃস্থলে লেপন করেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ যাবৎ-স্থানে তাহা বিলেপিত হইয়াছিল, তাবৎস্থান শ্বেতকুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয় এবং যে ব্যক্তি রাজপুত্রকে তাহা অর্পণ করিয়াছিল তাহার হস্তেও তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠব্যাধি প্রকাশ পায়। ১১৪—১১৬

সেই জন্যই সেই পবিত্রতম লেপন এক-বৎসর কাল ভগবানের অঙ্গে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত বিলেপন অপরাপর সমুদয় নির্ম্মাল্যের মধ্যে প্রধান, উহার আঘ্রাণমাত্রে সমুদয় পাপ বিদূরিত হয়। ১১৭

মুনিগণ! অপর এক বিষয় বলি শুনুন, পূর্ব্বকালে দমনক নামে কোন দৈত্য ছিল, সে সতত সমুদ্রজলে বিচরণ করিত, সে মায়াবলে অতীব পরাক্রমশালী ছিল এবং সর্ব্বদা সাধারণ

ভগবানপি মায়াবী পিতামহনিদেশতঃ
মৎস্যাবতারেণ বিভুঃ প্রবিশ্য বরুণালয়ম্।
অন্বিষ্যাকৃষ্য বেলায়াং নিষ্পিপেষ মহীতলে॥১১৯
মধৌ শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং স হতো দানবোত্তমঃ।
ভগবৎকরসম্পর্কাৎ সুগন্ধিরভবত্তৃণম্॥ ১২০
তস্যৈব নাম্না তৎ সম্যগ্ জগ্রাহাশ্চর্য্যমানসঃ।
মালাং কৃত্বা হৃৎপ্রদেশে মিলিতাং বনমালয়া॥
অচিন্তয়ত্তস্য গন্ধং যাবদস্য চিরস্থিতম্।
তস্যাপি গন্ধঃ সর্ব্বেষাং পুষ্পাণাং সৌরভাপহঃ॥
বর্ণস্তু ভগবন্মূর্ত্তেস্তুল্যোঽভূৎ স তু শোভনঃ ১২৩
তস্য মালা ভগবতঃ পরমপ্রীতিকারিণী।
শুষ্কা পর্য্যুষিতা বাপি ন দুষ্টা ভবতি ক্বচিৎ॥১২৪
তস্য সুগ্রথিতং মালাং দত্ত্বা দমনকারয়ে।
উৎপাদয়েন্মহাপ্রীতিং বিষ্ণোর্যা মুক্তিদায়িনী॥

অঙ্গাপকৃষ্টাং তাং মালাং ভক্ত্যা যো ধারয়েন্নরঃ।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ১২৬
তুলসীকল্পিতাং মালাং বিষ্ণোরঙ্গাপকর্ষিতাম্।
ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি কণ্ঠে চ মুক্তো যাবদ্বসেদ্ভুবি।
অসঙ্খ্যবাজিমেধস্য ফলমত্যগ্রমশ্নুতে॥ ১২৭
নির্ম্মাল্যতুলসীপত্রং যাবদ্ভক্ষয়তে হরেঃ।
তাবজ্জন্মসহস্রস্তু বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ১২৮
হরের্নৈবেদ্যমন্নঞ্চ তুলসীদলমিশ্রিতম্।
প্রতিগ্রাসং সোমপানফলং তৎসমমশ্নুতে।
যাবজ্জীবন্তু ভুঞ্জানো ধ্রুবং মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥১২৯
অর্ঘ্যশেষোদকং বিষ্ণোস্তথাচাচমনোদকম্।
পাদোদকং স্নানবারি প্রত্যেকং পাপনাশনম্॥
সর্ব্বতীর্থাভিষেকাণাং ফলদং গ্রহনাশনম্।

জনগণকেই সাতিশয় ক্লেশ দিত। অনন্তর ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে মায়াবী ভগবানও মৎস্যাবতার মূর্ত্তিতে সাগর-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহু অন্বেষণান্তে সেই দৈত্যাধমকে সমুদ্র-তীরে আকর্ষণ করিয়া মহীতলে সম্যক্‌রূপে পেষণ করেন। সেই দানববর চৈত্রমাসের শুক্ল-চতুর্দ্দশীতে এইরূপে নিহত হইয়া ভগবানের করস্পর্শ হেতু তৎক্ষণাৎ একপ্রকার সুগন্ধি তৃণ-রূপে উৎপন্ন হয়। তদ্দর্শনে ভগবান্ আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়া তাহাকে সুগন্ধিতৃণ নামেই সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক মালা করিয়া বনমালার সহিত হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এবং তাহার তাদৃশ গন্ধের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফলে যাবদ্‌বস্তুই সেই গন্ধ তৃণের সহিত বহুক্ষণ অবস্থিত থাকে, তাহার গন্ধও সমুদয় পুষ্পের সৌরভকে পরাজয় করিয়া থাকে। তাহার বর্ণও ভগবানের মূর্ত্তির ন্যায় অতি সুন্দর। ১১৮—১২৩।

অতএব, উক্ত গন্ধতৃণের মাল্য ভগবানের পরম প্রীতিকর। তাহা শুষ্ক বা পর্য্যুষিত হইলেও কদাচ দূষিত হয় না। ১২৪

অতএব, দমনকারী ভগবানকে উক্ত গন্ধ-তৃণের সুন্দররূপে গ্রথিত মাল্যদানে তাঁহার মুক্তিদায়িনী মহতী প্রীতি সাধন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ১২৫

যে মানব, ভগবানের অঙ্গ হইতে অপনীত উক্ত মালা ভক্তিসহকারে ধারণ করে, সে নিঃসন্দেহ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকে। ১২৬

এইরূপ বিষ্ণুর অঙ্গ হইতে অপসারিত তুলসী মালা মস্তক বা কণ্ঠদেশে ধারণ করিবে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যাবৎকাল ভূতলে বাস করিবে, তাবৎকাল জীবন্মুক্ত হইয়া থাকিবে এবং সে অসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অত্যুত্তম ফল লাভ করিবে, সন্দেহ নাই ১২৭

মানবগণ, ভগবান্ হরির যাবৎ-সংখ্যক নির্ম্মাল্য তুলসীপত্র ভক্ষণ করে, তাবৎ পরি-মিত সহস্র-জন্ম বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকে। ভগবান্ হরির তুলসীপত্রমিশ্রিত নৈবে-দ্যান্ন ভোজনে প্রতিগ্রাসেই সোমপানের সদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাবজ্জীবন ঐরূপ ভোজন করিলে, নিশ্চয়ই মানব মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২৮। ১২৯

ভগবান বিষ্ণুর কি অর্ঘ্যাশেষোদক, কি আচমনোদক, কি পাদোদক ও কি স্নানোচ্ছিষ্ট জল প্রত্যেকই, সর্ব্ব পাপ-বিনাশক, সর্ব্ব তীর্থাভিষেকের ফলপ্রদ, গ্রহ-শান্তিকর, অলক্ষ্মী,

অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং ভূতবেতালনাশনম্ ॥ ১৩১
শবাদ্যমেধ্যসংস্পর্শদোষনাশনমুত্তমম্ ।
সর্ব্বদীক্ষাব্রতফলপ্রদমৈশ্বর্য্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১৩২
অকালমৃত্যুহরণং ব্যাধিব্যূহনিবর্হণম্ ।
সুরাগোমাংসভক্ষ্যাদিপাপসঙ্ঘবিনাশনম্ ॥ ১৩৩
এতৈরাপ্লুতদেহস্তু শৃণুয়াদ্ যদি সূতকম্ ।
না শৌচং বর্ত্ততে তস্য সর্ব্বকর্ম্মাদিকারিণঃ ॥১৩৪
যাবজ্জীবং প্রতিজ্ঞায় যস্ত্বেতান্যেকমেব বা ।
গৃহ্নীয়াদ্ ভূরি বা স্বল্পং মুচ্যেদ্বিষ্ণুপ্রসাদতঃ ॥১৩৫
এবং তত্র বসন্ দেবো লোকানুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া ।
রমমাণঃ শ্রিয়া সার্দ্ধমনায়াসবিমোচকঃ ॥ ১৩৬
নির্ম্মাল্যপাদম্বুনিবেদিতান্ন-
পানৈস্তদালোকনতৎপ্রণামৈঃ ।

রাক্ষস ও ভূত-বেতালাদিনাশক, শবাদি অমেধ্য বস্তু সংস্পর্শজনিত দোষের সংহারক; সর্ব্ববিধ দীক্ষা ব্রতাদির ফলপ্রদ, ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধক, অকাল-মৃত্যু-নিবারক, ব্যাধিসমূহের শান্তি-কারক, এবং সুরা ও গোমাংসাদি ভোজন জন্য পাপ-নিচয়ের বিনাশকারী। ১৩০—১৩৩

উক্ত চতুর্বিধ জলে আর্দ্র-দেহ থাকিতে যদি সূতকাশৌচ শ্রবণ করে, তথাপি তাহার অশৌচ হয় না; সে, পূর্ব্ববৎ সর্ব্বকর্ম্মেই অধিকারী থাকে। ১৩৪

যে ব্যক্তি, প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক যাবজ্জীবন ঐ চতুর্ব্বিধ কিংবা একবিধ জল, বহু বা স্বল্প পরিমাণে গ্রহণ করে, সে নিশ্চয়ই বিষ্ণুপ্রসাদে মুক্ত হইয়া থাকে। ১৩৫

মুনিগণ! জগন্নাথদেব, জনগণ প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশবাসনায় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে কমলার সহিত ক্রীড়া করত নিরন্তর অবস্থিত থাকিয়া সকলকে এইরূপে অনায়াসে মুক্তি দান করিতেছেন। ১৩৬

হে তপোধনগণ! উক্ত পুরুষোত্তম নামক অত্যুত্তম পুণ্যক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান্ সতত বিরাজমান থাকিয়া, যে তাঁহার নির্ম্মাল্য, পাদোদক বা নৈবেদ্যান্ন ভোজন করিতেছে, কিংবা যে তাঁহাকে দর্শন বা প্রণাম করিতেছে,

পুজোপহারৈশ্চ বিমুক্তিদাতা
ক্ষেত্রোত্তমেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমাখ্যে ॥ ১৩৭
ইতি উৎকলখণ্ডে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

মুনয় ঊচুঃ
মুনে ত্বত্তঃ শ্রুতং হেতৎ মাহাত্ম্যং জগদীশিতুঃ ।
নির্ম্মাল্যপ্রভৃতীনাঞ্চ যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১
শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ যাত্রান্তরফলানি বৈ ।
শৃণ্বতাং ত্বত্ততো ব্রূহি যথোদ্দেশঃ কৃতঃ পুরা ॥
জৈমিনিরুবাচ ।
সর্ব্বথা বর্ত্ততে লোক-হিতায় পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩
নানাগুণবিকারৈশ্চ নানারূপবিচেষ্টিতৈঃ ।
নানাভাববিলাসেন বিজহার জগন্ময়ঃ ॥ ৪

অথবা যে ব্যক্তি তাঁহাকে পুজোপহার প্রদান করিতেছে, তাহাকেই দুর্লভ মোক্ষপদ প্রদান করিতেছেন। ১২৭

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মুনিগণ বলিলেন, মুনে! আপনার নিকট ত জগদীশ্বর জগন্নাথ দেবের নির্ম্মাল্য প্রভৃতির মাহাত্ম্য আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলাম। ব্রহ্মন্! এক্ষণে অন্যান্য যাত্রা সকলের ফলের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব আপনি তদ্বিষয় এবং পূর্ব্বে যে উদ্দেশে ভগবান্ যাত্রাদি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় যথার্থরূপে বর্ণন করুন, আমরা শুনিবার জন্য একান্তমনাঃ রহিলাম। ১।২

জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ! ভগবান্ পুরুষোত্তম সর্ব্বথা অখিল লোকের হিতের নিমিত্তই নানা প্রকার লীলা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং তজ্জন্যই সেই জগন্ময় জগন্নাথদেব, নানা প্রকার গুণবিকার, নানা প্রকার রূপ ও চেষ্টায় এবং নানা প্রকার ভাবে বিহার করেন। ৩।

অহঙ্কারং বিনা কর্ম্ম-ফলং নো দ্বিজসত্তমাঃ
অহঙ্কারেণ বধ্যন্তে কারাগারে ভবার্ণবে ॥ ৫
বুদ্ধ্যাহঙ্কারযুক্তস্তু যৎকর্ম্মারভতে নরঃ।
তস্য যড়্‌গুণমাপ্নোতি ফলং শুভমথাপরম্‌ ॥ ৬
বুদ্ধিস্তু ত্রিবিধা তেষাং গুণভেদেন ভাবিতা।
তত্র যে সাত্ত্বিকাঃ সন্তঃ ফলাবাপ্তিপরাঙ্মুখাঃ।
ভগবৎপ্রীতয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বতে তে মুমুক্ষবঃ ॥ ৭
পরস্ত স্পর্দ্ধয়া কীর্ত্ত্যৈ ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
বহুপ্রয়াসব্যাসক্তা রাজসং কর্ম্ম কুর্ব্বতে ॥ ৮
গতানুগতিকা যে চ দৃষ্টার্থৈকপরায়ণাঃ।
প্রসঙ্গাৎ ফলমিচ্ছন্তি তামসং কর্ম্ম কুর্ব্বতে ॥ ৯
সাত্ত্বিকানাং জগন্নাথঃ সর্ব্বদা সর্ব্বভাবনঃ।
ধ্যাতো দৃষ্টঃ স্মৃতো বাপি মুক্তিদাতা ন সংশয়ঃ ॥
রাজসাস্তামসা যে বৈ মূঢ়াত্মানঃ ফলৈষিণঃ।
উৎসবাদিকৃতং কর্ম্ম মন্যন্তে ফলদায়ি তে ॥ ১১
সম্ভূয় বহবো বিপ্রা আরভন্তেঽল্পকং বিধিম্‌।
বহুলায়াসদুঃখং যৎ কর্ম্ম তেষাং ফলপ্রদম্‌ ॥ ১২
ইতি মত্বা জগন্নাথস্তেষামুদ্ধরণায় বৈ।
গতানুগতিমূঢ়ানাং বিশ্বাসায় দুরাত্মনাম্‌।
যাত্রা এবং বিধা বিপ্রা বর্ষে বর্ষে প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ১৩
জন্মস্নানং মহাবেদ্যা উৎসবশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাযাত্রাদ্বয়ং পুংসাং কীর্ত্তনাৎ পাপনাশনম্‌ ॥ ১৪
দর্শনং দক্ষিণামূর্ত্তেস্তথা চ শয়নোৎসবঃ।
সর্ব্বপাপহরশ্চাসাবুৎসবো দক্ষিণায়নে ॥ ১৫
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পার্শ্ব পরিবর্ত্তনম্‌।
শায়িনস্তু জগদ্ভর্ত্তুঃ পরিবর্ত্তয়িতুর্বপুঃ ॥ ১৬

দ্বিজবরগণ! অহঙ্কার ভিন্ন কর্ম্মফল জন্মে না, এবং অহঙ্কারবশেই জীবগণ ভবার্ণবরূপ কারাগৃহে বদ্ধ হইয়া থাকে। ৫

অহংজ্ঞানযুক্ত মানব বুদ্ধিপূর্ব্বক যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম আচরণ করে, তাহারই শুভ বা অশুভ যড়্‌গুণ ফল লাভ করিয়া থাকে। ৬

সত্ত্বাদি গুণ-ভেদে মানবগণের ঐ বুদ্ধি ত্রিবিধ, তন্মধ্যে যাহাদিগের বুদ্ধি সত্ত্বগুণময়ী, সেই সকল সাত্ত্বিক সাধুগণ, অন্য ফলের অভিলাষী নন, কেবল মোক্ষপদই তাঁহাদিগের প্রার্থনীয়, এজন্য তাঁহারা কেবল ভগবৎপ্রীত্যর্থেই যে কিছু কার্য্য করেন। ৭

যাহাদিগের বুদ্ধি রজোগুণে পূর্ণ, সেই সকল ব্যক্তি, অন্যের প্রতি স্পর্দ্ধা, কীর্ত্তি বা অন্য কোন ফলের উদ্দেশে বহু প্রয়াসে রাজস-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ৮

আর যাহারা কেবল ঐহিক দৃষ্ট ফলেই আসক্ত, গতানুগতিক সেই সকল তামস পুরুষগণ প্রসঙ্গাধীন ফল কামনায় তামস-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ৯

উল্লিখিত সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ, যদি সর্ব্বভাবন ভগবান্‌ জগন্নাথদেবকে সর্ব্বদা ধ্যান, দর্শন বা স্মরণ করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি, তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন। ফলাভিলাষী মূঢ়মতি রাজস ও তামস পুরুষগণই ফলপ্রদ উৎসবাদি কার্য্যকে সাতিশয় মনোনীত করে। ১০। ১১

বিপ্রগণ! তাহারা অনেকে মিলিয়া যে সামান্য ফলদায়ক সামান্য কার্য্য আরম্ভ করে, সেই কার্য্যে তাহাদিগের প্রভূত প্রয়াস ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই সেই সেই সকল গতানুগতিক মূঢ় মানবগণের উদ্ধারসাধন ও বিশ্বাস-বিহীন মূঢ়াত্মাদিগের বিশ্বাসের নিমিত্তই ভগবান্‌ জগন্নাথ দেব, বর্ষে বর্ষে এব বিধ যাত্রাসকল প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। ১২, ১৩

মুনিগণ! আমি যে জন্মস্নান ও মহাবেদী-মহোৎসবের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, উক্ত মহাযাত্রাদ্বয়ের নামসংকীর্ত্তন করিলেই মানবগণের পাপ নাশ হয়। ১৪

এবং দক্ষিণামূর্ত্তির দর্শন ও দক্ষিণায়নে যে শয়নোৎসবের বিষয় বলিয়াছি, ঐ উৎসবও সর্ব্বপাপ-বিনাশন জানিবেন। ১৫

মহর্ষিগণ! জগদীশ্বর জনার্দ্দন শয়নে, থাকিয়া যে সময়ে স্বীয় পার্শ্বদেশ পরিবর্ত্তন করেন, অতঃপর সেই পার্শ্বপরিবর্ত্তন উৎসবের বিষয় বলি শুনুন। ১৬

নভস্ত বিমলে পক্ষে সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ।
বিষ্ণোঃ স্বাপগৃহদ্বারং শনৈর্গত্বা প্রবিশ্য চ ॥ ১৭
নমস্কৃত্য জগন্নাথং পর্য্যঙ্কে শায়িতং মুদা ।
অবঘট্য শনৈর্দ্বারং পূজয়েদুপচারকৈঃ ॥ ১৮
প্রণম্য ভক্ত্যা তৎপাদৌ গুহ্যোপনিষদৈঃ স্তুবন্ ।
মন্ত্রকেণং পঠন্ দেবং স্নাপয়েদুত্তরামুখম্ ॥ ১৯
দেবদেব জগন্নাথ কল্পানাং পরিবর্ত্তক ।
পরিবর্ত্ত্যমিদং সর্ব্বং যেন স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২০
যদৃচ্ছাচেষ্টিতৈরেব জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিভিঃ ।
জগদ্ধিতায় সুপ্তোঽহসি পার্শ্বেন পরিবর্ত্তয় ॥ ২১
পরিবর্ত্তনকালোঽয়ং জগতঃ পালনায় চ ।
তবাজ্ঞয়ায়ং শক্রোঽপি ধ্বজে তিষ্ঠন্ সমুৎসুকঃ ॥
দ্রষ্টুং ত্বৎপাদকমলং বিমুঞ্চন্মূর্দ্ধ্নি তজ্জলম্ ।
মহীতলং প্লাবয়তি প্রজাপালনহেতুকম্ ॥ ২৩

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে একাদশীতে ভগবান্ বিষ্ণুর শয়ন-গৃহদ্বারে মৃদুভাবে গমন ও প্রবেশপূর্ব্বক সানন্দে সেই পর্য্যঙ্কশায়ী জগন্নাথ দেবকে নমস্কার করিয়া ধীরভাবে শয্যাদ্বার উদ্‌ঘাটনান্তে যথোক্ত উপচারসমূহ দ্বারা পূজা করিবে। পরে, ভক্তিসহকারে ভগবানের চরণকমলদ্বয়ে প্রণামপূর্ব্বক গুহ্যোপনিষদ্ দ্বারা স্তব করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করত উত্তরাস্য সেই দেবকে স্নান করাইবে । ১৭—১৯

হে দেবদেব জগন্নাথ ! আপনি অখিল কল্পের পরিবর্ত্তক এবং আপনি স্বেচ্ছাকৃত জাগরণ, নিদ্রা ও সুষুপ্তি দ্বারা স্থাবর-জঙ্গমময় এই নিখিল বিশ্বের নিরন্তর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আপনি জগতের হিতের নিমিত্তই শয়ান আছেন, এক্ষণে আপনার পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত, অতএব জগৎ-পালনার্থ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করুন। দেব ! দেবরাজ আপনার আজ্ঞানুসারেই ভবদীয় ধ্বজের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত থাকিয়া আপনার চরণকমল দর্শনার্থ সমুৎসুক চিত্তে মস্তকোপরি জল-ধারা বর্ষণ করত প্রজাপালন হেতুক মহীতল প্লাবিত করিতেছেন। ২০—২৩

ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশং বিনয়ৈস্তোষয়েত্ততঃ ।
ব্যজনৈশ্চামরৈশ্চৈব বীজয়েদনুকম্পকৃৎ ॥ ২৪
সুগন্ধচন্দনৈরস্য সর্ব্বাঙ্গং পরিলেপয়েৎ ।
স্বাদুনিক্ষুবিকারাংশ্চ বিকৃতৈঃ পায়সৈস্তথা ॥ ২৫
যাবকানি চ হৃদ্যানি ফলানি বিবিধানি চ ।
পূপাপূপান্ বহুবিধান্ ঘৃতপূরান্ সযাবকান্ ॥ ২৬
পক্বতাম্বূলপত্রাণি সোপস্কারাণি চ দ্বিজাঃ ।
শয্যাগৃহদ্বারি বিভোঃ শনৈর্ভক্ত্যা নিবেদয়েৎ ॥ ২৭
তস্মিন্ কালে তু যঃ পশ্যেৎ স্তুয়াদ্বা পরমেশ্বরম্ ।
পরিবৃত্তিং ন চাপ্নোতি জননীগর্ভসঙ্কটে ॥ ২৮
তস্মিন্ দিনে হরে রূপং ভবেদ্যদি মহাফলম্ ।
দেবমুদ্দিশ্য যৎকুর্য্যাৎ সর্ব্বমক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥ ২৯
স্নানং দানং জপো হোমঃ পূজা জাগরণং তথা ।
পরিবৃত্তিং ন চাপ্নোতি ব্রতান্তে দ্বিজতর্পণম্ ॥ ৩০

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দেবদেবকে বিবিধ বিনয়বচনে সন্তুষ্ট করিবে এবং যাহাতে তাঁহার দয়া হয়, এরূপভাবে ব্যজন-চামর দ্বারা বীজন করিতে থাকিবে। ২৪

দ্বিজগণ ! অনন্তর সুগন্ধ চন্দন দ্বারা ভগবানের সর্ব্বাঙ্গ বিলেপনপূর্ব্বক তদীয় শয্যাগৃহদ্বারে ভক্তিসহকারে ও ধীরভাবে, বিশিষ্টরূপে সংস্কৃত পায়সের সহিত সুস্বাদু ইক্ষু-বিকার, প্রীতিপ্রদ যাবক, বিবিধ প্রকার ফল, বহুবিধ ঘৃতপূর ও পিষ্টকাদি এবং সর্ব্ববিধ উপকরণ-দ্রব্যসমন্বিত পক্বতাম্বুলনিচয় নিবেদন করিয়া দিবে। ২৫—২৭

যে ব্যক্তি সেই সময়ে সেই পরমেশ্বরকে দর্শন বা স্তব করে, তাহাকে জননীর গর্ভ-সঙ্কটে পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। ২৮

ঐদিনে ভগবান্ হরির মূর্ত্তি দর্শনাদি করিলে, মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জগন্নাথ দেবের প্রীতি উদ্দেশে স্নান, দান, জপ, হোম, পূজা ও জাগরণাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, সমস্তই অক্ষয়ফল-জনক হইয়া থাকে; অপিচ, অনুষ্ঠাতাকে আর সংসারে পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। উল্লিখিত ব্রতাবসানে ভোজ্যাদিদানে দ্বিজগণের সন্তোষসাধন করিবে। ২৯৷৩০

সাঙ্গং ব্রতমিদং কৃত্বা বিষ্ণোর্লোকমবাপ্নুয়াৎ।
যং যং কাময়তে চিত্তে তং তমাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ৩১
অয়ং বঃ কথিতো বিপ্রাঃ পার্শ্বপর্য্যয়ণোৎসবঃ।
অনায়াসেন লোকানামক্ষয়ঃসুখদায়কঃ॥ ৩২
অতঃপরং তে শৃণুত উত্থাপনমহোৎসবম্॥ ৩৩
পূজয়িত্বা জগন্নাথং কৌমুদ্যাখ্যে মহোৎসবে।
অন্তঃক্রীড়াদভিঃ পুষ্প মাল্যানুলেপনৈর্মুদা॥ ৩৪
ততোঽস্মিন্ পৌর্ণমাস্যায়াং রাত্রাবুৎসবসংযুতো
নারিকেলাদিভির্দ্রব্যৈঃ পিষ্টকৈ রচয়েদ্ধরিম্॥ ৩৫
ততঃ প্রভাতে সঙ্কল্প্য কার্ত্তিকব্রতমুত্তমম্।
ব্রতেন তেনৈব নয়েৎ যাবদেকাদশী সিতা॥ ৩৬
তস্যামুত্থাপয়েদ্দেবং প্রসুপ্তং জগদীশ্বরম্।
পূর্ব্ববৎ পূজয়িত্বা তু নিশামধ্যে জগদ্‌গুরুম্।
উত্থাপয়েদিমং মন্ত্রং শ্রাবয়ন্ শনকৈর্মুদা॥ ৩৭

উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ তেজোরাশে জগৎপতে।
যীক্ষ্যেতৎ সকলং দেব প্রসুপ্তং তব মায়য়া॥ ৩৮
প্রফুল্লপুণ্ডরীক-শ্রী-হারিণা নয়নেন বৈ।
ত্বয়া দৃষ্টং জগদিদং পাবিত্র্যং পরমেষ্যতি।
শ্রৌতস্মার্ত্তাঃ ক্রিয়া সর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে ততো ধ্রুবম্
ইত্যুত্থাপ্য জগন্নাথং বেণুবীণাদিকস্বনৈঃ।
বন্দিমাগধসূতানাং স্তুতিভির্মঙ্গলস্বনৈঃ॥ ৪০
শঙ্খকাহালমুরজ-বাদনৈর্নৃত্যগীতকৈঃ।
জয়শব্দৈস্তথাস্তোত্রৈর্নয়েত্তং নৃত্যমণ্ডপম্॥ ৪১
সুগন্ধতৈলেনাভ্যজ্য স্নাপয়েৎ পুরুষোত্তমম্
পঞ্চামৃতৈর্নারিকেলোদকৈঃ ফলরসৈস্তথা॥ ৪২
সুগন্ধামলকৈঃ সার্দ্ধং যবকল্কেন লেপয়েৎ
ঘর্ষয়েত্তুলসীচূর্ণৈর্লেপয়েদ্‌গন্ধচন্দনৈ॥ ৪৩

মানব, সমুদয় অঙ্গ-কার্য্যের সহিত উক্ত ব্রত সমাপন করিলে নিশ্চয়ই তাহার অখিল বাঞ্ছিত বিষয় সিদ্ধ হয় এবং সে দেহাবসানে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩১

বিপ্রগণ! এই যে আমি আপনাদিগের নিকট ভগবানের পার্শ্বপরিবর্তন সম্বন্ধীয় উৎসবের কথা কহিলাম, উহা অখিল লোকের অনায়াসে অক্ষয় সুখদায়ক, জানিবেন। ৩২

মুনিগণ! অতঃপর উত্থাপন-মহোৎসবের বিষয় শ্রবণ করুন। কৌমুদী-মহোৎসবে জগন্নাথ দেবকে পূজা করিয়া সানন্দে জলক্রীড়াদি এবং পুষ্প, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন করিবে। অনন্তর উৎসবপূর্ণ পৌর্ণমাসী-রাত্রিতে পিষ্টক ও নারিকেলাদি দ্রব্যনিচয় দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিবে। ৩৩—৩৫

অতঃপর প্রভাতকালে অত্যুত্তম কার্ত্তিক-ব্রতের সঙ্কল্প করিয়া শুক্লপক্ষীয় একাদশী পর্য্যন্ত উক্ত ব্রতাবলম্বনে অতিবাহিত করিবে। ৩৬

তৎপরে ঐ একাদশীতে প্রসুপ্ত জগদীশ্বর দেব জনার্দ্দনকে পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া উত্থাপন করিতে হইবে। ঐ দিবস নিশা মধ্যে সানন্দচিত্তে এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ধীরভাবে জগদ্‌গুরু ভগবান্‌কে উত্থাপন করা বিধেয়। হে দেবদেবেশ! হে তেজোরাশে! আপনার মায়ায় অখিল জগৎই প্রসুপ্ত আছে, অতএব হে দেব জগৎপতে! আপনি এই প্রসুপ্ত জগতের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন। নাথ! আপনি প্রফুল্ল পুণ্ডরীকবৎ মনোহর নেত্রে এই জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পরম পবিত্রতা লাভ করিবে এবং তাহা হইলেই শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত সমুদয় ক্রিয়া প্রবৃত্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ৩৭—৩৯

এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত জগন্নাথ দেবকে উত্থাপনপূর্ব্বক বেণু ও বীণাদির সুমধুর শব্দ, বন্দী, মাগধ ও সূতগণের মঙ্গলসূচক স্তুতিবাদ, শঙ্খ, কাহাল ও মুরজাদি বাদ্যধ্বনি, নৃত্যগীত, জয়ধ্বনি ও স্তোত্রপাঠসহকারে তাঁহাকে নৃত্যমণ্ডপে লইয়া যাইবে। ৪০।৪১

অনন্তর ভগবানের সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধ তৈল মর্দ্দনপূর্ব্বক পঞ্চামৃত এবং নারিকেল প্রভৃতি বিবিধ ফলরস দ্বারা সেই পুরুষোত্তমকে স্নান করাইতে হইবে। ৪২

তৎপরে তদীয় সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধ আমলকচূর্ণের সহিত যবকল্ক লেপনপূর্ব্বক তুলসী-চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া সদ্‌গন্ধ চন্দনে সর্ব্ব শরীর লেপন করিবে। ৪৩

পুষ্পাভির্বাসিতৈস্তোয়ৈস্তথাকর্পূরবাসিতৈঃ।
কুশোদকৈ রত্নতোয়ৈস্তথাগন্ধোদকৈরপি ॥ ৪৪
স্নাপ্যমানং তদা দেবং যে পশ্যন্তি মুদান্বিতাঃ।
ক্ষালয়ন্তি দৃঢ় পঙ্কং বহুজন্মাপপাদিতম্ ॥ ৪৫
ততঃ শ্রীর্জগদীশস্য ক্রোড়ে তং বাসয়েদ্দ্বিজাঃ ॥৪৬
আপাদমূর্দ্ধপর্য্যন্তং সর্ব্বাঙ্গং পরিলেপয়েৎ।
কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরী কর্পূরৈশ্চন্দনান্বিতৈঃ ॥ ৪৭
তীর্থোদকসম্পিষ্টৈঃ কালাগুরুরসাপ্লুতৈঃ।
দত্ত্বা চ মালতীমালাং চন্দ্রচূর্ণাববর্ণিকাম্ ॥ ৪৮
মহোপচারৈঃ সম্পূজ্য বিষ্ণুং নীরাজয়েত্ততঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ পরয়া মুদা ॥ ৪৯
চরাচরমিদং সর্ব্বং ত্বদেকশরণং প্রভো।
অনুগ্রহামৃতালোকৈঃ পারং কুরু জগদ্‌গুরো ॥ ৫০

নৃত্যগীতৈঃ ক্ষেপণকৈ রাত্রিশেষং সমাপয়েৎ ॥ ৫
শয়নাদুত্থিতং দেবং যে পশ্যন্তি গদাধরম্।
নিদ্রাং মোহময়ীং হিত্বা জ্যোতিঃ শান্তং ব্রজন্তি (
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি যান্ যান্ কাময়তে হৃদি
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং সাগ্রং লভেত বৈ ॥ ৫৩
কপিলালঙ্কৃতা ধেনুকে টিদানফলং তথা।
পুণ্যঞ্চাপ্নোতি পরমং সর্ব্বতীর্থাভিষেকজম্ ॥ ৫৪
কার্ত্তিক্যাং পারণং কুর্য্যাৎ চাতুর্মাস্যব্রতস্য বৈ।
দামোদরস্য প্রতিমাং স্বর্ণনিষ্কাষ্টনির্ম্মিতাম্ ॥ ৫৫
যথাশক্তি কৃতাং বাপি শালগ্রামশিলাস্থিতাম্।
চতুর্মূর্ত্তির্ভগবতঃ পূজয়েৎ প্রযতাত্মবান্ ॥ ৫৬
রচয়েন্মণ্ডপং শুভ্রমেকদেশং গৃহস্য বা।
অলঙ্কুর্য্যাৎ পুষ্পদামচামরৈঃ সুবিতানকৈঃ ॥ ৫৭

তদনন্তর ক্রমে পুষ্প-বাসিত ও কর্পূর-বাসিত জল দ্বারা, কুশোদক দ্বারা, রত্নোদক দ্বারা ও গন্ধোদক দ্বারা ভগবান্‌কে স্নান করাইবে। তৎকালে যে সকল ব্যক্তি সানন্দ-চিত্তে জগন্নাথ দেবের এইরূপ স্নানোৎসব দর্শন করে, তাহারা বহুজন্মসঞ্চিত দৃঢ়বদ্ধ পাপ-পঙ্ককেও প্রক্ষালন করিয়া থাকে। দ্বিজগণ! অধিক কি কহিব, তৎপরে সাক্ষাৎ দেবী কমলা সেই নিষ্পাপ ভক্তকে স্বয়ং জগদীশ্বরের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া থাকেন। ৪৪—৪৬

অনন্তর তীর্থোদক দ্বারা সম্যক্‌রূপে পিষ্ট, কালাগুরুরসে আপ্লুত, ও চন্দনান্বিত কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরী ও কর্পূরচূর্ণ দ্বারা ভগবানের আপাদ-মস্তক সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন করিবে এবং কর্পূরচূর্ণ দ্বারা সুবাসিত মালতী-মালা প্রদান পূর্ব্বক মহাউপচারসমূহে সম্যক্ পূজা করিয়া নীরাজনা করিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পরম আনন্দসহকারে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে যে,—হে প্রভো! এই অখিল চরা-চরের আপনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, অতএব, হে জগদ্‌গুরো! আপনি অনুগ্রহরূপ অমৃত-পূর্ণ অবলোকনে সকলকে অপার সংসার-পারাবার হইতে পার করুন। ৪৭—৫০

অনন্তর নৃত্যগীত দ্বারা অবশিষ্ট রাত্রি অতি-বাহন করিবে। যাহারা তৎকালে শয্যা হইতে উত্থিত দেব গদাধরকে অবলোকন করে, তাহারা দেহাবসানে নিঃসন্দেহ মোহনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরশান্তিময় ব্রহ্মজ্যোতিঃ, প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫১।৫২

এবং সেই সকল ব্যক্তি মনে মনে যে যে বিষয়ে অভিলাষ করে, তৎসমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়, অপিচ সুসম্পূর্ণ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিয়া থাকে। ৫৩

যথাবিধি অলঙ্কৃতা কোটি কপিলা ধেনুদানে যে ফল কথিত আছে, এবং সর্ব্বতীর্থে অভি-ষেক জন্য যে পরম পুণ্য উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা তৎসমুদয়ও প্রাপ্ত হয় ৫৪

মুনিগণ! পূর্ব্বোক্ত চাতুর্মাস্য ব্রতের কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে পারণ করা বিধেয়। উক্ত চাতুর্মাস্য-কাল সংযতাত্মা থাকিয়া ঐ দিবসে অষ্টনিষ্ক পরিমিত স্বর্ণ বা যথাশক্তি স্বর্ণদ্বারা ভগবানের প্রতিমা গঠনপূর্ব্বক তাহাতে কিংবা শালগ্রামশিলাতে ভগবানের চতুর্মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে। ৫৫ ৫৬

উক্ত পূজার নিমিত্ত সুধাধবলিত কোন গৃহ বা গৃহের একদেশ সজ্জিত এবং পুষ্প-মাল্য, চামর ও চন্দ্রাতপ দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে।

ভূমিভিত্তীঃ সুধালেপৈঃ স্তম্ভাংশ্চিত্রদুকূলকৈঃ।
কালাগুরূণাং ধূপৈশ্চ ধূপয়েত্তদ্‌গৃহং শুভম্ ॥৫৮
তন্মধ্যে মণ্ডলং কুর্য্যাৎ স্বস্তিকৈর্বর্ণকৈঃ কৃতম্।
তদন্তঃ স্থাপয়েৎ খট্টাং করিদন্তময়ীং শুভাম্ ॥৫৯
পট্টতূলীং তদুপরি বাসয়েৎ পুরুষোত্তমম্।
দামোদরাকৃতিং শঙ্খচক্রপাণিং চতুর্ভুজম্ ॥ ৬০
লক্ষ্মীমালিঙ্গ্য পদ্মস্থাং ক্রোড়স্থাং বামপাণিনা।
ভক্তেভ্যো দাতুমুদ্যন্তং বরং দক্ষিণপাণিনা ॥ ৬১
সুনাসং সুললাটঞ্চ সুনেত্রং সুশ্রুতিদ্বয়ম্।
বিশালবক্ষসং দেবং সর্ব্বলাবণ্যসংযুতম্ ॥ ৬২
সর্ব্বালঙ্কাররুচিরং দিব্যপীতনিচোলকম্।
লক্ষ্মীং পদ্মকরাং বাপি তাম্বুলং দদতীং তথা ॥৬৩

ঐ গৃহের চতুর্দ্দিকে ভিত্তিসকল নূতন সুধালেপনে উদ্ভাসিত, স্তম্ভ সকল চিত্রবিচিত্র দুকূল-মালায় সুশোভিত এবং সমুদয় গৃহ কালাগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য-নির্ম্মিত ধূপগন্ধে সুবাসিত করিতে হইবে।৫৭।৫৮

তন্মধ্যে বিবিধ স্বস্তিকবর্ণে মণ্ডল রচনাপূর্ব্বক তদুপরি হস্তিদন্ত-বিনির্ম্মিত মনোহর খট্টা স্থাপনান্তে তদুপরি পট্টতূলী (গদী) পাতিত করিয়া তাহাতে শঙ্খচক্র-বিভূষিত চতুর্ভুজ দামোদরাকৃতি পুরুষোত্তমকে স্থাপন করিবে। ৫৯।৬০

তিনি, বামদিকের এক হস্তে স্বীয় ক্রোড়-দেশে স্থিতা পদ্মাসীনা কমলাকে আলিঙ্গন করিতে থাকিবেন এবং অপর দক্ষিণ হস্তে ভক্তগণকে বরদান করিতে উদ্যত থাকেন, এইরূপ গঠন করিতে হইবে। ৬১

তাঁহার নাসিকা, ললাট, নেত্রদ্বয় ও কর্ণযুগল যেন সুন্দররূপে গঠিত হয় এবং বক্ষঃস্থল বিশাল ও সর্ব্বাঙ্গ যেন লাবণ্যপূর্ণ হয়। ৬২

তদীয় পরিধেয় বসন সুন্দর ও পীতবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইবে; আর, কমলার এক হস্তে স্বর্ণপদ্ম থাকিবে ও অপর দক্ষিণ হস্তে তিনি যেন তাম্বুল লইয়া ভগবানকে দানই করিতেছেন এইরূপ গঠন করিবে। ৬৩

পঞ্চামৃতৈঃ স্নাপয়িত্বা বাসোযুগ্মেন ধাপয়েৎ।
পূজয়েদুপচারৈস্তং যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥ ৬৪
তাম্রদীপান্ মৃন্ময়ান্ বা জ্বালয়েদ্‌গব্যসর্পিষা।
তৈলেন বা শতং দীপ-বৃক্ষাংশ্চাপি প্রদাপয়েৎ॥৬৫
ব্রহ্মাণং নারদাদীংশ্চ ব্রহ্মর্ষীংস্তত্র পূজয়েৎ।
দামোদর-স্বরূপান্ বৈ ব্রাহ্মণানপি পূজয়েৎ ॥৬৬
বস্ত্রযুগ্মৈর্মাল্যগন্ধৈর্ভক্ষ্যভোজ্যফলৈস্তথা ॥ ৬৭
তীর্থরাজাভিষেকাঙ্গপূজাকর্ম্ম যথোদিতম্।
দামোদরস্য তেনৈব বিধিনেহার্চ্চনং ভবেৎ।
তদ্বিষ্ণোরিতিমন্ত্রেণ ব্রহ্মাদীনপি পূজয়েৎ ॥ ৬৮
বেণুবীণাদিকৈর্গীতৈঃ পুরাণপঠনেন চ।
মহোৎসবং প্রকুর্ব্বীত রাত্রৌ জাগরণেন তু ॥৬৯
ততঃ প্রভাতে বিমলে অগ্নিকার্য্যং সমাচরেৎ।
অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ সমিদাজ্যচরূনপি ॥ ৭০

প্রথমে পঞ্চামৃত দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইয়া বস্ত্রযুগল পরিধান করাইবে, অনন্তর আপনার ঐশ্বর্য্যানুরূপ উপচারদানে অর্চ্চনা করিবে। ৬৪

পূজাবসানে তাম্রময় বা মৃন্ময় দীপাবলি এবং শতসংখ্যক দীপবৃক্ষে গব্য ঘৃত বা তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রদান করিবে। ৬৫

ঐ সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা ও নারদাদি ব্রহ্মর্ষিগণেরও পূজা করা কর্ত্তব্য এবং বস্ত্রযুগ্ম, মাল্য, গন্ধ, ভক্ষ্য, ভোজ্য ও বিবিধপ্রকার ফল দ্বারা দামোদরস্বরূপ ব্রাহ্মণগণকেও পূজা করিবে। ৬৬।৬৭

মুনিগণ! পূর্ব্বে তীর্থরাজ-স্নানাঙ্গ যে প্রকার পূজা বিধান বলা হইয়াছে, ঐ দিনেও তাদৃশ বিধানে দামোদরের অর্চ্চনা করিতে হইবে এবং "তদ্বিষ্ণো" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মাদিরও পূজা করিবে। ৬৮

তদ্দিনে বেণুবীণাদি ধ্বনিসহকৃত সঙ্গীত, পুরাণপাঠ ও রাত্রিতে জাগরণাদি দ্বারা মহোৎসব করা বিধেয়। ৬৯

অনন্তর প্রভাতকালে অগ্নিকার্য্য করিতে হইবে। ভগবানের প্রীত্যর্থে অষ্টাক্ষর মন্ত্র পাঠ

লাজাংশ্চ মধুসংমিশ্রান্ জুহুয়াচ্চ ততঃ শ্রিয়ৈ।
সূক্তেনাষ্টোত্তরশতং ব্রহ্মাদীনাং তদন্ততঃ ॥ ৭১
অষ্টাহুতীর্বৈ জুহুয়াৎ ক্রমাদেকৈকশস্তিলৈঃ।
ব্রহ্মাণং নারদং দক্ষং বশিষ্ঠং গৌতমং তথা ॥৭২
সনৎকুমারমত্রিঞ্চ ভরদ্বাজঞ্চ কশ্যপম্।
দুর্ব্বাসসমগস্ত্যঞ্চ মহাদেবং ততঃ পরম্ ॥ ৭৩
বিখ্যাতা বৈষ্ণবা হ্যেতে বিষ্ণুরূপা ন সংশয়ঃ।
এতান্ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা বিষ্ণুঃ প্রীণাতি তৎক্ষণাৎ
হোমান্তে প্রাশনং কৃত্বা দদ্যাদাচার্য্যদক্ষিণাম্।
সুবর্ণভূষিতাং ধেনুং বস্ত্রং ধান্যঞ্চ ভক্তিতঃ ॥ ৭৫
প্রীতয়ে বাসুদেবস্য ভোজয়েদ্দ্বিজপুঙ্গবান্।
সর্ব্বোপচারসহিতং দদ্যাদ্দামোদরং ততঃ ॥ ৭৬
দামোদর জগন্নাথ ত্বন্ময়ং জগদেব হি।
ত্বদাধারমিদং সর্ব্বং ত্বং ধর্ম্মঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥ ৭৭
ত্বৎপ্রসাদাৎ ব্রতং সর্ব্বং সুসম্পূর্ণং ভবত্তু মে।
দামোদরঃ প্রদাতাস্ত গৃহীতা চ বৃষধ্বজঃ।
প্রদীয়তে জগন্নাথ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন ॥ ৭৮
ইতি মন্ত্রং জপন্ দদ্যাদাচার্য্যায় সুরোত্তমম্।
সমাপ্য পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্তুত্যা তস্ত প্রসাদয়েৎ ॥
আচার্য্যে পরিসন্তুষ্টে তুষ্টো ভবতি মাধবঃ ॥ ৮০
ত্যক্তদ্রব্যাণি চ ততো দদ্যাদ্বিপ্রেভ্য এব হি।
ততঃ স্বয়ং বৈ ভুঞ্জীত ইষ্টৈঃ শিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ॥৮
চাতুর্মাস্যব্রতঞ্চেদং প্রতিষ্ঠাপ্য বিধানতঃ।
যথোক্তফলসম্পন্নো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮২
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নাতঃ পরতরং ব্রতম্।
যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ।
বিষ্ণুপ্রীতিকরং যাদৃক্ ন তথান্যদ্ব্রতং দ্বিজাঃ ॥৮

করিয়া যথাবিধি সমিৎ, ঘৃত ও চরু আহুতি এবং লক্ষ্মীর উদ্দেশে যথোক্ত সূক্ত পাঠ দ্বারা অষ্টোত্তর-শতসংখ্যক মধুমিশ্রিত লাজাহুতি প্রদান করিবে; তৎপরে ব্রহ্মাদি উদ্দেশে প্রত্যেক অষ্ট সংখ্যক এবং ক্রমে ব্রহ্মা, নারদ, দক্ষ বশিষ্ঠ, গৌতম, সনৎকুমার, অত্রি, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, দুর্ব্বাসা, অগস্ত্য ও তদনন্তর মহাদেবের উদ্দেশে এক একবার তিলাহুতি প্রদান করিতে হইবে। ৭০—৭৩

উহাঁরা বিখ্যাত বৈষ্ণব এবং উহাঁরা যে সাক্ষাৎ বিষ্ণুসরূপ তাহাতে আর সংশয় নাই, এজন্য ভক্তিসহকারে উহাঁদিগকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবে, তাহা হইলে ভগবান্ বিষ্ণুও তৎক্ষণাৎ প্রীত হইয়া থাকেন। ৭৪

উক্ত প্রকার হোমান্তে আচার্য্যকে ভোজন করাইয়া ভক্তি ভাবে তাঁহাকে সুবর্ণভূষিতা ধেনু, বস্ত্র, ও ধান্য দক্ষিণা দান করিবে। ৭৫

তৎপরে ভগবান্ বাসুদেবের প্রীত্যর্থে দ্বিজবরগণকে ভোজন করাইয়া সমুদয় উপচারের সহিত দামোদর-প্রতিমা দান করিতে হইবে। ৭৬

তৎকালে হে দামোদর! হে জগন্নাথ! অখিল জগতই আপনার স্বরূপ এবং আপনিই অখিল বিশ্বের আধার ও সর্ব্বভাবন ধর্ম্ম। অতএব আপনার প্রসাদে আমার সমুদয় ব্রত সুসম্পূর্ণ হউক। হে জগন্নাথ! আমি যে এই দামোদর-মূর্ত্তি প্রদান করিতেছি, দেব দামোদরই ইহার প্রদাতা ও ভগবান্ বৃষধ্বজই ইহার গ্রহীতা, অতএব হে জনার্দ্দন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৭৭,৭৮

এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে উক্ত দেব-প্রতিমা আচার্য্যকে দান করিবে এবং এইরূপে ব্রত সমাপনপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে আচার্য্যকে যথোচিত সৎকার ও স্তুতিবাদ দ্বারা প্রসন্ন করিবে; কারণ, আচার্য্য সন্তুষ্ট হইলেই নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।। ৭৯৷৮০

অনন্তর ত্যক্ত দ্রব্যসকল বিপ্রগণকে দান করিয়া স্বয়ং সচ্চরিত্র প্রিয় বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত ভোজন করিবে। ৮১

মানব, উল্লিখিত চাতুর্মাস্য ব্রত যথাবিধানে প্রতিষ্ঠা করিলে যথোক্ত ফলভাগী হইয়া বিষ্ণু-লোক প্রাপ্ত হয়। ৮২

যাবতীয় শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদিতে উহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম এমত আর কোন ব্রতই নাই, যাহার অনুষ্ঠানমাত্রেই মানব কৃতকৃত্য হইতে পারে। দ্বিজগণ! উক্ত ব্রত যেমন বিষ্ণুর প্রীতি কর, এমন অপর কোন ব্রতই নহে। ৮৩

তিলপাত্রসহস্রৈশ্চ তুরগাণাং তথাযুতৈঃ।
কৃষ্ণাজিনশতৈনাপি কন্যানাময়ুতেন চ॥ ৪১
দত্ত্বা যৎফলমাপ্নোতি কৃত্বৈতদ্‌ব্রতমুত্তমম্।
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থনামভিষেকফলং তথা॥ ৮৫
প্রাপ্নোতি তৎফলং বিপ্রা যং যং কাময়তে চ সঃ
চিদানন্দময়ং জ্ঞাত্বা তদা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ ৮৬

ইতি উৎকলখণ্ডে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে ষষ্ঠ্যাং প্রাবরণোৎসবম্।
কৃত্বা দৃষ্ট্বা নরো ভক্ত্যা বৈষ্ণবং লোকমাপ্নুয়াৎ
বিধানং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনয়োঽধুনা॥ ২
বাসোঽধিবাসং কুর্ব্বীত পঞ্চম্যাং নিশি কর্ম্মবিৎ
দেবাগ্রে মণ্ডলং কুর্য্যাৎ পদ্মমষ্টদলান্বিতম্॥ ৩

সহস্র সহস্র তিলপূর্ণ পাত্র অযুত অযুত তুরগ, শত শত কৃষ্ণাজিন ও অযুত কন্যা দানে যে ফল হয়, একমাত্র উক্ত ব্রতানুষ্ঠানেই মানব সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিপ্রগণ! উহা দ্বারা সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থে অভিষেকের ফল এবং সমুদয় অভীষ্টই লব্ধ হইয়া থাকে। অধিক কি, সে চিদানন্দময় ভগবান্‌কে সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া নিঃসন্দেহ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৮৪—৮৬

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

জৈমিনি বহিলেন, মুনিগণ! এইরূপ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে ভক্তি-পূর্ব্বক ভগবানের প্রাবরণোৎসব করিয়াও মানব বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহার বিধান বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এতৎ-কর্ম্মাভিজ্ঞ মানব, পূর্ব্বদিন পঞ্চমী-রাত্রিতে প্রাবরণার্থ প্রয়োজনীয় বস্ত্রনিচয়ে অধিবাস করিবে; পরে ভগবানের সম্মুখে অষ্টদল পদ্ম মণ্ডল করিবে। ১—৩

দিক্‌পালান্ পূজয়েদ্দিক্ষু ক্ষেত্রপালং গণাধিপম্।
চণ্ডপ্রচণ্ডৌ চ বহিশ্চতুর্দ্দিক্ষু প্রপূজয়েৎ॥ ৪
মধ্যে পাত্রং সমাধায় প্রোক্ষয়েদুষ্ণবারিণা।
দ্বিজান্ স্বেনেতি মন্ত্রেণ ছাদয়েদ্বাহ্যবাসসা *॥ ৫
সুধূপিতং বস্ত্রজাতমেকবিংশতিসঙ্খ্যয়া।
তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মন্ত্রং বৈষ্ণবঞ্চ সমুচ্চরন্॥ ৬
অন্যেন বাসসা তদ্ধি সমাচ্ছাদ্য প্রযত্নতঃ।
স্পৃষ্ট্বা জপেন্মন্ত্রমিমং সংস্মরন্ পুরুষোত্তমম্॥ ৭
আচ্ছাদকো যো জগতাং তেজসা বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
বসিতা তস্য বস্ত্র ত্বং বস বাসে জগৎপতে॥ ৮
ইন্দ্রঘোষস্ত্বেতি রক্ষাং বিধ্যাস্তস্য সর্ব্বতঃ।
পূজয়েদ্‌গন্ধপুষ্পাভ্যাং ততো দেবং প্রপূজয়েৎ॥৯

অনন্তর উক্ত মণ্ডলের দশদিকে দশ দিক্‌পালকে এবং বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে ক্ষেত্রপাল, গণপতি, চণ্ড ও প্রচণ্ডকে পূজা করিবে। তৎপরে মণ্ডলমধ্যে বস্ত্ররক্ষার্থ একখানি পাত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক উষ্ণবাধি দ্বারা তাহা প্রোক্ষণ এবং "দ্বিজান্ স্বেন" ইত্যাদি মন্ত্র প্রভৃত বস্ত্র দিয়া তাহা আচ্ছাদিত করিতে হইবে। ৪।৫

তৎপরে বৈষ্ণব-মন্ত্র উচ্চারণ করত তন্মধ্যে গন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত একবিংশতি-সংখ্যক বস্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক যত্নাতিশয় সহকারে অপর এক খানি বস্ত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদন ও স্পর্শ করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তমকে চিন্তা করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৬।৭

যে অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণু, স্বীয় তেজ অখিল জগৎ আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন, বস্ত্র! তুমি সেইসর্ব্বাচ্ছাদক ভগবানের আচ্ছাদক হও। হে জগৎপতে! আপনি সেই বস্ত্র-মধ্যে বাস করুন। ৮

অতঃপর, "ইন্দ্রঘোষস্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে সেই বস্ত্রনিচয়ের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা বিধানান্তে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক ভগবান্‌কে পূজা করিতে হইবে। অনন্তর ভগবানের

* দ্যুতানশ্বেতি পাঠান্তরম্॥

গন্ধলেপং প্রকুর্ব্বীত নৃত্যগীতৈর্নয়েন্নিশাম্ ॥ ১০
ততোঽরুণোদয়ে কালে প্রাতঃ সন্ধ্যাং সমাপ্য চ
পুনঃ প্রপূজয়েদ্দেবং পূর্ব্ববৎ সুসমাহিতঃ ॥ ১১
ততঃ সম্পূজয়ন্ বস্ত্রসমূহং বহিরানয়েৎ।
কার্পাসপট্টক্ষৌমাদ্যং তথৈবাচ্ছাদিতং দ্বিজাঃ ॥১২
ছত্রধ্বজপতাকাভিশ্চামরান্দোলনৈস্তথা।
গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ প্রসূনোৎকিরণেন চ ১৩
প্রাসাদং ত্রিঃ পরিভ্রম্য দেবং ত্রিভ্রাময়েত্ততঃ
আচ্ছাদিতং তদাকৃষ্য সংস্কুর্য্যাদ্বীক্ষণাদিভিঃ ॥ ১৪
সপ্তভিঃ সপ্তভির্দেবান্ বাসোভিঃ পরিবেষ্টয়েৎ।
মুখবর্জ্জং সর্ব্বাঙ্গং শীতপ্রাবরণৈর্দ্বিজাঃ ॥ ১৫
তাম্বুলঞ্চ নিবেদ্যাথ কর্পূর লক্ষতং তথা।
দূর্ব্বাক্ষতৈঃ প্রপূজ্যাথ কুর্য্যান্নীরাজনং বিভোঃ ॥১

সর্ব্বাঙ্গে গন্ধলেপন করিবে এবং নৃত্যগীত দ্বারা রাত্রিশেষ অতিবাহন করিবে। ৯। ১০

তৎপরে অরুণোদয় কাল উপস্থিত হইলে, প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপনান্তে সমাহিত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ ভগবানের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ১১

দ্বিজগণ! অনন্তর, পুনর্ব্বার বস্ত্রসমূহের অর্চ্চনা করিয়া সেই সকল বস্ত্র এবং কার্পাস-পট্ট ও ক্ষৌমাদি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ভগবানকে বহির্ভাগে আনয়ন করিবে। ১২

যে সময়ে ভগবানকে বহির্দ্দেশে আনয়ন করা হইবে, সেই সময়ে তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ, চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকা উত্তোলন, উভয় পার্শ্বে চামর বীজন এবং সম্মুখভাগে পুষ্প-বর্ষণ ও নৃত্যগীতবাদ্য করিতে হইবে। ১৩

অনন্তর স্বয়ং বারত্রয় দেব-গৃহ প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক ভগবানকেও বারত্রয় পরিভ্রমণ করাইবে। পরে ভগবানের আবরণ-বস্ত্র উন্মোচন-পূর্ব্বক বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্কার করিবে। ১৪

দ্বিজগণ! পরে জগন্নাথ দেব প্রভৃতি দেব প্রতিমূর্ত্তিত্রয়কে মুখ ভিন্ন অপর সর্ব্বাঙ্গেই প্রত্যেকে সপ্তসংখ্যক শীত-প্রাবরণ বস্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টন করিতে হইবে। তৎপরে কর্পূর-সুবাসিত তাম্বূল নিবেদনপূর্ব্বক দূর্ব্বা ও অক্ষত

হিমাগমে নৃসিংহং যে প্রাবৃণ্বন্তি সিচোলকৈঃ।
পশ্যন্তি প্রাবৃতিং যে তু ন তেষাং মোহসংবৃতিঃ।
তে দ্বন্দ্বধাতশীতোষ্ণভয়ং নাপ্নুবতে ক্বচিৎ ॥ ১৭
বিষ্ণো র্দ্দেবাধিদেবস্য ইমং প্রাবরণোৎসবম্।
ভক্ত্যা যে বৈ প্রপশ্যন্তি সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়ুঃ ॥১৮
ভগবন্তং সমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ।
গুরুভ্যশ্চান্যদেবেভ্যো দীনানাথেভ্য এব চ ॥ ১৯
শীতপ্রাবরণং দদ্যাৎ সৎকৃত্য পরয়া মুদা।
দদাতি ভগবান্ প্রীতস্তস্মৈ বরমনুত্তমম্ ॥ ২০
পুষ্যস্নানোৎসবং বক্ষ্যে যথোক্তং ব্রহ্মণা পুরা॥২১
পুষ্যর্ক্ষেণ চ সংযুক্তা পৌর্ণমাসী যদা ভবেৎ।
পৌষে মাসি তদা কুর্য্যাৎ পৌষ্যস্নানোৎসবং হরেঃ

দ্বারা পূজা করিয়া ভগবানের নীরাজনা করিবে। ১৫। ১৬

তপোধনগণ! যাহারা হিমাগমকালে ভগবান্ নৃসিংহদেবকে বস্ত্রনিচয় দ্বারা এবম্প্রকারে প্রাবৃত করিতে পারে, কিংবা যাহারা সেই প্রাবরণোৎসব সন্দর্শন করে, তাহাদিগের মহাবরণ বিদূরিত হইয়া যায় এবং তাহারা কদাচ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-জনিত ক্লেশ-ভয় প্রাপ্ত হয় না। ১৭

যে সকল ভক্তগণ, দেবাধিদেব বিষ্ণুর এই প্রাবরণোৎসব ভক্তিসহকারে নিরীক্ষণ করে, তাহারা সমুদয় অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮

অতঃপর ভগবানের প্রীতি উদ্দেশে ব্রাহ্মণ, গুরু, অপরাপর দেবপ্রতিমা এবং দীন-দুঃখীদিগকেও পরম আনন্দ সহকারে যথোচিত সৎকারপূর্ব্বক শীতপ্রাবরণ দান করিবে, তাহাতে ভগবান্ প্রীত হইয়া নিশ্চয়ই সেই শীতবস্ত্র-দাতাকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন। ১৯।২০

মুনিগণ! পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুষ্যাস্নানোৎসবের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২১

যে বৎসর পৌষমাসের পৌর্ণমাসীতে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হয়, সেই বৎসরেই ভগবান্ হরির উক্ত পুষ্যাস্নানোৎসব করণীয়। ২২

একাদশ্যাং প্রকুর্ব্বীত ঐশান্যামঙ্কুরার্পণম্।
ততঃ প্রতিদিনং কুর্য্যাৎ প্রতিমায়াং হরের্গৃহে।
নৃত্যগীতোপহারৈশ্চ প্রতিরাত্রং বলিং হরেৎ॥২৩
চতুর্দ্দশীনিশায়ান্তু কুম্ভানামধিবাসনম্।
একাশীতিপ্রমাণানাং তথা স্বর্ণময়ান্ শুভান্॥২৪
গব্যসর্পিঃপ্রপূর্ণাংশ্চ স্থাপয়েদেকবিংশতিম্।
কারয়েৎ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলং পুরতো হরেঃ॥২৪
তন্মধ্যে বৃহদাধারং স্থাপয়েদ্দর্পণং শুভম্।
গোসর্পিষঃ পূর্ণকুম্ভান্ দত্ত্বা তানধিবাসয়েৎ॥২৬
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা নৃত্যগীতাদিভিঃ স্তবৈঃ।
প্রভাতে বহ্নিকার্য্যঞ্চ কুর্য্যাত্তদ্দৈবতং দ্বিজাঃ॥২৭
পালাশীভিঃ সমিদ্ভিস্ত চরুণা সর্পিষা তথা।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেভ্যস্ত প্রত্যেকং বৈ সহস্রকম্॥২৮
স্বলিঙ্গমন্ত্রৈর্জ্জুহুয়াত্তদন্তে পুরুষোত্তমম্।
পূজয়েদুপচারৈস্তৈরাদর্শপ্রতিবিম্বিতম্॥ ২৯
ততঃ পুরুষসূক্তেন কুম্ভাংস্তানভিমন্ত্রয়েৎ।
বারিণাচ্ছিদ্রধারেণ স্নাপয়েৎ পুরুষোত্তমম্।
পাবমানীয়কৈর্দ্দেবান্ শ্রীসূক্তেন ততঃ পরম্॥৩০
সর্পিঃকুম্ভাংস্ততো বিপ্রা গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতান্।
ক্রমাদ্দেবস্য শিরসি সেচয়েৎ সূক্তমুচ্চরন্॥*৩১
ততঃ পঞ্চামৃতেনৈব বাসুদেবং সমুচ্চরন্।
স্নাপয়েদ্দেবদেবেশং জগন্মঙ্গলকারণম্॥ ৩২
মহোৎসবং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মঘোষদ্বিজৈঃ সহ।
বৈষ্ণব্যা গন্ধতোয়েন শক্রসূক্তেন বার্চ্চয়েৎ॥ ৩৩
সহস্রধারয়া দেবং ততো নির্মাল্যমুৎসৃজেৎ।
দেবাঙ্গং লেপয়েদ্‌গন্ধচন্দনেন চ বিগ্রহম্॥ ৩৪

পৌষ মাসের একাদশীতে ঈশান কোণে উক্ত কার্য্যের অঙ্কুরার্পণ করিতে হইবে এবং সেই দিন হইতে প্রতিদিনই হরি গৃহে ভগবৎ-প্রতিমার সন্নিধানে ঐরূপ করিবে; আর প্রতি রাত্রিতেই নৃত্য-গীতাদির সহিত ভগবানের প্রীত্যর্থে পূজোপহার প্রদান করিতে হইবে। ২৩

চতুর্দ্দশীরাত্রিতে একাশীতি সংখ্যক কুম্ভাধিবাসনপূর্ব্বক একবিংশতিসংখ্যক গব্য-ঘৃত-পূর্ণ শুভ স্বর্ণকুম্ভ স্থাপন করিবে এবং ভগবান্ হরির সম্মুখভাগে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিতে হইবে। ২৪। ২৫

অনন্তর সেই সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলের মধ্যে এক খানি বৃহৎ আধারে রক্ষিত মনোহর দর্পণ স্থাপন করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত গব্য ঘৃতের পূর্ণ-কুম্ভসকল মণ্ডল-মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাদিগের অধিবাসন করিতে হইবে। ২৬

দ্বিজগণ! অনন্তর নৃত্য-গীতাদি ও স্তব-পাঠ দ্বারা অবশিষ্ট রাত্রিভাগে জাগরণপূর্ব্বক প্রভাতকালে তত্তদ্দেবতা উদ্দেশে অগ্নিকার্য্য করিবে। ২৭

প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-উদ্দেশে তাঁহাদিগের স্বস্ব মন্ত্র পাঠ করত পলাশ সমিৎ চরু ও ঘৃত দ্বারা প্রত্যেককে সহস্র সংখ্যক আহুতি দানান্তে স্থাপিত দর্পণে প্রতিবিম্বিত পুরুষোত্তমকে যথোক্ত তত্তৎ উপচারদানে পূজা করিতে হইবে। ২৮। ২৯

তৎপরে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত জলপূর্ণ-কুম্ভসকল অভিমন্ত্রিত করিয়া পাবমানীয়ক মন্ত্র-নিচয় পাঠ করত অচ্ছিদ্র জলধারায় পুরুষোত্তমকে স্নান করাইবে এবং অতঃপর শ্রীসূক্তসমূহ দ্বারা দেবত্রয়কেই স্নান করাইতে হইবে। ৩০

বিপ্রগণ! অনন্তর ঘৃত-কুম্ভসকল গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া সূক্ত পাঠ করিতে করিতে এক এক ক্রমে ভগবানের মস্তকে ঘৃত ধারা সেচন করিবে। ৩১

তৎপরে পূর্ব্ববৎ সূক্ত পাঠ করত পঞ্চামৃত দ্বারা অখিল জগতের মঙ্গলনিদান দেবদেব বাসুদেবকে স্নান করাইবে। ৩২

ঐ সময়ে দ্বিজগণের বেদপাঠ এবং তাহাদিগের সহিত মহোৎসব করা কর্ত্তব্য। অনন্তর বৈষ্ণবী মন্ত্র বা শক্রসূক্ত পাঠ করত গন্ধতোয় দ্বারা সহস্র ধারায় জগন্নাথ দেবকে স্নান করাইতে হইবে। তৎপরে তাঁহার অঙ্গ হইতে নির্ম্মাল্য উন্মোচনপূর্ব্বক তদীয় সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দন বিলেপন করিবে। ৩৩।৩৪

---

* সর্পিঃকুম্ভৈঃ স্নাপয়েচ্চ গায়ত্র্যা চ ততঃ পরম্।
বৈষ্ণব্যা গন্ধতোয়েন শ্রীসূক্তেন সমর্চ্চয়েৎ॥
ইত্যপি পাঠঃ।

যথাস্থানং যথাশোভমলঙ্কারাংশ্চ যোজয়েৎ।
[illegible] ॥ ৩৫
অষ্টায়ুধানি দেবস্য চক্রাদীনি ন্যসেৎ পুরঃ।
রত্নচ্ছত্রং সমুচ্ছ্রিত্য পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥৩৬
লক্ষ্ম্যা যুতং পুনর্বিপ্রা উপহারৈঃ সমৃদ্ধিমৎ।
শঙ্খেষু পূর্য্যমাণেষু স্নিগ্ধগম্ভীরনাদিষু ॥ ৩৭
চামরান্দোলনব্যগ্রবেশ্যাসু রুচিরাসু চ।
মাঙ্গল্যনৃত্যগীতাদ্যৈঃ স্তুতিপাঠেষু বন্দিনাম্ ॥ ৩৮
জয়শব্দং প্রকুর্ব্বৎসু দ্বিজাদিষু মুহুর্মুহুঃ।
দূর্ব্বাক্ষতাঞ্জলিভিস্তু ত্রিভিঃ সম্পূজ্য কেশবম্।
সমন্তাদ্বিকিরেদ্দেবং কর্পূরাদ্যৈঃ শুভৈস্তুলৈঃ ॥৩৯
গোসর্পিজ্জ্বলিতৈঃ স্বর্ণদীপকৈরতিনির্ম্মলৈঃ।
নীরাজয়েজ্জগন্নাথং কর্পূরযুতবর্ত্তিভিঃ ॥ ৪০
স্বর্ণপাত্রে স্থিতং চারুতাম্বূলং সুপরিস্কৃতম্।
শনৈঃশনৈর্ম্মুখাভ্যাসে প্রত্যেকং বিনিবেদয়েৎ ॥৪১

গুহ্যোপনিষদা দেবং সংস্তূয় পুরুষোত্তমম্।
চতুঃপ্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবৎ প্রণমেৎ ক্ষিতৌ ॥৪২
বৈষ্ণবান্ পুজয়েদ্ভক্ত্যা ব্রাহ্মণান্ বিষ্ণুরূপিণঃ।
আচার্য্যদক্ষিণাং দদ্যাৎ ব্রাহ্মণানপি তোষয়েৎ ॥
পুষ্যাস্নানোৎসবং পুণ্যং যে পশ্যন্তি মুদান্বিতাঃ
সম্পন্নসর্ব্বকামাস্তে ব্রজেয়ুর্বৈষ্ণবং পদম্ ॥৪৪
রাজ্যভ্রষ্টো লভেদ্রাজ্যং সার্ব্বভৌমত্ব বিন্দতি।
অপুত্রা মৃতবৎসা বা পুত্রং দীর্ঘয়ুষং লভেৎ ॥ ৪৫
দারিদ্র্যনাশনং ধন্যং ব্রহ্মবর্চ্চসকারণম্।
পুষ্যাস্নানং কীর্ত্তিতং বঃ শৃণুধ্বমুত্তরায়ণম্ ॥ ৪৬
ইতি উৎকলখণ্ডে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

তদনন্তর যেরূপে অঙ্গের শোভা হয়, এরূপ ভাবে যথাস্থানে অলঙ্কারনিচয় পরিধান করাইবে, এবং সুগন্ধি পুষ্পমালায় ভূষিত করিবে। ৩৫

বিপ্রগণ! তৎপরে ভগবানের সম্মুখে তদীয় চক্রাদি অষ্টপ্রকার আয়ুধ স্থাপন ও রত্ন-খচিত ছত্র উত্তোলন করিয়া লক্ষ্মীর সহিত পুরুষোত্তমকে মহাসমারোহে বিবিধ উপচারে অর্চ্চনা করিতে হইবে। তৎকালে স্নিগ্ধ গম্ভীর শঙ্খধ্বনি হইতে থাকিবে, পরম রূপলাবণ্যবতী বারবিলাসিনীগণ চামর বীজন করিতে আরম্ভ করিবে, এবং নর্ত্তক ও গায়কগণ নৃত্য-গীত, বন্দিগণ স্তুতিপাঠ ও দ্বিজাতি সকলেই মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি করিতে থাকিবে। অনন্তর বারত্রয় দূর্ব্বাক্ষতপূর্ণ অঞ্জলিদানে ভগবান্ কেশবকে পূজা করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে কর্পূরচূর্ণাদির সহিত উত্তম তণ্ডুলনিচয় বিকিরণ করিবে। অতঃপর, স্বর্ণনির্ম্মিত সুবিমল দীপমালায় কর্পূর-চূর্ণমিশ্রিত বর্ত্তিকা সকল গব্য ঘৃতে প্রজ্বলিত করিয়া তদ্দ্বারা জগন্নাথ দেবের নীরাজনা করিবে। ৩৬—৪০

অনন্তর, প্রত্যেক দেবপ্রতিমার মুখসন্নি-ধানে স্বর্ণপাত্রস্থিত সুসজ্জিত তাম্বূলনিচয় ধীর-ভাবে নিবেদন করিয়া দিবে।

তৎপরে গুহ্যোপনিষৎ পাঠে দেব পুরুষো-ত্তমকে স্তব করিয়া বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ক্ষিতিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম, বিষ্ণুরূপী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিসহকারে পূজা, আচার্য্যকে দক্ষিণাপ্রদান এবং ভোজ্যাদি দানে ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ সাধন করিবে ।৪২।৪৩

মহর্ষিগণ! যাহারা উল্লিখিত পরম পুণ্য-প্রদ পুষ্যাস্নানোৎসব সানন্দে অবলোকন করে, তাহাদিগেরও সমুদয় মনস্কামনা পূর্ণ হয়, এবং তাহারা অন্তে বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া থাকে।৪৪

রাজ্যভ্রষ্ট ভূপালও উক্ত উৎসব দর্শনে পুনর্ব্বার রাজ্য ও সার্ব্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অপুত্রা ও মৃতবৎসা রমণীও দীর্ঘায়ুঃ পুত্র লাভ করে। ৪৫

মুনিগণ! আপনাদিগকে যে পুষ্যাস্নানের বিষয় বলিলাম, উহা দারিদ্র্যনাশন ও ব্রহ্মবর্চ্চ-সের কারণ বলিয়া অতি প্রশংসনীয় জানিবেন, এক্ষণে উত্তরায়ণের বিষয় শ্রবণ করুন। ৪৬

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

মৃগরাশিং সংক্রমতি যদি ভাস্বান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
উত্তরাশাং জিগমিষুস্তদা স্যাদুত্তরায়ণম্ ॥ ১
তস্য সংক্রমণাদূর্দ্ধং যাব ৎস্যাৎ বিংশতিঃ কলা।
মহাপুণ্যতমঃ কালঃ পিতৃদেবদ্বিজপ্রিয়ঃ ॥ ২
তত্র স্নাত্বা বিধানেন তীর্থরাজজলে নরঃ।
নারায়ণং সমভ্যর্চ্চ্য কল্পবৃক্ষং প্রণম্য চ।
প্রবিশ্য দেবতাগারং কৃত্বা চ ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্ ॥ ৩
মন্ত্ররাজেন সম্পূজ্য দেবং শ্রীপুরুষোত্তমম্।
তথা বলং সুভদ্রাঞ্চ স্বস্বমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ৪
দৃষ্টোত্তরায়ণে দেবং মুচ্যতে দেহবন্ধনাৎ।
বিধানং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং পাবনং মহৎ ॥ ৫
সংক্রান্তেঃ পূর্ব্বদিবসে নবাং শালীং সুকুট্টিতাম্।
প্রাসাদপূর্ব্বদেশে চ স্থাপয়িত্বাধিবাসয়েৎ ॥ ৬
নবেন বাসসাবেষ্ট্য দূর্ব্বাসর্ষপপুষ্পকৈঃ।
পূজয়িত্বাভিমন্ত্রেত কৃষ্ণস্ত্বামভিরক্ষতু ॥ ৭
তস্মিন্নেব নিশাযামে ব্যতীতে জগদীশিতুঃ।
প্রত্যর্চ্চাং সন্নিধৌ নীত্বা ভাবয়েদ্দেবতাধিয়া ॥ ৮
উপচারাবশিষ্টাভ্যাং পূজায়েষ্বে সমাহিতঃ।
ততো নির্ম্মাল্যবসন-মালামস্যাং নিধাপয়েৎ ॥ ৯
মহাসমৃদ্ধ্যা তামর্চ্চাং ত্রির্দ্দেবং ভ্রামযেত্ততঃ।
আন্দোলিকায়ামারোপ্য প্রাসাদদ্বারমানয়েৎ ॥ ১০
ত্রিবিক্রমং বিক্রমেণ ত্রৈলোক্যক্রমণং বিভুম্।
বিড়ম্বয়ন্তং তাং লীলাং প্রাসাদাৎ ভ্রাময়েচ্চ তম্ ॥
ত্রিরন্তে পুনরেবঞ্চ (১) সুসমৃদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ।
দীপিকাশতসংরুদ্ধতমসোবরণান্তরে (২)।

জৈমিনি বলিলেন, দ্বিজসত্তমগণ! সূর্য্যদেব যখন উত্তরদিকে গমনেচ্ছু হইয়া মকররাশিতে গমন করেন, সেই সময়ে উত্তরায়ণ হয়। ১

উক্ত মকর-সংক্রমণকালের পরবর্ত্তী বিংশতি দণ্ডকাল মহাপুণ্যতম এবং পিতৃ, দেব ও দ্বিজগণের প্রিয়। ২

মানব, ঐ সময়ে তীর্থরাজ-সলিলে যথাবিধি অবগাহনান্তে নারায়ণকে সম্যক্ অর্চ্চনা ও কল্পবৃক্ষকে প্রণাম করিয়া দেবাগারে প্রবেশ করিবে, পরে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্ররাজ দ্বারা দেব পুরুষোত্তমকে পূজাপূর্ব্বক বলদেব ও সুভদ্রাকে স্ব স্ব মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ৩।৪

উক্ত উত্তরায়ণে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়াই সকলে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। অধুনা উল্লিখিত উত্তরায়ণের পবিত্রতাকর মহৎ কর্ত্তব্য বিষয় বলি, শুনুন। ৫

ঐ সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবসে দেবগৃহের পূর্ব্বভাগে সুন্দররূপে কুট্টিত নূতন শালিতণ্ডুল স্থাপনপূর্ব্বক অধিবাসিত করিবে। অনন্তর নূতন বস্ত্র দ্বারা আবরণপূর্ব্বক দূর্ব্বা, সর্ষপ ও পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া "কৃষ্ণ তোমায় রক্ষা করুন" এই রক্ষা মন্ত্রে তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। ৬.৭

তৎপরে, সেই রাত্রি প্রভাতা হইলে জগদীশ্বর জগন্নাথদেবের নিকটে প্রতিমা লইয়া গিয়া দেবতাজ্ঞানে ভাবনা করিবে এবং যথাবিধি উপচার দানে সমাহিতচিত্তে জগন্নাথদেবের পূজা করিয়া অবশিষ্ট উপচারে প্রতিমা-পূজান্তে জগন্নাথ দেবকে প্রদত্ত বস্ত্র ও মাল্য প্রতিমাকে পরিধান করাইবে। ৮.৯

তদনন্তর, সেই প্রতিমাকে মহাসমারোহে জগন্নাথ দেবের চতুর্দ্দিকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করাইতে হইবে, পরে আন্দোলিকায় (চতুর্দোলায়) স্থাপনপূর্ব্বক দেবগৃহের দ্বারদেশে আনয়ন করিবে। ১০

তৎপরে, সেই ভগবান্ ত্রিবিক্রমকে বারত্রয় সেই দেবগৃহ প্রদক্ষিণ করাইবে। তৎকালে তাহাতে বোধ হইবে যেন, ভগবান্, ত্রিপাদ-দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণরূপ পূর্ব্বলীলার অনুকরণ করিতেছেন। ১১

ঐরূপ বারত্রয় পরিভ্রমণের পর পুনরায় মহাসমারোহে ধীরে ধীরে একবার প্রদক্ষিণ করাইবে। ঐ সময়ে শত শত দীপালোকে

---

(১) 'পুনরন্তে চ' ইতি পাঠান্তরম্।
(২) দীপিকাশতসংচ্ছন্নং তমসো বারণান্তরে। অন্তঃ পাঠঃ।

ছত্রধ্বজপতাকাভির্নৃত্যবাদিত্রগীতকৈঃ ॥ ১২
তদ্দর্শনপরিক্ষীণপাতকানাং মহাত্মনাম্।
নবচিহ্নং শরীরে স্যাদ্যা কিং ভ্রামণং বিদুঃ ॥*১৩
অনুযান্তি তদা যে তং মহামায়ং ত্রিবিক্রমম্।
লভন্তে বাজিমেধস্য ফলং তে বৈ পদে পদে ॥১৪
প্রথমং ভ্রমণং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পঞ্চপাতকৈঃ।
মলিনীকরণৈশ্চৈব দ্বিতীয়ভ্রমণং দ্বিজাঃ ॥ ১৫
অপাত্রীকরণৈর্দৃষ্ট্বা তৃতীয়ভ্রমণং ধ্রুবম্।
উপপাতকপাপৈশ্চ চতুর্থে মুচ্যতে ততঃ ॥ ১৬
পুনঃ প্রভাতে দেবেশং প্রলিম্পেদ্‌গন্ধচন্দনৈঃ।
বস্ত্রালঙ্কারমাল্যৈশ্চ ভূষয়িত্বা যথাবিধি ॥ ১৭

তথায় যেন কিছুমাত্র অন্ধকারাবরণ না থাকে, তৎকালে নৃত্য গীত বাদ্য করাইতে থাকিবে, চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকা উড্ডীন হইতে থাকিবে এবং ছত্র ধারণ করাইতে হইবে। ১২

ঐ সময়ে ভগবানের সেই লীলা দর্শনে যে [সক]ল মহাত্মাদিগের অখিল পাতক বিদূরিত [হ]ইয়া যায়, তাহাদিগের শরীরে নূতন ভাগ্যচিহ্ন অবশ্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাহাদিগের উক্ত ভ্রমণ-দর্শনের ফলই কি মনীষিগণ বলেন নাই? তাহাও বলিয়াছেন, শুনুন। ১৩

যাহারা, তৎকালে সেই মায়াতীত হইয়াও মহামায়াময় ভগবান্ মধুসূদনের অনুগমন করে, তাহারা প্রতিপদক্ষেপেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। ১৪

দ্বিজগণ! ভগবানের প্রথম ভ্রমণ-দর্শনে পঞ্চ মহাপাতক, দ্বিতীয় ভ্রমণ-দর্শনে, মলিনীকরণ পাপনিচয়, তৃতীয় ভ্রমণ-দর্শনে অপাত্রীকরণ পাপসমূহ এবং চতুর্থ ভ্রমণ দর্শনে বিবিধ উপপাতক হইতে মানব নিশ্চয়ই মুক্ত হইয়া যায়। ১৫ ১৬

অতঃপর পুনঃ প্রভাতকালে গন্ধচন্দন দ্বারা সেই দেবদেবকে বিলেপন করিবে, তৎপরে যথাবিধি বস্ত্র, অলঙ্কার ও মাল্য দ্বারা বিভূষিত

---

* ন চ চিহ্নং শরীরেঽস্য নবাঙ্গে ভ্রমণং ততঃ
অপরঃ পাঠঃ।

পূজয়েদুপচারৈস্তং যথাশক্তিসমৃদ্ধিমৎ।
নীরাজয়িত্বা দেবেশং তণ্ডুলানধিবাসিতান্ ॥ ১৮
স্থালীষু শালিকুম্ভাংশ্চ দধিখণ্ডাজ্যমিশ্রিতান্।
সনারিকেলশকলান্ শৃঙ্গবেরদলান্বিতান্ ॥ ১৯
প্রাসাদাৎ ত্রিঃপরিভ্রাম্য নয়েদ্দেবসমীপতঃ।
পঙ্‌ক্তিশঃ স্থাপয়েদগ্রে গন্ধপুষ্পাক্ষতান্বিতান্ ॥২০
জীবনং সর্ব্বভূতানাং জনকস্ত্বং জগদ্‌গুরো।
ত্বত্তঃ শালয়ো হ্যেতে ত্বয়ৈব জনিতাঃ প্রভো ॥২১
লোকানুগ্রহণার্থায় গৃহীত্বা চিত্রবিগ্রহম্।
তব প্রীত্যৈ কৃতানেতান্ গৃহাণ পরমেশ্বর ॥ ২২
ত্বয়ি তুষ্টে জগৎ সর্ব্বমন্নেন প্রভবিষ্যতি।
স্বাহাকারস্বধাকার-বষট্‌কারা দিবৌকসাম্ ॥ ২৩
আপ্যায়না ভবিষ্যন্তি তৈরেবাপ্যায়িতং জগৎ।
রক্ষ সর্ব্বং জগন্নাথ ত্বন্ময়ং সচরাচরম্ ॥ ২৪

করিয়া যথাশক্তি উপচার দানে মহাসমারোহে পূজা ও নীরাজনান্তে পূর্ব্বাধিবাসিত তণ্ডুল সকল দধি, ঘৃত, খণ্ড (খাঁড়), নারিকেল খণ্ড ও আর্দ্রক-পত্রের সহিত স্বর্ণ-নির্ম্মিত স্থালী-নিচয়ে সংস্থাপনপূর্ব্বক যথাক্রমে দেবপ্রাসাদ পরিভ্রমণ করাইয়া ভগবানের সমীপে লইয়া যাইবে এবং গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত যুক্ত করিয়া ভগবানের সম্মুখে পংক্তি ক্রমে স্থাপন করিবে। ১৭

অনন্তর, হে জগদ্‌গুরো! আপনিই সর্ব্বভূতের জীবন ও জনক, অতএব হে প্রভো! এই শালিতণ্ডুল সকলও আপনার স্বরূপ এবং আপনিই ইহাদিগের উৎপাদক। হে পরমেশ্বর! এক্ষণে আপনি লোকানুগ্রহার্থ বিচিত্র শরীর ধারণপূর্ব্বক আপনারই প্রীত্যর্থে আনীত এই শালি-সকল গ্রহণ করুন। ২১২২

নাথ! আপনি তুষ্ট হইলেই অখিল জগৎ অন্নরসে সবল হইবে এবং স্বাহা, স্বধা ও বষট্‌কার স্বর্গবাসীদিগের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে, আর, তাহা হইলেই তাহাদিগের দ্বারা সমুদয় জগৎ আপ্যায়িত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব হে জগন্নাথ! ইহা শ্রবণ করিয়া আত্মরূপ চরাচর সকল রক্ষা করুন। ২৩।২৪

ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশং শালীংস্তান্ বিনিবেদয়েৎ
তন্ময়ান্ ভক্ষ্যভোজ্যাংশ্চ দধিকুম্ভান্ সুগন্ধিনঃ॥
কর্পূরখণ্ডমরিচচূর্ণযুক্তান্ নিবেদয়েৎ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র দেবদেবপুরঃস্থিতান্ ॥২৭
অভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্বসন্তুষ্ট্যা তান্ দ্বিজান্ ভগবদ্ধিয়া।
পুষ্পচন্দনবস্ত্রাদ্যৈস্তোষয়েদ্ভক্তিভাবিতঃ॥ ২৭
ব্রাহ্মণান্ দেবদেবস্য বুধ্যধ্বং জঙ্গমাং তনুঃ।
তেষু তুষ্টেষু ভগবানুপচারৈঃ সমর্চ্চিতঃ॥২৮
যথা তথা বা দেবেশং নরোঽভ্যর্চ্চিতুমিচ্ছতি।
করোতু দ্বিজদেহেষু উপচারাংস্তথা তথা॥ ২৯
এবং কৃতে জগন্নাথস্তৎক্ষণাচ্চ প্রসীদতি॥ ৩০
ইমং মহোৎসবং বিপ্রা পুরাকল্পে চ কশ্যপঃ।
স্বস্বসৃষ্টিং বিনির্ম্মায় ভগবৎপ্রীতয়েঽকরোৎ॥৩১
যে পশ্যন্ত্যুৎসবঞ্চৈনং কশ্যপেন বিনির্ম্মিতম্।

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দেবদেবকে সেই শালিতণ্ডুলসকল এবং কর্পূর, খণ্ড ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত শালিতণ্ডুলজাত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য ও সুগন্ধি দধিকুম্ভনিচয় নিবেদন করিয়া দিবে; পরে দেবদেবের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিসহকারে ভোজন করাইবে।২৫।২৬

অতঃপর ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেই সকল দ্বিজগণকে ভগবদ্বুদ্ধিতে পুষ্প, চন্দন ও বস্ত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিবে। ২৭

দ্বিজগণ! ব্রাহ্মণগণকেই ভগবানের জঙ্গম দেহ বলিয়া বোধ করিবেন, এজন্য ব্রাহ্মণগণ তুষ্ট হইলেই, ভগবান্ সম্যক্ উপচার দানে অর্চ্চিত হইলেন, জানিবেন। ২৮

মানব, যে প্রকার উপচারাদি দ্বারা ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করিবে,ব্রাহ্মণগণকেও তাদৃশ উপচার দান করিতে হইবে, এই রূপ করিলেই জগন্নাথ দেব তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইয়া থাকেন।২৯।৩০

বিপ্রগণ! পূর্ব্বককল্পে ভগবান্ কশ্যপ, স্বীয় সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদনান্তে ভগবৎ প্রীত্যর্থে এই মহোৎসব করিয়াছিলেন। ৩১

দ্বিজগণ! যাহারা, এই কশ্যপস্থাপিত মহোৎসব সন্দর্শন করে, সর্ব্বদাই তাহাদিগের

সর্ব্বদা সর্ব্বকামৈস্তে পূর্ণাঃ শোচন্তি নো দ্বিজাঃ।
উষিত্বা ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং কল্পান্তে মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ ৩২
মহানসস্য সংস্কারং বহ্নিসংস্কারমেব চ।
অত্রাপি কুর্য্যান্মুনয়ো বৈশ্বদেবং দিনে দিনে॥৩৩
তত্রাপি সংস্কৃতে বহ্নৌ ভগবন্তুক্তয়ে রমা।
প্রত্যহং পাকমাধত্তে দিব্যরূপা তিরোহিতা॥ ৩৪
অস্মিন্ মহাপুণ্যতমে উৎসবে পরমাত্মনঃ।
তুলাপুরুষদানাদিকোটিকোটিগুণং ভবেৎ॥ ৩৫
স্নানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
সর্ব্বমক্ষয়তাং যাতি উৎসবে চোত্তরায়ণে॥ ৩৬
মুনয় উচুঃ।
মুনে বৈষ্ণববহ্নেস্তু সংস্কারং পুনরূচিবান্।
এতস্য বিধিমাচক্ষ্ব যেন পাকস্য সংস্ক্রিয়া॥ ৩৭
জৈমিনিরুবাচ।
বৈষ্ণবাগ্নিবিধিং বক্ষ্যে যেন বৈষ্ণবকর্ম্মসু।

মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় তাহাদিগকে আর কোন কারণে শোক করিতে হয় না, তাহারা দেবগণের সহিত সুরপুরে বাস করত কল্পান্তে নিঃসন্দেহ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৩২

মুনিগণ! উক্ত উৎসবেও প্রতিদিন পাকশালা সংস্কার, বহ্নি-সংস্কার এবং বৈশ্বদেববলি কর্ত্তব্য। ৩৩

ঐ উৎসবেও দিব্যরূপিণী দেবী কমলা ভগবানের ভোজনার্থ সাধারণের অদৃশ্যভাবে উক্ত সংস্কৃতাগ্নিতে প্রত্যহ পাক করিয়া থাকেন। ৩৪

পরমাত্মরূপী জগন্নাথ দেবের ঐ মহাপুণ্যতম উৎসবের তুলাপুরুষাদি দানে কোটি কোটি গুণ অধিক পুণ্য লব্ধ হয় এবং স্নান, দান, তপস্যা, হোম, স্বাধ্যায় ও পিতৃ-তর্পণ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই অক্ষয়ফলজনক হইয়া থাকে। ৩৫ ৩৬

মুনিগণ বলিলেন, হে মুনে! আপনি যে বৈষ্ণবাগ্নির সংস্কারের বিষয় পুনর্ব্বার বলিলেন, যাহাতে পাকসংস্কার হয়, এক্ষণে তাহার বিধানের বিষয় বলুন। ৩৭

তৎ শ্রবণে জৈমিনি কহিলেন, সর্ব্বত্র

সর্ব্বত্র সংস্কৃতো বহ্নিঃ সম্ভবেৎ ফলসাধনঃ ॥ ৩৮
কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে বাপি সুপলিপ্তে গুণান্বিতে।
শুভে দেশে প্রাঙ্মুখঃ সন্ দেশিকো যতমানসঃ ॥
বিষ্ণুসংস্কারবিধিবল্লক্ষ্ম্যা যুক্তং শুভোদয়ম্।
তস্য পশ্চিমতো বহ্নিসস্তারসংস্কৃতিস্ততঃ ॥ ৪০
স্থাপয়িত্বা তু কুণ্ডে তৎ প্রণবেনোপলেপয়েৎ।
প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ তিস্রো রেখা বিলেখয়েৎ ॥৪১
প্রণবেন চতুর্দ্দিক্ষু বেষ্টয়েদ্রেখিকাঃ ক্রমাৎ।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রস্য ষড়ঙ্গৈর্বীক্ষণাদিভিঃ ॥ ৪২
সংস্কুর্য্যাৎ কুণ্ডরূপং তন্মধ্যে চাস্ত্রেণে বিস্তরম্।
নিধায় কুশমূলে তু লক্ষ্মীমৃতুমতীং স্মরেৎ।
তাং সম্পূজ্য স্বহৃদয়ে চিন্তয়েন্মদনাতুরাম্ ॥ ৪৩

বিষ্ণুপ্রীতিকর কার্য্যে যদ্দ্বারা অগ্নি সংস্কৃত হইলে সম্যক্ ফলপ্রদ হয়, এক্ষণে আপনাদিগে জিজ্ঞাসানুরূপ সেই বৈষ্ণবাগ্নি-সংস্কারের বিধান বলি, শুনুন। ৩৮

কর্ম্মকর্ত্তাকে, সংযতচিত্ত ও পূর্ব্বাস্য হইয়া যথোক্ত গুণযুক্ত শুভ প্রদেশে সুন্দররূপে উপলিপ্ত কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে অগ্নিস্থাপন করিতে হইবে। ৩৯

মুনিগণ! যেরূপ স্থানে কার্য্য করিলে শুভ ফলোদয় হইবার সম্ভব এবং যাহা দেখিতে সুন্দর, তাদৃশ স্থানের পশ্চিম ভাগে বিষ্ণু-সংস্কারবিধিবৎ অগ্নিসংস্কার করা বিধেয়। ৪০

প্রথমে কুণ্ডমধ্যে বালুকাদি স্থাপনপূর্ব্বক প্রণব দ্বারা কুণ্ড উপলেপন করিবে, পরে বালুকোপরি কুশাগ্র দ্বারা ত্রিসংখ্যক পূর্ব্বাগ্র ও ত্রিসংখ্যক উত্তরাগ্র রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। ৪১

তদনন্তর প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক, পূর্ব্বাদি-ক্রমে জলধারা দ্বারা সেই রেখাসকলকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিবে, পরে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রপাঠে বীক্ষণাদি ষড়ঙ্গ দ্বারা সমুদয় কুণ্ডের এবং অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণে কুণ্ডমধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত সমতল প্রদেশের সংস্কার করিবে। তৎপরে কুণ্ডাভ্যন্তরে কুশসমূহ স্থাপনপূর্ব্বক কুশমূলে লক্ষ্মীদেবীকে ঋতুমতী জ্ঞানে স্মরণ করিতে হইবে অনন্তর স্বহৃদয়ে তাঁহাকে সম্যক্ পূজা করিয়া তাঁহাকে মদনাতুরা রূপে ভাবনা করিবে। ৪২।৪৩

শ্রোত্রিয়স্য গৃহাদ্বহ্নিং দারুজ্যং মণিজং তথা।
তাম্রপাত্রে সমাহৃত্য বিষ্ণুং স্বং পরিচিন্তয়েৎ ॥
তদ্বীজরূপং তং বহ্নিং ধ্যাত্বা কুণ্ডং প্রদক্ষিণম্।
ত্রির্ভ্রাময়িত্বা তং দেব্যা যোনৌ কুণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ,
আচম্যাচমনং দেব্যা দত্ত্বা তাম্বূলমেব চ।
যজ্ঞকাষ্ঠৈন প্রজ্বাল্য প্রাদেশিকসমিদ্দ্বয়ম্ ॥ ৪৬
নিক্ষিপ্য পরিতো দিক্ষু প্রাগুদগগ্রকৈঃ কুশৈঃ
সমুৎসৃজ্য দিশঃ পাত্রমিধ্মবর্হিঃ প্রদেশিকম্।
সম্প্রক্ষাল্যাস্ত্রমন্ত্রেণ পাত্রাণি প্রোক্ষয়েত্ততঃ ॥ ৪৭
পবিত্রং প্রোক্ষণীমধ্যে স্থাপয়িত্বা তু তত্র বৈ।
পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাভ্যাং বিষ্ণুঞ্চাজ্যসংস্ক্রিয়াম্।
কৃত্বাঘারাবাজ্যভাগৌ হুত্বা বহ্নিং বিচিন্তয়েৎ ॥৪৮
জাতং দেবং সুবর্ণং তং চতুর্ব্বাহুং জটোজ্জ্বলম্।

অতঃপর শ্রোত্রিয়ের গৃহ হইতে সংগৃহীত কিংবা কাষ্ঠঘর্ষণোৎপন্ন অথবা মণিজাত বহ্নি তাম্রপাত্রে আহরণপূর্ব্বক আপনাকে বিষ্ণুরূপে ভাবনা করিবে। ৪৪

অনন্তর সেই বহ্নিকে বিষ্ণুবীজরূপে চিন্তা করত বারত্রয় কুণ্ডপ্রদক্ষিণ করাইয়া দেবী লক্ষ্মীর যোনিস্বরূপে চিন্তিত কুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে স্বয়ং আচমনপূর্ব্বক লক্ষ্মী দেবীকে আচমনীয়োদক ও তাম্বূল দান করিয়া যজ্ঞীয় কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিবে, এবং তদুপরি প্রাদেশ-প্রমাণ সমিদ্দ্বয় নিক্ষেপ-পূর্ব্বক প্রাগগ্র ও উদগগ্র কুশনিচয় দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে কঙ্করাদি দূর করিয়া হোমীয় পাত্র, সমিৎ, কাষ্ঠ ও প্রাদেশ প্রমাণ একগাছী কুশ প্রক্ষালনান্তে সেই কুশ দ্বারা অস্ত্রমন্ত্রে শ্রুবাদি পাত্র সকল প্রোক্ষণ করিবে। ৪৫।৪৬

অনন্তর প্রোক্ষণী-পাত্রমধ্যে পবিত্র স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি গন্ধ পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে, পরে অজ্য-সংস্কারান্তে আঘারাজ্য হোম করিয়া অগ্নিকে এইরূপ চিন্তা করিবে, অগ্নি দেব সুবর্ণবর্ণে দেদীপ্যমান হইতেছেন,

ইষ্টং শক্তিং স্বস্তিকঞ্চাভয়ঞ্চ দধতং করৈঃ॥ ৪৯
গর্ভাধানাদিকাঃ কার্য্যা বিবাহান্তাঃ ক্রিয়াঃ পৃথক্।
আজ্যেন জুহুয়াত্তাসু দ্বাদশ দ্বাদশাহুতীঃ॥ ৫০
কর্ম্মনাম চ সঙ্কীর্ত্ত্য নমোঽস্তু বৈষ্ণবাগ্নয়ে।
গন্ধাদিনা সমভ্যর্চ্চ্য বহ্নিং প্রজ্বলিতং ততঃ।
চতুর্গৃহীতঞ্চ স্রুচি স্রুবপূর্ণাজ্যকং ততঃ।
পূর্ণাহুতিঞ্চ জুহুয়াৎ কর্ম্মণঃ সম্পদে ততঃ॥ ৫২
ভিন্নং ন চিন্তয়েদ্বিষ্ণোর্বহ্নিং বিপ্রাঃ কদাচন।
অন্তর্যামী স সর্ব্বেষাং জগতামব্যয়ো দ্বিজাঃ ৫৩
সর্ব্বত্র কর্ম্মণি বিভুর্জীবভূতঃ সনাতনঃ।
অগ্নিরূপেণ চ হবিঃ সমিদাদি প্রকল্পিতম্॥ ৫৪
আদায় কর্ম্ম সফলং করোতি চ দদাতি চ।
শাক্তশাম্ভবসৌরাদিসর্ব্বকর্ম্মস্বয়ং বিধিঃ॥ ৫৫
তদ্রূপবিষ্ণুং তং ধ্যায়েন্মন্ত্রা দ্বাদশাক্ষরঃ।
লক্ষ্মীরূপাস্ত তচ্ছক্তিং নৈতেভ্যো বিদ্যতে পরম্॥
এতে ত্রয়ো জগৎসৃষ্টি-স্থিতিনাশনকারণম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদাতারো দ্বিজাঃ সত্যং বদাম্যহম্॥ ৫৭
ইত্থং সুসংস্কৃতে বহ্নৌ পাকং কুর্য্যাদ্দ্বিজোত্তমাঃ
তদন্নং বা হবির্ব্বাপি বিষ্ণবে ভক্তিতো দদেৎ॥৫৮
তেন প্রীতো হি ভগবান্ দদাতি বরমুত্তমম্।
সর্ব্বান্ কামান্ দদাত্যেব যো যথা কামমিচ্ছতি॥
অয়ং বঃ কথিতো বিপ্রা বিধির্বৈষ্ণবকর্ম্মণি।
যত্র যত্র হরেঃ কর্ম্ম তত্র তত্র ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৬০
পাকাঙ্গত্বাদয়ং বহ্নেঃ সংস্কারঃ প্রত্যহং ভবেৎ॥৬১
অহোরাত্রোদিতং কর্ম্ম একমেব হরের্যতঃ।
অতো ন পাকভেদোঽস্তি প্রতিপাকাবৃত্তির্ন চ॥
ইতি উৎকলখণ্ডে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥

তদীয় মস্তকে সমুজ্জ্বল জটাজাল শোভা পাইতেছে এবং তিনি হস্তচতুষ্টয়ে ইষ্ট, শক্তি, ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ৪৮।৪৯

মুনিগণ! গর্ভাধানাদি বিবাহান্ত যে সকল কার্য্য, তত্তৎপ্রত্যেক কার্য্যই দ্বাদশ-সংখ্যক পৃথক্ আজ্যাহুতি দান করা বিধেয়। ৫০

কর্ম্মবিশেষে অগ্নির পৃথক্‌রূপ নামকরণ পূর্ব্বক "বৈষ্ণবাগ্নয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির অর্চ্চনা করিবে, পরে বারচতুষ্টয় স্রুবপূর্ণ আজ্য লইয়া স্রুক্ নামক পাত্রে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে কর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনার্থ পূর্ণাহুতি দিবে। ৫১ ৫২

বিপ্রগণ! অগ্নিকে কদাচ বিষ্ণু হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করা উচিত নহে। দ্বিজগণ। অখিল জগতের অন্তর্যামী এবং জীবস্বরূপ সে অব্যয় সনাতন সর্ব্বনিয়ন্তা হরিই নিখিল কার্য্যের অগ্নিরূপে প্রদত্ত ঘৃতসমিদাদি গ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্ম সফল করেন এবং কর্ম্মকর্ত্তাকে অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন। মুনিগণ! শাক্ত, শৈব ও সৌরাদি সমুদয় কার্য্যেই এইরূপ বিধি, জানিবেন। ৫৩। ৫৫

দ্বিজগণ! এতাদৃশ সেই বিষ্ণু, এবং লক্ষ্মীরূপা তদীয় শক্তিকে সততই সকলের ধ্যান করা কর্ত্তব্য; কারণ, উক্ত বিষ্ণু ও লক্ষ্মী এবং দ্বাদশাক্ষর যে বিষ্ণুমন্ত্র এই ত্রিতয় হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই। সত্য বলিতেছি উক্ত ত্রিতয়ই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের মূল কারণ এবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ। ৫৬।৫৭

হে দ্বিজোত্তমগণ! এইরূপে অগ্নিকে সুসংস্কৃত করিয়া তাহাতে পাক করিবে এবং ভক্তিভাবে সেই অন্ন বা ঘৃত ভগবান্ বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিবে। ৫৮

ইহাতে ভগবান্ প্রীত হইয়া নিশ্চয়ই অত্যুত্তম বর প্রদান করেন এবং যে যেরূপ ইচ্ছা করে, অবশ্যই তাহার সমুদয় কামনা পূর্ণ করিয়া দেন। ৫৯

বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট বিষ্ণুপ্রীতিকর কার্য্যের বিধান বলিলাম। যে যে স্থানেই বিষ্ণুর প্রীতিপ্রদ কার্য্য আচরিত হইবে, সেই সেই স্থানেই এইরূপ বিধি অনুসৃত হইবে, সন্দেহ নাই। ঈদৃশ বহ্নিসংস্কার পাকের অঙ্গ বলিয়া প্রত্যহই এইরূপ সংস্কার করিতে হইবে, কেবল এক অহোরাত্র মধ্যে ভগবান্ হরির যে সকল কার্য্য কথিত হইয়াছে, তাহা একই কার্য্য বলিয়া তাহাতে পাকের বিভিন্নতা নাই, এজন্য প্রতিপাককালে আর অগ্নি-সংস্কার করিতে হয় না। ৬০—৬২

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

ফাল্গুনে মাসি কুর্ব্বীত দোলারোহণমুত্তমম্।
যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দো লোকানুগ্রহনায় বৈ॥ ১
প্রত্যর্চ্চাং দেবদেবস্য গোবিন্দাখ্যাং তু কারয়েৎ।
প্রাসাদপুরতঃ কুর্য্যাৎ ষোড়শস্তম্ভমুচ্ছ্রিতম্॥ ২
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং মণ্ডপং বেদিকান্বিতম্।
চারুচন্দ্রাতপং মাল্যচামরধ্বজশোভিতম্॥ ৩
ভদ্রাসনং বেদিকায়াং শ্রীপর্ণীকাষ্ঠনির্ম্মিতম্।
ফল্গুৎসবং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চাহানি ত্র্যহানি বা॥৪
ফাল্গুন্যাঃ পূর্ব্বতো বিপ্রাশ্চতুর্দ্দশ্যাং নিশামুখে।
বহ্ন্যুৎসবং প্রকুর্ব্বীত দোলামণ্ডপপূর্ব্বতঃ॥৫
গোবিন্দানুগৃহীতং তু যাত্রাঙ্গং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
আচার্য্যবরণং কৃত্বা বহ্নিং নির্ম্মন্থনোদ্ভবম্॥ ৬
ভূমিং সংস্কৃত্য বিধিবৎ তৃণরাশিং মহোচ্ছ্রিতম্।
সপশুং কারয়িত্বা তু বহ্নিং তত্র বিনিক্ষিপেৎ॥৭
পূজয়িত্বা বিধানেন কুষ্মাণ্ডবিধানা হুনেৎ।
গোবিন্দং পূজয়িত্বা তু ভ্রাময়েৎ সপ্ত তং বিভুম্॥
তস্মিন্ কালে হরিং দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যত্নাত্তং রক্ষয়েদ্বহ্নিং যাবদ্‌যাত্রা সমাপ্যতে॥ ৯
প্রান্তযামে চতুর্দ্দশ্যাং গোবিন্দপ্রতিমাং শুভাম্।
বাসয়িত্বা হরেরগ্রে পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্॥ ১০
উপচারাবশিষ্টৈস্তু প্রত্যর্চ্চমপি পূজয়েৎ।
ততোঽহরোপ্য বসনং মালাঞ্চ দ্বিজসত্তমাঃ।
অচ্চায়াং বিন্যসেন্মন্ত্রী পরংজ্যোতির্বিভাবয়ন্॥ ১১
ততঃ সা প্রতিমা সাক্ষাজ্জায়তে পুরুষোত্তমঃ।
রত্নান্দোলিকয়া তাং বৈ নয়েৎ স্নানস্য মণ্ডপম্॥

জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ! ফাল্গুন মাসে ভগবানের দোলারোহণরূপ অত্যুত্তম উৎসব করিবে, ভগবান্ গোবিন্দ জনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থই দোলারোহণে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ১

উক্ত উৎসবার্থ দেবদেবের গোবিন্দ নামক প্রতিমূর্ত্তি গঠন করাইবে এবং জগন্নাথ দেবের প্রাসাদ-সম্মুখে ষোড়শস্তম্ভযুক্ত, চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্বার ও মধ্যস্থলে বেদিকাশোভিত, চতুষ্কোণ ও সমুন্নত একটী দোলামণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইবে ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ এবং চতুর্দ্দিকে মালা, চামর ও ধ্বজাদি দ্বারা সুশোভিত করাইবে। ২।৩

বেদিকামধ্যে শ্রীপর্ণীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত ভদ্রাসন সজ্জিত করিতে হইবে। বিপ্রগণ! উক্ত উৎসবে পঞ্চ বা ত্রিদিবস ফল্গুৎসব করিবে এবং ফল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্বদিবস চতুর্দ্দশীতে প্রদোষকালে দোলামণ্ডপের পূর্ব্বভাগে বহ্ন্যুৎসব করিবে। ৪ ৫

দোলযাত্রাঙ্গ উক্ত বহ্ন্যুৎসব ভগবান্ গোবিন্দের পরমপ্রিয় বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। অগ্রে আচার্য্য-বরণপূর্ব্বক নির্ম্মল কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উত্তোলন করিবে, পরে বিধিবৎ ভূমি সংস্কারপূর্ব্বক অত্যুচ্চ তৃণরাশির মধ্যে মেষপশু স্থাপন করিয়া সেই তৃণপুঞ্জমধ্যে পূর্ব্বোক্ত অগ্নি নিক্ষেপ করিবে। ৬৭

তৎপরে যথাবিধি অগ্নির অর্চ্চনাপূর্ব্বক কুষ্মাণ্ডবিধি অনুসারে আহুতি প্রদান করিতে হইবে, অনন্তর, ভগবান্ গোবিন্দকে পূজা করিয়া সপ্তবার অগ্নিভ্রমণ করাইবে। ২

মুনিগণ! তৎকালে ভগবান্ হরিকে দর্শন্ করিলে মানব সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়, যাবৎকাল ভগবানের দোলযাত্রা সমাপ্ত না হয়, তাবৎকাল সেই অগ্নিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ৯

দ্বিজসত্তমগণ! তৎপরে সাধক, উক্ত চতুর্দ্দশীর শেষ প্রহরে ভগবান্ হরির সম্মুখে সুগঠিত গোবিন্দ-প্রতিমা স্থাপন করিয়া হরিকে পূজা করিবে এবং অবশিষ্ট উপচার দ্বারা সেই গোবিন্দ-প্রতিমার অর্চ্চনান্তে পুরুষোত্তমের অঙ্গ-হইতে প্রদত্ত বসন ও মাল্য লইয়া পরম জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্‌কে ভাবনা করত প্রতিমাকে পরিধান করাইবে। ১০.১১

ঐরূপ করা হইলেই সেই প্রতিমা সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম-স্বরূপ হইবেন। অনন্তর সেই প্রতিমাকে রত্ন-দোলায় আরোহণ করাইয়া স্নান-মণ্ডপে লইয়া যাইবে। ১২

নানাতূর্য্যনিনাদৈশ্চ শঙ্খধ্বনিপুরঃসরম্।
জয়শব্দৈস্তথা স্তোত্রৈঃ পুষ্পবৃষ্টিভিরেব চ॥ ১৩
ছত্রধ্বজপতাকাভিশ্চামরৈর্ব্যজনৈস্তথা।
নিরন্তরং দীপিকাভিস্তদা কুর্য্যান্মহোৎসবম্॥ ১৪
আগচ্ছন্তি তদা দেবাঃ পিতামহপুরোগমাঃ।
দ্রষ্টুং ঋষিগণৈঃ সার্দ্ধং গোবিন্দস্য মহোৎসবম্॥
ভদ্রাসনেঽধিবাস্যৈনং পূজয়েদুপচারকৈঃ।
মহাস্নানস্য বিধিনা স্নপনং তস্য কারয়েৎ॥ ১৬
পঞ্চামৃতৈশ্চ সর্ব্বৈস্তু তেষামন্যতমেন বা।
স্নাপয়েদ্গন্ধতোয়েন শ্রীসূক্তেনাভিষেচয়েৎ॥ ১৭
সম্প্রোঞ্চ্য ভূষয়েদ্দেবং বস্ত্রালঙ্কারমাল্যকৈঃ।
নীরাজয়িত্বা সম্পূজ্য প্রাসাদং পরিবেষ্টয়েৎ॥ ১৮
সপ্তকৃত্বস্ততো দেবং দোলামণ্ডপমানয়েৎ।
সুসংস্কৃতায়াং রথ্যায়াং পতাকাতোরণাদিভিঃ॥
অধোদেশে মণ্ডপং তং সপ্তধা ভ্রাময়েৎ পুনঃ।
ঊর্দ্ধদেশে পুনঃ সপ্ত স্তম্ভবেদ্যান্তু সপ্ত বৈ।
যাত্রাবসানে চ ততো ভ্রাময়েদেকবিংশতিম্॥ ২০
ইয়ং লীলা ভগবতঃ পিতামহমুখেরিতা।
রাজর্ষিণেন্দ্রদ্যুম্নেন কারিতা পূর্ব্বমেব হি॥ ২১
ফলপুষ্পাদ্যবনতৈঃ শাখিভিঃ পরিকল্পিতে।
বৃন্দাবনান্তরে রম্যে মত্তভ্রমররাবিণি॥ ২২
কোকিলালাপমধুরে নানাপক্ষিগণাকুলে।
নানোপশোভারচিতে কালাগুরুসুধূপিতে॥ ২৩
প্রফুল্লকেতকীষণ্ড-গন্ধামোদিদিগন্তরে।
মল্লিকাশোকপুন্নাগ-চম্পকৈরুপশোভিতে॥ ২৪
তৎকাননান্তঘটিতে মণ্ডপে চারুতোরণে।
ভূষিতে মাল্যবসন-চামরৈরুপশোভিতে॥ ২৫
রত্নখট্বান্দোলিকায়াং তন্মধ্যে বাসয়েৎ প্রভুম্।
সরত্নমুকুটং তারহারশোভিতবক্ষসম্॥ ২৬

ঐ সময়ে শঙ্খধ্বনির সহিত নানাপ্রকার বাদ্য-বাদন, জয়ধ্বনি, স্তোত্রপাঠ, পুষ্পবৃষ্টি, ছত্র ও ধ্বজ-পতাকা-উত্তোলন, চামর-ব্যজন-বীজন এবং নিবিড়ভাবে শ্রেণীবদ্ধ দীপমালায় মহোৎসব করা কর্ত্তব্য। ১৩।১৪

তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ গোবিন্দদেবের সেই মহোৎসব-দর্শনার্থ ঋষিগণের সহিত অলক্ষিতভাবে তথায় আগমন করিয়া থাকেন।১৫

অনন্তর গোবিন্দকে ভদ্রাসনে সংস্থাপন-পূর্ব্বক যথাবিধি উপচারে অর্চ্চনা করিবে এবং মহাস্নানবিধানানুসারে স্নান করাইতে হইবে। সমুদয় পঞ্চামৃত বা তাহার অন্যমত দ্বারাও স্নান ক্রিয়া করণীয়, এবং শ্রীসূক্ত পাঠে গন্ধ তোয় দ্বারাও অভিষেক করিতে হইবে। ১৬।১৭

অতঃপর অঙ্গমার্জ্জনপূর্ব্বক বস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্য দ্বারা ভূষিত করিয়া নীরজনা করিবে এবং পরে যথাবিধি পূজা করিয়া সপ্তবার দেব-গৃহ প্রদক্ষিণ করাইবে। অনন্তর দোলামণ্ডপে লইয়া যাইবে। তথাকার পথ সুন্দররূপে পরি-ষ্কৃত ও পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত করিবে ১৮।১৯

উক্ত দোলামণ্ডপের অধোদেশে সপ্তবার ও ঊর্দ্ধদেশে সপ্তবার এবং স্তম্ভবেদীতে সপ্তবার ভ্রমণ করাইবে, পরে যাত্রাবসানেও ঐরূপ সপ্ত সপ্ত করিয়া একবিংশতিবার ভ্রমণ করাইতে হইবে। ২০

ভগবান্ ব্রহ্মা স্বমুখে ভগবানের এই লীলার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নও পূর্ব্বে ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ২১

ভক্তগণকে অগ্রে ফলপুষ্পাবনত বিবিধ তরুরাজি দ্বারা বিরাজিত, মধুগন্ধোন্মত্ত ভ্রমর-নিকরের গুন গুন ধ্বনিতে, কোকিল-কুলের কর্ণসুখকর কুহু কুহু রবে ও নানা প্রকার বিহঙ্গম-নিচয়ের মনোমুগ্ধকর নিনাদে পরিপূর্ণ নানাবিধ সুদৃশ্য দ্রব্যসমূহ দ্বারা সুশোভিত এবং কালাগুরুগন্ধে আমোদিত কল্পিত বৃন্দাবন রচনা করিতে হইবে। ২২।২৩

প্রফুল্ল কেতকী-কুসুমের শোভন সৌরভে উহার চতুর্দ্দিক্ যেন আমোদিত এবং পুষ্পিত মল্লিকা, অশোক, পুন্নাগ ও চম্পকাদি বৃক্ষে সুশোভিত হয়। ২৪

এবম্বিধ কল্পিত উদ্যান-মধ্যে মাল্য, পতাকা, চামর ও মনোহর তোরণ দ্বারা সুসজ্জিত মণ্ডপে রত্নখট্বা-সুশোভিত দোলন পীঠ (দোল চৌকী) বিলম্বিত করিয়া তন্মধ্যে

অনর্ঘ্যরত্নখচিত-কুণ্ডলোদ্ভাসিতশ্রুতিম্।
যথাস্থানং যথাশোভং দিব্যালঙ্কাররঞ্জনম্॥ ২৭
বিকচাম্বুজমধ্যস্থং বিশ্বধাত্র্যা শ্রিয়া যুতম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্॥ ২৮
সুপ্রসন্নং সুনাসাভ্রূপীনবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্॥ ২৯
পুরোদ্যানস্থিতৈর্দেবৈর্ব্রহ্মাদ্যৈর্নতকন্ধরৈঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটৈর্ভক্ত্যা জয়শব্দৈরভিষ্টুতম্॥ ৩০
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ কিন্নরৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ।
হাহাহূহুপ্রভৃতিভিঃ সত্বরং দিব্যগায়নৈঃ॥ ৩১
অহম্পূর্ব্বিকয়া নৃত্যগীতবাদিত্রকারিভিঃ।
নেত্রাম্বুজসহস্রৈস্তু পূজ্যমানং মুদান্বিতৈঃ॥ ৩২
বিকিরদ্ভিঃ সর্ব্বদিক্ষু গন্ধচন্দনজং রজঃ।
উপবেশ্যাথ গোবিন্দং পূজয়েদুপচারকৈঃ॥ ৩৩

বল্লবীবৃন্দমধ্যস্থং কদম্বতরুমূলগম্
তারহাস্যবিলাসৈস্তু ক্রীড়মানং বনান্তরে॥ ৩৪
গোপীভিশ্চৈব গোপালৈর্দোলান্দোলিতযানগম্।
চিন্তয়িত্বা জগন্নাথং বিকিরেদ্গন্ধচূর্ণকৈঃ॥ ৩৫
সকর্পূরৈ রক্তপীত-শুক্লৈর্দিক্ষু সমন্ততঃ।
দিব্যবস্ত্রৈর্দিব্যমাল্যৈর্দিব্যগন্ধৈঃ সুধূপকৈঃ॥ ৩৬
চামরান্দোলনৈর্গানৈঃ স্তুতিভিশ্চ সমর্চ্চিতম্।
আন্দোলয়েদ্দোলিকাস্থং সপ্তবারান্ শনৈঃশনৈঃ॥
তদা পশ্যন্তি যে কৃষ্ণং মুক্তিস্তেষাং ন সংশয়ঃ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং পঞ্চানাং সঙ্ক্ষয়ো ভবেৎ॥
ত্রিরেবং দোলয়েদ্দেবং সর্ব্বপাপাপনোদকম্।
ভক্তানুগ্রাহকং পুংসাং ভক্তিমুক্ত্যেককারণম্॥৩৯
লীলাবিচেষ্টিতং তস্য কৃত্রিমং সহজন্তথা।

ভগবানকে অধিরূঢ় করাইবে। তাঁহার মস্তকে যেন রত্ন খচিত মুকুট, বক্ষঃস্থলে রত্নহার, কর্ণযুগলে বহুমূল্য রত্নরাজি বিরাজিত কুণ্ডল এবং যে অঙ্গে যে অলঙ্কার শোভা পায়, তিনি সেই অঙ্গে সেই অলঙ্কার পরিধানে পরম শোভমান হইতেছেন। তিনি, বিশ্বপালিকা কমলার সহিত বিকচ পদ্মাসনে বিরাজ করিতেছেন এবং হস্ত চতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, গলদেশে বনমালা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার মূর্ত্তি অতি প্রসন্ন, নাসিকা ও ভ্রূযুগলাদি অতি সুন্দর এবং সমুজ্জ্বল, বক্ষঃস্থল অতি প্রশস্ত।২৫—২৯

ব্রহ্মাদি দেবগণ পুর দ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে অবনতস্কন্ধে ও কৃতাঞ্জলিপুটে জয় শব্দে তাঁহার স্তব করিতেছেন। ৩০

হাহা হূহু প্রভৃতি স্বর্গীয় গায়ক গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাসকল, এবং কিন্নর, সিদ্ধ ও চারণনিচয় অহংপূর্ব্বিকা সহকারে সানন্দচিত্তে নৃত্যগীত বাদ্য করত তাঁহার চরণকমলে সহস্র সহস্র লোচনাম্বুজ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিতেছেন, এবং সর্ব্বদিক্ হইতে তাঁহার সর্ব্বাগ্রে সুগন্ধ চন্দন রজোবিকিরণ করিতেছেন, এইরূপ ভাবনা করত গোবিন্দ-প্রতিমাকে উপবেশন করাইয়া বিবিধ উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। ৩১—৩৩

তৎপরে গোবিন্দদেব যেন বৃন্দাবন-বন মধ্যে কদম্বতরুমূলে গোপিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহাদিগের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য পরিহাসাদি করত ক্রীড়া করিতেছেন এবং বহুল গোপাল ও গোপিকাগণ তাঁহাকে দোলাধিরূঢ় করিয়া ধীরে ধীরে আন্দোলিত করিতেছেন; এইরূপ চিন্তা করিয়া জগন্নাথ গোবিন্দের সর্ব্বাঙ্গে কর্পূর-মিশ্রিত গন্ধদ্রব্য চূর্ণ বিকিরণ করিবে। চতুর্দ্দিকে রক্ত, পীত ও শুক্লাদি বর্ণের পতাকানিচয় উত্তোলিত করাইবে এবং দিব্য ধূপগন্ধ, চামর-বীজন, সঙ্গীত ও স্তুতি পাঠ দ্বারা সম্যক্‌রূপে অর্চ্চিত সেই দোলাধিষ্ঠিত ভগবান্ গোবিন্দদেবকে ধীরে ধীরে সপ্তবার আন্দোলিত করিবে। ৩৪—৩৭

তৎকালে সেই দোলমঞ্চাধিষ্ঠিত ভগবান্ কৃষ্ণকে যাহারা দর্শন করে, তাহাদিগের ব্রহ্মহত্যাদি পঞ্চ মহাপাতকও বিদূরিত হয় এবং তাহারা নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৩৮

অনন্তর জনগণের অখিলপাপহারী, ভোগমোক্ষের একমাত্র কারণ ও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহকারী সেই ভগবান্ হরিকে এইরূপ পুনরপি বারত্রয় দোলায়িত করিবে। ৩৯

অকৃত্রিমই হউক আর কৃত্রিমই হউক ভগবানের সমস্ত লীলা-কার্য্যই অখিল পাপনাশ-

অশ্বদঃ সঙ্কক্ষয়করং মূলাবিদ্যাবিনাশকম্ ॥৪০
পশ্যন্ দ্বিতীয়ং হরয়ি গোহত্যাত্মপপাতকম্।
ক্রিপোত্যশেষপাপানি তৃতীয়ে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪১
দৃষ্ট্বা দোলাস্থিতং দেবং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
আধ্যাত্মিকৈরাধিদৈবৈরাধিভৌতৈর্বিমুচ্যতে ॥৪২
ইমাং যাত্রাং কারয়িত্বা চক্রবর্ত্তী ভবেন্নৃপঃ।
ব্রাহ্মণস্তু চতুর্বেদী জ্ঞানবান্ জায়তে ধ্রুবম্।
বৈশ্যস্তু ধান্যধনবান্ শূদ্রঃ শুধ্যেত পাতকাৎ ॥৪৩

ইতি উৎকলখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

এত্র বঃ কথয়িষ্যামি ব্রতং সাংবৎসরং শুভম্।
সংবৎসরস্যাদিদিনং পৌর্ণমাসী তু ফাল্গুনী ॥ ১
অত্রাদিদেবস্থ হরের্মূর্ত্তয়ো দ্বাদশৈব যাঃ।
বিষ্ণ্বাদিনাম প্রথিতাঃ প্রতিমাসং প্রপূজয়েৎ ॥ ২
একৈকাং মূর্ত্তিমেতাসাং মাসেষু দ্বাদশস্বপি।
প্রত্যহং পূজয়েৎ পুষ্পৈঃ ফলৈর্দ্দ্বাদশভিস্তথা ॥ ৩
অশোকো মল্লিকা চৈব পাটলী চ কদম্বকম্।
করবীরং জাতিপুষ্পং মালতী শতপত্রকম্ ॥ ৪
উৎপলঞ্চৈব বাসন্তী কুন্দঃ পুন্নাগকস্তথা।
এতানি ক্রমশো দদ্যাৎ কুসুমানি হরের্মুদে ॥ ৫
দাড়িমং নারিকেলঞ্চ আম্রঞ্চ পনসস্তথা।
খর্জ্জুরং তৃণরাজঞ্চ প্রাচীনামলকস্তথা ॥ ৬
শ্রীফলং নাগরঙ্গঞ্চ ক্রমুকং কামরঙ্গকম্।
জাতীফলঞ্চ ক্রমশঃ ফলান্যেতানি বৈ দদেৎ ॥৭
ভক্ষ্যভোজ্যানি লেহ্যানি চূষ্যাণি মধুরাণি চ।
আসনাদ্যুপচারাংশ্চ দত্ত্বা স্তুত্বা জগদ্গুরুম্ ॥ ৮
সর্ব্বব্যাপিন্ জগন্নাথ ভূতভব্যভবৎপ্রভো।

কর ও মূল-অবিদ্যা-বিনাশক সন্দেহ নাই। ৪০

মুনিগণ! ভগবানের দোলোৎসবের দ্বিতীয়াহ্ন দোলাধিরোহণ সন্দর্শন করিলে, গোহত্যাদি যাবতীয় উপপাতকই বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তৃতীয়াহ্ন দোলনক্রিয়া দর্শনে যে অশেষ পাপ বিদূরিত হয়, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই; আর, দোলাধিরূঢ় গোবিন্দদেব দর্শনে মানব, সর্ব্বপ্রকার পাপ এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ৪১।৪২

ব্রাহ্মণ যদি এই দোলোৎসব করেন, তিনি চতুর্ব্বেদে জ্ঞান লাভ করেন, ক্ষত্রিয় করিলে, চক্রবর্ত্তী নৃপতি হন, এবং ইহার অনুষ্ঠানে বৈশ্য ধনধান্যবান্ ও শূদ্র পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৪৩

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

তপোধনগণ! এক্ষণে আপনাদিগকে সাম্বৎসর ব্রতের বিষয় বলি, শুনুন। সম্বৎসরের আদি দিন যে, ফাল্গুনী পূর্ণিমা, সেই দিন হইতে উক্ত ব্রতে ভগবান্ হরির যে বিষ্ণু প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ দ্বাদশ মূর্ত্তি আছে, প্রতিমাসেই ক্রমিক তাহাদিগের পূজা করিতে হয়। ১।২

ফাল্গুনাদি দ্বাদশ মাসে হরির দ্বাদশ মূর্ত্তির মধ্যে ক্রমিক এক এক মূর্ত্তিকে ক্রমিক দ্বাদশ-বিধ পুষ্প ও দ্বাদশবিধ ফল দ্বারা প্রত্যহ পূজা করিবে।

অশোক, মল্লিকা, পাটলী, কদম্ব, করবীর, জাতি, মালতী, শতপত্র, উৎপল, বাসন্তী, কুন্দ ও পুন্নাগ এই দ্বাদশবিধ পুষ্প ক্রমিক দ্বাদশ মাসে হরির প্রীত্যর্থে দান করা বিধেয়। ৪। ৫

দাড়িম, নারিকেল, আম্র, পনস, খর্জ্জুর তাল, পক্ক আমলক, শ্রীফল, নাগরঙ্গ, গুবাক, কামরঙ্গ (কামরাঙ্গা) ও জাতীফল (জায়ফল) এই দ্বাদশবিধ ফল দ্বাদশ মাসে ক্রমে ক্রমে দান করিবে। ৬।৭

প্রতিদিন সুমধুর ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চূষ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্য বস্তু এবং আসনাদি উপচার দানান্তে জগদ্গুরু জগন্নাথ দেবকে স্তব করিয়া এইরূপে প্রার্থনা করিবে,—হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে জগন্নাথ! আপনি

ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণো সংসাগরাৎ ॥৯
একার্ণবজলে রৌদ্রে নিষ্প্রালম্বে পুরা মধুম্‌।
অবধীবিশ্বরক্ষার্থং মধুসূদন রক্ষ মাম্‌ ॥ ১০
ত্রীন্‌ বিক্রমান্‌ ক্রমিত্বা যো হত্বা দৈত্যবলং মহৎ
ত্রৈলোক্যং পালয়ামাস ত্রিবিক্রম নমোঽস্তু তে।
কৃত্বা বামনকং রূপং ঋগ্‌যজুঃসামগর্ভকম্‌।
মোহয়িত্বা ভূতরূপং তস্মৈ মায়াবিনে নমঃ॥ ১২
যঃ শ্রিয়ং ধারয়েন্নিত্যং হৃদি ভক্তেভ্য এব চ।
দদাত্যপি শ্রিয়ং তস্মৈ শ্রীধরায় নমোঽস্তু তে ॥১৩
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাতা যঃ সর্ব্বেষাং সদা ধ্রুবম্‌।
মুক্ত্যেকহেতো ভক্তানাং হৃষীকেশ নমোঽস্তু তে
যন্নাভিপদ্মসম্ভূতং জগদেতচ্চরাচরম্‌।
বিধাতুরাসনং নিত্যং পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে ॥ ১৪
যস্যৈতৎ ত্রিগুণৈর্বদ্ধং শরীরং সার্ব্বলৌকিকম্‌।
দাম্না বদ্ধঃ স গোপ্যাপি দামোদর নমোঽস্তু তে॥
ত্রৈলোক্যবিপ্লবকরং হতবান্‌ কেশিদানবম্‌।
ঈশিতা সর্ব্বসৌখ্যানাং ত্রাহি কেশব মাং সদা॥
যস্ত্বাসসর্জ্জ ভূতানি জগতামাদিকারণম্‌।
অচিন্ত্যমহিমন্‌ বিষ্ণো নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥১৮
মায়য়া যস্য বিশ্বং বৈ মোহিতং যদনাদয়া।
সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপায় মাধবায় নমো নমঃ ॥ ১৯
জ্ঞানিনাং জ্ঞানগম্যস্ত্বমগতীনাং গতিপ্রদঃ

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাবতীয় বিষয়েরই প্রভু, সুতরাং আপনি ত সকলিই করিতে পারেন, অতএব হে বিষ্ণো! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি আমায় সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ করুন। পূর্ব্বে যখন অখিল বিশ্ব একার্ণবময় ছিল, যখন কিছু অবলম্বন ছিল না, সেই ভীষণ সময়ে বিশ্বরক্ষার্থই আপনি মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন, অতএব হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা করুন। ৮—১০

হে প্রভু! যাঁহার অভ্যন্তরে ঋক্‌, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়ই বিরাজমান, ঈদৃশ বামন-দেহ-ধারণে আপনি স্বীয় মায়াবলে অখিল ভূতবৃন্দকেই মোহিত করত বিক্রমত্রয় (পাদ-ত্রয়) প্রসারণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ত্রিলোক আক্রম ও বিপুল দৈত্যবল সংহার করিয়া ত্রিলোককে রক্ষা করিয়াছিলেন, হে ত্রিবিক্রম! পরম মায়াবী সেই আপনাকে বারংবার নমস্কার। ১১।১২

নাথ! যে আপনি সতত স্বীয় হৃদয়ে দেবীর শ্রীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং ভক্তবৃন্দকেও শ্রীদান করিতেছেন, আমি সেই শ্রীধর আপনাকে নমস্কার করি।১৩

দেব! আপনি ভক্তগণের মুক্তিলাভের একমাত্র হেতু, আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয়নিচয়ের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া হৃষীকেশ নামে প্রসিদ্ধ, অতএব হে হৃষীকেশ! আপনাকে নমস্কার। ১৪

হে প্রভো! যে আপনার নাভিপদ্ম হইতেই এই অখিল চরাচর সমুদ্ভূত হইয়াছে, এবং যে আপনার নাভিপদ্মই ব্রহ্মার চিরাসন, হে পদ্মনাভ! তাদৃশ আপনাকে নমস্কার। ১৫

পরিদৃশ্যমান অখিল জীব-শরীরই যে আপনার সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে আবদ্ধ,সেই আপনিই আবার লীলা-প্রকাশার্থ আপনাকে গোপিকা যশোদার হস্তে দাম (রজ্জু) রাখা বদ্ধ করাইয়া-ছিলেন, অতএব হে দামোদর! আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনিই সর্ব্বপ্রকার সুখের নিয়ন্তা, আপনি ত্রিলোক-বিপ্লবকারী কেশি-নামক দানবকে নিহত করিয়া কেশব নাম ধারণ করিয়াছেন, অতএব হে কেশব! সর্ব্বদা আমায় রক্ষা করুন। ১৬। ১৭

নাথ! যে আপনি সমুদয় ভূতগণকে সৃজন করিয়াছেন, এবং একমাত্র যে আপনিই নিখিল জগতের আদি কারণ, হে বিষ্ণো! সেই আপনার মহিমা অচিন্তনীয়, অতএব হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার করি। ১৮

যাঁহারই অনাদি মায়ায় অখিল বিশ্ব বিমো-হিত, সেই সর্ব্বধর্ম্ম-স্বরূপ মাধবকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। ১৯

হে প্রভো! আমি আপনার তত্ত্ব কি জানিব, কারণ আপনাকে জ্ঞানিগণই জ্ঞান-দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু নাথ! আপনি ত গতিবিহীন ব্যক্তিগণের গতিপ্রদ,

সম্পূর্ণমস্তু গোবিন্দ ত্বৎপ্রসাদাদ্ব্রতং মম ॥ ২০
প্রতিমাসং পূজনান্তে মন্ত্রৈরেভিঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রার্থয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ভক্তকান্তং জনার্দ্দনম্ ॥২১
এবং সংবৎসরং নীত্বা ব্রতং বৈ মূর্ত্তিপঞ্জরম্।
সম্পূর্ণফলসিদ্ধ্যর্থং প্রতিষ্ঠাবিধিমাচরেৎ ॥ ২২
সুবর্ণনির্ম্মিতা বিষ্ণোর্মূর্ত্তয়ো দ্বাদশৈব তু।
যথাশক্তিকৃতাঃ স্থাপ্যাঃ কুম্ভেষু দ্বাদশস্বপি ॥ ২৩
তাম্রপাত্রাচ্ছাদিতেষু সাক্ষতেষু পৃথক্ পৃথক্।
শ্বেতবস্ত্রাবনদ্ধেষু চারুপদ্মকবারিষু ॥ ২৪
অষ্টদিক্ষু চতুর্দ্দিক্ষু সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে।
স্থাপনীয়াশ্চ তে কুম্ভাস্তেষু পূজ্যাশ্চ মূর্ত্তয়ঃ ॥ ২৫
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ উপচারৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
পঞ্চামৃতৈশ্চ স্নপনং সর্ব্বেষামাদিতো দ্বিজাঃ ॥ ২৬

গীতবাদিত্রনৃত্যাদ্যৈস্তথাব্রাহ্মণপূজনৈঃ।
বস্ত্রযুগ্মৈর্দ্বাদশভিশ্ছত্রোপানদ্যুগৈস্তথা ॥ ২৭
ব্যজনৈরুপচারৈশ্চ কুম্ভৈঃ শয়নপীঠকৈঃ।
গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সতাম্বূলৈর্মুদ্রিকাকুণ্ডলৈরপি ॥ ২৮
প্রদীপাঃ সর্পিষা জ্বাল্যা দ্বাদশ দ্বাদশ ক্রমাৎ।
নীত্বা ত্রিযামামিত্থং বৈ প্রভাতে বহ্নিকর্ম্ম চ ॥২৯
সমিদাজ্যচরূণাং বৈ প্রতিদেবং শতত্রয়ম্।
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু তিলৈরাহুতিভিস্ততঃ ॥ ৩০
হোমান্তে প্রাশনং কৃত্বা দদ্যাদাচার্য্যদক্ষিণাম্।
কপিলা ধেনবো দেয়াঃ স্বালঙ্কারাশ্চ দ্বাদশ ॥ ৩১
শতং চতুশ্চত্বারিংশদ্ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥
তং দেববৃন্দং সঘটং সবিতানং সচামরম্।
সর্ব্বোপচারসহিতমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ॥ ৩৩
ব্রতরাজমিমং কৃত্বা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।

অতএব হে গোবিন্দ! আপনার প্রসাদে আমার এই ব্রত সম্পূর্ণ হউক। ২০

প্রতি মাসেই পূজাবসানে কৃতাঞ্জলি হইয়া পরম ভক্তিসহকারে উক্ত মন্ত্রনিচয় পাঠ করত ভক্তবৎসল জনার্দ্দনের নিকট উক্ত প্রকার প্রার্থনা করিবে। ২১

এইরূপে সংবৎসর কাল অতিবাহনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ ফল সিদ্ধির নিমিত্ত মূর্ত্তিপঞ্জর নামক উক্ত ব্রত যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ২২

উক্ত ব্রতের প্রতিষ্ঠাকালে যথাশক্তি সুবর্ণ-নির্ম্মিত উক্ত বিষ্ণুর দ্বাদশ মূর্ত্তিকে মনোহর পদ্মসম্বলিত জলপূর্ণ, মুখদেশে সাক্ষত তাম্র-পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত, ও শ্বেতবস্ত্রাবৃত দ্বাদশটি কুম্ভোপরি পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্থাপন করিবে এবং ঐ কুম্ভসকলও প্রথম পঙ্ক্তিতে অষ্ট-দিকে অষ্ট সংখ্যক ও দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে চতু-র্দ্দিকে চতুঃসংখ্যক এইরূপ নিয়মে সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডলোপরি স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপে স্থাপিত কুম্ভোপরিস্থিত বিষ্ণুমূর্ত্তিনিচয়ের পূজা করা বিধেয়। ২৩—২৫

দ্বিজগণ! আদি মূর্ত্তি হইতে সমুদয় মূর্ত্তি-রই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ রূপে উপচার দানে অর্চ্চনা করিবে এবং পঞ্চামৃত স্নান করাইবে। ২৬

অপিচ, সমুদয় মূর্ত্তিরই প্রীত্যর্থে নৃত্যগীত-বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে এবং দ্বাদশ মূর্ত্তিকেই বস্ত্রযুগ্ম, ছত্র, পাদুকাযুগল, ব্যজন, কুম্ভ, শয়নপীঠ, গন্ধ, তাম্বূল, মুদ্রিকা ও কুণ্ডলাদি উপচার দ্বারা পূজা করিবে। ২৭।২৮

প্রত্যেকেরই প্রীত্যর্থে তদ্দিবসীয় রাত্রিকালে দ্বাদশ দ্বাদশ ক্রমে গব্য-ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্বলিত করিতে হইবে। এইরূপে রাত্রি অতিবাহন পূর্ব্বক প্রভাতকালে অগ্নিকার্য্য করিবে। ২৯

উক্ত অগ্নিকার্য্যে প্রত্যেক দেবতা উদ্দেশে শতত্রয় সংখ্যক সমিৎ, আজ্য ও চরুহোম এবং পরে অষ্টোত্তর সহস্র তিলাহুতি প্রদান করিতে হইবে। ৩০

এইরূপ হোমান্তে আচার্য্যকে ভোজন করাইয়া তাঁহাকে সালঙ্কার দ্বাদশটি কপিলা ধেনু দক্ষিণা দিবে, পরে একশত চতুশ্চত্বা-রিংশৎ (১৪৪) ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, এবং কুম্ভ, চন্দ্রাতপ ও চামরাদি উপচারের সহিত সেই দ্বাদশ দেব-প্রতিমাই আচার্য্যকে অর্পণ করিবে। ৩১—৩৩

মুনিগণ! এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া মানব, সমুদয় অভীষ্টই প্রাপ্ত হইতে পারে।

গুণ্ডিচাদ্যাস্ত যা যাত্রা বিষ্ণোর্দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ।
তাসাং দর্শনজং পুণ্যং ব্রতেনানেন লভ্যতে ॥৩৪
ঐন্দ্রং পদং সার্ব্বভৌমং চক্রবর্ত্তিত্বমেব চ।
অষ্টৈশ্বর্য্যমবাপ্নোতি দেবদেবপ্রসাদতঃ ॥ ৩৫
এতন্মহাপুণ্যতমং নারদঃ কৃতবান্ ব্রতম্।
কৃত্বা দ্বাদশ বর্ষাণি জীবন্মুক্তোঽভবন্মুনিঃ ॥ ৩৬
অন্যে চ বৈষ্ণবা যে চ চক্রুস্তে বহুশঃ পুরা।
ব্রতং নাতঃ পরতরং ভগবৎপ্রীতিকারকম্ ॥৩৭
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং ব্রাহ্মণ্যং বংশবর্দ্ধনম্।
অথস্তোঽপি ব্রতাত্মানঃ কুর্ব্বন্তু ব্রতমক্ষয়ম্ ॥ ৩৮
ইতি উৎকলখণ্ডে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

ভগবান্ বিষ্ণুর যে গুণ্ডিচা-উৎসবাদি দ্বাদশবিধ যাত্রা কীর্ত্তিত আছে, একমাত্র উক্ত ব্রতানুষ্ঠানেই তৎসমুদয় যাত্রা দর্শনেরই পুণ্যফল লব্ধ হইয়া থাকে। ৩৪

অধিক কি, দেবদেবির প্রসাদে সার্ব্বভৌমত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব, অষ্টৈশ্বর্য্য ও ইন্দ্রপদও প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ৩৫

পূর্ব্বে মুনিবর নারদ, দ্বাদশ বর্ষ এই মহা পুণ্যতম ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। ৩৬

এবং পূর্ব্বকালে অন্যান্য বহুল বৈষ্ণবগণই এই ব্রত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাপেক্ষা ভগবানের প্রীতিপ্রদ উৎকৃষ্টতর ব্রত আর নাই। ইহার অনুষ্ঠানে যশ, আয়ুঃ ব্রহ্মতেজঃ ও বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া ইহা অতীব প্রশংসনীয় ব্রত; অতএব আপনারাও সংযতাত্মা হইয়া এই অক্ষয়-ফলজনক ব্রতের অনুষ্ঠান করুন। ৩৭।৩৮

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

মুনয় উচুঃ।

মুনে ব্রতমিদং পুণ্যং শ্রুতং বৈ মূর্ত্তিপঞ্জরম্।
অন্তঃপ্রমোদজননং মহিমা চ মহত্তরম্ ॥১
যাত্রা দ্বাদশ যাঃ পুণ্যা উদ্দিষ্টা ভগবৎপ্রিয়াঃ।
তাসাং দ্বে অবশিষ্টে নঃ কথয়স্ব মহামুনে ॥ ২

জৈমিনিরুবাচ।

বাসন্তিকাং সমাখ্যাস্যে যাত্রাং দমনভঞ্জিকাম্।
যস্যাং কৃতায়াং দৃষ্টায়াং প্রীণাতি পুরুষোত্তমঃ ॥৩
পুরা যৎ কথিতং বিপ্রা তৃণং দমনকাহ্বয়ম্।
চৈত্রশুক্লত্রয়োদশ্যামাহরেৎ তৎ সমূলকম্ ॥ ৪
দেবস্যাগ্রে বিরচিতে মণ্ডপে সাধিবাসিতে।
রোপয়েৎ সৈকতে তত্ত মধ্যং ত্যক্ত্বা সমন্ততঃ ॥
তন্মধ্যে মণ্ডলং কুর্য্যাৎ সুশুভং পদ্মসংজ্ঞিতম্।
তত্র্বাসয়েদ্দেবং প্রত্যর্চ্চাং প্রতিপূজিতাম্ ॥ ৬
যুক্তাং শ্রীসত্যভামাভ্যাং পূজয়েদ্বিধিবচ্চ তাম্।

মুনিগণ কহিলেন, মুনে! আপনার মুখে চিত্তপ্রমোদকর মহামহিমপূর্ণ পবিত্র মূর্ত্তিপঞ্জর ব্রতের বিষয় শুনিলাম, কিন্তু হে মহামুনে। ভগবৎপ্রিয় যে দ্বাদশবিধ যাত্রার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদিগের দুইটি বলিতে অবশিষ্ট আছে, অতএব এক্ষণে আমাদিগকে সেই অবশিষ্ট যাত্রাদ্বয়ের বিষয় বলুন। ১।২

জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ! এক্ষণে তবে দমনভঞ্জিকা নামক বসন্তকালীন যাত্রার কথা বলি শুনুন, উহার অনুষ্ঠানে বা দর্শনেও ভগবান্ পুরুষোত্তম পরম প্রীত হইয়া থাকেন। ৩

হে বিপ্রগণ! পূর্ব্বে যে দমক নামক তৃণের বিষয় কহিয়াছি, চৈত্রমাসীয় শুক্ল তৃতীয়া ঐ তৃণ সমূল আহরণ করিবে। ৪

অনন্তর ভগবান্ জগন্নাথদেবের সম্মুখভাগে বিরচিত সাধিবাসিত বালুকাময় মণ্ডপে মধ্য স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে সেই তৃণ-রোপণ করিতে হইবে এবং মধ্য স্থলে সুন্দর পদ্মমণ্ডল রচনা করিয়া তন্মধ্যে লক্ষ্মী ও সত্য-

অৰ্দ্ধরাত্রে তু কর্ত্তব্যং দেবদেবস্য কারয়েৎ ॥ ৭
পুরা নিশীথে স বিষ্ণুর্বভঞ্জ দমনাপুরম্।
ভঙ্‌ক্ত্বা লেভে পরাং প্রীতিং তদঙ্গোত্থঞ্চ তৎতৃণম্
তস্মামেব ত্রয়োদশ্যাং তৃণং দৈত্যং বিভাবয়ন্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বাক্যমেতদুদীরয়েৎ ॥ ৯
অবধীদ্দমনং দৈত্যং পুরা ত্রৈলোক্যকণ্টকম্।
স এবেত্থং পরিণতঃ পুরতস্তব তিষ্ঠতি ॥ ১০
অস্যোৎপত্তৌ তদা প্রীতিরাসীদ্ব তব মাধব।
অধুনাপি তথৈবাস্তে প্রীতির্দমনভঞ্জনে ॥ ১১
ইত্যুক্ত্বা তৃণমেকস্তু করে দেবস্য দাপয়েৎ।
ততোঽবশিষ্টাং রাত্রিস্তু নৃত্যগীতাদিভির্নয়েৎ ॥ ১২
ততশ্চাভ্যুদিতে সূর্য্যে দেবং তৃণপুরঃসরম্।
নয়েৎ শ্রীজগদীশস্য সমীপং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৩
উপচারৈর্জগন্নাথং পূর্ব্ববৎ পূজয়েত্ততঃ ॥ ১৪
হিরণ্যকশিপুং হত্বা তন্মালাং তদঙ্গজাম্।
ধৃত্বা কণ্ঠে যথা প্রীতিস্তথেদং দমনং তৃণম্ ॥ ১৫
তব প্রীত্যৈ তু ভগবান্ ময়াদত্তং তবাঙ্গকে।
ইত্যুচ্চার্য্য হরেমূর্দ্ধ্নি দদ্যাদ্‌গন্ধতৃণং শুভম্ ॥ ১৬
তদা দৃষ্ট্বা হরের্বক্ত্রপদ্মং প্রীততরং মুদা।
ভবদুঃখপরিক্ষীণঃ সুখমাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ১৭
গৃহীত্বা মূর্দ্ধ্নি তচ্ছাখাং বিষ্ণুমূর্দ্ধোপকর্ষিতান্।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো বসেদ্বিষ্ণুপুরে ধ্রুবম্ ॥ ১৮
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যাত্রামক্ষয়মোক্ষদাম্।
অনায়াসেন মূঢ়ানাং বাসনাবদ্ধচেতসাম্ ॥ ১৯
বৈশাখস্যামলে পক্ষে দ্বিতীয়ারাত্রিমধ্যতঃ।
মণ্ডলঞ্চ চতুষ্কোণং সুধালিপ্তসুবেদিকম্ ॥ ২০

ভামার প্রতিমূর্ত্তির সহিত প্রতিপূজিত বিষ্ণু-প্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিবে। দেবদেবের প্রীতিকর এতৎ সমুদয় অর্দ্ধ রাত্রিকালে করণীয়। ৫—৭

কারণ, পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু নিশীথ সময়েই দমনাসুরকে দলিত করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন এবং ঐ তৃণও সেই অসুরের শরীর হইতে সম্ভূত হয়। ৮

চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে সেই অসুরবর নিহত হইয়াছিল বলিয়া সেই দৈত্যরূপে ভাবনা করত কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্‌কে এইরূপ বাক্য কহিবে—প্রভো! আপনি যে পূর্ব্বে ত্রিলোককণ্টক দমনদৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই দানবই এই তৃণরূপে পরিণত হইয়া আপনার সম্মুখে অব স্থিতি করিতেছে। হে মাধব! তৎকালে ইহার উৎপত্তিতে আপনার যেরূপ প্রীতি হইয়াছিল, এক্ষণেও এই দমন-তৃণভঞ্জনে তাদৃশী প্রীতি আছে। ৯—১১

এই কথা বলিয়া ভগবানের কাছে একগাছি তৎতৃণ প্রদান করিবে। অনন্তর নৃত্য গীতাদি দ্বারা রাত্রির অবশিষ্টাংশ অতিবাহন করিতে হইবে। দ্বিজসত্তমগণ! অতঃপর সূর্য্যোদয় হইলে, প্রতিমাকে তত্তৃণপুরঃসর জগদীশ্বর জগন্নাথ দেবের সমীপে লইয়া যাইবে এবং জগন্নাথ দেবকে পূর্ব্ববৎ যথাবিধি বিবিধ উপচারে অর্চ্চনাপূর্ব্বক এইরূপ কহিবে,—ভগবান্ পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপুকে সংহারান্তে তদীয় শরীরসম্ভূত অক্ষমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া আপনার যেরূপ প্রীতি হইয়াছিল, এই দমনক তৃণেও তাদৃশ প্রীতি জন্মিবে বিবেচনায় আপনার প্রীত্যর্থে ভবদীয় অঙ্গে আমি প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া ভগবানের মস্তকে শুভ গন্ধতৃণ প্রদান করিবে। ১২—১৬

মানব, তৎকালে সানন্দে ভগবানের প্রীতি-প্রফুল্ল বদনারবিন্দ দর্শন করিলে, ভবদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়, এবং ভগবানের মস্তক হইতে সেই তৃণশাখা গ্রহণপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিলে, সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিঃসন্দেহ বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে। ১৭। ১৮

তপোধনগণ! অতঃপর বাসনাবদ্ধচিত্ত মূঢ় মানবগণেরও অনায়াসে অক্ষয় মোক্ষদায়িনী যাত্রার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৯

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে অর্দ্ধরাত্রি-কালে মধ্যস্থলে সুধালিপ্ত মনোহর বেদিকা, উর্দ্ধে রমণীয় চন্দ্রাতপ এবং সুন্দর

সুধৌতবাসসা কুর্য্যাৎ সুপ্রচ্ছন্নং সমন্ততঃ।
সাধুসোপানসংযুক্তং চারুচন্দ্রাতপান্বিতম্ ॥ ২১
তন্মধ্যে বিন্যসেদ্রত্নসাধুভদ্রাসনোত্তমম্।
তস্মিন্নিচোলসংচ্ছন্নে বিন্যসেৎ স্বর্ণভাজনম্ ॥ ২২
তস্য পশ্চিমভাগে বৈ ব্রাহ্মণঃ স্বাসনঃ শুচিঃ।
পাত্রান্তরে তু গৃহ্ণীয়াচ্চন্দনং পলবিংশতিম্ ॥ ২৩
সুপিষ্টং কৃষ্ণলোহস্য গৃহ্ণীয়াৎ ষট্‌পলাধিকম্।
অগুর্ব্বর্দ্ধং কুঙ্কুমং স্যাৎ কুঙ্কুমার্দ্ধন্তু সিহ্লকম্ ॥২৪
কস্তুরিকা কর্পূরয়োঃ প্রমাণং সিহ্লসম্মিতম্।
সর্ব্বমেকত্র সম্পিংষ্যাৎ পঞ্চতীর্থস্য বারিণা ॥ ২৫
পলদ্বয়ং ততো দদ্যাদগুরুস্নেহমুত্তমম্।
একত্রালোড়িতং কৃত্বা পূর্ব্বপাত্রে নিধাপয়েৎ ॥২৬
আচ্ছাদ্য কেতকীপত্রৈর্বেষ্টয়েচ্চীনবাসসা।
গন্ধাংস্তু সোমমন্ত্রেণ রক্ষেদ্‌গরুড়মুদ্রয়া ॥ ২৭

সোপান শ্রেণী দ্বারা সুশোভিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া সুন্দররূপে ধৌত বস্ত্র দ্বারা তাহার চতুর্দ্দিক্ সুন্দররূপে আচ্ছাদন করিবে। ২০। ২১

অনন্তর তন্মধ্যে রত্ন-খচিত পরম সুন্দর ভদ্রাসন বিন্যস্ত করিয়া তাহা বস্ত্র দ্বারা প্রাবৃত করিবে, পরে তদুপরি স্বর্ণপাত্র স্থাপন করিবে। ২২

উহার পশ্চিমভাগে ব্রাহ্মণ শুচি হইয়া সুন্দর আসনে উপবেশনপূর্ব্বক কৃষ্ণলোহ-নির্ম্মিত পাত্রান্তরে বিংশতিপল পরিমিত সুন্দর রূপে পিষ্ট চন্দন, ষট্‌পলাধিক অগুরু, তদর্দ্ধ কুঙ্কুম, কুঙ্কুমার্দ্ধ সিহ্লক এবং ঐ সিহ্লক পরিমিত কস্তুরিকা ও কর্পূরচূর্ণ লইয়া পঞ্চতীর্থ জল দ্বারা সমুদয় একত্রে পেষণ করিবে। ২৩—২৫

তৎপরে তাহাতে পলদ্বয় পরিমিত উত্তম অগুরুস্নেহ প্রদান করিবে এবং তৎসমস্ত একত্রে আলোড়িত করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিবে। ২৬

অনন্তর কেতকী পত্র দ্বারা আচ্ছাদন ও চীন বস্ত্রে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক গরুড়মুদ্রা প্রদর্শনে সোমমন্ত্র পাঠ দ্বারা তৎসমুদয় গন্ধ দ্রব্যের রক্ষা বিধান করিবে। ২৭

এবন্তু মণ্ডপে তস্মিন্ সাধিবাসং নিধাপয়েৎ
অরুণোদয়কালে তু নয়েৎ কৃষ্ণস্য সন্নিধিম্ ॥ ২৮
শঙ্খচামরচ্ছত্রাদ্যৈর্ভ্রাময়িত্বা সুরালয়ম্।
দেবাগ্রে স্থাপয়িত্বা চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৯
উদ্‌ঘাটয়েত্ততো বস্ত্রং দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ।
প্রোক্ষিতং মন্ত্ররাজেন সংস্কুর্য্যাত্তাড়নাদিভিঃ ॥৩০
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ পূজ্যঃ শ্রিয়ঃ সূক্তেন লেপয়েৎ।
শ্রীশস্য সর্ব্বগাত্রে বৈ মৃদুস্পর্শং শনৈঃশনৈঃ ॥৩১
বৈষ্ণবা জয়শব্দৈস্তু বর্দ্ধয়ন্তি তদা হরিম্।
নানাসূক্তোপনিষদৈর্বিপ্রাঃ সংস্তুবন্তি তম্ ॥ ৩
বেণুবীণাদিকৈর্নৃত্যগীতবাদ্যৈরনেকশঃ।
ব্যজনৈশ্চামরৈশ্ছত্রৈরন্যৈর্নানোপহারকৈঃ।
সন্তোষয়েজ্জগন্নাথং তৃতীয়াদৌ বিলেপয়েৎ ॥ ৩৩

এইরূপ কার্য্য সমাধানান্তে অধিবাস-পুরঃসর সেই মণ্ডপ মধ্যে তাহা স্থাপন করিয়া রাখিবে, পরে অরুণোদয় কালে ভগবান্ জগন্নাথ দেবের সন্নিধানে লইয়া যাইবে। ২৮

তৎকালে শঙ্খধ্বনি, চামর বীজন ও ছত্রধারণাদি সহকৃত দেবালয় ভ্রমণ করাইয়া ভগবানের সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক ভগবান্ পুরুষোত্তমকে যথোচিত পূজা করিবে, অনন্তর আবরণবস্ত্র উদ্‌ঘাটনান্তে দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন, মন্ত্ররাজ দ্বারা প্রোক্ষণ, তাড়নাদি দ্বারা সংস্কার এবং গন্ধ পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া শ্রীসূক্ত পাঠ করত মৃদুভাবে ধীরে ধীরে ভগবানের সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে। ২৯—৩১

ঐ সময়ে ভগবান্ হরিকে বৈষ্ণবগণ জয়-ধ্বনি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা এবং বিপ্রব্রাহ্মণগণ বিবিধ সূক্ত ও উপনিষন্মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিতে থাকিবে। ৩২

এইরূপে, বেণুবীণাদি বাদ্যের সহিত নানা প্রকার নৃত্য, গীত এবং ব্যজন, চামর, ছত্র ও অন্যান্য বিবিধ উপহার দ্বারা জগন্নাথ দেবের সন্তোষ সাধন পূর্ব্বক তৃতীয়া তিথির প্রথম ভাগেই উক্তরূপ বিলেপন করা বিধেয় ॥ ৩৩

যস্য চিন্তনমাত্রেণ তাপা নশ্যন্তি দেহিনাম্।
সোঽসৌ সন্দর্শনাত্তাপানপহন্তি কিমদ্ভুতম্ ॥ ৩৪
অচিন্ত্যো মহিমা বিষ্ণোরীদৃকৃত্তাদৃক্তয়া সদা।
ততঃ সূক্ষ্মাম্বরৈর্মাল্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যাদিপানকৈঃ।
দ্রব্যৈর্নানাবিধৈর্দ্দিব্যৈর্গব্যৈরাবর্ত্তিতৈঃ শুভৈঃ।
পুনঃ সম্পূজয়েদ্দেবং তাম্বূলৈশ্চন্দ্রসংস্কৃতৈঃ ॥৩৬
তস্মিন্ কালে তু যে কৃষ্ণং ভক্ত্যা পশ্যন্তি মানবাঃ
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৩৭
বিষ্ণোঃ স্বরূপমাসাদ্য বিষ্ণুলোকে বসন্তি বৈ ॥৩
পুরা কলিযুগে বিপ্রা দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ।
আধ্যাত্মিকাদিসন্তাপৈঃ সুদীনান্ বীক্ষ্য মানবান্॥
তত্র গত্বা কৃপাযুক্তো মহিমানং চকার বৈ।
যথাবিধি ময়া প্রোক্তং যদেব প্রথমং দ্বিজাঃ ॥৪০

মহর্ষিগণ! যাঁহার স্মরণমাত্রেই দেহিগণের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তিরোহিত হইয়া যায়, সেই ভগবান্‌কে তৎকালে সন্দর্শন জন্য সেই ত্রিতাপ বিদূরিত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বস্তুতঃ সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকারেই ভগবান্ বিষ্ণুর মহিমা অচিন্তনীয়। ৩৪। ৩৫

অতঃপর নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র, মাল্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য, পেয়, এবং গব্যদ্রব্যসম্ভূত নানাপ্রকার সুস্বাদ ও শুভ খাদ্য দ্রব্য ও কর্পূর সুবাসিত তাম্বূল দ্বারা পুনরায় জগন্নাথ দেবের পূজা করিবে। ৩৬

তৎকালে যে সকল মানবগণ ভক্তি সহকারে ভগবান্ কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিতে পারে, শত শত কোটি কল্পেও তাহাদিগের আর সংসারে আসিতে হয় না। তাহারা বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে। ৩৭।৩৮

হে বিপ্রবর্গ! পূর্ব্বে দক্ষ নামক প্রজাপতি, কলিযুগে অখিল মানবগণকেই আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়ে প্রপীড়িত দর্শনে, কৃপা-পরবশ হইয়া শ্রীক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক যে মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, দ্বিজগণ! আমি তাহা প্রথমেই যথাবিধি ব্যক্ত করিয়াছি। তিনি, বৈশাখ

প্রলিপ্য চন্দনেনাঙ্গং মাধবাখ্যলপক্ষকে।
তৃতীয়ায়াং জগন্নাথং স্তুতিমেতাং মুদা জগৌ ॥৪১
দক্ষ উবাচ।
দেবদেব জগন্নাথ সহজানন্দ নির্ম্মল।
সংসারার্ণবসম্মগ্নান্ পাহি নঃ পরমেশ্বর ॥ ৪২
নানাবিধৈশ্চ সন্তাপৈঃ সন্তপ্তান্মানবানিমান্।
ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা বৈ শুভদৃষ্ট্যামৃতেন চ।
সন্তর্পয় তৃণান্ শুষ্কান্ কৃষ্ণমেঘ নমোঽস্তু তে ॥৪৩
কলিকল্মষসম্মূঢ়ানুদ্ধর্ত্তুং জগতাং পতে।
অবতারোঽয়মেতস্মিন্নীলাচলগুহান্তরে ॥ ৪৪
চিরকল্পে প্ররূঢ়ানাং দুস্ত্যজানাং মদঙ্ঘসাম্।
রাশিং দগ্ধুং ত্বমেবেশো দীননাথ কৃপাকর ॥ ৪৫
ত্বদ্দর্শনে মহাযোগ-যমাদ্যষ্টাঙ্গবর্জ্জিতে।
যেষাং মতিঃ সমুৎপন্না চতুর্ব্বর্গৈকসাধনে।
ন তে শোচন্তি দুষ্পারে ভবারণ্যে মহাভয়ে ॥৪৬

মাসের উক্ত শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়াতে সানন্দে জগন্নাথদেবের সর্ব্বাঙ্গ বিলেপনপূর্ব্বক এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন। ৩৯—৪১

হে দেবদেব জগন্নাথ! আপনাতে কোন প্রকারই মালিন্য নাই, আপনি সহজ আনন্দময়; অতএব হে পরমেশ্বর! সংসারার্ণব-নিমগ্ন আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। ৪২

হে কৃষ্ণমেঘ! আমার প্রতি দয়াপ্রকাশ বুদ্ধিতে নানাপ্রকার সন্তাপে সন্তপ্ত শুষ্ক তৃণপুঞ্জপ্রায় এই মানবগণকে অমৃতবর্ষণোপম শুভদৃষ্টিপাতে পরিতৃপ্ত করুন; আপনাকে নমস্কার। হে অখিল জগৎপতে! কলিকল্মষ সম্মূঢ় জীবগণকে উদ্ধারার্থই ত এই নীলাচলগুহায় এইরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৪৩।৪৪

হে দীননাথ! হে কৃপাময়! বহুকল্পসম্ভূত দুশ্ছেদ্য মদীয় পাপরাশিকে দগ্ধ করিতে আপনিই সক্ষম। হে প্রভো! মহাযোগের মহাক্লেশসাধ্য যমাদি অষ্টাঙ্গ-বিবর্জ্জিত, অথচ চতুর্ব্বর্গৈকসাধন ভবদীয় দর্শনরূপ মহাযোগে যাহাদিগের বাসনা জন্মে, তাহাদিগকে কদাচ মহাভয়-পূর্ণ দুষ্পার ভবারণ্যে শোক করিতে হয় না। ৪৫।৪৬

কর্ম্মানপেক্ষং দেবেশ নাত্মজ্ঞানং বিমোচকম্।
ইদন্তে দর্শনং নাথ বিনা কর্ম্মাপি মোচয়েৎ ॥ ৪৭
জয় কৃষ্ণ জয়েশান জয়াক্ষর জগন্ময়।
প্রসীদানুগৃহাণেমান্ দীনান্ মূঢ়ান্ বিচেতসঃ ॥৪৮
ইতি স্তুত্বা দণ্ডপাতং পপাত চরণাম্বুজে।
প্রসীদেশ প্রসীদেশ প্রসীদেশেতি ঘোষয়ন্ ॥৪৯
ততো জগাদ ভগবান্ সুস্বরেণ প্রজাপতিম্।
উত্তিষ্ঠ বৎস তে দত্তং দুর্লভং যদ্বরং ত্বয়া ॥ ৫০
কাঙ্ক্ষ্যতে মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
মদনুগ্রহোঽল্পপুণ্যানাং দুর্লভো বিদিতস্ত্বয়া ॥ ৫১
মদঙ্গজাতোঽসি ভবান্ মাঞ্চ প্রার্থিতবানসি।
মহোৎসবেন সন্তোষ্য ততস্তে প্রদদাম্যহম্ ॥ ৫২

ইমামক্ষয়যাত্রাং যে ভক্ত্যা পশ্যন্তি হর্ষিতঃ।
তস্মিন্ কালে যদিচ্ছন্তি মনসা তদবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫৩
যথা সন্তাপহরণং চন্দনেনানুলেপনম্।
তথোৎসবোঽয়ং মে হ্যত্র সন্তাপত্রয়নাশনঃ ॥ ৫৪
মৎপ্রেরিতমতিস্ত্বং হি উৎসবং কৃতবানসি।
সঙ্কল্পিতোঽধুং মনসা দীনোদ্ধৃত্যৈ সদাধুনা।
ত্বয়াভিকাঙ্ক্ষিতং সর্ব্বং দাস্যাম্যেব প্রজাপতে ॥
দ্বাদশৈতা মহাযাত্রা গুণ্ডিচাদ্যাস্তু পাবনাঃ।
একৈকা মুক্তিদাঃ সর্ব্বাঃ ধর্ম্মকামার্থবর্দ্ধনাঃ ॥ ৫৬
তাসামেকতমাং বাপি যদি ভক্ত্যাবলোকয়েৎ।
একয়াপি ভবাব্ধিং স তীর্ত্বা বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ ॥
জৈমিনীরুবাচ।
ইত্যুদীর্য্য জগন্নাথো ভগবান্ স তিরোদধে ॥ ৫৮

হে দেবেশ! কর্ম্ম ভিন্ন কখন সংসার বিমোচক আত্মজ্ঞান জন্মে না. কিন্তু নাথ! বিনাকর্ম্মেই ভবদীয় দর্শন, সকলকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া থাকে। ৪৭

হে কৃষ্ণ! হে ঈশান! আপনি প্রসন্ন হউন। হে অক্ষয় অব্যয়! আপনি এই অতি দীন, মূঢ় হতজ্ঞান মানবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। ৪৮

প্রজাপতি দক্ষ, এই স্তব করিয়া "হে ঈশ! প্রসন্ন হউন প্রসন্ন হউন" বারংবার এইরূপ বলিতে বলিতে, ভগবানের চরণাম্বুজে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ৪৯

অনন্তর ভগবান্ সুমধুর স্বরে প্রজাপতিকে কহিলেন, বৎস! উঠ, তোমার প্রার্থিত বিষয় তোমাকে দান করিলাম, তুমি যে দুর্লভ বর প্রার্থনা করিতেছ, আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই তাহা সিদ্ধ হইবে। বৎস অল্পপুণ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে যে আমার অনুগ্রহ লাভ অতিদুর্লভ, তাহা তুমি যথার্থই বিদিত আছ। ৫০।৫১

প্রজাপতে! তুমি আমারই অঙ্গস্বরূপ ব্রহ্মা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং মহোৎসব দ্বারা আমার সন্তোষ সাধনপূর্ব্বক আমার নিকটেই যখন প্রার্থনা করিতেছ, তখন অবশ্যই আমি তোমার প্রার্থিত বিষয় দান করিব। ৫২

যাহারা সানন্দহৃদয়ে ভক্তিপূর্ব্বক আমার এই অক্ষয় যাত্রা দর্শন করিবে, তাহারা তৎকালে যে বিষয়ই ইচ্ছা করিবে, তাহাই প্রাপ্ত হইবে। ৫৩

চন্দনানুলেপন যেমন সন্তাপ-হারক সেইরূপ আমার এই উৎসবও তাপত্রয়ের বিনাশক জানিবে। ৫৪

বৎস! তুমি যে আমার উৎসব করিয়াছ, এ বিষয়ে আমিই তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়াছি এবং তজ্জন্য অধুনা তুমি দীনগণের উদ্ধারার্থ সর্ব্বদা মনে মনে যাহা সঙ্কল্পিত করিয়াছ, অতএব হে প্রজাপতে! তোমার কাঙ্ক্ষিত সমুদয় বিষয়ই আমি প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। ৫৫

বৎস! আমার যে গুণ্ডিচাদি দ্বাদশবিধ পবিত্রতাকর মহাযাত্রা, ইহাদিগের প্রত্যেকই মুক্তিপ্রদ এবং ধর্ম্মার্থকামার্থ-বর্দ্ধক জানিবে। ৫৬

যদি কেহ, ভক্তিসহকারে উক্ত যাত্রা সকলের মধ্যে একপ্রকার যাত্রাও অবলোকন করে, তাহা হইলে সে, ঐ একবিধ যাত্রা-দর্শন ফলেই ভবাব্ধি পার হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ৫৭

মুনিগণ! ভগবান্ জগন্নাথদেব এইরূপ কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এদিকে প্রজাপতি দক্ষও

দক্ষঃ প্রজাপতিঃ সোঽপি শ্রদ্ধধানস্তদাজ্ঞয়া।
সংবৎসরং গিরৌ স্থিত্বা সন্দদর্শ মহোৎসবান্ ॥
সর্ব্বজ্ঞো ব্রাহ্মণো ভূত্বা কৌৎসস্ত স্বকুলোত্তমঃ।
লোকান্ প্রবর্ত্তয়ামাস যথাবিধি মহঃসু সঃ ॥ ৬০
বিশ্বাসায়াল্পবুদ্ধীনাং যাত্রা যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অয়ন্তু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মরূপী জগদ্‌গুরুঃ।
প্রসাদিতঃ সুরেশেন লোকানুগ্রহণায় বৈ ॥ ৬১
যদা তদা দৃষ্টিপথং যাতো মুক্তিপ্রদং ধ্রুবম্।
সর্ব্বান্ কামান্ দদাত্যেব কর্ম্মিণাং নাত্র সংশয়ঃ।
সত্যপ্রতিজ্ঞো ভগবান্ তত্রাস্তে দুঃখনাশনঃ।
শোকং তরতি যং দৃষ্ট্বা ভবপাথোঽধিসম্ভবম্ ॥৬৩
কিং ব্রতৈঃকিংতপোদানৈঃকিংতীর্থৈঃ ক্রতুভিস্তথা

ভগবানের আজ্ঞানুসারে এক বৎসর কাল নীলাচলে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসবনিচয় সন্দর্শন করিলেন। ৫৮।৫৯

কালক্রমে সেই দক্ষ কৌৎসবংশের কুল-ভূষণস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অখিলজনগণকে যথাবিধি উক্ত যাত্রানিচয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। ৬০

মুনিগণ! যে সকল যাত্রার কথা পরি-কীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অল্পবুদ্ধি জনগণের বিশ্বাসোৎপাদনার্থ ই ভগবৎকর্তৃক বিহিত সেই সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মরূপী জগদ্‌গুরু জগন্নাথ দেব, সুরেশ্বর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়াই লোক-সমূহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ উক্ত রূপ বিধান করিয়াছেন; ফল কথা, যে কোন সময়েই তাঁহাকে দৃষ্টিগোচর করিলে নিশ্চয়ই তিনি মুক্তি দান করেন এবং সেই সৎকার্য্যে নিরত জনগণের যে সমুদয় কামনা পূর্ণ করিয়া দেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। ৬১.৬২

মহর্ষিগণ! যাঁহাকে দর্শন করিলেই মানব ভবসাগর-সম্ভূত সমুদয় ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে এবং যাঁহার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে, সেই সর্ব্বদুঃখ-বিনাশন ভগবান্ নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন জানিবেন; অত-এব বহুবিধ ব্রত, তপস্যা, দান তীর্থসেবন, যজ্ঞ

কিমষ্টাঙ্গেন যোগেন সাংখ্যেন পরমেণ চ ॥ ৬৪
তীর্থরাজজলে স্নাত্বা ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
ন্যগ্রোধমূলবসতৌ বসন্তং চর্ম্মচক্ষুষা।
দৃষ্ট্বা দারুময়ং ব্রহ্ম দেহবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬৫
ইতি উৎকলখণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভগবন্ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ শ্রুতং পরমমদ্ভুতম্।
যাত্রারূপং ভগবতো মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ॥ ১
যথায়ং পূজ্যতে দেবঃ কামিভিঃ সর্ব্বকামদঃ।
ভূত্যুপায়ং মহাভূতিপ্রদো ব্রূহি তথা হি নঃ
জৈমিনিরুবাচ।
সর্ব্বা বিভূতয়ো বিষ্ণোর্জগত্যস্মিন্ চরাচরে।
ভূতিপ্রদো বিভূতিশ্চ স একঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩

এবং উৎকৃষ্টতম অষ্টাঙ্গ সাংখ্যযোগেরই বা প্রয়োজন কি? ৬৩।৬৪

সমুদয় মানবই, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তীর্থরাজ-জলে অবগাহনপূর্ব্বক ন্যগ্রোধমূলে বিরাজ-মান সাক্ষাৎ দারুময় ব্রহ্মকে চর্ম্ম-চক্ষে দর্শন করিলেই দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।৬৫

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

মুনিগণ বলিলেন, হে ভগবন্ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ আমরা আপনার প্রামুখাৎ যাত্রারূপ সর্ব্বপাপ-বিনাশন পরমাদ্ভুত ভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণ করি-লাম, কিন্তু সকাম মানবগণের বিবিধ ভূতি-লাভার্থ সেই সর্ব্বকামপ্রদ দেবদেবকে যেরূপে পূজা করিতে হয়, এক্ষণে আমাদিগকে সেই ভূতি লাভের উপায় বলুন, কারণ একমাত্র সে বিষ্ণুই ত মহাভূতিপ্রদ। ১।২

জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ! চরাচরাত্মক এই অখিল জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমু-দয়ই সেই বিষ্ণুর বিভূতি জানিবেন, একমাত্র সেই পরমেশ্বরই সমুদয় বিভূতি ও বিভূতিপ্রদ, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ৩

যথা যথোপচরন্তি তথা বৈ জায়তে নরঃ।
এতাবানস্য মহিমা পরিমাতুং ন শক্যতে * ॥ ৪
যো যথা সমুপাস্তে তং স তথা ফল মাপ্নুয়াৎ।
একঃ পন্থাশ্চতুর্ণাং বৈ ধর্ম্মাদীনাং সদা বরঃ ॥ ৫
ধর্ম্মস্ত পন্থা গহনঃ সঙ্কীর্ণো বহুশাসনৈঃ।
তত্ত্বাবধারণে নাস্য ক্ষমঃ কোঽপি দ্বিজোত্তমাঃ ॥৬
অর্থকামৌ হি তন্মূলৌ বিভুর্জ্ঞানগতিঃ সদা।
তেষাং ত্রয়াণাং ভগবাননায়াসেন বৃদ্ধিকৃৎ ॥ ৭
ধর্ম্মো হি ভগবান্ বিষ্ণুর্ধর্ম্মমূলমিদং জগৎ।
ধর্ম্মস্ত জগতশ্চাপি প্রভুরেষ জনার্দ্দনঃ ॥ ৮
পুরুষার্থময়ে তস্মিন্ ভক্তির্যস্য প্রতিষ্ঠিতা।
স সর্ব্বকামতৃপ্তাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ৯

মানব, যে প্রকার তাঁহার আরাধনা করে, সেই প্রকারই ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া থাকে। তাঁহার এই মহিমার কেহই ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহে। ফলে যে, যে ফল উদ্দেশেই তাঁহাকে উপাসনা করিবে, সে সেই ফলই প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠতম একই পথ, কিন্তু, নানাপ্রকার অনুশাসনে ধর্ম্ম-পথ অতি গহন ও সঙ্কীর্ণ, এজন্য হে দ্বিজসত্তমগণ! কেহই উহার প্রকৃত তত্ত্বাবধারণে সক্ষম নহেন। ৪—৬

অর্থ ও কাম, উক্ত ধর্ম্মমূলক, সর্ব্বনিয়ন্তা জ্ঞানগম্য ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বদা উক্তত্রয়ের অনায়াসে বৃদ্ধি করিয়া দেন। ৭

ভগবান্ বিষ্ণুই উক্ত ধর্ম্মস্বরূপ এবং এই অখিল জগতই ধর্ম্মমূলক। সুতরাং ভগবান্ জনার্দ্দনই ধর্ম্ম ও জগতের একমাত্র প্রভু, তাহাতে সন্দেহ কি আছে? এজন্য, ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয়ময় সেই ভগবানের প্রতি যাহার অচলা ভক্তি থাকে, সমুদয় কামনা পূর্ণ হওয়ায় নিশ্চয়ই তাহার আত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে কখন কোন কারণেই শোক বা কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিতে হয় না ৮।৯

* যথায়ং পূজিতো দেবঃ কামিভিঃ সর্ব্বকামদঃ।
তুষ্ট্যাপাসনয়া ভূতিপ্রদো ব্রূহি তথা হি নঃ॥
ইতি প্রস্তকান্তরধৃতঃ পাঠঃ।

ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যদাতাসৌ শক্ররূপোহ্যপাসিতঃ।
ভাবিতো ধাতৃরূপেণ বংশবৃদ্ধিকরো ভবেৎ ॥ ১০
সনৎকুমাররূপেণ দীর্ঘায়ুঃ স প্রযচ্ছতি।
বৃত্তিসম্পৎপ্রদো হ্যেষ পৃথুরূপেণ ভাবিতঃ॥ ১১
গঙ্গাদিতীর্থঃ ফলদঃ পাথস্পতিরুপাসিতঃ।
অন্তস্তমঃ প্রনুদতি ভাস্বদ্রূপেণ ভাবিতঃ ॥ ১২
সৌভাগ্যমতুলং দদ্যাদমৃতাংশুরুপাসিতঃ।
বিদ্যাষ্টাদশতত্ত্বজ্ঞো বাক্‌পতিত্বেন ভাবয়ন্ ॥ ১৩
বাজিমেধাদিযজ্ঞানাং ফলদোঽয়ং সনাতনঃ।
যজ্ঞেশ্বরস্বরূপেণ ভাবিতোঽয়ং জগন্ময়ঃ ॥ ১৪
ধ্যাতঃ কুবেররূপেণ সমৃদ্ধিমতুলাং দদেৎ ॥ ১৫
এবং দয়াম্বুধিরসৌ তস্মিন্ নীলাচলে বসন্
দীননাথানুগ্রহায় দারুব্যাজশরীরবান্ ॥ ১৬

তদীয় শক্ররূপের উপাসনা করিলে, তিনি, ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যই দান করেন এবং বিধাতৃ-রূপে উপাসনায় বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। ১০

তিনি সনৎকুমাররূপে উপাসিত হইলে, দীর্ঘায়ু, এবং পৃথুরূপে উপাসিত হইলে বৃত্তি ও সম্পৎ, প্রদান করেন। ১১

তাঁহাকে সিন্ধুরূপে উপাসনা করিলে, তিনি গঙ্গাদি তীর্থস্নানের ফল প্রদান এবং ভাস্কর-রূপে উপাসনা করিলে, অন্তস্তমোনাশ করিয়া থাকেন। ১২

তদীয় অমৃতাংশু মূর্ত্তির উপাসনায় তিনি অতুল সৌভাগ্য দান করেন এবং বাক্‌পতি রূপে তাঁহার উপাসনায় মানব অষ্টাদশ বিদ্যা-বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ হইয়া থাকে। ১৩

সেই জগন্ময় সনাতন বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বররূপে ভাবনা করিলে তিনি, অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফল এবং কুবেররূপে ধ্যান করিলে অতুল সমৃদ্ধি দান করিয়া থাকেন। ১৪।১৫

এইরূপ দয়ার্ণব সেই ভগবান্ কপট দারুময় শরীর ধারণ করিয়া দীন ও অনাথ জনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থই নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন। ১৬

প্রয়াত তত্র ভো বিপ্রা বসধ্বং সুসমাহিতাঃ।
শ্রীশপাদাম্বুজযুগলং শরণং তৎপ্রপদ্যত ॥ ১৭
ঐহিকামুষ্মিকান্ ভোগান্ বাঞ্ছথং যদি শাশ্বতান্
অন্তে মুক্তিঞ্চ কৈবল্যং যথেচ্ছং তত্রমাপ্নুয় ॥১৮
মুনয় উচুঃ।
প্রাসাদস্থ প্রতিষ্ঠান্তে ইন্দ্রদ্যুম্নায় যদ্বরান্।
আজ্ঞাপয়ামাস হরির্যাত্রাস্তা দ্বদশাপি চ ॥ ১৯
তৎ সকাশাচ্ছ্রুতং সর্ব্বং ততশ্চ পৃথিবীপতিঃ।
কিঞ্চকার মহাবুদ্ধির্বিষ্ণুভক্তো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২০
জৈমিনিরুবাচ।
বরাঁল্লব্ধা জগন্নাথাৎ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপিণঃ।
কৃতকৃত্যং স মেনে বৈ আত্মানং নৃপপুঙ্গবঃ ॥২১
যথাজ্ঞং কারয়িত্বা বৈ যাত্রাস্তাঃ পুণ্যমোক্ষদাঃ।
বহূপচারৈর্বহুধা সমভ্যর্চ্চ্য জগদ্গুরুম্ ॥ ২২

অতএব হে বিপ্রগণ! আপনারা নীলাচলে গমনপূর্ব্বক সমাহিত-চিত্তে তথায় বাস করুন এবং সেই ভগবান্ কমলাকান্তের চরণাম্বুজ-যুগলের শরণ লউন, তাহা হইলে আপনাদের ঐহিক বা পারত্রিক যদি কিছু ভোগ-বাসনা থাকে অথবা পরিণামে যদি কৈবল্য মুক্তি কিংবা অপর কিছু মঙ্গল প্রার্থনা করেন, যথেচ্ছ তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। ১৭।১৮

তৎশ্রবণে মুনিগণ কহিলেন, মুনে! প্রাসাদ-প্রতিষ্ঠান্তে ভগবান্, নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্নকে যে সমস্ত বর দিয়াছিলেন এবং যে দ্বাদশবিধ যাত্রার বিষয় আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপনার নিকট তৎসমস্তই শ্রুত হইল, এক্ষণে বলুন, মহাবুদ্ধি বিষ্ণুভক্ত সেই পৃথিবী-পতি, তৎপরে তথায় অবস্থিত থাকিয়া কি করিয়াছিলেন?

জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ! সেই নৃপ-পুঙ্গব সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী জগন্নাথদেবের নিকট অভীষ্ট বর সকল লাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বলে করিয়াছিলেন এবং ভগবানের আজ্ঞানুরূপ পুণ্য-মোক্ষ-প্রদ সেই সকল যাত্রা সম্পাদন ও বহুবিধ উপচার প্রদানে বহুবার জগদ্গুরু জগন্নাথদেবকে অর্চ্চনা করিয়া

শ্বেতরাজং *সমাহিত দেবতাজ্ঞাং যথাবিধি।
ইদং প্রোবাচ মধুরং ধর্ম্মিষ্ঠং বর্চসা যুতম্ ॥ ২৩
ইন্দ্রদ্যুম্ন উবাচ।
রাজন্ বহুশ্রুতোঽসি ত্বং ধর্ম্মনিষ্ঠামুপাগতঃ।
ভগবত্যপি ভক্তিস্তে কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥ ২৪
ন হ্যেকস্যোপদেশায় ভগবাননুশাস্তি বৈ।
উবাচ চ গুরুর্হ্যেষ বিশ্বং তচ্ছিষ্যতাং গতম্ ॥ ২৫
মমানুগ্রহলক্ষেণ অবতীর্ণো জগৎপতিঃ।
উদ্ধর্ত্তুং দীনমনসামস্ত্রাদ্রৌ স্থাস্যতে চিরাৎ ॥ ২৬
ভক্ত্যা চ শ্রদ্ধয়া যুক্ত এতদাজ্ঞাং প্রবর্ত্তয়।
প্রতিমাব্যবহারেণ নৈনং জানীহি ভূমিপ ॥ ২৭
প্রত্যক্ষং তে যথা দৃষ্টং ত্রৈলোক্যং ভুবিমাগতম্
প্রাসাদান্তঃপ্রবেশে হি যস্যাস্ত জগদীশিতুঃ ॥ ২৮

মহাযশা ধর্ম্মিষ্ঠ শ্বেতরাজকে ভগবানের আজ্ঞা বিষয়ক আদেশপূর্ব্বক যথোচিত সুমধুর বচনে এইরূপ কহিয়াছিলেন। ১৯—২৩

রাজন্! আপনি প্রভূত জ্ঞানবান্, ও ধর্ম্মনিষ্ঠান্বিত এবং ভগবানের প্রতিও আপনার কায়মনোবাক্যে ভক্তি আছে; অতএব আপনি ত জানেন, ভগবান্ কখন একব্যক্তির উপদেশার্থ অনুশাসন করেন না, তিনি গুরুরূপে যাহা বলিয়াছেন, অখিল বিশ্বই সেই উপদেশ-শ্রবণে তাঁহার শিষ্যস্বরূপ। ২৪।২৫

দেখুন, সেই জগদীশ্বর, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ-উদ্দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন বটে, কিন্তু দীনচেতা জনগণের উদ্ধারার্থ ই অসীম সময় এই নীলাচলে অবস্থিত থাকি-বেন। অতএব হে ভূমিপ! আপনি শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া ইহাঁর আজ্ঞানুরূপ যাত্রাদির অনুষ্ঠান করুন, কদাচ ইহাকে প্রতিমা জ্ঞান করিবেন না। ২৬।২৭

আপনি ত প্রত্যক্ষই দেখিয়াছেন, এই জগদীশ্বরের প্রাসাদ-প্রবেশ কালে ত্রিলোক-বাসী যেরূপে ভূতলে আগত হইয়া ইহাঁর সহিত গমন করিয়াছিলেন। ২৮

---

*পালরাজন্ ইতি কচিৎ পাঠঃ স এব সমদ্দস্তে ॥

পিতামহাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যুগপদাগতাঃ।
বিশ্বমূর্ত্ত্যা বয়ং সর্ব্বে জাতা বৈ নষ্টচেতনাঃ ॥ ২৯
চরাচরময়ো হ্যেষ সাক্ষাদ্দারুস্বরূপধৃক্ ।
কল্পবৃক্ষমিমং বিদ্ধি ভূতগং সর্ব্বকামদম্ ॥ ৩০
উপাস্যৈনং হি লভতে যো যথা কামনাফলম্ ॥৩১
যতন্তো বহুধা যং হি যতয়ো ন বিদুন্তি বৈ।
তমঃপারে প্রতিষ্ঠন্তং কিঞ্চিজ্জ্যোতিঃস্বরূপিণম্ ॥৩২
যতীনাং ব্রহ্মনিষ্ঠানাং সিদ্ধানামূর্দ্ধরেতসাম্।
অনন্তভক্তিযুক্তানামেকঃ পন্থাঃ সুযোগিনাম্ ॥ ৩
গ্রীষ্মে শীতে গভীরে বৈ নিমজ্জ্য সলিলালয়ে।
পরাং নির্বৃতিমাপ্নোতি তথাস্মিন্ করুণাম্বুধৌ ।
ত্রিতাপদুঃখং ত্যজতি সন্তপ্তঃ পুরুষোত্তমে ॥ ৩৪
ন মাতা ন পিতা মিত্রং ন পত্নী ন সুতস্তথা
শরণাগতদীনানাং যথায়মুপকারকঃ ॥ ৩৫
তদেনং পরিসেবস্ব ভুক্তিমুক্তিপ্রদং বিভুম্।
পৌরৈঃ প্রজাভির্যাত্রাস্তাঃ সমৃদ্ধ্যা পরিবর্ত্তয় ॥৩৬
সাধারণো ধর্ম্মপন্থা নৃপাণাং নৃপসত্তম।
প্রবর্ত্তিতশ্চ পূর্ব্বেণ পাল্যতে চেতরেণ বৈ ॥ ৩৭
নৃসিংহং ভজ রাজেন্দ্র উপচারৈঃ সমৃদ্ধিভিঃ।
পূজয়স্ব ত্রিসন্ধ্যং তং পরং নির্ব্বাণমাপ্নুহি ॥ ৩৮
স্বকৃতাদুত্তমং প্রাহুঃ পরকৃত্যোপরক্ষণম্।
পালয়েৎ পরদত্তং যঃ স্বদত্তাদুত্তমং হি তৎ ॥ ৩৯

জৈমিনিরুবাচ।

কৃতাঞ্জলিপুটঃ সোঽথ শ্বেতো নৃপতিসত্তমঃ।
মূর্দ্ধ্না জগ্রাহ তদ্বাক্যং মালামিব গুণান্বিতাম্ ॥৪০
ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি রাজর্ষি প্রসাদ্য পুরুষোত্তমম্।
নারদেন সহ শ্রীমান্ ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥ ৪১

স্বচক্ষেই ত দেখিয়াছেন, তৎকালে ব্রহ্মাদি অখিলদেবগণই যুগপৎ সমাগত হইয়াছিলেন এবং আমরা সকলেও বিশ্বমূর্ত্তি দর্শনে বিনষ্ট-চেতন হইয়াছিলাম। অতএব, এই দারুরূপী ভগবান্, চরাচরাত্মক সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। আপনি ইঁহাকে সর্ব্বভূতাবস্থিত . সর্ব্বকামপ্রদ কল্পবৃক্ষ জ্ঞান করিবেন। ২৯।৩০

ইঁহাকে উপাসনা করিলে, যে যেরূপ কামনা করে, সে সেইরূপেই কামনাফল প্রাপ্ত হয়। যতিগণ বহুধা যত্নবান্ হইয়াও তমঃ-পারে প্রতিষ্ঠিত, অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির্ম্ময় এই ভগবান্‌কে সম্যক্ বিদিত হইতে পারেন না। ৩১। ৩২

ব্রহ্মনিষ্ঠ যতিগণ,—ঊর্দ্ধরেতাঃ সিদ্ধগণ, অচলাভক্তিযুক্ত মানবগণ ও পরম যোগিগণের এই ভগবানই একমাত্র গম্য পথ। ৩৩

প্রখর গ্রীষ্মসময়ে সুশীতল গভীর জলাশয়ে নিমগ্ন হইয়া জীবগণ যেমন পরম শান্তি লাভ করে, সেইরূপ সমস্ত মানবও এই পুরুষোত্তম রূপ করুণাসাগরে নিমগ্ন হইতে পারিলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়। ৩৪।

এই ভগবান্, যেমন শরণাগত দীন ব্যক্তি-গণের উপকারক, সেরূপ পিতামাতাও নহেন, মিত্রও নহে এবং পত্নী বা পুত্রও নহে। ৩৫

অতএব আপনি এই ভোগ-মোক্ষপ্রদ ভগবান্‌কে সেবা করুন এবং পুরবাসী প্রজা-বৃন্দের সহিত মহাসমারোহে ভগবদুক্ত যাত্রা-নিচয়ের সম্পাদনে প্রবৃত্ত হউন। ৩৬

হে নৃপসত্তম! নৃপগণের সাধারণ ধর্ম্মপথও এই যে, পূর্ব্বতন ব্যক্তি, যে নিয়ম স্থাপিত করিয়া যান, তৎপরবর্ত্তী রাজা তাহা রক্ষা করিয়া থাকেন। এই জন্যই বলিতেছি যে, হে রাজেন্দ্র! আপনি নৃসিংহদেবকে ভজনা করুন, প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় সমৃদ্ধিমৎ উপচারসমূহ দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হউন, তাহা হইলেই পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ৩৭।৩৮

মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, স্বয়ং কার্য্যানু-ষ্ঠান করা অপেক্ষা অন্যকৃত কার্য্যের রক্ষা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি পরদত্ত বস্তু রক্ষা করে, তাহার তৎকার্য্য নিজদানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। ৩৯

জৈমনি বলিলেন, অনন্তর নৃপবর শ্বেত-রাজ, কৃতাঞ্জলিপুটে গুণান্বিত মালার ন্যায় তদ্বাক্য শিরোধারণ করিলেন। ৪০

এদিকে শ্রীমান্ রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নও পূজাদি দ্বারা পুরুষোত্তমকে প্রসন্ন করিয়া নারদের সহিত ব্রহ্মলোক গমন করিলেন। ৪১

এতত্তঃ কথিতং সর্ব্বং ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমুত্তমম্। ৮
তত্র স্থিতোবিশেষতাপি মাহাত্ম্যং ব্রহ্মদারুণঃ॥ ৪২
যশ্চৈনং শৃণুয়ান্নিত্যং বাচ্যমানং দ্বিজোত্তমৈঃ।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং সোঽবিকলং লভেৎ॥ ৪৩
অর্দ্ধোদয়স্য যোগঃ স্কন্দেন পরিকীর্ত্তিতঃ।
ততঃ কোটিগুণং পুণ্যং বিষ্ণুমাহাত্ম্যকীর্ত্তনাৎ॥ ৪৪
প্রাতঃ প্রাতর্যঃ শৃণুয়াৎ কপিলাশতদো ভবেৎ।
গাঙ্গৈঃ পুষ্করজৈস্তোয়ৈরভিষেকফলং লভেৎ॥৪৫
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং সন্তানবর্দ্ধনম্।
স্বর্গপ্রতিষ্ঠাগতিদং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥ ৪৬
এতদ্রহস্যমাখ্যাতং পুরাণেষু সুগোপিতম্।
বৈষ্ণবেভ্যো বিনান্যেষু ন তু বাচ্যং কদাচন॥ ৪৭
কুতর্কোপহতা যে তু দুরধীতশ্রুতাগমাঃ।
নাস্তিকা দাম্ভিকা নিত্যং পরদোষোপদর্শিনঃ।
অবৈষ্ণবামোঘজীবাস্তেভ্যো গোপ্যং সদৈব হি॥
ইতি উৎকলখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥৪৫

মুনিগণ! এই ত আমি আপনাদিগের নিকট পুরুষোত্তমক্ষেত্রের এবং তথায় নিত্য বিরাজমান দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেবের পরম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। ৪২

যে ব্যক্তি, প্রতিদিন দ্বিজোত্তমগণকর্ত্তৃক পঠ্যমান উল্লিখিত বিষয় শ্রবণ করে, সে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। ৪৩

ভগবান্ স্কন্দ, যে অর্দ্ধোদয় যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন; বিষ্ণুমহাত্ম্য কীর্ত্তনে তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক পুণ্য লব্ধ হয়। ৪৪

যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে পারে, সে শত কপিলাধেনুদানের এবং গঙ্গা ও পুষ্করাদি তীর্থ জলে অভিষেকের ফল প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। ৪৫

উক্ত মাহাত্ম্যশ্রবণে যশঃ, আয়ু, পুণ্য ও সন্তান বৃদ্ধি, স্বর্গে প্রতিষ্ঠা ও গতি এবং সর্ব্বপাপ বিদূরিত হয় বলিয়াই উহা অতি প্রশংসনীয়। ৪৬

মুনিগণ! আপনাদিগকে যে রহস্য বিষয় কহিলাম, ইহা অন্যান্য পুরাণে সুগুপ্ত। বিষ্ণুভক্ত ভিন্ন অপর কাহারও নিকট কদাচ ইহা ব্যক্ত করা উচিত নহে। ৪৭

যাহাদিগের অন্তঃকরণ সতত কুতর্ককলুষিত, যাহারা দূষিত হৃদয়ে শ্রুতি ও আগমাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, যাহারা নাস্তিক, দাম্ভিক বা নিয়ত পরদোষদর্শী এবং যাহারা বিষ্ণুভক্তিবিহীন হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করে, তাদৃশ জনগণের নিকট সর্ব্বদাই ইহা গোপন রাখিবে। ৪৮

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

স্কন্দ উবাচ।

শ্রুত্বেত্থং জৈমিনিপ্রোক্তং ব্রহ্মণো দারুরূপিণঃ।
মাহাত্ম্যং সরহস্যন্তুমুনয়ঃ শৌনকাদয়ঃ॥ ১
আনন্দং পরমং প্রাপ্য বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ।
রোমাঞ্চিতদেহাস্ত কৃতকৃত্যাস্ততোঽভবন্॥ ২
অহো বত মহৎ ক্ষেত্রং মোচকং হি সুগোপিতম্
অস্মাকং ভাগ্যসম্পত্ত্যা সাম্প্রতং বিষ্ণুরূপিণা।
সাক্ষাজ্জৈমিনিনা স্পষ্টীকৃতং সর্ব্বস্য গোচরম্॥৩
অস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতং সাক্ষাদ্ব্রহ্মরূপং প্রকাশতে।

স্কন্দ বলিলেন, শৌনকাদি মুনিগণ, জৈমিনি কথিত দারুময় ব্রহ্মের ঈদৃশ সরহস্য মাহাত্ম্য শ্রবণে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন, তৎকালে তাহাদিগের লোচন বিস্ময়বশে উৎফুল্ল এবং সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অনন্তর আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করত ভাবিতে লাগিলেন, অহো! পুরুষোত্তম কি অদ্ভুত মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্র! উহা আমাদিগের নিকট এতদিন গুপ্তভাবে ছিল, এক্ষণে আমাদিগের ভাগ্যবলেই সাক্ষাৎ বিষ্ণুতুল্য ভগবান্ জৈমিনি আসিয়া সর্ব্বজন-গোচরে উহা প্রকাশ করিয়া দিলেন। ১—৩

ঐ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ দারুময় ব্রহ্ম যখন বিরাজমান থাকিয়া মনুষ্যমাত্রই ব্রাহ্মণগণকে

মরণান্মুক্তিদং মূঢ়াঃ কথং যান্তি যমালয়ম্ ॥ ৪
অহো মায়া ভগবতঃ সর্ব্বত্র হি নিরঙ্কুশা।
বিষ্ণুব্রহ্মস্বরূপস্য ক্ষেত্রং চাপি হিতং তথা ॥ ৫
ইদানীং তত্র যাস্যামো নিশ্চয়ো নঃ পুনর্যথা।
যয়ং ন পুনরেষ্যামঃ পিণ্ডে বৈ পাঞ্চভৌতিকে ॥ ৬
জ্ঞানৈকজন্মসংসিদ্ধির্যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগিনাম্।
ক্ব গত্বা পাবনং ক্ষেত্রং জন্তোর্মুক্তিরসুক্ষয়াৎ ॥ ৭
ইতি চিন্তয়তাং তেষাং মধ্যে জৈমিনিশিষ্যকঃ।
মুনিরুদ্দালকো নাম নাতিতৃপ্তমনাস্ততঃ ॥ ৮
কিঞ্চিদ্বিবক্ষুরগমজ্জৈমিনেরেব সন্নিধিম্।
গত্বা প্রণম্য সাষ্টাঙ্গং কৃতাঞ্জলিপুটোঽভবৎ ॥ ৯
ভগবন্ প্রষ্টুমিচ্ছামি ময়ি তেঽনুগ্রহো মহান্।
জানামি ত্বৎপ্রসাদেন মীমাংসনমনুত্তমম্ ॥ ১০

মুক্তি প্রদান করিতেছেন, তখন জানি না, মানবগণ কি হেতু আর যমালয়ে যাইতেছে। ৪

ওঃ! ভগবানের মায়া কি অদ্ভুত! সর্ব্বত্রই উহা অনিবার্য্যরূপে বিরাজমান। এবং ব্রহ্মরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর উক্ত ক্ষেত্রই বা কি অদ্ভুত হিতকর! এক্ষণে আমরা স্থির নিশ্চয় করিলাম, আমরা সেই স্থানেই গমন করিব, তাহা হইলে কদাচ আমাদিগকে আর পঞ্চভূতময় দেহপিণ্ডে পুনরায় প্রবেশ করিতে হইবে না। ৫।৬

ঐ স্থানে জন্তু মাত্রেরই প্রাণত্যাগ হইলে যখন মুক্তি হয়, তখন উহা কি অদ্ভুত পবিত্রতাকর ক্ষেত্র! যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধক যোগিগণেরও কোন স্থানে যাইলে জ্ঞানবলে এক জন্মেই সম্যক্ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৭

মুনিগণ মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী জৈমিনি-শিষ্য উদ্দালক নামক মুনি, জৈমিনির বাক্য শ্রবণে পরিতৃপ্ত না হওয়ায় কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসু হইয়া জৈমিনি-সন্নিধানে গমন করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, ভগবন্! আমার প্রতি আপনার মহান্ অনুগ্রহ আছে, তজ্জন্যই আমি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক

অষ্টাদশসু বিদ্যাসু বেদে সম্পরিবৃংহিতে।
শাখাসহস্রমতনোৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ॥ ১১
ততঃ প্রকীর্ণো বেদানাং রাশিরল্পকবুদ্ধিভিঃ।
দুরূহঃ সহসা চাসীৎ কৃত্যাকৃত্যেষু কর্ম্মসু ॥ ১২
তদৃষ্ট্বা কর্ম্মশৈথিল্যং স্বাধ্যায়োপপ্লবস্তথা।
তপোজ্ঞাননিধিস্তেন ত্বয়ানুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ১৩
কেচিন্মন্ত্রাত্মকা বেদাঃ কেচিৎ কর্ম্মপ্রচোদকাঃ।
কেচিত্তু স্তুতিনিন্দাভ্যাং বিহীনাং স্তাবকাঃ স্থিতাঃ
স্তোত্রশস্ত্রাদিষু গতাঃ সহায়াশ্চ নিবন্ধকাঃ।
বেদ ত্বং গণিতাস্তে তৎ কর্ম্মসাধনহেতবঃ ॥ ১৫
এবং মন্ত্রাত্মকং বেদমুপভাব্যাথ যে পরে।
মন্ত্রাগমা মন্ত্রমাত্রোপাসনাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ ॥ ১৬

হইতেছি। গুরো! আপনারই প্রসাদে আমি উত্তমরূপ মীমাংসা পরিজ্ঞাত হইয়াছি। ৮—১০

গুরো! মুনিবর কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, অষ্টাদশ-বিদ্যার মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তৃত বেদকে বিভক্ত করিয়া তাহাতে সহস্র শাখা বিস্তার করেন, পরে বেদ-রাশি নানাশাস্ত্রে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় অল্পবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কার্য্য বিষয়ে তাহা সহসা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিল। সেই হেতু কর্ম্মকাণ্ডের শৈথিল্য ও বেদাধ্যয়নেরও বিপ্লব ঘটিল দেখিয়া পরম-তপোজ্ঞানসম্পন্ন আপনি কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা দ্বারা সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ১১—১২।

আপনার মীমাংসায় কোন কোন বেদাংশ মন্ত্রাত্মক ও কোন কোন বেদভাগ কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, তন্মধ্যে আবার কোন কোন কর্ম্ম প্রবর্ত্তক; বেদাংশ স্তুতি-নিন্দা-বিহীন এবং কোন কোন অংশ স্তোত্রশস্ত্রাদিতে স্তাবকরূপে অবস্থিত আছে, ঐ সকল গ্রন্থ বেদের সহায়স্বরূপ। কর্ম্মসাধন হেতু ঐ সকল গ্রন্থকেও আপনি বেদের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। এইরূপ মন্ত্রাত্মক বেদ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক যে সকল মন্ত্রাত্মক শাস্ত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তত্তৎশাস্ত্রোক্ত মন্ত্রমাত্রের উপাসনই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ১৪—১৬

স্তুত্যর্থবাদমূলা হি স্তুতয়ো হি স্বরূপতঃ।
বেদপ্রবৃত্তিদ্বারেণ তত্তদিষ্টপ্রসাধকাঃ ॥ ১৭
বিধ্যনুবাদমূলা যে অগ্নিষ্টোমেন চোদিতাঃ।
পূজাবিধ্যুপহারাদি-সাধনাদিষু দেশকাঃ ॥ ১৮
এবং মহাবেদরাশিং বিভজ্য তু সুবুদ্ধিনা।
কর্ম্মমার্গং শুভাচারং ব্যবস্থাপ্য সমুজ্জ্বলম্।
মর্য্যাদা রক্ষিতা লোকে বেদাচারপ্রবর্ত্তর্থাৎ ॥ ১৯
তত্র সিদ্ধার্থবাদাখ্যৌ বেদান্তাখ্যা শ্রুতিস্তু যা ॥২০
নাদ্যবিদ্যাসংরূঢ়ং দৃঢ়মূলং সনাতনম্।
দেহেন্দ্রিয়াদিবিষয়ং ভ্রমোচ্ছেদনসাধনম্ ॥ ২১
শ্রুত্বা মত্বা নিদিধ্যাস্য স্বরূপমাত্মনস্তথা।
যৎসাক্ষাৎকরণং প্রোক্তং ত্বয়া মুক্তিস্বরূপকম্ ॥২২
তদনেকজন্মসাধ্যং দুর্লভং জন্মিনাং সদা।
শুকো বা বামদেবো বা মুক্ত ইত্যস্তি সংশয়ঃ ॥২৩

স্তুত্যাত্মক বেদসকল স্বরূপতঃ স্তুতি ও অর্থবাদমূলক, তাহারা বেদপ্রবৃত্তিমার্গ দ্বারাই তত্তদিষ্ট ফলের সাধক হইয়া থাকে। ১৭

এবং অগ্নিষ্টোমপ্রকরণোক্ত বিধ্যনুবাদ-মূলক যে সকল বেদ, তাহা দ্বারা পূজাবিধি ও উপহারাদি সাধনে উপদেশ পাওয়া যায়। ১৮

আপনি অতি সুবুদ্ধি বলিয়াই এইরূপে প্রভূত বেদারাশিকে বিভাগপূর্ব্বক যাহার আচরণে জীবগণের শুভ হয়, এরূপ কর্ম্মমার্গকে সমুজ্জ্বলরূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া মানবদিগকে বেদাচারে প্রবৃত্তি দান হেতু জগতে বেদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন এবং আপনি যে মীমাংসা-শাস্ত্রে যাহাতে সংসারভ্রম বিদূরিত হয়, তন্নিমিত্ত সিদ্ধার্থ ও বাদার্থ বেদান্তরূপ দেব এবং অনাদি অবিদ্যাজনিত দৃঢ়মূল, চির প্রচলিত দেহেন্দ্রিয়াদি বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া যেরূপে মুক্তি-স্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকার করিতে হয় বলিয়াছেন, তাহা ত বহুজন্ম-সাধ্য; সুতরাং জীবগণের পক্ষে সর্ব্বদা তাহা অতি দুর্লভ; এমন কি শুকদেব বা বামদেবও সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে আমার সংশয় হয়। ১৯—২৩

তদেতন্মুক্তিদং ক্ষেত্রং মরণাদুপবর্ণিতম্।
অর্থবাদস্বরূপং যেত্যেতন্মে সংশয়ো মহান্ ॥ ২৪
বহবো হ্যর্থবাদা হি ভূত্ব্যুপাসনবাদকাঃ।
সাক্ষাৎকারং বিনামুক্তির্নাস্তীত্যেতন্মতং শ্রুতিঃ॥২৫
ধর্ম্মশাস্ত্রেষপি মুনে নিশ্চিতং ভারতাদিষু।
তৎকথং মরণমাত্রাৎ ক্ষেত্রেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে॥২৬
জৈমিনিরুবাচ।
গতাগতপ্রদং কর্ম্ম সাঙ্গং শ্রুত্যা নিবেদিতম্।
তত্তৎস্বরূপং জানামি এতৎ ক্ষেত্রবহিষ্কৃতম্ ॥ ২৭
যথা সুগোপিতং ব্রহ্ম তথেদং ক্ষেত্রমুত্তমম্।
ক্ষেত্রং বিষ্ণোস্তু জানীহি যথাবিষ্ণুস্তথৈব তৎ ॥
যে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
তত্র যচ্ছব্দরূপং হি তত্তু নানার্থসংযুতম্ ॥ ২৯
যস্মাদর্থাজ্জগদিদং সম্ভূতং সচরাচরম্।
সোঽর্থো দারুস্বরূপেণ ক্ষেত্রে জীব ইব স্থিতঃ॥৩০

এজন্য, আপনি যে মরণমাত্রেই ঐ পুরুষোত্তমক্ষেত্রকে মুক্তিপ্রদ বলিলেন, আপনার উক্ত বাক্য কি অর্থবাদস্বরূপ, না কি? আমার ত এই বিষয়ে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; কারণ, ভগবানের ভূত্ব্যুপাসনবাদক বহুল অর্থবাদাই ত উক্ত আছে। ফল কথা, আত্মসাক্ষাৎ ব্যতীত কিছুতেই মুক্তি নাই, ইহাই ত বেদের মত এবং ভাগবতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেও ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে; অতএব হে মুনে! পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কিরূপ মরণমাত্রে মুক্তিলাভ হইতে পারে? ২৪—২৬

জৈমিনি বলিলেন, বৎস! তুমি সমুদয় বেদোক্ত সাঙ্গ কর্ম্মকে পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াতের কারণ এবং সেই পরব্রহ্মকেও উক্তক্ষেত্র হইতে বিভিন্ন জান বলিয়াই এইরূপ বলিতেছ। ২৭

কিন্তু বৎস! ব্রহ্মের ন্যায় এই অনুত্তম বিষ্ণুক্ষেত্রকেও সুগোপিত এবং সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ জানিবে। ব্রহ্মের দ্বিবিধ মূর্ত্তি, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম; তন্মধ্যে শব্দরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা নানার্থসংযুক্ত এবং যে নানার্থময় ব্রহ্ম হইতেই সচরাচর এই জগৎ সম্ভূত হইয়াছে, সেই

আস্থন্ ক্ষেত্রে যতাত্মানাং বিলোক্য পাপকঞ্চুকম্ ।
নির্ম্মুচ্য যোগিবদ্যাতি তক্ত্বা দেহং হরেঃ পদম্ ॥
নৈতদ্দর্শনফলং বিপ্র সাক্ষাৎকারস্ত চোদিতম্ ।
চাণ্ডালবেশ্মনি মৃতঃ শ্বা বিড়ভুক্ মুক্তিমেতি যৎ
নাল্পভাগ্যস্ত পুংসো হি মরণং তত্র জায়তে ।
বহুজন্মসহস্রেষু মুক্ত্যর্থং যততে তু যঃ ॥ ৩৩
স ক্ষীণাশেষপাপৌঘস্তত্র যাতি ন সংশয়ঃ ।
স তত্র ম্রিয়মাণোঽপি সংযতাত্মা বিবেকবান্ ॥৩৪
বিজ্ঞায় ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং ভক্তিং কৃত্বা জনার্দ্দনে ।
যঃ প্রাণাংস্ত্যজতে তস্য আত্মজ্ঞানং প্রকাশতে॥৩৫
দীনার্ত্তিহরণঃ শ্রীশো ম্রিয়মাণস্য তত্র বৈ ।
কর্ণমূলে ব্রহ্মবিদ্যাং কথয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৬

তয়া বিনাশিমে হোহসো সাক্ষাৎ পশ্যতি তং বিভু
যত্র গত্বা ন পতন্তি জননীজঠরে পুনঃ ॥ ৩৭
তত্র প্রবিষ্টো বিপ্রাগ্র্য জলে জলমিবোক্ষিতম্ ।
সাক্ষাৎব্রহ্মস্বরূপেণ ভাসতে সচরাচরে ॥ ৩৮
নাত্মজ্ঞানং বিনা মুক্তিরেতদেব সুনিশ্চিতম্ ।
বিঘ্নাশ্চ তত্র বহবো জ্ঞাতৃজ্ঞেয়গতা দ্বিজাঃ ॥ ৩৯
অভ্যস্তাভ্যস্য বহুভির্জন্মভির্জিতমানসৈঃ ।
বেদবিদ্ভির্মহদ্দুঃখং প্রাপ্যতে তদুপাসনে ॥ ৪০
অব্যক্তোপাসনং বিপ্র দুর্লভং দেহিনাং সদা ।
শ্রুত্বা বিরমতে কশ্চিদারভ্যাপি গুরোর্মুখাৎ ॥৪১
গুরুশুশ্রূষণে যত্নো ন যেষাং বিপ্র জায়তে ।
ন তেষাং জ্ঞানসম্পত্তির্জায়তে চ কদাচন ॥ ৪২
অষ্টাঙ্গযোগসম্পন্না মদমত্তগজাস্তু যে ।
আত্মবশ্যাং প্রকুর্ব্বন্তি তে হি তত্রাধিকারিণঃ ॥৪৩

নানার্থময় ব্রহ্মই দারুরূপে উক্তক্ষেত্রে, দেহে জীবাত্মার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। যতাত্মা মানবগণ তাঁহাকে বিলোকনপূর্ব্বক অখিল পাপ-কঞ্চুক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এমন কি, যে কোন মানবই তদ্দর্শনে পাপরাশি পরিহার-পূর্ব্বক তথায় দেহত্যাগান্তে যোগীর ন্যায় বিষ্ণু-পদ প্রাপ্ত হয়। ২৮—৩১।

হে বিপ্র! পুরুষোত্তম-দর্শনের ইহা গুণ-ফল নহে। কারণ তথায় চণ্ডালগৃহে বিষ্ঠা-ভোজী কুক্কুরও মৃত হইলে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, এজন্য অল্পভাগ্যশালী ব্যক্তির কদাচ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মৃত্যু হয় না। যে ব্যক্তি মুক্তিলাভার্থ বহু সহস্র সহস্র জন্ম চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তিই অগ্রে নিখিলপাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হইয়া পরে তথায় গমন করে,সন্দেহ নাই; এবং সেই সংযতাত্মা বিবেকবান্ মানবই তথায় মৃত্যুলাভ করিতে পারে। ৩২—৩৪

বৎস! যে ব্যক্তি, পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিজ্ঞাত হইয়া জনার্দ্দনে ভক্তি করত তথায় প্রাণত্যাগ করে, মৃত্যুকালে তাহার আত্মজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৩৫

তথায় দীনগণের আর্ত্তিবিনাশন স্বয়ং কমলাকান্ত হরি, ম্রিয়মাণ জীবগণের কর্ণমূলে স্বয়ংই যে ব্রহ্মবিদ্যা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং সেই ব্রহ্মবিদ্যা হেতুই মুমূর্ষু ব্যক্তির মোহাবরণ বিদূরিত হওয়ায় সে সাক্ষাৎ সেই ভগবান্‌কে অবলোকন করে। বিপ্রবর! যে স্থানে একবার গমন করিলে পুন-রায় আর জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হয় না, মুমূর্ষু জীবগণ, মহাজলে জলকণার ন্যায় সেই স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া এই সচরাচর বিশ্বমণ্ডলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতে থাকে।

বস্তুতঃ আত্মজ্ঞান ব্যতীত যে মুক্তি নাই, ইহাই সুনিশ্চিত, কিন্তু দ্বিজগণ! উক্ত আত্ম-জ্ঞান বিষয়ে জ্ঞাতৃজ্ঞেয় বিষয়ক বহুল বিঘ্ন আছে, জানিবে। ৩৬—৩৯

বেদবিদ্ ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞান লাভার্থ বহু-জন্ম সংযতচিত্তে বারংবার অভ্যাসযোগ করত মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হন। ফলে, হে বিপ্র! দেহি-গণের পক্ষে অব্যক্তোপাসন সর্ব্বদাই অতীব দুর্ঘট। কেহ গুরুমুখে তদ্বিষয় শ্রবণ করিয়া বিরত হয় ও কেহ বা আরব্ধ করিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকে। বিপ্র! ফলকথা, গুরুশুশ্রূষায় যাহাদিগের বিশেষ যত্ন না জন্মে, কদাচ তাহাদিগের জ্ঞান-সম্পদ হয় না। ৪০—৪২

মত্ত-মাতঙ্গপ্রায় মনকে যাহারা অষ্টাঙ্গ যোগসাধনে আত্মবশ করিতে পারে, তাহারাই জ্ঞানলাভে অধিকারী হইয়া থাকে। ৪৩

এবং বহুজন্মে অস্মত্তীতে নিশ্চলং মনঃ।
আত্মাকারং বৃত্তিমেত্য তাস্যতে নির্ম্মলং যদা।
তদামোক্ষাধিকারো হি নান্যথা বিপ্র জায়তে ॥৪৪
মোক্ষস্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু বিপ্র বিধানতঃ।
মুনয়োঽপ্যত্র মুহ্যন্তি তত্তু বক্ষ্যামি নিশ্চয়াৎ ॥৪৫
ইতি উৎকলখণ্ডে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

শুদ্ধবোধস্বরূপো হি আত্মা সর্ব্বস্য দেহিনঃ।
কূটস্থো নিশ্চলো বিপ্র সান্দ্রানন্দৈকভাবনঃ ॥ ১
আদ্যন্তরহিতো নিত্যঃ সর্ব্বোপপ্লববর্জ্জিতঃ।
বিভুঃ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্ম আকাশ ইব নিষ্ক্রিয়ঃ॥২
ষড়ূর্ম্মিরহিতঃ সাক্ষাৎ পঞ্চক্লেশবিবর্জ্জিতঃ।
অনাদ্যবিদ্যাসংজাত-বাসনাপপ্লুতেন বৈ ॥ ৩
অহঙ্কারসমুত্থেন চিত্তেনালিঙ্গিতো যদা।
তদাভ্রান্তস্তদাকারং গৃহীত্বা সংসরেদয়ম্ ॥ ৪
সত্ত্বেন রজসা চৈব তমসা প্রাকৃতেন বৈ।
ত্রিবিধেন গুণেনৈব দৃঢ়বদ্ধস্তথাবশঃ ॥ ৫
গন্ধর্ব্বনগরাকারং পশ্যন্ প্রাকৃতবিস্তরম্ ॥
পাঞ্চভৌতিকপিণ্ডেষু পঞ্চবিংশতিকারিষু ॥ ৬
আত্মায়মবিকারোঽপি বিকারীব বিচেষ্টতে।
দুঃখার্ণবে নিমগ্নোঽসৌ বাধ্যমানো হ্য উর্ম্মিভিঃ॥৭
ভূতাবিষ্টমানা যদ্বদ্ভূতচেষ্টাং বিচেষ্টতে।
তথায়মাত্মা সন্ত্যজ্য সচ্চিদানন্দরূপতাম্।
চেষ্টতে মনসোবৃত্তীব হুধা জ্ঞানমোহিতঃ ॥ ৮
তস্য মোক্ষো বিধাতব্যো যেন সুস্থোঽপি জায়তে
অকার্য্যশ্রবণপ্রাপ্যো নিত্যমুক্তঃ স্বভাবতঃ ॥ ৯

ঐরূপ যোগসাধন দ্বারা বহু জন্ম অতীত হইলেও যখন নিশ্চল মন আত্মাকার বৃত্তিলাভে নির্ম্মল হয়, হে বিপ্র! তখনই তাহার মোক্ষাধিকার জন্মিয়া থাকে জানিবে, নতুবা অন্য কোন প্রকারেই হয় না। ৪৪

হে বিপ্র উদ্দালক! এক্ষণে মোক্ষ-স্বরূপ বলিতেছি, যথাবিধানে শ্রবণ কর। বৎস! যাহাতে মুনিগণও ভ্রান্ত হন, আমি নিশ্চিন্তরূপে তদ্বিষয়ই বলিব। ৪৫

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

জৈমিনি বলিলেন, বৎস! সমুদয় দেহিগণের আত্মাই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সান্দ্রানন্দময়, হে বিপ্র! আত্মা কূটস্থ, ও নিশ্চল, তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। তিনি নিত্য ও সর্ব্বোপপ্লববর্জ্জিত, সেই সর্ব্বগত সূক্ষ্ম বিভু আকাশবৎ নিষ্ক্রিয়। ১।২

আত্মরূপ মহাসাগরে শোক, মোহ, জরা, ব্যাধি এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণারূপ বহুবিধ উর্ম্মিমালা কখনই হিল্লোলিত হয় না, তিনি, সততই আধি প্রভৃতি পঞ্চ ক্লেশবিহীন। যে সময়ে তিনি অনাদি অবিদ্যাজাত বাসনাজালে জড়িত, অহঙ্কারসম্ভূত চিত্তবৃত্তি সহিত মিলিত হন, তখনই তিনি, ভ্রান্ত আত্মহারা হইয়া যে কোন শরীর গ্রহণপূর্ব্বক সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিতে থাকেন ৩। ৪

তৎকালে আত্মা প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিবিধগুণে বদ্ধ হইয়া অবশ হইয়া পড়েন, তাঁহার আর স্বাধীনতা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে অধিকারী হইলেও তখন তিনি গন্ধর্ব্বনগরোপম মায়াময় অলীক প্রাকৃতিক জগৎপ্রপঞ্চ দর্শন করত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বময় পাঞ্চভৌতিক দেহপিণ্ডমধ্যে বিকারীর ন্যায় হইয়া নানারূপ চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি এইরূপে কামক্রোধাদিতে পীড়িত হইয়াই দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হন। ৫—৭

ভূতাবিষ্টচিত্ত মানব যেমন ভূতানুরূপ কার্য্য করিতে থাকে, তদ্রূপ আত্মাও জ্ঞানমোহিত হওয়ায় স্বীয় সচ্চিদানন্দরূপতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুধা মনোবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা পায়। ৮

এজন্য যাহাতে আত্মা সুস্থ হইতে পারেন, সকলেরই তাঁহার তদ্রূপ মোক্ষ বিধান করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং অনুকূল [illegible]না করিলে

নিরাবরণরূপস্য নির্ম্মলাকাশতাপিনঃ ।
ভ্রান্ত্যাবৃতে বিনাশো হি স্বাকারেঽবস্থিতির্ভবেৎ ॥
ভ্রান্তেঃ সংজায়তে সূক্ষ্মো নিরুপাখ্যো হি পশ্যতিঃ
নভস্তলং নভো নীলমিতি সর্ব্বৈর্বিভাব্যতে ॥ ১১
নির্ম্মলে নিগুণে সান্দ্রানন্দবোধস্বরূপিণি ।
পরমাত্মনি জায়েত ভ্রান্তিরাবিদ্যিকীদৃশী ॥ ১২
স্বপ্রত্যক্ষেঽপি ভ্রান্তিঃ স্যাৎ স্বকণ্ঠাভরণোপমা ।
তস্মান্মোক্ষঃ কৃতঃ কস্মাৎ কর্ম্মণা বিপ্র জায়তে॥১৩
জ্ঞানেনাবকৃতে রূপে প্রাপ্যতে শুদ্ধি দুর্লভম্ ।
তত্র ক্ষেত্রে হরেঃ ক্ষেত্রে ঈশ্বরানুগ্রহেণ বৈ।
জ্ঞানোদয়স্তু সুলভঃ প্রাণিনং সংযমেন বৈ ॥১
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং যস্য নাশোঽভিজায়তে ।
সদা প্রসন্নঃ ক্ষেত্রেঽস্মিন্ ম্রিয়মাণস্য স প্রভুঃ॥১৬
অন্তিমো বিগ্রহো যেষ ক্ষেত্রে যো ন ত্যজেদসূন্
মুক্তিমুদ্দিশ্য যৎ কর্ম্ম ন তৎকর্ম্ম সমীরিতম্ ॥ ১৭
শ্রাবণাদি যথা কর্ম্ম মুক্তয়ে মূলসাধনম্ ।
তথাত্র মরণং পুংসাং সাক্ষাৎ কৈবল্যসাধনম্॥১৮
যথাপর্ব্বতসংরূঢ়পাষাণস্য দৃঢ়াশ্রয়ম্ ।
ঝটিত্যাকৃষ্যতে লৌহময়স্কান্তমণির্যথা ॥ ১৯
অত্র প্রাণপরিত্যাগঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি দেহিনাম্ ।
অনেকজন্মজাতানি নির্বীজানি করোতি বৈ ॥২০
শুভাশুভফলাসঙ্গাদাত্মস্বরূপতাম্রিয়াৎ ।
তেনৈব বদ্ধো ভ্রমতি শৃঙ্খলাবদ্ধকাকবৎ ॥ ২১
বহিত্র কাকো হি যথা ভ্রমন্নাকাশমণ্ডলে ।
অনবাপ্যান্যধিষ্ঠ্যং বৈ স্বধিষ্ট্যে নিশ্চলো বসেৎ ॥
তথায়মাত্মা সর্ব্বত্র বাসনাবশতো ভ্রমন্ ।
পঞ্চবিংশাত্মকে পিণ্ডে গুণৈর্বদ্ধঃ সদা ভবেৎ॥২৩

কেবল কার্য্য শ্রবণে কেহই সেই স্বভাবতঃ নিত্যমুক্ত আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। ৯ ৫

ভ্রান্তিময় আবরণে আবৃত স্বাকারে অবস্থানই সেই স্বভাবতঃ আবরণবিহীন নির্ম্মল আকাশোপম আত্মার বিনাশস্বরূপ জানিবে।১০

নভস্তল দর্শনে সকলেরই যেমন নভোমণ্ডল নীলবর্ণ প্রতীত হয়, তদ্রূপ সেই নিরুপাধি আত্মাও ভ্রান্তিবশে সূক্ষ্ম জীবরূপ হইয়া থাকেন। ১১

পরমাত্মা স্বভাবতঃ নিবিড় চিদানন্দময়, নির্ম্মল ও নির্গুণ হইলেও তাঁহার অবিদ্যাবশেই ঈদৃশ ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। ১২

সাধারণ মানবগণের যেমন স্বীয় কণ্ঠাভরণে সর্পভ্রান্তি জন্মে, সেইরূপ স্বীয় প্রত্যক্ষবিষয়েও আত্মার ভ্রান্তি হইয়া থাকে; অতএব হে বিপ্র ! জ্ঞান ভিন্ন কোন কর্ম্ম দ্বারা কি কোন রূপে সেই আত্মার মুক্তিসাধন করা যায় ? জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই তবে সেই দুর্লভ তত্ত্ব লব্ধ হইয়া থাকে। ১৩।১৪

বৎস ! উক্ত হরিক্ষেত্রে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে ঈশ্বরানুগ্রহে সেই জ্ঞানোদয় প্রাণিগণের পক্ষেও সুলভ হয়। ১৫

জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাহার মৃত্যু ঘটে, নিঃসন্দেহ অচিরেই তাহার সর্ব্বদুঃখের শান্তি হয়। উক্ত ক্ষেত্রে মুমূর্ষু জীবগণের প্রতি সেই প্রভু জগন্নাথদেব সততই প্রসন্ন থাকেন। ১৬

ফলে ভগবানের সেই দারুময় মূর্ত্তি জীবগণের অন্তকালের উপকারার্থই বিরাজমান আছে; অতএব যে ব্যক্তি, মুক্তি-উদ্দেশে তথায় প্রাণত্যাগ না করে, তাহার যাবতীয় কার্য্যই প্রকৃত কার্য্য মধ্যে পরিগণিত নহে। ১৭

আত্মতত্ত্ব শ্রবণাদি যেমন মুক্তির মূলসাধন, তদ্রূপ তথায় মৃত্যুও জীবগণের কৈবল্যলাভের মূলকারণ জানিও। ১৮

অয়স্কান্ত মণি যেরূপ পর্ব্বতপ্ররূঢ় দৃঢ়বদ্ধ পাষাণবৎ লৌহপিণ্ডকেও ঝটিতি আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তথায় প্রাণ পরিত্যাগ ও দেহিগণকে অনেক জন্মজাত সর্ব্ববিধ কর্ম্মকেই নির্বীজ করিয়া দেয়। ২০

শুভাশুভ ফলাসঙ্গ বশতই আত্মা স্বভাব স্বরূপতা প্রাপ্ত হন এবং তদ্দ্বারা বদ্ধ হইয়াই শৃঙ্খলাবদ্ধ কাকের ন্যায় সংসারমার্গে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ২১

বহিত্র কাক (দাঁড়কাক) যেমন আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করত অন্যস্থান না পাইয়া স্বীয় পূর্ব্বস্থানেই নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ আত্মাও বাসনাবশে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া পরে

এতৎক্ষেত্রমহিম্না বৈ ভগবৎকরুণাবশাৎ।
প্রাণত্যাগাৎ পরাক্ষীণসমস্তদৃঢ়বাসনঃ ॥ ২৪
বিষ্ণুরূপমবাপ্যাসৌ যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
যত্র গত্বা পুনর্দ্দেহ বন্ধমেষ ন বাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫
উদ্দালকাত্র তে শঙ্কা নার্থবাদকৃতাস্তু বৈ।
য আত্মা ভগবৎক্ষেত্রে দেহবন্ধং পরিত্যজেৎ ॥২৬
কথং স পুনরত্রৈব দেহবন্ধমুপব্রজেৎ।
আত্মসন্ন্যাসযোগোঽয়ং যোগিনামপি দুর্ল্লভঃ ॥২৭
দ্বে এব সাধনে মুক্তেরাত্মবৃত্তিস্তু চেতসঃ।
প্রাণত্যাগশ্চেহ তথা নান্যথেত্যবধারয় ॥ ২৮
শিবোপদেশাৎ কাশ্যান্তু প্রাণত্যাগোঽপি মোচকঃ
তেন জ্ঞানেন হি পুমান্ ক্রমাদভ্যাসযোগতঃ ॥২৯

পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বাত্মক দেহ-পিণ্ডমধ্যেই সর্ব্বদা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ে বদ্ধ থাকে। ২২।২৩

উক্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ হইলে ভগবানের করুণাবশতঃ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য হেতু মানবের সমুদয় দৃঢ়তর বাসনাই সম্যক্ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং সে বিষ্ণুরূপ লাভ করিয়া যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় আর দেহ-বন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয় না, তাদৃশ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৪।২৫

উদ্দালক! উহা অর্থবাদ বলিয়া তোমার যেন আশঙ্কা না হয়, বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, যে আত্মা সর্ব্ব বিমোচন সাক্ষাৎ ভগবৎ-ক্ষেত্রে দেহবন্ধন পরিত্যাগ করে, কিরূপে সে পুনরায় আবার ইহলোকে দেহবন্ধন প্রাপ্ত হইবে? এই জন্যই, উক্তক্ষেত্রে উক্ত আত্ম-সন্ন্যাস যোগ (দেহত্যাগরূপ যোগ) যোগি-গণেরও দুর্ল্লভ। ২৬।২৭

বৎস! নিশ্চিত জানিবে, চিত্তের আত্মা-কার বৃত্তি ও উক্তক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ এই উভয় মাত্রই মুক্তির সাধন, অন্য কোন প্রকারেই মুক্তি হয় না। ২৮

কাশীধামে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন বলিয়া তথায় প্রাণত্যাগও মুক্তির সাধন সত্য, বস্তুতঃ জীবগণ অভ্যাস-যোগ বশতঃ সেই জ্ঞানবলে ক্রমে

ক্ষীণকর্ম্মা বিমুচ্যেত পুরৈতদ্বিমলং মতম্।
অন্তর্হিতা হি সা কাশী গণেশ্বরভয়াদভূৎ ॥ ৩০
ময়া বঃ কথিতং পূর্ব্বং মহাদেবো যথাত্যজৎ।
কাশীরাজপ্রসঙ্গেন ভগবৎপরিভাবিতঃ ॥ ৩১

ইতি উৎকলখণ্ডে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

বিশেষন্তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু উদ্দাল তত্ত্বতঃ।
অদ্যাপি কাশ্যাং দেবোঽপি স্থিতবান্ বৃষভধ্বজঃ॥১
যুগত্রয়ে তিষ্ঠতি স ন তু ঘোরে কলৌ যুগে।
অধর্ম্মবহুলে তস্মিন্ কলৌ সান্তর্হিতাভবৎ।
অন্যান্যপি চ তীর্থানি যথাবন্ন ফলন্তি চ ॥ ২
চতুর্যুগেষু সর্ব্বেষু যথার্থফলদন্তু তৎ।
অত্র পাপপ্রবেশো হি কদাচিন্নোপজায়তে ॥ ৩

শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় মুক্তিলাভ করিতে পারে, পূর্ব্বে এই পবিত্র মতই সকলের পরি-জ্ঞাত ছিল, কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বেই গণেশভয়ে সে কাশীতীর্থ অন্তর্হিত হইয়াছে। ২৯.৩০

মুনিগণ! কাশীরাজপ্রসঙ্গে ভগবানের নিকট পরাভূত হইয়া মহাদেব যেরূপে কাশীধাম পরিত্যাগ করেন, পূর্ব্বেই ত আমি আপনা-দিগকে তদ্বিষয় বলিয়াছি। ৪০

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

জৈমিনি বলিলেন, উদ্দালক! এই বিষয়ে তোমায় যথার্থরূপে বিশেষ বিবরণ বলি শুন; প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ বৃষভধ্বজ, অদ্যাপি কাশী-ধামে অবস্থিত আছেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই যুগত্রয়েই তিনি তথায় অবস্থিত থাকেন, কেবল ঘোর কলিযুগেই থাকেন না, এজন্য অধর্ম্মময় কলিযুগে কাশীও অন্তর্হিতা হন এবং অন্যান্যতীর্থসকলও ঘোর কলিতে যথোচিত ফলপ্রদ হয় না; কিন্তু পুরুষোত্তমক্ষেত্র চতু-র্যুগেই যথোচিত ফল দান করিয়া থাকে, কদাচ

ধর্ম্মস্রষ্টা হি ভগবাংস্তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
অবিদ্যাদীনবৃত্তীনাং সুখোদ্বোধায় যত্নবান্‌ ॥ ৪
ইদমেব পরং সেব্যং চতুর্ব্বর্গৈকসাধনম্‌।
বিশেষান্মোচকং সাক্ষাদনায়াসেন দেহিনাম্‌ ॥ ৫
পাপিষ্ঠোঽত্যন্তদুশ্চেষ্টশ্চণ্ডালোবাপ্যজোঽশুচিঃ
বিদ্বান্‌ বা ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বে তত্র সমা দ্বিজ ॥
দেবা মরণমিচ্ছন্তি যত্র ক্ষেত্রে মুমুক্ষবঃ।
আত্মসাক্ষাৎকৃতৌ মুক্তিস্তৎক্ষেত্রে মরণাদথ ॥
বিধ্যর্থবাদাবেতৌ হি নার্থবাদো ন বা বিধিঃ ॥ ৮
ন বিধেয়োঽপবর্গো হি কালপ্রাপ্তা মৃতিস্তথা।
অত্রাপি শঙ্কা মা ভূত্তে তৎক্ষেত্রে মরণং প্রতি।
বিশ্বসন্তি ন তে মূঢ়া যে সংসারপ্রবৃত্তিকাঃ।
অনাদ্যবিদ্যাসংসারপ্রবৃত্তৌ তচ্চ গোপিতম্‌ ॥ ১০
সাক্ষাৎকার আত্মনো যঃ স প্রসিদ্ধঃ শ্রুতৌ সদা
তদর্থং যত্নমানশ্চ যোগিনোঽপি সদাসতে ॥ ১১
যবব্রীহ্যাদিবত্তে দ্বে প্রধানে মুক্তিসাধিকে ॥ ১২
যোগাৎ প্রমুচ্যতে যোগী ত্বন্তরায়াবশাদ্দ্বিজ।
চতুর্দ্ধ্যে ত্যজন্‌ প্রাণান্নির্ব্বিঘ্নং মুক্তিভাগ্‌ ভবেৎ
আদ্যো মৎস্যাবতারো হি প্রাঙ্মুখস্তত্র বর্ত্ততে।
শ্বেতাখ্যো মাধবঃ প্রত্যক্‌ শ্বেতভূপপ্রসাদিতঃ॥১৪
বটসাগরয়োর্ম্মধ্যং মুক্তিদ্বারমকল্পয়ৎ।
তত্র ত্যজন্নসূন্‌ মর্ত্ত্যো নির্ব্বিঘ্নং মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥
অত্র তে কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তমনুত্তমম্‌।

তথায় কোন প্রকার পাপ প্রবেশ করিতে পারে না ১—৩

স্বয়ং ধর্ম্মস্রষ্টা ভগবান্‌ যত্নবান্‌ হইয়া অবিদ্যাবশে কাতরহৃদয় জীবগণের তত্ত্বজ্ঞান সাধনার্থই সর্ব্বদা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন এজন্য দেহিগণের অনায়াসে বিশেষরূপে সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ, চতুর্ব্বর্গের সুপ্রশস্ত সাধন উক্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রই সকলের পরম সেবনীয়। ৪।৫

হে দ্বিজ! কি অতি দুর্ম্মতি পাপিষ্ঠ, কি অশুচি চণ্ডাল বা অন্ত্যজ, এবং কি বিদ্বান্‌ বা পরম ধার্ম্মিক, উক্ত সকলেই সমান অধিকারী জানিবে। বৎস! দেবগণও মোক্ষাভিলাষী হইয়া উক্তক্ষেত্রে মৃত্যু বাসনা করেন, বস্তুতঃ উক্ত ক্ষেত্রে মরণমাত্রেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, সকলেরই মুক্তি হইয়া থাকে, ইহা বিধি ও অর্থবাদ উভয়াত্মক; কেবল অর্থবাদ বা কেবল বিধি নহে। কারণ প্রভূত নিন্দা বা প্রশংসা যুক্ত বিধিশেষই অর্থবাদ, সুতরাং ইহা যখন সেরূপ বিধিশেষ নহে, তখন অর্থবাদ হইতে পারে না এবং অদৃষ্টলভ্য মোক্ষ বা কালের অধীন মৃত্যুও বিধেয় হইতে পারে না; এজন্য বস্তুতই উহা বিধি ও অর্থবাদ উভয় স্বরূপ। বৎস! উক্তপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে মরণে বিষয় তোমার যেন অণুমাত্র সংশয় হয়। যাহারা সংসারে একান্ত আসক্ত, সেই মূঢ়গণই উহা বিশ্বাস করে না, অনাদি অবিদ্যাজনিত সংসার-প্রবৃত্তি থাকিলেই উক্তক্ষেত্র গুপ্ত থাকে। ৬—১০

উদ্দালক! উক্ত ক্ষেত্রে মরণ ভিন্ন মুক্তিসাধন যে আত্মসাক্ষাৎকার, তাহা ত বেদে প্রসিদ্ধই আছে এবং যোগিগণও তজ্জন্য সতত যত্নবান্‌ থাকেন; ফলে উক্ত উভয়ই যব-ব্রীহিবৎ প্রধান মুক্তিসাধন, জানিবে। ১১।১২

কিন্তু, দ্বিজবর! তন্মধ্যে পার্থক্য এই যে যদি কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে; তবেই যোগবলে যোগী মুক্ত হইতে পারেন, আর চতুর্দ্ধ্যে (মৎস্যাবতারাদি চতুষ্টয়ের মধ্যে) প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে মানব নির্ব্বিঘ্নে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। ১৩

উক্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অবতারের মধ্যে আদি মৎস্যাবতার-মূর্ত্তি পূর্ব্বমুখে অবস্থিত এবং শ্বেতরাজ কর্ত্তৃক প্রসাদিত শ্বেতমাধব পশ্চিমে অবস্থিত আছেন। আর, উক্ত ক্ষেত্রে অক্ষয়বট ও সাগরের যে মধ্যস্থল তাহাই চতুর্দ্ধ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। মানব উক্ত চতুর্দ্ধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেই নির্ব্বিঘ্নে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, এজন্য মহর্ষিগণ উহাকে মুক্তিদ্বার বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ১৪।১৫

বৎস! পুরাকালে মুনিবর দুর্ব্বাসা ভগবান্‌

চতুর্মুখস্য পুরতো দুর্ব্বাসা যদ্ব্যজিজ্ঞপৎ ॥ ১৬
স হি দেবস্য রুদ্রস্য অবতীর্ণোঽংশতঃ পুরা।
আশৈশবাদ্ব্রহ্মচারী তত্ত্ববিৎ তপসাং নিধিঃ ॥১৭
যদৃচ্ছাভ্রমণো মর্ত্ত্যশ্চতুর্দ্দশজগৎস্বপি।
কদাচিৎ পৃথিবীং যাতো সত্যাচারদিদৃক্ষয়া ॥ ১৮
মধ্যদেশে দদর্শাথ ব্রাহ্মণৌ মুনিসত্তমঃ।
একস্তয়োস্তপোনিষ্ঠঃ সাধ্যায়াচারবান্ গৃহী ॥ ১৯
অপরস্তু সদাচারো দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
ভক্তিং চিকীর্ষুশ্চেষ্টাসু ন তথান্যাসু বর্ত্ততে ॥ ২০
স তু কেনাপি বৌদ্ধেন নাস্তিকেন প্রলোভিতঃ।
উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তী ধনবান্ বিষয়েষনুষজ্জতে ॥ ২১
অথ তৌ জ্যোতিষাং বেত্তা জগাম স্বার্থলিপ্সয়া।
পরিপৃষ্টোঽথ তাভ্যাং স আয়ুষঃ শেষমাদরাৎ ॥২

ব্রহ্মার নিকট যে বিষয়ে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এতদ্বিষয়ে এক্ষণে তোমাকে সেই উৎকৃষ্টতম পুরাবৃত্ত বলি, শুন। ১৬

উক্ত মুনিবর রুদ্রদেবের অংশে অবতীর্ণ, তিনি শৈশবাবধিই ব্রহ্মচারী, তত্ত্ববিৎ ও পরম তপস্বী ছিলেন। একদা তিনি, যদৃচ্ছাক্রমে চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে কদাচিৎ মানবাচারদর্শন-বসনায় পৃথিবীতে উপস্থিত হন। ১৭। ১৮

অনন্তর সেই মুনিবর, মধ্যদেশে ব্রাহ্মণদ্বয়কে দেখিতে পান। সেই দুইজনের মধ্যে একজন তপোনিষ্ঠ এবং স্বাধ্যায় ও সদাচারবান্ গৃহস্থ ছিলেন, আর অপর একজন সতত সদাচারসম্পন্ন থাকিয়া কেবল দেবদেব চক্রপাণিকেই ভক্তি করিতেন, অন্য কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতেন না। ১৯—২০

কালক্রমে সেই ধনবান্ বিষ্ণুভক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি, কোন বৌদ্ধমতাবলম্বী নাস্তিকের প্রলোভনে পড়িয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত ও বিষয়ভোগে নিতান্ত আসক্ত হন। ২১

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একজন জ্যোতির্বিৎ স্বার্থলিপ্সায় সেই ব্রাহ্মণদ্বয়ের নিকট আগমন করেন; পরে তাঁহারা উভয়েই সেই গণককে আপনাদিগের আয়ুর

তয়োর্জগাদ গণকো বিচার্য্য কুশলাদিভিঃ।
পঞ্চত্রিংশদ্দিনান্তে বাং প্রাণত্যাগো ভবিষ্যতি ॥
তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়াবিষ্টৌ কথমাবাং ভবিষ্যতি।
মুক্তিক্ষেত্রেঽন্যক্ষেত্রে বা গৃহে বা যত্র কুত্রচিৎ।
সাংবৎসর বিচার্য্যৈতৎ কথয়স্ব যথাতথম্ ॥ ২৪
এবমুক্তস্তু তাভ্যাং স মুক্তিভাবং বিচিন্তয়ন্।
পূর্ব্বস্য প্রাহ নদ্যাং তে প্রাণা যাস্যন্তি সংক্ষয়ম্ ॥
উত্তমাং গতিমাসাদ্য দেবভূয়ং গমিষ্যসি।
ইতরস্য তু বিস্মেরঃ কৈবল্যপ্রাপ্তিমূচিবান্ ॥ ২৬
ত্বং বিপ্র বহুভাগ্যোঽসি নিধনে তে বৃহস্পতিঃ।
স্বোচ্চস্থো বর্ত্ততে তেন ব্রহ্মনির্ব্বাণমেষ্যসি ॥ ২৭
পুরুষোত্তমাখ্যং ভো বিপ্র ক্ষেত্রং পরমপাবনম্।
যত্র প্রবিষ্টমাত্রস্য সর্ব্বাঘৌঘবিনাশনম্ ॥ ২৮

অবশিষ্টাংশের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় গণক উত্তমরূপ বিচার করিয়া বলেন, পঞ্চত্রিংশদিনান্তে আপনাদিগের উভয়েরই প্রাণত্যাগ হইবে। ২২।২৩

গণকের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে উভয়েই চিন্তাকুল হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্যোতির্জ্ঞ মহাশয়! কোন্ মুক্তিক্ষেত্রে বা অন্য ক্ষেত্রে এবং গৃহে বা অপর কোন স্থানে কিরূপে আমাদিগের মরণ হইবে, তাহা বিচারপূর্ব্বক যথার্থরূপে বলুন। ২৪

সেই গণক, উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়-কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মুক্তিভাব বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকে বলিলেন, নদীতে আপনার মৃত্যু হইবে এবং আপনি উত্তমগতি প্রাপ্ত হইয়া দেবত্ব লাভ করিবেন। তৎপরে সহাস্যবদনে দ্বিতীয় ব্যক্তির মুক্তিলাভের বিষয় ব্যক্ত করত কহিলেন, হে বিপ্র! আপনি পরম ভাগ্যবান্, আপনার নিধনগৃহ অষ্টম রাশিতে বৃহস্পতি আছেন এবং তিনি উচ্চস্থ, এজন্য আপনি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। ২৫—২৭

হে বিপ্র! যে স্থানে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই মানবগণের অখিল পাপরাশি তিরোহিত হইয়া থাকে, সেই পরমপাবন পুরুষোত্তম নামক যে ক্ষেত্র, তথায় আপনার মৃত্যু হইবে। দয়ানিধি

স্থিতিং করোতি ভগবান্ দারুরূপো দয়ানিধিঃ।
ম্রিয়মাণস্য তস্মিন্ স কৈবল্যং সম্প্রযচ্ছতি ॥ ২৯
ইত্যুক্তস্তেন স বিপ্রো ভাগ্যোদয়বশাৎ পুনঃ।
পুনর্ব্বভূব শুদ্ধাত্মা বিষ্ণুভক্তিচিকীর্ষয়া ॥ ৩০
তং পূজয়িত্বা সৎকারৈর্বিসসর্জ্জমুদান্বিতঃ।
কেন মার্গেণ বা তত্র কথং যাস্যত্যচিন্তয়ৎ ॥ ৩১
ইতি উৎকলখণ্ডে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।
ইত্থং চিন্তয়মানস্য তৎক্ষেত্রগমনং প্রতি।
প্রাপ্তবান্ রুদ্ররূপঃ স দুর্ব্বাসাস্তপসাং নিধিঃ
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় ব্রাহ্মণো হৃষ্টমানসঃ।
পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য সুখাসীনং দ্বিজর্ষভে।
প্রশ্রয়াবনতো ভূত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২

ভগবান্ দারুময় মূর্ত্তিতে তথায় বিরাজমান থাকিয়া নিরন্তর তৎক্ষেত্রে ম্রিয়মাণ কৈবল্য দান করিতেছেন। গণককর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া সেই বিপ্রবর, স্বীয় শুভ ভাগ্যোদয়-বশতঃ বিষ্ণু ভক্তিবাসনায় পুনরায় পবিত্রাত্মা হইলেন। ২৮—৩০

অনন্তর, সানন্দচিত্তে যথোচিত সৎকার-দ্বারা গণককে সম্মানিত করিয়া বিদায় করিলেন এবং কিরূপে কোন পথে সেই পুরুষোত্তমে গমন করিবেন, তদ্বিষয়ই চিন্তা করিতে থাকি-লেন। ৩১

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

জৈমিনি বলিলেন, বৎস! সেই দ্বিজবর পুরুষোত্তমে গমনার্থ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমত সময়ে সেই রুদ্রাংশসম্ভূত তপোনিধি মুনিবর দুর্ব্বাসা তৎ সন্নিধানে উপস্থিত হই-লেন। ১

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসাকে দেখিবা-মাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সানন্দচিত্তে

ব্রাহ্মণ উবাচ
ভগবন্ ভাগ্যসম্পত্তেঃ পরিপাকাৎ সমাগতঃ।
সদনং মে ততো জাতঃ কৃতকৃত্যোঽস্মি নিশ্চিতং
ভবাদৃশো জ্ঞানবিদঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্বরূপিণঃ।
নাল্পভাগ্যবতাং পুংসাং দৃশঃ স্যুরতিথয়ো ধ্রুবম্*
যদ্যপ্যহং কৃতার্থোঽস্মি ত্বদাগমনভাগ্যতঃ।
তথাপি বাঞ্ছাম্যমৃতং ত্বদাজ্ঞাবচনং প্রতি ॥ ৫
ইত্যুক্তবন্তং দুর্ব্বাসা মুনিরাহ হসন্নিব।
বিপ্রবর্য্য ন বা যোগিবার্য্যহং ত্বং কিন্ন ভাষসে ॥৬
মাসাদূর্দ্ধং ত্বমস্মাকমুপাস্যঃ সম্ভবিষ্যসি।
উপস্থিতাপবর্গস্ত্বং বিনা ক্রত্বাদিসাধনৈঃ ॥ ৭

পাদ্যাদিদ্বারা তাঁহার যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া, মুনিবর স্বপ্রদত্ত আসনে সুখোপবিষ্ট হইলে বিনয়নম্রভাবে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—ভগবন্! মদীয় শুভাদৃষ্টের পরিণাম বশতই আপনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য নিশ্চিত আমি আজ কৃতার্থ হইলাম। ২।৩

সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ভবাদৃশ জ্ঞানিগণ কদাচ অল্পভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের দৃষ্টিপথের অতিথি হন না। ৪

মহাত্মন্! যদ্যপি আমি ভবদীয় আগমন-জন্য শুভাদৃষ্ট বশেই কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি আপনার আজ্ঞারূপ অমৃতপানে উৎসুক হইতেছি। ৫

সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিতে থাকিলে মুনিবর দুর্ব্বাসা ঈষৎ হাস্য সহকারে তাঁহাকে বলিলেন, হে বিপ্রবর! আমি প্রকৃতরূপে যোগিবর নই, আমাকে কিজন্য এরূপ বলি-তেছ? মাসান্তে তুমিই আমাদিগের উপাস্য হইবে, ক্রত্বাদি সাধন ব্যতিরেকেও তুমি অবি-লম্বে অপবর্গ লাভ করিবে। ৬।৭

* পাঠান্তর,—"দৃশোয়াতিথয়ো ধ্রুবম্" ইত্যেব পাঠঃ সমঞ্জসঃ। লিখিতপাঠস্তু লিপিপ্রমাদা

এবমুক্তে দ্বিজঃ প্রাহ মুনে ত্বং সত্যবাগসি।
ভবাদৃশানাং রসনা ন স্বপ্নেঽপি মৃষাপ্রিয়া ॥ ৮
দাসে যদি পরীহাসঃ কিং বানুগ্রহভাষণম্।
তত্ত্বতো ব্রূহি ভগবন্নভয়ং মে হ্যনুগ্রহাৎ ॥ ৯
যথেচ্ছাচারদুষ্টোঽহং ন হি বেকোঽঙ্কো ময়ি।
ন বাসনাবদ্ধদৃঢ়ং কর্ম্ম ত্যজতি মে মনঃ ॥ ১০
ইন্দ্রিয়ার্থোপভোগেচ্ছা ক্ষণং ন চ্যবতে মম।
ইহামুত্র ফলাকাঙ্ক্ষা প্রাণযাত্রাং বিনা যদা ॥ ১১
নোৎপদ্যতে বিনা মুক্তাবধিকারং বিদুর্বুধাঃ।
মুনে দৃঢ়মমত্বোঽহং কথং প্রাপ্স্যামি নির্বৃতিম্ ॥ ১২
আত্যন্তিকদুঃখহানিঃ কথং মে বাত্মসংবিদঃ।
অনুগ্রহাত্তু ভগবতো বিনা মে স্যাৎ কথং বদ ॥ ১৩
বিপ্রবাক্যমিদং শ্রুত্বা দুর্ব্বাসাঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ১৪

দুর্ব্বাসা এইরূপ কহিলে সেই দ্বিজবর কহিলেন, মুনে! আপনি সত্যবাদী, ভবাদৃশ জনগণের রসনায় স্বপ্নেও মিথ্যা প্রিয়বাক্য উচ্চারিত হয় না, অতএব হে ভগবন্! এই দাসের প্রতি আপনি কি পরিহাস করিতেছেন, না যথার্থ ই অনুগ্রহবাক্য বলিতেছেন? আপনি অনুগ্রহ করিয়া যথার্থরূপে বলুন, আমায় অভয় দান করুন। আমি বিবেকবিহীন যথেচ্ছাচারী পাপী, আমার মন দৃঢ়তর বাসনায় বদ্ধ, এজন্য এক্ষণেও ত সংসার-বন্ধনপ্রদ কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছে না এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় উপভোগেচ্ছাও ক্ষণকালের জন্যও তিরোহিত হইতেছে না। বুধগণ বলিয়া থাকেন, যৎকালে মানব-হৃদয়ে জীবনধারণোপযোগী কোন প্রকার বস্তুর বাসনা ভিন্ন ঐহিক বা পারত্রিক কোনরূপ ফলকামনাই উদিত না হয় তৎকালেই মানবের মুক্তিলাভে অধিকার জন্মে; অতএব হে মুনে! আমার যখন পার্থিব বিষয়ে দৃঢ়তর মমতা রহিয়াছে, তখন কিরূপে আমি চিরশান্তি প্রাপ্ত হইব? ৮—১২

মুনিবর! ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত কিরূপে দেহাত্মাভিমানী আমার আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইবে, বলুন? ১৩

সেই ব্রাহ্মণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া

যদবোচঃ স্বরূপং হি যত্ত্বং তন্নো মৃষা ধ্রুবম্।
তথা প্রবৃত্তিমন্তে যেন তত্তে বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৫
পূর্ব্বজন্মনি ত্বং বিপ্র মহাভাগবতোঽভবৎ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সুহৃদ্ভির্বন্ধুভিঃ সহ ॥ ১৬
মাঘে মাসি গতস্তত্র ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
তত্র তস্যাং বিষ্ণুতিথৌ স্নাত্বা সিন্ধুজলে শুভে ॥ ১৭
সংক্ষীণকল্মষস্ত্বং হি উপোষ্য কৃতজাগরঃ।
উপচারৈর্জগন্নাথং দারুরূপং সমর্চ্চয়ন্ ॥ ১৮
কুন্দস্রগ্‌ভিঃ সুগন্ধাভিঃ পূজয়িত্বা জগদ্‌গুরুম্।
প্রভাতে চ পুনঃ স্নাত্বা সমর্চ্চ্য জগতাং পতিম্ ১৯
তৎপ্রীত্যৈ দ্বিজবর্য্যেভ্যঃ প্রতিপাদ্যাসনাদিকম্।
ততশ্চ বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং পুনরায়াঃ স্বকং গৃহম্।
কর্ম্মণা তেন মুক্তেস্ত্বং ভাজনং প্রত্যপদ্যথাঃ ॥ ২০
তৎক্ষেত্রমুৎকলে দেশে দক্ষিণোদধিতীরগম্।

পুনরায় দুর্ব্বাসা বলিলেন, বিপ্রবর! তুমি আপনার সম্বন্ধে যাহা বলিলে, তাহা যথার্থই বটে, কদাচ তাহা মিথ্যা নহে; কিন্তু যে জন্য তোমার সেরূপ ঘটিবে, যথার্থরূপে তদ্বিষয় বলি শুন। ১৪।১৫

বিপ্র! পূর্ব্বজন্মে তুমি পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলে। তুমি একদা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সুহৃদ্ ও বন্ধুগণের সহিত মাঘমাসে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন কর। পরে তথায় বিষ্ণুপ্রীতিকর একাদশী তিথিতে সিন্ধুজলে অবগাহনপূর্ব্বক নিষ্পাপ হও, তৎপরে উপবাসী থাকিয়া জাগরণ করত রাত্রিকালে সুগন্ধ কুন্দমাল্য প্রভৃতি বিবিধ উপচারে দারুময় জগন্নাথদেবকে যথাবিধি পূজা করিয়া পুনরায় প্রভাতকালে স্নানান্তে সেই জগদীশ্বরকে সম্যক্ অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহার প্রীত্যর্থে দ্বিজবরদিগকে আসন ও ভোজ্যাদি দান কর; অনন্তর বন্ধুগণের সহিত পুনরায় নিজ গৃহে আগমন করিয়াছিলে, সেই পুণ্য কার্য্যের জন্যই তুমি মুক্তি লাভের অধিকারী হইয়াছ। ১৬—২০

উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্র উৎকল দেশে দক্ষিণ মহাসাগরের তীরবর্ত্তী [illegible]

সুগোপ্যং ব্রহ্মণঃ শম্ভোস্তু দুষ্প্রাপ্যংস্বল্পভাগ্যকৈঃ ॥
যৎ কর্ম্মপরিপাকেন প্রাপ্তবানসি ঈদৃশীং তনুম্‌ ।
ক্ষীণপাপোঽসি ভগবদ্দর্শনাত্ত্বং তদা দ্বিজ ॥ ২২
নিবর্ত্তমানঃ স্বগৃহং সঙ্গদোষেণ দূষিতঃ ।
গত্বান্নং প্রত্যহং ভুক্ত্বা তৎকর্ম্মপরিপাকতঃ ।
পাষণ্ডসঙ্গদুর্ব্বুদ্ধিঃ স্বেচ্ছাচারো ভবানভূৎ ॥ ২৩
সাম্প্রতং গৃহজং বস্তুজাতং দত্ত্বা কুটুম্বকে ।
তূর্ণং প্রয়াহি ভগবৎপাদমূলং সুদুর্লভম্‌ ॥ ২৪

জৈমিনিরুবাচ ।

ইত্যুক্তস্তেন মুনিনা স দ্বিজো হৃষ্টমানসঃ ।
গৃহক্ষেত্রকুটুম্বেষু ত্যক্তমোহো বিবেকবান্‌ ॥ ২৫
নিঃসসার গৃহাত্তূর্ণং চিন্তয়ন্‌ পুরুষোত্তমম্‌ ।
তেনৈব মুনিনা সার্দ্ধং জগাম পুরুষোত্তমম্‌ ॥ ২৬
দিনদ্বয়ান্তরে মার্গে দূরশূন্যে ব্রজন্‌ মুনিম্‌ ।
চিত্তশুদ্ধিপরীক্ষার্থমন্তর্ধানগতোঽভবৎ ॥ ২৭
পদানি কতিচিদ্‌গত্বা স বিপ্রো দীনমানসঃ ।
দুর্ব্বাসসমনালোক্য কান্দিশীকোঽভবত্তদা ॥ ২৮
অসহায়ো গমিষ্যামি কাহং শূন্যপথা ব্রজন্‌ ।
কুত্র দেশে মুনিঃ স্থানং ত্যক্ত্বা মাং বা কথং গতঃ
অনামন্ত্র্য হি সাধূনাং নৈষ পন্থাঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২৯
পরিত্যজ্য কুটুম্বং স্বং বেশ্ম তৎ সুপরিচ্ছদম্‌ ।
অপ্রাপ্য মোচকং ক্ষেত্রং শূন্যে সীদামি হা কথম্‌
দৈবজ্ঞঃ স তু ভিক্ষার্থী জীর্ণো গণনকর্ম্মণা ॥ ৩১
তাপসাশ্ছদ্মরূপাহি বঞ্চয়ন্তো জনান্‌ বহূন্‌ ।
রাক্ষসা নাশয়ন্ত্যাশু মনুষ্যানপকারিণঃ ॥ ৩২

ব্যক্তিদিগের পক্ষে উহা অতি দুষ্প্রাপ্য। এমন কি ভগবান্‌ ব্রহ্মা বা শঙ্করও উহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন। হে দ্বিজ! তৎকালেই তুমি ভগবদ্দর্শনহেতু নিষ্পাপ হইয়াছ এবং যে কর্ম্মপরিপাক বশতঃ ঈদৃশ দেহ লাভ করিয়াছ, সেই কর্ম্মফলেই মুক্ত হইবে। ২১।২২

তুমি স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সঙ্গদোষে, দূষিত হইয়াছিলে, তুমি পুরুষোত্তমে গমনপূর্ব্বক প্রত্যহ ভগবানের অন্ন-প্রসাদ ভোজন করিয়াও স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সঙ্গদোষে দূষিত হইয়াছিলে বলিয়াই সেই কর্ম্মফলে পাষণ্ডসংসর্গে তোমার বুদ্ধি দুষ্ট হওয়ায় তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়াছ। ২৩

সম্প্রতি নিজ গৃহস্থিত সমস্ত দ্রব্যাদি কুটুম্বদিগকে প্রদান করিয়া ত্বরায় সুদুর্লভ ভগবৎপাদমূলে গমন কর। ২৪

জৈমিনি বলিলেন, মুনিবর দুর্ব্বাসা এইরূপ কহিলে সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ অতি হৃষ্ট হইল, তখন তাঁহার মনে বিবেকোদয় হওয়ায়, বাসভূমি গৃহ ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি মমতা মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক, মনে মনে ভগবান্‌ পুরুষোত্তমকে চিন্তা করত, ত্বরায় গৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া, সেই মুনিবরের সহিত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৫।২৬

অনন্তর দুই দিবসের পর মুনিবর দুর্ব্বাসা সেই ব্রাহ্মণের চিত্তশুদ্ধি-পরীক্ষার্থ প্রান্তরমধ্যে গমন করিতে করিতে সহসা অন্তর্দ্ধান করিলেন। ২৭

এদিকে সেই বিপ্রবর কতিপয় পদ গমন করিয়াই দুর্ব্বাসাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় কাতর হইলেন এবং ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়া ভাবিলেন, এক্ষণে আমি একাকী কোথায় যাই, মুনিবর বৃক্ষাদিশূন্য দূরপথে গমন করিতে করিতে আমাকে কিছু না বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গমন করিলেন। সাধুদিগের ত এরূপ আচরণ দৃষ্ট হয় না। হায়! এক্ষণে আমি অসহায় হইয়া কান্তার-পথে গমন করত কোথায় যাইব! মুনিবরের বাসস্থানই বা কোথায়? তিনি আমায় কিছুমাত্র না বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গেলেন! সাধুদিগের ঈদৃশ ব্যবহার ত কদাচ শ্রুত হয় না। ২৮। ২৯

হায়! আত্মীয় স্বজন, গৃহ ও মনোহর পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তিক্ষেত্রে উপস্থিত না হইয়াই আমি আজ কি না শূন্যপথে বিনষ্ট হইলাম? সেই ভিক্ষার্থী দৈবজ্ঞও ত গণনাকার্য্য করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহার গণনাই বা কিরূপে মিথ্যা হইল? যথার্থই বটে, মানবগণের অপকারী মায়াবী

অবিচার্য্যৈ ময়া সাঙ্গং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা সুখপ্রদম্।
ইত্থমাচরিতং কর্ম্ম শ্রেয়ঃ স্যান্মে কথং পুনঃ॥ ৩৩
দৈবেন বঞ্চিতং কিংবা করিষ্যাম্যাত্মনো হিতম্।
ত্রিশঙ্কুবৎ স্থিতো মধ্যে প্রান্তরে হৃদ্য বিহ্বলঃ॥
স্বেচ্ছোপনীতা বিষয়া বর্ত্তন্তে স্বগৃহে মম।
তান্ পরিত্যজ্য ভীতোঽহং ক যাস্যে ভীতচৌরবৎ
ইত্থং চিন্তাকুলঃ সোঽথ ব্রজন্ শূন্যপথি শ্বসন্।
ভয়াতুরাং স্পর্শদুষ্টাং বালাং কাঞ্চিদপশ্যত॥৩৬
লাবণ্যাম্বুধিরত্নং সা সীমাসৌন্দর্য্যভূষণা।
সর্ব্বগাত্রানবদ্যাঙ্গী মোহনাস্ত্রং মনোভুবঃ॥ ৩৭

তাং দৃষ্ট্বা বিস্ময়াবিষ্টঃ সর্ব্বস্ত্রীরূপহারিণীম্।
চিন্তয়ামাস নেদৃক্ মে দৃষ্টপূর্ব্বা হি সুন্দরী ৩৮
মহানগরমধ্যেঽহং ভ্রমমাণো যদৃচ্ছয়া।
অবরোধেঽপি নৃপতেঃ কান্তা নেদৃক্ সুশোভনা।
একাপি লভ্যতে যেয়ং দেবলোকেঽপি দুর্লভা।
এবং শূন্য টবীদেশং ভূষয়ন্তী মনোহরা।
দৃষ্টাপি যা শুচং ঘোরাং ঝটিত্যাকৃষ্যতে মম॥
সাপি তং নিকটে দৃষ্ট্বা কিঞ্চিৎ সুস্থাকৃতিস্তদা।
স্থিতা ত্রপানুরাগাভ্যাং ভূষিতা স্বৈরতাং গতা॥৪১
অথোবাচ দ্বিজোঽনঙ্গপীড়িতোঽস্থিরমানসঃ॥৪২
কা ত্বং শুভে কুতো বাস্মিন্ কান্তারে সমুপস্থিতা

রাক্ষসগণ, এইরূপ ছদ্মতাপসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বহুল জনগণকে বঞ্চনা করত বিনষ্ট করিয়া থাকে। ৩১—৩২

হায়! আমি যখন সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কেবল সুখপ্রদ বিষয়েই লক্ষ্য করিয়া ঈদৃশ অন্যায় আচরণ করিয়াছি, তখন আর আমার কিরূপে মঙ্গল হইবে? ৩৩

দৈবই যখন আমায় বঞ্চনা করিয়াছেন, তখন কি প্রকারে আমি আপনার হিতসাধন করিব? হায়! এক্ষণে আমি আত্মীয়জন-বিরহে বিহ্বল হইয়া আকাশমধ্যে ত্রিশঙ্কুর ন্যায় এই প্রান্তরমধ্যে অবস্থান করিতেছি। ৩৪

হায়! আমার গৃহে স্বীয় ইচ্ছানুসারে আহৃত কত শত ভোগ্য বিষয় সকল রহিয়াছে, আমি এক্ষণে তৎসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সভয়-চিত্তে চৌরের ন্যায় কোথায় যাইব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ৩৫

সেই ব্রাহ্মণ, এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সেই কান্তার-মধ্যে গমন করত পাতিব্রত্য হেতু অন্যের পক্ষে যাহার স্পর্শ দূষণীয় এবংবিধ কোন অল্পবয়স্কা ভয়াতুরা রমণীকে দর্শন করিলেন। ৩৬

দেখিলেই বোধ হয় যেন, সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, লাবণ্যরূপ-রত্নাকরের এক অপূর্ব্ব রত্ন এবং মদনের সম্মোহন নামক অস্ত্রবিশেষ; বস্তুতঃ সেই ললনা সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠায় বিভূষিতা। ৩৭

অখিল সীমন্তিনীগণের সৌন্দর্য্যহারিণী সেই মহিলাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক সমধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয় কেহ কখন সুর-পুরে ঈদৃশ সুন্দরী সন্দর্শন করেন নাই। ৩৮

আমি ত মহানগরমধ্যে যথেচ্ছ কতই ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কখনই এরূপ রূপবতী দেখি নাই এবং কোন নৃপতিরই অন্তঃপুর-মধ্যে এতাদৃশ শোভনাঙ্গী কমনীয়কান্তি একটি রমণীও দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ এই যে সুন্দরী দৃষ্ট হইতেছে, এরূপ পরমা-সুন্দরী কামিনী, দেবলোকেও দুর্লভ। এই মনোহারিণী রমণী উপস্থিত হইয়া এই শূন্যময় অটবী-প্রদেশকেও ভূষিত করিতেছে এবং আমার দৃষ্টিপথে উদিত হইয়াই মদীয় চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে ও ঘোরতর সহবাসোৎ-কণ্ঠাকে যেন উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছে। সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে সেই কামিনীও ব্রাহ্মণকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া যেন কিঞ্চিৎ সুস্থাকৃতি এবং ঈষৎ লজ্জা ও অনুরাগচিহ্নে ভূষিতা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে ব্রাহ্মণসন্নিধানে দণ্ডায়মান হইল। ৩৯—৪১

অনন্তর সেই দ্বিজবর কামশরে পীড়িত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বলিলেন, অয়ি শুভে! তুমি কে? কিজন্যই বা ব্যাকুলহৃদয়ে একা-কিনী এই কান্তারমধ্যে [illegible] হইয়াছ?

অসহায়া ত্বয়াত্রক্তা দিব্যরূপা বিভাব্যসে ॥ ৪৩
ইত্যুক্তবন্তং তং দৃষ্ট্বা বশচিত্তং জাব্রবীৎ।
কান্ত মামন্যথা মংস্থা স্তদীয়াহং পুরা স্থিতা ॥ ৪৪
দুর্দ্দৈবাদুষ্টচিত্তস্তং স বৈ মাং শৈশবেহত্যজঃ।
অবসং জনকস্তাহং মন্দিরে বিপ্রবাসিত' ॥ ৪৫
ত্বাং ধ্যায়ন্তী দিবারাত্রৌ যৌবনং নিষ্ফলং গতম্
পিতুর্গৃহং মে নিকটে শ্রুত্বা ত্বাং নির্গতং গৃহাৎ
একাকিনী ভয়োদ্‌বিগ্না ত্বৎসন্নিধিমুপাগতা।
অদ্যাপ্যনুক্রোশয় মাং জীবিতং রক্ষ মে প্রভো ॥
উদ্বাহিতায়া যুবতেঃ পরিত্যাগোহসুখাবহঃ।
নরকায় গতিঃ পুংসামিতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৮
এহি কান্ত ব্রজাম্যদ্য পিতুর্গেহং সুখালয়ম্।
যথাকামং ময়া সার্দ্ধং তত্র তিষ্ঠ চিরং প্রভো ॥

তোমাকে দিব্যরূপিণী বলিয়া বোধ হই-তেছে। ৪২।৪৩

সেই ব্রাহ্মণকে কামবশচিত্তে এইরূপ বলিতে দেখিয়া সেই কামিনী বলিল, কান্ত! আমাকে অন্যপুরুষ-সংসর্গিণী মনে করিবেন না, আমি পূর্ব্বে আপনারই পত্নী ছিলাম। দুর্দ্দৈব বশতঃ বুদ্ধিদোষে আপনি আমার শৈশব-কালেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আমি আপনাকর্ত্তৃক বিবাসিতা হইয়া এতাবৎকাল পিত্রালয়েই বাস করিয়াছি। ৪৪।৪৫

নাথ! দিবারাত্র আপনাকে ধ্যান করিতে করিতেই আমার যৌবন বিফলে গিয়াছে নিকটেই আমার পিতৃগৃহ, আপনি গৃহ হইতে নির্গত হইয়া এ স্থানে আসিয়াছেন শুনিয়া আমি একাকিনী ভয়োদ্বিগ্নহৃদয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। প্রভো! অদ্যাপি আমার প্রতি দয়া করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন। ৪৬।৪৭

প্রিয়তম! বিবাহিতা যুবতিকে পরিত্যাগ করা যে অতীব অসুখের কারণ এবং উহাতে যে পুরুষের নরকগতি হয়, ইহা শাস্ত্রমাত্রেই স্থির নিশ্চিত হইয়াছে। ৪৮

অতএব হে কান্ত! আসুন, এক্ষণে আমার সুখকর পিতৃগৃহে আগমন করি। প্রভো! তথায়

তয়া প্রবোধিতশ্চৈবং স বিপ্রো হৃষ্টমানসঃ।
জগাম তাং পুরস্কৃত্য অদূরে শ্বশুরালয়ম্ ॥ ৫০
শ্বশুরোহপি চ তং দৃষ্টা সংকৃত্যাত্ত প্রপূজয়ন্।
স্বগৃহে বেশয়ামাস সর্ব্বকামসমৃদ্ধিভিঃ ॥ ৫১
রমমাণস্তয়া সার্দ্ধং মাসমাত্রমুবাস হ।
এতৎ সর্ব্বং মুনের্মায়া ন জানাতি দ্বিজস্তম্ ॥৫২
ব্রজংস্তু কেবলং নিত্যং ক্ষেত্রস্য নিকটং যযৌ॥৫
ইতি উৎকলখণ্ডে একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

দ্বিতীয়েহহ্নি দিবামধ্যে চতুর্ম্মধ্যে প্রবোক্ষ্যতি.
পূর্ব্বেহহনি জ্বরস্তস্য মহানাসীৎ সুদারুণঃ ॥ ১
তস্মিন্ ক্ষেত্রে হরেশ্চক্রং বিষ্ণুপারিষদোগণঃ

আপনি আমার সহিত যথেচ্ছ অবস্থান করুন। ৪৯

সেই প্রমদাকর্ত্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়া ব্রাহ্মণ হৃষ্টমানসে তাহাকে অগ্রে লইয়া অদূরবর্ত্তী শ্বশুরালয়ে গমন করিলে তদীয় শ্বশুরও তাহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পরম সমাদরে সৎকারপূর্ব্বক সমুদয় ভোগ্য বস্তু দিয়া নিজগৃহে বাস করাইলেন। ৫০।৫১

তৎকালে সেই ব্রাহ্মণ, স্বীয় পত্নীর সহিত পরমসুখে বিহার করত একমাস কাল তথায় অবস্থান করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, এই সকল কেবল মুনিবর দুর্ব্বাসার মায়া, বস্তুতঃ তিনি নিয়ত গমন করিতে করিতে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন।৫২।৫৩

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

জৈমিনি বলিলেন, মুনিগণ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ, আগামী দ্বিতীয় দিনে দিবামধ্যে মৎস্কা-বতারাদি চতুঃসীমার মধ্যে গমন করিবেন এমত সময়ে সেই পূর্ব্বদিনেই তাঁহার সুদারুণ জ্বর হইল। উক্ত চতুঃসীমার নিকটবর্ত্তী সেই

যমস্য চ দুর্ঘোরাস্তে দূতা পাশাদিপাণয়ঃ।
যুগপত্তবশাৎ তস্য প্রাপ্তাস্তে চ পরস্পরম্ ॥ ২

কথন্তো বৈষ্ণবা এনং পাপনকর্মকারিণম্।
নেতুমিচ্ছথ বৈ কুণ্ঠং কথয়ধ্বং ভবাদৃশাঃ ॥ ৩
অনেন কানি পাপানি কৃতানি ন দুরাত্মনা।
কথমেনং রক্ষিতুং বৈ সুদর্শনমুপাগতম্।
চক্রমেতদ্ বৈষ্ণবং হি দুষ্টাচারনিসূদনম্ ॥ ৪
কথং বা জড়বুদ্ধিত্বমুপাগম্য সুবুদ্ধয়ঃ।
নির্ম্মলাঃ পার্ষদা বিষ্ণোঃ পাপসন্নিধিমাগতাঃ ॥ ৫
পুনঃপুনর্বদত্যস্মদ্রাজা বৈবস্বতো হি নঃ।
ন যত্তো বৈষ্ণবান্ পুংস ঈশিতারশ্চ তে ময়ি ॥৬
অবলোকয়িতুংতান্ হি নেশে স্বপ্নেঽপি ভো ভটাঃ
তান্ বিষ্ণুরূপান্ সেবন্তে বৈষ্ণবাঃ পার্ষদাঃ সদা।
সুদর্শনং চক্রবরং তস্য পার্শ্বেঽবতিষ্ঠতে ॥ ৮
যে তু পাপরতা নিত্যং বিষ্ণুভক্তিপরাঙ্মুখাঃ।
তেষামহং নিয়ন্তেতি স্থাপিতঃ প্রভুবিষ্ণুনা ॥ ৯
অতোঽহংসৌ পাপিনাং শ্রেষ্ঠো যমস্য বশমেষ্যতি।
চিত্রগুপ্তেন কথিতং নরকর্ম্মসু সাক্ষিণা ॥ ১০
যমদূতবচঃ শ্রুত্বা প্রাহুর্বৈষ্ণবপুঙ্গবাঃ।
মূঢ়া যূয়ং ন বুধ্যধ্বং ক্রূরাত্মানো বিহিংসকাঃ ॥১১
কঃ পাপী ধার্ম্মিকো বাপি কোবা মোক্ষাধিকারবান্
অস্য ত্রাতা ধার্ম্মিকো বৈ সদাচারঃ সুনির্ম্মলঃ ॥১২
যজ্বা দাতা সত্যবাদী ন তথা বৈষ্ণবোঽভবৎ।
কর্ম্মণ্যঃ কামনাযুক্তঃ স্বগৃহে বর্ত্ততে ন চ ॥ ১৩
মহাজ্বরোপসৃষ্টস্তু সোঽপি মোহসমন্বিতঃ।
তমেতুমাগতা দূতাঃ কথমত্র সমাগতাঃ ॥ ১৪

ক্ষেত্রে ভগবান্ হরির সুদর্শন চক্র ও পারিষদগণ ছিল এবং যমের ও ভীমমূর্ত্তি দূতগণ পাশাদি হস্তে তথায় অবস্থিতি করিতেছিল। উক্ত বিষ্ণুর পারিষদগণ ও যমদূতগণ তখন এক সময়েই পরস্পর মিলিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণের আলয়ে প্রবেশ করিল। ১। ২

পরে যমদূতগণ বলিল, ওহে বৈষ্ণবগণ! কি জন্য ভবাদৃশ ব্যক্তিগণ, এই পাপিষ্ঠতমকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? এই দুরাত্মা কোন্ পাপ না করিয়াছে? অতএব ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য সুদর্শনই বা কেন উপস্থিত হইয়াছেন? এই বৈষ্ণবচক্রও দুষ্টাচার ব্যক্তিগণের সংহারক। তোমরা বিষ্ণুর পার্ষদ এবং পবিত্রাত্মা ও সুবুদ্ধিশালী হইয়াও কি হেতু মূর্খতা অবলম্বনপূর্ব্বক এই পাপিষ্ঠের নিকট আসিয়াছ?। ৩—৫

আমাদিগের রাজা যমরাজ, আমাদিগকে পুনঃপুনর্ব্বার বলিয়া থাকেন, হে ভটগণ! তোমরা বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিদিগকে কদাচ বন্ধন করিও না, তাঁহারা আমার উপরেও প্রভুত্ব করিতে পারেন। অধিক কি, আমি স্বপ্নেও তাঁহাদিগকে বিরুদ্ধভাবে অবলোকন করিতে সমর্থ নহি। ৬। ৭

বিষ্ণুস্বরূপ সেই বিষ্ণু-ভক্তদিগকে ভগবান্ বিষ্ণুর পার্ষদগণও সর্ব্বদা সেবা এবং চক্রবর সুদর্শনও সর্ব্বদা তৎপার্শ্বে অবস্থান করিয়া থাকেন। ৮

যাহারা সতত পাপকার্য্যে নিরত ও বিষ্ণুভক্তি-পরাঙ্মুখ, ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে তাহাদিগেরই নিয়ন্তা করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। ৯

অতএব, এ ব্যক্তি যখন পাপিগণের অগ্রগণ্য, তখন অবশ্যই যমরাজের অধীন হইবে। মানবগণের শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী চিত্রগুপ্তই ইহাকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। ১০

যমদূতগণের এবংবিধ বাক্যশ্রবণে প্রধান প্রধান বিষ্ণুপার্ষদগণ বলিল, তোমরা নিতান্তই মূঢ়, ক্রূরাত্মা ও হিংসক, এই জন্যই কে পাপী, কে ধার্ম্মিক, কেবা মোক্ষাধিকারী ও কেবা ইহার পরিত্রাতা, তাহা বুঝিতেছ না। ইনি পূর্ব্বে যেরূপ ধার্ম্মিক, সদাচারসম্পন্ন, সুনির্ম্মলচেতাঃ, যাগশীল, দাতা, সত্যবাদী ও কর্ম্মকুশল বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তৎকালে তাদৃক্ আর কোন বৈষ্ণবই ছিলেন না। ঈদৃশ মহাশয় হইয়াও এই সেই ব্যক্তিই এক্ষণে কামনাবদ্ধ হইয়া স্বগৃহে অবস্থান করিতেছেন, এবং মহাজ্বরে আক্রান্ত ও মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব হে সমাগত যমদূতগণ [illegible] ব্রাহ্মণকে

নিক্রান্তঃ স্বগৃহাদেব ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ।
ত্যক্ষ্যে প্রাণাংশ্চতুর্মধ্যে সঙ্কল্পেন দ্বিজোত্তমঃ॥ ১৫
তদারভ্য সমাজ্ঞাপ্তা বয়ং বৈ বিশ্বসাক্ষিণা ।
দীনোদ্ধর্ত্তৌ দয়াপক্ষপাতিনা প্রভুনা ভটাঃ ॥ ১৬
এতস্য সন্নিধৌ স্থানং ভবতাং ন সহামহে ।
গদাচূর্ণিতমূর্দ্ধানো ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ ॥ ১৭
যাবত্তে কলহায়ন্তে যমদূতাশ্চ বৈষ্ণবাঃ ।
ধ্বস্তমোহোঽভবদ্বিপ্রো নিশা চ বিররাম সা ॥ ১৮
প্রাতঃ প্রাপ চতুর্মধ্যং দুর্ব্বাসাঃ সোঽপি চ দ্বিজ
চিন্তয়ন্ কিং ময়া দৃষ্টং স্বপ্নে চাত্যন্তকৌতুকম্ ॥
কান্তাবলোকনাদ্যন্তং স্বঞ্চ মোহমুপাগতম্।
দৃষ্টালিঙ্গ্য ভৃশং তস্যা রোদনং শ্বশুরস্য তু ॥ ২০

অহো ভগবতো মায়া মামদ্যাপি ত্যজেন্ন হি॥ ২১
সর্ব্বত্র মমতাং ত্যক্ত্বা মুনিনা গৃহনির্গতঃ ।
যাবদ্দুঃখাদ্যমভবং স্বপ্নে ন জনুষাপি বা ॥ ২২
ইদানীমত্র সম্প্রাপ্তঃ কিং করিষ্যামি যেন তৎ ।
যাস্যামি বিষ্ণুসাযুজ্যং মুনিনা সম্প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৩
বিচিন্ত্যেত্থং দিশঃ প্রাপ্তে সর্ব্বত্র সমলোকয়ৎ ।
পশ্চাৎস্থিতং মুনিং স্মেরং দদর্শ প্রীতিসংযুতম্ ॥
দুর্ব্বলঃ স সমুত্থায় প্রণম্য শিরসা মহীম্ ॥
জগাম নোত্থাতুমসৌ পুনঃ সামর্থ্যমাপ্তবান্ ॥ ২৫
বিষ্ণুদূতপরিধ্বস্তযমদূতৈস্ত তৈস্তদা ।
বিজ্ঞাপিতো ধর্ম্মরাজঃ সহসা সমুপাগতঃ ॥ ২৬
কূটমুদ্গরপাশাসিদণ্ডপট্টিশপাণিভিঃ ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটৈঃ ক্রুদ্ধৈঃ সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২৭

লইয়া যাইবার জন্য কেন এখানে আসিয়াছ ? এই দ্বিজবর, "পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত মৎস্যাবতারাদি চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিব," মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যৎকালে গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছেন, তৎকাল হইতেই দীনগণের উদ্ধার-সাধনে দয়া-পক্ষপাতী বিশ্বসাক্ষী প্রভু নারায়ণের আজ্ঞানুসারে আমরা ইহার নিকট উপস্থিত আছে। অতএব হে ভটগণ! এই দ্বিজবরের সন্নিধানে তোমাদিগের অবস্থান আমরা সহিতে পারিতেছি না, এজন্য তোমরা যদি এস্থান হইতে প্রস্থান না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগের গদাপ্রহারে তোমাদিগের মস্তক চুর্ণ হইবে। ১১—১৭

যমদূতগণ ও বৈষ্ণবগণ যে সময়ে পরস্পর এইরূপ কলহ করিতেছিল, সেই সময় সেই বিপ্রবরের মোহ তিরোহিত ও রজনীও প্রভাতা হইয়াছিল। ১৮

অনন্তর প্রাতঃকালে মুনিবর দুর্ব্বাসা ও সেই ব্রাহ্মণ উভয়েই পূর্ব্বোক্ত চতুর্মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সেই দ্বিজবর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন যে, অহো! আমি স্বপ্নে কান্তার অবলোকনাদি ও আপনার মোহ-সংঘটন এবং দৃষ্টিপাত ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক পত্নী ও শ্বশুরের রোদনাদি কি অদ্ভুত কৌতুকই দর্শন করিয়াছি, হায়! ভগবানের মায়া অদ্যাপি আমায় পরিত্যাগ করিতেছে না। ১৯—২১

হায়! আমি সর্ব্বত্র মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মুনিবরের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইয়া স্বপ্নে যেরূপ দুঃখাদি উপভোগ করিয়াছি, জন্মেও কখন সেরূপ ভোগ করি নাই। যাহাই হউক, এই দূরদেশে আসিয়া এক্ষণে যাহাতে মুনিবরোক্ত বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হইতে পারি, এরূপ কি উপায় করা যায়? ২৩

এইরূপ চিন্তা করিয়া যেন দিক্প্রান্তে সর্ব্বত্র দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন, অমনি পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রীতিপ্রফুল্ল সহাস্য মুনিবরকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই দুর্ব্বলদেহ দ্বিজবর, অতি ক্লেশে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবনতমস্তকে মুনিবরকে প্রণাম করিয়া ভূতলেই শয়ান হইলেন, পুনরায় আর উঠিতে পারিলেন না। ২৪ ২৫

ঐ সময়ে যমদূতগণ বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ধর্ম্মরাজকে তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করায় তিনি ক্রোধ-প্রজ্বলিত হৃদয়ে ভীষণ-শব্দায়মান মহাঘণ্টাভূষিত মহিষের পৃষ্ঠদেশে আরূঢ় এবং হস্তে কূট, মুদ্গর, পাশ, অসি, দণ্ড ও পট্টিশাদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী মৃত্যু, কাল প্রভৃতি অনুচরবর্গে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত

চণ্ডারাবমহাঘণ্টাভূষিতে মহিষে স্থিতা।
মৃত্যু-কালপ্রভৃতিভিরুদ্দীপিতরুষো ভৃশম্ ॥ ২৮
গৃহ্যতাং গৃহ্যতামেষ বধ্যতাং বধ্যতামিতি।
ভদগ্রতো বচো দূরাচ্ছুশ্রুবে ঘোরদর্শনম্ ॥ ২৯
তচ্ছ্রুত্বা প্রেতরাজস্য মর্য্যাদাতিক্রমং বচঃ।
অমর্ষণা বিষ্ণুগণাঃ প্রাহুরুচ্চৈর্বচো ভৃশম্ ॥ ৩০
অরে প্রেতগণাধ্যক্ষং নাত্মানং মন্যসে রুষা।
কুত্রাধিকারো ভবতঃ স্বামিনো নঃ প্রকল্পিতঃ ॥৩১
যে প্রেতাঃ সন্নিধৌ যান্তু মুক্তোৎস্তানবধারয় ॥ ৩১
অদূরদর্শী মূঢ়াত্মন্ যদেনং প্রতিধাবসি।
এষ প্রেতত্বনির্ম্মুক্তঃ সাক্ষাদ্ভগবতঃ প্রিয়ঃ ॥ ৩৩
বটসাগরয়োর্ম্মধ্যং মাধবাভ্যাং সুরক্ষিতম্।
ক্ষেত্রে মুক্তিপ্রদে ন্যূনং চতুর্ম্মধ্যং বিশেষতঃ ॥ ৩৪
কৈবল্যং মনসা যত্র কল্পিতং প্রভবিষ্ণুনা।
ক্ষীণকিল্বিষপুণ্যা যে তেষামত্রায়ুষঃ ক্ষয়ঃ ॥ ৩৫
অবিজ্ঞায়ৈতন্মাহাত্ম্যং যম কিং গর্জ্জসে বৃথা।
অত্র সাক্ষাজ্জগন্নাথো দীনানামার্ত্তিনাশনঃ ॥ ৩৬
সুপ্রসন্নমুখাম্ভোজঃ করুণালম্বিবাহুধৃক্ ॥
অস্মিন্ ক্ষেত্রে রমেশস্য দেহভূতে সদাব্যয়ে ॥ ৩৭
যত্র তত্র সর্ব্বথা যে প্রাণাংস্ত্যজন্তি বৈ নরাঃ।
তেষাং মুক্তিপ্রদো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৮
কিং ন স্মরতি বৃত্তং যত্তবৈবাত্র পুরাভবৎ।
কাকঃ কৈবল্যমুক্তোঽপি ত্বরমাণো যদাগমৎ ॥
যদাহ ত্বাং রমানাথো নীলেন্দ্রমণিবিগ্রহঃ।
স এবায়ং জগন্নাথো দারুরূপী রমাপ্রভুঃ ॥ ৪০
মহারাজাধিরাজেন বৈষ্ণবাগ্রেণ ধীমতা।

হইয়া সহসা তথায় সমাগত হইলেন। তৎকালে তাঁহার অনুচরগণ ক্রোধভরে দন্তদ্বারা নিজ ওষ্ঠপুটসকল দংশন করিতেছিল। ২৬—২৮

দূর হইতেই তাঁহার সম্মুখভাগে কেবল "ইহাকে ধর, ধর, মার, মার" এইরূপ শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। ২৯

এদিকে প্রেতরাজের তাদৃশ মর্য্যাদাতিক্রমিক বাক্য কর্ণগোচর করিয়া বিষ্ণুদূতগণ সাতিশয় অমর্ষ-পরবশ হইল এবং সমধিক উচ্চৈঃস্বরে কহিল, অরে! তুই কি ক্রোধভরে আপনাকে প্রেতগণের অধ্যক্ষ বলিয়া মনে করিতেছিস্ না? বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি আমাদিগের প্রভু, তোর কাহাদিগের উপর অধিকার দিয়াছেন? যাহারা প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারাই তোর নিকট গমন করিবে, নিশ্চয় জানিস্ তাহাদিগকে আমরা পরিত্যাগ করিয়া থাকি। ৩০—৩২

রে মূঢ়াত্মন্! তুই যখন এই ব্রাহ্মণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিস্, তখন, তুই নিতান্তই অদূরদর্শী। এই দ্বিজবর সাক্ষাৎ ভগবানের প্রিয়; এজন্য ইনি প্রেতত্ব হইতে বিমুক্ত। ৩৩

বট সাগরের মধ্যস্থল উভয়পার্শ্বে সংস্থাবতার ও শ্বেতমাধবকর্ত্তৃক সর্ব্বদাই সুরক্ষিত আছে, এজন্য মুক্তিপ্রদ পুরুষোত্তমক্ষেত্রের ভিতর উক্ত চতুর্ম্মধ্য স্থল নিশ্চয়ই সবিশেষ মুক্তিপ্রদ জানিও। স্বয়ং সর্ব্বপ্রভু ভগবান্ই ঐ স্থানে জীবগণের কৈবল্য মনোমধ্যে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাদিগের পাপপুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগেরই এইস্থানে আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। ৩৪.৩৫

যম! এতৎক্ষেত্র-মহাত্ম্য না জানিয়া বৃথা কেন গর্জ্জন করিতেছ? এই স্থানে দীনগণের সর্ব্বক্লেশাপহারী সাক্ষাৎ জগন্নাথদেব করুণা-প্রকাশত বাহুযুগল প্রসারণ করত সুপ্রসন্ন মুখকমলে সতত বিরাজ করিতেছেন। সাক্ষাৎ রমাকান্তের অব্যয় দেহস্বরূপ এই পুণ্যক্ষেত্রে মানবগণ সর্ব্বদা যে কোন প্রকারে যে কোন স্থানেই প্রাণত্যাগ করুক না কেন, স্বয়ং সাক্ষাৎ দেব নারায়ণই তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন। ৩৬—৩৮

পূর্ব্বে যৎকালে সামান্য একটি কাকও এস্থানে প্রাণত্যাগমাত্রে কৈবল্য মুক্তি লাভ করিয়াছিল, সেই সময়ে তোমার যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং সুনীল ইন্দ্রনীল-মণিবৎ নীলকলেবর সাক্ষাৎ রমানাথ তোমায় তৎকালে যাহা বলিয়াছিলেন সেই বৃত্তান্ত কি তোমার স্মরণ হয় না? সেই রমানাথই বৈষ্ণব

যোগীশ্বরেন্দ্রদ্যুম্নেন হয়মেধৈঃ প্রসাদিতঃ ॥
ত্রৈলোক্যবাসিভিঃ সিদ্ধ-দেবর্ষি-যতি-ভূমিপৈঃ ।
সার্দ্ধং সাক্ষাদজভুবা পূজিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৪২
অনাদিসঞ্চিতাশেষ-পাপতুলৌঘপাবকঃ ।
দর্শমুক্তিদো নৃণাং মরণাদপি মুক্তিদঃ ॥ ৪৩
ন পশ্যসি ভগবচ্চক্রং দুষ্টচক্রবিনাশনম্ ।
অপক্রামস্বাধিকারে তিষ্ঠ দেব চিরাদ্‌যম ॥ ৪৪
তেষামিত্থং প্রবদতাং স নিশম্য বচোঽমৃতম্ ।
যোদ্ধুকামঃ সমুত্তস্থৌ স্বগণেনোদ্যতো যমঃ ॥ ৪৫
অত্রান্তরে বিষ্ণ্বগ্র্যাঃ শয়ানং তমধোমুখম্ ।
চতুর্মধ্যে শনৈঃ কশ্চিন্নিন্যে বৈষ্ণবপুঙ্গবঃ ॥ ৪৬
যাবন্মধ্যং গতঃ সোঽথ শ্বসন্ বিপ্রোঽথ বিহ্বলঃ

উৎসারয়ন্ যমগণান্ পাঞ্চজন্যভবো ধ্বনিঃ ।
শুশ্রুবে চাপতন্ ব্যোম্নঃ পুষ্পবৃষ্টির্দ্বিজোপরি ॥
ততঃ পতগরাজস্য পৃষ্ঠাসনগতো হরিঃ ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-পদ্মোদ্যতভুজোত্তমঃ ॥
সুপ্রসন্নমুখাম্ভোজঃ সজলাম্বুদসন্নিভঃ ॥
পীতাম্বরধরঃ শ্রীমান্ কৌস্তুভোদ্ভাসিবিগ্রহঃ ॥
অবরুহ্য খগাৎ তূর্ণং কর্ণমূলে দ্বিজস্য বৈ ।
অনাদ্যবিদ্যাতমসঃ প্রধ্বংসনমনুত্তমম্ ॥ ৫০
দিদেশ বৈষ্ণবজ্ঞানং বামদেবঃ শুকোঽথ বা ।
অবধূয় বৃথাজ্ঞানং যেন মোক্ষমবাপতুঃ ॥ ৫১
ততস্তদ্বোধসংলীন-দৃঢ়বাসনতামসঃ ।
প্রত্যূষসে যথাভানুরুদিয়ায় মহো মহৎ ॥ ৫২
দুর্ব্বাসঃপ্রভৃতীনাং বৈ পশ্যতামেব তৎক্ষণাৎ ।
তজ্জ্যোতির্ভগবচ্চক্রে-পদ্মান্তরমবাপ চ ॥ ৫৩

চূড়ামণি ধীমান্ যোগিপ্রবর মহারাজধিরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা প্রসাদিত এবং ত্রিলোকবাসী সিদ্ধ দেবতা ঋষি যতি ও ভূপতিগণের সহিত সাক্ষাৎ ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া এই দারুময় জগন্নাথ দেবরূপে বিরাজমান আছেন। ৩৯—৪২

দারুময় জগন্নাথদেব, জীবগণের অনাদি-কাল হইতে সঞ্চিত অশেষ পাপপুঞ্জরূপ তুলারাশির বিনাশ-সাধনে পাবক-স্বরূপ। এই ভগবান্‌কে দর্শন ও এতৎক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেই ভগবান্ মানবগণকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন। ৪৩

যমদেব! সম্মুখে ভগবানের দুষ্টসংহারক চক্রকে দেখিতে পাইতেছ না? এইবেলা এস্থান হইতে পলায়নপূর্ব্বক স্বীয় অধিকার-ভুক্ত স্থানে সুখে অবস্থান কর। ৪৪

যম, বিষ্ণুদূতগণের ঈদৃশ বচনামৃত শ্রবণ করিয়াও যুদ্ধকামনায় স্বীয় অনুচরগণের সহিত সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। ৪৫

ইত্যবকাশে কোন কোন প্রধান বিষ্ণুদূত, অধোমুখে শয়ান সেই দ্বিজবরকে অব্যগ্রভাবে চতুর্মধ্যে লইয়া গেল। ৪৬

যেমন সেই বিপ্র, ভীতিবিহ্বলতায় বিহ্বল-চিত্তে চতুর্মধ্যে নীত হইলেন, অমনি ভগবানের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইলে, যমের অনুচরগণও তৎশ্রবণে তথা হইতে পলায়ন করিল এবং গগনতল হইতে সেই দ্বিজবরের সর্ব্বাঙ্গোপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল। ৪৭

অনন্তর যাঁহার করতলনিচয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ও শার্ঙ্গধনুঃ, কটিতটে পীতবসন ও বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ-চিহ্ন বিরাজমান, যাঁহার দেহকান্তি সজল-জলধরের ন্যায় সুনীল এবং মুখকমল সুপ্রসন্ন, গরুড়পৃষ্ঠারূঢ় সেই শ্রীমান্ ভগবান্ হরি ত্বরায় গরুড়পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক সেই দ্বিজবরের কর্ণমূলে যদ্দ্বারা বামদেব ও শুকদেব বৃথা পার্থিব ঘটপটাদিজ্ঞান পরিহার করিয়া নির্ব্বাণ-মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বৈষ্ণবজ্ঞান উপদেশ করিলেন। ৪৮—৫১

তৎপরে সেই বিষ্ণুদত্ত বৈষ্ণবজ্ঞান-প্রভাবে সেই দ্বিজবরের দৃঢ়-বাসনারূপ মোহ-জাল বিদূরিত হওয়ায় প্রাতঃকালীন দিবাকরের ন্যায় তিনি এক অপূর্ব্ব তেজঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং তত্রস্থ দুর্ব্বাসা প্রভৃতি সকলের সমক্ষেই দেখিতে দেখিতে সেই দ্বিজবরের আভ্যন্তরীণ তেজঃ ভগবানের চক্র ও পদ্মের আভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। ৫২।৫৩

তত্তিরোদধে দেবো হ্যন্তর্যামী জগৎপ্রভুঃ।
দুর্ব্বাসা বিস্ময়াবিষ্টো ব্রহ্মণশ্চান্তিকং যযৌ॥ ৫৪
ইতি উৎকলখণ্ডে পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

তদেতৎ কথিতং তত্র মোক্ষসাধনমুত্তমম্।
আত্মসাক্ষাৎকারমৃতে শরণং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১
যথাহি যুগভেদেন ভক্ত্যা তন্নামকীর্ত্তনম্।
কলৌ মুক্তিপ্রদং পুংসাং তৎক্ষেত্রে মরণং তথা
বিষ্ণুসূক্তে শ্রুতিঃ প্রাহ জানন্তস্তাং মহেশ্বরম্।
বিচরন্তোঽপি তে নাম ত্বাং যাস্যামো হতাস্তমসঃ
শ্রুতিঃ স্মৃতির্ভগবতো বাক্যং ত্বমবধারয়॥ ৪
আত্মবোধা শ্রুতিঃ প্রাহ মুক্তিং তন্মূলিকা স্মৃতিঃ
মরণাত্তত্র চ প্রাহ ন বিরোধো ব্যবস্থয়া॥ ৫
বাজিমেধেহপ্যনুষ্ঠানং বহুকালাত্মদুঃখদম্।
তজ্জ্ঞানঞ্চ তুল্যফলং বিধানে যে ব্যবস্থয়া॥ ৬
যে তত্র মৃতিমাহাত্ম্যং ন বিদন্তি মহাত্মনঃ।
বহুভির্জন্মভিস্তেষামাত্মজ্ঞানেন মোক্ষণম্॥ ৭
অঙ্গাঙ্গিভাবো নাপ্যেষ আত্মজ্ঞানস্য তন্মৃতেঃ।
যেনাঙ্গফলভূয়স্ত্বমনুবাদনিয়ামকম্॥ ৮
দীর্ঘায়ুষাং বলবতাং যোগিনাং বহুজন্মভিঃ।
আত্মাকারা বৃত্তিরেষা নোদ্দালক ন তন্মৃণাম্।
জন্তূনাং বা বিহ্বলানাং ক তৎক্ষেত্রে মৃতিস্তু সা॥
যথা বা নাত্মজ্ঞানেন কর্ম্মণো বৈ সমুচ্চয় ।

অনন্তর জগৎপ্রভু অন্তর্যামী দেববর হরি অন্তর্হিত হইলেন এবং মুনিবর দুর্ব্বাসাও পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মসন্নিধানে গমন করিলেন। ৫৪

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

জৈমিনি বলিলেন, বৎস! আত্মসাক্ষাৎকার না জন্মিলেও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মরণ যে, উত্তম মোক্ষসাধন, তাহা ত এই কথিত হইল। নিশ্চয় জানিও তথায় ভগবান্ই সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা। ১

যুগভেদে কলিতে ভক্তিসহকারে ভগবানের নামকীর্ত্তন যেমন মুক্তিপদ, তৎক্ষেত্রে মরণও তদ্রূপ মানবগণের মুক্তিপ্রদ জানিবে। ২

তাঁহার নামকীর্ত্তন সম্বন্ধে বিষ্ণুসূক্তে সাক্ষাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রভো! আপনি মহেশ্বর, আমরা আপনাকে পরিজ্ঞাত হইয়া কিংবা আপনার নাম সংকীর্ত্তন করত বিচরণ করিয়া নিষ্পাপ হওত আপনার সাযুজ্য লাভ করিব। ৩

বৎস! তুমি শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়কেই ভগবদ্বাক্য বলিয়া অবধারণ কর এবং ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখ, আত্মজ্ঞানজনিকা শ্রুতি ও সেই শ্রুতিমূলক স্মৃতি উভয়ই যখন তৎক্ষেত্রে মরণে মুক্তি বলিয়াছিলেন, তখন বস্তুতঃ ব্যবস্থানুসারে কিছুই বিরোধ নাই। ৫

এবঞ্চ, ইন্দ্রদ্যুম্নের বাজিমেধ ভূমি সেই বিষ্ণুক্ষেত্রে প্রাণত্যাগানুষ্ঠান ও বহুকাল আত্মক্লেশসাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ই যখন তুল্য মুক্তিফলজনক, তখন ব্যবস্থানুসারে মুক্তিসাধনবিষয়ে উক্ত দ্বয়েরই সমান বিধান জানিবে। ৬

যে মহাপাপিগণ তৎক্ষেত্রে মৃত্যুর মাহাত্ম্য বিদিত নয়, তাহাদিগেরই বহুজন্মসাধ্য আত্মজ্ঞান লাভে মোক্ষলাভ করিতে হয়। ৭

আত্মজ্ঞান ও তৎক্ষেত্রে মরণের যে অঙ্গাঙ্গিভাব—অর্থাৎ একের প্রধানত্ব ও অপরটীর অপ্রধানত্ব, তাহাও নহে; কারণ, অঙ্গফলের বাহুল্য অনুবাদ বিধায়কই হইয়া থাকে। ৮

উদ্দালক! ইহাও বিবেচনাও করিয়া দেখ দেখি, শারীরিক শক্তিসম্পন্ন দীর্ঘায়ুঃ যোগী মানবগণের বহুজন্মসাধ্য আত্মাকার বৃত্তিই (ব্রহ্মৈবাহং এই জ্ঞানই) বা কোথায়, আর অজ্ঞান জীবগণের তৎক্ষেত্রে মরণই বা কোথায়? উক্ত দ্বয় নিতান্তই বিসদৃশ; এজন্য উভয়ের অঙ্গাঙ্গীভাব কল্পনা কদাচ সঙ্গতপর নহে। ৯

ফল কথা, আত্মজ্ঞানের অভাবে যেমন

তথা তৎক্ষেত্রেমরণেনাত্মজ্ঞানসমুচ্চয়াঃ ॥ ১০
য এতে সৃষ্টিকর্ত্তারঃ কশ্যপাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
সৃষ্টিপ্রবর্ত্তনার্থং হি তৎক্ষেত্রং গোপয়ন্তি বৈ ॥১১
দুষ্টাত্মনাং বিনাশায় সাধূনাং রক্ষণায় চ।
যদা যদাবতরতি সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ১২ ॥
কঞ্চিৎকালং ক্ষেত্রবরং দীনার্ত্তকৃপয়া বিভুঃ।
প্রকাশয়তি বিশ্বাত্মা পুনরাবৃণুতে হিতে ॥ ১৩
সংসারস্য স্বভাবোঽয়ং নিমগ্নোত্তীর্ণবদ্দ্বিজ ॥ ১৪
ক্ষেত্রাণি তীর্থভূতানি গঙ্গাদিসরিতস্তথা।
সাগরাঃ সপ্তশৈলাশ্চ বিলীয়ন্তে ক্বচিদ্দ্বিজ।
প্রকাশন্তে চ বর্দ্ধন্তে সৃষ্টিরেষা সনাতনী। ১৫
তথাহি সাগরো ঽয়ং ব্রহ্মশাপাৎ পুরা দ্বিজ।
দশবর্ষসহস্রাণি নির্জ্জলোঽভূন্মহার্ণবঃ ॥
আকাশগঙ্গাসলিলৈঃ পশ্চাৎ পূর্ণো বভূব হ ॥ ১৬
যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা সর্ব্বপাপাপনোদনম্।
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি যথেদং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ১৭
বেদাদাত্মস্বরূপস্য শ্রবণং স্মরণং তথা।
যুক্তিভিশ্চ স্থিরীকৃত্য নিদীধ্যাসশ্চিরং তথা ॥১৮
ততস্তদাকারতয়া বৃত্তির্যা চেৎ ক্ব চ স্থিরা।
বহুজন্মাভ্যাসদুঃখৈর্বিনা তাং মুক্তিমেতি কঃ ॥১৯
ক্ষেত্রে তস্মিন্ পরেশস্য ক্ষেত্রপূতে সনাতনে।
চতুর্ম্মধ্যে ত্যজন্ প্রাণান্ যত্র তত্রাপি নেচ্ছয়া ॥২০
অত্র তে মাস্তু দুর্ব্বুদ্ধিকৃতা শঙ্কা দ্বিজোত্তম।
অপরাধমিমং শ্রীশঃ সর্ব্বথা ন সহেত বৈ ॥ ২১
পুরা বঃ কথিতং বিপ্র নৈবেদ্যস্যাপমাননে।
প্রাণান্তিকো মহামোহো বিদুষোঽভূন্মহাগদঃ। ২২
অপরঞ্চ বদাম্যদ্য মহাত্ম্যং তস্য দুর্লভম্।

শুভাশুভ কর্ম্ম সঞ্চিত হয়, তদ্রূপ তৎক্ষেত্রে মরণেও আত্মজ্ঞান সঞ্চিত হইয়া থাকে। ১০

কশ্যপাদি যে সকল মহর্ষিগণ সৃষ্টিকার্য্যে নিরত, তাঁহারা সৃষ্টিবিস্তারার্থই উক্ত ক্ষেত্রকে গোপন রাখিয়াছেন। ১১

প্রভু নারায়ণ, দুষ্টগণের বিনাশ ও শিষ্টগণের পালনার্থ যে যে সময়ে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হন, তত্তৎকালেই সেই বিশ্বাত্মা বিভু দীনার্ত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি কৃপাবশতঃ কিয়ৎকালের জন্য উক্ত ক্ষেত্রবরের প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং পুনরপি সৃষ্টির হিতার্থ গোপন করিয়া রাখেন। দ্বিজবর! সংসারের স্বভাবই এইরূপ যে, জগতের যাবতীয় বস্তুই, জলমধ্যে কখন নিমগ্ন ও কখন উত্তীর্ণ ভাসমান বস্তুর ন্যায় সংসারস্রোতে কখন প্রকাশমান ও কখন ও অপ্রকাশমান হইয়া থাকে। ১২—১৪।

বস্তুতঃ সনাতনী সৃষ্টিই এইরূপ যে সমুদয় তীর্থভূত ক্ষেত্র, গঙ্গাদি সরিন্নিচয়, সপ্তসাগর ও পর্ব্বতসমূহ কখন বিলীন কখন প্রকাশমান ও কখনও বা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ১৫

দ্বিজবর! তাহার এক উদাহরণ দেখ, পূর্ব্বকালে মহাসাগরও এক সময়ে ব্রহ্মশাপে দশসহস্র বৎসর জলশূন্য হইয়া যায়, পরে আকাশ-গঙ্গাজলে পুনরায় পূর্ণ হইয়াছিল।

উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রের ন্যায় ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার নামকীর্ত্তনও সর্ব্বপাপবিনাশন ও অখিল প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। বেদবাক্য হইতে সেই আত্মস্বরূপ ভগবানের বিষয় শ্রবণ, স্মরণ এবং যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়া যে বহুকালব্যাপী নিদীধ্যাসন হয়, তৎপরে কদাচিৎ কোন ব্যক্তির যে স্থিরতর আত্মাকারবৃত্তি জন্মে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে মুক্তি; কিন্তু বহুজন্ম তৎসাধনে অভ্যাস দুঃখ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে? আর দেখ, ভগবানের সনাতন শরীরস্বরূপ তৎক্ষেত্রে চতুর্ম্মধ্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে কোন স্থানেই প্রাণ ত্যাগ করিলে অনায়াসে তাহা লাভ করিয়া থাকে। ১৬—২০।

হে দ্বিজোত্তম! উক্তক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে যে মুক্তি হয়, এ বিষয়ে তুমি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কোনরূপ আশঙ্কা করিও না, কারণ ভগবান্ কমলাকান্ত কদাচ তজ্জন্য অপরাধ সহ্য করিবেন না। ২১

বিপ্রবর! ভগবন্নৈবেদ্যের অবমাননা করায় কোন বিদ্বান দ্বিজবরের যে প্রাণান্তকর মহারোগ ও মহামোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত ত পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছি। ২২

মাঘো মাসঃ সুপুণ্যো বৈ স্নানাৎ স্বর্গপ্রদায়কঃ ॥
ততোঽপি নর্ম্মদা পুণ্যা ত্রিদিনৈরিন্দ্রলোকদঃ।
ততঃ শতগুণা গোদা রেবা তস্যাঃ শতাধিকা ॥২৪
সাগরো যত্র কুত্রাপি সহস্রফলদো মতঃ ॥ ২৫
যানি তীর্থানি সন্তীহ বায়ুপ্রোক্তানি ভূতলে।
তানি ত্রিবেণ্যাং সন্তীতি প্রয়াগে ব্রহ্মভাষিতম্ ॥
সিতাসিতে তত্র নরঃ স্নাত্বা মাঘে সুপুণ্যকে।
মকরস্থে দিনাধীশে ত্রিভির্দ্দিনৈর্দ্বিজোত্তম।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৭
তস্মিন্ মাসে তু যা শুক্লা ভবেদেকাদশী দ্বিজ।
তস্যামত্রার্ণবে স্নাত্বা বিধিবদ্যতমানসঃ ॥ ২৮
দেবান্ পিতৄংস্তর্পয়িত্বা পূজয়িত্বা জগদ্গুরুম্।
মণ্ডলে সিকতামধ্যে তদ্যোগ্যৈরুপচারকৈঃ ॥২৯

মাধবপ্রীতয়ে দত্ত্বা তিলপাত্রমনুত্তমম্।
একবিংশোত্তরকুলং ভবিষ্যদ্ভূতমেব চ ॥
অভ্যুদ্ধরতি শুদ্ধাত্মা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩০
তত আগত্য বাক্পূতো বটং পূজ্য প্রদক্ষিণম্।
কৃত্বা প্রভোর্জগন্নাথস্য প্রবিশেন্মন্দিরং ততঃ ॥ ৩১
শরণ্যং মাং পরিত্রাহি পতিতং ভবসাগরে।
অব্যাজকরুণাসিন্ধো দীনবন্ধো নমোঽস্তু তে ॥ ৩২
মুহুর্মুহুঃ প্রণম্যেত্থং দারুব্রহ্মপদান্তিকম্।
নত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা কুন্দপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥৩৩
যথাবিভবতশ্চান্যৈরুপচারৈঃ শ্রিয়ঃ পতিম্।
বৈকুণ্ঠভবনে স্থিত্বা বিরিঞ্চেরায়ুষঃ ক্ষয়ে।
তেনৈব সহ তত্রৈব লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ৩৪
মাঘ্যাং দত্ত্বা মাধবায় চন্দ্রচূড়াবচূর্ণিতাম্ ॥

এক্ষণে তাহার অপর এক দুর্লভ মাহাত্ম্য বলি শুন। মাঘ মাস পরম পুণ্যজনক; ঐ মাসে যে কোন জলে স্নান করিলেই উহা স্বর্গপ্রদ হয়। ২৩

অপর নদী অপেক্ষা নর্ম্মদা অধিকতর পুণ্যপ্রদ, মাঘ মাসে উহাতে দিনত্রয় স্নান করিতে পারিলেই ইন্দ্রলোকে বাস হয় এবং নর্ম্মদা অপেক্ষা গোদাবরী শতগুণ ও রেবা নদী তদপেক্ষাও শতগুণ অধিক ফলজনক। আর যে কোন স্থানে স্নান করিলেই যে, সাগর উক্ত রেবা অপেক্ষাও সহস্রগুণ অধিক পুণ্যপ্রদ হইয়া থাকে; ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ২৪।২৫।

এই ভূমণ্ডলে বায়ুকথিত যাবৎ তীর্থ আছে, তৎসমস্তই ত্রিবেণী প্রয়াগে বিদ্যমান। হে দ্বিজবর! যে সময়ে দিবাকর মকররাশিতে অবস্থিতি করেন, সেই পরমপুণ্যজনক সৌর মাঘ মাসে শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই তথায় দিবসত্রয় স্নান করিলে মানব চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। ২৬।২৭

দ্বিজবর! ঐ মাঘমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে সংযতমানসে যথাবিধি সাগরে স্নানান্তে দেবতা ও পিতৃগণ উদ্দেশে তর্পণপূর্ব্বক বালুকার উপর মণ্ডল করিয়া তদুপরি যথাযোগ্য উপচারনিচয় দ্বারা জগদ্গুরু ভগবানের পূজা করত তাঁহার প্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট তিল-পূর্ণ পাত্র দান করিলে মানব পবিত্র হয় এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ একবিংশতি পুরুষকে যে উদ্ধার করিয়া থাকে, তদ্বিষয় বিচার্য্য নাই। অনন্তর বাক্‌শুদ্ধি রাখিয়া তথা হইতে আগমন পূর্ব্বক বটবৃক্ষের পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া জগদীশ্বর প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিবে। ২৮—৩১

তৎপরে হে দীনবন্ধো! আপনি করুণার সাগরস্বরূপ, এবং আপনার করুণায় কোন-রূপ কপটতা নাই। অতএব হে প্রভো! আমি ভবসাগরে পতিত হইয়া আপনার শরণাগত হইতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমায় পরি-ত্রাণ করুন; আপনাকে নমস্কার। ৩২

বারংবার এইরূপে ভগবান্ কমলাকান্তকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কুন্দ-কুসুমাদি যথা-সাধ্য বিবিধ উপচারে তাঁহার পূজা করিবে। মানব এইরূপ করিলে কল্পকাল পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠ-ধামে বাস করত কল্পাবসানে ব্রহ্মার আয়ুঃক্ষয় হইলে সেই স্থানেই ব্রহ্মার সহিত পরমাত্মাতে লীন হইবে। ৩৩।৩৪

মাঘী পূর্ণিমাতে ভগবান্ মাধবকে নানা

ভূষৈঃ প্রগ্রথিতাং মালাং বিচিত্রাং গন্ধশালিনীম্
নানোপহারসহিতাং তদগ্রে ব্রাহ্মণান্ শুচিঃ।
বস্ত্রালঙ্কারগন্ধাদ্যৈঃ পূজয়িত্বা হরের্ধিয়া ॥ ৩৬
তৎপ্রীতয়ে প্রদেয়ানি দানানি বিবিধানি চ।
কলৌ হি সর্ব্বকর্ম্মভ্যো দানমেব প্রশস্যতে ॥৩৭
বিদ্বানপি ধনৈর্হীনো যদি স্যাজ্জপকীর্ত্তনৈঃ।
প্রণমেজ্জনবাংশ্চেৎ স্যাদ্বিষ্ণুর্মে প্রীয়তামিতি ॥৩৮
দদ্যাদলঙ্কৃতা গা বৈ সুবর্ণং তিলপাত্রকম্।
শ্রদ্ধয়া দীপমন্নানি বাসাংসি সুমনঃস্রজঃ ॥ ৩৯
কর্পূরাগুরুকস্তুরী চন্দনং কুঙ্কুমং তথা।
বিষ্ণোঃ প্রীতিকরঞ্চান্যৎ স্বস্য চেষ্টং হি যদ্ভবেৎ
মাঘ্যাং মাধবতোষায় ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ।
প্রয়াগে চ কুরুক্ষেত্রে উপরাগে চ ভাস্করে।
গো-কোটিদানজং পুণ্যং গাং বস্ত্রালঙ্কৃতাং শুভাম্
একাং দ্বিজাত্র লভতে ততশ্চাপ্যধিকং ফলম্ ॥৪১

বটসাগরয়োর্ম্মধ্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৪২
মাঘ্যাং জানীহি যৎকিঞ্চিদ্দেয়মেতৎ সমং দ্বিজ
যঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণো ব্যাসসমশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অত্রাপি দুর্লভং যোগং কীর্ত্তয়ামি নিশাময় ॥৪৪

ইতি উৎকলখণ্ডে একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

অস্যামেব গুরোর্ব্বারঃ শোভনো যোগ উত্তমঃ।
পিতৃদৈবং যদা ঋক্ষং ধনিষ্ঠামূলগো বিধুঃ ॥ ১
মীনে ধনুষি সিংহে চ কুলীরে তিষ্ঠতে গুরুঃ।
মহামাঘীতিনামায়ং যোগঃ পরমদুর্ল্লভঃ ॥ ২
মুহূর্ত্তমাত্রং লভ্যেত পিতৄণাং মুক্তিদায়কঃ।

বিধ উপহার দ্রব্যের সহিত চন্দ্রচূড়নামক দ্রব্যবিশেষ চূর্ণ মিশ্রিত সদ্‌গন্ধশালী মনোহর কুন্দ কুসুমগ্রথিত মাল্য প্রদানপূর্ব্বক পবিত্র-হৃদয়ে ভগবানের সমক্ষে ব্রাহ্মণগণকে বিষ্ণু-জ্ঞানে বস্ত্র অলঙ্কার ও গন্ধাদিদানে পূজা করিয়া ভগবানের প্রীত্যর্থে বিবিধ বস্তু দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য; কারণ, কলিকালে অন্যান্যসমুদয় কার্য্য অপেক্ষা দানই সুপ্রশস্ত জানিবে। ৩৫—৩৭।

যদি কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি নিঃস্ব হন, তাহা হইলে তিনি ঐ দিনে জপ নামকীর্ত্তন ও ভগবানকে বারংবার প্রণাম করিবেন, আর ধনবান্ হইলে "ভগবান্ আমার প্রতি প্রীত হইবেন" এই বিবেচনায় ভগবানের সন্তোষা-র্থই শ্রদ্ধাসহকারে ব্রহ্মাকে অলঙ্কৃতা গো, সুবর্ণ, তিলপাত্র, দীপ, ভোজ্য, বস্ত্র, পুষ্প, মাল্য, কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী, চন্দন, কুঙ্কুম এবং বিষ্ণুর প্রীতিকর অন্যান্য দ্রব্য কিংবা নিজের যাহা সন্তোষজনক তত্তদ্বস্তু প্রদান করিবে। ৩৮—৪০।

প্রয়াগে, কুরুক্ষেত্রে ও সূর্য্যগ্রহণ কালে কোটি গোদান করিলে যে ফল হয়, মাঘী পৌর্ণমাসীতে অলঙ্কৃতা সুলক্ষণা একটীমাত্র গোদানে তৎফল লব্ধ হইয়া থাকে। ৪১

কিন্তু দ্বিজবর! পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বট-সাগরের মধ্যে একটি গো-দান করিলেও তদপেক্ষা সমধিক ফল হয় এবং উক্ত বট-সাগর মধ্যে মাঘীপূর্ণিমা দিবসে যৎকিঞ্চিৎ যে কোন বস্তু দান করিলেই পূর্ব্ববৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪২। ৪৩

উক্ত ক্ষেত্রে যে কোন ব্রাহ্মণই ব্যাসতুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। দ্বিজবর এক্ষণে উক্ত মাঘীপূর্ণিমাতে দুর্লভ যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৪

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

জৈমিনি বলিলেন, বৎস! উক্ত মাঘী-পূর্ণিমাতে যদি রবিবার শোভনযোগ ও মঘা-নক্ষত্র হয় এবং চন্দ্র ধনিষ্ঠানক্ষত্রের মূলে ও বৃহস্পতি যদি মীন, ধনু সিংহ বা কর্কট রাশিতে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলেই ঐ পূর্ণিমাকে মহামাঘীপূর্ণিমা বলে; উক্ত যোগ অতীব দুর্লভ। ১২

মুহূর্ত্তমাত্রও ঐরূপ যোগ হইলে উহা পিতৃ

অত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত যাবন্ন পিতৃবিমোক্ষণম্ ॥৩
নরকস্থা দিবং যান্তি গয়াশ্রাদ্ধে কৃতে সুতৈঃ।
স্বর্গস্থা বহুকালন্তু প্রীতিযুক্তা বসন্তি বৈ ॥ ৫
মহামাঘ্যাং সুতো গত্বা সিন্ধুতীরং সমাহিতঃ।
স্নাত্বা পিতৄংস্তর্পয়িত্বা তিলাম্ভোভির্মুদান্বিতঃ ॥৫
অন্যেষাঞ্চাপি নাম্না বৈ দত্ত্বা চাপি তিলোদকম্।
পিতৄন্নয়তি স্বর্গস্থান্ নরকস্থাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৬
ব্রহ্মণঃ সদনঞ্চান্তান্ যোগঃ পরমদুর্ল্লভঃ ॥ ৭
দেবেভ্যস্তু বরং লব্ধ্বা পবিত্রং হি গয়াশিরঃ।
তৎ ক্ষেত্রং দেবদেবস্য বপুর্ভূতং মহাত্মনঃ।
যত্র সংসর্গমাসাদ্য ক্ষেত্রমন্যদ্ধি পাবনম্ ॥ ৮
তত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বাণঃ শুদ্ধদ্রব্যৈস্তু ভক্তিতঃ।
মোচয়েৎ পিণ্ডদানেন দেহবন্ধাৎ পিতৄন্ সুতঃ ॥৯

গণের মুক্তিদায়ক হইয়া থাকে। ব্যক্তি মাত্রেরই পিতৃগণের মুক্তি-বাসনায় ঐ দিনে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। ৩

ঐ দিনে পুত্র গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে নরকস্থ পিতৃগণও স্বর্গে গমন করেন এবং স্বর্গস্থ থাকিলে বহুকাল তথায় সানন্দে বাস করিতে পারেন; কিন্তু উক্ত মহমাঘী পূর্ণিমাতে পুত্র পুরুষোত্তমে সিন্ধুতীরে গমনপূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে স্নানান্তে সানন্দে পিতৃগণ-উদ্দেশে কিংবা অপর ব্যক্তিগণের জন্য নামোচ্চারণ করত সতিলোদক তর্পণ করিয়া কি স্বর্গস্থ কি নরকস্থ সমুদায় পিতৃগণ প্রভৃতিকেই ব্রহ্মলোকে উপনীত করিয়া থাকে, এই জন্যই বলিতেছি উক্তি যোগ পরম দুর্লভ। ৪—৭

বৎস! দেবগণের নিকট বরলাভেই গয়াশির পবিত্র হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারই সংসর্গে অপর পুণ্যক্ষেত্রসকল জনগণকে পবিত্র করিতে সক্ষম হইয়াছে, উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্র, সেই মহাত্মা দেবদেব ভগবানেরই সাক্ষাৎ বপুঃস্বরূপ।

এজন্য সন্তান, সেই পবিত্রতম পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভক্তি-সহকারে পবিত্র দ্রব্যাদিচয় দ্বারা শ্রাদ্ধ করত পিণ্ডদান করিয়া যে পিতৃগণকে দেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত করিবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি আছে? ৮।৯

পিতৄনুদ্দিশ্য যো দদ্যাৎ দানানি বিবিধানি চ।
দাতারং তৎপিতৄংশ্চাপি ধ্রুবং মোচয়তে প্রভুঃ ॥
পিতৃপাকস্তু নিষ্পত্তিকৃতা সাগরবারিণা।
পূজা চ পুরুষাখ্যস্য ভবেচ্চ কোটিশো গুণঃ ॥ ১১
অন্যদা তর্পণং স্নানং পূজনং সাগরাম্ভসা।
মহামাঘ্যান্তু সকলং কর্ম্ম কুর্য্যাত্তদাম্ভসা।
গঙ্গাম্ভঃস্নপনং বিষ্ণোঃ পীত্বা পাদোদকঞ্চ যৎ।
লোকোত্তরং লভেৎ পুণ্যং তৎ সিন্ধোর্জ্জলপানতঃ
অশ্বমেধাবভৃথজ-কোটিস্নানফলন্তু যৎ।
তস্মাৎ স্নানে কৃতে সিন্ধৌ লভতেঽনুগ্রহাদ্ধরেঃ ॥
স্নাত্বা সন্তর্প্য বিধিবৎ পিতৄন্ দেবাংশ্চ ভক্তিতঃ
শ্রাদ্ধং কৃত্বা হবিষ্যৈশ্চ দত্ত্বা দানানি চৈব হি ॥১৫
দৃষ্ট্বা সম্পূজ্য বিধিবৎ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মসনাতনম্।
মাতুঃ স্বস্য চ ভার্য্যায়াঃ কুলানি চ শতং শতম্।

যে ব্যক্তি পিতৃগণ-উদ্দেশে তথায় বিবিধ বস্তু দান করে, প্রভু নারায়ণ, নিশ্চয়ই সেই দাতা ও তদীয় পিতগণকে মুক্ত করিয়া থাকেন। ১০

সাগর-জলে শ্রাদ্ধীয়ান্ন পাক ও ভগবানের পূজা করিলে শতগুণ অধিক ফল হয়; এজন্য মহামাঘী ভিন্ন অন্য সময়েও সাগর-সলিল দ্বারাই তর্পণ, স্নান ও ভগবৎপূজা করিবে এবং মহামাঘীতে যাবতীয় কার্য্যই তজ্জলে কর্ত্তব্য। গঙ্গাজলে স্নান ও বিষ্ণুপাদোদকপানে যে অলৌকিক সুকৃত সঞ্চিত হয়, সাগর-সলিল পান করিলেও তাদৃশ হইয়া থাকে। ১১—১৩

বস্তুতঃ, কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথ স্নানজন্য যে পুণ্য উক্ত আছে, ভগবান্ হরির অনুগ্রহে একমাত্র সিন্ধু-সলিলে স্নান করিলেই তৎপুণ্য লব্ধ হইয়া থাকে। ১৪

মানব, ভক্তিভাবে সিন্ধুজলে স্নানান্তে দেবতা ও পিতৃগণের যথাবিধি তর্পণ, হবিষ্যান্ন দ্বারা পিতৃগণ-উদ্দেশে বিধিবোধিত শ্রাদ্ধাচরণ, দ্বিজ-করে দানীয়দ্রব্যসকল দান এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মসনাতন জগন্নাথদেবকে দর্শনপূর্ব্বক বিধিবৎ পূজা করিলে আত্মকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের শত শত পুরুষকে ভবসাগর হইতে

বিমোচ্য তৈরেব সমং পরেব্রহ্মণি লীয়তে ॥ ১৬
বংশানাং ভাগ্যসম্পত্ত্যা তাদৃশো হি ভবেৎ সুতঃ
শ্রাদ্ধং যস্তু মহামাঘ্যাং কুর্য্যাৎ শ্রীপুরুষোত্তমে।
শ্রাদ্ধং যে কুর্ব্বন্তস্তাং বৈ যত্র যাতি সদা সুতঃ।
তির্য্যগ্‌যোনিগতাস্তস্য প্রোত্তুতাঃ পাদরেণুভিঃ ॥১৮
নয়ন্তি গত্বোবিত্বা চ পিতরস্তং মুদান্বিতাঃ।
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাগ্রে সমন্তাধঃকুলোদ্ভবাঃ ॥ ১৯
আ ব্রহ্মণো যে হি কুলত্রয়ে চ
প্রয়ান্তি তস্মিন্ পুরুষোত্তমাখ্যে।
সুদুর্লভে বর্ষসহস্রকে চ
দেবর্ষিসেব্যে চ সুযোগ উত্তমে ॥ ২০
স কালো দুর্লভো লোকে নাল্পপুণ্যৈরবাপ্যতে।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত প্রাপ্য তং যোগমুত্তমম্ ॥২১
বিনশ্বরং শরীরঞ্চ বিত্তঞ্চাপি শরীরিণাম্ ॥
যদত্ত্বা ব্রাহ্মণকরে ধনং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ২২
কামাদকামতশ্চাপি মোক্ষং তত্র লভেদ্ধ্রুবম্।
জ্ঞানাদপি ভবেন্মুক্তিরিতি বেদান্তগীঃ শ্রুতিঃ।
তত্র মন্ত্রাঃ প্রজপ্তাস্তু সুসিদ্ধাঃ স্যুর্নৃণাং ধ্রুবম্।
প্রীণিতস্তু জগন্নাথঃ সর্ব্বকামপ্রদস্তথা ॥ ২৪
কিমত্র বহুনোক্তেন কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ।
দুশ্চিকিৎস্যমহাব্যাধি-বিমুক্তঃ স্নানতো ভবেৎ ॥২৫
মহাপাপৈর্বিমুক্তঃ স্যাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতে দ্বিজ।
কিং পুনঃ ক্ষুদ্রপাপৈস্তু কালঃ খলু সুদুর্লভঃ ॥২৬
প্রজ্বলন্তং বহ্নিরাশিং যথা প্রাপ্যাভিদহ্যতে।
তুলা মাঘকমেবং হি পাপরাশিস্ত্রিধোত্তকঃ ॥ ২৭

মুক্ত করিয়া তাহাদিগের সহিত পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ১৫।১৬

যে ব্যক্তি, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে মহামাঘী পূর্ণিমাতে শ্রাদ্ধ করে, ত্রিকুলের ভাগ্যবলেই তাদৃশ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ১৭

ফল কথা উক্ত তিথিতে উক্ত স্থানে যাহারা শ্রাদ্ধ করে তাহারই ধন্য ; এমন কি, যে পুত্র শ্রাদ্ধার্থ উক্ত ক্ষেত্রে গমন করিতে থাকে, তির্য্যগ্‌যোনিগত তদীয় পিতৃগণ তাহার পাদরেণু দ্বারাই আত্মোন্নতি লাভ করে এবং প্রত্যক্ষ নীচযোনিজাত সেই পিতৃগণ, সানন্দহৃদয়ে তাহার সম্মুখে, পশ্চাৎভাগে ও পার্শ্বদেশে গমন ও অবস্থানপূর্ব্বক তাহাকে তৎক্ষেত্রে লইয়া যাইতে থাকে। ১৮।১৯

এই জন্যই বলিতেছি, ব্রহ্মা হইতে ত্রিকুল-মধ্যে যে সকল পুত্র-সহস্র বর্ষেও সুদুর্লভ উক্ত পরম যোগ উপলক্ষে দেবর্ষিসেব্য সেই পুরুষোত্তমে গমন করে, তাহারাই যথার্থ পুত্র। ২০

দ্বিজবর! উক্ত মহাযোগরূপ পুণ্যকাল জগতে অতি দুর্লভ। অল্পপুণ্য মানবগণ কখনই তাহা প্রাপ্ত হয় না। এজন্ত ঐ অত্যুত্তম যোগ প্রাপ্ত হইয়া কদাচ বিত্তশাঠ্য করা উচিত নহে, কারণ, দেহিগণের বিত্ত ও শরীর উভয়ই বিনশ্বর ; কিন্তু ঐ বিত্ত যদি দ্বিজ-করে অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে উহা কোটিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ২১।২২

মানবগণ কামতই হউক আর অকামতঃই হউক তৎকালে তৎস্থানে কিঞ্চিৎ দান করিলে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করিতে পারে, এবং এতদ্-ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানলাভেও যে, মুক্তি হয়, তাহা ত বেদান্ত শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২৩

তথায় তৎকালে মানবগণ যে মন্ত্র জপ করে, সেই মন্ত্রেরই যে সম্যক্ সিদ্ধি হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই, এবং তজ্জন্য জগন্নাথ দেব প্রীত হইয়া জপকারীর সমুদয় কামনাই সিদ্ধ করিয়া দেন। ২৪

এ বিষয়ে অধিক আর কি, কহিব, ফলে তৎকালে তথায় যে কোন সদাচরণেই মানব কৃতার্থ হইয়া থাকে। দ্বিজবর! ঐ সময়ে সিন্ধু-জলে স্নান করিলে মানব নিঃসন্দেহ দুশ্চিকিৎস্য মহাব্যাধি হইতেও মুক্ত হইতে পারে ; এবং যদি "ইহাতে আমার নিশ্চয়ই সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইবে" এইরূপ জ্ঞানে স্নান করে, তাহা হইলে সামান্য পাপের কথা কি, মহাপাতকসমূহ হইতেও বিমুক্ত হইয়া থাকে ; এই জন্যই ঐ সময় অতীব দুর্লভ। ২৫।২৬

বৎস! ত্রিবিধ পাপের কথা কি? প্রজ্বলিত অনলে তুলরাশির ন্যায় মহামাঘীযোগে সিন্ধু-

তস্যাং স্নাত্বা সিন্ধুজলে দহ্যতে তৎক্ষণাদপি।
মহামাঘ্যাং মহাক্ষেত্রে মহাপুরুষদক্ষিণে ॥ ২৮
মহার্ণবে নৃণাং স্নানং মহাপাতকনাশনম্।
কথিতং শ্রুতপূর্ব্বং তে দৃষ্টপূর্ব্বং বদামি তে ॥ ২৯
পাষণ্ডানাং কুলে কশ্চিদাসীদ্ধার্ম্মিক উত্তমঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলো বিষ্ণুভক্তো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৩০
তং পূর্ব্বে তস্য কুলজাঃ পাষণ্ডা নরকৌকসঃ।
তির্য্যোগ্‌যোনিগতা যে চ তে সর্ব্বে বৃন্দশো গতাঃ
বিজ্ঞাপয়ামাসুরিত্থং পুত্রকাস্মান্ সমুদ্ধর।
গয়ায়াং পিণ্ডদানেন বয়মত্যন্তদুঃখিতাঃ ॥ ৩২
মহামোহবশাদ্ যেন বিমুখা বয়মীদৃশাঃ।
পরং পরাণাং পরমং নার্চ্চয়ামস্তমোময়াঃ ॥ ৩৩
ধর্ম্মমার্গে প্রবৃত্তানাং কুর্ব্বাণাশ্চ প্রতিক্রিয়াম্।
ন জানীমো দুঃখরাশেঃ কেন স্যাৎ সংক্ষয়োভবেৎ

জলে অবগাহন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপ্রকার পাপরাশিই দগ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত মহাক্ষেত্রে মহামাঘীযোগে মহাপুরুষের দক্ষিণস্থ মহার্ণবে স্নান যে, মানবগণের সর্ব্ববিধ মহাপাপ-পুঞ্জের সংহারক তাহা পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে এবং তুমিও শ্রবণ করিয়াছ; এক্ষণে এ বিষয়ে পূর্ব্বদৃষ্ট কোন ঘটনা তোমায় বলি, শুন। পূর্ব্বে কতিপয় পাষণ্ডদিগের কুলে ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশল বিষ্ণুভক্ত দৃঢ়ব্রত সাধুশীল এক ধার্ম্মিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। একদা নরকবাসী ও তির্য্যগ্‌যোনিগত তদীয় পাষণ্ড পূর্ব্বপুরুষগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহার নিকট আগমনপূর্ব্বক এইরূপ বলিয়াছিল, হে স্নেহাস্পদ পুত্র! আমরা যৎপর নাস্তি দুঃখ ভোগ করিতেছি, তুমি গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার কর। আমরা মহামোহবশতঃ সদাচার-বিমুখ হইয়াই এবংবিধ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছি এবং তমোগুণে পূর্ণ হওয়াতেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে কখন অর্চ্চনা করি নাই; অধিকন্তু ধর্ম্মমার্গে প্রবৃত্ত সাধুদিগের ধর্ম্মচারণে বিস্তর বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছি। এক্ষণে জানিনা, এই ভবার্ণবে কিরূপে আমাদিগের অসীম দুঃখরাশি ক্ষয় হইবে? ২৭—৩৪।

কেবলং শুশ্রুবামো বৈ গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং সুতৈঃ।
উদ্ধারয়ন্তি বংশ্যাংস্তে তির্য্যঞ্চো নরকৌকসঃ ॥৩৫
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা স গত্বা শাস্ত্রবিত্তমঃ।
বিধিনা ভক্তিযুক্তেন গয়ায়াং শুচিভির্ধনৈঃ ॥৩৬
নানাবিধানি শ্রাদ্ধানি চকারাসৌ মুদান্বিতঃ।
ততস্তে নাস্তিকো বংশ্যাস্তথৈবাতিপ্রমোহিতাঃ ॥৩৭
।।স্তথা।
পরিবার্য্য পুনঃ পুত্রমুচুর্বংশত্রয়োদ্ভবাঃ ॥ ৩৮
পুত্রক শ্রাদ্ধমস্মাকমুদ্ধারায় কৃতং মুহুঃ।
সদ্‌বৃত্তেন ত্বয়া শাস্ত্রমার্গতঃ সত্যমেব তৎ ॥ ৩৯
কিমেতচ্ছ্রাদ্ধমস্মাকং দর্শনায়াপি নাভবৎ।
সুভৃশং তাড্যমনানাং লৌহদণ্ডৈঃ সমন্ততঃ ॥৪০
দৃশ্যন্তে পিতরোঽন্যেষাং শ্রদ্ধদানাদ্‌গয়াশিরে।
বিমানবরমারুহ্য দিব্যলোকং প্রয়ান্তি তে ॥ ৪১
সমীপতোঽস্মাকমেব দিব্যস্রগ্‌গন্ধভূষণাঃ।

বৎস! কেবল ইহাই আমরা শুনিয়াছি যে, পুত্র গয়াধামে শ্রাদ্ধ করিলেই নরকবাসী ও তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত পূর্ব্বপুরুষ সকল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। ৩৫

পাষণ্ডকুল-সম্ভূত শাস্ত্রবিত্তম সেই ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বপুরুষদিগের তদ্বাক্য শ্রবণে গয়াক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক সানন্দে ভক্তিসহকারে ন্যায়োপাত্ত পবিত্র ধন দ্বারা এক বৎসরকাল বিধিবিধানে নানাবিধ শ্রাদ্ধ করিল বটে, কিন্তু কিয়দ্দিনের পর দুঃখার্ণব-নিমগ্ন অতিপ্রমোহাবিষ্ট ও নাস্তিক তদীয় ত্রিকুল-সম্ভূত তির্য্যগ্‌যোনিগত ও প্রেতভূত সেই পূর্ব্বপুরুষগণ পুনরায় তাহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক কহিল। ৩৬—৩৮।

পুত্র! তুমি সদ্‌বৃত্ত বলিয়া আমাদিগের উদ্ধারার্থ শাস্ত্রমার্গানুসারে গয়াধামে পুনঃপুনঃ শ্রাদ্ধ করিয়াছ সত্য, কিন্তু আমরা তৎকালে যমদূতগণের লৌহদণ্ডে সর্ব্বথা তাড়িত হইতে থাকায় তাহা দর্শন করিতেও পাই নাই। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি, গয়াশিরে পিণ্ডদানহেতু অপরের পিতৃগণ কেমন উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিয়া দিব্যলোকে গমন করে। তাহারা আমাদিগের সমক্ষেই অদ্ভুত

অস্মাকং হীয়তে পাপং কৃতৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি ॥৪২
বয়মেতন্ন জানীমো ধর্ম্মশাস্ত্রবহিষ্কৃতাঃ।
কথং বা দুঃখবিলয়ো ভবিষ্যতি চ নো ধ্রুবম্ ॥৪৩
ত্বমস্মাকং কুলে জাতো বারিধেরিব চন্দ্রমাঃ।
ত্বাং বিনা গতিরস্মাকং দৃশ্যতে ন হি পুত্রক ॥৪৪
দুঃখার্ণবনিমগ্নানাং পারং নেতুং ত্বমেব নঃ।
যেন শক্তো বিচার্য্যৈতৎ কুরুষ্বাশু দ্বিজোত্তম ॥৪৫
পুত্র একো বিক্রিয়ন্তে বংশ্যানামুদ্ধৃতৌ নৃণাম্।
পুত্রৈস্তৈবাপচারেণ নরকেঽপি পতন্তি তে ॥ ৪৬
তাদৃশো গুণবান্ পুত্রঃ কুলে যেষাং সমুদ্গতঃ।
ঈদৃগ্ দুঃখার্ণবে তেষামুৎপুতির্জায়তে কথম্ ॥ ৪৭
সর্ব্বে দুষ্কৃতকর্ম্মাণো যাতনাসু স্থিতাশ্চ যে।
সৎপুত্রেণ গতিং যান্তি দিব্যাং তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

ইতি দীনার্ত্তবচনং পুত্র আকর্ণ্য তৎক্ষণাৎ।
ন প্রত্যুবাচ পাপিষ্ঠবংশ্যান্ বৈ স দ্বিজোত্তমঃ ॥
কেবলং চিন্তয়ামাস দোলাচলিতচেতসা।
শাস্ত্রং প্রমাণং মর্ত্ত্যানাং কৃত্যাকৃত্যব্যবস্থিতৌ ॥
তৎশাস্ত্রপ্রস্থিতো নিত্যং বৈপরীত্যং কথং ব্রজেৎ
ভবন্ত এব পাপিষ্ঠা বংশ্যা এতে মমাধুনা ॥ ৫১
গয়াশ্রাদ্ধং সর্ব্বপাপ-মোচনং শাস্ত্রচোদিতম্।
যথাবিধি কৃতং শ্রাদ্ধং শতং নৈতে বিমোচিতাঃ ॥
শাস্ত্রং প্রমাণং সর্ব্বেষাং কৃত্যাকৃত্যবিধৌ সদা।
ইতি সাক্ষাদ্ ভগবতো মুখপদ্মাদ্বিনির্গতম্ ॥ ৫৩
এবং চিন্তাকুলমতের্বাণী ব্যোমসমুদ্ভবা।
অশরীরা জগাদোচ্চৈস্তমবানা সংশয়চ্ছিদা ॥ ৫৪
ব্রহ্মন্ সত্যং গয়াশ্রাদ্ধং সর্ব্বকল্মষনাশনম্।
পিতৃণাং দুর্গতিহরং ব্রহ্মলোকগতিপ্রদম্ ॥ ৫৫

সৌরভান্বিত দিব্যমাল্যে বিভূষিত হয়, কিন্তু আমরা এমত পাপী যে, তুমি শত শত শ্রাদ্ধ করিলে কিন্ত কিছুতেই আমাদিগের পাপক্ষয় হইল না। ৪১।৪২

আমরা ধর্ম্মশাস্ত্র-বহিষ্কৃত বলিয়া আমরা ইহা জানি না যে, কিরূপে নিঃসন্দেহ আমাদিগের দুঃখের অবসান হইবে। ৪৩

হে পুত্রক! ক্ষীরোদ সাগর হইতে চন্দ্রমার ন্যায় তুমি আমাদিগের কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি দেখি না।৪৪

হে দ্বিজোত্তম! যেরূপে তুমি দুঃখার্ণবনিমগ্ন আমাদিগকে দুঃখ-সাগর হইতে পার করিতে পার, তাহা স্বয়ংই বিচারপূর্ব্বক ত্বরায় তদনুরূপ কার্য্য কর। ৪৫

একমাত্র পুত্রই বংশজাত মানবগণের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয়, এবং পুত্রেরই অত্যাচারণহেতু তাহারা নরকে পতিত হইয়া থাকেন। ৪৬

হে পুত্র! যাহাদিগের বংশে তোমার ন্যায় গুণবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করে, হায়! জানি না, কিজন্ত তাহাদিগকে ঈদৃশ দুঃখার্ণবে ভাসমান হইতে হয়। ৪৭

হায়! সকলেই অবগত আছেন যে, যে সকল পাপাত্মারা বিষম নরক-যাতনা ভোগ করিতে থাকে, নিঃসন্দেহ, তাহার সকলে সৎপুত্র হেতু দিব্য গতি প্রাপ্ত হয়। ৪৮

তৎকালে সেই দ্বিজোত্তম পুত্র, পাপিষ্ঠ পূর্ব্বপুরুষদিগের করুণাপূর্ণ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কিছুই প্রত্যুত্তর দিল না, কেবল দোলার ন্যায় দোদুল্যমান চিত্তে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, মানবগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ব্যবস্থাবিষয়ে শাস্ত্রই ত প্রমাণ, অতএব যে ব্যক্তি সতত সেই শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য করে, সে কেন বিপরীত ফলপ্রাপ্ত হয়? আমার এই পূর্ব্বপুরুষগণ, না হয় অতি পাপিষ্ঠই হউন, কিন্তু শাস্ত্রে ত কথিত আছে যে গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়; অতএব আমি যখন গয়াতে যথাবিধি শতসংখ্যক শ্রাদ্ধ করিলাম, তখন ইঁহারা কেন না মুক্ত হইলেন? সর্ব্বদা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধিবিষয়ে শাস্ত্রই সকলের প্রমাণ, এই মহাবাক্য ত সাক্ষাৎ ভগবানেরই মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ৪৯—৫৩

যেমন সেই দ্বিজবরের মন এইরূপ চিন্তাকুল হইল, অমনি তদীয় মনোগতসংশয়নাশিনী অশরীরিণী দৈববাণী গগনতল হইতে উচ্চৈঃস্বরে ব্রাহ্মণকে কহিল, ব্রহ্মন্ সত্যই বটে, গয়াক্ষেত্রে

ন তে সামান্যপাপানাং ত্যাজবদ্রাবকাঃ সদা।
অবজানন্তি সততমন্তর্যামিনমীশ্বরম্ ॥ ৫৬
গয়াশ্রাদ্ধৈর্ন কুশলা এতে শ্রুতিবহির্গতাঃ।
তেষাং সন্ততিজাতোঽসি ন চ বেদফলং লভেৎ
ব্রহ্মণ্যমুজ্জ্বলং প্রাপ্তমুদ্ধর্ত্তুং বংশজান্ স্বকান্।
যদি বাঞ্ছসি ভো বিপ্র শৃণু তত্ত্বং রহস্যকম্।
পাষণ্ডানাং সমুদ্ধারঃ অবিদ্যাবিলয়ঃ তথা।
উভয়ং সদৃশং বিদ্ধি তয়োঃ কারণমুচ্যতে॥ ৫৭
আত্মসাক্ষাৎকৃতির্বা স্যাৎ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে
মহামায্যাং পিণ্ডদানং লবণোদতটেঽথবা ॥ ৬০
কদাচিদপি পাপানামাত্মসাক্ষাৎকৃতির্ভবেৎ।
তস্মাৎ শদীপ তত্রৈব শ্রাদ্ধং কুরু মহামতে॥ ৬১
দ্রক্ষ্যসি স্বদৃশা তত্র মুক্তানাং পরমাং গতিম্ ॥৬২
ইতি উৎকলখণ্ডে দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের সর্ব্বপ্রকার পাপ ও দুর্গতি দূর হয় এবং তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন; কিন্তু তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ সাধারণ ব্যক্তিদিগের ন্যায় সামান্য পাপী নহে, তাহারা বেদ-দ্রোহী হইয়া সতত অন্তর্যামী পরমেশ্বরকেও অবজ্ঞা করিয়াছে। ৫৪—৫৬

উহারা বেদ-বিরুদ্ধাচারী বলিয়া বহুল গয়া-শ্রাদ্ধেও উহাদিগের মঙ্গল হইবে না এবং তুমিও উহাদিগের বংশজাত বলিয়া বেদোক্ত ফল পাইবে না। যাহাই হউক, বিপ্র! তুমি যখন সমুজ্জ্বল ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হইয়াছ, তখন যদি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণকে উদ্ধার করিতে বাঞ্ছা কর, তবে গূঢ়তত্ত্ব শুন। ৫৭।৫৮

পাষণ্ডগণের উদ্ধারসাধন ও অবিদ্যা নাশ এ উভয়কেই সমান জানিও, মনীষিগণ, আত্মসাক্ষাৎকার অথবা পুরুষোত্তমক্ষেত্রে লবণ-সাগরতীরে মহামাযীতে পিণ্ডদানকে তদুভয়ের কারণ বলেন। তন্মধ্যে পাপিগণের আত্ম-সাক্ষাৎকার অতি কদাচিৎ সম্ভব এজন্য, হে মহামতে পাষণ্ডকুলদীপ! তুমি মহামাযীতে শ্রীক্ষেত্রেই পিণ্ডদান কর, স্বচক্ষে দেখিবে, পূর্ব্বপুরুষগণ পাপমুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন। ৫৯—৬২

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

শ্রুত্বেত্থমাকাশগিরং পরমং হর্ষমাস্থিতঃ।
মহামায্যাং সমীপায়াং জগাম ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ১
পর্য্যন্তভূমৌ ক্ষেত্রস্য প্রবিশন্ দদৃশে স্বকান্।
শুদ্ধসত্ত্বান্ শুভ্রবর্ণান্ নির্ম্মলাম্বরধারিণঃ ॥ ২
বৈদিকজ্ঞানসংশুদ্ধ-বচসঃ ক্ষীণকল্মষান্।
তমনুব্রজতঃ সাক্ষাদ্ হৃষ্যতশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৩
পুত্র যতঃ সাধু পত্র ত্বং ধ্রুবং নস্তারয়িষ্যসি।
সাধু ব্যবসিতং তাত যদত্রাগচ্ছসি ক্ষিতেঃ।
পাবনং পরমং স্থানং নিষ্প্রত্যূহবিমুক্তিদম্ ॥ ৪
সন্নিধাবাগতানাং নঃ তমঃ সংক্ষীয়তেঽধুনা।
উদ্যতো ভাস্করস্যেব মহেন্দ্রককুভো ভৃশম্ ॥ ৫

জৈমিনি বলিলেন, সেই দ্বিজবর, ঈদৃশ আকাশবাণী শ্রবণে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল, পরে মহামাযী সমীপবর্ত্তিনী হইলে সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিল। ১

কি আশ্চর্য্যের বিষয়! সেই ব্রাহ্মণ, যেমন সেই ক্ষেত্রের সীমায় প্রবেশ করিল, অমনি দেখিল, স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের পাপক্ষয়হেতু তাঁহারা পবিত্র দেহপ্রভাসম্পন্ন, শুদ্ধসত্ত্বগুণ-শালী, ও নির্ম্মল অম্বরপরিধায়ী হইয়া পরস্পর সানন্দচিত্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করত বৈদিক জ্ঞানোদয়জন্য বিশুদ্ধ বচনে বলিতেছেন "পুত্র! সাধু সাধু! তুমি নিশ্চই আমাদিগকে নিস্তার করিবে। তাত! যে স্থান মানবগণকে নির্ব্বিঘ্নে মুক্তি দান করে এবং যাহা ভূতলমধ্যে পরম পবিত্রতাকর, তুমি যে সেই শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়াছ, ইহা তোমার অতি প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ই হইয়াছে। ২—৪

বৎস! সূর্য্যদেবের উদয়ে পূর্ব্বদিকের প্রগাঢ় অন্ধকার যেরূপ তিরোহিত হয়, তদ্রূপ ক্ষেত্রের সন্নিধানে আগমন করাতেই এক্ষণে, আমাদিগের চিরন্তন অজ্ঞানান্ধকার ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। ৫

স দ্বিজস্তা গিরঃ শ্রুত্বা বংশ্যানাং বিমলাত্মনাম্।
বিস্ময়ং পরমং লেভে ক্ষেত্রস্থ মহিমপ্রতি ॥ ৬
স্বগণৈরগণাকীর্ণা ক্ষেত্রমার্গমবাপ্য তৎ।
চতুর্ম্মুখবিনিষ্ক্রান্তলোকং বিধিবিধানবিৎ ॥ ৭
সত্যমেবাহ বদানী বিদ্যা সাকাশভাবিতা।
কথং মিথ্যা বদেযুস্তে লোকানুগ্রাহকাঃ সুরাঃ।
সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং পাকং বিজ্ঞস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৮
অহো মে জন্মনো ভাগ্যং পাষণ্ডকুলসন্ততেঃ।
উদ্ধারণসমর্থোঽহমেতেষামপি যোঽভবম্ ॥ ৯
গয়াশ্রাদ্ধৈর্বহুকৃতৈঃ কুযোনিগতয়ো জনাঃ।
বিশুদ্ধমতয়স্তে মাং ভাবন্তে ভাস্করত্বিষঃ ॥ ১০
দিব্যদেহোঽহমপ্যানং যদেতে মোচিতা ময়া ১১

বিধি-বিধানজ্ঞ সেই দ্বিজবর, স্বীয় মৃত জ্ঞাতিগণ ও ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রেরিত দূতগণে পরিপূর্ণ শ্রীক্ষেত্রপথে উপস্থিত হইয়াই তাথায় উপস্থিতি জন্ম বিমলাত্মা পূর্ব্বপুরুষদিগের তাদৃশ বচনাবলী শ্রবণপূর্ব্বক তৎক্ষেত্রের অপূর্ব্ব মহিমা জানিয়া পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং ভাবিলেন, সাক্ষাৎ বিদ্যারূপিণী সেই দেবগণোক্ত আকাশ বাণী সত্যই বলিয়াছেন, ফলে সুরগণ যখন জনগণের প্রতি অনুগ্রহকারী তত্ত্বদর্শী এবং অখিল কর্ম্মের পরিণাম ফল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তখন কি কারণেই বা তাঁহারা মিথ্যা বলিবেন? ৬—৮।

যাহাই হউক, যে আমি নরকবাসী এই পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারণে সমর্থ হইলাম, সেই আমি পাষণ্ডকুলের সন্তান, হইলেও আমার জন্মগ্রহণে কি সৌভাগ্যই প্রকাশ পাইয়াছে। ৯

কি আশ্চর্য্যের বিষয়! গয়াক্ষেত্রে বহু শ্রাদ্ধ দানেও যে সকল লোক পূর্ব্ববৎই কুৎসিৎ যোনিতে অবস্থিত ছিলেন, আজ কিনা তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রের মহাত্ম্যে বিশুদ্ধমতি ও দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-কলেবর হইয়া আমাকে প্রশংসাসূচক বাক্য বলিতেছেন। অহো! আমাদারা যখন ইঁহারা পাপমুক্ত হইলেন, তখন আমিও যে দিব্য-দেহ হইয়াছি, তাহাতে আর সংশয় নাই। ১০।১১

চিন্তয়ন্নিতি তৈঃ সার্দ্ধং জনসম্বাধবর্ত্মনি।
শনৈঃ শনৈর্দুঃখদুঃখং তীর্থরাজস্য সন্নিধিম্।
গত্বা স্নানং বিধানেন শাস্ত্রীয়েণ চকার সঃ ॥ ১২
বিধিবত্তর্পয়িত্বাথ দেবানপি গণাংস্তথা।
শ্রাদ্ধং চক্রে মহাভক্ত্যা সম্যগ্বিধিনা দ্বিজঃ ॥ ১৩
শ্রাদ্ধাবসানে দেবেশং যাবদ্ধ্যায়তি নিশ্চলম্।
তাবদ্দিব্যবিমানানি জ্বলদ্রত্নগণানি বৈ ॥ ১৪
চন্দ্রসূর্য্যপ্রকাশানি কামগানি দদর্শ সঃ।
বিদ্যাধরৈরপ্সরোভিঃ পুষ্পবৃষ্টিপ্রকীর্ণকৈঃ ॥ ১৫
সমন্তাদ্বেষ্টিতান্যস্য দৃষ্টের্বিষয়মাযযুঃ।
স্বর্ণকিঙ্কিণিনাদৈশ্চ বীণাক্বাণৈর্মনোহরৈঃ ॥ ১৬
ধ্যানাত্তধ্যানভঙ্গোঽসৌ পুনস্তানি দদর্শ হ ॥ ১৭
দেবদূতাঃ সমাগত্য সাদরং প্রণিপত্য চ।
সংস্তুয় বাগ্ভির্দ্দিব্যাভিস্তান্ পিতৄংস্তস্য পশ্যতঃ

সেই দ্বিজবর,এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জনতাপূর্ণ শ্রীক্ষেত্র-পথে পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত ধীরভাবে অতি ক্লেশে গমন করত ক্রমে তীর্থরাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে স্নান করিল। পরে দেবতা ও পিতৃগণ-উদ্দেশে যথাবিধি তর্পণান্তে ভক্তি-সহকারে মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ করিল। ১৩

শ্রাদ্ধাবসানে যেমন দেবদেব জগন্নাথকে নিশ্চলভাবে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিল, অমনি আকাশমার্গে সমুজ্জ্বলরত্নরাজি-বিরাজিত, চন্দ্রসূর্য্যসমপ্রভ, কামগ দিব্য বিমানমালা, তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অপ্সরা ও বিদ্যাধরগণ সেই বিমান-নিবহের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক পুষ্প বর্ষণ করিতে ছিল এবং বিমান-নিবদ্ধ স্বর্ণময় কিঙ্কিণীমালার সুমধুর শব্দ ও চতুর্দ্দিকে মনোহর বীণাধ্বনি হইতেছিল। তদ্দর্শনে দ্বিজবরের ধ্যানভঙ্গ হইল এবং বহির্দৃষ্টিতে পুনরায় তত্তৎ দৃশ্যই দর্শন করিল। ১৪—১৭

তৎপরে বহুল দেবদূত, দ্বিজবরের নিকটে আসিয়া তাহার সমক্ষেই তদীয় পিতৃগণকে সাদরে প্রণিপাত পুরঃসর দিব্য বচনে স্তবিবাদ, করিয়া কহিল, আপনাদিগের সৌভাগ্য

ব্রহ্মণো বচনাদ্‌যূয়ং তস্ত লোকং প্রয়াস্যথ।
অহো হস্ত বিমানানি ব্রহ্মলোকাগতানি বৈ ॥১৯
ধন্তেনানেন বংশেন বিষ্ণুভক্তিপরেণ চ।
মহারৌরবযোগ্যানাং যুষ্মাকং তারণং কৃতং ॥ ২০
পাষণ্ডানাং ন নির্মোক্ষঃ সংসারাধ্বপ্রবর্ত্তিনাম্।
প্রবর্ত্তিতানাং মোহেন অবিদ্যামূলসূনুনা ॥ ২১
যদ্যস্মিন্ পাবকে ক্ষেত্রে ন শ্রাদ্ধং বংশজৈঃ কৃতম্
তদা ন মোক্ষো ভবতি পাপিষ্ঠানাং হি শৌনক ॥
মহামাখী মহাযোগো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
প্রবর্ত্তিতঃ পাপকৃতামুদ্ধারায় দয়ালুনা ॥ ২৩
স্বরূপতো হি ভগবানিন্দ্রদ্যুম্নেন ভাবিতঃ।
মহাক্রতোর্মহাদীক্ষা মহাদুঃখবতী তদা ॥ ২৪
বহুবিত্তব্যয়ায়াস-বহুকালপ্রসাধনম্
বাজিমেধসহস্রং হি নাল্পভাগ্যস্ত জায়তে ॥
ভগবদনুগ্রহ ও ইন্দ্রদ্যুম্ননৃপস্ত চ।
ন দৃষ্টং ন শ্রুতং কাপি শক্রেণাপি সুদুর্লভম্ ॥২৬
ততোঽপি ভগবানেব নিরুপাধিকৃপাম্বুধিঃ।
দীনানুগ্রহকৃদ্দেবো বাৎসল্যাম্বুধিচন্দ্রমাঃ ॥ ২৭
সর্ব্বকর্ম্মাদারুণোঽসৌ দারুরূপী প্রকাশিতঃ।
তেনৈব রূপেণ বরানিন্দ্রদ্যুম্নায় দত্তবান্ ॥ ২৮
তৎক্ষেত্রমপি তদ্দেহং নাত্র ভিন্দ্যাম্মতিস্তব।
রহস্যমেতৎ কথিতং মুক্তেঃ সাধনমুত্তমম্ ॥ ২৯
শ্রবণাদিচতুষ্কং হি যথা মোক্ষস্ত সাধনম্।
তথা চতুষ্কমধ্যেঽস্মিন্ ক্ষেত্রে প্রাণবিমোচনম্।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে ॥ ৩০
তত্ত্বসাক্ষাৎকৃতেস্তত্র ক্ষেত্রে প্রাণবিয়োজনাৎ।
ঋতে ন মোক্ষো জন্তুনাং স্বয়মেবাপবর্গদম্ ॥ ৩১

ভগবান্ ব্রহ্মার বচনানুসারে আপনারা ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন বলিয়া এই বিমানসকল ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়াছে। ১৮।১৯

আপনারা মহারৌরব নরকবাসের যোগ্য হইলেও বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ সার্থকজন্মা এই বংশধরই আপনাদিগকে নিস্তার করিলেন। ২০

নতুবা, অবিদ্যার প্রধান পুত্রস্বরূপ মহামোহকর্ত্তৃক পরিচালিত সংসারমার্গ-প্রবৃত্ত পাষণ্ডগণের অন্য কোনরূপেই নিস্তার নাই, জানিবেন। ২১

জৈমিনি বলিলেন, শৌনক! নিশ্চয় জানিবেন, বংশধরগণ যদি ঐ পরম পাবন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ না করে, তাহা হইলে পাপিষ্ঠদিগের কিছুতেই মোক্ষ নাই। ২২

সর্ব্বনিয়ন্তা দয়াময় বিষ্ণু পাপাত্মাদিগের উদ্ধারার্থই উক্ত মহামাখীরূপ মহাযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। ২৩

পূর্ব্বে নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভগবান্ জগন্নাথদেবকে স্বরূপতঃ ভাবনা করেন এবং ঐরূপ ভাবনা করিয়াই তিনি তৎকালে পরম ক্লেশসাধ্য মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হন। ২৪

বস্তুতঃ, ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত বহুবিত্ত ব্যয় বহু আয়াস ও বহুকালসাধ্য সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অল্পভাগ্য মানবগণের কদাচ সুসিদ্ধ হয় না। ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ যেমন সুসিদ্ধ হইয়াছিল, কেহ কখন ওরূপ দেখেও নাই বা শুনেও নাই; ফলে দেবরাজের পক্ষেও উহা সুকঠিন। ২৫।২৬

উক্ত যোগ্যফলেই বাৎসল্যরূপ জলধির চন্দ্রমাস্বরূপ, দীনগণের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ নিরুপাধি কৃপাময়, সর্ব্বকর্ম্মনিয়ন্তা ভগবান্ জগন্নাথদেব, ঐরূপ সৌম্য দারুমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেন এবং ঐ দারুময় মূর্ত্তিতেই ইন্দ্রদ্যুম্নকে বিবিধ বরদান করিয়াছেন। ২৭।২৮

বৎস! ভগবানের ঐ ক্ষেত্রও যে, তাঁহার স্বরূপ তদ্বিষয়ে যেন তোমার মতিভেদ না জন্মে। এই যে আমি মুক্তিলাভের সর্ব্বোত্তম উপায় বলিলাম, উহা অতি রহস্য বিষয় জানিও। ২৯

আমি বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, আত্ম-বিষয়ক শ্রবণাদি চতুষ্টয় যেমন মোক্ষের সাধন, উক্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে মৎস্যাবতারাদি চতুষ্টয়মধ্যে প্রাণত্যাগও সেইরূপ মোক্ষসাধন জানিবে। ৩০

ফলে তৎসাক্ষাৎকার ও তৎক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ ভিন্ন জন্তুগণের কিছুতেই মোক্ষ হয় না, উক্ত উভয়ই সমান মোক্ষপ্রদ জানিবে। ৩১

মহামাঘ্যাং মহাযোগে শ্রাদ্ধং পিতৃবিমুক্তিদম্।
তত্র ত্রয়ং দুর্লভং হি সংসারে শৌনক ধ্রুবম্ ॥৩২
অর্দ্ধোদয়াদয়ো যোগা যে পূর্ব্বং প্রতিপাদিতাঃ।
শতাংশমপি তে নার্হা মাঘীযোগস্য শৌনক॥৩৩
ইতি উৎকলখণ্ডে ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
এতে হি যোগাঃ কথিতাঃ পাপিষ্ঠাশ্বাসকারকাঃ॥
দুঃখেন চিরলব্ধং যত্তীর্থং বা যোগ এব বা।
তদেব তে হি মন্যন্তে পাপিষ্ঠাঃ পাপনাশনম্ ॥ ২
প্রবর্ত্তকঃ সংসৃতেস্তে ন মোচ্যন্তে হি বিষ্ণুনা।
ধার্ম্মিকানাং হি বিশ্বাসস্তৎক্ষেত্রে নিত্যমেব হি ॥

হে শৌনক! মহামাঘীরূপ মহাযোগে তৎক্ষেত্রে শ্রাদ্ধও পিতৃগণের ঐরূপ মুক্তিদায়ক, এপ্রযুক্ত সংসারে উক্ত ত্রয়ই নিঃসন্দেহ অতীব দুর্লভ। ৩২

শৌনক! কি অধিক কহিব, পূর্ব্বে যে অর্দ্ধোদয়াদি যোগের বিষয় কথিত হইয়াছে, তৎসমুদয় উল্লিখিত মহামাঘী যোগের শতাংশের একাংশেরও যোগ্য নহে। ৩৩

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

জৈমিনি বলিলেন, অতঃপর পরমাদ্ভুত রহস্যবিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই যে অর্দ্ধোদয়াদি যোগ কথিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই পাপিষ্ঠগণের আশ্বাসকর সত্য, কিন্তু যাহারা পাপিষ্ঠ, তাহারা যে যোগ বা তীর্থ বহুকাললব্ধ বা দুঃসাধ্য, তাহাই পাপনাশক বলিয়া মনে করে।১।২

সেইসকল সংসারপ্রবর্ত্তক পাপিষ্ঠদিগকে ভগবান্ বিষ্ণু কখন মুক্ত করেন না, কিন্তু ধার্ম্মিকগণের সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিশ্বাস চিরস্থায়ী। ৩

অষ্টৌ শতানি বর্ষাণি কামভোগেষু লালসঃ।
কণ্ডুর্নাম মুনিঃ পূর্ব্বং মোহিতঃ স্বর্গবেশ্যয়া॥ ৪
দ্বিজকর্ম্মাণি সন্ত্যজ্য তয়া রেমে দিবানিশম্।
পশ্চাত্তাপমুপাগম্য তদেব ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৫
গত্বা সমারাধ্য জগৎপতিং দারুস্বরূপিণম্।
নির্ব্বিণ্ণমানসঃ স্তুত্বা পরাং গতিমুপাগতঃ ॥৬
স্কন্দঃ পুরা মহাদেবং পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ।
পুরুষোত্তমস্য ক্ষেত্রস্য রহস্যং পরমং বদ ॥ ৭
ন জ্ঞাতং যেন কেনাপি চরে বা স্থাবরেঽপি বা।
ত্বমেত্ত ভগবান্ শম্ভো বেৎসি তৎক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥
বহুধা তত্র গত্বাপি সাঙ্গোপাঙ্গং ন যৎফলম্।
লভ্যতে চৈকদিবসং সেবিতা বদ মে পিতঃ ॥৯
সর্ব্বপাপক্ষয়ঃ পুংসাং ভবেৎ কালে কলৌ কথম্
প্রায়শো দুঃখিতা মর্ত্ত্যা প্রাকৃতৈঃ পাপসঙ্কটৈঃ।

পূর্ব্বকালে কণ্ডুনামে কোন মুনি কোন স্বর্গবেশ্যা কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া অষ্টশত বর্ষ কাল ভোগে আসক্ত ছিলেন। ৪

তিনি, দ্বিজজনোচিত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবানিশি তাহার সহিত রমণ করিতেন। পরে অনুতপ্ত হইয়া মনে মনে আত্মগ্লানি করত উক্ত সর্ব্বোত্তমক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক দারুরূপী জগৎপতি জগন্নাথদেবকে আরাধনা ও স্তুতিবাদ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন। ৫।৬

পূর্ব্বে একদা ভগবান্ কার্ত্তিকেয় সবিনয়ে ভগবান্ মহাদেবকে বলিয়াছিলেন, পিতঃ! আপনি আমায় পুরুষোত্তমক্ষেত্রের রহস্যবিষয় বলুন। ৭

হে ভগবন্ শম্ভো! চরাচরমধ্যে কেহই যদ্বিষয় পরিজ্ঞাত নহে, আপনি সেই পরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিষয় বিদিত আছেন। ৮

পিতঃ! মানব বহুবার তথায় গমন করিয়াও অঙ্গোপাঙ্গ-সমন্বিত যে ফল লব্ধ না হয়, এক দিবসমাত্র তৎক্ষেত্র-সেবাতেই যাহাতে সেই পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপনি তদ্বিষয় বলুন। কলিকালে কিরূপে জীবগণের সর্ব্বপাপক্ষয় হইবে? ঐ সময়ে প্রায় অখিল মানবই

কথং নু সুখিনস্তে স্যুঃ সকৃৎ কর্ম্মানুসঙ্গয়াৎ ॥ ১০
এবং ব্রূহি মহাদেব কর্ম্ম যৎ স্যাদনুত্তমম্।
যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১১
যো হি কশ্চিদুপায়োঽস্তি তন্মে বদ সুনিশ্চিতম্ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপভয়াপহম্।
স্বর্গাপবর্গদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৩
সর্ব্বমাঙ্গল্যজননং দুঃখদুর্গবিনাশনম্।
সৌখ্যসৌভাগ্যসম্পত্তি-ধনসম্পত্তিবর্দ্ধনম্।
আয়ুর্বৃদ্ধিকরোপায়ং ময়া যৎ সুবিনিশ্চিতম্ ॥ ১৪
মাঘে ইন্দুক্ষয়ে পাতে বারেঽর্কে শ্রবণা যদি।
অর্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রার্কগ্রহৈঃ সমঃ ॥ ১৫
দিবৈব যোগঃ শস্তোঽয়ং ন চ রাত্রৌ কদাচন।
নাতঃ পুণ্যতমঃ কালো যোঽর্দ্ধোদয় সমো ভবেৎ
তাবৎ গর্জ্জন্তি পাপানি সুবহুনি মহান্ত্যপি।
যাবদর্দ্ধোদয়ো নৈতি সর্ব্বপাপাপনোদনঃ ॥ ১৭
অভূৎ কালকৃতো যো বৈ প্রাকৃতঃ পাপসঞ্চয়ঃ।
অর্দ্ধং হরত্যতঃ প্রাহুর্যোগমর্দ্ধোদয়ং বুধাঃ ॥ ১৮
অর্দ্ধোদয়ে মহাযোগে মুনিদৈবতযাচিতে।
পাপান্ধকারান্মূচ্যন্তে ভবেয়ুর্বিমলা নরাঃ ॥ ১৯
অর্দ্ধোদয়ে মহাপুণ্যে সর্ব্বং গঙ্গাসমং জলম্ ॥
যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে দানং তদ্দানং মেরুসন্নিভম্ ॥
তদা দানানি দেয়ানি ভূদানপ্রভৃতীনি চ।
পাপক্ষয়ার্থিভির্মর্ত্ত্যৈঃ স্বর্গাদিফলকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২১
তুলাপুরুষদস্তত্র সদাশিবপুরং ব্রজেৎ।
হিরণ্যগর্ভদো মর্ত্ত্যো গর্ভবাসং ন চাপ্নুয়াৎ।
গোসহস্রপ্রদো মর্ত্ত্যঃ সহস্রাক্ষপদং ব্রজেৎ ॥ ২২
এবমাদীনি দানানি কৃত্বা সম্যগ্ বিধানতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স নরঃ সুখমেধতে ॥ ২৩

প্রাকৃত পাপরাশি হেতু নিয়ত নানা প্রকারে দুঃখিত থাকে, অতএব একবার মাত্র সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে কিরূপে সুখী হইতে পারে বলুন। ৯।১০

হে মহাদেব! যাহা সমুদয় সৎকার্য্যের মধ্যে উত্তম, যাহার অনুষ্ঠানমাত্রেই সর্ব্ববিধ পাপের ক্ষয় হয়, এরূপ কোন কর্ম্ম বলুন, ফলে সর্ব্বপাপক্ষয় বিষয়ে যাহা কিছু উপায় আছে নিশ্চিতরূপে আমার নিকট ব্যক্ত করুন। ১১।১২

মহাদেব বলিলেন, বৎস যাহা স্বর্গ, অপবর্গ ও সর্ব্বকামফলপ্রদ এবং যাহা সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর, পরম পুণ্যজনক ও দুঃখদুর্গবিনাশন, যাহা দ্বারা সুখ, সৌভাগ্য, সম্পত্তি, ধনসম্পৎ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, এবং যদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পাপভয়ই বিদূরিত হইয়া থাকে, আমা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত এরূপ এক উপায় আছে, বলিতেছি শুন। ১৩ ১৪

মাঘ মাসের অমাবস্যাতে যদি ব্যতীপাতযোগ রবিবার ও শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে উহা অর্দ্ধোদয় যোগ জানিবে, উক্ত যোগ সহস্র সূর্য্যগ্রহণের সমান। ১৫

ঐ যোগ, দিবাভাগেই প্রশস্ত, কদাচ রাত্রিকালে প্রশস্ত নহে। উক্ত অর্দ্ধোদয় যোগের তুল্য পুণ্যতম কাল আর নাই। ১৬

যাবৎকাল, সর্ব্বপাপাপহারক অর্দ্ধোদয় যোগ আগমন না করে, তাবৎকালই প্রভূত গুরুতর পাপনিচয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকে। ১৭

কালকৃত যে কিছু প্রাকৃতিক পাপনিচয়, ঐ যোগ তাহার অর্দ্ধকে হরণ করে বলিয়া বুধগণ উহাকে অর্দ্ধোদয় যোগ বলিয়া থাকেন। ১৮

মুনি ও দৈবতগণের প্রার্থনীয় উক্ত অর্দ্ধোদয় মহাযোগে মানবগণ পাপান্ধকার হইতে মুক্ত ও বিমল আত্মা হইয়া থাকে। ১৯

মহাপুণ্যজনক অর্দ্ধোদয়যোগে সমস্ত জলই গঙ্গাজলের তুল্য এবং যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাই মেরুদানের সমান হইয়া থাকে। ২০

ঐ সময়ে পাপক্ষয়াভিলাষী মানবগণের স্বর্গাদি ফল-কামনায় ভূমিদান প্রভৃতি বিবিধ বস্তু দান করা উচিত। ২১

উক্ত অর্দ্ধোদয় যোগে যে ব্যক্তি, তুলাপুরুষ দান করে, সে নিশ্চয় সদাশিবপুরে গমন করিয়া থাকে, এবং হিরণ্যগর্ভ দান করিলে মানবকে কদাচ গর্ভবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। ২২

ফল কথা, মানব তৎকালে সম্যগ্ বিধানানু-

স্কন্দ উবাচ।
প্রায়শো হি কলৌ মর্ত্ত্যা মন্দভাগ্যা মহেশ্বর ॥
অশক্তা ভূমিদানাদৌ মুচ্যন্তে তে কথং নরাঃ ॥২৪
তুলাপুরুষদানেন ভূমিদানেন যৎ ফলম্।
হিরণ্যগর্ভদানেন গোসহস্রেণ যৎ ফলম্ ॥ ২৫
একৈষাং পুণ্যফলদং সর্ব্বদানঞ্চ শঙ্কর।
অনায়াসেন যদ্যস্তি তদ্দানং কথয়স্ব মে ॥ ২৬
ঈশ্বর উবাচ।
শৃণু বৎস মহাশুভং দানং তত্রাতিপুণ্যদম্।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দানানাং যৎ পুণ্যফলদায়কম্।
বক্ষ্যাম্যহং মহাদানং নৃণাং পাপভয়াপহম্ ॥ ২৭
চতুঃষষ্টিপলং কাংস্যমমত্রং তত্র কারয়েৎ।
চত্বারিংশৎপলং বাপি পলং বিংশতিমেব বা ॥২৮
নিধায় পায়সং তত্র পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ।
পদ্মস্য কর্ণিকায়ান্ত কর্ষমাত্রং সুবর্ণকম্ ॥ ২৯
তদভাবে হি অর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বাপি প্রক্ষিপেৎ।
স্নাত্বা তত্র বিধানেন যথাবিধ্যুক্তমার্গতঃ ॥ ৩০
মন্ত্রেণানেন হে বৎস স্নানং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
সর্ব্বসাধারণং মন্ত্রং গোপনীয়ং পরং মম ॥ ৩১
ওঙ্কারং কামবীজং বা বিকারঞ্চ ততঃ পরম্।
পুরুষস্তু ততঃ পশ্চান্নমোঽন্তে প্রকল্পয়েৎ ॥ ৩২
সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুণ্যং মোক্ষদং পাপনাশনম্।
শুদ্ধানাং পরমং শুদ্ধং যোগিনাং যোগদং শুভম্
পিতৄংশ্চ তর্পয়েদ্ধীমান্ জলাদুত্তীর্য্য যত্নতঃ।
ধৌতবাসা শুচির্ভূত্বা সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥৩৩
ত্রয়ীময় নমস্তুভ্যং দেবদেব দিবাকর।
পুরা কৃতঞ্চ যৎ পুণ্যং তৎ পুণ্যাক্ষয়ং কুরু ॥
কৃত্বা তত্তণ্ডুলৈঃ শুভ্রৈঃ পদ্মমষ্টদলং শুভম্।
অমৃতং স্থাপয়েত্তত্র ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্ ॥ ৩৬

সারে ইত্যাদি দান করিলে সর্ব্বপাপ হইতেই মুক্ত হয় এবং চিরসুখ লাভ করিয়া থাকে। ২৩

স্কন্দ বলিলেন, হে মহেশ্বর! কলিকালে মানবগণ প্রায়ই মন্দভাগ্য হয়, সুতরাং তাহারা ভূমিদানাদিতে অসমর্থ, অতএব কিরূপে তাহারা মুক্ত হইবে বলুন। ২৪

হে শঙ্কর! তুলাপুরুষ, ভূমি, হিরণ্যগর্ভ বা সহস্র গো-দানে যে ফল, অনায়াসে তৎসমুদয় দানেরই ফল পাওয়া যায়, যদি এমন কোন অনায়াসসাধ্য দান থাকে ত আমায় বলুন। ২৫।২৬

মহেশ্বর বলিলেন, বৎস! তবে শুন, যাহা দান করিলে সর্ব্বপ্রকার দানের ফল হয় এবং যাহা মানবগণের সর্ব্বপ্রকার পাপভয়-বিনাশক ও পরম পুণ্যপ্রদ, এরূপ এক মহাশুভতম দানের বিষয় বলিতেছি। ২৭

চতুঃষষ্টি বা চত্বারিংশৎ কিংবা বিংশতি পল পরিমিত একটি কাংস্যপাত্র নির্ম্মাণ করাইবে, পরে তাহাতে পায়স রাখিয়া তদুপরি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে, অনন্তর সেই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে কর্ষ-পরিমিত, তদভাবে অর্দ্ধকর্ষ-পরিমিত কিংবা অশক্তি নিবন্ধন তাহারও অভাবে তাহার অর্দ্ধ-পরিমিত সুবর্ণ প্রক্ষেপ করিতে হইবে; পুর্ব্বোক্ত কোন কার্য্যেই কোন মন্ত্রপাঠের আবশ্যক নাই। বৎস! উক্ত কার্য্যের প্রথমে যথাবিধানে স্নানানন্তর পুনরায় অতন্দ্রিত ভাবে 'ওঁ বা ক্লীং বিকারপুরুষায় নামঃ' এই মন্ত্র পাঠ করত স্নান করিবে। উক্ত মন্ত্র সর্ব্ব কার্য্যেই পাঠ্য এবং উহা আমারও পরম গোপনীয় বস্তু জানিবে। উহা সর্ব্বসিদ্ধিকর, অতি পুণ্যজনক, মোক্ষপ্রদ, পাপনাশক, ও শুভদায়ক। অখিল পবিত্র বস্তুর মধ্যে উহা পরম পবিত্র এবং যোগীগণেরও যোগ-প্রদ।২৮—৩৩

অতঃপর সেই ধীমান্ মানব, জল হইতে উঠিয়া সযত্নে পিতৃগণের তর্পণ করিবে। তৎ-পরে ধৌতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া "হে ত্রয়ীময়! আপনাকে নমস্কার, হে দেব-দেব দিবাকর! আমার যে পুরাকৃত পুণ্য আছে, তাহা অক্ষয় করিয়া দিন" এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। ৩৪।৩৫

তৎপরে পুর্ব্বোক্ত কাংস্যপাত্রাদিতে পায়স স্থাপনাদি করিয়া শুভ্র তণ্ডুল দ্বারা একটি পাত্রে সুন্দর একটি অষ্টদল পদ্ম রচনা করিবে, অনন্তর অমৃতস্বরূপ পায়স-পূর্ণ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক সেই কাংস্যপাত্র স্থাপন করিতে

তেষাং প্রীতিকরার্থায় শ্বেতমাল্যৈঃ সুশোভনৈঃ।
বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃত্য ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৩৭
সদ্বৃত্তায় সুশান্তায় বিধিজ্ঞায় কুটুম্বিনে।
পুষ্পগন্ধৈরলঙ্কৃত্য দেবমেতত্ত্রয়ীময়ম্ ॥ ৩৮
সুবর্ণপায়সং পাত্রং যস্মাদেতত্ত্রয়ীময়ম্।
আবয়োস্তারকং যস্মাদ্ গৃহাণ ত্বং দ্বিজোত্তম ॥ ৩৯
দানৈস্তীর্থৈস্তপোভিশ্চ যৎ কৃতং সুকৃতং ময়া।
তৎপুণ্যফলসংসিদ্ধিসুসম্পূর্ণং তদস্তু মে ॥ ৪০
ইদং দত্ত্বা মহাদানং ততঃ সম্প্রার্থয়েদ্দ্বিজম্।
মন্ত্রেণানেন গাঙ্গেয় সম্যগেকাগ্রমানসঃ ॥ ৪১
পুষ্টিমেধাবলারোগ্যসম্পদায়ুষ্যবর্দ্ধনম্।
ত্রয়ীময়ো দ্বিজঃ সাক্ষাৎ ব্রূহি মে পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥
সম্যগিত্থং কৃতং যেন তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৪৩
সুবর্ণমণিরত্নাঢ্যাং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতাম্।
সমুদ্রমেখলাং পৃথ্বীং সম্যগ্দত্ত্বা চ যৎফলম্।
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ কৃত্বা দানমমুত্তমম্ ॥ ৪৪
এবং যঃ কুরুতে দানমর্দ্ধোদয়মহাতিথৌ
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি কার্ত্তিকেয় ন সংশয়ঃ ॥
গোচর্ম্মমাত্রভূমিং বা দদ্যাদর্দ্ধোদয়ে নরঃ।
তদভাবে যথাশক্ত্যা যো দদাতি বসুন্ধরাম্।
স চক্রবর্ত্তী ভবতি প্রসাদান্মম ষণ্মুখ ॥ ৪৬

অর্দ্ধোদয়ে গাং বহুদুগ্ধদোগ্ধ্রীং
সবৎসবস্ত্রাঞ্চ যথোক্তদক্ষিণাম্

দত্ত্বোত্তলোকং মম পাপমুক্তঃ ॥ ৪৭
অধোগতিগতানন্যান্ বংশ্যানুদ্দিশ্য দুর্দ্ধরান্।
তিলপাত্রাদিদানাদ্যৈস্তানুদ্ধরতি সঙ্কটাৎ ॥ ৪৮

অর্দ্ধোদয়ে ভূমি-সুবর্ণ-বস্ত্র-
গো-ধান্য-দাতা দ্বিজপুঙ্গবায়।
অজত্বমিন্দ্রত্বমনাময়ত্বং
মহীপতিত্বং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ৪৯

হইবে। পরে ভগবান্ হরিকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সন্তোষার্থ কোন সচ্চরিত্র শান্তস্বভাব বিধিজ্ঞ ও বহুপোষ্য ব্রাহ্মণকে সুন্দর শ্বেত মাল্য এবং বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্করণপূর্ব্বক "হে দ্বিজসত্তম! যে হেতু এই ত্রয়ীময় সুন্দরবর্ণ পায়সপূর্ণ পাত্র দাতা ও গ্রহীতা আমাদিগের উভয়েরই নিস্তারক, সেই হেতু আপনি ইহা গ্রহণ করুন। আমি দান, তীর্থসেবন ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা যে সুকৃত করিয়াছি, সেই পুণ্য-ফল আমার সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হউক" এই মন্ত্র পাঠ করত, সেই মহাদান করিবে। হে গাঙ্গেয়! তৎপরে সম্যগেকাগ্রচিত্ত হইয়া সেই দ্বিজবরের নিকট "হে ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ত্রয়ীময়, অতএব আপনি বলুন, আমার যেন পুষ্টি, মেধা, বল, আরোগ্য, সম্পদ, আয়ুঃ ও পুণ্য বর্দ্ধিত হয়" এইরূপ প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠে প্রার্থনা করিবে। বৎস! যে ব্যক্তি সম্যক্রূপে এইরূপ কার্য্য করিতে পারে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। পঞ্চাশৎকোটি-যোজন-বিস্তৃতা, সুবর্ণ-মণিরত্নাদি পূর্ণা সমুদ্রমেখলা পৃথিবীকে সম্যগ্-বিধানে দান করিলে যে ফল হয়, অমন্ত্রক ঐরূপ পায়স-পাত্র দানেও মানব তাদৃশ ফল লাভ করিয়া থাকে। কার্ত্তিকেয়! অর্দ্ধোদয় মহাতিথিতে যে ব্যক্তি এইরূপ দান করে, সে নিঃসন্দেহে সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। ৩৬—৪৫।

যে মানব, অর্দ্ধোদয়যোগে গোচর্ম্ম-পরিমিত কিংবা তদভাবে যথাশক্তি ভূমি দান করিতে পারে, হে ষণ্মুখ! সে মদীয় প্রসাদে চক্রবর্ত্তী নৃপতি হইয়া থাকে। ৪৬

অর্দ্ধোদয়-কালে কোন দ্বিজপুঙ্গবকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনা-পূর্ব্বক যথোক্ত দক্ষিণার সহিত বহুদুগ্ধদায়িনী সবৎসা ও সবস্ত্রা ধেনু দান করিলে অখিল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া মদীয় লোকে গমন করে। ৪৭

ঐ সময়ে অধোগতিপ্রাপ্ত দুরুদ্ধরণীয় অন্যান্য বংশজগণের উদ্দেশে তিলপাত্রাদি দান করিলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। ৪৮

অধিক কি কহিব, অর্দ্ধোদয়যোগে দ্বিজপুঙ্গবকে ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্র, গো ও ধান্য দাতা মানব, অজত্ব, ইন্দ্রত্ব, অনাময়ত্ব, ও মহীপতিত্ব লাভ করিয়া থাকে। ৪৯

দীনাভক্ষাণি সর্ব্বাণি দদ্যাদর্দ্ধোদয়ে নরঃ।
পিতৄনুদ্দিশ্য যদ্দত্তং তদক্ষয়ফলং লভেৎ ॥ ৫০
শ্রাদ্ধমর্দ্ধোদয়ে কুর্য্যাৎ পিণ্ডদানঞ্চ তর্পণম্।
গয়ায়ামেব যৎপুণ্যং তৎপুণ্যং লভতে নরঃ ॥ ৫১
যে কেচিৎ সুকৃতস্তস্য প্রেতভূতাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
স্বর্গং তে যান্তি গাঙ্গেয় তত্রোদ্দিশ্য প্রদানতঃ ॥ ৫২
গঙ্গাসাগরয়োর্ম্মধ্যে গঙ্গাযমুনয়োস্তথা।
দেবনদ্যাঞ্চ গঙ্গায়াং প্রভাসে পুষ্করে তথা ॥ ৫৩
বারাণস্যাঞ্চ যৎপুণ্যং পুণ্যক্ষেত্রে তথৈব চ।
দানমর্দ্ধোদয়ে দত্ত্বা তৎপুণ্যং লভতে নরঃ ॥ ৫৪
অর্দ্ধোদয়ে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ।
পুণ্যতীর্থজলে স্নাত্বা নরো মোক্ষপদং ব্রজেৎ ॥
এষ সাধারণঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বত্র যোগ উত্তমঃ।
বিশেষস্তে প্রবক্ষ্যামি যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়ানঘ ॥ ৫৬
কস্যাপ্যেতন্ন কথিতং পুরা বেদেঽপি গোপিতম্।
অর্দ্ধোদয়ো যদা যোগো ভবেৎ জ্ঞাত্বা নরোত্তমঃ ॥
আঢ্যো বাপি দরিদ্রো বিত্তশাঠ্যঞ্চ দীনতাম্।
সন্ত্যাজ্য হর্ষসংযুক্তো ভক্তিং শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৫৮
কৃত্বা প্রযত্নতো গচ্ছেৎ ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্।
যস্য সঙ্কীর্ত্তনাদেব লীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ ॥ ৫৯
অর্দ্ধোদয়ো মহাযোগস্তৎক্ষেত্রং পাবনোত্তমম্।
দারুব্যাজং পরংব্রহ্ম ত্রয়ং তত্রৈব সংস্থিতম্ ॥ ৬০
নাতঃ পরতরো যোগো ময়া জ্ঞাতোঽস্তি বৎসক।
পুরাকল্পে হ্যয়ং যোগো যুগে তুর্য্যেঽভবৎ কিল ॥
তদা পৃথ্বীগতা লোকা দেবাঃ সংসিদ্ধয়স্তথা।
পাতালস্থাশ্চ ভুজগা সর্ব্বে একত্র সংস্থিতাঃ।

মানব, অর্দ্ধোদয় দিনে উক্ত ভূম্যাদি ভিন্ন অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বস্তুও দান করিবে। কারণ, ঐ সময়ে পিতৃগণ-উদ্দেশে যাহাই দান করা যায়, তাহাই অক্ষয়-ফলজনক হইয়া থাকে ৫০

অর্দ্ধোদয় কালে যে কোন স্থানেই শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান ও তর্পণ করা কর্ত্তব্য, কারণ, তাহা হইলে মানব, গয়াক্ষেত্রে তত্তৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে যে ফল হয়, সেই ফললাভ করিয়া থাকে। ৫১

হে গাঙ্গেয়! ঐ দিনে পিতৃগণ-উদ্দেশে যে কোন বস্তু দান করিলে পিতৃগণের মধ্যে সুকৃতশালী যে সকল ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মবশে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করে। ৫২

গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থান-মধ্যে, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থানে, দেবনদী গঙ্গার গর্ভে, প্রভাস ও পুষ্কর-তীর্থে এবং বারাণসীতে বা অন্য পুণ্য-ক্ষেত্রে দান জন্য যে ফল হয়, অর্দ্ধোদয় যোগেও দান করিলে মানব তৎপুণ্য লাভ করে। ৫৩।৫৪

মানব অর্দ্ধোদয় দিনে যে কোন জলে স্নান করিয়াই সমুদয় তীর্থ-স্নানের ফল লাভ করিয়া থাকে এবং পুণ্যতীর্থ-জলে স্নান করিলে নিঃসন্দেহ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। ৫৫

হে অনঘ! এই যে যোগের বিষয় বলিলাম, উহা সর্ব্বত্রই সমান ফলপ্রদ জানিবে, তন্মধ্যে তুমি যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এক্ষণে সেই বিশেষ-বিষয় বলিতেছি। ৫৬

পূর্ব্বে এ বিষয় আমি কাহাকেও বলি নাই, এবং ইহা বেদেও গুপ্তভাবে অবস্থিত। ধনবানই হউক, আর দরিদ্রই হউক, সচ্চরিত্র মানবের, উক্ত অর্দ্ধোদয় মহাযোগ হইবে জানিয়া বিত্ত-শাঠ্য ও দীনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সানন্দ-হৃদয়ে ভগবান পুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া যত্নাতিশয় সহকারে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করা কর্ত্তব্য। উক্ত পুরুষোত্তমের নাম-সংকীর্ত্তনেই পাপরাশি তিরোহিত হইয়া থাকে ৫৭—৫৯

তৎকালে তথায় অর্দ্ধোদয় মহাযোগে, পরম পাবন সেই ক্ষেত্র এবং দারু-ব্যাজ পরম ব্রহ্ম, মোক্ষসাধন এতৎত্রয়ই একত্র সম্মিলিত হইয়া থাকে। ৬০

বৎস! অধিক কি কহিব, আমি ও উক্ত অর্দ্ধোদয় যোগের অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতর যোগের বিষয় পরিজ্ঞাত নই। পূর্ব্বকল্পে একবার কলিযুগে ঐ যোগ হইয়াছিল। ৬১

তৎকালে স্বর্গবাসী দেবতা ও সিদ্ধগণ এবং পাতালবাসী ভুজগগণ প্রভৃতি সকলেই পৃথিবী-তলে উপস্থিত হইয়াছিল এবং একত্র মিলিত

তদ্বৈ ক্ষেত্রবরং জগ্মুর্মুদা ভক্ত্যা চ সংযুতাঃ ॥৬২
তত্র স্নাত্বা জগন্নাথং দারুব্রহ্ম সনাতনম্।
দৃষ্ট্বা সম্পূজয়ামাসুর্দদুর্দানানি শক্তিতঃ ॥ ৬৩
তদেব সত্যঃ সঞ্জাতো যুগধর্ম্মস্বরূপধৃক্।
আয়ুষোঽন্তে তু তে সর্ব্বে পরং নির্ব্বাণমাপ্নুযুঃ ॥
যান্ যান্ কামান্ প্রার্থয়ন্তে মর্ত্ত্যা দেবাশ্চ তত্র বৈ
তাংস্তান্ কামানবাপ্নুয়ুর্দুর্লভানপি বৎসক ॥ ৬৫
এতৎত্রয়াণাং সংযোগো দুর্লভো ভুবি পাপিনাম্।
যং প্রাপ্য লভতে মুক্তিমাত্মজ্ঞানং বিনা নরঃ ॥৬৬
এতদ্রহস্যং পরমং পুত্র তে কথিতং ময়া।
দশাবতারক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যঞ্চ সুগোপিতম্ ॥ ৬৭
ইতি উৎকলখণ্ডে চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

হইয়া পরম ভক্তি সহকারে সানন্দে ঐ সর্ব্বোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল। ৬২

অনন্তর সকলেই তথায় সিন্ধুজলে স্নান করিয়া সনাতন দারুব্রহ্ম জগন্নাথ দেবকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি পূজা ও দ্বিজগণকে যথাশক্তি দান করিয়াছিল। ৬৩

তৎকালে সেই কলিযুগই সত্যযুগানুরূপ ধর্ম্মান্বিত হওয়ায় যেন সত্যযুগ হইয়াছিল। পরে আয়ুঃশেষ হইলে তাহারা সকলেই পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ৬৪

বৎস! ফলকথা, দেবতা ও মানব প্রভৃতি সকলেই তৎক্ষেত্রে যে যে ফলই কামনা করে, তত্তৎফল অতি দুর্ল্লভ হইলেও নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইবে। ৬৫

বস্তুতঃ, ভূমণ্ডলে পূর্ব্বোক্ত ত্রিতয়ের যে সম্মিলন, উহা পাপিগণের পক্ষে নিতান্তই দুর্ল্লভ। মানব, উক্ত ত্রয় লাভে আত্মজ্ঞানব্যতীতও অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৬৬

পুত্র! এই আমি তোমায় পরম রহস্য বিষয় কহিলাম, নিশ্চয় জানিও উক্ত দশাবতার ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র সুগোপিত আছে। ৬৭

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পুরুষোত্তমসংজ্ঞৈব ক্ষেত্রস্য কথিতা ত্বয়া।
দশাবতারসংজ্ঞাস্য কথমেতদ্বদাঞ্জসা ॥ ১
শ্রীমহাদেব উবাচ।
অব্যক্তরূপিণা বৎস বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
যুগে যুগেঽবতারা হি ক্রিয়ন্তে লোকপালনাৎ ॥২
ধর্ম্মসংস্থাপনা বৎস নিত্যং নারায়ণস্য বৈ।
স্বীকৃতাতঃ প্রভবতি রক্ষার্থৈ ধর্ম্মশাখিনঃ ॥ ৩
সংসারচক্রব্যূহস্য অচিন্ত্যমহিমস্য বৈ।
কো বেত্তি রূপং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমব্যয়ম্ ॥ ৪
প্রধানপুরুষাতীতং গুণসঙ্গবিবর্জ্জিতম্।
নির্ম্মলং নিষ্কলং বিষ্ণোঃ স্বরূপং কোঽনুবুধ্যতে ॥
এতদ্ভূতোঽপি ভগবান্ যদালোকসিসৃক্ষয়া।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবেদ্বৈ যুগে যুগে ॥ ৬

স্কন্দ বলিলেন, পিতঃ! আপনি পূর্ব্বে সেই ক্ষেত্রের ত পুরুষোত্তম নাম বলিয়াছেন, এক্ষণে আবার কিজন্য তাহার নাম দশ-অবতার-ক্ষেত্র বলিলেন? তদ্বিষয় ত্বরায় আমায় বলুন। ১

তৎশ্রবণে মহাদেব বলিলেন, বৎস! অব্যক্তরূপী সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ বিষ্ণু লোকপালনার্থ যুগে যুগে অবতারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ২

বৎস! ভগবান্ নারায়ণ, নিয়ত ধর্ম্মসংস্থাপন করিবেন বলিয়া স্বীকৃত আছেন, এই হেতু ধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের রক্ষার্থই তিনি প্রতিযুগে নানা মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। ৩

পুত্র! যাঁহা হইতে এই সংসার-চক্রব্যূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই অচিন্ত্যমহিম বিষ্ণুর অব্যয় পরম পদরূপ স্বরূপ কোন্ ব্যক্তি বিদিত আছে? ৪

বস্তুতঃ কেহই সেই প্রকৃতিপুরুষেরও অতীত, নির্গুণ, নির্ম্মল ও নিষ্কল বিষ্ণুর স্বরূপ অবগত নন। ৫

বৎস! ভগবান্ বিষ্ণু এবম্ভূত হইলেও লোক-রক্ষার্থ স্বকীয়া প্রকৃতিকে আশ্রয় করত

ব্রহ্মাদীনবতারান্ স করোতি বহুধা বিভুঃ।
আদ্যোঽবতারো বেধাস্তু দ্বিতীয়োঽহন্তু পুত্রক ॥
তৃতীয়স্তু সনন্দাদ্যা গোতমাদ্যাশ্চতুর্থকঃ।
ইন্দ্রাদ্যাঃ পঞ্চমস্তস্য ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবতাঃ॥ ৮
কিমত্র বহুনোক্তেন চণ্ডালান্তং প্রপঞ্চকম্।
তস্যৈব বিষ্ণো রূপাণি নান্যথা ত্বং বিচারয়। ৯
তত্রাপি লোকরক্ষার্থং যেঽবতারাঃ কৃতাঃ পুরা।
মৎস্যাদ্যা দিব্যরূপা যৈ পুরা তে কথিতা ময়া॥১০
অত্র ক্ষেত্রবরে বৎস তাংস্তান্ প্রকুরুতে বিভুঃ।
এতদ্ধি পরমং স্থানং দিব্যং ভৌমঞ্চ কথ্যতে॥১১
মূলায়তনমেতদ্ধি সৃষ্টিপালনসংহৃতেঃ।
অত্রাবতীর্য্য ভগবান্ প্রযাত্যন্যত্র কার্য্যতঃ॥ ১২
নিষ্পাদ্য কৃত্যং পৃথ্ব্যা হি পুনরত্রৈব তিষ্ঠতি।
অতো দশাবতারাণাং দর্শনাদ্যৈস্তু যৎফলম্ ॥১৩
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
দশাবতারসংজ্ঞাস্তু কথিতা পুত্র তে ময়া ॥ ১৪
অতশ্চ তে বদিষ্যামি ক্ষেত্রমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
পুরোদিতং ন কেনাপি জ্ঞাতং বা যেন কেনচিৎ॥
রহস্যং পরমং হ্যেতৎ লোকানুগ্রহণং মহৎ।
অনায়াসেনোদ্ধরণং পাপিনাং পাপকর্ম্মণাম্॥ ১৬
অনাদাবত্র সংসারে লোকানাং মর্ত্ত্যবাসিনাম্।
পাপানি সুবহূন্যেব পুণ্যন্ত্বল্পীয় এব চ॥ ১৭
যাবৎ কৃতং পাপমেভিস্ত্রিবিধং বিষয়েপ্সুভিঃ।
তত্র মধ্যে একমেব নিরয়ায়োপকল্পতে॥ ১৮
অন্যৎ সর্ব্বং কূটরূপং তিষ্ঠত্যেব ক্রমাগতম্।
নরকান্তে পুনর্যোনিং কুৎসিতাং যাতি মানবঃ॥১৯
মর্ত্ত্যো বাপি যদা পুত্র জায়তে দুঃখিতো ভবেৎ।

যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং যৎকালে তাঁহার জগৎসৃজনে অভিলাষ হয়, তখনই সেই বিভু জগৎসৃষ্টি নিমিত্ত ব্রহ্মাদি বহুপ্রকার অবতার-মূর্ত্তি সৃজন করেন। পুত্র! বিধাতা তাঁহার আদ্য অবতার, আমি দ্বিতীয়, সনন্দাদি তৃতীয়, গোতমাদি চতুর্থ এবং ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি দেবতা তাঁহার পঞ্চম অবতার। ৬—৮

এ বিষয়ে অধিক আর কি কহিব; ফলে চণ্ডালান্ত অখিল জগৎপ্রপঞ্চই যে, সেই বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর স্বরূপ, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। ৯

তন্মধ্যে লোক-রক্ষার্থ পূর্ব্বে দিব্যরূপ মৎস্যাদি যে অবতার-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই আমি তোমায় বলিয়াছি। ১০

বৎস! বিভু নারায়ণ, উল্লিখিত সর্ব্বোত্তম পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই তত্তৎ অবতারমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বুধগণ উক্ত পরম স্থানকে ভৌম ও দিব্য বলিয়া থাকেন। ১১

ঐ স্থানই সৃষ্টিস্থিতিপালনের মূলায়তন, ভগবান্ ঐ স্থানেই নানামূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্যবশতঃ অন্যত্র গমন করেন এবং পৃথিবীমধ্যে কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক পুনরায় ঐ স্থানেই অবস্থিত থাকেন, এজন্য মৎস্যাদি দশাবতার দর্শনাদি করিলে যে ফল হয়, মানব কেবল পুরুষোত্তম দর্শনেই সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। পুত্র! যেহেতু পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের দশাবতারক্ষেত্র নাম হইয়াছে, এই আমি তদ্বিষয়ে তোমায় কহিলাম। ১২—১৪

বৎস! এক্ষণে উক্ত ক্ষেত্রের অপর মাহাত্ম্যবিষয় বলি শুন, পূর্ব্বে উহা কেহ কখন বলেনও নাই এবং কেহ জানেনও নাই। ১৫

ঐ পরম রহস্য বিষয়, সতত পাপাচারী পাপিষ্ঠদিগের অনায়াসে নিস্তারপ্রদ বলিয়া লোকগণের অতীব অনুগ্রহকর। ১৬

এই অনাদি সংসারে মর্ত্ত্যবাসী জনগণের পাতক অসীম, কিন্তু পুণ্য অতি অল্পই হইয়া থাকে। ১৭

বিষয়-লোলুপ মানবগণ কায়িকাদি ত্রিবিধ যাবৎ পাপ সঞ্চয় করে, তন্মধ্যে যে কোন একটি পাতকই নরকগমনের হেতু হইয়া থাকে এবং অপর সকলগুলি ক্রমাগত স্তূপাকৃতি হইয়া অবস্থিত থাকে; মানব পাপনিবন্ধন নরক-ভোগাবসানে পুনরায় কুৎসিত যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ১৮।১৯

পুত্র! যদি চ কোন পাতকী কোন গূঢ় শুভাদৃষ্টবশে মানবযোনিও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে,

দরিদ্রঃ কৃপণো রোগী ভবেদ্ধর্ম্মপরাঙ্মুখঃ॥ ২০
পাপানি চ পুনঃ কুর্য্যাদবশঃ পাপকৃন্নরঃ।
পাপঃ পাপেন ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন জায়তে॥২১
পাপাত্মা কুরুতে পাপং পুণ্যাত্মা পুণ্যমেব চ।
পুণ্যাত্মনোঽপি চ ভবেৎ প্রসঙ্গাৎ কলুষার্জ্জনম্॥
যাবতোঽপি নিমেষাংস্তু পাপমেভির্নৃভিঃ কৃতম্।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নিরয়ে দুঃখভাগিনঃ॥ ২৩
এবং সংসারবন্ধেঽস্মিন্ প্রায়শঃ পাপকারিণঃ।
ক্ষমন্তে ন চ পাপানি প্রায়শ্চিত্তেন শোধিতুম্॥২৪
দুঃখাসহো মর্ত্ত্যলোকো নালং পাপস্য শোধনে।
দেহত্যাগং বিনাশুদ্ধির্ন মহাপাতকোঽস্তি বৈ॥২৫
এবমালোক্য ভগবান্ কৃপালুঃ পাপকারিণঃ।
ইদং ক্ষেত্রং সসর্জ্জাদৌ স্বমূর্ত্তিসদৃশং বিভুঃ॥ ২৬

দরিদ্র, কৃপণ, রোগী ও ধর্ম্মপরাঙ্মুখ হইয়া নানাপ্রকারে দুঃখিত হইয়া থাকে। ২০

এবং সেই পাপাচারী মানব পাপাধীন হইয়া পুনরপি তজ্জন্মেও নানাপ্রকার পাপ করে; ফলে পাপ হেতু পাপ ও পুণ্য হেতু পুণ্যই হইতে থাকে; এই নিমিত্তই যে পাপাত্মা,সে কেবল পাপাচরণ এবং যে পুণ্যাত্মা সে কেবল পাপানুষ্ঠানই করিয়া থাকে; ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অধিকন্তু পুণ্যাত্মারও প্রসঙ্গক্রমে পাপার্জ্জন হয়। ২১।২২

যাবৎ নিমেষ পরিমিত কাল মানবগণ পাপাচরণ করে, তাবৎ পরিমিত সহস্রবর্ষ কাল নরকমধ্যে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।২৩

পাপকারী ব্যক্তিগণ প্রায়ই এইরূপে এই সংসারবন্ধনে জড়িত থাকে। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপনিচয়কে প্রকৃতরূপে সংশোধন করিতে পারা যায় না। ফলে, যে মানব দুঃখ সহকরিতে অসমর্থ, সে কখন পাপের শোধন করিতে পারে না। দেহত্যাগ ভিন্ন মহাপাতকে আর কিছুতেই শুদ্ধি নাই।২৪।২৫

বৎস! বিভু ভগবান্ হরি, প্রাকৃতিক এইরূপ নিয়ম দেখিয়াই পাপাচারীদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সর্ব্বাগ্রেই স্বমূর্ত্তিস্বরূপ উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। ২৬

যুগপৎ সর্ব্বপাপানাং মহাপাতকসজ্ঞিনাম্।
অপাত্রমলিনাকারি-পাপানাং যদি যো নরঃ॥২৭
অনায়াসেন সংশুদ্ধিমীহতে পাপকৃত্তমঃ॥ ২৮
ইতি উৎকলখণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৫৫

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শ্রদ্ধয়া ভক্তিযোগেন শ্রুত্বা শাস্ত্রার্থনিশ্চয়ম্।
সঙ্কল্প্য গচ্ছেৎ তৎক্ষেত্রং ধ্যায়ন্ শ্রীপুরুষোত্তমম্॥
দৃষ্ট্বা প্রণম্য বিধিবৎ পূজয়িত্বা জগদ্গুরুম্।
ইতঃ প্রভৃতি জাতানাং জন্মিনাং সর্ব্বকর্ম্মসু॥২
অনন্তেষু সঞ্চিতানাং পাপানাং গণনায়ুষাম্।
যুগপৎক্ষয়কামোঽহং তৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥ ৩

তিনি এইরূপ মনে করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি, মদীয় দেহভূত ক্ষেত্রে অবস্থান করিবে, সে পাপিষ্ঠগণের অগ্রগণ্য হইলেও মহাপাতকের সহিত অপাত্রীকরণাদি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতেই অনায়াসে যুগপৎ সম্যক্ শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ১৭

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মহাদেব বলিলেন, বৎস! শাস্ত্রার্থ-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে সঙ্কল্প পুরঃসর ভগবান্ পুরুষোত্তমকে মনোমধ্যে চিন্তা-করিতে করিতে সকলেরই সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করা উচিত।১

মানব তথায় গমনান্তে সেই জগদ্গুরুকে অবলোকনপূর্ব্বক যথাবিধানে পূজা ও প্রণাম করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে।২

হে জনার্দ্দন! অদ্যাবধি আমার যতবার জন্ম হইয়াছে এবং সেই সকল জন্মে যে, অনন্ত কার্য্য করিয়াছি, তৎসমুদয় কার্য্যে আমার অগণিত পাতক সঞ্চিত হইয়াছে; আপনার প্রসাদে যুগপৎ তৎসমুদয়ের ক্ষয়কামনায় ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা আপনাকে অর্চ্চনা করিব

ব্রতেন ত্বামর্চয়িষ্যে তদাজ্ঞাপয় মে প্রভো।
সন্তরেয়ং যথা পাপ-সমুদ্রং পরমেশ্বর ॥ ৪
অনুজ্ঞানীহি মাং দেব লোকানুগ্রহকারক।
ইতি সংপ্রার্থ্য দেবেশং সংকল্প্য ব্রতরাজকম্ ॥ ৫
গৃহ্নীয়াৎ পুণ্যমাসে তু কার্ত্তিকে দেবসেবিতে।
সৌরভেয়পয়ঃ শালিভোজনঃ পরমঃ শুচিঃ ॥ ৬
কুর্য্যাৎ ত্রিসবনস্নানমন্বহং সাগরাম্ভসি।
বেদত্রয়স্য যৎ সারং পুরুষপ্রতিপাদকম্ ॥ ৭
পুরুষার্থৈকহেতুর্যৎ প্রোক্তং বেদবিদাংবরৈঃ।
পুরুষাখ্যং হি যৎসূক্তং সর্ব্বকল্মষনাশনম্ ॥ ৮
আরোঢ়ুমিচ্ছতো বিষ্ণুলোকং নিঃশ্রেয়কারণম্।
তজ্জপেৎ প্রত্যহং পুত্র পুটিতং মুক্তিহেতুনা ॥৯
নির্ব্বাণকাঙ্ক্ষ্যমন্ত্রেণ দ্বিশ্চতুর্ব্বর্ণকেন চ।
যদ্বর্ণরূপেণ হরির্মুখেষু পরিবর্ত্ততে ॥ ১০

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু সিদ্ধমষ্টাক্ষরাত্মকম্।
আদ্যান্তয়োরপি জপেৎ সূক্তস্য প্রতিমন্ত্রকম্ ॥ ১১
এবমষ্টোত্তরশতং প্রত্যহং সূক্তমুত্তমম্।
জপেত্তদন্তে চ পুনঃ পুরুষাখ্যং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১২
ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ।
প্রাণপণ্যেন কুর্ব্বীত পাপী ভগবদর্চ্চনম্ ॥ ১৩
তমৃতে লোককর্ত্তারং কঃ পাপশমনে ক্ষমঃ।
দয়ালুঃ সর্ব্বলোকানাং সুহৃদ্বন্ধুঃ স এব হি ॥১৪
কর্ত্তা হর্ত্তা চ গোপ্তা চ স এব পরমেশ্বরঃ।
ভাবশুদ্ধ্যা জগন্নাথং তং বৈ সম্পূজয়েচ্চ যঃ ॥ ১৫
কিমন্যকর্ম্মভিস্তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
আনুষঙ্গফলাস্তস্য ভৌমস্বর্গাদিকং সুখম্ ॥ ১৫
তদগ্রে বহ্নিং সংস্কৃত্য পায়সেন যজেদ্ধরিম্।
অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥ ১৭

মনে করিয়াছি; প্রভো! অতএব আমায় অনুজ্ঞা দান করুন। পরমেশ্বর! আপনি ত অখিল লোকের প্রতিই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব হে দেব! যাহাতে আমি পাপসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, আপনি তজ্জন্য আদেশ করুন। দেবদেব জগন্নাথ দেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দেব-সেবিত পুণ্যতম কার্ত্তিকমাসে সঙ্কল্পপূর্ব্বক-পরম ব্রত গ্রহণ করিবে। এবং তদ্দিন হইতে প্রত্যহ গব্য দুগ্ধ ও শালি-তণ্ডুলমাত্র ভোজন করিবে ও সর্ব্বদা পরম শুচি থাকিবে। ৩—৬

পুত্র! প্রতিদিন সাগর-সলিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং যাহা পুরুষপ্রতিপাদক ও বেদত্রয়ের সারভূত, বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য বিদ্বদ্‌গণ যাহাকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের প্রধান কারণ বলিয়াছেন ও বিষ্ণু-লোকে আরোহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের যাহা পরম কল্যাণকর, সেই সর্ব্বকলুষ-নাশন পুরুষসূক্তকে মুক্তিলাভ বাসনায় যাহা দ্বারা নির্ব্বাণই কাঙ্ক্ষণীয় হইয়া থাকে, সেই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে পুটিত করিয়া প্রত্যহ জপ করিবে। ভগবান্ হরি উক্ত অষ্টাক্ষর মন্ত্রের বর্ণরূপেই মানবগণের মুখমধ্যে বিরাজ করিয়া থাকেন। ৭—১০

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র পুরুষসূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রেরই আদ্যন্তে জপ করা কর্ত্তব্য। ১১

প্রত্যহ এইরূপে অষ্টোত্তর শতসংখ্যক মন্ত্রোত্তম পুরুষসূক্ত পাঠ করিয়া পরে ষোড়শ-উপচারে সেই পরমপুরুষ জগন্নাথদেবকে অর্চ্চনা করিবে। তাঁহার অর্চ্চনা বিষয়ে কদাচ বিত্তশাঠ্য করিবে না, বস্তুতঃ পাপক্ষয়ার্থ পাপী ব্যক্তির প্রাণপণে ভগবানের অর্চ্চনা করা উচিত। ১২।১৩

কারণ, সেই লোককর্ত্তা হরি ভিন্ন পাপ-নাশনে কেহই সক্ষম নয়; সেই দয়াময়ই সকলের সুহৃৎ ও সকলের বন্ধু। ১৪

ফল কথা, সেই পরমেশ্বরই স্রষ্টা, রক্ষিতা ও সংহার-কর্ত্তা, এজন্য ভাবশুদ্ধি সহকারে যে ব্যক্তি সেই জগন্নাথদেবকে পূজা করে, তাহার অপর কর্ম্মনিচয়ে আর প্রয়োজন কি? মুক্তি ত তাহার করতলস্থিত; পার্থিব ও স্বর্গবাসাদি-জনিত সুখ ত তাহার আনুষঙ্গিক ফল। ১৫।১৬

অনন্তর, জগন্নাথদেবের সম্মুখে অগ্নিসংস্কার-পূর্ব্বক ভগবান্ হরির প্রীত্যর্থে অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র পায়সাহুতি প্রদান করিবে। ১৭

ততো দিনান্তে চ পুনর্নিত্যকর্ম্মাবসানতঃ।
পুনঃ সংপূজয়েদ্দেবং সূক্তেন পুরুষস্ত বৈ॥ ১৮
নানোপহারৈঃ পূর্ব্বোক্তৈর্নৈবেদ্যং পায়সং দদেৎ
ব্রতাশনন্তেতদেব তুলসীদলমিশ্রিতম্॥ ১৯
মৌনী চ স্থণ্ডিলে সুপ্ত্বা চিন্তয়িত্বা জগদ্গুরুম্।
ভক্তিং কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণেষু বৈষ্ণবেষু বিশেষতঃ॥ ২০
জঙ্গমা মূর্ত্তয়স্ত্বেতে বিষ্ণোর্ব্রহ্মস্বরূপিণঃ।
ন জাতু মিথ্যা বচনং পরদ্রোহাদিকস্তথা॥ ২১
সর্ব্বাত্মানা জগন্নাথে ভক্তিং কুর্য্যাৎ সুনির্ম্মলাম্।
যথাশক্ত্যা পূজয়েচ্চ সীরিণা ভদ্রয়া সহ। ২২
ভক্তিলভ্যো হি ভগবান্ স সদা ভক্তবৎসলঃ।
সমারাধ্যঃ স দেবো হি মমোৎপাদয়িতা হি সঃ॥
ব্রহ্মণোঽপি পিতা বৎস ন ততঃ পরমস্তি বৈ।
স এব ভগবান্ লোকেঽনেকঃ সম্পদ্যতে হরিঃ॥

তৎপরে দিনাবসানে পুনরায় নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক পুরুষসূক্তমন্ত্রে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ উপহার দ্রব্য দ্বারা ভগবান্‌কে সম্যক্ পূজা করিবে এবং পায়সনৈবেদ্য দান করিবে। তুলসীদল-মিশ্রিত উক্ত পায়স-প্রসাদই ব্রত-কালের ভোজ্য। ১৮।১৯

অনন্তর, জগদ্গুরু জগন্নাথদেবকে চিন্তা করিয়া মৌনভাবে স্থণ্ডিলে শয়নপূর্ব্বক নিশা অতিবাহিত করিবে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের প্রতি সবিশেষ ভক্তি করিবে, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-গণ ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর জঙ্গম মূর্ত্তিস্বরূপ। কদাচ মিথ্যাবাক্য বলিবে না এবং পরের অনিষ্ট চিন্তাদি করিবে না॥ ২০।২১

সর্ব্বপ্রযত্নে জগন্নাথদেবের প্রতি সুবিমল ভক্তি এবং বলদেব ও সুভদ্রার সহিত তাঁহাকে যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবে। ২২

সতত ভক্তবৎসল সেই ভগবান্‌কে কেবল ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়, এজন্য সেই দেব-বরকে সর্ব্বদা সম্যক্ আরাধনা করা কর্ত্তব্য। বৎস! তিনিই আমার উৎপাদক এবং ব্রহ্মারও পিতা; বস্তুতঃ সংসারে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই; একমাত্র সেই ভগবান্ হরিই জগতে নানারূপে বিরাজ করিতেছেন।

নির্গুণোঽপি গুণাসক্তঃ স্বেচ্ছয়া সৃষ্টিকৃৎ প্রভুঃ।
ব্রহ্মা তৎপ্রভবো বৎস কিমর্থকারমূঢ়ধীঃ॥ ২৫
তমেব শরণং প্রাপ্য তপস্তেপে চিরং মহৎ।
ব্রহ্মরূপী জগন্নাথস্ততঃ সাক্ষাদ্বভূব হ॥ ২৬
তপসোঽন্তে জগাদেদং চতুর্ম্মুখমুদারধীঃ।
কিমর্থং মৎপ্রসূতোঽপি মূঢ়ত্বং সমুপাগতঃ॥ ২৭
সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণমন্নিদং বেধা ব্যজিজ্ঞপৎ।
কুতো জাতঃ কিমর্থং বা কিঙ্কুর্য্যামিতি মে মহান্
সংশয়োঽভূজ্জগন্নাথ তদাজ্ঞাপয় মে প্রভো॥ ২৮
ততো নিশ্বাসজং বেদমুপদিশ্য জগৎপ্রভুঃ।
অন্তর্দধে চ সহসা দৃশ্যমানোঽপি বেধসা॥ ২৯
ততশ্চতুর্ম্মুখো বেদ-সারং স মনসোঽসৃজৎ।
ময়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধম্॥ ৩০

বৎস! সেই প্রভু, নির্গুণ হইলেও স্বীয় ইচ্ছানুসারে গুণাসক্ত হইয়া জগতের সৃষ্টি করেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াও কিরূপে আমি জন্মিলাম, আমার কর্ত্তব্যই বা কি? এইরূপ হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহারই শরণ গ্রহণপূর্ব্বক বহুকাল দুষ্কর তপোনুষ্ঠান করেন, পরে ব্রহ্মরূপী জগন্নাথদেব তপস্যান্তে ব্রহ্মাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত মূঢ়তা প্রাপ্ত হইতেছ? ২৩—২৭

তখন ব্রহ্মা, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন। হে প্রভো জগন্নাথ! আমি কি হেতু কোথা হইতে জন্মিয়াছি এবং আমাকে কোন্ কার্য্যই বা করিতে হইবে, এই বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হই-য়াছে, অতএব আমার তদ্বিষয়ে আজ্ঞা করুন। অনন্তর জগৎপ্রভু হরি, ব্রহ্মাকে স্বীয় নিশ্বাসজাত বেদ উপদেশ করিয়া ব্রহ্মার সমক্ষেই দেখিতে দেখিতে সহসা অন্তর্দ্ধান করিলেন। ২৮।২৯

তৎপরে চতুরানন, মন হইতে বেদসার স্তোত্রাদি সৃজন করিলেন। এই সমস্ত ভূতগ্রাম আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হই-য়াছে। ৩০

আদ্যন্তং ন মধ্যং বিদ্মো ন বয়ঞ্চ পিতামহঃ।
আবয়ো রক্ষকো নিত্যমৈশ্বর্য্যাপ্যায়কশ্চ সঃ॥ ৩১
তদাজ্ঞয়া তদ্ভয়াজ্জগদেতচ্চরাচরম্।
সমর্য্যাদং যথাধর্ম্মং বর্ত্ততে স্বয়মেব হি॥ ৩২
প্রজাপতিস্বরূপেণ স হি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ।
কর্ম্মণঃ ফলদাতা হি ফলভোক্তা স এব হি॥ ৩৩
তস্মিন্ প্রসন্নে সর্ব্বাণি জায়ন্তে সুখদানি বৈ।
মদাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বাস্তস্যৈবাজ্ঞাবশে স্থিতাঃ॥৩৪
তেনান্তর্য্যামিণাজ্ঞপ্তাঃ ফলদা নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৫
কিমত্র বহুনোক্তেন বিট্‌কীটোঽপি তদাজ্ঞয়া।
বর্ত্ততে মলমধ্যাত্তে মুচ্যতে চ তদাজ্ঞয়া॥ ৩৬
এতস্যাব্যক্তরূপস্য লীলানুগ্রহধর্ম্মিণঃ।
ব্যক্তাপন্নমূর্ত্তেস্তু রহস্যং স্থানমুত্তমম্।
ক্ষেত্রং তৎ পরমং সর্ব্বমুক্তিক্ষেত্রোত্তমং ধ্রুবম্॥
আদিষ্টং হি ময়াপ্যেতৎ পুরারাধয়িতুং প্রভুম্।

ভগবান্ পিতামহ ও আমিও যাঁহার আদি, মধ্যে বা অন্ত পরিজ্ঞাত নাই, সেই ভগবানই আমাদের উভয়ের রক্ষক এবং তিনিই ঐশ্বর্য্য দিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। ৩১

তাঁহারই আজ্ঞায় ও ভয়ে এই চরাচর জগৎ মর্য্যাদা যুক্ত হইয়া স্বয়ংই ধর্ম্মানুসারে অবস্থিতি করিতেছে। ৩২

তিনিই প্রজাপতি স্বরূপে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং তিনিই কর্ম্মের ফলদাতা ও ফলভোক্তা। ৩৩

তিনি প্রসন্ন হইলেই সমুদয় সুখপ্রদ হয়। মদাদি সমুদায় দেববৃন্দই তাঁহার আজ্ঞাধীন। আমরা সেই অন্তর্যামীর আজ্ঞানুসারেই যে, কর্ম্মফল দান করিয়া থাকি, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ৩৪.৩৫

এ বিষয়ে অধিক আর কি কহিব, ফলে বিষ্ঠাকীটও তদীয়াজ্ঞায় বিষ্ঠা-মধ্যে অবস্থিত থাকে এবং তাঁহারই আজ্ঞায় মুক্ত হয়। ৩৬

বৎস! পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সেই ব্যক্তাব্যক্ত-রূপী লীলানুগ্রহকারী ভগবানের অত্যুত্তম পরম স্থান জানিবে। উহা যে নিখিল মুক্তিক্ষেত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অতি গুপ্ত, তাহাতে আর সন্দেহ করিও না। ৩৭

ব্রতমেতৎ সর্ব্বপাপদাবানলসমং মহৎ॥ ৩৮
চীর্ণং পুরা ময়ৈতদ্ধি মত্তঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
আচচার ততোঽগস্ত্যশ্চতুর্থোঽদ্যাপি নাস্তি বৈ॥

ইতি উৎকলখণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৬

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ত্বদনুগ্রহায় কথিতং রহস্যং ব্রতমুত্তমম্।
প্রতিষ্ঠাং মে কথয়তঃ শৃণু বৎসাবধানতঃ॥১
এবং মাসং ব্রতী নীত্বা নিরতো ব্রতকর্ম্মণি।
কার্ত্তিক্যাং নিত্যজাপান্তে পূজয়িত্বা জগদ্গুরুম্॥
আচার্য্যং বরয়েৎ শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবং শাস্ত্রবিত্তমম্।
মুদ্রাকুণ্ডলবাসোভিশ্চন্দনৈঃ শুভমাল্যকৈঃ॥ ৩
পূজয়িত্বা জগন্নাথরূপং তং হি বিচিন্তয়েৎ।

পূর্ব্বে আমি তাঁহারই আদেশানুসারে সেই প্রভুকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত অখিলপাপ-রূপ মহারণ্যের দাবানলস্বরূপ উল্লিখিত মহৎ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং আমা হইতে আদিষ্ট হইয়া স্বায়ম্ভুব মনু ও তৎপরে অগস্ত্য মুনি ঐ ব্রত আচরণ করেন। বৎস! অদ্যাপি উহার অনুষ্ঠানকারী চতুর্থ ব্যক্তি কেহই হয় নাই। ৩৮।৩৯

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মহাদেব বলিলেন, বৎস! তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থই ঐ গুপ্ততম উৎকৃষ্ট ব্রতের বিষয় কহিলাম। এক্ষণে উহার প্রতিষ্ঠা-বিধি বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। ১

ব্রতনিরত ব্যক্তি, এইরূপে একমাস কাল অতিবাহিত করিয়া কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে নিত্য জপান্তে জগদ্গুরু জগন্নাথদেবকে পূজা করিয়া বিষ্ণুভক্ত শাস্ত্রজ্ঞ-প্রধান কোন দ্বিজ-বরকে মুদ্রা কুণ্ডল বস্ত্রযুগ্ম চন্দন ও সুগন্ধ মাল্যাদি দ্বারা অর্চনাপূর্ব্বক আচার্য্যরূপে বরণ করিবে এবং তাঁহাকে জগন্নাথদেবরূপে চিন্তা

প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা ভগবদ্ভক্তিভাবিতঃ ॥ ৪
ভূদেব ভগবদ্বিষ্ণোর্জঙ্গমাত্মন্ মহামতে।
পাপার্ণবনিমগ্নং মাং নিরাশ্রয়মচেতসম্ ॥ ৫
নানাদুঃখপরিধ্বস্তং ত্রাহি মাং শরণাগতম্।
প্রতিষ্ঠাপ্য ব্রতন্ত্বেতদ্যথাবিধি বিদাংবর ॥৬
প্রসাদ্য দেবদেবেশং শঙ্খ-চক্রগদাধরম্।
জ্যোতিঃস্বরূপঞ্চ হরিং পবিত্রৈর্বিধিচোদিতৈঃ।
সর্ব্বপাপাপহঃ স্বামী যথা মে প্রীয়তামিতি ॥ ৭
এবং ব্রতপ্রার্থিতঃ স ব্রাহ্মণো ধ্যানতৎপরঃ।
সুলক্ষণে হস্তকুণ্ডে বিধিবৎসংস্কৃতে ততঃ ॥ ৮
বৈষ্ণবাগ্নিং সমাধায় প্রতিষ্ঠাবিধিচোদিতম্।
পূজয়িত্বা হব্যবাহরূপনারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৯
উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ সূক্তেন পুরুষস্য চ।
পলাশ-সমিধা বহ্নৌ সৌরভেয়হবিস্তথা ॥ ১০
পায়সস্য মধুহবির্মিশ্রিতস্য পৃথক্ পৃথক্।
পঞ্চ পঞ্চ সহস্রাণি তথাকৃষ্ণতিলানপি ॥ ১১
জুহুয়াৎ প্রণবাদ্যন্তং স্বাহান্তেন সমুচ্চরন্।
অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণাত্মনা ॥ ১২
ঋত্বিগ্ভিঃ সহিতো মন্ত্রী ব্রতিভির্ব্রহ্মণা সহ।
বসোর্ধারাং পাতয়ন্ বৈ পুরুষাগ্নেয়বৈষ্ণবৈঃ ॥১৩
সূক্তৈঃ সুচিত্রবর্ণাস্তৈর্যজমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্তুবীত পুরুষাখ্যেন পুরুষং জাতবেদসম্ ॥ ১৪
দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক।
ত্রাহি মাং ঘোরদুর্ব্বারপাপপাথোধিপাতিতম্ ॥১৫
ত্বমেব মাং সমুদ্ধর্ত্তুমীশিষে দীনতারক।
অপ্রমেয় কৃপাম্ভোধে মাং বিধেহি বৃষাত্মকম্ ॥১৬
স্তুত্বেত্থং প্রজ্বলন্তঞ্চ নারায়ণমনাময়ম্।
সপ্ত প্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবৎ প্রণমেৎ ক্ষিতৌ ॥১৭
পুষ্পাঞ্জলীন্ ক্ষিপেদ্বহ্নৌ ষোড়শেন তু ষোড়শ।
সর্ব্বপাপবিমুক্তং হি তদাত্মানং বিচিন্তয়েৎ ॥১৮
পূর্ণাহুতিং ততো দত্ত্বা শেষকর্ম্মসমাপয়েৎ।

করত কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ২—৪

হে মহামতে ভূদেব! আপনি ভগবান্ বিষ্ণুর জঙ্গমদেহ স্বরূপ, অতএব হে বিদাংবর! সর্ব্বপাপহারী সর্ব্বস্বামী ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি যেরূপে প্রসন্ন হন, সেইরূপে যথাবিধি পবিত্র উপহারাদি দানে সেই জ্যোতির্ম্ময় শঙ্খ-চক্র-গদাধর দেবদেবাধিপতি ভগবান্ হরিকে প্রসন্ন করত আমার ব্রত যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিয়া পাপার্ণব-নিমগ্ন নানাদুঃখে নিপীড়িত নিরাশ্রয় অচেতন প্রায় ও শরণাগত আমাকে পরিত্রাণ করুন। ৫—৭

আচার্য্য ব্রাহ্মণ, ব্রত-প্রতিষ্ঠার্থ এইরূপ প্রার্থিত হইয়া ভগবানের ধ্যান করত হস্তপরিমিত সুলক্ষণযুক্ত কুণ্ডের যথাবিধানে সংস্কারান্তে প্রতিষ্ঠাবিধি-অনুসারে তদুপরি বৈষ্ণবাগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক পুরুষসূক্ত মন্ত্রে ষোড়শোপচার দ্বারা অগ্নিরূপী প্রভু নারায়ণকে পূজা করিবে। পরে আদ্যন্তে প্রণবপুটিত ও সর্ব্বশেষে স্বাহান্ত সাক্ষান্নারায়ণস্বরূপ অষ্টাক্ষর মন্ত্র পাঠ দ্বারা অগ্নিতে প্রত্যেক পঞ্চসহস্রসংখ্যক পলাশ-সমিধের সহিত, গব্যঘৃত মধুঘৃতমিশ্রিত পায়স ও কৃষ্ণতিল আহুতি দিবে। ৮—১২

অনন্তর যজমান, ব্রহ্মা ও ব্রতী ঋত্বিগ্গণের সহিত যাহাতে অক্ষরসকল সুমধুর ও সুস্পষ্ট রূপে উচ্চারিত হয় এরূপভাবে পৌরুষ, আগ্নেয় ও বৈষ্ণব সূক্তনিচয় পাঠ দ্বারা বসুধারা পাতিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুরুষসূক্ত পাঠে অগ্নিরূপী পরম পুরুষকে স্তব করিবে এবং "হে দেবদেব জগন্নাথ! হে সংসারার্ণবতারক! আমি দুর্ব্বার পাপরূপ ভীষণ জলধিতে পতিত হইয়াছি, আমায় ত্রাণ করুন। হে দীনতারক! একমাত্র আপনি আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, অতএব হে অপ্রমেয় কৃপাসিন্ধো! আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ধর্ম্মাত্মা করুন।" এইরূপ প্রার্থনাময় স্তুতিবাদ করিয়া অনাময় নারায়ণস্বরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ক্ষিতিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ১৩—১৭

তৎপরে ষোড়শাক্ষর মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে ষোড়শ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক আপনাকে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত বলিয়া চিন্তা করিবে। ১৮

অতঃপর পূর্ণাহুতি দিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম সমা-

পুরাণং বৈষ্ণবং বিষ্ণোর্বাচয়েদগ্রতঃ শুচিঃ ॥১৯
বৃহৎসাম বামদেব্যং সামগাথান্তরন্তথা।
বৈরাজং সামগায়েত ত্রিষু পূর্ণং মধুস্তমম্ ॥২০
তৃণাচিকেতঞ্চ তথা গায়তোদাত্তপুষ্কলম্ * ॥ ২১
অন্যৈশ্চ স্তুতিগীতাদ্যৈঃ শ্রুতোপনিষদাদিভিঃ।
প্রীণয়ন্ জগতামীশং নয়েদ্রাত্রিং মুদান্বিতঃ ॥ ২২
ততঃ প্রভাতে তে সর্ব্বে যজমানপুরঃসরাঃ।
আপ্লাব্য তীর্থরাজাম্ভো গত্বা চ বটমূলকম্।
তং পূজয়িত্বা ভগবদ্রূপং কল্পবটং সুত ॥ ২৩
বৈনতেয়ং পূজয়িত্বা গচ্ছেদ্ ভগবদন্তিকম্।
সর্ব্বপাপতমোহর্কেণ সূক্তেন পুরুষস্য বৈ ॥ ২৪
তং পূজয়িত্বা বিধিবদ্দারুব্রহ্মস্বরূপিণম্।
প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা যতমানঃ শুচিব্রতঃ ॥২৫

পন করিবে। অনন্তর পবিত্রভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর সম্মুখে অবস্থান করিয়া বিষ্ণুমাহাত্ম্যপূর্ণ পুরাণ পাঠ করিবে এবং বৃহৎ সাম, বামদেব্য, সাম গাথান্তর ও বৈরজ নাম সামবেদ উদাত্তাদি স্বরত্রয়পূর্ণ সুমধুর স্বরে গান করিবে। অপিচ, উদাত্ত স্বরে তৃণাচিকেত নামক সামও গান করা কর্ত্তব্য। ১৯—২১

এইরূপ, অন্যান্য স্তুতিগীতাদি এবং শ্রুতি ও উপনিষদাদি পাঠ দ্বারা অখিল জগতে ঈশ্বর জগন্নাথ দেবকে প্রীত করত সানন্দে রাত্রি অতিবাহিত করিবে। ২২

অতঃপর, প্রভাতকালে যজমানপুরঃসর সেই সমুদয় ব্রতিগণই তীর্থরাজ-জলে অবগাহন করিবে। হে সুত! পরে সেই পবিত্রব্রতা-বলম্বী যজমান বটমূলে গমনপূর্ব্বক ভগবদ্রূপী সেই কল্পবট ও তত্রত্য গরুড়কে পূজা করিয়া ভগবানের নিকট গমন করিবে। অনন্তর সেই দারুব্রহ্মরূপী ভগবানকে অখিল পাপরূপ অন্ধকার বিনাশে ভাস্করস্বরূপ পুরুষসূক্ত দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ২৩—২৫

দেব ত্বদঙ্ঘ্রিনলিনে পতিতং ত্রাহি মাং প্রভো।
তস্মিন্ ত্রিপাপপাথোধৌ নিমগ্নং হতচেতনম্ ॥২৬
উদ্ধরস্ব জগন্নাথ দীনোদ্ধরণতৎপর।
ত্বৎপ্রসাদাৎ ব্রতং নাথ সুফলং মেঽস্ত্বসংশয়ম্ ॥
যথাহং নির্ম্মলো দেব ত্বদঙ্ঘ্রিনলিনান্তিকে।
বিশোকো নিবসামীশ তৎ কুরুষ্ব জগৎপ্রভো ॥২৮
ততঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্।
জপন্ সূক্তং পৌরুষঞ্চ প্রণমেদ্দেবমগ্রতঃ ॥ ২৯
হিরণ্যগর্ভেতি জপন্ দ্বাদশাক্ষরগর্ভিতম্।
ততো গৃহং সমাগম্য বহ্নিকুণ্ডসমীপতঃ ॥ ৩০
পুনঃ প্রজ্বাল্য দেবেশং পূজয়েজ্জাতবেদসি।
পূর্ব্ববদুপচারৈস্তু প্রণম্য চ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৩১
আচার্য্যায় ততো দদ্যাদ্দক্ষিণাং গাং পয়স্বিনীম্।
সবৎসাং লক্ষণোপেতাং দক্ষিণাং স্বর্ণভূষণৈঃ ॥৩২
বাসোযুগ্মং সহার্ঘ্যাঞ্চ ধান্যং কনকমেব চ।

হে দেব! আমি ভবদীয় পাদপদ্মে পতিত, আমায় পরিত্রাণ করুন। প্রভো! আমি ভয়ঙ্কর ত্রিতাপরূপ জলধিজলে নিমগ্ন ও হতচেতন হইয়াছি, অতএব হে দীনোদ্ধরণ-তৎপর! হে জগন্নাথ! আমাকে সেই সাগর হইতে উদ্ধার করুন। নাথ! আপনার প্রসাদে আমার ব্রত যেন অসংশয়রূপে সফল হয়। হে দেব! হে জগৎপ্রভো! যাহাতে আমি নির্ম্মলাত্মা ও শোকশূন্য হইয়া ভবদীয় চরণারবিন্দ-সন্নিধানে বাস করিতে পারি, তাহাই করুন। ২৬—২৮

অনন্তর, বিষ্ণুর সহস্রনাম ও পুরুষসূক্ত পাঠ করিতে করিতে ভগবানকে প্রদক্ষিণ এবং দ্বাদশাক্ষরগর্ভিত 'হিরণ্যগর্ভ' ইত্যাদি পাঠ করত প্রণাম করিবে। তৎপরে স্বগৃহে সমাগত হইয়া অগ্নিকুণ্ডসমীপে উপবেশন পূর্ব্বক পুনরায় অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া সেই অগ্নি-মধ্যে দেবদেবকে পূর্ব্ববৎ উপচার দ্বারা পূজা ও প্রণামপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে। ২৯—৩১

অনন্তর, আচার্য্যকে স্বর্ণভূষণ-ভূষিতা সুলক্ষণা সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু, অর্ঘ্যমূল্য বস্ত্রযুগ্ম, ধান্য, কনক, মধুপূর্ণকাংস্যপাত্র, ঘৃত

* পুস্তকে ইতি পাঠস্তু আদর্শপুস্তকে লিপি-প্রমাদো মুদ্রাতে।

মধুপূর্ণং কাংস্যপাত্রং তাম্রপাত্রং ঘৃতাম্বিতম্ ॥ ৩৩
তৈলপাত্রং পয়ঃপাত্রং দধিপাত্রঞ্চ কাংস্যজং।
ব্রাহ্মণেভ্যস্ততো দদ্যাদ্‌যথাশক্তি সদক্ষিণম্ ॥ ৩৪
যুগ্মং দদ্যাৎ ষোড়শং বৈ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভক্তিতঃ
ভোজয়েৎ পায়সৈর্বিপ্রান্ পূজিতান্ গন্ধমাল্যকৈঃ
তেভ্যোঽপি দদ্যাদ্বিধিবদ্‌যথাশক্ত্যা চ দক্ষিণাম্।
পূজ্যেষ্টদেবতাঃ সম্যগ্ বন্দয়েদ্ভগবদ্ধিয়া ॥ ৩৬
দীনানাথবিপন্নেভ্যো দদ্যাদন্নং দয়ান্বিতঃ।
স্বয়ং দিনান্তে ভুঞ্জীত ইষ্টৈঃ শিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ ॥৩৭
এবং ব্রতং সমাখ্যাতং পুত্র বিদ্ধ্যতিশোভিতম্।
নাতঃ পরতরঃ কিঞ্চিৎ সর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥৩৮
প্রায়শ্চিত্তং ব্রতং বাপি সর্ব্বপাপাপনোদনম্।
ন চোদয়ং ক্কাপি শাস্ত্রে তদত্র পরিনিষ্ঠিতম্ * ॥

পূর্ণ তাম্রপাত্র এবং কাংস্যনির্ম্মিত তৈলপাত্র, পয়ঃপাত্র ও দধিপাত্র দক্ষিণা দিবে। অপরাপর ব্রতী ব্রাহ্মণদিগকেও যথাশক্তি সদক্ষিণ মধুপাত্রাদি এবং ষোড়শহস্তপরিমিত বস্ত্র যুগ্ম ভক্তিভাবে দান করিবে ঐ দিনে বহুল বিপ্রগণকে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া পায়স ভোজন করাইবে এবং তাহাদিগকেও সামার্থ্যানুসারে যথাবিধি দক্ষিণা দিবে। অভীষ্ট দেবদেবীদিগকেও সম্যক্ পূজা করিয়া ভগবদ্-বোধে বন্দনা এবং দীন, অনাথ ও বিপন্নদিগকে সদয় চিত্তে অন্নদান করিতে হইবে। তৎপরে দিনান্তে প্রিয় ও সাধুশীল বন্ধুগণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে। ৩২—৩৭

পুত্র! মৎকথিত এই ব্রত, অতীব কল্যাণ-কর জানিও; বস্তুতঃ ইহাপেক্ষা সর্ব্বপাপ-নাশক উৎকৃষ্টতর ব্রত আর কিছুই নাই। ৩৮

কোন শাস্ত্রেই এমত কোন প্রায়শ্চিত্ত বা ব্রত উক্ত হয় নাই. যদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ পাপ বিলীন হইতে পারে; তজ্জন্যই এই স্থানে আমি এই ব্রতের বিষয় কহিলাম। ৩৯

অনাদিজন্মসম্ভূতং পাপার্ণবমহাভয়ম্।
তর্ত্তুং নান্যৎ যথাখ্যাতি ব্রতানাং মম কর্ম্ম বৈ ॥ ৪০
অনেন বিধিনা কুর্য্যাদ্‌ব্রতমেতৎ সুদুর্লভম্।
যথা যথা শক্তিরত্র সিদ্ধিস্তস্য তথা তথা * ॥ ৪১

ইতি স্কন্দপুরাণে চতুরশীতিসাহস্র্যাং জৈমিনি-ঋষিগণসংবাদে উৎকলখণ্ডে শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

(বোম্বেপ্রদেশীয় পুস্তক লিখিতাতিরিক্তাধ্যায়ঃ ॥)

মুনয় উচুঃ।

ভগবান্ জৈমিনে সর্ব্বং বেদবেদান্তপারগ।
ত্বদনুগ্রহতোঽস্মাভির্ম্মাহাত্ম্যং জগদীশিতুঃ ॥ ১
ক্ষেত্ররাজস্য তস্যৈব যাত্রায়াং চৈব সর্ব্বশঃ।
ভগবদ্ভোজনোচ্ছিষ্ট-প্রাশনাদিফলং তথা ॥ ২
ইন্দ্রদ্যুম্নস্য রাজ্ঞো বৈ বৃত্তান্তমতিদুর্লভম্।
নীলমাধবরূপস্য দারুব্রহ্মপ্রকাশনম্ ॥ ৩

হে ষড়ানন! আমার পরিজ্ঞাত যাবতীয় ব্রতের মধ্যে এমত অপর কোন ব্রতকর্ম্মই নাই, যদ্দ্বারা অনাদিজন্মসম্ভূত মহাসন্তাপপ্রদ পাপার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ৪০

বৎস! মদুক্ত এই বিধি-অনুসারেই সকলের এই সুদুর্লভ ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ইহার অনুষ্ঠানে যাহার যেরূপ শক্তি, সিদ্ধিও তাহার সেইরূপ হইবে। ৪১

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মুনিগণ কহিলেন, হে ভগবান্ জৈমিনে! হে বেদবেদান্তপারগ! আমরা আপনার অনুগ্রহে ভবদীয় মুখকমল-বিনির্গত জগদীশ্বর জগন্নাথদেবের, শ্রীক্ষেত্রের ও ভগবানের যাত্রা-নিচয়ের মাহাত্ম্য, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজনাদির ফল, রাজবর ইন্দ্রদ্যুম্নের সুদুর্লভ ইতিবৃত্ত, নীলমাধবরূপ ও দারুব্রহ্মের প্রকাশ ইত্যাদি

---

* আদর্শপুস্তকে নচোদিতমিত্যত্র 'লিপি-ভ্রমাৎ "ন চোদয়ং" ইতি জাতমিতিমন্যে।

* শক্তিরিত্যত্র ভক্তিরিতি সাধুপাঠঃ।

শ্রুতং ত্বদ্বদনাম্ভোজাদ্গলিতং তদ্‌যথাবিধি ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামস্ততো হি বদতাংবর ॥ ৪
সর্ব্বং বিস্তরতো ব্রহ্মন্ বয়ং সর্ব্বে মুদান্বিতাঃ ।
পুরাণশ্রবণস্যৈব যদুক্তং ফলমেব তৎ ॥ ৫
কো বা তস্য বিধিশ্চৈব কেন বা স্যাত্তু সাঙ্গকম্ ।
অস্মাসু চেদনুক্রোশো যথাবদ্‌বক্তুমর্হসি ॥ ৬
জৈমিনিরুবাচ
সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠা তৎপৃষ্টং পরয়া মুদা ।
তত্র মে প্রীতিরতুলা জাতা রোমাঞ্চকারিণী । ৭
ততঃ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সাবধানতঃ ॥
পুরাণশ্রবণারম্ভে যথা বিভবমাত্মনঃ ।
আদৌ সঙ্কল্প্য বিধিবদ্‌ব্রাহ্মণং শুদ্ধবংশজম্ ।
অব্যঙ্গাবয়বং শান্তং স্বশাখং স্বপুরোধসম্ ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং ভূষণৈরতিশোভনৈঃ ॥ ১০

বস্ত্রচন্দনমাল্যাদ্যৈর্ব্বৃণুয়াৎ পাঠসংশ্রুতৌ ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ততঃ সম্প্রার্থয়েদ্দ্বিজম্ ॥১১
ত্বং বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুরেব ত্বং ন তু ভেদঃ কদাচন ।
নির্ব্বিঘ্নং মে ভবত্বেব ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ চ ॥১
ততো বৃতং ব্রাহ্মণঞ্চ বহুমূল্যাসনে শুভে ।
বাসয়িত্বা চ তস্যৈব গলে মালাং বিনিক্ষিপেৎ ॥১
মস্তকে পুষ্পগর্ভঞ্চ চন্দনৈরনুলেপয়েৎ ।
যস্মাৎ তস্মিংশ্চ সময়ে বিপ্রো ব্যাসসমো মতঃ ॥
তেনৈব ব্রাহ্মণেনৈব পুস্তকে বিষ্ণুরূপকে ।
কারয়েদ্ব্যাসপূজাঞ্চ শ্রীখণ্ডাগুরুপুষ্পকৈঃ ॥ ১৫
নানোপচারৈ রুচিরৈর্ভক্ষ্যভোজ্যাদিকৈরপি ।
ভক্ত্যা বাসনদানাদিবিধিঃ কার্য্যো দিনে দিনে ॥
সাম্প্রতং কথয়াম্যেবং শ্রূয়তাং শ্রোতৃলক্ষণম্ ।
গতানুগতিকানাঞ্চ নিবাসার্থং তথা দ্বিজাঃ ॥ ১৭

বিষয় যথাবিধি শ্রবণ করিয়াছি। হে বদতাং-বর! এক্ষণে আমরা সকলে সানন্দচিত্তে আপনার মুখে পুরাণ শ্রবণের ফল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি তদ্বিষয় বিস্তাররূপে ব্যক্ত করুন। ১—৫

বলুন, পুরাণ শ্রবণের বিধানই বা কি প্রকার এবং কি প্রকারেই বা তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়? যদি আমাদিগের প্রতি আপনার দয়া থাকে, তবে এই সমুদয় বিষয় যথাবৎ বর্ণন করুন। ৬

জৈমিনি বলিলেন, মুনিবরগণ! সাধু সাধু! আপনারা পরম আনন্দসহকারে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদ্বিষয় ব্যক্ত করিতে আমারও এরূপ প্রীতি জন্মিয়াছে যে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছে। অতএব তদ্বিষয় সমুদয় বলিতেছি, একমনে শ্রবণ করুন! ৭।৮

পুরাণ-শ্রবণের প্রারম্ভে অগ্রে যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া যাঁহার কোন অঙ্গই বিকৃত নহে, যাঁহার স্বভাব শান্ত এবং যাঁহার সমুদয় শাস্ত্রার্থ-তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, যিনি যজমানের সহিত এক-শাখাবলম্বী ও যজমানের নিজ পুরোহিত, এবম্বিধ সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে আপনার বিভবানুসারে উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার ও চন্দন-মাল্যাদি দ্বারা পুরাণ-পাঠ-শ্রবণার্থ বরণ করিবে। অনন্তর করজোড় করিয়া সেই দ্বিজ-বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ৯—১১

ব্রহ্মন্! আপনিই বিষ্ণু এবং বিষ্ণুই আপনি, আপনাতে ও বিষ্ণুতে কিছুমাত্র ভেদ নাই; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আপনার প্রসাদে আমার পুরাণ-শ্রবণ নির্ব্বিঘ্নে সফল হউক। ১২

তৎপরে সেই বৃত ব্রাহ্মণকে মনোহর বহুমূল্য আসনে উপবেশন করাইয়া তাঁহার গলদেশে ও মস্তকে মাল্য প্রদানপূর্ব্বক তদীয় সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিবে; কারণ, তৎকালে সেই ব্রাহ্মণকে ব্যাসদেবের সমান জ্ঞাত করিতে হইবে, ইহাই মনীষিগণের অভিপ্রেত। ১৩।১৪

পরে সেই ব্রাহ্মণ দ্বারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ পুস্তকের উপর শ্রীখণ্ড, অগুরুপুষ্প এবং ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি নানাবিধ মনোহর উপচার দানে ব্যাসদেবের পূজা করাইবে এবং প্রতিদিন ভক্তিসহকারে তাঁহাকে আসনাদি দান করিতে হইবে। ১৫।১৬

দ্বিজগণ! সম্প্রতি শ্রোতার লক্ষণ বলি, শুনুন। গতানুগতিক ব্যক্তিদিগের উপকো-

আসনানি যথাযোগ্যং রচয়িত্বা স্বয়ং তথা।
শুভাসনান্তরস্থো হি ভবেচ্ছুৎকণ্ঠমানসঃ ॥ ১৮
অথবা সংস্কৃতে দেশে সর্ব্বৈঃ সহ বসেদ্ভুবি।
ব্যাসস্যাগ্রে দ্বিজস্যৈবাসনে নোচিতেতি চ ॥ ১৯
কৃতস্নানো মুদা যুক্তো ধারয়ন্ শুক্লবাসসী।
আচান্তঃ শঙ্খচক্রাদিতিলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥ ২০
মনসা ভাবয়েদ্বিষ্ণুং বিশ্বাসং কারয়েদ্‌দৃঢ়ম্।
পুরাণে ব্রাহ্মণে চৈব দেবে চ মন্ত্রকর্ম্মণি ॥ ২১
তীর্থে বৃদ্ধস্য বচনে বিশ্বাসঃ ফলদায়কঃ।
অতো মুনিবরাঃ সর্ব্বং পুণ্যং বিশ্বাসকারণম্ ॥২২
পাষণ্ডাদিকবস্তাবং বৃথালাপং প্রযত্নতঃ।
পুরাণশ্রবণে কালে সর্ব্বচিন্তাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ২৩
অনেন বিধিনা বিপ্রাঃ প্রত্যহং শৃণুয়ান্মুদা।
ততঃ পাঠে সমাপ্তে চ করতালাদিকৈর্ম্মুহুঃ ॥ ২৪
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ হর ইত্যাদিনামভিঃ।
বিস্তারয়েদ্ যথাকাশে শ্রূয়তে শব্দ এব সঃ ॥ ২৫
এবঞ্চ প্রত্যহং কুর্য্যাৎ প্রীতয়ে মুরবৈরিণঃ
ততো গ্রন্থসমাপ্তৌ চ বিষ্ণুপ্রীণনতৎপরঃ ॥ ২৬
বিশেষাদ্বস্ত্রমাল্যাদি-চন্দনৈর্ভূষণৈস্তথা।
ভূষয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা বিপ্রং ব্যাসসমং দ্বিজাঃ ॥
আত্মশক্ত্যা প্রদদ্যাচ্চ দক্ষিণাং বৈ যথাবিধি।
যে যে প্রদদ্যুর্যদ্‌যচ্চ যত্তচ্ছৃণুতাধুনা ॥ ২৮
রাজানঃ করিণো দদ্যুঃ সালঙ্কারান্ সলক্ষণান্।
ক্ষত্রিয়া এবমেবঞ্চ তে বৈ রাজসমা মতাঃ ॥ ২৯
ব্রাহ্মণাঃ পুস্তকাংশ্চৈব বিষ্ণোরর্চ্চাকরণ্ডিকাঃ।
কনকং রজতঞ্চৈব ধান্যং বস্ত্রং স্বভক্তিতঃ ॥ ৩০
বিশশ্চ রত্নভূষাঢ্যান্ সিন্ধুদেশোদ্ভবানপি।
গাশ্চ লক্ষণসংযুক্তাঃ সবৎসাশ্চ পয়স্বিনীঃ ॥ ৩১
অন্যচ্চ কনকাদি চ দদ্যুর্ধর্ম্মতৎপরাঃ।

নার্থ যথাযোগ্য আসনসকল রচনা-পূর্ব্বক স্বয়ং শ্রবণার্থ উৎকণ্ঠিত মানসে অপর একখানি পবিত্র আসনে অবস্থিতি করিবে ; অথবা ব্যাস-সম সেই ব্রাহ্মণের সম্মুখে আসনে উপবেশন প্রশস্ত নহে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া পরিস্কৃত ভূভাগে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মৃত্তিকার উপরেই উপবিষ্ট হইবে। ১৭—১৯

ঐ সময়ে স্নানান্তে সানন্দে শুক্লবস্ত্রযুগ্ম পরিধান ও আচমনপূর্ব্বক শঙ্খচক্রাদি তিলক ধারণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি সমধিক বিশ্বাস স্থাপন করত মনে মনে তাঁহাকে চিন্তা করিতে থাকিবে। মুনিবরগণ! পুরাণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মন্ত্রকর্ম্ম, তীর্থ ও বৃদ্ধবাক্যে বিশ্বাসই ফলদায়ক ; এজন্য বিশ্বাসই সমুদয় পুণ্যের প্রকৃত কারণ জানিবে। ২০—২২

পুরাণ-শ্রবণকালে সর্ব্বপ্রযত্নে পাষণ্ডাদির সহিত সম্ভাষণ, কাহার সহিত বৃথা আলাপ এবং সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক চিন্তাই বর্জ্জন করিবে। ২৩

বিপ্রগণ! প্রত্যহ এইরূপ বিধানে সানন্দে পাঠ শ্রবণ করিবে এবং পাঠ সমাপ্ত করতালাদির সহিত 'জয়কৃষ্ণ'! জগন্নাথ! হর!" ইত্যাদি নামোচ্চারণ দ্বারা যাহাতে আকাশে প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়, এরূপ উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে থাকিবে। ২৪।২৫

দ্বিজগণ! ভগবান্ মুরারির প্রীত্যর্থে প্রত্যহই এইরূপ করিবে। অন্তর গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে বিষ্ণুর প্রীতিসাধনে তৎপর হইয়া পরম ভক্তিসহকারে বস্ত্র, মাল্য, চন্দন ও ভূষণাদি দ্বারা ব্যাসসম সেই বিপ্রবরকে ভূষিত করিবে। ২৬।২৭

তৎপরে স্বীয় সামর্থ্যানুসারে যথাবিধি দক্ষিণা দিবে। যে যে ব্যক্তির যে যে বস্তু দক্ষিণা দেওয়া উচিত, এক্ষণে তদ্বিষয় আমার নিকট শুনুন। ২৮

রাজগণ, সুলক্ষণান্বিত সালঙ্কার করী দান করিবে এবং সাধারণ ক্ষত্রিয় দিগেরও ঐরূপ দান করা বিধেয় ; কারণ ক্ষত্রিয়মাত্রেই রাজ-তুল্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন। ২৯

ব্রাহ্মণগণ ভক্তিসহকারে পুস্তক, বিষ্ণু-পূজার করণ্ডিকা, কনক, রজত, ধান্য ও বস্ত্র দান করিবেন। ৩০

ধর্ম্মপরায়ণ বৈশ্যগণ, রত্নভূষিত সিন্ধু-দেশোদ্ভব ঘোটক, সুলক্ষণা সবৎসা পয়স্বিনী ধেনু এবং কনকাদি অন্যান্য বস্তুও প্রদান

শূদ্রাঃ প্রবদ্ধ্যুঃ পরয়া মুদা সংযুক্তমানসাঃ ॥ ৩২
বাসাংসি চ সুবর্ণঞ্চ ধান্যং রত্নানি গাস্তথা।
নানালঙ্কারযুক্তাশ্চ ঘটোধ্নী র্বালগর্ভিণীঃ ॥ ৩৩
এবং বৈ দক্ষিণাং দদ্যাদ্ যেন সন্তুষ্যতে গুরুঃ।
আত্মনঃ শক্তিতো বিপ্রা বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ ॥
শান্তিকং পৌষ্টিকং চৈব ব্রতোদ্বাহাদিকর্ম্ম চ।
মোক্ষস্য সাধকং কর্ম্ম পুরাণশ্রবণং তথা ॥ ৩৫
যজ্ঞাদিকঞ্চ দানঞ্চ ব্রতং নানাবিধং তথা।
যদি চেদ্দক্ষিণাহীনং তদা ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ৩৬
অসুরাঃ কর্ম্মণস্তস্য হরন্তি ফলমেব তৎ।
যথা স্ত্রীণাঞ্চ লাবণ্যং ভর্ত্তৃস্নেহবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৭
যুদ্ধাৎ পলায়িতানাঞ্চ পৃষ্ঠং কৃত্বা ধনুষ্মতাম্।
বিনাবধাবনমশ্বানাং দুষ্টত্বং হি যথা দ্বিজাঃ ॥ ৩৮
মুকস্যৈব পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্রবিপশ্চিতাম্।
হীনং দক্ষিণয়া যদ্বৎ কর্ম্ম তত্তচ্চ নিষ্ফলম্ ॥ ৩৯
দানেন ক্ষীয়তে যস্মাদ্দুরিতানাং কদম্বকম্।
দক্ষিণেতি তথা বিপ্রা গীয়তে শাস্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৪০
ততো বিপ্রান্ ভোজয়েদ্বৈ যথাশক্তিপ্রকল্পিতৈঃ।
কর্পূরেণ চ খণ্ডেন সর্পিষা পায়সৈর্যুতৈঃ ॥ ৪১
ষড়্বিধৈরন্নপানাদ্যৈঃ সুস্বাদৈরমৃতোপমৈঃ।
তেভ্যোঽপি স্বর্ণবস্ত্রাদি যথাশক্ত্যা প্রদাপয়েৎ ॥
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং পুরাণশ্রবণস্য চ।
সাঙ্গোপাঙ্গবিধিশ্চৈব যেন স্যাৎ সফলং ধ্রুবম্।
ইদানীং ভো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কিমন্যজ্ জ্ঞাতুমিচ্ছথ ॥

মুনয় ঊচুঃ।

অহোঽস্মাকং মহাভাগ্যং যৎপাপৌঘবিনাশনম্।
পুরাণশ্রবণস্যৈব ফলমস্মাভিরেব চ ॥ ৪৪
সাঙ্গোপাঙ্গবিধানঞ্চ শ্রুতং ত্বন্মুখপঙ্কজাৎ।
ধন্যাঃ স্ম কৃতপুণ্যাঃ স্ম সংসারে বিগতজ্বরাঃ ॥ ৪৫
ইদানীমাত্মশক্ত্যা বৈ দীয়তে ভবতে মুনে।

করিবে। শূদ্রগণের অপার আনন্দপূর্ণ মানসে বস্ত্র, সুবর্ণ ধান্য, রত্ন, ও নানালঙ্কার-ভূষিত বালগর্ভিণী ঘটোধ্নী গোসমূহ দান করা বিধেয়। ৩১। ৩৩

বিপ্রগণ! ফলে যাহাতে গুরু সন্তুষ্ট হন, আত্মশক্তি-অনুসারে এরূপ দক্ষিণা দান করাই কর্ত্তব্য; কদাচ তদ্বিষয়ে বিত্তশাঠ্য করিবে না। বস্তুতঃ শান্তিক, পৌষ্টিক, ব্রতোদ্বাহাদি, মোক্ষসাধক পুরাণশ্রবণ, দান ও নানাবিধ যজ্ঞাদি যে কোন কর্ম্মই দক্ষিণা-বিহীন হইলে নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৩৪—৩৬।

অসুরগণ, দক্ষিণা-বিহীন কর্ম্মের ফল হরণ করিয়া থাকে। ভর্ত্তৃস্নেহ-বিবর্জ্জিত ললনাগণের লাবণ্য এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধস্থল হইতে পলায়মান ধনুর্দ্ধরদিগের বীরত্ব যেরূপ বৃথা, দক্ষিণাবিহীন কার্য্যও সেইরূপ বৃথা জানিবেন। দ্বিজগণ! দ্রুত গমন ভিন্ন অশ্বগণের যেমন প্রশংসা হয় না, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও মূকজানিবন্ধন পাণ্ডিত্য যেমন প্রকাশ পায় না, সেইরূপ, যে যে কর্ম্ম দক্ষিণাহীন হয়, তত্তৎকর্ম্মও নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৩৭—৩৯।

বিপ্রগণ! দক্ষিণা দানে দুরিতনিচয় ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় বলিয়া শাস্ত্রবিদ্‌গণ উহাকে দক্ষিণা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৪০

দ্বিজগণ! অনন্তর যথাশক্তি কল্পিত কর্পূর-খণ্ড (খাঁড়), সর্পি, পায়সযুক্ত অমৃতোপম সুস্বাদ ষড়্বিধ রসপূর্ণ অন্নপানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ-সমূহকে ভোজন করাইয়া স্বীয় শক্তি-অনুসারে তাহাদিগকে স্বর্ণ বস্ত্রাদি প্রদান করিবে। ৪১।৪২

মুনিবরগণ! পুরাণ-শ্রবণ সম্বন্ধে যাহাতে তৎকার্য্য সফল হয়, তদ্বিষয় এই আমি সাঙ্গো-পাঙ্গ সমুদয় বিধানই কহিলাম; এক্ষণে অপর কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করেন? ৪৩

মুনিগণ বলিলেন, ব্রহ্মন্! অহো! আমা-দিগের কি মহাভাগ্য! কারণ আমরা, ভবদীয় মুখকমল হইতে পুরাণশ্রবণ সম্বন্ধে সর্ব্বপাপ-বিনাশন সাঙ্গোপাঙ্গ সমুদয় বিধান ও তৎ-ফল শ্রবণ করিলাম; এজন্য এই সংসারে আমরাই ধন্য ও আমরাই কৃতপুণ্য। বস্তুতঃ আজি আমাদিগের সর্ব্বক্লেশ বিদূরিত হইল। ৪৪।৪৫

মুনে! এক্ষণে আমরা ফলপ্রাপ্তি [illegible] আত্মশক্তি অনুসারে আপনাকে [illegible]

দক্ষিণাং কর্তুমিচ্ছামো প্রসন্নস্তাং গৃহাণ চ ॥ ৪৬
ইত্যুক্তবন্তো মুনয়ো হ্যকিঞ্চনাঃ,
সমিৎকুশং পুষ্পফলাক্ষতাদিকম্ ।
প্রদায় চ তস্মৈ মুনয়ঃ সুমুক্তাঃ,
ক্ষেত্রোত্তমং জগ্মুরতিপ্রহর্ষিতাঃ ॥ ৪৭

সমাপ্তোঽয়মতিরিক্তাধ্যায়ঃ ।

দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করি, আপনি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন। ৪৬

ধন-রত্নাদি-দানে দরিদ্র সেই মুনিগণ এই-রূপ কহিয়া মুনিবর জৈমিনিকে সমিৎ, কুশ, পুষ্প, ফল ও অক্ষতাদি প্রদানপূর্ব্বক পরম আনন্দিত হৃদয়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং যথাসময়ে সকলেই মুক্ত হইলেন। ৪৭

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ ।

জাল বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া অনেক রোগী কুফল প্রাপ্ত হইতেছেন; অনেকের রোগ একেবারে আরাম হইতেছে না। জাল ঔষধে কখন কি রোগ আরাম হয়।

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি।

বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাকিং	ভিঃ পিঃ
১নং কৌটা ১৮	॥৵০	।০	৶০	⁄০
২নং কৌটা ৩৬	১৶০	।০	৶০	⁄০
৩নং কৌটা ৫৪	১॥৶০	।০	৶০	⁄০
	বিশেষ বৃহৎ—গাহ´স্থ্য কৌটা অর্থাৎ			
৪নং কৌটা ১৪৪	৪।০	।০	৶০	⁄০

বিজয়া বটিকার পাইকেরী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে, কমিশন এক টাকা; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন; ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে কমিশন দেড় টাকা, অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন, ডাকমাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন।০ চারি আনা

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা, অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃ মাঃ এক টাকা, ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

বার কৌটার কম লইলে এমন কি, এগার কৌটা লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না।

বিজয়া বটিকার প্রসিদ্ধি।

বিজয়া বটিকা আজ ভারত-প্রসিদ্ধ। অধিক কি, পারস্যে, আরবদেশে, মিশরে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, জাপানে এবং লণ্ডন মহানগরেও বিজয়া বটিকা যাইতেছে। দরিদ্রের কুটীরে, রাজ্যেশ্বর রাজার সিংহাসন-সমীপে, আজ বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্ত্তমান। বিজয়া বটিকা প্রকৃতই যেন ব্রহ্মাণ্ডবিজয় করিতে বসিয়াছে।

ইংরেজ-রমণী-কুলে বিজয়া বটিকা বিশেষ প্রিয় বস্তু। জানি না কেন কোন্ গুণে, বিজয়া বটিকা দেশীয় সামগ্রী হইয়াও, ইংরেজ-নরনারীর মন আকর্ষণ করিল।

জাপান দেশে বিজয়া বটিকার বড় আদর।

বিজয়া বটিকার শক্তি।

বিজয়া-বটিকার শক্তি, মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত। যে জ্বররোগ ডাক্তারী, কবিরাজী বা হোমিও-প্যাথী চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আত্মীয় স্বজন যে রোগীর জীবনের আশা পর্য্যন্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন বহুসংখ্যক রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে[illegible]।

[illegible] বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও কঠোর,—আবার সময় বিশেষে বিজয়া বটিকা [illegible] আপেক্ষা.কোমল। সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ করিয়া, মাথাইদ অতি ভয়ঙ্কর

প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত বিজয়া বটিকা দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে। বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ত্ব,—এইখানেই গুণপণা,—এইখানেই অলৌকিকত্ব।

বিজয়া বটিকার অলৌকিকত্ব।

রোগীর নাড়ীতে ২৪ ঘণ্টাই জ্বর আছে, প্লীহার কামড়ানী এবং যকৃতের টাটানীতে রোগী অস্থির হইয়াছে, রোগীর হাত মুখ পা পর্য্যন্ত ফুলিয়াছে, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে,—এমন বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইতেছেন ;—অথচ এদিকে আপনার জ্বরজ্বালা কিছুই নাই,—প্লীহা যকৃৎ নাই,—সহজ শরীরে আপনি বিজয়া বটিকা সেবন করুন, আপনার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইবে এবং লাবণ্য বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং বিজয়া বটিকাকে অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তিধর ঔষধ কে না বলিবে ?

বিজয়া বটিকা এবং কুইনাইন।

কুইনাইন সেবনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকায় সহজেই তাহা আরাম হয়। দশ পনর দিন অন্তর পুনঃ পুনঃ জ্বররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন, বিজয়া বটিকা তাঁহার জ্বররোগে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ।

বিজয়া বটিকার নিকট কুইনাইন চিরপরাজিত। বিজয়া বটিকার প্রাদুর্ভাবে অনেক গ্রাম ও নগরে কুইনাইনের প্রভুত্ব কমিয়া আসিতেছে। বিজয়া বটিকার এই গুণে অনেকেই মোহিত।

দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের

আশীর্ব্বাদ-পত্র।

"পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ বি, বসু এণ্ড কোং কল্যাণবরেষু।

গত দুই বৎসর যাবৎ আমাদের প্রাণপুর গ্রামে, ঘোরতর ম্যালেরিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ভৃত্যামাত্যসহ আমার বাড়ীর সকলেই ক্রমে ক্রমে বিষম জ্বরে সমাক্রান্ত হয়েন। ক্রমে প্লীহা এবং যকৃৎ সকলেরই হইল। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক এবং নানাপ্রকার কবিরাজী চিকিৎসা যতদূর সম্ভবে, তাহার ত্রুটি করি নাই না, কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কোন ফল কাহারও হইল না ; কেবল সাময়িক কিছু কিছু উপকার হইত মাত্র। পরে কোন প্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতার বোতল আনাইয়াছিলাম ; তাহাও সেইরূপ ব্যর্থ হইল। তৎপরে ভাগ্যক্রমে সকল-কেই একবার বিজয়া বটিকা সেবন করাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল এবং তাহা আনাইয়া ক্রমে সকলকেই সেবন করাইলাম। এখন ৺ভগবৎকৃপায় সেই বিজয়া বটিকাই আমার বাড়ীর সকলকেই জীবনদান করিয়াছে। সকলকেই সেই সুদারুণ রোগসঙ্কট হইতে, মুক্ত করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়াছে। বিজয়া বটিকাই আমার বাটীর সকলের জীবন সহায় হইয়াছে। সুতরাং ইহার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি, এমত আমার অন্য কিছুই নাই ; কেবল কায়মনোবাক্য-সাম্মিলিত-আশীর্ব্বাদ মাত্র। শ্রীশশধর দেবশর্ম্মা (তর্কচূড়ামণি), প্রাণপুর, সদরপুর, ফরিদপুর।"

ইংরেজ রমণীর পত্র।

নয় মাসের জ্বররোগ হইতে অব্যাহতি-লাভ।

পঞ্জাবের লাহোর-নিবাসিনী ইংরেজ-মহিলা শ্রীমতী হারিস রজাস ইংরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এইরূপ,—"বিজয়া বটিকা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন। নয় মাস কাল আমি জ্বরে ভুগিতেছিলাম। কিছুতেই আরাম হই নাই। অবশেষে, আমি আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি। আর এক আহ্লাদের কথা এই,—এই অতি স্বল্প মূল্যের বটিকা দ্বারা আমি ডাক্তারী চিকিৎসার প্রভূত অর্থব্যয় হইতে রক্ষা পাইয়াছি।"

এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও হাকিমী বিফল।

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত রামপুর ষ্টেটের হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল, বি, সিংহ কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

"যথা ক্রমে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, এবং হাকিমী মতে দীর্ঘকাল ধরিয়া চিকিৎসা করিয়াও, যে সকল রোগীর আদৌ কোন ফল হয় নাই, ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে যে এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়াছিলাম তাহা তাহাদিগের পক্ষে যেন মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণকে আপনার ম্যালেরিয়া-ঘটিত কম্পজ্বরের এই ধন্বন্তরিকল্প ঔষধ সাদরে গ্রহণ করিতে আমি ইতি মধ্যেই অনুরোধ করিয়াছি।"

বিজয়া বটিকা আশু উপকারক।

বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

"এখানে যে কয়েক জনকে বিজয়া বটিকা খাওয়ান হইয়াছিল, তাহাদের বিশেষ উপকার হইয়াছে। শীঘ্র ফল হয় দেখিয়া, লোকের বিলক্ষণ শ্রদ্ধা হইয়াছে। অতএব ৪নং বড এক কৌটা বিজয়া বটিকা ফেরত ডাকে পাঠাইবেন, নিজ গঙ্গাটিকুরির বাটীতে রাখিয়া দিব।"

সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকের পত্র।

বিজয়া বটিকা—জ্বর ও বাতের মহৌষধ

ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, মূলাযোড় সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম,—বিজয়া বটিকা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন—

আমার ছাত্র এবং পরমাত্মীয় ভট্টপল্লী নিবাসী ৺অমৃতময় বিদ্যারত্নের পত্নী ছয় মাস যাবৎ প্লীহা, যকৃৎ, ও জ্বরে শয্যাগত হইয়াছিলেন। কুইনাইনে জ্বর বন্ধ হইত না। তোমার বিজয় বটিকা তিনটী মাত্র সেবন করিয়া ই, তাঁহার জ্বর বন্ধ হইয়াছিল।

বিধবা স্ত্রীলোক, বিশেষ পথ্যাবে গে থাকিতে পারেন নাই; তথাপি যে একমাস কাল বিজয়া টিকা সেবন করিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইতে পারিয়াছেন, ইহাতেই আমারা ঔষধের উত্তম ক্ষমতা বুঝিয়াছি; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আশা করি, এই ঔষধ গুণে সকলেরই অবিলম্বে আদরের হইবে। বিজয়া বটিকা বাত রোগের মহৌষধ।

আশীর্ব্বাদক শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম। মূলাযোড় সংস্কৃত-বিদ্যালয়াধ্যক্ষ, ২৪ পরগণা।

অনেকে ডজন ডজন (অর্থাৎ ১২টী হিসাবে) এ সালসা লইতেছেন। একেবারে এক ডজন লওয়াই সুবিধা ;—কেননা ইহাতে কমিশন পাওয় যায়। এক ডজনের কম, এমন কি ১১ এগার শিশি ঔষধ লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না। ৩নং অর্থাৎ দেড়পোয়া শিশির ১২ বারটার মূল্য ১৯॥০ সাড়ে উনিশ টাকা, বাদ কমিশন ২৲ অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং একডজন সালসা পাইবেন। কিন্তু ইহার ডাকমাশুল ৭৲ সাত টাকা। তবে রেলওয়ে পার্শেলে এ ঔষধ লইলে দূরত্ব অনুসারে মাশুল ১৲ ২৲ ৩৲ বা ৪৲ টাকা পড়িয়া থাকে।

১ম পত্র।

মধ্যভারত-গোয়ালিয়ার রাজ্যের লস্কর হাঁসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বিহারিলাল ঘোষ মহাশয় আমাদের হাতীমার্কা সালসা সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এইরূপ ;—

"মহাশয়! বাজারে যতপ্রকার সালসা পাওয়া যায় তন্মধ্যে বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা আমি স্বয়ং উত্তমরূপে ব্যবহার করিয়া জানিয়াছি। আমার ধারণা, কাকস্থলী প্রবল করিতে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ। আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া অগ্নিমান্দ্য ও বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইয়া আসিতেছি। কিন্তু আপনার সালসা ব্যবহার করা অবধি অনেক পরিমাণে ভাল আছি। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আপনার সালসা আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী"

২য় পত্র।

আমি আপনাদের (বি, বসু এণ্ড কোং র) হাতীমার্কা সালসা সেবন করিয়া বাতরোগে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। ইতি পূর্ব্বে অনেক রকম চিকিৎসা করাইয়াও এই বাতরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই। আর কিঞ্চিৎমাত্র বাতের কসুর আছে। এই লোক মাঃ ৩নং দুই শিশি সালসা পাঠাইবেন। আমার একটী ছেলে খোস-পাচড়ায় অনেক দিন হইতে কষ্ট পাইতেছিল ; আপনাদের সুস্বাদু সালসা তাহাকেও খাওয়াইতেছি। তাহারও অনেক উপকার হইয়াছে। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, মুন্সেফ। উলুবেড়িয়া, হাবড়া।

৩য় পত্র।

আপনাদের সালসা সেবনে উপকার পাইয়াছি। ইহা যে ক্ষুধাবৃদ্ধি, ধাতুপুষ্টি ও রক্ত পরিষ্কার করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক আপনার সালসা অতি উপাদেয় জিনিষই হইয়াছে, তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিই। যাঁহারা রক্তপরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি ও ধাতু পুষ্টির বাসনা করেন, তাঁহাদিগকে একবার বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিতে অনুরোধ করি। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, জমিদার, পোঃ চৌদ্দগ্রাম, ত্রিপুরা।

---

৭৯ নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

৩য় পত্র।

কলিকাতা ষ্টার থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ ম্যানেজার এবং বিবাহ-বিভ্রাট, তরুবালা প্রভৃতির গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু লিখিয়াছেন,—"আপনাদের এ কোন্ ফুলের 'ফুলেলা'? মন্মথের ফুলধনু হইতে দু'চারিটী পাপড়ী চুরি করিয়া স্নিগ্ধ স্নেহ রসে মিশাইয়াছেন কি? নচেৎ সুবাসের কোমলতার মধ্যে এমন মধুর মোহিনীশক্তিটুকু আইল কোথা হ'তে? ঘ্রাণে কত হারাণ কথা প্রাণ যেন আবার কুড়াইয়া পায়। গৃহলক্ষ্মার অলকায় একটু 'ফুলেলা' দিলে বোধ হয় তাঁহার পায়ে বেশী তৈল দিবার প্রয়োজন হয় না।

৪র্থ পত্র।

কলিকাতা হাইকোর্টের সুক্ষ্মদর্শী প্রসিদ্ধ উকীল এটর্ণী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম, এ, বি এল, মহোদয় ফুলেলা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন;—

আপনাদের 'ফুলেলা' দুই শিশি ব্যবহার করিয়াই চুল-উঠা সম্বন্ধে অনেক উপকার পাইয়াছি 'ফুলেলার গন্ধ অতি মনোহর—স্নানের পরও অনেকক্ষণ গন্ধ থাকে।

৫ম পত্র।

যিনি আকাশরঞ্জিনী, পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গের কবি-কুলচূড়ামণি হইয়াছেন,—এক্ষণে যিনি চট্টগ্রামের কমিশনরের পার্শনাল আসিষ্টাণ্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, সেই মহাকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন—'ফুলেলা' ব্যবহারে প্রীত হইয়া কি লিখিয়াছেন, দেখুন;—"কি স্নিগ্ধতায়, কি সৌরভে, কি বর্ণের গৌরবে,—'ফুলেলা' ব্যবহার করিলে মুগ্ধ হইতে হয়।"

৬ষ্ঠ পত্র।

আপনার 'ফুলেলা' অতি সুন্দর তৈল। ইহা ব্যবহারে আমি অত্যন্ত আরাম বোধ করিয়াছি। এমন কি, এই তৈল মাথার বেদনার অতি মহৌষধ। ফুলেলার গন্ধ অতি চমৎকার, স্নানের পরও ইহা অনেকক্ষণ স্থায়ী। শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস।

মথুরাপুর গ্রাম, ঠাকুরগঞ্জ পোঃ আঃ (দিনাজপুর)।

৭ম পত্র।

আপনাদের প্রেরিত সৌরভময় 'ফুলেলা' তৈল প্রাপ্তে সুখী হইলাম। ইহা যে প্রকার সৌরভময়, সে প্রকার উপকারী বটে। আমার মাথাঘুরা ইত্যাদি শিরোরোগ আপনার সেবনে অনেক উপশম হইয়াছে এবং আমার ৺ ঠাকুরাণী ২।৩ দিবস আপনার "ফুলেলা" তৈল হাতে পায়ে মাখিয়া, হাত-পা জ্বালা রোগ হইতে ঈশ্বর-ইচ্ছায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন। পত্র প্রাপ্তি মাত্রই নিম্নলিখিত ঠিকানায় তিন আউন্স শিশি 'ফুলেলা' চারি শিশি একত্রে পাঠাইয়া পরিতোষ করিবেন। শ্রীলোৎফের রহমন চৌধুরী।

দেউলা, তালুকদার বাড়ী, পোঃ তালতলী, বরিশাল।